উমবের্তো একো

গোলাপের নাম

ভাষান্তর

জি এইচ হাবীব

BanglaBook.org

হঠাৎ উত্তরের দরজার দিক থেকে একটা কোলাহল ভেসে এলো। ভাবলাম, ভৃত্যরা তাদের কাজের প্রস্তুতি নিতে গিয়ে এই পবিত্র অনুষ্ঠানের বিঘ্ন ঘটাচ্ছে কেন? ঠিক সেই মুহূর্তে তিনজন শূকরপালক ভেতরে ঢুকল, তাদের চোখে মুখে নির্জলা আতঙ্ক; মোহান্তের কাছে গিয়ে তাঁর কানে কানে কী যেন বলল তারা। মোহান্ত প্রথমে একটা দেহভঙ্গি ক'রে তাদেরকে শান্ত করলেন, যেন তিনি প্রার্থনা অনুষ্ঠানে বিঘ্ন ঘটাতে চাইছেন না; কিন্তু ততক্ষণে আরো কিছু ভৃত্য ভেতরে ঢুকে পড়েছে এবং তাদের গলা আরো জোরাল হয়ে উঠেছে। তাদের কেউ কেউ বলছিল, 'একটা মানুষ। একটা মরা মানুষ ... একজন সন্ন্যাসী!'

9 789848 034569

www.BanglaBook.org

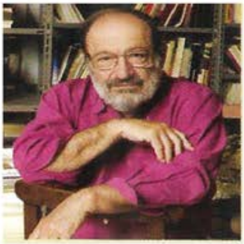

উমবের্তো একো

(৫ জানুয়ারি ১৯৩২—১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৬)
বিশ্ববরেণ্য ইতালীয় ঔপন্যাসিক, সাহিত্য সমালোচক, দার্শনিক, প্রতীকতত্ত্ববিদ এবং বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক। তাঁর সর্বাধিক বিক্রিত উপন্যাসগুলোর মধ্যে রয়েছে *দ্য নেইম অভ্ দ্য রোয (গোলাপের নাম)*, *ফুকোয পেন্ডুলাম*, *দ্য প্রাগ সেমেটারি*, ইত্যাদি এবং উল্লেখযোগ্য অসংখ্য নন ফিকশনের মধ্যে রয়েছে *কান্ট অ্যান্ড দ্য প্লাটিপাস*, *ইটারনাল ফ্যাসিযম*, *আর্ট অ্যান্ড বিউটি ইন দ্য মিডল এজেস*, *আ থিওরি অভ্ সেমিওটিক্স*, *ক্রনিকলস অভ্ আ লিকুইড সোসাইটি*, ইত্যাদি।

উইলিয়াম উইভার

(২৪ জুলাই ১৯২৩—১২ নভেম্বর ২০১৩)
Il nome della rosa-র ইংরেজি অনুবাদক। তিনি উমবের্তো একো, প্রিমো লেভি এবং ইতালো কালভিনোর রচনা অনুবাদের জন্য সর্বাধিক পরিচিত।

জি এইচ হাবীব

জন্ম ১০ মার্চ ১৯৬৭। উল্লেখযোগ্য অনুবাদ গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেসের *নিঃসঙ্গতার একশ বছর*, ইয়স্তাইন গোর্ডারের *সোফির জগৎ*, তরে ইয়নসনের *লাতিন ভাষার কথা*, ব্রিজিত ভাইনির *ইংরেজি ভাষার ইতিহাস*, আমোস তুতুওলার *তাড়িখোর*, ইত্যাদি।
পেশা শিক্ষকতা।

গোলাপের নাম

উমবের্তো একো

ভাষান্তর জি এইচ হাবীব

উইলিয়াম উইভারকৃত ইংরেজী অনুবাদ থেকে

অলংকরণ নীল প্যাকার

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

গোলাপের নাম
উমবের্তো একো
ভাষান্তর : জি এইচ হাবীব

বাংলা অনুবাদের স্বত্ব : অনুবাদক

প্রচ্ছদ : সোমনাথ ঘোষ
অলংকরণ : নীল প্যাকার

প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৪২৬, ফেব্রুয়ারি ২০২০

প্রকাশক : বাতিঘর
রুমী মার্কেট, ৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা

বিক্রয়কেন্দ্র
বাতিঘর ঢাকা : বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ভবন, ১৭ ময়মনসিংহ রোড, বাংলামোটর
বাতিঘর চট্টগ্রাম : প্রেসক্লাব ভবন, ১৪৬/১৫১ জামাল খান রোড
বাতিঘর সিলেট : গোল্ডেন সিটি কমপ্লেক্স, ৬৮২ পূর্ব জিন্দাবাজার

মুদ্রণ ব্যবস্থাপনা : বাতিঘর প্রকাশনা বিভাগ

মূল্য : ১৩৩৪ টাকা

Golaper Naam
A Bangla Translation of Umberto Eco's *The Name of the Rose*
by G H Habib

Published by Baatighar
Rumi Market, 68-69 Paridas Road, Banglabazar, Dhaka, Bangladesh
Email: baatighar.pub@gmail.com Web: www.baatighar.com

৳ 1334

ISBN : 978-984-8034-56-9

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অনুবাদকের উৎসর্গ
আমার সমস্ত শিক্ষককে শ্রদ্ধাস্বরূপ

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

তরজমাকারের নিবেদন

১৩২৭ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের শেষাশেষি ইতালির একটি বেনেডিক্টীয় মঠে এসে উপস্থিত হয়েছেন মধ্যবয়স্ক ফ্রান্সিসকান সন্ন্যাসী বাস্কারভিলের উইলিয়াম ও তাঁর সঙ্গী বেনেডিক্টীয় শিক্ষানবিশ আদ্সো, যীশুখৃষ্টের দারিদ্র্য বিষয়ক একটি বিতর্কে অংশ নেয়ার জন্য। তাঁরা মঠে পৌঁছে দেখেন সেখানে এক সন্ন্যাসীর রহস্যজনক মৃত্যু ঘটেছে। উইলিয়ামের ওপর দায়িত্ব পড়ে এই মৃত্যু-রহস্য উদ্ঘাটনের। দেখতে দেখতে, সাত দিনের মধ্যে, বীভৎস এবং রহস্যজনকভাবে মৃত্যুবরণ করেন আধ ডজন সন্ন্যাসী।

এই হচ্ছে ইতালীর অত্যন্ত প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক, দার্শনিক, চিহ্নবিদ্যা বিশারদ, শিক্ষক উমবের্তো একো (৫ই জানুয়ারি, ১৯৩২ – ১৯এ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬) রচিত ৫০০ পৃষ্ঠার বৃহদায়তন উপন্যাস *Il nome de la rosa* বা *গোলাপের নাম*-এর কংকাল-কাঠামো।

ইতালীয় ভাষায় লেখা উপন্যাসটি প্রথম ১৯৮০ সালে প্রকাশিত হওয়ার পর নানান ভাষায় অনুবাদ সহ (উইলিয়াম উইভারকৃত ইংরেজী ভাষান্তর সহ) ৫ কোটির বেশি কপি বিক্রি হয়েছে। স্রেফ আধা ডজন খুনের রহস্য জানবার জন্যে জগতের এত পাঠক নিশ্চয়ই বইটি কেনেননি বা পড়েননি, যদিও একোর গোয়েন্দাপ্রবর যেভাবে এই হত্যারহস্য উন্মোচন করেন তা যেমন অত্যন্ত আকর্ষণীয়, সেই সঙ্গে হতবুদ্ধিকর রকমের আনন্দদায়ক।

কোনো (রহস্য) উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়ন হলে সেটার বিক্রি বাড়ে, বিশেষ ক'রে সেই চলচ্চিত্রের প্রধান চরিত্রের ভূমিকায় যদি শ্যন কনারির মতো কোনো ভুবনজয়ী তারকা অভিনয় করেন (উল্লেখ্য, বিখ্যাত পরিচালক জাঁ-জাক আনু ১৯৮৬ সালে উপন্যাসটিকে ভিত্তি ক'রে একই নামে একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন, যেটি লেখককে তুষ্ট করতে পারেনি এবং মার্কিন মুলুকে ততটা আদৃত হয়নি, যদিও ইউরোপে বেশ সাড়া ফেলেছিল। এক বালিকা তো একটি বই-বিপণিতে উপন্যাসটি দেখে এমনকি বলে উঠেছিল : 'ও, এরই মধ্যে ওরা সিনেমাটি থেকে একটা বই লিখে ফেলেছে!')। এছাড়া বই পুরস্কার পেলেও সেটির বিক্রি বাড়ে। *গোলাপের নাম* ইতালির সবচাইতে সম্মানজনক সাহিত্য পুরস্কার Premio Strega এবং ফরাসী দেশের Prix Médicis সহ অসংখ্য পুরস্কার লাভ করেছে। কিন্তু সম্ভবত এসব কারণে *গোলাপের নাম* পাঠকের এমন আশ্চর্য সমাদর লাভ করেনি।

করেছে এই কারণে যে, হত্যারহস্য উন্মোচনের কংকাল-কাঠামোটি নির্ভর ক'রে উমবের্তো

একো চিহ্নবিজ্ঞান, সাহিত্যতত্ত্ব, বাইবেলের নানান ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, মধ্যযুগের দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্যতত্ত্ব, নন্দনতত্ত্ব, ইত্যাদি সহযোগে একটি চমকপ্রদ ইতিহাস-আশ্রিত কাহিনী নির্মাণ করেছেন। সেই সঙ্গে এটি জ্ঞানের সংরক্ষণ বনাম জ্ঞানের বিতরণ গ্রন্থাগার, বই, গোলকধাঁধা, বই, আর অনুবাদ নিয়েও রচিত একটি উপন্যাস; আর এই অনুবাদের সূত্র ধরে আসে সাইন বা প্রতীক, ও চিহ্নবিজ্ঞান (সেমিওলজি)-এর প্রাসঙ্গিকতা – শুধু গ্রন্থ অনুবাদ নয়, বরং গোটা জগৎকেই একটি গ্রন্থ হিসেবে ধ'রে নিয়ে সেটার মেলে ধরা সংকেতগুলোর পাঠোদ্ধার ক'রে জগতের যাবতীয় রহস্য উন্মোচনের মাধ্যমে জ্ঞানার্জনের বিষয়টি।।

গোয়েন্দা বা রহস্যকাহিনী বা হুডানিটের একটি অন্তর্নিহিত দুর্বলতা হলো মূল রহস্যটি উন্মোচিত হওয়ার পর, অর্থাৎ খুনী বা অপরাধীর পরিচয় পাঠক একবার জেনে যাওয়ার পর বইটির প্রতি সেই পাঠকের আর কোনো আকর্ষণ থাকে না বললেই চলে। সেই সঙ্গে রয়েছে ভাষার ব্যাপারটি। বেশিরভাগ রহস্য বা গোয়েন্দা কাহিনীর ভাষাই যেন প্রায় একই রকম ছোট ছোট সাধারণ শব্দে ছোট ছোট, টানটান বাক্য, যার প্রায় প্রতিটিতেই যেন রহস্যকে ঘনীভূত করার একটা চেষ্টা, এবং দীর্ঘ বাক্য পরিহার করার একটা প্রবণতা। *গোলাপের নাম* সেদিক থেকে বিরল ব্যতিক্রম। এখানে কোনো কোনো বাক্য এমনকি শতাধিক বাক্যেরও একটি জটিল সমাবেশ, বিষয়-বস্তু আর সিনট্যাক্সের দিক থেকে। এবং উপন্যাসটির ভাষার সৌন্দর্য এমনই যে এটি পাঠের অব্যবহিত পর অন্য কোনো থ্রিলার বা গোয়েন্দা কাহিনীর ভাষা পাঠকের কাছে নিতান্তই জোলো ব'লে মনে হতে পারে, এবং সেই ক্লিশে ব্যবহার ক'রে বলা যায় যে 'পাতায় পাতায় রহস্য ও উত্তেজনার টানটান আকর্ষণ' না থাকলে সেই বইটি কিছুদিন তাঁর পক্ষে আর প'ড়ে ওঠা সম্ভব না-ও হতে পারে।'

তবে এক্ষেত্রে আমরা, সঙ্গতকারণেই, একটি প্রহেলিকার কথা উল্লেখ করতে পারি। এ ধরনের জটিল গ্রন্থের অনুবাদে আমরা সাধারণত দীর্ঘ, পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকা দেখে থাকি, হয় অনুবাদকের নিজের লেখা, বা আমন্ত্রিত ভিন্ন কোনো লেখকের সেই সঙ্গে থাকে প্রচুর টীকা-ভাষ্য (জেমস জয়েসের *ইউলিসিস*-এ শোনা যায় ৫০০০-এরও বেশি টীকা রয়েছে।) কিন্তু, উমবের্তো একোর *Il nome de la rosa* উপন্যাসের উইলিয়াম উইভারকৃত তরজমায় (এবং অন্য কোনো উপন্যাসে তো বটেই এমনকি ইতালো কালভিনোর *ইনভিজিবল সিটিয* নামক গ্রন্থেও) এ ধরনের কোনো ভূমিকা নেই বা টীকা-ভাষ্য নেই। তারপরেও গ্রন্থটির এই বিপুল জনপ্রিয়তা বিস্ময়কর বৈকি। কারণ উপন্যাসটি বিশেষত মধ্যযুগের শেষ পর্বের নানান ঐতিহাসিক ঘটনা এবং গুরুত্বপূর্ণ-অগুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের উল্লেখে ভরপুর। এখানে উল্লিখিত হয়েছেন অসংখ্য সন্ত [যেমন এজিলাফ (Agiluf), আলদেমার (Aldemar), ফলিনো-র অ্যাঞ্জেলা (Angela of Foligno), মন্টেফাল্কো-র ক্লেয়ার (Clare of Montefalco)], বিভিন্ন হেরেটিক বা ধর্মদ্বেষী ব্যক্তি বা দল [আর্নল্ডিস্ট (Arnoldist), বেগার্ড (Beghards), বিতোচি (Bizochi), ভালদেন্সীয় (Waldensians), উইলিমাইট (Williamites)]; রয়েছে ককেইন (Cockaigne), কিমেরীয় কুয়াশা (Cimmerian fog), ব্লেমীয়ে (Blemmyae) আর ফ্যালারিসের ষাঁড়ের (Bull of Phalaris) মতো নানান পৌরাণিক উল্লেখ।

উপন্যাসের গোলকধাঁধাময় গ্রন্থাগারের তাকগুলোতে মুখ গুঁজে থাকা অনেক নিতান্ত তুচ্ছ এবং অখ্যাত লেখকের নাম আর গ্রন্থের কথাও উল্লেখ করেছেন একো। আর আছে, অসংখ্য লাতিন, ফরাসী এবং জার্মান শব্দ, শব্দবন্ধ, বাক্য ও অনুচ্ছেদ, যেসবের অনুবাদ লেখক ইচ্ছাকৃতভাবেই সরবরাহ করেননি। ফলে, সব মিলে, উপন্যাসটি পাঠের ক্ষেত্রে তৈরি হয় এক দুস্তর বাধা। তারপরেও উপন্যাসটির অত্যাশ্চর্য জনপ্রিয়তার আরেকটি কারণ হিসেবে একোর এই কথাটি বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে যে লোকে সাদামাঠা জিনিসে বিরক্ত; তাঁরা চান কোনো লেখা, উপন্যাস ইত্যাদি তাঁদের পাঠক্ষমতা, বুদ্ধিমত্তাকে চ্যালেঞ্জ করুক। একটি সেরেব্রাল উপন্যাস বোধহয় এজন্যই বেস্ট সেলার হয় দুষ্ট লোকেরা অবশ্য স্টিফেন হকিং-এর *আ ব্রীফ হিস্টরি অভ্ টাইম* নামের গ্রন্থের বিপুল কাটতির দিকে ইঙ্গিত ক'রে বলতে পারেন যে সেটি যেমন মানুষ হকিং-এর খ্যাতি ইত্যাদি দেখে কিনেছিল, কিন্তু শোনা যায় অনেকেই তা পড়েনি, তেমনি অত্যন্ত জটিল উপন্যাসের তালিকায় প্রায়ই ঠাঁই ক'রে নেয়া *গোলাপের নাম*-ও যতজন কিনেছিলেন তার বেশিরভাগই সেটি শেষ ক'রে উঠতে পারেনি। কিন্তু সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ।

লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, *গোলাপের নাম* যখন বের হয় তখন একোর বয়স ৪৮, এবং তাঁর পরিচিতি তখন দর্শন, চিহ্নবিদ্যা এসব তাত্ত্বিক, ভারী ভারী গ্রন্থ রচনার জন্য। এমন একজন মানুষই ১৯৮০ সালে তাঁর প্রথম উপন্যাস লিখে সাড়া ফেলে দিলেন। এটা কিভাবে সম্ভব হলো এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন যে ছোট বেলা থেকেই তাঁর আখ্যান বা ন্যারেটিভের প্রতি একটি স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল, দশ বারো বছরেই তিনি নানান গল্প লিখেছেন, এমনকি কয়েকটি উপন্যাসের শুরুর দিকটা রচনা করেছিলেন। আর তাঁর সব গবেষণাকর্মের কাঠামোই হুডানিট-এর। এমনকি তাঁর শিক্ষকেরাও বলেছেন যে টমাস একুইনাসের ওপর রচিত তাঁর ডক্টরাল থিসিসেও এই কাঠামোটি লক্ষ করা যায়।

গোলাপের নাম অবশ্যই প্রথম উপাখ্যান নয় যেখানে আমরা কোনো সন্ন্যাসী বা যাজককে গোয়েন্দার ভূমিকায় দেখতে পাই। এ-প্রসঙ্গে স্মর্তব্য জি কে চেস্টারটনের ফাদার ব্রাউন, হ্যারি কেমেলম্যানের 'র‍্যাবাই' (ডেভিড স্মল) উপন্যাসসমূহ, এবং এলিস পেটার্স-এর 'ক্যাডফায়েল ক্রনিকলস', যেখানে *গোলাপের নাম*-এর মতোই একজন রহস্যভেদী মধ্যযুগীয় সন্ন্যাসীকে ঘিরে কাহিনী আবর্তিত হয়। তবে, *গোলাপের নাম* সম্ভবত এই কারণে একটি বিশিষ্টতার দাবী করতে পারে যে উপন্যাসটি একই সঙ্গে এই জঁরটির একটি সমালোচনা এবং প্যারডিও বটে।

গোলাপের নাম উপন্যাসে খৃষ্টধর্ম সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে, আর তা হলো দারিদ্র্য এবং তার সঙ্গে যীশুর ও চার্চ বা গীর্জার সম্পর্ক, জাগতিক ধনসম্পদের সম্পর্ক। এই বিতর্কের কারণে, যারা দারিদ্র্যকে তাদের পরিচয়ের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখতো সেই ফ্রান্সিসকানদের সঙ্গে পোপের প্রতিনিধিদের – যারা নিশ্চিতভাবেই দারিদ্র্য আর যীশু বা গীর্জার সঙ্গে সম্পর্ককে তাদের ফ্রান্সিসকান ব্রাদারদের চোখে দেখত না – এই দুই পক্ষের মধ্যে বিভেদ দেখা দেয়।

উল্লেখ্য, উপন্যাসটির শুরুতে আমরা দেখি ১৩২৭ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ফ্রান্সিসকান সন্ন্যাসী

Banglabook.org

বাস্কারভিলের উইলিয়াম তার নবীন শিষ্য অস্ট্রিয়ার মেঙ্কের আদ্‌সোকে নিয়ে উত্তর ইতালির একটি বেনেডিক্টীয় মঠে উপরোক্ত বিষয়ে বিতর্কে যোগ দিতে এসে মাত্র কয়েক দিন আগে সেখানে ঘটে যাওয়া একটি দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যুর তদন্তভার পেয়েছেন।

যীশু আর জাগতিক সম্পদের মধ্যে যদি একটি কার্যকর সম্পর্ক স্থাপন করা যায় তাহলে তা গীর্জা কি ক'রে এই জাগতিক সম্পদের অধিকারী হবে বা হবে না সে-বিষয়ে একটি পূর্ব-নজির স্থাপন করবে, আর এটাই বিতর্কের বিষয়। পোপের প্রতিনিধিবর্গের যেহেতু নিশ্চিতভাবেই প্রভূত ধন-সম্পদ রয়েছে আর খোদ পোপও যেহেতু অবিশ্বাস্যরকমের ধনী এবং ক্ষমতাবান ব্যক্তি ব'লে খ্যাত, বিতর্কটা হচ্ছে রোমান ক্যাথলিক চার্চের পক্ষে জাগতিক সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলাটি সঙ্গত কিনা, না কি তারা দারিদ্র্যকেই বরণ করে তাদের অতুল বৈভব পরিত্যাগ করবে। কাজেই যীশু জাগতিক ধন-সম্পদের প্রতি কি মনোভাব পোষণ করতেন সেটা একটি পূর্ব-নজির হিসেবে প্রতিষ্ঠা করাই এই বিতর্কের উদ্দেশ্য।

এই বিতর্কের সূত্রপাত ১৩শ শতকে, বিভিন্ন খৃষ্টীয় ভিক্ষু সম্প্রদায় (Mendicant Order)-এর আবির্ভাবের পর। এই ভিক্ষু সম্প্রদায় তাদের নামকে সার্থক প্রতিপন্ন করতে তাদের জীবিকার জন্য মানুষের দয়া বা ভিক্ষার ওপরেই পুরোপুরি নির্ভর করতো, বা, অন্যভাবে বললে, যেহেতু তারা তাদের জীবিকার জন্য মানুষের দয়া বা ভিক্ষার ওপরেই পুরোপুরি নির্ভর করতো তাই তাদের এই নাম। এই ভিক্ষু সম্প্রদায়ের সদস্যরা ব্যক্তিগত বা সামষ্টিকভাবে কোনো সম্পদের মালিক হতো না, কারণ তারা মনে করত এভাবেই তারা যীশুর মতো জীবন যাপন করতে এবং তাদের প্রায় সমস্ত শক্তি ও সময় ধর্মীয় কাজের পেছনে ব্যয় করতে পারছে।...

গীর্জার ইতিহাসে ভিক্ষু আন্দোলন শুরু হয় মূলত ত্রয়োদশ শতকে, পশ্চিম ইউরোপে। তখন অব্দি সন্ন্যাসীরা তাঁদের মঠের ভেতরের যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতো। ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা বর্জন ক'রে 'Acts of the Apostles'-এর (প্রেরিত, নূতন নিয়ম) ২য় ও ৪র্থ পরিচ্ছেদের নির্দেশনা অনুযায়ী সম্প্রদায় হিসেবে সমষ্টিগতভাবে সম্পদের মালিক বলে গণ্য করত নিজেদের। ত্রয়োদশ শতকে পশ্চিম ইউরোপে আশ্রম বা সন্নাসী জীবনের বিকাশের কিছুদিন পরই তা বিপুল সংখ্যক মানুষের সাড়া পেতে থাকে; দলে দলে মানুষ সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করতে থাকে, আর একই সঙ্গে সেখানে গড়ে উঠতে থাকে প্রচুর সম্পদ, জায়গা-জমি, বিত্ত-বৈভব। কিন্তু যীশু যে দরিদ্রদের সেবার জন্য মর্ত্যধামে আবির্ভূত হয়েছিলেন, আর সত্যিকারের খৃষ্ট ধর্ম বা গীর্জা যে দরিদ্রদের জন্যেই নিবেদিত, এই বিষয়টির সঙ্গে সেটি সাংঘর্ষিক পর্যায়ে চলে যায়।

দ্বাদশ শতকে পশ্চিম ইউরোপে বেশ বড় ধরনের কিছু পরিবর্তন সূচিত হয়। ব্যবসা-বাণিজ্য ফের চালু হতে গড়ে ওঠে নানান নগর-কেন্দ্র আর নগরকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। প্রয়োজন পড়ে আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে নতুন দিক নির্দেশনার। এ-যুগের সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণের একটি প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে যাজকীয় সংস্কার। আর এই সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠিত হয় নতুন কিছু ভিক্ষু সম্প্রদায় যার একটির প্রতিষ্ঠাতা আসিসি-র ফ্রান্সিস (আনু. ১১৮১-১২২৬ খৃ.), আরেকটির, গুজমানের ডমিনিক (আনু. ১১৭০- ১২৩৪ খৃ.।) দারিদ্র্য এবং একটি কঠোর সংযমী জীবনযাপনে

BanglaBook.org

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এই ভিক্ষুরা বিত্ত-বৈভবকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে বেড়িয়ে ধর্মপ্রচারকেই জীবনের ব্র হিসেব গ্রহণ করে। তাদের এই জীবনযাপন পদ্ধতির কারণেই ইংরেজিতে তাদেরকে 'mendicant' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, আর শব্দটি এসেছে লাতিন 'mendicare' বা ভিক্ষা করা থেকে।'

ইন্টারটেক্সচুয়ালিটির একটা ভালো উদাহরণ *গোলাপের নাম*। ভলতেয়ারের গল্প, শার্লক হোমসের গল্পের উপাদান যেমন আছে এতে, তেমনি আছে 'সহস্র এক আরব্য রজনী'-র মাল-মশলা। গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেসের *নিঃসঙ্গতার একশ বছর*-এর একটি জায়গায় যেমন উইলিয়াম ফকনারের 'আ রোজ ফর এমিলি' গল্পটির ছায়া বেশ ভালভাবেই পাওয়া যায়, গোলাপের নাম-এর শুরুর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ভলতেয়ার-এর *জাদিগ* নভেলাটির 'কুকুর ও ঘোড়া' শিরোনামের কাহিনী থেকে নিয়েছেন...

'আপনাকে ধন্যবাদ জানাই, ব্রাদার সেলারার,' নম্রকণ্ঠে আমার গুরু বললেন, 'আর আপনার সৌজন্যে আমি আরো বেশি মুগ্ধ এই জন্যে যে, আপনি আপনার অনুসন্ধান মুলতবি রেখে আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে এসেছেন। তবে চিন্তা করবেন না। ঘোড়াটা এই পথ দিয়েই এসে ডানে চলে গেছে। অবশ্য বেশি দূর যেতে পারে নি, আবর্জনার স্তূপটার কাছে পৌঁছেই সেটাকে থেমে পড়তে হয়েছে। ও অতোটা বোকা নয় যে ওই খাড়া ঢাল দিয়ে গড়িয়ে পড়বে।'

ভাণ্ডারী জিগ্যেস করলেন, 'কখন দেখেছেন ওটাকে?'

কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে উইলিয়াম বললেন, 'আমরা তো ওটাকে দেখিনি, দেখেছি কি , আদ্‌সো? তবে আপনি যদি ব্রুনেলাসের খোঁজে বেরিয়ে থাকেন তো আমি যেখানে বললাম ওখানেই পাবেন আপনি সেটাকে।'

ভাণ্ডারীর মধ্যে খানিকটা ইতস্তত ভাব লক্ষ করা গেল । তিনি উইলিয়ামের দিকে তাকলেন, তারপর পথটার দিকে, শেষে বলে উঠলেন, 'ব্রুনেলাস? কিন্তু আপনি জানলেন কী ক'রে?'

'আহ্‌হা,' উইলয়াম বললেন, 'পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে আপনি মোহান্তের প্রিয় ঘোড়া ব্রুনেলাসের সন্ধান করছেন, পনের হাত, আপনাদের আস্তাবলের সবচেয়ে দ্রুতগামী, যদিও সমান ছন্দে চলে; মাথাটা ছোট, কানদুটো খাড়া খাড়া, বড় বড় চোখ। আগেই বলেছি, ডান দিকে চলে গেছে ঘোড়াটা, তবে আপনার কিন্তু তাড়াতাড়ি করা উচিত।' আর মুহূর্তখানেক কেবল ইতস্তত করলেন ভাণ্ডারী, তারপর তাঁর লোকজনকে ইশারা করে ডানের পথ ধরে ছুটলেন, আর আমাদের অশ্বতরগুলো ফের নিজেদের পথ ধরল। আমি কৌতূহলী হয়ে ওঁকে তাকে কিছু প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তিনি ইশারায় আমাকে অপেক্ষা করতে বললেন। ঠিকই, কয়েক মিনিট পর কিছু হর্ষধ্বনি শোনা গেল, আর পথের বাঁকে দেখা গেল সন্ন্যাসী আর ভৃত্যদের, দড়ি ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ঘোড়াটিকে। আমাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সবাই বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল আমাদের দিকে, তারপর মঠের দিকে এগোল তারা আমাদের আগে আগে। আমার বিশ্বাস, যা ঘটে গেল তার বর্ণনা দেবার অবকাশ যাতে তারা পায় সেজন্যে উইলিয়ামও তাঁর চলার গতি কমিয়ে দিয়েছিলেন।

BanglaBook.org

ততক্ষণে আমি বুঝে ফেলেছি, সব দিকে থেকেই সর্বোত্তম গুণাবলীর আধার আমার গুরু তাঁর তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ শক্তি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে আত্মগরিমা নামক রিপুটির শিকার হয়েছেন; আর, একজন সূক্ষ্ম কূটকৌশলী হিসেবে তাঁর সহজাত গুণাবলী উপলব্ধি করতে শিখেছি বলে আমি বুঝতে পারলাম তাঁর ইচ্ছা তিনি তাঁর গন্তব্যে পা দেবার আগেই যেন একজন জ্ঞানী ব্যক্তি হিসেবে তাঁর সুখ্যাতি সেখানে পৌঁছে যায়।

আমি আর তিষ্ঠোতে না পেরে শেষমেশ বলে উঠলাম, 'এবার আমাকে বলতে হবে কী ক'রে সব জানতে পরলেন আপনি?'

আমার গুরু বললেন, 'দেখো, সুশীল অ্যাড্সো, যে সমস্ত ইঙ্গিতের মাধ্যমে জগৎ একটা বিরাট বইয়ের মতো আমাদের সঙ্গে কথা বলে সেসব আমাদের যাত্রার পুরো সময়টা ধরেই তোমাকে শেখাচ্ছি আমি। ...তোমার যা জানা উচিত তা তোমার কাছে বলতে খানিকটা অস্বস্তিই হচ্ছে আমার। চৌরাস্তার ওখানে, তখনো-টাটকা তুষারের ওপর আমাদের একটা ঘোড়ার খুরের ছাপ খুব স্পষ্টভাবেই বোঝা যাচ্ছিল; আমাদের বাঁয়ের পথটার দিকে গিয়েছিল ছাপগুলো। সমান দূরত্বে থাকা ওই ছাপগুলো দেখে বোঝা যাচ্ছিল খুরগুলো ছোট ছোট, গোল গোল আর ঘোড়ার চলন ছিল বেশ ছন্দোবদ্ধ, কাজেই এসব থেকে ঘোড়াটার বৈশিষ্ট্য অনুমান করে নিলাম আমি, সেই সঙ্গে এই কথাটি অনুমান করলাম যে উদ্ভ্রান্ত কোনো প্রাণীর মতো দৌড়াচ্ছিল না ওটা। পাইনগুলো যেখানে একটা প্রাকৃতিক আচ্ছাদনের সৃষ্টি করেছে সেখানে, পাঁচফুট উঁচুতে, সদ্য ভাঙা কয়েকটা ছোট ছোট ডাল ছিল। তার ডান দিকের পথটায় যাওয়ার জন্যে সগর্বে লেজ নাচিয়ে জন্তুটাকে যেখানে বাঁক নিতে হয়েছিল সেখানে ব্ল্যাকবেরির একটা ঝোপের কাঁটার গায়ে তখনো কিছু লম্বা লম্বা, কালো, ঘোড়ার রোম লেগে ছিল। সবশেষে, তুমি নিশ্চয়ই বলবে না যে, ওই পথটা যে আবর্জনার স্তূপের দিকে চলে গিয়েছে তা তুমি জানো না, কারণ আমরা যখন আরো নিচের বাঁকটা ধরে এগোচ্ছিলাম তখন বিশাল দক্ষিণ টাওয়ারটার নিচের একেবারে খাড়া পাহাড়টার নিচে আমরা ময়লার একটা ঢিবি দেখতে পেয়েছিলাম।'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, কিন্তু ছোট মাথা, খাড়া খাড়া কান আর বড় চোখ?'

তিনি জবাব দিলেন, 'ব্রুনেলাসের এসব বৈশিষ্ট্য আছে কিনা সে-ব্যাপারে অবশ্য খুব একটা নিশ্চিত নই আমি, তবে কোনো সন্দেহ নেই সন্ন্যাসীরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, আছে। সেভিলের ইসিডর বলেছিলেন না যে সুন্দর হতে হলে ঘোড়ার থাকতে হবে "ছোট মাথা, siccum prope pelle ossibus adhaerente, হ্রস্ব আর সুচলো কান, বড় বড় চোখ, আগুন ছোটানো নাসারন্ধ্র, ঋজু গ্রীবা, ঘন কেশর আর লেজ, এবং বর্তুল ও ভারি খুর?" যে-ঘোড়াটি ওদিকে দিয়ে গিয়েছিল বলে আমি অনুমান করেছিলাম সেটা সত্যি সত্যিই আস্তাবলের সেরা ঘোড়া না হলে আস্তাবলের চাকর-বাকরেরাই ওটার খোঁজে বের হতো, কিন্তু এক্ষেত্রে ভাণ্ডারী স্বয়ং অনুসন্ধানে নেমেছিল। আর, ঘোড়াটার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য যা-ই হোক না কেন, যে-সন্ন্যাসী সেটাকে দুর্দান্ত বলে মনে করে সেটাকে সে ঠিক সেরকম বলেই মনে করে যেমনটি অক্টরিটেইটরা বর্ণনা করে গেছেন, বিশেষ

BanglaBook.org

ক'রে,' এইখানে এসে ধূর্ত একটা হাসি হাসলেন উইলিয়াম আমার দিকে তাকিয়ে, 'বর্ণনাকারী যদি একজন বেনেডিক্টীয় পণ্ডিত হন।'

'ঠিক আছে,' বললাম আমি, 'কিন্তু ব্রুনেলাস কেন?'

'পবিত্র আত্মা তোমার বুদ্ধি শানিত করুন, বৎস!' গুরু আমার হাহাকার ক'রে উঠলেন। 'এছাড়া আর কোন্ নাম হতে পারত ঘোড়াটার? এমনকি মহান বুরিদান, যিনি প্যারিসের রেকটর এই হলেন বলে, তিনিও যুক্তিশাস্ত্রীয় উদাহরণ দেবার সময় কোনো ঘোড়ার কথা বলতে চাইলে সেটাকে সব সময় ব্রুনেলাস বলে উল্লেখ করেন।' "

এবার *জাদিগ* – ভলতেয়ার

'As I was walking by the Thicket's Side, where I met with her Majesty's most venerable chief Eunuch, and the King's most illustrious chief Huntsman, I perceiv'd upon the Sand the Footsteps of an Animal, and I easily inferr'd that it must be a little one. The several small, tho' long Ridges of Land between the Footsteps of the Creature, gave me just Grounds to imagine it was a Bitch whose Teats hung down, and for that Reason, I concluded she had but lately pupp'd. As I observ'd likewise some other Traces, in some Degree different, which seem'd to have graz'd all the Way upon the Surface of the Sand, on the Side of the fore-Feet, I knew well enough she must have had long Ears. And forasmuch as I discern'd; with some Degree of Curiosity, that the Sand was every where less hollow'd by one Foot in particular, than by the other three, I conceiv'd that the Bitch of our most august Queen was somewhat lamish, if I may presume to say so.

As to the Palfrey of the King of Kings, give me leave to inform you, that as I was walking down the Lane by the Thicket-side, I took particular Notice of the Prints made upon the Sand by a Horse's Shoes; and found that their Distances were in exact Proportion; from that Observation, I concluded the Palfrey gallop'd well. In the next Place, the Dust of some Trees in a narrow Lane, which was but seven Foot broad, was here and there swept off, both on the Right and on the Left, about three Feet and six Inches from the Middle of the Road. For which Reason I pronounc'd the Tail of the Palfrey to be three Foot and a half long, with which he had whisk'd off the Dust on both Sides as he ran along. Again, I perceiv'd under the Trees, which form'd a Kind of Bower of five Feet high, some Leaves that had been lately fallen on the Ground, and I was sensible the Horse must have shook them off, from whence I conjectur'd he was five Foot high. As to the Bits of his Bridle, I knew they must be of Gold, and of the

BanglaBook.org

Value I mention'd; for he had rubb'd the Studs upon a certain Stone, which I knew to be a Touchstone, by an Experiment that I had made of it. To conclude, by the Prints which his Shoes had left of some Flint-Stones of another Nature, I concluded his Shoes were Silver, and and of eleven penny Weight Fineness, as I before mention'd.

The whole Bench of Judges stood astonish'd at the Profundity of Zadig's nice Discernment...'

সেই সঙ্গে আমরা এই উপন্যাসে দেখতে পাবো আর্জেন্টিনার বিখ্যাত সাহিত্যিক হোর্হে লুইস বোর্হেসের প্রভাব: ব্যক্তি বোর্হেস, অন্ধ বোর্হেস, এবং তাঁর বিভিন্ন রচনার প্রভাব, বিশেষ ক'রে তাঁর বহুনন্দিত ছোট গল্পের সংকলন *ল্যাবিরিন্থিস*-এর, যার মধ্যে রয়েছে, বিশেষ ক'রে 'ডেথ অ্যান্ড দ্য কম্পাস' ও 'দ্য লাইব্রেরি অভ্ ব্যবেল'।

গোলাপের নাম-এর ঘটনাকাল, পাঠক জানেন, ১৩২৭ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের শেষের দিকের দিন সাতেক। উল্লেখ্য, ১৩০৯ থেকে ১৩৭৬ খৃষ্টাব্দ অব্দি রোমক ক্যাথলিক চার্চের পোপের অধিষ্ঠান রোমে ছিল না, ছিল অ্যাভিনিয়ন-এ, তখন যা ছিল পুণ্য রোমক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত আর্লস রাজ্যে, বর্তমানের ফ্রান্সে। পরপর সাতজন পোপ বা পন্টিফের বাসস্থান ছিল এই অ্যাভিনিয়ন-এ । মূলত ফরাসী রাজ দরবার আর পোপতন্ত্রের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্বই ছিল এ-ঘটনার জন্য দায়ী। ইতিহাসে এটি 'পোপদের ব্যাবিলনীয় বন্দিত্ব' নামে পরিচিত (Babylonian Captivity of the Popes), সম্রাট নেবুচাদনেজারের হাতে ৬০৫ খৃষ্ট পূর্বাব্দে ইহুদিদের 'ব্যাবিলনীয় বন্দিত্ব'র অনুসরণে। গোলাপের নাম উপন্যাসে বারবার এই অ্যাভিনয়ন শহরটির নাম ও সেখানে অধিষ্ঠিত কয়েকজন পোপের কথা উল্লিখিত হয়েছে।

এই বইয়ের সমস্ত পাণ্ডিত্য, রহস্যের ঘনঘটা ভাষার সৌন্দর্য, গাম্ভীর্য, পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনার বিস্ময়ের পাশাপাশি কাণ্ডজ্ঞান আর সহনশীলতা, মানুষের স্বাভাবিক দুর্বলতা দোষত্রুটির প্রতি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির অন্তর্লীন সুরটি এই বইয়ের একটি সম্পদ ব'লে বিবেচনা করি। যেমন করি সত্যেন সেন রচিত আলবিরুণী উপন্যাসটির ক্ষেত্রে। আলবেরনী-র মতো সহজপাঠ্য না হলেও উমবেরতো একোর *গোলাপের নাম*-ও একই কারণে পড়া দরকার, নীচে উপন্যাসটি থেকে কিছু বাক্য উদ্ধৃত হরা হলো:

> 'বলা হয়ে থাকে যে প্রাচ্যদেশীয় একজন রাজা একদিন এক প্রসিদ্ধ, গৌরবোজ্জ্বল এবং গর্বিত নগরীর পুঁথিঘরে আগুন ধরিয়ে দেন, এবং যখন সেই হাজার হাজার পুঁথি পুড়ছিল তিনি বলেছিলেন যে সেগুলো অন্তর্হিত হতেই পারে, হওয়াই উচিত, কারণ: আমাদের পবিত্র গ্রন্থ যা বলেছে তার-ই হয়ত পুনরাবৃত্তি করছে সেগুলো, ফলে সেগুলো মূল্যহীন; আর না হয় সেগুলোতে এমন কথা আছে যা পবিত্র সেই গ্রন্থটির কথার উল্টো, কাজেই সেগুলো ক্ষতিকর। গীর্জার পণ্ডিতরা, এবং তাঁদের সঙ্গে আমরা, এভাবে যুক্তি প্রয়োগ করি না। ধর্মীয় পুস্তকের টীকা-ভাষ্য এবং ব্যাখ্যা যা কিছু রয়েছে তার সবই রক্ষা করতে হবে, কারণ তা ঐশী রচনার

BanglaBook.org

গৌরব বৃদ্ধি করে; কোনো কিছুর সত্যতা অস্বীকারকারী কোনো কিছুকেই ধ্বংস করতে নেই আদৌ, কারণ যারা সক্ষম তারা হয়ত পরে আবার সেইসব যুক্তি খণ্ডাতে পারবেন, সেজন্য "প্রভু" যে উপায় ও নির্ধারণ করবেন সেই উপায় ও সময়ে। সেই কারণে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে আমাদের সম্প্রদায়ের দায়িত্ব এবং কর্তব্যভার হচ্ছে: সত্যের গর্ব নিয়ে আমরা দাবি করি, সত্যের প্রতি বৈরী কথাগুলো সংরক্ষণ করার সময় নম্র এবং বিচক্ষণ থাকি, সেগুলোর দ্বারা নিজেদের কলুষিত হতে দেই না।'

'কিছু স্পর্শকাতর ব্যাপার অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে,' উইলিয়াম বললেন.' যেমন সেই ধর্মদ্বেষীদের বিষয়টা, যাদেরকে কেবল গীর্জাই – যা কিনা সত্যের জিম্মাদার – ধর্মদ্বেষী ব'লে আখ্যা দিতে পারে, যদিও কেবল অ-যাজকীয় বিভাগটিই এ-ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ নিতে পারে। গীর্জা যখন ধর্মদ্বেষীদের শনাক্ত করে তখন তাদেরকে অবশ্যই শাসকের গোচরে আনতে হবে...কিন্তু শাসক একজন ধর্মদ্বেষীর ব্যাপারে কী পদক্ষেপ নেবেন? যে-জিনিসটির জিম্মাদার তিনি নন সেই ঐশী সত্যের নামে তাকে দোষারোপ করবেন? ধর্মদ্বেষীর কর্মকাণ্ড সমাজের জন্য ক্ষতির কারণ হলে শাসক তাকে দোষারোপ করতে পারেন, এবং অবশ্যই তিনি তা করবেন, তার মানে, যদি ধর্মদ্বেষী, তার ধর্মদ্বেষিতা ঘোষণা করতে গিয়ে সেই ধর্মদ্বেষিতাতে যাদের সায় নেই তাদেরকে হত্যা করে বা তাদের কোনো ক্ষতির কারণ হয়।'

সেই ২০০৩ খৃষ্টাব্দের শেষাশেষি দ্য নেইম অভ দ্য রোজ পাঠ থেকে শুরু করে আজ এই ২০২০-এ বইটির বঙ্গানুবাদটি প্রকাশ অব্দি যাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে আছি তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন : কবি এবং চট্টগ্রামের 'খড়িমাটি' প্রকাশনা সংস্থার কর্ণধার মনিরুল মনির (গত দশকের মাঝামাঝি মার্কিন মুলুক থেকে তাঁর সহোদরের সাহায্যে *দ্য কী টু দ্য নেইম অভ্ দ্য রোজ* বইটি আনিয়ে দেবার জন্যে), চট্টগ্রামের *দৈনিক আজাদী*, এবং কবি অরুণ দাশগুপ্ত, বছর কয়েক আগে প্রয়াত সিদ্দিক আহমেদ আহমেদ, ও চলচ্চিত্র নির্মাতা প্রদীপ ঘোষ (দৈনিক খবরের কাগজটির সাহিত্য সাময়িকীতে অনুবাদটি বেশ কিছু দিন ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের সূত্রে), আর্টসডটবিডিনিউজটোয়েন্টিফোরডটকম, এবং ব্রাত্য রাইসু (২০১০ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে অনলাইন পোর্টালটিতে অনুবাদটির কয়েকটি কিস্তি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের সূত্রে), এবং ডানা বড়ুয়া (সাত সমুদ্র তের নদীর ওপার থেকে *দ্য নেইম অভ্ দ্য রোজ*-এর 'দ্য ফোলিও সোসাইটি' প্রকাশিত অনিন্দ্যসুন্দর সংস্করণটি উপহার হিসেবে পাঠানোর জন্য), শিল্প ও সমাজ বিষয়ক সাময়িকী *নিরিখ* ও সেটির নির্বাহী সম্পাদক মোস্তফা তারিকুল আহসান (সাময়িক পত্রিকাটির ১২শ বর্ষ : প্রথম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ২০১৯-এ অনুবাদটির কিয়দংশ পত্রস্থ হওয়ার সূত্রে)। এছাড়াও, বিভিন্ন সময়ে অসংখ্য বন্ধু, সুহৃদ, শুভানুধ্যায়ী, পাঠক, অনুবাদটির ব্যাপারে তাঁদের আগ্রহ প্রকাশ ক'রেছেন, সেটির গ্রন্থাকারে প্রকাশে এত বিলম্বে তাঁদের হতাশা, উষ্মা, এমনকি ক্রোধ-ও প্রকাশ করেছেন। তাঁদের সবার প্রতি অসীম ভালবাসো ও শ্রদ্ধা। এত প্রত্যাশা পূরণে এই প্রচেষ্টা সামান্য পরিমাণে সফল হলেও কৃতার্থ বোধ করব।

পাদটীকা : আমরা বলেছি গোলাপের নাম একটি জটিল উপন্যাস এবং এই উপন্যাসে লেখক

BanglaBook.org

কর্তৃক ব্যবহৃত নানান অননূদিত টেক্সট রয়েছেম রয়েছে নানান ঐতিহাসিক ব্যক্তি ও গ্রন্থের উল্লেখ। অথচ লেখক বা ইংরেজী অনুবাদ উইলিয়াম কোনো টীকা-ভাষ্য পাঠকের জন্য রচনা করেননি। উপন্যাসটির রসগ্রহণের এই বাধা দূর করতে অ্যাডেল জে হ্যাফট, জেইন জি. হোয়াইট এবং রবার্ট জে হোয়াইট ১৯৮৭ সালে প্রকাশ করেন তাঁদের যৌথ গ্রন্থ *দ্য কী টু দ্য নেইম অভ্ দ্য রোয*, যেখানে তাঁরা উপন্যাসটিতে উল্লিখিত নানান ঘটনা, ব্যক্তিত্ব, এবং অ-অনূদিত লাতিন, ফরাসী এবং জার্মান শব্দ, শব্দবন্ধ, বাক্য ও অনুচ্ছেদ ইত্যাদির টীকা-ভাষ্য আর অনুবাদই উপস্থিত করেননি, উপন্যাসটির পটভূমি, বিষয়বস্তু, মর্মার্থ ইত্যাদি সম্পর্কে দুটি প্রবন্ধ এবং মধ্যযুগের একটি প্রাসঙ্গিক কালপঞ্জিও জুড়ে দিয়েছেন।

এখানে, *দ্য নেইম অভ্ দ্য রোয*-এর অনুবাদ *গোলাপের নাম*-এর পাশাপাশি, পাঠকের সুবিধার্থে সেই *দ্য কী টু দ্য নেইম অভ্ দ্য রোয*-এর সাহায্য নিয়ে সেসব টীকা-ভাষ্য, কালপঞ্জি এবং লাতিন, ফরাসী ও জার্মান শব্দ, শব্দবন্ধ, বাক্য ও অনুচ্ছেদ, ইত্যাদির বঙ্গানুবাদও দেওয়া হলো মূল অনুবাদের নীচে, যদিও খানিকটা সংক্ষিপ্তাকারে। ফলে, পাঠক আসলে এই একটি অনুবাদ গ্রন্থের মধ্যে দেড়টি বই পেয়ে যাচ্ছে। টীকা-ভাষ্য রচনায় সাহায্য নেয়া হয়েছে আরো কয়েকটি বইয়ের, যার মধ্যে *দর্শন অভিধান*, লোপামুদ্রা চৌধুরী, গাঙচিল, ডিসেম্বর ২০১৩ এবং প্রোগ্রেস পাবলিশার্স প্রকাশিত *Dictionary for Believers and Non-Believers* উল্লেখযোগ্য। সেই সঙ্গে বলতে হয় বাংলা বাইবেলের কথাও। প্রাসঙ্গিক স্থানে *পবিত্র বাইবেল* {(পুরাতন নিয়ম এবং নূতন নিয়ম), বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, ঢাকা}-এর অনুবাদই ব্যবহার করা হয়েছে, (প্রায়) হুবহু।

ধন্যবাদ।

জি এইচ হাবীব
মিরপুর, ঢাকা
২৮এ মাঘ, ১৪২৬
১১ই ফেব্রুয়ারি, ২০২০

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

স্বভাবতই, একটি পাণ্ডুলিপি

OUROBORON
HARPY
FROG
HYDRA
MINOTAUR
SCORPIONS
MANDRAKE
CHIMERA
BAROMETZ
THUMADACTYL

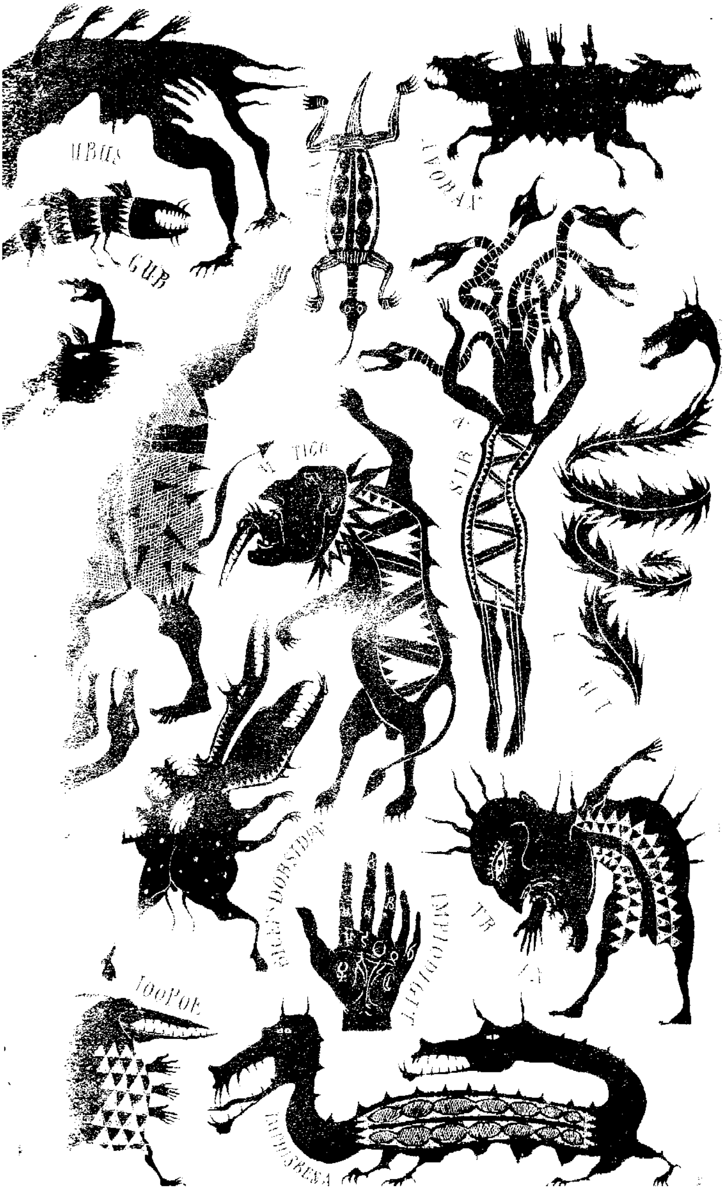

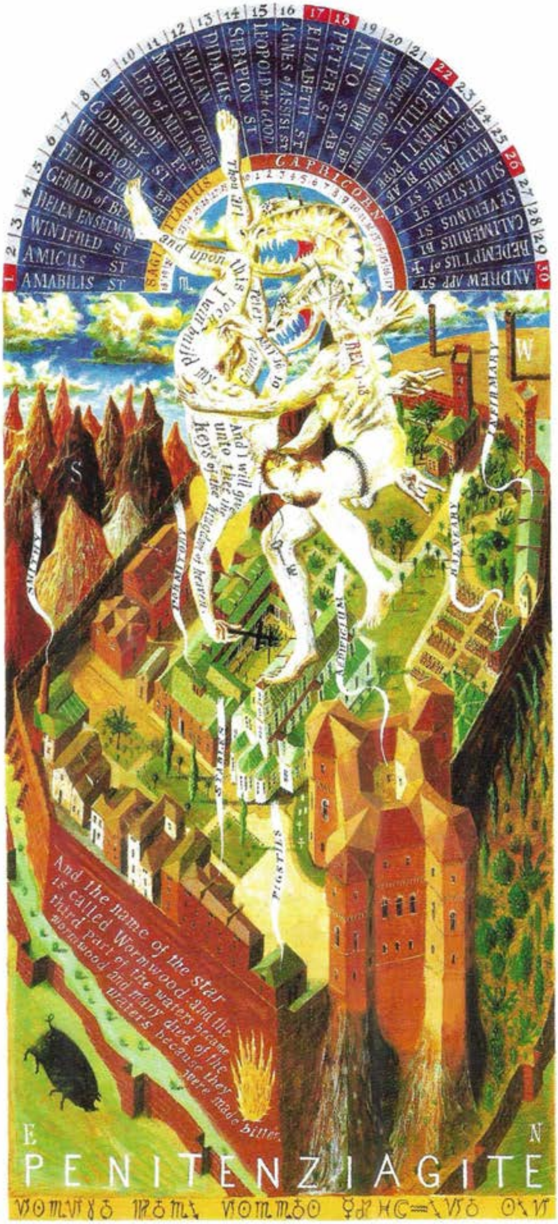
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
AMABILIS ST
AMICUS ST
WINIFRED ST
HELEN ENSELMINI
GODFREY ST
THEODORE
MARTIN of TOURS
EMILIAN
DIDACUS
SERAPION ST
LEOPOLD the GOOD
AGNES of ASSISI ST
ELIZABETH ST
PETER ST AB
EDMUND RICH ST BP
CECILIA ST
CLEMENT I POPE
KATHERINE ST V
SILVESTER ST AB
SEVERINUS ST
CALIMERIUS BP
ANDREW APP ST
SAGITTARIUS
CAPRICORN
Thou art Peter
and upon this rock I will build my Church
And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven
And the name of the star is called Wormwood: and the third part of the waters became wormwood and many died of the waters because they were made bitter.
S
W
E
N
PENITENZIAGITE

Scrivener's Palsy - Arnica - Especially in spasm due to fatigue and over exertion. A dose 3 times a day. Night Terrors and Sleeplessness - Belladonna - Waking at night full of fear: moaning and tossing about in sleep. Painter's Colic - Opium - Violent griping and cutting in the abdomen; pressive pain in the abdomen, as if the intestines would be cut to pieces; constipation; abdomen hollowed in: pulse full and slow; retention of urine. A dose of the remedy 3 times every day.

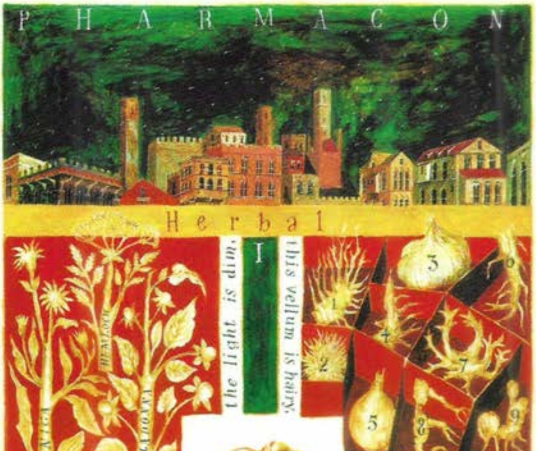

● Golden seal: Hydrastis canadensis: ● Black cohosh: Cimicifuga racemosa: ● Garlic: Allium sativum: ● Elecampane: Inula helenium: ● Onion: Allium cepa: ● Evening primrose: Oenothera biennis: ● Devil's claw: Harpagophytum procumbens. ● Ginseng: Pauax ginseng: ● Ginger: Zingiber officinale

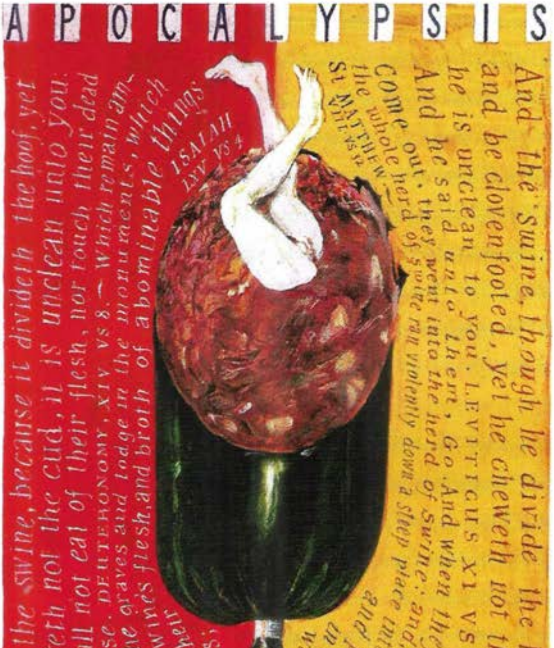
APOCALYPSIS
And the swine, though he divide the hoof, and be clovenfooted, yet he cheweth not the cud; he is unclean to you. LEVITICUS XI VS 7.—
And he said unto them, Go. And when they were come out, they went into the herd of swine: and, behold, the whole herd of swine ran violently down a steep place into the sea, and perished in the waters.
St MATTHEW VIII VS 32
And the swine, because it divideth the hoof, yet cheweth not the cud, it is unclean unto you: ye shall not eat of their flesh, nor touch their dead carcase. DEUTERONOMY, XIV VS 8.— Which remain among the graves and lodge in the monuments, which eat swine's flesh, and broth of abominable things is in their vessels;
ISAIAH LXV VS 4
Domino,—
Domine labia mea aperies R. Et os meum annuntiabit laudem tuam V. Deus in adjutorium meum intende R. Domine ad adjuvandum me festina Gloria patri.... V.
Benedicamus—

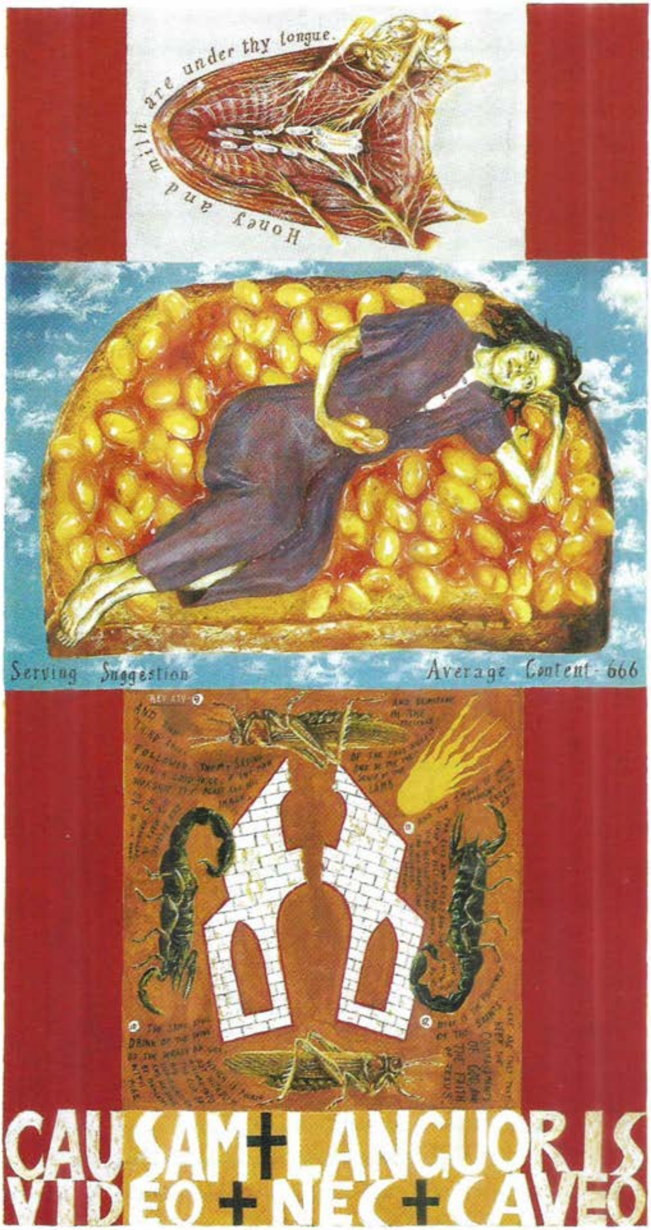
Honey and milk are under thy tongue.
Serving Suggestion
Average Content - 666
CAUSAM LANGUORIS
VIDEO NEC CAVEO

NIGRA ET AMARA
Cardinal Earth –
Cardinal Fire +
Cardinal air +
Cardinal Water –
N
E
W
S

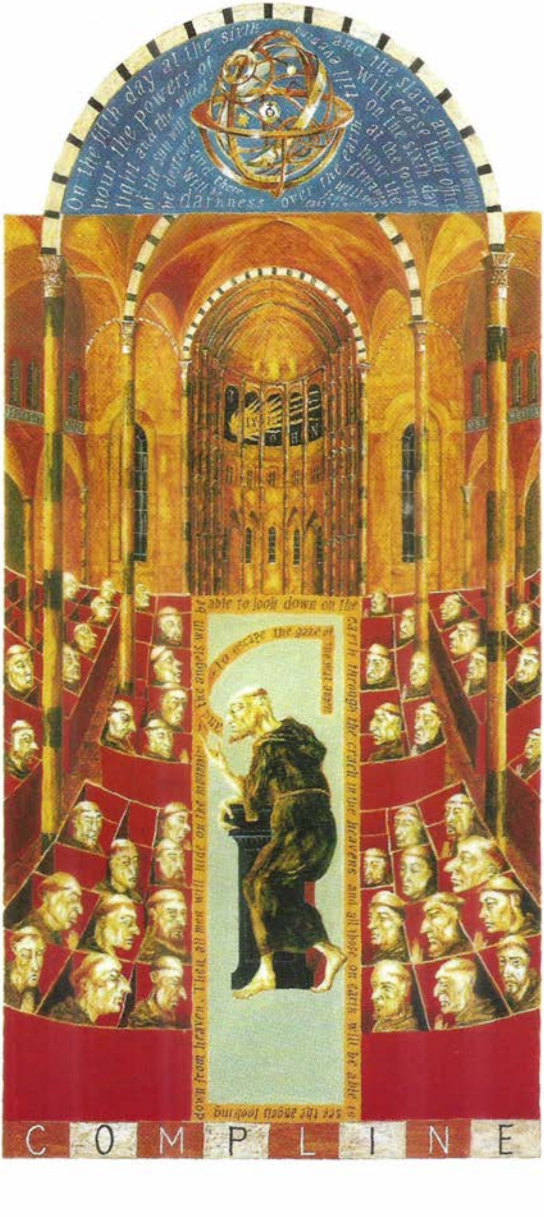
COMPLINE

In finibus Africae amen
In finibus Africae
IHS
Vinum
D I E S I R A E

১৯৬৮ সালের ১৬ই আগস্ট জনৈক অ্যাবে ভ্যালে-র লেখা একটি বই আমার হাতে আসে *Le Manuscrit de Dom Adson de Melk, traduit en français d'après l'édition de Dom J. Mabillon* (Aux Presses de I'Abbaye de la Source, Paris 1842)[১]। বইটিতে দাবি করা হয়েছে যে – যদিও সে-দাবির সমর্থনে ছিল নিতান্তই সামান্য কিছু ঐতিহাসিক তথ্য – সেটি চতুর্দশ শতকের একটি পাণ্ডুলিপির বিশ্বস্ত প্রতিলিপি, যে-পাণ্ডুলিপিটি মেল্‌ক-এর[২] একটি মঠে পাওয়া গিয়েছিল এবং সেটি এমন একজন ব্যক্তি পেয়েছিলেন যাঁর কাছে বেনেডিক্টীয় সম্প্রদায়ের ইতিহাস সম্পর্কিত অসংখ্য তথ্যের জন্য আমরা প্রভূতভাবে ঋণী। এই বিদ্বজ্জনোচিত আবিষ্কারটি যখন ঘটল (মানে, আমি আমারটির কথা বলছি) তখন আমি প্রাগে, এক প্রিয় বন্ধুর জন্য অপেক্ষা করছি। ছ'দিন পর, সোভিয়েত সেনাবাহিনী সেই অসুখী নগরে আগ্রাসন চালায়। নানান ঘটনা-দুর্ঘটনার পরে তবেই আমি লিঞ্জ-এর অস্ট্রীয় সীমান্তে পৌঁছোই, তারপর সেখান থেকে ভিয়েনা যাই। সেখানে আমার প্রেয়সীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে, এরপর দুজনে দানিউবের উজান ধ'রে জাহাজে পাড়ি জমাই।

বুদ্ধিবৃত্তিক এক উত্তেজনার বশে মুগ্ধ হয়ে আমি মেল্ক-এর আদ্‌সোর ভয়ানক কাহিনীটি প'ড়ে ফেলি, এতই নিমগ্ন হয়ে যাই সেটাতে যে উদ্যমের প্রায় এক আকস্মিক বিস্ফোরণে ওটার একটা অনুবাদও সম্পন্ন ক'রে ফেলি প্যাপাতেরি জোসেফ গিবার্টের কিছু বড়ো বড়ো নোটবই ব্যবহার ক'রে; ফেল্ট-টিপ কলম দিয়ে ওই নোটবইগুলোতে লিখে বড্ড সুখ। অনুবাদটি করার এক পর্যায়ে মেল্ক অঞ্চলে গিয়ে হাজির হই, সেখানে একটি নদীর বাঁকের ওপর চমৎকার-দর্শন মঠটি – শতাব্দীপরম্পরার বেশ কয়েক দফা মেরামতির পর – আজও দাঁড়িয়ে রয়েছে। পাঠক নিশ্চয়ই অনুমান করতে পেরেছেন যে, সঅল্‌জ্‌বার্গে আমরা পৌঁছানোর পর মঠের পাঠাগারে আদ্‌সোর পাণ্ডুলিপিটির কোনো চিহ্নই আমি খুঁজে পাইনি।

মন্ডসির তীরে, একটা ছোট্ট হোটেলে, এক ট্র্যাজিক রাতে আমার ভ্রমণ-সখ্যে হঠাৎই ছেদ পড়ে, এবং যিনি আমার সফরসঙ্গী ছিলেন তিনি সহসা উধাও হয়ে যান – সঙ্গে নিয়ে যান অ্যাবে ভ্যালে-র বইটা, বিদ্বেষবশত নয় অবশ্য, বরং যে আকস্মিক ও অগোছালোভাবে আমাদের সম্পর্কের ইতি ঘটে তারই ফলস্বরূপ। কাজেই, দেখা যায়, আমার হাতে রয়েছে কেবল পাণ্ডুলিপি ধরনের কয়েকটা নোটবই, আর হৃদয়ে, এক বিশাল শূন্যতা। মাস কয়েক পর, প্যারিসে ব'সে আমি ঠিক করি যে আমার গবেষণার একটা হেস্তনেস্ত না করলেই নয়। ফরাসী বইটা থেকে গুটিকতেক যে তথ্য পেলাম তার উৎস-সম্পর্কিত অসাধারণ রকমের পুঙ্খানুপুঙ্খ আর সঠিক রেফারেন্সটি তখনো আমার কাছে ছিল

Vetera analecta, sive *collectio veterum aliquot opera* & opusculorum omnis generis, carminum, epistolarum, diplomaton, epitaphiorum, &, *cum itinere germanico*, adaptationibus & aliquot disquisitionibus R.P.D. Joannis Mabillon, Presbiteri ac Monachi Ord. Sancti Benedicti e Congregatione S. Mauri – *Nova Editio* cui accessere *Mabilonii* vita & aliquot opuscula, scilicet Dissertatio de *Pane Eucharistico, Azymo et Fermentatio* ad Eminentiss. Cardinalem *Bona*. Subiungitur opusculum *Eldefonsi*

BanglaBook.org

Hispaniensis Episcopi de eodem argumentum *Et Eusebii* Romani ad *Theophilum* Gallum epistola, *De cultu sanctorum ignotorum,* Parisiis, apud Levesque, ad Pontem S. Michaelis, MDCCXXI, cum privilegio Regis.[৩]

আমি Bibliothèque Sainte Geneviève-এ *Vetera analecta*-টা চটজলদি-ই পেয়ে যাই। কিন্তু অবাক হয়ে দেখি যে, যে-সংস্করণটা আমি পেয়েছিলাম সেটার বর্ণনার সঙ্গে দুটো তথ্যে গরমিল রয়েছে : প্রথমত, প্রকাশকের ব্যাপারটা; তাঁকে এখানে "Montalant, ad Ripam P.P. Augustinianorum (prope Pontem S. Michaelis)"[৪] ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে; আর সেই সঙ্গে তারিখটিও ভিন্ন; এখানে সেটা দু'বছর পরের। এ কথা যোগ করা অপ্রয়োজনীয় যে, এসব analecta আদ্সো বা মেল্ক-এর আদ্সোন-এর কোনো পাণ্ডুলিপির অস্তিত্ব স্বীকার করেনি; উলটো – আগ্রহী যে কেউ-ই এটা পরীক্ষা ক'রে দেখতে পারেন যে, ওগুলো হচ্ছে কিছু মাঝারি বা সংক্ষিপ্ত দৈর্ঘ্যের টেক্সট-এর একটি সংগ্রহ, অন্যদিকে ভ্যালে-র প্রতিলিপি-করা গল্পটির দৈর্ঘ্য বেশ কয়েকশ' পৃষ্ঠা। একই সঙ্গে, আমি বিখ্যাত সব মধ্যযুগ-বিশারদের সঙ্গে কথা বলেছি, তাঁদের মধ্যে সুহৃদ এবং অবিস্মরণীয় Étienne Gilson-ও রয়েছেন, কিন্তু এটা পরিষ্কার বোঝা গিয়েছিল যে, আমি কেবল *Vetera analecta*-ই দেখেছিলাম Sainte Geneviève-এ। Passy অঞ্চলে, Abbaye de la Source-এ একটি ঝটিকা সফরের সময় আমার বন্ধু Dom Arne Lahnestedt-এর সঙ্গে কথা বলে আমি নিশ্চিত হই যে, অ্যাবে ভ্যালে নামে কেউ মঠের ছাপাখানা থেকে কোনো বই প্রকাশ করেননি (যার মানে, তার অস্তিত্ব নেই)। ফরাসী পণ্ডিতরা গ্রন্থপঞ্জীসংক্রান্ত তথ্য সন্নিবেশ করার ব্যাপারে উদাসীনতার জন্য কুখ্যাত; কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যাপারটি যেন সব ধরনের যৌক্তিক হতাশাবাদকেও ছাড়িয়ে গেল। মনে হতে লাগল আমি একটা জালিয়াতির স্বীকার হয়েছি। এ পর্যন্ত অ্যাবে ভ্যালে-র গ্রন্থটি উদ্ধার করা যায়নি (কিংবা অন্তত এটুকু বলা যায় যে, যিনি বইটি আমার কাছ থেকে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর কাছে গিয়ে বইটি ফেরত চাইবার সাহস আমার হয়নি)। আমার হাতে ছিল কেবল আমার নিজের নোট-পত্তর, যদিও ততদিনে সেগুলোর ব্যাপারে আমার মনে সন্দেহ ঢুকে গেছে।

কিছু কিছু আশ্চর্য মুহূর্ত রয়েছে যার সঙ্গে ভীষণ শারীরিক অবসন্নতা আর তীব্র পেশীসঞ্চালক উত্তেজনা জড়িত, যা মনশ্চক্ষে এমন কিছু মানুষজনের ছবি তৈরি করে যাঁরা অতীতে প্রখ্যাত ছিলেন ("en me retraçant ces détails, j'en suis à me demander s'ils sont réels, ou bien si je les ai rêvés")[৫]। Abbé de Bucquoy-এর সঙ্গে কথা ব'লে আমি বুঝেছিলাম যে, এখনো লেখা হয়নি এমন কিছু বইয়েরও এ-রকম ছবি রয়েছে।

নতুন ক'রে যদি কিছু না ঘটত, তাহলে মেল্ক-এর আদ্সোর গল্পের উৎস কোথায় তাই নিয়ে আমি এখনো উথাল-পাথাল ভেবে যেতাম; কিন্তু ১৯৭০ সালে যখন বুয়েন্স আইরিসে, সেই বিখ্যাত সরণিতে আরো বিখ্যাত Patio del Tango থেকে কাছেই, করিয়েন্তেস-এর ছোট্ট একটা পুরোনো ও প্রাচীন বইয়ের দোকানের তাকগুলো ঘাঁটছিলাম তখন মিলো তেমেসভার-এর ছোট্ট একটি রচনা *দাবা খেলায় আয়নার ব্যবহার*-এর একটি ক্যাস্টিলীয় সংস্করণ আমার নজরে পড়ে। ওটা ছিল মূলের ইতালীয় তর্জমা; মূলটি জর্জীয় ভাষায় লেখা (Tbilisi, ১৯৩৪), যেটা আর এখন পাওয়া সম্ভব নয়;

BanglaBook.org

আর এই রচনাটিতেই আমি আদ্‌সোর রচনা থেকে এন্তার উদ্ধৃতি আবিষ্কার ক'রে তাজ্জব হয়ে গেলাম, যদিও সেসব উদ্ধৃতির উৎস ভ্যালে বা ম্যাবিলন কেউই নন; বরং ফাদার আথানাসিয়াস কিরচার (কিন্তু কোন রচনা?)[৬]। একজন পণ্ডিত – যাঁর নামটা এখানে উল্লেখ করতে চাইছি না – পরে আমাকে এই বলে আশ্বস্ত করেছিলেন (এবং তিনি স্মৃতি ঘেঁটে গ্রন্থসূচীও উল্লেখ করেছিলেন) যে, সেই মহান জেসুইট ভদ্রলোক কোথাও মেল্ক-এর আদ্‌সোর কথা বলেননি। কিন্তু তেমেসভারের লেখা তো আমার চোখের সামনেই ছিল, আর তিনি যেসব ঘটনার উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন সেগুলো ভ্যালে-র পাণ্ডুলিপির ঘটনাগুলোর অনুরূপ (বিশেষ ক'রে, গোলকধাঁধাটির বর্ণনার পরে তা নিয়ে সন্দেহের আর কোনো অবকাশই থাকে না)।

তো, আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছুলাম যে, আদ্‌সো যেসব ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন সেগুলোর প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর স্মৃতিকথাটি সংগতিপূর্ণ : অসংখ্য, কুহেলিকাময় রহস্যে ঢাকা, এবং শুরু হয়েছে লেখকের পরিচিতি দিয়ে, শেষ হয়েছে মঠের অবস্থান জানিয়ে, যেটার ব্যাপারে আদ্‌সো একগুঁয়ের মতো, সতর্কতার সঙ্গে নীরব। অনুমানের ওপর নির্ভর করলে পম্পোসা আর কংকেস-এর মধ্যবর্তী অনির্দিষ্ট একটা এলাকা চিহ্নিত করা যায়, এই যৌক্তিক সম্ভাবনা দেখিয়ে যে, সম্প্রদায়টি ছিল অ্যাপেনাইন্‌স্ (Apennines)-এর কেন্দ্রীয় শৈলশিলা বরাবর কোনো একটা এলাকায়, লিগিরিয়ার পীড্‌মন্ট আর ফ্রান্সের মধ্যেখানে। এবং, বর্ণিত ঘটনাবলির সময়কাল সম্পর্কে বলতে গেলে, আমরা রয়েছি ১৩২৭ খৃষ্টাব্দের নভেম্বরের শেষাশেষি; লেখাটির রচনাকাল অবশ্য অনিশ্চিত। ১৩২৭ খৃষ্টাব্দে যেহেতু তিনি শিক্ষানবিশ ছিলেন ব'লে উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন যখন তিনি লিখছেন তখন তিনি মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে, সেক্ষেত্রে আমরা মোটামুটি একটা হিসেব ক'রে বলতে পারি যে পাণ্ডুলিপিটি চতুর্দশ শতকের অন্তিম বা তার আগের দশকে রচিত হয়েছিল।

ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখলে, চতুর্দশ শতকের শেষ দিকে এক জার্মান সন্ন্যাসীর লাতিন ভাষায় রচিত একটি লেখার সপ্তদশ শতকের লাতিন সংস্করণের দুর্বোধ্য, নব্য-গথিক ফরাসী সংস্করণের আমার ইতালীয় সংস্করণটি ছাপানোর সে-রকম কোনো কারণই খুঁজে পাই না আমি।

প্রথম কথা, কোন রচনারীতি প্রয়োগ করা উচিত হবে আমার? নিতান্ত যৌক্তিক কারণেই সে-সময়কার ইতালীয় নমুনা অনুসরণ করার প্রলোভনটা ত্যাগ করতে হলো আদ্‌সো কেবল লাতিনেই লেখেননি, রচনার সমস্ত ক্রমপরিণতি থেকে এটা পরিষ্কার যে তাঁর সংস্কৃতি (বা মঠের-ই সংস্কৃতি, যা তাকে স্পষ্টতই প্রভাবিত করেছে) আরো সাবেক কালের; স্পষ্টতই সেটা কয়েক শতাব্দীসঞ্চিত জ্ঞান ও কৌশলগত খামখেয়ালির একটা যোগফল, যেটাকে সহজেই মধ্যযুগের শেষ অংশের লাতিন ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত করা যায়। আদ্‌সো এমন একজন সন্ন্যাসীর মতো চিন্তা করছেন এবং লিখছেন যাঁকে তাঁর মাতৃভাষায় ঘটে যাওয়া বিপ্লব ছুঁতে পারেনি, যিনি যে-পাঠাগারের কাহিনী তিনি বলেন সেটারই বই-পত্তরের পাতায় আবদ্ধ তখনো, এবং যিনি প্যাট্রিস্টিক-স্কলাস্টিক বই-পত্তর প'ড়ে মানুষ; আর আদ্‌সোর কাহিনী (প্রচণ্ড হতবুদ্ধিতা ও সব সময়ই শোনা-কথা থেকে তাঁর দেয়া চতুর্দশ শতকের নানান রেফারেন্স ও ঘটনাবলি বাদে) দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতকেও লেখা হয়ে থাকতে পারে; সেটার ভাষা ও পাণ্ডিত্যভরা উদ্ধৃতি থেকে সে-রকমই অনুমান হয়।

অন্যদিকে, এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই যে, আদ্‌সোর লাতিনকে নব্য-গথিক ফরাসীতে অনুবাদ করার সময় ভ্যালে খানিকটা স্বাধীনতা নিয়েছিলেন, এবং তা কেবল শৈলীগত স্বাধীনতাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। উদাহরণস্বরূপ, চরিত্রগুলো মাঝেমধ্যে ভেষজগুণসম্পন্ন লতাপাতার বৈশিষ্ট্য নিয়ে কথা বলে, স্পষ্টতই অ্যালবার্টাস ম্যাগনাসের[৭] রচিত ব'লে কথিত গুপ্ত রহস্যের বইয়ের দোহাই দিয়ে যে-বইটি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে অগুনতিবার সংশোধিত হয়েছে। এটা নিশ্চিত যে, আদ্‌সো এই রচনাটির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। কিন্তু কথা হচ্ছে, এটা থেকে যে-সমস্ত অনুচ্ছেদের উদ্ধৃতি তিনি দিয়েছেন সেগুলোতে প্যারাসেল্‌সাসের[৮] উভয় ফর্মুলা আর নিশ্চিতভাবেই টিউডর যুগে প্রকাশিত অ্যালাবার্টাসের একটি সংস্করণ *(Liber aggregationis seu liber secretorum Alberti Magni,* Londinium, juxtsa pontem qui vulgariter dicitur Flete brigge, MCCCCLXXXV)[৯] থেকে-নেয়া সুনিশ্চিতভাবে প্রক্ষিপ্ত অংশগুলোর অতি আক্ষরিক প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। সে যা-ই হোক, পরে আমি আবিষ্কার করি যে ভ্যালে যখন আদ্‌সোর পাণ্ডুলিপি নকল করছিলেন তখন প্যারিসে গ্র্যান্ড আর পেটিট অ্যালবার্ট-এর[১০] একটি অষ্টাদশ শতকীয় সংস্করণ *(Les Admirables Secrets d'Albert le Grand,* A Lyon, Chez les Héritiers Beringos, Fratres, à I'Enseigne d'Agrippa, MDCCLXXV; *Secrets merveilleux de la magie naturelle et cabalistique du Petit Albert,* A Lyon Chez less Héritiers Beringos, Fratres à I'Enseigne d'Agrippa, MDCCXXIX)[১১] লোকের হাতে হাতে ঘুরছিল, যেটা এখন সংশোধনাতীতভাবে বিকৃত হয়ে গেছে। সেক্ষেত্রে আমি কিভাবে নিশ্চিত হতাম যে আদ্‌সো বা সন্ন্যাসীরা যে-টেক্সট-এর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং যেসবের আলোচনা তিনি লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন তাতে ব্যাখ্যা, ভাষ্য এবং নানান পরিশিষ্টের সঙ্গে টীকা-টিপ্পনীও ছিল না, যা কিনা উত্তরকালীন বিদ্যাচর্চাকেও সমৃদ্ধ ক'রে যাবে?

আর সবশেষে, অ্যাবে ভ্যালে যেসব লাতিন অনুচ্ছেদ অনুবাদ করা উপযুক্ত ব'লে মনে করেননি আমি কি সেগুলো ওভাবেই রেখে দেবো, যাতে ক'রে সম্ভবত সেই সময়ের চরিত্র এবং আবহটুকু বজায় থাকে? সেটা করার এমন কোনো কারণ ছিল না; শুধু উৎসের প্রতি আমার অপাত্রে-স্থাপিত বিশ্বস্ততার বোধ ছাড়া।...অতিরিক্ত অনেক কিছু আমি বাদ দিয়েছি, তবে রেখে দিয়েছি খানিকটা। এবং আশঙ্কা করছি আমি সেই সব মন্দ ঔপন্যাসিককে অনুকরণ করেছি যাঁরা কোনো ফরাসী চরিত্র উপস্থাপন ক'রে তার মুখে 'Parbleu!' এবং 'La femme, ah! la femme!'[১২] এসব সংলাপ জুড়ে দেন।

মোদ্দা কথা, আমি সংশায়চ্ছন্ন। আমি আসলেই জানি না কেন আমি সাহস সঞ্চয় ক'রে মেল্ক-এর আদ্‌সোর পাণ্ডুলিপিটি এমনভাবে উপস্থাপন করছি, যেন সেটা নির্ভরযোগ্য। বরং বলা যাক, এটা এমন একটা কাজ, যা করা হয়েছে ভালোবাসার টানে। অথবা বলতে পারি, এটা হচ্ছে নিজেকে এন্তার নাছোড়বান্দা আবেশ থেকে মুক্ত করার একটা পন্থা।

সময়োচিততার প্রতি কোনো পরোয়া না ক'রে আমি আমার টেক্সটির প্রতিলিপি তৈরি ক'রে রাখছি। যখন আমি অ্যাবে ভ্যালের রচনাটি আবিষ্কার করি তখন একটি ধারণা বহুল প্রচলিত ছিল

BanglaBook.org

যে, যদি কেউ কিছু লেখে তো তা কেবল বর্তমানের প্রতি দায়বদ্ধতার কারণেই লেখা উচিত, যাতে ক'রে জগতের পরিবর্তন সাধন করা যায়। তো, এখন দশ বছর বা তার চাইতে বেশি সময় পর, একজন লেখক (তার সর্বোচ্চ সম্মান ফিরে পেয়ে) মনের সুখে কেবল লেখার আনন্দেই লিখে যেতে পারেন। কাজেই স্রেফ বর্ণনার খুশিতেই মেল্ক-এর আদ্সোর কাহিনীটি বয়ান করার ক্ষেত্রে এখন আর কোনো বাধাই নেই আমার, আর কাহিনীটিকে সময়ের দিক থেকে অপরিমেয় রকমের দূরবর্তী হিসেবে আবিষ্কার ক'রে আমি স্বস্তি ও সান্ত্বনা লাভ করছি, কারণ এটা একটা চমৎকার ব্যাপার যে আমাদের সময়ের সঙ্গে সে-সময়ের প্রাসঙ্গিক কোনো সম্পর্ক একেবারেই নেই, এবং আমাদের আশা ও পরম নির্ভরতার সঙ্গে সেই সময়টি চিরকালীনভাবে অসংগতিপূর্ণ। কারণ, এটা হচ্ছে কিছু গ্রন্থের একটি কাহিনী, দৈনন্দিন দুশ্চিন্তার নয়, এবং এটি প'ড়ে আমরা মহান অনুকরণকারী আ কেম্পিস-এর[১৩] মতোই উচ্চারণ করতে পারি 'In omnibus requiem quaesivi, et nusquam inveni nisi angulo cum libro'।[১৪]

জানুয়ারি ৫, ১৯৮০

টীকা

১. **টেক্সট** : Abbé.* Vallet, *Le Manuscrit de Dom Adson de Melk, traduit en français d'après l'édition de Dom J. Mabillon* (Aux Presses de l'Abbaye de la Source, Paris 1842):

অনুবাদ Abbé* Vallet রচিত *মেল্ক-এর ডম** আদ্সো-র পাণ্ডুলিপি, ফরাসী ভাষায় অনূদিত এবং জে. ম্যাবিলন-এর সংস্করণের ওপর ভিত্তি ক'রে রচিত* (সোর্স-এর মঠের মুদ্রণালয়, প্যারিস, ১৮৪২)

Abbé* যাজক বা মঠাধ্যক্ষ

Dom** বেনেডিক্টীয় উপাধি, Dominus বা প্রভুর সংক্ষিপ্ত রূপ

২. **মেল্ক** : অস্ট্রিয়ায় অবস্থিত একটি শহর।

৩. **টেক্সট** *Vetera analecta,* sive *collectio veterum aliquot opera* & opus culorumomnisgeneris, carminum, epistolarum, diplomaton, epitaphiorum & *cum itinere germanico,* adaptationibus & aliquot disquisitionibus R.P.D. Joannis Mabillon, Presbiteri ac Monachi Ord. Sancti Benedicti e Congregatione S. Mauri – *Nova Editio* cui accessere *Mabilonii* vita & aliquot opuscula, scilicet Dissertatio de *Pane Eucharistico, Azymo et Fermentatio* ad Eminentiss. Cardinalem *Bona.* Subiungitur opusculum *Eldefonsi* Hispaniensis Episcopi e

eodem argumentum *Et Eusebii* Romani ad *Theophilum* Gallum epistola, *De cultu sanctorum ignotorum,* Parisiis, apud Levesque, ad Pontem S. Michaelis, MDCCXXI, cum privilegio Regis.

অনুবাদ : *একটি প্রাচীন সংকলন* বা *অনেক প্রাচীন রচনার একটি সংগ্রহ,* সঙ্গে কবিতা, চিঠি, নথিপত্র, এপিটাফ, ইত্যাদি সব ধরনের ছোটো রচনার সংকলন; আরো রয়েছে *জার্মান পথ-পরিকল্পনা,* সঙ্গে সন্ত বেনেডিক্ট-এর সম্প্রদায়ের যাজক ও সন্ন্যাসী রেভারেন্ড ফাদার ডম জাঁ ম্যাবিলন-এর এবং সন্ত মাউর-এর ধর্মসভার ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও মন্তব্য (নতুন সংস্করণ); যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে *ম্যাবিলনের জীবনী* এবং আরো কিছু অপেক্ষাকৃত ছোটো রচনা, যেমন তাঁর মোস্ট এমিনেন্ট কার্ডিনাল বোনা-র জন্য রচিত *Discussion on the Eucharist Bread, Unleavened and Leavened*। এর সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে একই বিষয়ের ওপর হিস্পানী বিশপ এল্ডেফনসাসের লেখা একটি ছোটো রচনা এবং গঅলের থিওফিলাস-এর কাছে লেখা রোমক ইয়ুসিবিয়াস-এর পত্র, *অজ্ঞাতপরিচয় সন্তদের কাল্ট প্রসঙ্গে।* প্যারিস, লেভেস্ক, সন্ত মাইকেল-এর সেতুর কাছে, ১৭২১ (রাজার অনুমতি সাপেক্ষ)।

ভাষ্য : প্রকৃতপক্ষে এটি জাঁ ম্যাবিলনের {Jean Mabillon (১৬৩২-১৭০৭ খৃ.): বেনেডিক্টীয় পণ্ডিত এবং হ্যাগিওগ্রাফার (hagiographer) বা সন্তদের জীবনীকার} প্রধান রচনাগুলোর একটি সঠিক তালিকা।

৪. **টেক্সট** 'Montalant, ad Ripam P.P. Augustinianorum (prope Pontem S. Michaelis)'

অনুবাদ : 'Montaleant, অগাস্টিনীয় ফাদারদের ব্যাংকের কাছে (সন্ত মাইকেল-এর সেতুর পাশে'

৫. **টেক্সট :** 'en me retraçant ces détails, j'en suis à me demander s'ils sont réels, ou bien si je les ai révés'

অনুবাদ : ('এসব খুঁটিনাটির ওপর নজর বুলিয়ে আমি ভাবছি সেগুলো কি সত্যি, নাকি আমি সেসব স্বপ্ন দেখেছিলাম')

৬. **আথানাসিয়াস কিরচার (Athanasius Kircher, ১৬০১-১৬৮০ খৃ.)** : জেসুইট বিজ্ঞানী, প্রত্নতত্ত্ববিদ এবং ভাষাবিদ। মহাপ্রতিভাধর এই বিজ্ঞানী আধুনিক ফিল্ম প্রোজেক্টরের একটি আদিম সংস্করণ ও বিশ্বের প্রথম ক্যালকুলেটরের আবিষ্কারক; নির্মাণ করেছিলেন একটি শক্তিশালী মেগাফোন; তিনিই প্রথম পারদের প্রসারণকে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা পরিবর্তন মাপার জন্য ব্যবহার করেন। তাঁর প্রধান দুটো রচনা তাঁর নানাবিধ কৌতূহলের উজ্জ্বল প্রমাণ *Ars magna lucis et umbrae* (আলো ও ছায়ার মহান শিল্প, ১৬৪৫) এবং *Lingua aegyptica restitute* (পুনরুদ্ধার করা মিশরীয় ভাষা) – চিত্রলিপি'র অর্থোদ্ধারের প্রসঙ্গে রচিত একটি প্রবন্ধ।

banglabook.org

৭. **সন্ত আলবার্টাস ম্যাগনাস (Saint Albertus Magnus, ১২০৬-১২৮০ খৃ.)** ডমিনিকান শিক্ষক ও বিজ্ঞানী আলবার্টাস ম্যাগনাস বা মহৎ আলবার্ট ইতালির পাদুয়ায় শিক্ষালাভ করেন এবং প্যারিসে শিক্ষকতা করেন, যেখানে অবিসংবাদিতভাবে, টমাস অ্যাকুইনাস তাঁর সবচাইতে মেধাবী ছাত্র ছিলেন। আলবার্টাস বিশ্বাস করতেন প্রতিটি মানুষের একটি সক্রিয় এবং আরেকটি নিষ্ক্রিয় বুদ্ধিমত্তা রয়েছে, যা কিনা আবু রুশদপন্থীদের বিরুদ্ধমত। দান্তে আলবার্টাসকে স্বর্গে টমাস অ্যাকুইনাসের পাশে ঠাঁই দিয়েছেন (*প্যারাদিসো* ১০)।

৮. **প্যারাসেলসাস (Paracelsus, ১৪৯৩-১৫৪১ খৃ.)** : সুইস পদার্থবিদ এবং আলকিমিয়াবিদ। তাঁর আসল নাম Theophrastus Philippus Aureolus Bombastus von Hohenheim। রোগ-বালাইয়ের কারণ হচ্ছে শরীরের কিছু হিউমর বা রসের ভারসাম্যহীনতা, প্রচলিত মধ্যযুগীয় এই মত তিনি খারিজ ক'রে দেন; বরং তিনি মনে করতেন অসুখ বা রোগ হচ্ছে পৃথক কোনো সত্তা, যা বাইরের কোনো শক্তি বা পদার্থের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে।

৯. **টেক্সট** *Liber aggregationis seu liber secretorum Alberti Magni.* Londinium, justa pontem qui gulgariter dicitur Flete brigge, MCCCCLXXV

অনুবাদ : *পুঞ্জীভূত চিন্তারাজির গ্রন্থ* বা *মহান আলবার্টের রহস্যের গ্রন্থ*, লন্ডন (ফ্লিট ব্রিজ নামে সুপরিচিত সেতুর পাশে), ১৪৮৫

১০. **টেক্সট** : the *Grand* and the *Petit* Albert

অনুবাদ : বড়ো আর ছোটো অ্যালবার্ট

১১. **টেক্সট** *Les Admirables Secrets d' Albert le Grand,* A Lyon, Chez les Héritiers Beringos, Fratres, à I'Enseigne d' Agrippa, MDCCLXXV; *Secrets merveilleux de la magie naturelle et cabalistique du Petit Albert,* A Lyon, Chez les Héritiers Beringos, Fratres, à I'Enseigne d'Agrippa, MDCCXXIX.

অনুবাদ *মহান অ্যালবার্টের চমৎকার রহস্যাবলি*, লিয়ন্স (বেরিঙ্গো পরিবারের উত্তরাধিকারীদের, ভ্রাতাদের বাড়ি, এগ্রিপ্পা চিহ্নের কাছে), ১৭৭৫; ছোটো অ্যালবার্টের প্রাকৃতিক ও ক্যাবলিস্টিক জাদুর অসাধারণ রহস্যাবলি, লিয়ন্স (বেরিঙ্গো পরিবারের উত্তরাধিকারীদের, ভ্রাতাদের বাড়ি, এগ্রিপ্পা সড়কচিহ্নের কাছে), ১৭২৯।

১২. **টেক্সট** : 'Parbleu!' and 'La femme, ah! la femme!'

অনুবাদ : 'ওহ্ ঈশ্বর, হ্যাঁ!' এবং 'মেয়েটি, আহা! মেয়েটি!'

১৩. **টমাস আ কেম্পিস (Thomas á Kempis, ১৩৮০?-১৪৭১ খৃ.)** জার্মান পাদ্রী এবং ভক্তিমূলক সাহিত্যের রচয়িতা। সম্ভবত তিনি বিখ্যাত *দি ইমিটেশন অভ্ ক্রাইস্ট* (১৪২৬)-এরও লেখক।

BanglaBook.org

১৪ **টেক্সট :** 'In omnibus requiem quaesivi, et nusquam inveni nisi angulo cum libro'

অনুবাদ : 'আমি সবখানে প্রশান্তি খুঁজেছি, কিন্তু একটি বইসহ এক কোনায় ছাড়া কোথাও তা পাইনি।'

ভাষ্য : *In omnibus requiem quaesivi* কথাগুলো পাওয়া যাবে Ecclesiasticus ২৪:৭-এ (Ecclesiasticus হচ্ছে বাইবেলের ওল্ড টেস্টমেন্ট-এর আদি হিব্রু রচনায় অনুপস্থিত কিন্তু গ্রীক ও লাতিন বাইবেলে উপস্থিত অংশগুলো, যা Apocrypha বা বাইবেলের অপ্রামাণিক রচনাবলি নামে পরিচিত, তার একটি। রোমান ক্যাথলিক বা অর্থডক্স ক্যাননে এই অপ্রামাণিক অংশ গ্রহণযোগ্য হলেও, প্রটেস্টান্টদের কাছে তা গ্রহণীয় নয়। কেবল টমাস আ কেম্পিস-ই নন, মেইস্টার একহার্ট নামে পরিচিত জার্মান ডমিনিকান ঈশ্বরতত্ত্ববিদ এবং মরমী দার্শনিক জোহান্নেস একহার্ট-ও (১২৬০-১৩২৮) প্রায়ই কথাটির উদ্ধৃতি দিতেন। টমাস আ কেম্পিস-এর যে এই কথাটি প্রিয় ছিল তার নিদর্শন মিলবে সমসাময়িককালে আঁকা তাঁর একটি প্রতিকৃতিতে, যেখানে বৃদ্ধ কেম্পিসকে তাঁর পড়ার ঘরে দেখা যাচ্ছে, উল্লিখিত কথাগুলো লেখা পৃষ্ঠা-খোলা একটি বইয়ের পাশে। চিত্রটির ১৪৭১ খৃষ্টাব্দে আঁকা একটি নকল এখনো পাওয়া যায়।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

আদ্‌সোর পাণ্ডুলিপি সাত দিনে বিভক্ত, প্রতিটি দিন আবার এমন কিছু সময়ে বিভক্ত যা গীর্জার বিধিবদ্ধ উপাসনা-সম্পৃক্ত প্রহরের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। তৃতীয় পুরুষে লেখা উপশিরোনামগুলো সম্ভবত ভ্যালে যোগ করেছিলেন। কিন্তু সেগুলো যেহেতু পাঠককে দিক-নির্দেশনা পেতে সাহায্য করে, আর যেহেতু এ-ধরনের ব্যবহার সে-সময়কার ভার্নাকুলার সাহিত্যের বেশিরভাগের ক্ষেত্রেই অপরিচিত কিছু ছিল না, কাজেই আমি সেগুলোকে অপসারণ করার প্রয়োজন অনুভব করিনি।

আদ্‌সোর এই ক্যাননিকাল সময়ের উল্লেখ আমাকে খানিকটা হতভম্ভ করেছে, কারণ স্থান এবং ঋতুভেদে সেগুলোর অর্থের পরিবর্তন ঘটে; তা ছাড়া, এটা খুবই সম্ভব যে চতুর্দশ শতাব্দীতে, 'বিধি'-তে সন্ত বেনেডিক্ট-এর[১৫] দেয়া নির্দেশাবলি অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হতো না।

তা সত্ত্বেও, পাঠকের জন্য একটি দিক-নির্দেশনা হিসেবে নিম্নলিখিত শিডিউলটি, আমার ধারণা, বিশ্বাসযোগ্য। এর খানিকটা এই টেক্সট থেকেই উদ্ধার করা হয়েছে, বাকিটা *Les Heures benedictines* (প্যারিস, গ্রাসেত, ১৯২৫)-এ[১৬] এডুয়ার্ড স্নেইডার-এর দেয়া সন্ন্যাস জীবনের বর্ণনার সঙ্গে মূল নীতির তুলনা করা রচিত।

ম্যাটিন্‌য্‌	(যেটাকে আদ্‌সো কখনো কখনো প্রাচীন শব্দ 'ভিজিলে' বলে উল্লেখ করেছে) রাত ২.৩০ থেকে ৩টার মধ্যবর্তী সময়
লঅড্‌স	(অতি প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসারে যেটাকে মাতুতিনি বা ম্যাটিন্‌য্‌ বলে উল্লেখ করা হতো) ভোর ৫টা এবং ৬টার মধ্যবর্তী সময়।
প্রাইম	৭টা ৩০ মিনিটের কাছাকাছি সময়, দিনের আলো ফোটার খানিকটা আগে।
টার্স	প্রায় ৯টা।
সেক্সট	দুপুর। (যে-মঠে সন্ন্যাসীরা মাঠে কাজ করত না, সেখানে শীতকালে শব্দটি দিয়ে মধ্যাহ্নভোজনও বোঝানো হতো।
নোনেয	বিকেল ২টা থেকে ৩টার মধ্যবর্তী সময়।
ভেসপার্স	সূর্যাস্তের সময়, প্রায় ৪টা ৩০ মিনিট। (বিধি অনুযায়ী, অন্ধকার হয়ে আসার আগেই খাওয়ার বিধান ছিল।)
কমপ্লিন	প্রায় ৬টা (৭টার আগেই সন্ন্যাসীরা ঘুমোতে যায়।)

হিসেবটি এই তথ্যের ওপর ভিত্তি ক'রে করা হয়েছে যে উত্তর ইতালিতে নভেম্বরের শেষে সূর্য ওঠে প্রায় সকাল সাড়ে ৭টার দিকে আর অস্ত যায় ৪টা ৪০ মিনিটের দিকে।

BanglaBook.org

১৫. **সন্ত বেনেডিক্ট** : পশ্চিমা সন্ন্যাসীদের কুলপতি, জন্ম আম্‌ব্রিয়ার সার্সিয়া-তে, ৪৮০ খৃষ্টাব্দে. মৃত্যু ৫৪৭ খৃষ্টাব্দে, মন্টি কাসিনোতে। পশ্চিমা দুনিয়াতে তাঁর মঠসংক্রান্ত রীতিনীতি এবং যেসব সন্ন্যাসী সেসব পালন করতেন তাঁরা এত প্রভাবশালী হওয়া সত্ত্বেও বেনেডিক্টের জীবন সম্পর্কে খুব কমই জানা যায়। ৫৩০ খৃষ্টাব্দে প্রথম খৃষ্টীয় সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বেনেডিক্টের নীতিতে তিনটি প্রতিজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত ছিল দারিদ্র্য, কৌমার্য ও বাধ্যতা। স্থায়ীভাবে মঠকেই আবাসস্থল হিসেবে গণ্য করা এই নীতির একটি আবশ্যকীয় শর্ত।

১৬. **টেক্সট** : *Les Heures bénédictines*

অনুবাদ : বেনেডিক্টীয় সময়সূচি

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

THE ABBEY

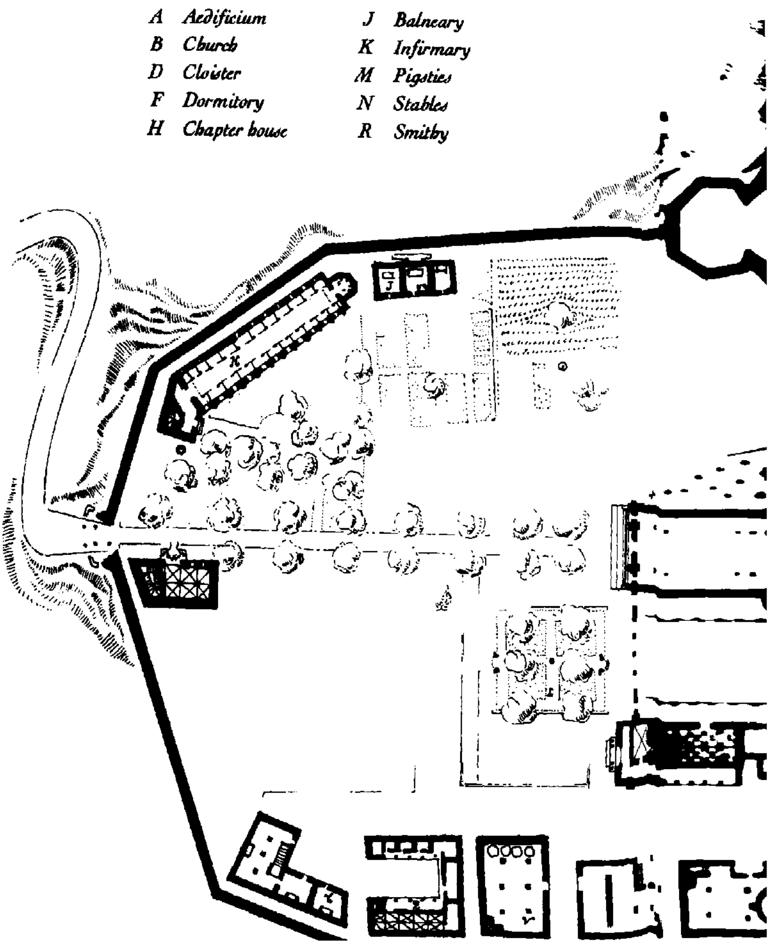
A Aedificium
B Church
D Cloister
F Dormitory
H Chapter house
J Balneary
K Infirmary
M Pigsties
N Stables
R Smithy

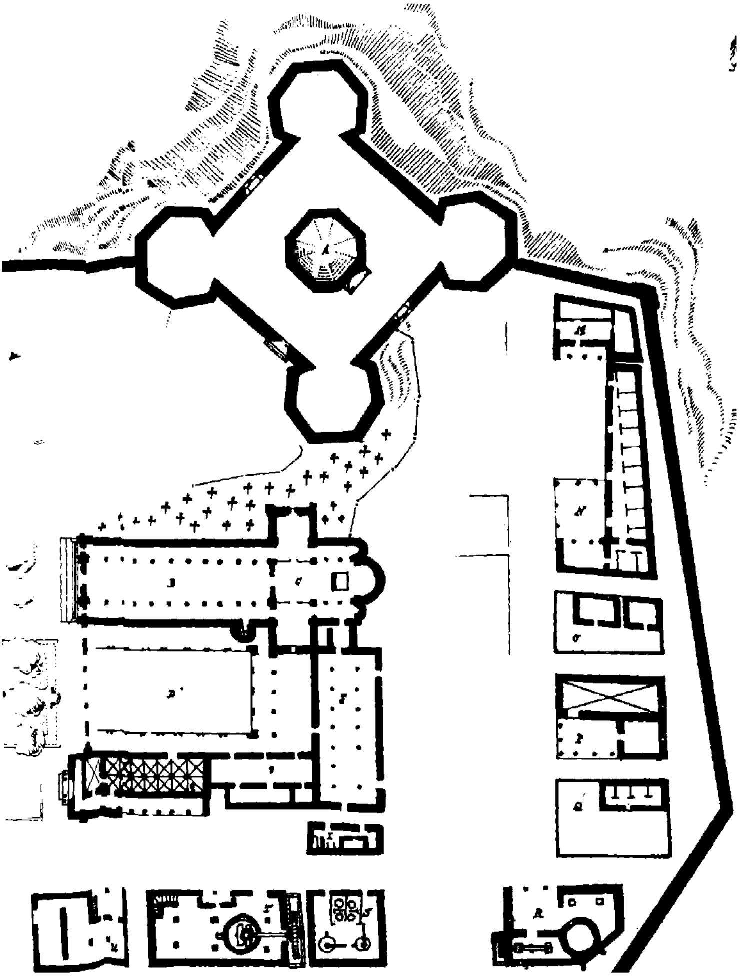

বাক্যই ছিল শুরুতে, এবং বাক্য ছিল ঈশ্বরের সঙ্গে, আর বাক্যই ছিল ঈশ্বর। ঈশ্বরের সঙ্গেই সেটার শুরু হচ্ছিল, এবং বিশ্বস্ত প্রত্যেক সন্ন্যাসীরই কর্তব্য মন্ত্রোচ্চারিত বিনম্রতার সঙ্গে সেই এক চির-অপরিবর্তনীয় ঘটনার কথা বারে বারে বলা, যেটার অখণ্ডনীয় সত্যতার কথা জোর দিয়েই বলা যায়। কিন্তু হাল জমানায় আমরা সবকিছুই একটা ঘষা কাচের ভেতর দিয়ে দেখি, এবং সবার সমুখে একেবারে নগ্নভাবে প্রকাশিত হওয়ার আগে সত্যকে আমরা খণ্ড খণ্ডভাবে দেখতে পাই (হায়, কী দুষ্পাঠ্য) জগতের ভ্রমের মধ্যে, কাজেই সেটার প্রতিটি নির্ভরযোগ্য সংকেতকে আমাদের খোলাসা ক'রে দিতে হবে, এমনকি তখনো যখন সেটা আমাদের কাছে দুর্বোধ্য ঠেকবে আর মনে হবে যেন সেটা পুরোপুরি পাপাচারের জন্য মুখিয়ে থাকা কোনো ইচ্ছের সঙ্গে মিশে আছে।

আমার নিঃসম্বল পাপী জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে – যখন আমার চুল পেকে গেছে – আমিও জগতের মতোই বুড়ো হচ্ছি, অপেক্ষা করছি নীরব ও পরিত্যক্ত ঐশ্বরিকতার অতল গহ্বরে হারিয়ে যাওয়ার জন্য, ভাগ ক'রে নিচ্ছি দেবদূতোপম বুদ্ধিমত্তার আলো; যৌবনে পরমাশ্চর্য ও ভয়ংকর যেসব ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিলাম সে-সম্পর্কে আমার এই সাক্ষ্য আমি আমার ভারী, অসুস্থ শরীর নিয়ে মেল্ক-এর প্রিয় মঠের এই কুঠুরিতে অবরুদ্ধ অবস্থায়, এই পার্চমেন্টে রেখে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি, যা যা দেখেছিলাম, শুনেছিলাম তার সবকিছুরই হুবহু পুনরাবৃত্তি ক'রে যাচ্ছি, সেসবের মধ্যে কোনো উদ্দেশ্য খোঁজার চেষ্টা না ক'রে, যেন যারা পরে আসবে তাদের কাছে (যদি না খৃষ্টবৈরী – antichrist – আগেই এসে পড়ে) চিহ্নের চিহ্ন রেখে যাওয়া যায়, যাতে ক'রে তাদের কাছে এর অর্থোদ্ধারের আবেদনটি রেখে যাওয়া সম্ভব হয়।

১৩২৭ খৃষ্টাব্দে যখন সম্রাট লুই পরম শক্তিমানের পরিকল্পনা অনুযায়ী পবিত্র রোমক সাম্রাজ্যের মর্যাদা পুনরুদ্ধার করতে এবং প্রেরিত শিষ্যের বা অ্যাপসলের পবিত্র নামে কলঙ্ক লেপনকারী সেই বদমায়েশ, ঘুষখোর আর বিধর্মীচূড়ামণিকে হতভম্ব ক'রে দিয়ে – বেদ্বীনরা যাকে ভক্তিভরে বাইশতম জন (John) নামে ডাকে, ক্যাহর-এর সেই পাপাত্মা জ্যাকের কথা বলছি – ইতালিতে এসেছিলেন, তখন সেই মঠে (যেটার নামোল্লেখ এখন আর না-করাটাই সংগত এবং ধর্মনিষ্ঠ হবে) যেসব ঘটনা ঘটেছিল সে-সবের অকপট সাক্ষী হওয়ার ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণা যেন ঈশ্বর আমাকে দান করেন।

যেসব ঘটনার সঙ্গে তখন আমি জড়িয়ে পড়েছিলাম সেগুলো আরো বোধগম্য করার জন্য সম্ভবত আমার উচিত সেই শতাব্দীর অন্তিম বছরগুলোয় যা ঘটেছিল তার স্মৃতিচারণ করা, সেসবের মধ্যে জীবনযাপন ক'রে আমি যা বুঝেছিলাম আর তার যতটুকু আমার স্মরণে আছে, অন্যান্য যেসব কথা আমি পরে শুনেছিলাম সেগুলো আগেরটার সঙ্গে জুড়ে দিয়ে সবটা বলা – অবশ্য যদি এত অসংখ্য এবং বিশৃঙ্খল ঘটনার সূত্র জোড়া দেবার সামর্থ্য আমার এখনো থেকে থাকে।

সেই শতাব্দীর গোড়ার দিকে পোপ পঞ্চম ক্লেমেন্ট রোমকে স্থানীয় ভূস্বামীদের উচ্চাশার

BanglaBook.org

খোরাক হিসেবে ফেলে রেখে পোপের অধিষ্ঠানক্ষেত্রটিকে অ্যাভিনিয়ন-এ স্থানান্তরিত করেছিলেন : এবং খৃষ্টধর্মের পবিত্র নগরটি সেখানকার নেতাদের মধ্যেকার ঝগড়া-বিবাদে ছিন্নভিন্ন হয়ে ধীরে ধীরে একটা সার্কাসে, একটা বেশ্যালয়ে পরিণত হয়েছিল; রিপাবলিক বলা হলেও আসলে কিন্তু নগরটি তা ছিল না, এবং সেটা নানান সশস্ত্র দলের উৎপাতে সহিংসতা ও লুটতরাজের শিকার হয়ে পড়েছিল যাজকেরা অ-যাজকীয় (সেক্যুলার) বৈধ কর্তৃত্ব এড়িয়ে, বিচারের চৌহদ্দী বাঁচিয়ে দুষ্কৃতীর দল পুষত আর তরবারি হাতে লুটতরাজ চালাত, আইনভঙ্গ করত এবং যত অবৈধ ব্যবসায়-বাণিজ্যের আয়োজন করত। কাপুট মান্ডিকে[১৭] কী ক'রে আবারও এবং ন্যায্যত সেই মানুষটির লক্ষ্যে পরিণত হওয়া থেকে বিরত রাখা সম্ভব হলো, যিনি পবিত্র রোমক সাম্রাজ্যের মুকুট পরতে চেয়েছিলেন এবং সেই অস্থায়ী রাজত্বের সম্মান পুনরুদ্ধার করতে চেয়েছিলেন যে-সম্মান একসময় সীজারদের ছিল?

এভাবেই ১৩১৪ খৃষ্টাব্দে ফ্র্যাংকফুর্টের জর্মন রাজপুরুষরা বাভারীয় লুইকে সাম্রাজ্যের প্রধান শাসক হিসেবে নির্বাচিত করেন। কিন্তু সেই একই দিনে মেইন-এর[১৮] বিপরীত তীরে রাইনের কাউন্ট প্যালাটাইন আর কোলনের আর্চবিশপ অস্ট্রিয়ার ফ্রেডেরিককে একই উচ্চপদে নির্বাচিত করেন। এক সিংহাসনে দু'জন সম্রাট এবং দু'জনের জন্য একজন পোপ; এমন এক পরিস্থিতি আসলেই ভয়ংকর বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করল।...

এর দুই বছর পর, ক্যাহর-এর জ্যাক, বাহাত্তর বছরের এক বৃদ্ধ, অ্যাভিনিয়নের নতুন পোপ হিসেবে নির্বাচিত হলেন, যিনি – আগেই বলেছি – বাইশতম জন নাম ধারণ করেন, এবং ঈশ্বর করুন যেন কোনোদিন কোনো পোপ এ-রকম কোনো নাম আর গ্রহণ না করে যা এখন নীতিপরায়ণ মানুষেরা চরম ঘৃণার চোখে দেখে। বাইশতম জন – যিনি একজন ফরাসী এবং ফ্রান্সের রাজার প্রতি নিবেদিত (সেই নীতিভ্রষ্ট দেশের লোকেরা সব সময়ই স্বদেশিদের স্বার্থ রক্ষার ব্যাপারে বড্ড উৎসাহী; গোটা জগৎটাকে নিজেদের আধ্যাত্মিক দেশ হিসেবে গণ্য করতে তারা অক্ষম) – নাইট টেম্পলারদের বিরুদ্ধে 'সুদর্শন ফিলিপ'-কে সমর্থন যুগিয়েছিলেন, যে নাইট টেম্পলারদেকে রাজা (আমি মনে করি অন্যায়ভাবে) সবচেয়ে লজ্জাজনক অপরাধে অপরাধী ব'লে অভিযুক্ত করেছিলেন, যাতে ক'রে তিনি সেই দলত্যাগী যাজকের যোগসাজশে তাদের সম্পত্তি হাত করতে পারেন।

১৩২২ খৃষ্টাব্দে বাভারীয় লুইস তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ফ্রেডেরিককে পরাস্ত করেন। দু'জন সম্রাটকে যতটা না ভয় পেতেন তার চেয়ে একজনকে বেশি ভয় পেয়ে, বাইশতম জন বিজয়ীকে খৃষ্টসমাজ থেকে বহিষ্কার করলেন, আর ওদিকে তিনিও হেরেটিক বা ধর্মদ্বেষী ব'লে পোপকে ধিক্কার জানালেন। আমাকে আরো স্মরণ করতে হচ্ছে কী ক'রে ঠিক সেই একই বছরে গোটা ফ্রান্সিসকান যাজক সম্প্রদায়কে পেরুজিয়ায় আহ্বান করা হয়েছিল, এবং মিনিস্টার জেনারেল চেযেনা-র মাইকেল স্পিরিচুয়ালদের অনুরোধ রক্ষা ক'রে (তাঁদের সম্পর্কে পরে কথা বলার অবকাশ পাব আমি) বিশ্বাস এবং নীতিগত দিক থেকে যীশুখৃষ্টের দারিদ্র্যের ঘোষণা দিলেন, বললেন, যীশু যদি তাঁর বারো শিষ্যের সঙ্গে যুক্তভাবে কোনো কিছুর অধিকারী হয়ে থাকতেন তবে তা কেবল usus facti[১৯] হিসেবেই। সম্প্রদায়ের নৈতিক উৎকর্ষ আর বিশুদ্ধতা সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে নেয়া এই

BanglaBook.org

যথোপযুক্ত সিদ্ধান্তটিতে পোপ নিদারুণ নাখোশ হলেন; তিনি এটার মধ্যে এমন একটি নীতি লক্ষ করলেন যেটা ঠিক সেই সব দাবিকে হুমকির সম্মুখীন করবে যেগুলো তিনি নিজে উত্থাপন করেছিলেন – বিশপ নির্বাচিত করার সাম্রাজ্যের অধিকার অস্বীকার ক'রে এবং উলটো এই কথা জোরের সঙ্গে দাবি ক'রে যে, বরং পোপের তখ্‌তেরই অধিকার রয়েছে সম্রাট নিয়োগ করার। এসব বা অন্য কিছু কারণে বিচলিত হয়ে জন ১৩২৩ খৃষ্টাব্দে *Cum inter nonnullos*[১৯] ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে ফ্রান্সিসকান প্রস্তাবনার অবসান ঘোষণা করেন।

আমার ধারণা, ঠিক এই সময়টাতেই পোপের বর্তমান শত্রু ফ্রান্সিসকানদেরকে লুইস তাঁর সম্ভাব্য মিত্র হিসেবে দেখতে পেলেন। খৃষ্টের দারিদ্র্যের স্বীকৃতি দেয়ার মাধ্যমে তারা এক অর্থে সাম্রাজ্যপক্ষীয় ধর্মতাত্ত্বিকদের – যেমন পাদুয়ার মার্সিলিয়াস এবং জানদুন-এর জনের – ধারণাগুলোকেই শক্তিশালী করছিলেন। আর শেষ অব্দি, আমি যেসব ঘটনার কথা বলছি তার অল্প কিছু দিন আগে, লুইস বিজিত ফ্রেডেরিকের সঙ্গে একটা চুক্তিতে উপনীত হলেন, ইতালি আক্রমণ করলেন এবং মিলানে রাজপদে অভিষিক্ত হলেন।

এই হলো পরিস্থিতি যখন আমি – মেল্ক-এর মঠের এক তরুণ বেনেডিক্টীয় শিক্ষানবিশ – আমার বাবার কারণে আশ্রমজীবনের প্রশান্তি থেকে বিতাড়িত হই; তিনি তখন লুইসের পিছু পিছু ব্যারনদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে চলেছেন। তিনি ভেবেছিলেন তাঁর সঙ্গে আমাকে নেয়াটাই বিচক্ষণের কাজ হবে, যাতে ক'রে ইতালির বিস্ময়গুলোর সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে, আর সম্রাট যখন রোমে অভিষিক্ত হলেন তখন আমি সেখানে উপস্থিত থাকতে পারি। কিন্তু পিসার অবরোধ তাঁকে সামরিক বিষয়ে ব্যতিব্যস্ত ক'রে ফেলে। ফলে একা একাই তাস্কেনির নগরে নগরে ঘুরে বেড়ালাম আমি, খানিকটা আলস্যের কারণে, খানিকটা শিক্ষার আগ্রহে। কিন্তু আমার পিতা-মাতা ভাবলেন এই লাগামছাড়া স্বাধীনতা চিন্তাশীল জীবনের জন্য নিবেদিত কিশোরের জন্য উপযুক্ত নয়। মার্সিলিয়াস আমাকে খানিকটা পছন্দ করতেন, তাঁর উপদেশে তাঁরা আমাকে বাস্কারভিলের উইলিয়াম নামের একজন পণ্ডিত ফ্রান্সিসকানের তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত করার সিদ্ধান্ত নিলেন, যিনি কিছুদিনের মধ্যেই এমন এক কাজে রওনা হবেন, যেজন্য তাঁকে বিখ্যাত সব নগর আর প্রাচীন মঠে যেতে হবে। এভাবেই আমি উইলিয়ামের লিপিকর এবং শিষ্য দুই-ই হলাম; তা নিয়ে অবশ্য মনে কোনো খেদ রাখিনি আমি, কারণ তাঁর সঙ্গে আমি এমন সব ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি যা পরবর্তী প্রজন্মকে জানিয়ে যাবার যোগ্য, ঠিক যা আমি এখন করছি।

ব্রাদার উইলিয়াম কিসের সন্ধান করছিলেন আমি তখন জানতাম না, সত্যি বলতে কি, আজও জানি না, এবং অনুমান করি, তিনি নিজেও জানতেন না যে একটি নির্দিষ্ট সময়ে সত্য ব'লে তাঁর কাছে যা মনে হতো সত্য আসলে তা নয় – যদিও কেবল সত্যলাভের আগ্রহ আর সন্দেহ দ্বারাই তিনি চালিত হয়েছেন, এবং তিনি যে তা সর্বদা লালন করতেন তা তো আমি দেখতেই পেতাম। আর সম্ভবত সেই বছরগুলোতে তিনি ইহজাগতিক কর্তব্য পালন করতে গিয়ে তাঁর প্রিয় অধ্যয়ন থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন। উইলিয়ামের ওপর ঠিক কোন দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল, সে কথা আমাদের সফরের সময় আমি জানতে পারিনি, কিংবা বলা যায়, তিনি কখনো আমাকে সে কথা বলেননি। পথে

BanglaBook.org

আমরা যেসব মঠে যাত্রাবিরতি করেছিলাম সেসব জায়গায় মোহান্তদের সঙ্গে তাঁর যেসব কথা হয়েছে তার টুকরো-টাকরা শুনেই তাঁর কর্মভার সম্পর্কে যা কেবল খানিকটা ধারণা হয়েছিল আমার, যার কথা এখনই বলতে যাচ্ছি আমি। আমাদের গন্তব্য ছিল উত্তরে, কিন্তু আমাদের সফর সরলরেখা ধ'রে চলেনি, পথে বেশ কিছু মঠে থেমেছিলাম আমরা। কাজেই ব্যাপারটা এমন ঘটল যে আমাদের শেষ লক্ষ্য যখন পুব দিকে, আমরা তখন রওনা হয়েছি পশ্চিম বরাবর, প্রায় সেই পর্বতরেখা ধ'রে যা পিসা থেকে সান্তিয়াগো অব্দি তীর্থযাত্রীদের পথের দিকে চলে গেছে, একটা জায়গায় বিরতি দিয়ে, যেখানে ঘটা ভয়ংকর ঘটনাগুলোর কারণে সে-জায়গাটিকে আরো ভালোভাবে চিনিয়ে দিতে আর ইচ্ছে করছে না আমার এখন, তবে সেখানকার শাসকেরা সাম্রাজ্যের ভূস্বামী ছিলেন এবং সেখানে আমাদের সম্প্রদায়ের মোহান্তরা একযোগে বিধর্মী দুর্নীতিগ্রস্ত পোপের বিরোধিতা করেছিলেন। নানান ঘটনা-দুর্ঘটনার সাক্ষী আমাদের সফরটা ছিল দু'হপ্তা স্থায়ী, আর সেই সময়েই আমার সুযোগ ঘটেছিল আমার নতুন গুরুকে জানবার (যদিও যথেষ্টরকম নয়, আমি এখনো নিশ্চিত)।

পরের পৃষ্ঠাগুলোতে আমি লোকজনের বর্ণনাতে মাতব না, কেবল যখন মুখমণ্ডলের একটি অভিব্যক্তি বা কোনো অঙ্গভঙ্গি একটি নির্বাক কিন্তু প্রাঞ্জল ভাষার চিহ্ন হিসেবে প্রতিভাত হবে সেটুকু ছাড়া, কারণ, সেই যে বোয়েথিয়াস[২১] বলেছিলেন, বাহ্যিক রূপ – যা হেমন্তের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ফুলের মতোই শুকিয়ে যায় – বদলে যায়, তার চেয়ে ক্ষণস্থায়ী আর কিছুই নেই; তা ছাড়া, আজ আর এ কথা বলে কী লাভ যে মোহান্ত অ্যাবোর নজরটা ছিল বড়ো কড়া আর গালদুটো পাণ্ডুর, যখন তিনি আর তাঁর চারপাশের প্রত্যেকেই এখন ধুলো, এবং তাঁদের দেহগুলোতে ধুলোর নশ্বর ধূসরতা (কেবল তাদের আত্মাগুলো, ঈশ্বরের কৃপায়, এমন এক আলোয় জ্বলছে যা কখনো নির্বাপিত হবে না)? তবে অন্তত একবারের জন্য হলেও আমি উইলিয়ামের বর্ণনা দিতে চাই, কারণ তাঁর অসাধারণ চেহারা আমার নজর কেড়েছিল, এবং এটাই তরুণদের বৈশিষ্ট্য যে তারা বয়স্ক এবং অপেক্ষাকৃত জ্ঞানী কারো প্রতি শুধু তাঁর কথাবার্তা আর বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার মোহেই আকৃষ্ট হয় না, তাঁর দেহের বাহ্যিক রূপের কারণেও হয়, যে-রূপ খুবই প্রিয় হয়ে ওঠে, ঠিক পিতার দেহের মতোই, যাঁর অঙ্গভঙ্গি আমরা পর্যবেক্ষণ করি, আর যার ভ্রুকুটি, যাঁর হাসি আমরা লক্ষ করি – শরীরী প্রণয়ের এই রূপটিকে (সম্ভবত একমাত্র যা প্রকৃতপক্ষেই খাঁটি) দূষিত করার মতো কোনো লালসার লেশমাত্র ছাড়াই।

অতীতে মানুষ সুদর্শন আর মহৎ ছিল (বর্তমানে তারা শিশু ও বামুন), কিন্তু একটি বার্ধক্যগ্রস্ত জগতের বিপর্যয়ের ইঙ্গিতবহ অসংখ্য তথ্যের মধ্যে এটি নেহাতই একটিমাত্র। তরুণ প্রজন্ম এখন আর কোনো কিছু অধ্যয়নে ইচ্ছুক নয়, বিদ্যাচর্চা নিম্নগামী, গোটা জগৎটা হাঁটছে হেঁটমুণ্ডু ঊর্ধ্বপদ হয়ে, অন্ধজনে পথ দেখাচ্ছে তারই মতো অন্ধজনকে, ফলে তারা অতল গহ্বরে হুড়মুড় ক'রে পড়ে যাচ্ছে, উড়তে শেখার আগেই পাখিরা নীড় ছাড়ছে, বীণা বাজাচ্ছে গাড়ল, নাচছে বৃষের দল। চিন্তাশীল জীবন মেরির আর পছন্দ নয়, কর্মময় জীবন মার্থার আর ভালো লাগছে না, লিয়া বন্ধ্যা, র‍্যাচলের দৃষ্টিতে লালসা, ক্যাটো বেশ্যালয় গমন করছে, লুক্রেশাস নারীতে পরিণত হচ্ছে। সবকিছুই ভুল পথে চলছে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সে-সময়ে আমি আমার প্রভুর কাছ থেকে জ্ঞানার্জনের ইচ্ছা এবং সঠিক পথের একটা বোধ অর্জন করেছিলাম, যা, পথ যখন বন্ধুর তখনো থাকে মসৃণ।

BanglaBook.org

সবচেয়ে অমনোযোগী লোকেরও নজর কাড়ার মতো চেহারা ছিল তখন ব্রাদার উইলিয়ামের। মাথায় গড়পড়তা লোকের চেয়েও উঁচু, আর এত রোগাপাতলা যে তাকে আরো লম্বা লাগত। চোখ দুটো তীক্ষ্ণ, মর্মভেদী; তাঁর পাতলা ও খানিকটা পাখির ঠোঁটের মতো নাক তাঁর চেহারায় অনুসন্ধানী এক মানুষের অভিব্যক্তি এনে দিয়েছিল, কেবল অলসতার কয়েকটি মুহূর্ত ছাড়া, যেসবের কথা পরে বলব আপনাদের। কিন্তু তাঁর চিবুকেও ছিল অনমনীয় ইচ্ছাশক্তির ছাপ, যদিও ঈষৎ হলদে ফুটকিতে ভরা লম্বা মুখটায় – হাইবার্নিয়া আর নর্দাম্ব্রিয়ার মাঝামাঝি এলাকায় জন্মগ্রহণকারী লোকজনের মধ্যে যেমনটা দেখেছি আমি – মাঝেমধ্যে দ্বিধা আর বিহ্বলতার ভাব ফুটে উঠত। কিছুদিন পর আমি উপলব্ধি করলাম, যেটাকে আত্মবিশ্বাসের অভাব ব'লে মনে হতো সেটা ছিল আসলে কেবলই কৌতূহল, কিন্তু গোড়ার দিকে এই গুণটির কথা আমার প্রায় জানাই ছিল না, সেটাকে আমি বরং লোভী আত্মার একটি গভীর আসক্তি বলে ভাবতাম। আমি বরং বিশ্বাস করতাম বিবেচক আত্মার পক্ষে এ ধরনের গভীর আসক্তিকে প্রশ্রয় দেয়া অনুচিত, বরং তা কেবল সত্য নিয়ে বাঁচবে, যা সম্পর্কে (আমি মনে করতাম) লোকে গোড়া থেকেই অবহিত।

বালক হলেও প্রথমেই আমাকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল তার কান দুটো থেকে বেরিয়ে থাকা হলদেটে কয়েক গুচ্ছ চুল আর তাঁর পুরু, সোনালী দুই ভুরু। সম্ভবত পঞ্চাশ বছর বয়স তখন তাঁর, কাজেই তখনই বেশ বৃদ্ধ ছিলেন তিনি, কিন্তু তাঁর ক্লান্তিহীন শরীর এমন এক দ্রুতছন্দে নড়াচড়া করত আমার মধ্যেও যার ঘাটতি পড়ত প্রায়ই। যখন কোনো প্রচেষ্টার প্রবল, আকস্মিক স্ফুরণ তাঁকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলত তখন তাঁর শক্তিকে মনে হতো যেন অনিঃশেষ। কিন্তু আবার মাঝে মাঝে, যেন তাঁর প্রাণশক্তিকে কোনো গলদা চিংড়িতে পেয়ে বসেছে, জড়তার মুহূর্তগুলোতে তিনি গুটিয়ে যেতেন, দেখতাম আমার কুঠুরিতে খড়ের গদিতে তিনি মামুলি একটা হুঁ-হ্যাঁও না ক'রে মুখের একটা পেশীতেও ভাঁজ না ফেলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুয়ে আছেন। এ সময় তাঁর চোখে ফাঁকা, উদাসীন একটা অভিব্যক্তি ফুটে উঠত, আর আমি হয়ত সন্দেহই ক'রে বসতাম যে তিনি বিভ্রম সৃষ্টিকারী কোনো উদ্ভিজ পদার্থের প্রভাবে আছেন কি না, যদি তাঁর জীবনের সুস্পষ্ট মিতাচার আমাকে চিন্তাটাকে বাতিল ক'রে দিতে বাধ্য না করত। অবশ্য অস্বীকার করব না, আমাদের সফরের সময় মাঝেমধ্যে তিনি বনভূমি থেকে কিছু ভেষজ লতাপাতা জোগাড় করতে কোনো তৃণভূমির প্রান্তে এসে থেমে দাঁড়াতেন (আমার ধারণা, সব সময়ই একই লতাপাতাই সংগ্রহ করতেন তিনি); তারপর একটা আচ্ছন্ন দৃষ্টি নিয়ে সেগুলো চিবুতে থাকতেন। সেসবের খানিকটা তিনি সঙ্গে রাখতেন এবং প্রচণ্ড চাপা উত্তেজনার মুহূর্তে তা সেবন করতেন (আর, মঠটাতে এ ধরনের মুহূর্তের অভাব ঘটেনি)। একবার, জিনিসটা কী সেটা তাকে আমি জিগ্যেস করায় তিনি হেসে উত্তর দিয়েছিলেন যে এমন সুশীল খৃষ্টানেরও বিধর্মীদের কাছ থেকে কিছু কিছু জিনিস শেখার আছে, আর যখন আমাকে একটু চেখে দেখার সুযোগ দেবার কথা তাঁকে বললাম, তিনি উত্তর দিলেন যে এক বুড়ো ফ্রান্সিসকানের জন্য যেসব লতাপাতা হিতকর, এক তরুণ বেনেডিক্টীয়র জন্য কিন্তু সেগুলো তা নয়।

একত্রে আমরা দু'জন কিন্তু খুব একটা স্বাভাবিক জীবনযাপন করার ফুরসত পাইনি: এমনকি মঠেও আমরা গভীর রাত পর্যন্ত জেগে থেকেছি, দিনের বেলা ঘুমে ঢলে পড়েছি, প্রার্থনা

অনুষ্ঠানগুলোতে অংশ নিতে পারিনি সব সময়। অবশ্য, আমাদের সফরের সময় কমপ্লিনের পর তিনি জেগে থাকতেন না বললেই চলে, এবং খুবই মিতব্যয়ী স্বভাবের লোক ছিলেন তিনি। মাঝেমধ্যে, ওই মঠেই, সবজিবাগানের ভেতরই হেঁটে কাটাতেন সারা দিন, এমনভাবে গাছগাছড়া খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতেন যেন ওগুলো ক্রিসোপ্রেস বা পান্নার মতো দামি পাথর বুঝি; কখনো দেখতাম, তিনি রত্নভাণ্ডারের চারপাশে ঘোরাফেরা করছেন, পান্না আর ক্রিসোপ্রেস ভরা পেটিকগুলোর দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছেন যেন ওগুলো ধুতরা ফল। আবার কখনো কখনো সারাটা দিন তিনি পাঠাগারের বিশাল হলঘরটায় কাটিয়ে দিতেন, এমনভাবে পাণ্ডুলিপিগুলোর পাতা উলটে যেতেন যেন একান্ত ব্যক্তিগত আনন্দলাভই তাঁর মোক্ষ (ওদিকে, আমাদের চারপাশে তখন ভয়ংকরভাবে খুন হওয়া লাশের স্তূপ জমে উঠছে)। একদিন আমি তাঁকে ফুলের বাগানে আপাত উদ্দেশ্যহীনভাবে পায়চারি করতে দেখতে পেলাম, যেন নিজের কৃতকর্মের জন্য ঈশ্বরের কাছে জবাবদিহি করার কোনো বালাই-ই নেই তাঁর। আমার সম্প্রদায়ে সময় ব্যয় করার একেবারেই ভিন্ন পদ্ধতি শেখানো হয়েছে আমাকে, আর, সে কথা তাঁকে বললামও আমি তখন। জবাবে তিনি বললেন মহাজগতের সৌন্দর্য শুধু যে বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্যেই পাওয়া যায় তা নয়, বরং ঐক্যের মধ্যে বৈচিত্র্যেও পাওয়া যায়। উত্তরটাকে আমার নেহাতই অপরিণত কাণ্ডজ্ঞানপ্রসূত বলে মনে হলো, কিন্তু পরে আমি জানতে পারি তাঁর দেশের লোকেরা এমনভাবে জিনিসের সংজ্ঞার্থ নির্ণয় করে যাতে মনে হয় যুক্তিবুদ্ধি বা প্রজ্ঞার (reason) ভূমিকা নগণ্য মাত্র।

মঠে আমাদের অবস্থানকালীন অষ্টপ্রহরই তাঁর হাত দুটো বই-পুস্তকের ধুলো, তখনো-কাঁচা অলংকরণের স্বর্ণরেণু বা সেভেরিনাসের হাসপাতালে তিনি যেসব হলদেটে পদার্থ নাড়াচাড়া করতেন সেগুলোতে আবৃত থাকত। মনে হতো, নিজের হাত দুটো ছাড়া তিনি চিন্তা করতে অক্ষম, যে গুণটা একজন মেকানিককেই ভালো মানায়; কিন্তু তার পরেও, তাঁর হাত দুটো যখন সবচেয়ে ভঙ্গুর জিনিসটি স্পর্শ করত, যেমন সদ্য অলংকৃত হাতে-লেখা পুঁথি বা কালজীর্ণ ও খামি না-বানানো রুটির মতো ভঙ্গুর পৃষ্ঠা, আমার কাছে মনে হতো তিনি অসাধারণ সংবেদনশীল স্পর্শেন্দ্রিয়ের অধিকারী, ঠিক যেটাকে তিনি তাঁর যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সময় কাজে লাগাতেন। সত্যি বলতে কি, এই আশ্চর্য মানুষটি কী ক'রে তাঁর থলের ভেতর এমনসব যন্ত্রপাতি বয়ে বেড়াতেন যা আমি এর আগে দেখিনি এবং যেগুলোকে তিনি আজব যন্ত্রপাতি বলতেন সেটা আপনাদের বলতেই হচ্ছে আমাকে তিনি বলতেন যন্ত্র হচ্ছে শিল্পেরই ফলস্বরূপ, আর শিল্প হলো প্রকৃতির অনুকরণকারী, এবং যন্ত্র প্রকৃতির রূপ বা আকারকে নয় বরং খোদ কাজটিকে ফুটিয়ে তোলে। এভাবে তিনি ঘড়ি, অ্যাস্ট্রোলেব এবং চুম্বকের রহস্য আমার কাছে মেলে ধরতেন। কিন্তু গোড়ার দিকে এসবকে আমি ডাকিনী বিদ্যা ব'লে ভয় পেতাম, এবং যে-সমস্ত পরিষ্কার রাতে তিনি (হাতে একটা অদ্ভুত ত্রিভুজ নিয়ে) দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করতেন তখন আমি ঘুমের ভান ক'রে প'ড়ে থাকতাম। ইতালি বা আমার দেশে আমি যেসব ফ্রান্সিসকানকে চিনতাম তাঁরা সবাই ছিলেন সাধারণ মানুষ, বেশিরভাগই অশিক্ষিত, এবং তাঁর পাণ্ডিত্য দেখে আমি তাঁর কাছে বিস্ময় প্রকাশ করতাম। কিন্তু তিনি মৃদু হেসে আমাকে বলতেন তাঁর দেশের ফ্রান্সিসকানরা অন্য ধাতুতে গড়া 'রজার বেকন[২২], যাঁকে আমি আমার গুরু বলে মানি, তিনি বলে গেছেন, ডিভাইন প্ল্যান বা স্বর্গীয় পরিকল্পনা একদিন

BanglaBook.org

যন্ত্রের বিজ্ঞানকে নিজের ভেতর অন্তর্ভুক্ত ক'রে নেবে, যে-বিজ্ঞান প্রাকৃতিক এবং সুস্থ জাদুবিদ্যা। এবং একদিন প্রকৃতির শক্তিকে কাজে লাগিয়ে নৌপরিচালনার যন্ত্রপাতি তৈরি করা সম্ভব হবে, আর সেগুলোর সাহায্যে unico homine regent[২৩] জাহাজ যাত্রা করবে, পাল বা দাঁড়টানা জাহাজের চেয়ে ঢের বেশি দ্রুত বেগে; শুধু তা-ই নয়, স্বচালিত ওয়াগন আর "এমন ধরনের উড়ন্ত যন্ত্রও তৈরি হবে, যেটার ভেতর ব'সে কেউ একটি কল ঘুরিয়ে কৃত্রিম ডানাও ঝাপটাতে পারবে, ad modum avis volantis"[২৪]। তা ছাড়া, ক্ষুদে ক্ষুদে যন্ত্র দিয়ে তোলা যাবে অতীব ভারী ভারী জিনিস, আর এমন সব যান তৈরি হবে যার সাহায্যে সাগরতলে ভ্রমণ করা যাবে।'

যখন তাঁকে শুধোলাম সেসব যন্ত্রপাতি এখন কোথায় রয়েছে, তিনি বললেন প্রাচীনকালেই সেগুলো তৈরি হয়েছিল এবং আমাদের কালেও কিছু কিছু তৈরি হয়েছে: 'কেবল উড়ন্ত যন্ত্রটি ছাড়া, যেটা আমি কখনো দেখিনি বা কেউ দেখেছে বলেও জানি না, তবে একজন জ্ঞানী মানুষের কথা জানি, যিনি ওটার কথা কল্পনা করেছেন। আবার, কোনো স্তম্ভ বা কলাম বা অন্য কোনো অবলম্বনহীন সাঁকোও নির্মাণ করা যাবে নদীর ওপর দিয়ে, আর তা ছাড়া, এমন সব হাজার হাজার নানান যন্ত্রও বানানো সম্ভব হবে, যেগুলোর কথা কেউ কোনোদিন শোনেনি। তবে এখনো যদি সেগুলো না থেকে থাকে তাতে তোমার ঘাবড়ানোর কিছু নেই, কারণ এর অর্থ এই নয় যে পরে সেগুলো আসবে না। এবং আমি তোমাকে বলছি, ঈশ্বরই চান সেগুলো হোক, আর অবশ্যই সেগুলো তাঁর মনের মধ্যে বিরাজ করছে, যদিও আমার ওকাম-এর[২৫] বন্ধু মনে করেন না যে আইডিয়া বা ভাব সেভাবে থাকতে পারে: আর আমি সেকথা যে জন্য বলি না তা হলো আমরা স্বর্গীয় প্রকৃতি সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পারি না, কারণ আমরা সেটার কোনো সীমা নির্দেশ করতে অক্ষম।' তার মুখ থেকে উচ্চারিত এটাই যে একমাত্র স্ববিরোধী কথা আমি শুনেছিলাম তা নয়, কিন্তু এখন যখন আমি বৃদ্ধ এবং পূর্বের তুলনায় অপেক্ষাকৃত জ্ঞানী, তখনো আমি পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারিনি কী ক'রে তিনি তাঁর বন্ধু ওকাম-এর ওপর এমন আস্থা রাখতে পারেন, এবং একই সঙ্গে বেকনের দিব্যি দিয়ে কথা বলতে পারেন, যা তিনি প্রায়ই করতেন। আর এটাও সত্যি যে, তখনকার সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়ে একজন জ্ঞানী মানুষকে পরস্পরবিরোধী নানান কথাবার্তা বিশ্বাস করতে হতো।

তো, যেন তখন তাঁর সম্পর্কে আমার যে বিক্ষিপ্ত ধারণা হয়েছিল তার একেবারে গোড়া থেকে সবকিছু একত্র করতে ব্রাদার উইলিয়াম সম্পর্কে সম্ভবত আমি অর্থহীন কথাবার্তা ব'লে ফেলেছি। সুশীল পাঠক, যখন আমরা একসঙ্গে মঠে ছিলাম তখন তিনি যেসব কাজ করেছেন তা থেকে আপনারা হয়ত আরো ভালো ক'রে বের করতে পারবেন তিনি কে ছিলেন এবং তিনি কী করছিলেন। কোনো সুচারু পরিকল্পনা যে ছিল সে কথা আমি নিশ্চিত ক'রে বলতে পারছি না, আশ্চর্য এবং ভয়ংকর কিছু ঘটনার একটি কাহিনী (হ্যাঁ, তা বটে) ছাড়া।

আর তাই দিনের পর দিন আমার গুরুকে জানবার এবং দীর্ঘ কথোপকথনে অতিবাহিত আমাদের লম্বা সফরের পর – যে আলাপচারিতার কথা আমি একটু একটু ক'রে আপনাদের বলব – আমরা সেই পর্বতের পাদদেশে পৌঁছুলাম যে-পর্বতের ওপর মঠটি অবস্থিত ছিল। এবং এখন আমার কাহিনীর সময় হয়েছে সেই মঠের দিকে অগ্রসর হওয়ার – ঠিক যেমনটি আমরা সে-সময়

BanglaBook.org

হয়েছিলাম, আর তখন যা ঘটেছিল সে-কাহিনীর বর্ণনা করার জন্য আমি যখন প্রস্তুত হচ্ছি তখন আমার হাত রয়েছে সুস্থির।

টীকা

১৭. **টেক্সট** : Caput Mundi

অনুবাদ : পৃথিবীর রাজধানী (আক্ষরিক অর্থে, 'মাথা')

ভাষ্য : 'Caput Mundi' কথাটা একাদশ এবং দ্বাদশ শতকের অসংখ্য কবিতাতেই পাওয়া যাবে, বিশেষ ক'রে *Carmina Burana*-য় এবং কেম্‌ব্রিজ সংগীতে। *Carmina Burana* ১৯:৪ হচ্ছে *caput mudni* বা পৃথিবীর রাজধানী হিসেবে রোমের একটি ব্যঙ্গাত্মক বর্ণনা, এবং সেখানে দুটো শব্দ নিয়েই খেলা বা 'pun' করা হয়েছে, যা শব্দবন্ধটির জনপ্রিয়তারই সাক্ষ্যবাহী।

১৮. **মেইন (Main)** : মধ্য পশ্চিম জার্মানীর ১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ নদী, ফ্র্যাঙ্কফুর্টের ভেতর দিয়ে বহমান, মাইনত্‌স-এ গিয়ে রাইন নদীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

১৯. **টেক্সট** : Usus facti

অনুবাদ : তাঁর ব্যবহারের জন্য (আক্ষরিক অর্থে, 'প্রকৃত ব্যবহার')

ভাষ্য পোপ তৃতীয় নিকোলাস তাঁর ১২৭৯ খৃষ্টাব্দের *Exiit qui seminat* **হুকুমনামা** বা পেপাল বুল-এ *usus facti* বা বাস্তবিক প্রয়োজনীয় জিনিসের ব্যবহার এবং *usus iuris* বা ব্যবহারের বা ভোগদখল করার অধিকারের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। ফ্রান্সিসকান দারিদ্র্যবিষয়ক প্রশ্নের এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ; *গোলাপের নাম* উপন্যাসের মাঝামাঝি উমবের্তো একো বিষয়টির ওপর আরো বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করেছেন।

২০. **টেক্সট** : *Cum inter nonnullos*

অনুবাদ : *যেহেতু অসংখ্য (বিদ্বান মানুষের) মধ্যে*

ভাষ্য পোপীয় হুকুমনামা বা পেপাল বুল-এর শিরোনাম হিসেবে সাধারণত স্রেফ সেটার টেক্সট-এর প্রথম দু'তিনটে শব্দ ব্যবহার করা হয়। এই হুকুমনামাটির শুরু এভাবে : 'Cum inter nonnullos scolasticos viros...' (যেহেতু অসংখ্য বিদ্বান মানুষের মধ্যে...)। হুকুমনামাটির প্রধান বক্তব্য এই যে যারা যীশুর দারিদ্র্যের কথা সমর্থন করে, (বিশেষ করে, পেরুজিয়া সম্মেলনের ফ্রান্সিসকানগণ) তারা হেরেটিক বা ধর্মদ্বেষী। *গোলাপের নাম* উপন্যাসের মাঝামাঝি একো বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন।

BanglaBook.org

২১. **বোয়েথিয়াস** (Boethius, ৪৮০ ৫২৪ খৃ.) রোমান দার্শনিক এবং খৃষ্টধর্মতাত্ত্বিক। বোয়েথিয়াসই সম্ভবত শেষ গুরুত্বপূর্ণ রোমান লেখক যিনি গ্রীক ভাষা জানতেন। অস্ট্রগথ সম্রাট থিওডোরিক-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা এবং গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যাচর্চার কারণ অপবিত্রকরণের (sacrilege) অভিযোগে অভিযুক্ত বোয়েথিয়াসকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয় এবং প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ক'রে হত্যা করা হয়। মৃত্যুর অল্প কিছুদিন আগে কারাগারে বসেই বোয়েথিয়াস রচনা করেন তাঁর সবচে মৌলিক গ্রন্থ – *দর্শনের সান্ত্বনা* – পাঁচ খণ্ডের একটি রূপক যেখানে দর্শন এক সুন্দরী রমণীর বেশে তাঁর কাছে আসে তাঁকে সান্ত্বনাদানের জন্য এবং তাঁকে বলে যে, নিজের প্রকৃতি এবং নিয়তি বোঝার ব্যাপারে অক্ষমতার কারণেই মানুষ প্রধানত অসুখী হয়। বোয়েথিয়াস নিজে অ্যারিস্টটলের রচনা অনুবাদ করেছিলেন, সেই সঙ্গে তিনি ট্রিনিটি বিষয়ে প্রবন্ধ লেখেন এবং যুক্তিবিদ্যা, পাটীগণিত ও সংগীত বিষয়ে ম্যানুয়াল রচনা করেন।

২২. **রজার বেকন** : (Roger Bacon, জন্ম আনুমানিক ১২১৪ - মৃত্যু আ. ১২৯২ খৃ.) ফ্রান্সিসকান পণ্ডিত ও বিজ্ঞানী। জন্ম ইংল্যান্ডে। পড়াশোনা অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্যারিসে অ্যারিস্টটলীয় এবং ছদ্ম-অ্যারিস্টটলীয় রচনার ওপর বক্তৃতাদানের সময় তিনি মারিকোর্টের পিয়ের-এর সাক্ষাৎ লাভ করেন, চুম্বক এবং অ্যাস্ট্রোলেব বিষয়ে যাঁর গুরুত্বপূর্ণ কিছু লেখা রয়েছে; সেই সঙ্গে তিনি ছদ্ম-অ্যারিস্টটলীয় *Secretum Secretorum* বা *রহস্যের রহস্য*-র সঙ্গে পরিচিত হন। সম্ভবত এই দুটো ঘটনাই বেকনকে পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান এবং ভাষার ব্যাপারে আগ্রহী ক'রে তোলে। ১২৫৭ খৃষ্টাব্দে বেকন ফ্রান্সিসকানদের দলে যোগ দিলেও গোড়া থেকেই তাদের সঙ্গে তাঁর খুব একটা সখ্য ছিল না। বেকন তিনটি বিজ্ঞান বিশ্বকোষ রচনা করেন : *Opus maius, Opus minus,* এবং *Opus tertium* বা যথাক্রমে, বৃহত্তর রচনা, ক্ষুদ্রতর রচনা এবং তৃতীয় রচনা। বেকনের সেরা কাজগুলোর বেশিরভাগই আলোকবিজ্ঞান-সম্পর্কিত। ক্রমেই তিনি আরো বেশি গাণিতিক ডেমন্সট্রেশান এবং পরীক্ষামূলক সুলুকসন্ধাননির্ভর হয়ে ওঠেন। জাদুকর হিসেবে তিনি খ্যাতিলাভ করেন মূলত তাঁর মৃত্যুর পর।

২৩. **টেক্সট** : unico homine regente

অনুবাদ : মাত্র একজন মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীনে

২৪. **টেক্সট** : ad modum avis volantis

অনুবাদ : উড়ন্ত পাখির মতো ক'রে

২৫. **ওকামের উইলিয়াম** : (William of Occam, আনুমানিক ১২৮৫ - ১৩৪৯ খৃ.) ফ্রান্সিসকান দার্শনিক ও ধর্মতাত্ত্বিক। তিনি অক্সফোর্ডে পড়াশোনা করেন এবং ১৩১৫ থেকে ১৩১৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বাইবেল ও স্কলাস্টিক ধর্মতাত্ত্বিক পিটার লম্বার্ড রচিত *The Four Books of Sentences*-এর ওপর বক্তৃতাদান করেন। ১৩২৪ খৃষ্টাব্দে, *The Four Books of Sentences*

BanglaBook.org

সম্পর্কে তাঁর ভাষ্যের কারণে তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের জবাব দেবার জন্য তাঁকে অ্যাভিনিয়নে পোপ দ্বাদশ জনের কাছে তলব করা হয়, যদিও তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়নি। তিনি খৃষ্টধর্মীয় দারিদ্র্যসংক্রান্ত বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন এবং ১৩২৮ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ফ্রান্সিকান জেনারেল চেযেনার মাইকেল-এর সঙ্গে অ্যাভিনিয়ন থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। পিসা-য় বাভারিয়ার রাজা চতুর্থ লুই-এর সঙ্গে যোগ দেন এবং তাঁর সঙ্গে মিউনিখে যান। এরপর থেকে তিনি ক্রমেই লুই এবং পোপের মধ্যেকার অ-যাজকীয় (সেকুলার) ও যাজকীয় ক্ষমতার দ্বন্দ্বে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন, যার ফলে তাঁকে ফ্রান্সিসকান সম্প্রদায় থেকে বহিষ্কার করা হয়। ১৩২৭ খৃষ্টাব্দে লুই মারা গেলে ওকাম পোপের সঙ্গে সমঝোতায় আসার চেষ্টা করলেও তাতে তিনি সফল হয়েছিলেন কি না, তা জানা যায় না।

ওকাম *Summa (totius) logicae* এবং *Quaestiones in octo libros physicorum*-সহ বেশ কিছু দার্শনিক, ধর্মতাত্ত্বিক এবং রাজনৈতিক গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করেন। সেই সঙ্গে তিনি ছিলেন একজন বহুপ্রজ অনুবাদক। ইউনভার্সাল বা সাধারণ ধারণাগুলোর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রয়েছে এই দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধিতা করেছিলেন ওকাম (ইউনিভার্সাল বলতে, অধিবিদ্যা বা মেটাফিজিকসে, নির্দিষ্ট কিছু জিনিসের সাধারণ বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলি রয়েছে সেটাকে বোঝায়। যেমন একটা ঘরে দুটো চেয়ার রয়েছে, দুটোই কালো রঙের। এই দুটি চেয়ারেরই 'চেয়ারত্ব' নামের গুণ রয়েছে, আর সেই সঙ্গে রয়েছে 'সবুজত্ব' বা 'সবুজ হওয়ার গুণ'। অন্য কথায় বলতে গেলে, দুটো চেয়ারেরই একটি 'ইউনিভার্সাল' রয়েছে। তিনটে প্রধান ধরনের গুণ বা বৈশিষ্ট্য রয়েছে: প্রকার বা শ্রেণী – যেমন স্তন্যপায়ী; ধর্ম বা স্বভাব – যেমন খাটো, শক্ত; আর সম্পর্ক, যেমন কারো বাবা, কারো পাশে। এগুলো সবই ইউনিভার্সাল। ওকাম বলতে চান, জিনিসের বাইরে আলাদাভাবে এগুলোর, মানে এসব ইউনিভার্সালের অস্তিত্ব নেই।)। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, কেবল স্বতন্ত্র জিনিসই অস্তিত্বশীল।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

প্রথম দিন

প্রথম দিন

প্রাইম

যেখানে দু'জনে মঠের পাদদেশে পৌঁছান এবং উইলিয়াম তাঁর অসাধারণ বিচার-বিশ্লেষণ ক্ষমতার স্বাক্ষর রাখেন।

নভেম্বরের শেষ দিকের এক সুন্দর সকাল। রাতে বরফ পড়েছিল, তবে সামান্যই; ভূপ্রকৃতি ঠান্ডা একটা চাদরে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল, যদিও তা তিন আঙুলের চেয়ে বেশি পুরু ছিল না। লঅড্‌সের ঠিক পরপরই অন্ধকারের ভেতরে উপত্যকার একটি গাঁয়ে মাস্‌-এর আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলাম আমরা। তারপর পর্বতের দিকে যাত্রা শুরু করেছিলাম, ততক্ষণে প্রথমবারের মতো সূর্য বেরিয়ে পড়েছে।

পর্বতগাত্র পাক-খাওয়া পথটা বেয়ে দুজনে যথেষ্ট মেহনত ক'রে উঠে আসার পর আমি মঠটাকে দেখতে পেলাম। অবাক হয়ে গেলাম আমি, তবে মঠটার চারধার ঘিরে-থাকা, গোটা খৃষ্টীয় জগতেই যেগুলো দেখা যায় সেগুলোর মতো দেওয়াল দেখে নয়, বরং পরে যেটাকে এডিফিকিয়ুম বা বিশাল অট্টালিকা বলে জানতে পেরেছিলাম সেটার কলেবর দেখে। ওটা একটা অষ্টকোণাকৃতি অট্টালিকা – দূর থেকে মনে হয় চতুষ্কোণী (যা কিনা একটা নিখুঁত আকার এবং 'ঈশ্বরের নগর'-এর বলিষ্ঠতা ও অভেদ্যতার পরিচায়ক) – যার দক্ষিণ ধারগুলো মঠের মালভূমির ওপর দাঁড়িয়ে আছে, ওদিকে উত্তরের ধারগুলো বেরিয়েছে পর্বতের খাড়া পাশটি থেকে, যেটা একেবারে খাড়া একটি ঢাল, আর সেদিকেই নেমে গেছে ধারগুলো। আবার এমনও বলতে পারি যে, নীচ থেকে কিছু কিছু স্থানে খাড়া দুরারোহ পাহাড় যেন স্বর্গপানে উঠে গেছে, পাথরের একই বর্ণ আর উপাদান রক্ষা ক'রে, যা কখনো কখনো পরিণত হয়েছে দুর্গ আর টাওয়ারে (যা এমন সব দৈত্যের কাজ যাদের মাটি আর আকাশের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় ছিল)। জানালার তিনটি সারি সেটার চড়াইয়ের এককের ভেতর তিন ছন্দ ঘোষণা করছে, যাতে ক'রে ভূমিতে যা চতুষ্কোণ তৈরি করেছে আকাশে তা আধ্যাত্মিকভাবে ত্রিভুজাকার। আরো কাছে গিয়ে আমরা উপলব্ধি করলাম যে চতুষ্কোণী আকৃতিটার প্রতিটি কোণে একটি ক'রে সপ্তকোণী টাওয়ার রয়েছে, বাইরে থেকে যার পাঁচটি পাশ দৃশ্যমান – তার মানে, বড়ো অষ্টকোণীর আটটি পাশে চারটি ছোটো ছোটো সপ্তভুজ তৈরি হয়েছে, বাইরে থেকে যেগুলোকে পঞ্চভুজ বলে বোধ হয়, আর তার ফলে যে-কারোরই এতগুলো পবিত্র সংখ্যার এক চমৎকার ঐক্য নজরে পড়বে, যে ঐক্য এক সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক তাৎপর্য প্রকাশ করে। আট, প্রতিটি চতুষ্কোণ ক্ষেত্রের জন্য নিখুঁত সংখ্যা; চার, সুসমাচারের (গসপেল) সংখ্যা; পাঁচ, পৃথিবীর পাঁচটি মণ্ডলের সংখ্যা; সাত, পবিত্র আত্মার উপহারের সংখ্যা। কলেবর ও আকারের দিক থেকে এডিফিকিয়ুমটি উরসিনো অথবা দেল মন্তে দুর্গের মতো, যে দুটো আমি পরে দেখব ইতালীয় উপদ্বীপের দক্ষিণে, কিন্তু সেটার

BanglaBook.org

অনধিগম্য অবস্থান সেটাকে অন্যগুলোর তুলনায় আরো বেশি ভয়ংকর এবং সেটার দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে থাকা কোনো ভ্রমণকারীর চোখে ভীতি উদ্রেককারী ক'রে তুলেছে। আর সৌভাগ্যক্রমে, সেটা যেহেতু খুবই পরিষ্কার এক শীতের সকাল ছিল, ঝড়ো দিনগুলোতে অট্টালিকাটিকে যেমন দেখায় আমার প্রথম দর্শনে ওটাকে আমি সেভাবে দেখতে পাইনি।

তবে সে যা-ই হোক, আমি বলব না যে ওটা দেখে আনন্দের কোনো অনুভূতি হয়েছিল আমার, বরং আমার মনে ভীতির উদ্রেক হলো, সেই সঙ্গে সূক্ষ্ম একটা অস্বস্তির। ঈশ্বর জানেন, এগুলো আমার মনের অপরিণত সত্তাপ্রসূত কোনো অপচ্ছায়া নয়, এবং দৈত্যকুল কাজ শুরু করার দিন থেকেই ও সন্ন্যাসীদের বিভ্রান্ত সংকল্প স্বর্গীয় শব্দরাজিকে সংরক্ষণের পবিত্র উদ্দেশ্যে ভবনটিকে উৎসর্গের পূর্বেই পাথরগুলোর ভেতরে যে-সমস্ত সংশয়াতীত অশুভ-সংকেত খোদিত হয়ে গিয়েছিল সেগুলোকে আমি সঠিকভাবেই অনুবাদ করতে পারছিলাম।

পর্বতের শেষ বাঁকা পথটায়, মূল পথটা যেখানে তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে দুটো শাখাপথ তৈরি করেছে, সেখানে যখন আমাদের ছোটো অশ্বতরগুলো বিস্তর ঘাম ঝরিয়ে উঠে এলো, তখন চারপাশটায় একটু নজর বোলাবার জন্য আমার গুরু কিছুক্ষণের জন্য থামলেন রাস্তার আশপাশে, খোদ রাস্তাটার দিকে এবং রাস্তার ওপরে, যেখানে খানিকটা জায়গা জুড়ে চিরসবুজ এক সারি পাইনগাছ তুষার ঢাকা একটা প্রাকৃতিক আচ্ছাদনের জন্ম দিয়েছে।

তিনি বললেন, 'বেশ সমৃদ্ধ একটা মঠ। মোহান্ত লোকটি গণ-উপলক্ষ্যগুলোতে বেশ ধুমধাম পছন্দ করেন।'

আমি যেহেতু তাঁর মুখ থেকে প্রায়ই চরম অস্বাভাবিক সব কথা শুনতে অভ্যস্ত, তাই তাঁকে আর কোনো প্রশ্ন করলাম না। অবশ্য তার আরেকটা কারণ হলো অল্প খানিকটা পথ যেতেই একটা শোরগোল আমাদের কানে এলো, আর তার পরের বাঁকটাতেই উত্তেজিত একদল সন্ন্যাসী আর ভৃত্য উদয় হলো। আমাদের দেখে তাঁদের একজন পরম আন্তরিকতার সঙ্গে এগিয়ে এলেন। 'মহাশয়, স্বাগত,' তিনি বলে উঠলেন। 'আর আমি যদি অনুমান করতে পারি আপনি কে, তাহলে অবাক হবেন না দয়া ক'রে, কারণ আপনার আগমনের কথা আমাদেরকে আগেই বলা হয়েছে। আমি বারাজিনে-র রেমিজিও, মঠের ভাণ্ডারী। আর আমার ধারণা মতো, আপনি যদি বাস্কারভিলের ব্রাদার উইলিয়াম হন তাহলে এখুনি মোহান্তকে সে-খবর পাঠাতে হচ্ছে। তুমি,' তিনি তাঁর দলের একজনকে হুকুম করলেন – 'ওপরে যাও, সবাইকে বলো, আমাদের অতিথি একটু পরেই মঠে আসছেন।' 'আপনাকে ধন্যবাদ জানাই, ভাই ভাণ্ডারী,' নম্রকণ্ঠে আমার গুরু বললেন, 'আর আপনার সৌজন্য আমি আরো বেশি মুগ্ধ এই জন্য যে, আপনি আপনার অনুসন্ধান মুলতবি রেখে আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে এসেছেন। তবে চিন্তা করবেন না। ঘোড়াটা এই পথ দিয়েই এসে ডানে চলে গেছে। বেশি দূর যেতে পারেনি অবশ্য, আবর্জনার স্তূপটার কাছে পৌঁছেই সেটাকে থেমে পড়তে হয়েছে। সে অতটা বোকা নয় যে ওই খাড়া ঢাল দিয়ে গড়িয়ে পড়বে...।'

eBanglaBook

ভাণ্ডারী জিগ্যেস করলেন, 'কখন দেখেছেন ওটাকে?'

কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে উইলিয়াম বললেন, 'আমরা তো ওটাকে দেখিনি, দেখেছি কি, আদ্‌সো? তবে আপনি যদি ব্রুনেলাসের খোঁজে বেরিয়ে থাকেন, তাহলে আমি যেখানে বললাম ওখানেই পাবেন আপনি ঘোড়াটা।'

খানিকটা ইতস্তত ভাব লক্ষ করা গেল ভাণ্ডারীর মধ্যে। তিনি উইলিয়ামের দিকে তাকালেন, তারপর পথটার দিকে, শেষে বলে উঠলেন, 'ব্রুনেলাস? কিন্তু আপনি জানলেন কী করে?' 'আহ্‌হা', উইলিয়াম বললেন, 'পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে আপনি মোহান্তের প্রিয় ঘোড়া ব্রুনেলাসের সন্ধান করছেন, লম্বায় পনেরো হাত[২৬], আপনাদের আস্তাবলের সবচে দ্রুতগামী, যদিও সমান ছন্দে চলে; মাথাটা ছোটো, কান দুটো খাড়া খাড়া, বড়ো বড়ো চোখ। আগেই বলেছি, ডান দিকে চলে গেছে ঘোড়াটা, তবে আপনার কিন্তু তাড়াতাড়ি করা উচিত।' আর মুহূর্তখানেক কেবল ইতস্তত করলেন ভাণ্ডারী, তারপর তাঁর লোকজনকে ইশারা ক'রে ডানের পথ ধরে ছুটলেন, এবং আমাদের অশ্বতরগুলো ফের নিজেদের পথ ধরল। আমি কৌতূহলী হয়ে ওঠায় তাকে কিছু প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তিনি ইশারায় আমাকে অপেক্ষা করতে বললেন; ঠিকই কয়েক মিনিট পর কিছু হর্ষধ্বনি শোনা গেল, আর পথের বাঁকে সন্ন্যাসী ও ভৃত্যদের দেখা গেল, দড়ি ধ'রে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ঘোড়াটিকে। আমাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সবাই আমাদের দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল, তারপর তারা আমাদের আগে আগে মঠের দিকে এগোল। আমার বিশ্বাস, যা ঘটে গেল তার বর্ণনা দেবার অবকাশ যাতে তারা পায় সেজন্য উইলিয়ামও তাঁর চলার গতি কমিয়ে দিয়েছিলেন। ততক্ষণে আমি বুঝে ফেলেছি, সব দিকে থেকেই সর্বোত্তম গুণাবলির আধার আমার প্রভু তাঁর তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ শক্তি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে আত্মগরিমা নামক রিপুটির শিকার হয়েছেন; আর, একজন সূক্ষ্ম কূটকৌশলী হিসেবে তাঁর সহজাত গুণাবলি উপলব্ধি করতে শিখেছি বলে আমি বুঝে গেলাম যে তাঁর ইচ্ছা তিনি তাঁর গন্তব্যে পা দেবার আগেই যেন একজন জ্ঞানী ব্যক্তি হিসেবে তাঁর সুখ্যাতি সেখানে পৌঁছে যায়।

আমি আর তিষ্ঠোতে না পেরে শেষমেশ ব'লে উঠলাম, 'এবার আমাকে বলতেই হবে কী ক'রে আপনি সব জানতে পারলেন?'

আমার গুরু বললেন, 'দেখো, সুশীল আদ্‌সো, যে-সমস্ত ইঙ্গিতের মাধ্যমে জগৎ একটা বিরাট বইয়ের মতো আমাদের সঙ্গে কথা বলে সেসব আমাদের যাত্রার পুরো সময়টা ধরেই তোমাকে শেখাচ্ছি আমি। অ্যালানাস ডি ইনসুলিস[২৭] বলেছেন :

omnis mundi creatura
quasi liber et pictura
nobis est in speculum[২৮]

BanglaBook.org

এবং এ কথা বলার সময় তিনি প্রতীকের সেই অন্তহীন বিন্যাসের কথা ভাবছিলেন যা দিয়ে ঈশ্বর তাঁর যাবতীয় সৃষ্টির মাধ্যমে শাশ্বত জীবন সম্পর্কে আমাদের সঙ্গে কথা বলেন। কিন্তু অ্যালানাস যতটা ভেবেছিলেন মহাবিশ্ব কিন্তু তার চেয়ে বেশি বাচাল, আর সেটা কেবল পরম জিনিসের ব্যাপারেই কথা বলে না (যা সে করে এক দুর্বোধ্য উপায়ে), আরো অন্তরঙ্গ বিষয়ের কথাও বলে, আর তখন তা বলে বেশ স্পষ্ট ক'রেই। তোমার যা জানা উচিত তা তোমার কাছে বলতে খানিকটা অস্বস্তিই হচ্ছে আমার। চৌরাস্তার ওখানে, তখনো টাটকা তুষারের ওপর আমাদের একটা ঘোড়ার খুরের ছাপ খুব স্পষ্টভাবেই বোঝা যাচ্ছিল; আমাদের বাঁয়ের পথটার দিকে গিয়েছিল ছাপগুলো। সমান দূরত্বে থাকা ওই ছাপগুলো দেখে বোঝা যাচ্ছিল খুরগুলো ছোটো ছোটো, গোল গোল, আর ঘোড়ার চলন ছিল বেশ ছন্দোবদ্ধ; কাজেই এসব থেকে ঘোড়াটার বৈশিষ্ট্য অনুমান করে নিলাম আমি, সেই সঙ্গে এই কথাটিও অনুমান করলাম যে সেটা উদ্ভ্রান্ত কোনো প্রাণীর মতো দৌড়াচ্ছিল না পাইনগুলো যেখানে একটা প্রাকৃতিক আচ্ছাদনের সৃষ্টি করেছে সেখানে, পাঁচ ফুট উঁচুতে, সদ্য-ভাঙা কয়েকটা ছোটো ছোটো ডাল ছিল। তার ডান দিকের পথটায় যাওয়ার জন্য সগর্বে লেজ নাচিয়ে জন্তুটাকে যেখানে বাঁক নিতে হয়েছিল সেখানে ব্ল্যাকবেরির একটা ঝোপের কাঁটার গায়ে তখনো কিছু লম্বা লম্বা, কালো, ঘোড়ার রোম লেগেছিল।...সবশেষে তুমি নিশ্চয়ই বলবে না যে ওই পথটা যে আবর্জনার স্তূপের দিকে চলে গিয়েছে তা তুমি জানো না, কারণ আমরা যখন আরো নীচের বাঁকটা ধ'রে এগোচ্ছিলাম তখন বিশাল দক্ষিণ টাওয়ারটার নীচের একেবারে খাড়া পাহাড়টার নীচে আমরা ময়লার একটা ঢিবি দেখতে পেয়েছিলাম।'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, কিন্তু ছোটো মাথা, খাড়া খাড়া কান আর বড়ো চোখ...?'

তিনি জবাব দিলেন, 'ব্রুনেলাসের[২৯] এসব বৈশিষ্ট্য আছে কি না, সে ব্যাপারে অবশ্য খুব একটা নিশ্চিত নই আমি, তবে কোনো সন্দেহ নেই সন্ন্যাসীরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, আছে। সেভিলের ইসিডর[৩০] বলেছিলেন না যে সুন্দর হতে হলে ঘোড়ার থাকতে হবে "ছোটো মাথা, siccum prope pelle ossibus adhaerente[৩১], হ্রস্ব আর সুচালো কান, বড়ো বড়ো চোখ, আগুন-ছোটানো নাসারন্ধ্র, ঋজু গ্রীবা, ঘন কেশর আর লেজ এবং বর্তুল ও ভারী খুর?" যে ঘোড়াটি ওদিক দিয়ে গিয়েছিল বলে আমি অনুমান করেছিলাম সেটা সত্যি সত্যিই আস্তাবলের সেরা ঘোড়া না হলে আস্তাবলের চাকর-বাকরেরাই ওটার খোঁজে বের হতো, কিন্তু এক্ষেত্রে ভাণ্ডারী স্বয়ং অনুসন্ধানে নেমেছিল। আর, ঘোড়াটার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য যা-ই হোক না কেন, যে-সন্ন্যাসী সেটাকে দুর্দান্ত ব'লে মনে করে সেটাকে সে ঠিক সে-রকম ব'লেই মনে করে যেমনটি অক্টরিটেইটরা[৩২] বর্ণনা ক'রে গেছেন, বিশেষ ক'রে,' এইখানে এসে ধূর্ত একটা হাসি হাসলেন উইলিয়াম আমার দিকে তাকিয়ে, 'বর্ণনাকারী যদি একজন বেনেডিক্টীয় পণ্ডিত হন।'

'ঠিক আছে,' বললাম আমি, 'কিন্তু ব্রুনেলাস কেন?'

'পবিত্র আত্মা তোমার বুদ্ধি শানিত করুন, বৎস!' আমার গুরু হাহাকার ক'রে উঠলেন। 'এ ছাড়া আর কোন নাম হতে পারত ঘোড়াটার? এমনকি মহান বুরিদান, যিনি প্যারিসের রেক্টর এই হলেন বলে, তিনিও যুক্তিশাস্ত্রীয় উদাহরণ দেবার সময় কোনো ঘোড়ার কথা বলতে চাইলে সেটাকে

BanglaBook.org

সব সময় ব্রুনেলাস বলে উল্লেখ করেন।'

তো, এই হলো আমার প্রভুর রীতি। তিনি যে কেবল প্রকৃতির বিশাল গ্রন্থই পড়তে পারেন তা নয়, সেই সঙ্গে এ-ও জানেন সন্ন্যাসীরা কিভাবে বাইবেলের নানান খণ্ড পাঠ করে, কিভাবে সেগুলো নিয়ে আদ্যোপান্ত চিন্তা করে। এটা এমন এক গুণ, যা আমরা দেখব, সামনের দিনগুলোতে খুবই কাজে লাগবে তাঁর। তা ছাড়া তাঁর বক্তব্য আমার কাছে সে-সময়ে এতই স্বচ্ছ ব'লে মনে হয়েছিল যে নিজেই সেটা আবিষ্কার করতে না পারার গ্লানি আমি স্রেফ এই গরিমা দিয়ে কাটিয়ে উঠেছিলাম যে আমি ঘটনাটির প্রত্যক্ষদর্শী ছিলাম। আর আমি নিজেই নিজের পিঠ চাপড়ে দিচ্ছিলাম প্রায় আমার অন্তর্দৃষ্টির জন্য। সত্যের এমনই ক্ষমতা যে শুভ-র মতো সেটা নিজেই নিজের প্রচারক। আমাকে যে চমৎকার এক রহস্যোদ্ঘাটনের ঘটনা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ দান করা হয়েছিল সেজন্য প্রভু যীশুখৃষ্টের নাম প্রশংসিত হোক।

কিন্তু হে আমার আখ্যায়িকা, তুমি পুনর্বার তোমার কাজে রত হও। কারণ, এই বার্ধক্যপীড়িত সন্ন্যাসী অপ্রধান বিষয়ে বড্ড বেশি কালক্ষেপ করছে। বরং বলো, কী ক'রে মঠটির বিশাল ফটকে উপস্থিত হলাম আমরা এবং জলভরা স্বর্ণনির্মিত একটি পাত্র ধ'রে থাকা দুই শিক্ষানবিশকে পাশে নিয়ে কিভাবে মোহান্ত প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে ছিলেন। অশ্বতর থেকে আমরা অবতরণ করতে প্রথমে তিনি উইলিয়ামের হাত দুটো ধৌত ক'রে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন, তারপর তাঁর মুখচুম্বন ক'রে তাঁকে এক পূত-পবিত্র অভ্যর্থনা জানালেন।

উইলিয়াম বললেন, 'ধন্যবাদ, অ্যাবো যে মঠের খ্যাতি এই পর্বতশ্রেণীর ওপারে ছড়িয়ে পড়েছে, মান্যবরের সেই মঠে আসতে পেরে আমরা খুবই আনন্দিত। আমাদের প্রভুর প্রতিনিধি হয়ে তীর্থযাত্রী হিসেবে এখানে এসেছি আমি। আর সেভাবেই আপনি আমাকে সম্মান দেখিয়েছেন। তবে আমি এখন আপনাকে যে-পত্রটি দিচ্ছি সেটা আপনাকে এ-ও জানাবে যে এই মর্ত্যভূমিতে আমাদের প্রভুর প্রতিনিধি হিসেবেও আমি এসেছি এখানে, আর এই সাদর অভ্যর্থনার জন্য তাঁর হয়েই আপনাকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

মোহান্ত রাজকীয় সীলমোহর দেয়া পত্রটি গ্রহণ করলেন। তারপর জানালেন যে তাঁর ব্রাদারদের মাধ্যমে আগেই উইলিয়ামের আগমন-সংবাদ পৌঁছেছে তাঁর কাছে (খানিকটা গর্বভরে আমি ভাবলাম কোনো বেনেডিক্টীয় সন্ন্যাসীকে অসতর্ক বা অপ্রস্তুত অবস্থায় আবিষ্কার করা সত্যিই কঠিন)। এরপর তিনি ভাণ্ডারীকে আদেশ করলেন আমাদেরকে আমাদের থাকবার জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য, আর ওদিকে সহিসেরা অশ্বতরগুলোকে সরিয়ে নিয়ে গেল। আমাদের জলযোগের পর মোহান্ত আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন ব'লে জানালেন, এবং পর্বতশিখরে একটি মসৃণ পাত্র বা আল্প-এর মতো উপুড় হয়ে থাকা সমতল ভূমিটির চারধারে ছড়ানো মঠভবনগুলো যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই বিশাল আঙিনায় প্রবেশ করলাম আমরা।

মঠের বিন্যাসটা সম্পর্কে আলাপের অবকাশ বেশ কয়েকবারই হবে আমার, এবং আরো বিশদভাবে। (বহিঃপ্রাচীরের গায়ে যেটা একমাত্র উন্মুক্ত স্থান) সেই ফটকের পর মঠের গীর্জার দিকে

BanglaBook.org

একটি বীথিকা চলে গেছে। বীথিকার বাম দিকে বড়ো একটা এলাকা জুড়ে রয়েছে সবজিবাগান, আর, পরে জেনেছি, উদ্ভিদউদ্যান – বাঁকা বহিঃপ্রাচীর ঘেঁষে তৈরি করা বালনিয়ারি[৩৩], হাসপাতাল আর উদ্ভিদাগার-এর দুটো ভবনকে ঘিরে। পেছনে, গীর্জার বাম দিকে, উঠে গেছে এডিফিকিয়ুমটি, গীর্জার সঙ্গে সেটার ব্যবধান রচিত হয়েছে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা কিছু সমাধিপূর্ণ একটি আঙিনা দিয়ে। গীর্জার উত্তর দরজাটি এডিফিকিয়ুমের দক্ষিণ টাওয়ারটির দিকে মুখ ক'রে আছে, সামনের দিক থেকে যদিও এডিফিকিয়ুমের পশ্চিম টাওয়ারটিই কোনো অতিথির সবার আগে নজরে পড়বে। অতঃপর, বাম দিকে ভবনটি যুক্ত হয়েছে বহিঃপ্রাচীরের সঙ্গে এবং টাওয়ারের ওপর থেকে মনে হয় যেন হঠাৎ ক'রে অতল এক গহ্বরের দিকে নেমে গেছে। তির্যকভাবে তাকালে দেখা যায় সেই গহ্বরের ওপর দিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে উত্তরের টাওয়ারটি। গীর্জার ডানে, যে দিকটায় বাতাসের ঝাপটা কম লাগে, আশ্রয় নিয়েছে কয়েকটি ভবন, আর ক্লয়স্টারের আশপাশে রয়েছে আরো কয়েকটি : ডরমিটারি, নিঃসন্দেহে সেটা মোহান্তের বাসস্থান, আর তীর্থযাত্রীদের ধর্মশালা, যেটার দিকে আমরা এগোচ্ছিলাম। সুন্দর একটি পুষ্পোদ্যান পেরিয়ে সেখানে পৌঁছুলাম আমরা। ডান দিকে একটা লনের ওধারে দক্ষিণের বহিঃপ্রাচীর ধরে শুরু হয়ে গীর্জার পেছনে পুব দিক বরাবর চলে গেছে কৃষকদের থাকবার জায়গা, আস্তাবল, মিল, তেলকল, গোলাঘর, ভাঁড়ার ঘর, আর একটা ঘর যেটাকে আমার শিক্ষানবিশদের ঘর বলেই মনে হলো। যৎসামান্য ঢেউ খেলানো সমতল ভূখণ্ডটি সেই পবিত্র স্থানের প্রাচীন নির্মাতাদেরকে গীর্জার পশ্চিম-পুবমুখী স্থাপনার রীতিটি[৩৪] মান্য করতে সাহায্য করেছে সন্দেহ নেই, হনরিয়াস অগাস্টোডানিয়েন্সিস[৩৫] বা গিয়ম ডুরান্ট যতটা দাবি করতে পারতেন তার চাইতেও ভালোভাবে। দিনের সেই সময়টাতে সূর্যের অবস্থান দেখে আমি খেয়াল করলাম, গীর্জার প্রধান দরজাটি একেবারে পশ্চিম দিক বরাবর খোলে, কাজেই কয়ার[৩৬] ও বেদী রয়েছে পুবমুখো হয়ে: এবং, শুভ সকালের সূর্যটি উদয়কালে ডরমিটরির সন্ন্যাসী ও আস্তাবলের পশুগুলোকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দেয়। এত চমৎকার স্থাপনাসমৃদ্ধ মঠ আগে দেখিনি কখনো। যদিও পরে সেন্ট গল, ক্লুনি, ফঁতেঁ-তেও অন্যান্য বেশ কিছু মঠ দেখেছি; সেগুলো হয়ত আরো বড়ো কিন্তু তত সুসামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এই মঠটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এডিফিকিয়ুমটির ব্যতিক্রমী আকারের জন্য। একজন নিপুণ নির্মাতার মতো অভিজ্ঞতা আমার ছিল না। কিন্তু আমি তৎক্ষণাৎ উপলব্ধি করলাম এটি চারপাশের অন্যান্য ভবনের চাইতে অনেক পুরোনো। সম্ভবত ওটা ভিন্ন কোনো উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছিল এবং পরে কোনো এক সময়ে মঠের অঙ্গনটি বিন্যস্ত করা হয়েছিল, তবে তা এমনভাবে, যাতে ক'রে প্রকাণ্ড ভবনটির স্থাপনারীতি গীর্জাটির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হয় এবং গীর্জারটি এডিফিকিয়ুমটির সঙ্গে, কারণ অন্য সব শিল্পের মধ্যে একমাত্র স্থাপত্যবিদ্যাই তার ছন্দের ভেতর মহাবিশ্বের বিন্যাসটি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে, সেই মহাবিশ্ব প্রাচীন লোকেরা যাকে বলতেন 'কসমস' (kosmos), যার অর্থ অলংকারবহুল, কারণ এটা একটা বিশাল জন্তুর মতো যার ওপর সেই কসমসের অন্যান্য সদস্যের উৎকর্ষ ও সুসামঞ্জস্যতা আলোক বিকীর্ণ করে; আর প্রশংসিত হোক আমাদের স্রষ্টা যিনি সমস্ত জিনিসের সংখ্যা, ওজন ও পরিমাপ অনুযায়ী সেগুলোর বিধান দিয়েছেন।

BanglaBook.org

২৬. **হাত** : ঘোড়ার উচ্চতা মাপক একক; চার ইঞ্চি বা দশ দশমিক দুই সেন্টিমিটার সমান এক হাত।

২৭. **Alanus de Insulis** ফ্রান্সের শিল্প শহর লীল-এ আনুমানিক ১১২৮ খৃষ্টাব্দে জন্ম এই সন্ন্যাসী, কবি, পাদ্রী, ধর্মবেত্তা এবং উদারনৈতিক দার্শনিকের; তাই ''লীল-এর অ্যালেন''ও বলা হয় তাঁকে। মৃত্যু ১২০৩। তাঁর দর্শন মূলত নানান ধর্মবিশ্বাসের সংমিশ্রণ – সিনক্রেটিজম – যার মূল উপাদান প্লেটো, অ্যারিস্টটল এবং পিথাগোরাসের দর্শন। শিক্ষক এবং পণ্ডিত হিসেবে তাঁর বিপুল খ্যাতির কারণে তাঁকে 'মহান অ্যালেন' নামেও ডাকা হতো।

২৮. **টেক্সট : Omnis mundi creatura**

Omnis mundi creatura
quasi liber et pictura
nobis est, et speculum.
Nostrae vitae, nostrae mortis,
nostri status, nostrae sortis
fidele signaculum.

Nostrum statum pingit rosa,
nostri status decens glosa,
nostrae vitae lectio.
Quae dum primo mane floret,
defloratus flos effloret
vespertino senio.

Ergo spirans flos exspirat
in pallorem dum delirat,
oriendo moriens.
Simul vetus et novella,
simul senex et puella
rosa marcet oriens.

Sic aetatis ver humanae
iuventutis primo mane
reflorescit paululum.
Mane tamen hoe excludit
vitae vesper, dum concludit
vitale crepusculum.

Cuius decor dum perorat

BanglaBook.org

eius decus mox deflorat
aetas in qua defluit.
Fit flos fenum, gemma lutum,
homo cinis, dum tributum
homo morti tribuit.

Cuius vit cuius esse,
poena, labor et necesse
vitam morte claudere.
Sic mors vitam, risum luctus,
umbra diem, portum fluctus,
mane claudit vespere.

In nos primum dat insultum
poena mortis gerens vultum,
labor mortis histrio.
Nos proponit in laborem,
nos assumit in dolorem;
mortis est conclusio.

Ergo clausum sub hae lege,
statum tuum, homo, lege,
tuum esse respice.
Quid fuisti nasciturus;
quid sis praesens, quid futurus,
diligenter inspice.

Luge poenam, culpam plange,
motus fraena, factum frange,
pone supercilia.
Mentis rector et auriga
mentem rege, fluxus riga,
ne fluant in devia.

অনুবাদ : প্রতিটি সৃষ্টি, প্রতিটি প্রাণ, যা প্রকৃতিরই অবিকল প্রতিফলন, আসলে একটি ছবি, গ্রন্থ বা চিহ্ন, যেখানে আমাদের বর্তমান আর ভবিষ্যৎ দশা চিত্রিত হয়েছে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে। আমরা যা, তা দেখতে পাই গোলাপের মাঝে, যা এক চমৎকার টীকা-গ্রন্থ, তা বলে দেয় কী ক'রে আমাদের মরণশীল পৃষ্ঠাগুলো পাঠ করতে হবে। ভোরের আলোয় তা পূর্ণ গৌরবে ফোটে তারপর ম্রিয়মাণ হয়ে আসে প্রতি ঘণ্টায়, এগিয়ে যায় জরাজীর্ণ বৃদ্ধ বয়সের দিকে।

BanglaBook.org

কাজেই প্রতিটি নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে, সুগন্ধী পাপড়ি কেবল বিকাশ আর দীপ্তির বাসনা সত্ত্বেও, হয়ে আসে মলিন; ভেতরে বলিরেখা ভারাক্রান্ত হয়ে, কুমারীর ভেতর কুৎসিত বৃদ্ধার মতন, বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই ঘটে ক্ষয় গোলাপের। তাই, মানবজীবনের সুন্দর প্রভাতে, যখন আমাদের বাসন্তী দিনের শুরু, হয়ত আমরা ফুটি অমিত সাহসে, কিন্তু সেই সকালে ধীরে ধীর আঁধার ঘনায়, জীবনের সন্ধ্যাসম, তারপর গোধূলির সর্বব্যাপী আবছায়ায় পুরোপুরি মিলিয়ে যায়। পৃথিবীর শোভা, লাবণ্য আর গৌরবের একই বিষণ্ন কাহিনী   ক্ষণস্থায়ী তারা সকলি। মৃত্যু তার নিষ্ঠুর মাশুল আদায় ক'রে নেয় – ভস্ম বা ধূলি হয়ে যায় ললনা বা রত্ন, ঘাসের মতন খড় হয়ে যায় গোলাপও। (নর্থ ক্যারোলিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক, কবি হ্যারল্ড ম্যাকর্ডি-র ইংরেজি অনুবাদ থেকে বাংলা গদ্য ভাষান্তর।)

২৯. **টেক্সট** : Brunellus

অনুবাদ : বাদামী

৩০. **সেভিলের সন্ত ইসিডর** : Saint Isidore of Seville, আনুমানিক ৫৬০-৬৩৬: স্পেনদেশীয় পণ্ডিত এবং পাদ্রী। জন্ম সেভিল। মূলত তাঁর লেখার জন্যই তিনি খ্যাতি লাভ করেন; ধর্মীয়, ঐতিহাসিক এবং বৈজ্ঞানিক বিষয়ের লেখক হিসেবে তিনি ছিলেন বিস্ময়কর রকমের পরিশ্রমী। তাঁর সর্বশেষ এবং সবচাইতে সুদূরপ্রসারী কাজ হচ্ছে *Etymologiae* বা *Origins*, যা কিনা তাঁর সময়ের জ্ঞানের একটি বিশ্বকোষ এবং গোটা মধ্যযুগ ধরেই বিপুলভাবে ব্যবহৃত। দান্তে *প্যারাডিসো*-তে (১০, ১৩০) তাঁকে শ্রদ্ধেয় বিডি এবং স্কটিশ সেইন্ট-ভিক্টরের রিচার্ড-এর সান্নিধ্যে দেখিয়েছেন।

৩১. **টেক্সট** : Siccum prope pelle ossibus adhaerente

অনুবাদ : দৃঢ়, আর চামড়ার গায়ে হাড়গুলোর বহিররেখা পরিষ্কার ফুটে আছে

৩২. **টেক্সট** : auctoritate

অনুবাদ : কর্তৃপক্ষ

৩৩. **টেক্সট** : balneary

অনুবাদ : স্নানাগার

৩৪. এই রীতি অনুযায়ী গীর্জার লম্বালম্বি অক্ষটি পশ্চিম থেকে পুব বরাবর বিস্তৃত হয় এবং প্রধান বেদীটি গীর্জার পুব প্রান্তে থাকে।

৩৫. **হনরিয়াস অগাস্টোডানিয়েনসিস্** Honorius Augustodunniensis (আনু. ১০৮৫-আনু. ১১৫৬) বেনেডিক্টীয় দার্শনিক এবং ধর্মতাত্ত্বিক।

৩৬. **কয়ার** : (choir) গীর্জায় প্রার্থনা অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত সংগঠিত গায়কদলের জন্য নির্দিষ্ট স্থান; গায়কদলকেও একই নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

BanglaBook.org

প্রথম দিন

টার্স

যেখানে মোহান্তের সঙ্গে উইলিয়ামের নির্দেশনামূলক কথাবার্তা বিনিময় হয়।

ভাণ্ডারী লোকটি গাট্টাগোট্টা, অভব্যদর্শন, তবে হাসিখুশি, মাথায় পাকা চুল তবে শরীর শক্তপোক্ত, ছোটোখাটো তবে চলনবলনে ক্ষিপ্র। তীর্থযাত্রীদের ধর্মশালায় তিনি আমাদেরকে পথ দেখিয়ে কুঠুরিতে নিয়ে এলেন। কিংবা বলা যায়, আমাদের তিনি আমার প্রভুর জন্য নির্ধারিত কুঠুরিতে নিয়ে এলেন, আমাকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে পরের দিন আমার জন্যও একটি ঘর সাফসুতরো ক'রে রাখবেন, কারণ শিক্ষানবিশ হলেও আমি তাঁদেরই অতিথি, কাজেই তার পূর্ণ মর্যাদা আমাকে দেয়া হবে। সে-রাতের জন্য আমি কুঠুরির দেওয়ালের দীর্ঘ আর প্রশস্ত কুলুঙ্গিতে শুতে পারব, সেখানে তিনি এরই মধ্যে চমৎকার কিছু টাটকা খড় বিছিয়ে দিয়েছেন।

এরপর সন্ন্যাসীরা আমাদের জন্য মদ্য, পনির, জলপাই, রুটি আর চমৎকার কিশমিশ রেখে গেলেন সেসব দিয়ে জলযোগ করার জন্য। দুজনে পরিতৃপ্তির সঙ্গে সেগুলোর সদ্ব্যবহার করলাম। আমার গুরু বেনেডিক্টীয়দের একান্ত অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন না, আর তা ছাড়া, নীরবে পানাহার করতেও অনীহা ছিল তাঁর। সে কারণে তিনি সব সময় এমনসব চমৎকার আর জ্ঞানগর্ভ বিষয়ে আলোচনা করতেন যে মনে হতো কোনো সন্ন্যাসী আমাদের কাছে সন্তদের জীবনকাহিনী পড়ে শোনাচ্ছেন।

সেদিন সেই ঘোড়ার ব্যাপারে তাঁকে আরো কিছু প্রশ্ন না করে পারলাম না।

বললাম, 'তার পরও, যখন আপনি তুষারের ওপরের ছাপ বা গাছের ডালের প্রমাণ পড়েছিলেন তখনো কিন্তু আপনি ব্রুনেলাসের কথা জানতেন না। এক অর্থে ওই ছাপগুলো সব ঘোড়ার কথাই বলছিল বা অন্তত ওই শ্রেণীর সব ঘোড়ার কথা। তাহলে কি আমাদের বলতেই হচ্ছে না যে প্রকৃতি নামক বইটি আমাদের কাছে শুধু সারাৎসারের কথা বলে, যা অনেক বিশিষ্ট ধর্মতাত্ত্বিকই শিখিয়ে গেছেন?'

আমার প্রভু জবাব দিলেন, 'কথাটা পুরোপুরি ঠিক নয়, বৎস আদসো। এ কথা সত্য যে ওই ছাপগুলো আমার কাছে, তুমি যেমন বলছ, "ঘোড়া"র আইডিয়ার কথা প্রকাশ করেছে, the verbum mentis[৩৭], আর ছাপগুলো যেখানেই পেতাম সেখানেই সেগুলো একই কথা প্রকাশ করত। কিন্তু ওখানকার আর ঠিক ওই সময়ে পাওয়া ছাপ আমাকে বলে দিয়েছিল যে সম্ভাব্য সব ঘোড়ার মধ্যে অন্তত একটি ওই পথ দিয়ে গেছে। কাজেই আমি "ঘোড়া" নামক ধারণাটির প্রত্যক্ষণ আর একটি স্বতন্ত্র ঘোড়া-সম্পর্কিত জ্ঞানের মাঝপথে নিজেকে আবিষ্কার করেছিলাম। তবে সে যা-ই হোক,

BanglaBook.org

ঘোড়া সম্পর্কে আমি যা-কিছু জানতাম তা ওই অনন্য চিহ্নগুলোরই মাধ্যমে। বলা যেতে পারে, আমি আটকে গিয়েছিলাম চিহ্নগুলোর অনন্যতা আর আমার অজ্ঞতার মাঝপথে, যা একটি সর্বজনীন ভাব বা ধারণার রীতিমতো একটি স্বচ্ছ আকার ধারণ করেছিল। দূর থেকে কিছু দেখে যদি সেটাকে চিনতে না পারো তাহলে সেটাকে খানিকটা আয়তনবিশিষ্ট একটা বস্তু হিসেবে শনাক্ত ক'রেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে তোমাকে। আরো খানিকটা কাছে এলে তখন সেটাকে একটা জন্তু হিসেবে চিনতে পারবে তুমি, যদিও তখনো তুমি জানো না ওটা ঘোড়া না গাধা। আর সবশেষে, যখন ওটা আরো কাছে, তখন তুমি বলতে পারবে ওটা একটা ঘোড়া, যদিও সেটা Brunellus না Niger[৩৮] তা বলতে পারবে না। আর যখন তুমি সঠিক দূরত্বে রয়েছ কেবল তখনই দেখবে যে সেটা ব্রুনেলাস (বা বলা যায়, ঠিক ওই ঘোড়াটিই, অন্য কোনোটি নয়, তা সেটাকে তুমি যে নাম ধ'রেই ডাকো না কেন)। আর সেটাই হবে পরিপূর্ণ জ্ঞান। অনন্যকে জানা। কাজেই, এক ঘন্টা আগে আমি সব ঘোড়াকেই আশা করতে পারতাম, তবে সেটা আমার জ্ঞানগম্যির বিশালতার কারণে নয়, বরং আমার অনুমানক্ষমতার দারিদ্র্যের জন্য। আমার বুদ্ধিমত্তার ক্ষুধা তখনই নিবৃত্ত হলো যখন সেই বিশেষ ঘোড়াটাকে গলার দড়ি ধরে টেনে নিয়ে যেতে দেখলাম আমি সন্ন্যাসীদের। কেবল তখনই আমি নির্ভুলভাবে জানতে পারলাম যে আমার খানিক আগের যুক্তি আমাকে সত্যের কাছাকাছি নিয়ে গিয়েছিল। তখনো-না-দেখা ঘোড়াটির কল্পনা করার জন্য আমি যেসব আইডিয়া ব্যবহার করেছিলাম সেগুলো ছিল খাঁটি চিহ্ন, ঠিক যেমন তুষারের ওপর খুরের ছাপগুলো ছিল "ঘোড়া"র আইডিয়ার চিহ্ন; চিহ্ন আর চিহ্নের চিহ্নগুলো তখনই ব্যবহৃত হয় যখন আমাদের কাছে বস্তু বা জিনিস থাকে না।'

এর আগেও বেশ কয়েকবার সর্বজনীন ভাব (universal ideas) সম্পর্কে যথেষ্ট সংশয় আর স্বতন্ত্র বস্তু (individual things) সম্পর্কে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে কথা বলতে শুনেছিলাম তাঁকে, এবং পরে আমি ভেবেছিলাম এই প্রবণতা তিনি পেয়েছিলেন একই সঙ্গে ব্রিটেনের অধিবাসী আর ফ্রান্সিসকান হওয়ার কারণে। কিন্তু সেদিন আর ধর্মতাত্ত্বিক বিতর্কের মুখোমুখি হওয়ার শক্তি ছিল না তাঁর, কাজেই যে-জায়গা আমাকে বরাদ্দ করা হয়েছিল সেখানেই আমি গুটিশুটি মেরে শুয়ে পড়লাম, তারপর গভীর ঘুমে ঢলে পড়লাম।

যে-কারো পক্ষেই আমাকে দেখে একটা পোঁটলা বলে ভাবাটা অসম্ভব ছিল না। তৃতীয় প্রহরে উইলিয়ামের সঙ্গে দেখা করতে এসে মোহান্তও নিশ্চয়ই তাই ভেবেছিলেন। ফলে সবার অলক্ষ্যে তাঁদের প্রথম কথোপকথনটা শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার।

BanglaBook.org

***

তো, মোহান্ত এসে পৌঁছুলেন। অযাচিত প্রবেশের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে আবারও আমার গুরুকে স্বাগত জানালেন, বললেন, উইলিয়ামের সঙ্গে তাঁকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে একান্তে কথা বলতে হবে।

ঘোড়ার ব্যাপারে তাঁর অতিথি যে দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন সেজন্য তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বাক্যালাপ শুরু করলেন, জিগ্যেস করলেন যে, যে-জন্তুকে উইলিয়াম কখনো দেখেননি সেটার সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এত কথা বলা তাঁর পক্ষে কী ক'রে সম্ভব হলো। যে পন্থাটি তিনি অবলম্বন করেছিলেন সেটা উইলিয়াম অল্প কথায়, নৈর্ব্যক্তিকভাবে ব্যাখ্যা করলেন। তাই শুনে মোহান্ত উইলিয়ামের তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ শক্তির ভূয়সী প্রশংসা করলেন। অসাধারণ প্রজ্ঞাবান ব'লে যাঁর খ্যাতি আগেই এসে পৌঁছেছে তাঁর কাছ থেকে এর চাইতে কম কিছু তিনি প্রত্যাশা করতেন না তিনি বললেন, ফার্ফার মোহান্তের কাছ থেকে একটি চিঠি পেয়েছিলেন তিনি, তাতে সম্রাটের পক্ষ থেকে উইলিয়ামের মিশন-এর (যা তাঁরা আগামী দিনগুলোতে আলোচনা করবেন) ব্যাপার ছাড়াও এ কথা উল্লিখিত রয়েছে যে ইংল্যান্ড ও ইতালিতে আমার গুরু কিছু কিছু বিচারে ইনকুইযিটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন, আর তাতে তিনি তাঁর স্বচ্ছ দৃষ্টি ও অসাধারণ নম্রতার স্বাক্ষর রেখে নিজের বিশিষ্টতার প্রমাণ দিয়েছেন।

মোহান্ত বলে চললেন, 'আমি জেনে প্রীত হয়েছি যে বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে আপনি অভিযুক্তকে নির্দোষ ব'লে ঘোষণা করেছেন। আমি মানবীয় কর্মকাণ্ডে ইবলিসের নিত্য উপস্থিতিতে বিশ্বাসী, বিশেষ ক'রে বর্তমান কালের এসব দুঃখের দিনগুলোতে তো আরো বেশি,' – এই বলে তিনি আবছাভাবে চারপাশে তাকালেন, যেন শত্রুরা চার দেওয়ালের ভেতর ওঁৎ পেতে রয়েছে – 'কিন্তু সেই সঙ্গে আমি এ-ও বিশ্বাস করি যে মাঝেমধ্যে ইবলিস দ্বিতীয় কারণগুলোর মাধ্যমে কাজ করে। তা ছাড়া আমি জানি সে তার শিকারকে এমনভাবে মন্দ কাজ করতে বাধ্য করতে পারে যাতে দোষটা ন্যায়পরায়ণ লোকের ওপর এসে পড়ে, আর, ইবলিসের শাগরেদ-এর[৩৯] বদলে যখন সে-লোকটা আগুনে পুড়তে থাকে তখন ইবলিস আনন্দে মেতে ওঠে। ইনকুইযিটররা তাদের অতি উৎসাহ প্রকাশ করতে গিয়ে যে-কোনো উপায়ে অভিযুক্তের কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় ক'রে নেয়, এই ভেবে যে, কাউকে বলির পাঁঠা হিসেবে খাড়া করার মধ্যে দিয়ে যে-ইনকুইযিটর বিচারের পরিসমাপ্তি টানতে পারেন একমাত্র তিনিই হচ্ছেন যথার্থ ইনকুইযিটর।'

উইলিয়াম বললেন, 'ইবলিস কিন্তু ইনকুইযিটরকেও প্ররোচিত করতে পারে।'

পরম সতর্কতার সঙ্গে মোহান্ত স্বীকার করলেন, 'সেটা অবশ্য সম্ভব। কারণ সর্বশক্তিমানের লীলা বোঝা ভার, তবে এসব যোগ্য মানুষকে সন্দেহ করা থেকে আমি যেন শত হস্ত দূরে থাকি। সত্যি বলতে কি, তাঁদেরই একজন হিসেবে আপনাকে আজ প্রয়োজন আমার। এই মঠে এমন একটি ঘটনা ঘটেছে, যা আপনার মতো একজন প্রখর অনুভূতিসম্পন্ন আর বিচক্ষণ লোকের মনোযোগ ও পরামর্শ দাবি করে – যে-লোক রহস্য উন্মোচনে প্রখর অনুভূতিসম্পন্ন, আর তা গোপন রাখার ব্যাপারে বিচক্ষণ। মেষপালক যদি ভুল ক'রে থাকে, তাহলে তাকে অন্যান্য মেষপালকের কাছ থেকে সরিয়ে রাখা ছাড়া উপায় নেই, তবে আমাদের দুর্ভাগ্য তখনই যখন মেষরাই তাদের পালকদের অবিশ্বাস করে।'

উইলিয়াম বললেন, 'আমি বুঝতে পারছি আপনার কথা।' আগেও লক্ষ করেছি যখনই তিনি এত তাড়াতাড়ি আর এত নম্রতার সঙ্গে কোনো কথা বলতেন তখন আসলে তিনি আন্তরিকভাবেই

Banglabook.org

তাঁর দ্বিমত বা বিস্ময় গোপন করতেন। মোহান্ত বলে চলেছেন, 'এ কারণেই আমি মনে করি, মেষপালকের কোনো ভুলসংক্রান্ত বিষয় আপনার মতো লোককেই জানানো যায়, যাঁরা ভালোকে মন্দ থেকে আলাদা তো করতে পারেনই, সেই সঙ্গে এ-ও বুঝতে পারেন কোনটা সুবিধেজনক আর কোনটা তা নয়। আমার ধারণা, আপনি কেবল তখনই কাউকে দোষী বলে রায় দিয়েছেন যখন...'

...অভিযুক্ত অপরাধমূলক কাজ যেমন বিষ প্রয়োগ, সরল যুবকদের বিপথগামী করা, বা আমার মুখে সরছে না এমন কোনো ঘৃণ্য কাজ করে দোষী সাব্যস্ত হয়েছে...'

কিন্তু মোহান্ত উইলিয়ামের বাধা প্রদানে ক্ষান্ত না হয়ে বলে চললেন, 'কেবল তখনই আপনি দোষী বলে রায় দিয়েছেন যখন শয়তানের উপস্থিতি এতই সুস্পষ্ট ছিল যে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা ছাড়া অন্য আর কিছু করার সুযোগ ছিল না, কারণ তাতে অপরাধটির চাইতে ক্ষমা প্রদর্শনেই আরো বেশি কলঙ্কের ছাপ পড়ত।'

উইলিয়াম ব্যাখ্যা ক'রে বললেন, 'যখন কেউ সত্যিই সত্যিই এরকম গুরুতর কোনো অপরাধ করেছে যে আমি পূর্ণজ্ঞানে তাকে কোনো অ-যাজকীয় কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে দিতে পারব বলে মনে করেছি কেবল তখনই তাকে অপরাধী বলে সাব্যস্ত করেছি।'

মুহূর্তের জন্য হতভম্ব দেখাল মোহান্তকে। তিনি জিগ্যেস করলেন, 'অপরাধমূলক কাজগুলোর নারকীয় কারণের উল্লেখ না ক'রেই বারবার আপনি সেগুলোর কথা বলছেন, কিন্তু কেন?'

'কারণ, কার্যকারণের ব্যাপারে যুক্তিপ্রয়োগ খুবই দুরূহ একটি কাজ, আর আমার বিশ্বাস, ঈশ্বরই হতে পারেন সেটার একমাত্র বিচারক। একটি কয়লা-পোড়া গাছ আর সেটাতে আগুন ধরিয়ে দেয়া বজ্রপাতের মতো একটি সুস্পষ্ট ঘটনার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য আমরা এমনিতেই মুখিয়ে আছি। কাজেই মাঝে মধ্যে, কার্যকারণের অন্তহীন সূত্র খুঁজে বেড়ানোকে আমার কাছে আকাশ ছুঁতে পারবে এমন একটি বুরুজ তৈরি করার মতোই বোকামি বলে মনে হয়।

'ধরা যাক, বিষ প্রয়োগে একজন লোককে খুন করা হয়েছে। এটাই হচ্ছে প্রাপ্ত তথ্য। কিছু অনস্বীকার্য চিহ্ন বা সূত্রের সাহায্যে আমার পক্ষে কল্পনা করা সম্ভব যে বিষ প্রয়োগকারী হচ্ছে তৃতীয় কোনো ব্যক্তি। এরকম সাধারণ কার্যকারণ সূত্রের ওপর ভিত্তি ক'রে আমার মন নিজের ক্ষমতার ওপর ভরসা রেখে কাজ করতে পারে। কিন্তু মন্দ কাজটির পেছনে আরো একটি হাত ছিল এবং সেটা মানুষের নয় শয়তানের – এরকম কথা ভেবে এই চিন্তাসূত্রটিকে আমি কেন মিছেমিছি জটিল ক'রে তুলব? আমি বলছি না কাজটি অসম্ভব; আপনার ঘোড়া ব্রুনেলাসের মতো, শয়তানও কিছু সুস্পষ্ট চিহ্নের মাধ্যমে তার পদরেখা অঙ্কিত ক'রে যায়। কিন্তু আমি মিছেমিছি কেন সেসব প্রমাণ খুঁজে মরব? আমার জন্য কি এটা জানাই যথেষ্ট নয় যে ওই লোকটিই দোষী এবং তাকে কোনো অ-যাজকীয় কর্তৃপক্ষের হাতে তাকে তুলে দিতে হবে? শত হলেও, যে-কোনো ক্ষেত্রেই তার শাস্তি মৃত্যু, ঈশ্বর তাকে ক্ষমা করুন।'

'কিন্তু আমি শুনেছি যে, তিন বছর আগে কিলকেনিতে অনুষ্ঠিত একটি বিচারে, যেখানে কিছু লোক ঘৃণ্য কিছু অপরাধে অপরাধী বলে অভিযুক্ত হয়েছিল, সেখানে দোষীরা শনাক্ত হওয়ার পরে

BanglaBook.org

আপনি নারকীয় হস্তক্ষেপের কথা অস্বীকার করেননি?'

'প্রকাশ্যে, বেশি কথা খরচ ক'রে, আমি তা স্বীকারও করিনি। সত্যি, আমি সে কথা অস্বীকার করিনি। শয়তানের ফন্দি-ফিকিরের বিচার করার আমি কে? বিশেষ ক'রে,' তিনি যোগ করলেন এবং মনে হলো তিনি এই কারণটির ওপরই জোর দিতে চাইছেন, 'সেসব ক্ষেত্রে যেখানে, যারা ইনকুইযিশনটির সূত্রপাত ঘটিয়েছে – বিশপ, নগর অধিকর্তারা এবং পুরো জনগোষ্ঠী, এমনকি সম্ভবত অভিযুক্ত নিজেও – তারা আসলেই শয়তানের উপস্থিতি অনুভব করতে চাইছিল? সেখানে, সম্ভবত, শয়তানের উপস্থিতির একমাত্র প্রকৃত কারণ ছিল সেই তীব্র আন্তরিকতা যার সাহায্যে সে-মুহূর্তে উপস্থিত প্রত্যেকেই জানতে চাইছিল শয়তান আসলেই কোনো ভূমিকা রেখেছিল কি না...'

উৎকণ্ঠিত সুরে মহান্ত বলে উঠলেন, 'তাহলে কি আপনি বলতে চান যে অনেক বিচারের সময়ই শয়তান কেবল দোষী ব্যক্তির ভেতরেই কাজ করে না, বরং সম্ভবত ও সর্বোপরি বিচারকের মধ্যেও কাজ করে?'

'এরকম কোনো মন্তব্য কি আমি করতে পারি?' উইলিয়াম জিগ্যেস করলেন এবং আমি লক্ষ করলাম যে প্রশ্নটা এমনভাবে করা হলো যে মোহান্তের পক্ষে এ কথা বলা সম্ভব হলো না যে উইলিয়াম তা পারেন; কাজেই উইলিয়াম এই নীরবতার সুযোগটা কাজে লাগিয়ে তাঁদের সংলাপের মোড় ঘোরালেন। 'তবে এসব তো দূরের ব্যাপার। আমি সেই মহৎ কাজ পরিত্যাগ করেছি, আর যদি তা ক'রে থাকি তো ঈশ্বরের ইচ্ছেতেই করেছি...'

'নিঃসন্দেহে...' মোহান্ত স্বীকার করলেন।

...তো, এবার আমি,' উইলিয়াম তাঁর কথার খেই ধরলেন, 'অন্যান্য স্পর্শকাতর প্রসঙ্গে যাচ্ছি এবং আপনি যদি অনুমতি করেন তাহলে আমি সেই প্রসঙ্গে যাব যেটি নিয়ে আপনি উদ্বিগ্ন।'

দেখলাম আলোচনাটার পরিসমাপ্তি টেনে তাঁর সমস্যার প্রসঙ্গে ফিরে যেতে পেরে মোহান্ত খুশী হলেন। তিনি তারপর অত্যন্ত সতর্ক শব্দচয়ন আর দীর্ঘ সারসংক্ষেপের মাধ্যমে কয়েক দিন আগে ঘটা এমন একটি অস্বাভাবিক ঘটনার কথা বলতে শুরু করলেন যার কারণে সন্ন্যাসীরা নিদারুণ যন্ত্রণায় দিন কাটাচ্ছে। তিনি বললেন, ব্যাপারটা নিয়ে তিনি উইলিয়ামের সঙ্গে আলোচনা করছেন কারণ উইলিয়ামের যেহেতু মানব-আত্মা এবং ইবলিসের ছলচাতুরী এই দুই বিষয়েই অগাধ জ্ঞান রয়েছে তাই অ্যাবো আশা করছেন তাঁর অতিথি তাঁর সময়ের একটি অংশ এক যন্ত্রণাময় রহস্যের ওপর আলোকপাতের কাজে ব্যয় করতে সক্ষম হবেন। তো, যা ঘটেছে তা এই ওত্রান্তো-র আদেল্‌মো নামের এক তরুণ, যে কিনা পাণ্ডুলিপি অলংকরণে এরই মধ্যে ওস্তাদ হিসেবে বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল এবং দুর্দান্ত সব ছবি দিয়ে গ্রন্থাগারের পাণ্ডুলিপিগুলো অলংকৃত ক'রে যাচ্ছিল, তাকে এক সকালে এক মেষপালক এডিফিকিয়ুমের নীচে একটা খাড়া পাহাড়ের পাদদেশে আবিষ্কার করে। কমপ্লিনের সময় যেহেতু অন্য সন্ন্যাসীরা তাকে কয়ারে দেখেছে, কিন্তু ম্যাটিনের সময় সে আর ফিরে আসেনি, তাই অনুমান করা যায়, যখন সে পড়ে গিয়েছিল তখন, সম্ভবত, রাতের

BanglaBook.org

সবচেয়ে অন্ধকার সময় ছিল। এমন এক রাত যে-রাতে প্রবল তুষাড়ঝড় হচ্ছিল, ভয়ংকর দক্ষিণবায়ু তাড়িত তুষারকুচি পড়ছিল বর্শার ফলার মতো ধারালো হয়ে, অনেকটা শিলাবৃষ্টির মতো। প্রথমে গ'লে তারপর বরফে জমে যাওয়া তুষারে সিক্ত দেহটা খাড়া ঢালটার গোড়ায় পড়েছিল, ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল নীচে পড়ার পথে পাথরের গায়ে ধাক্কা খেয়ে। হতভাগ্য, নাজুক, মরণশীল বেচারা! ঈশ্বর ওকে শান্তি দিন। পাথরের গায়ে ধাক্কা খেতে খেতে পড়ার কারণে ওটা ঠিক কোন জায়গা থেকে নীচে পড়েছে সেটা ঠিক করা সহজ ছিল না তবে নিশ্চয়ই অতল খাদের দিকে মুখ করা টাওয়ারের চারটি পার্শ্বদেশের তিনটি তলায় এক সারিতে বসানো জানালার কোনো একটি থেকে।'

'বেচারার লাশটা কোথায় গোর দিয়েছেন আপনারা?' উইলিয়াম জানতে চাইলেন।

'স্বভাবতই কবরস্থানে,' মোহান্ত উত্তর দিলেন। 'সম্ভবত আপনি খেয়াল করেছেন ওটা গির্জার উত্তর দিক, এডিফিকিয়ুম আর সবজিবাগানের মাঝখানে।'

'আচ্ছা,' উইলিয়াম বললেন, 'তো আমার মনে হচ্ছে আপনার সমস্যাটা এই। ঈশ্বর না করুন, সেই অসুখী যুবকটি যদি আত্মহত্যা করত তাহলে আপনারা ওই জানালাগুলোর কোনো একটি খোলা অবস্থায় পেতেন, অথচ আপনারা সেটা বন্ধ পেয়েছেন এবং কোনো জানালার নীচেই পানির কোনো চিহ্ন পাননি।'

আগেই বলেছি, মোহান্ত লোকটি প্রবল কূটনৈতিক স্থৈর্যসম্পন্ন মানুষ, কিন্তু এই মুহূর্তে তিনি বিস্ময়ের এমন একটি ভঙ্গি করলেন যা কোনোভাবেই – অ্যারিস্টটলের বর্ণনা অনুযায়ী – একজন চিন্তাশীল এবং মহৎব্যক্তিসুলভ শোভনতার পরিচায়ক নয়। 'কে বলল আপনাকে '

'আপনিই বলেছেন,' উইলিয়াম জবাব দিলেন। 'জানালা খোলা থাকলে আপনার মনে সঙ্গে সঙ্গে যে চিন্তাটা আসত তা হচ্ছে, সে নিজেই বাইরে লাফিয়ে পড়েছে। বাইরে থেকে আমি যা বলতে পারি তা হলো অস্বচ্ছ কাচের বড়ো বড়ো জানালা ওগুলো, আর ওই ধরনের জানালা সাধারণত ওরকম আকারের দালানে মানুষের উচ্চতা বরাবর বসানো হয় না। কাজেই কোনো জানালা যদি খোলাও থাকত, তার পরও হতভাগ্য যুবকটির পক্ষে সেটা দিয়ে ঝুঁকে পড়া এবং ভারসাম্য হারানো সম্ভব হতো না; ফলে আত্মহত্যাই হতো একমাত্র সম্ভাব্য ব্যাখ্যা। আর সেক্ষেত্রে আপনি তাকে পবিত্রভূমিতে কবরস্থ করার অনুমতি দিতেন না। কিন্তু যেহেতু আপনি তাকে খৃষ্টীয় সমাধি দান করেছেন, কাজেই জানালা নিশ্চয়ই বন্ধ ছিল। আর সেগুলো যদি বন্ধই থাকবে – কারণ, এমনকি কোনো ডাইনীসংক্রান্ত বিচারেও আমি কখনো এমন ঘটনার সম্মুখীন হইনি যেখানে কোনো মৃত লোককে ঈশ্বর বা শয়তান অতল খাদের ভেতর থেকে উঠে এসে নিজের কুকর্মের চিহ্ন মুছে ফেলতে দিয়েছেন – তাহলে, স্পষ্টতই, অনুমিত আত্মহত্যাকারীকে বরং কোনো মানবীয় অথবা কোনো নারকীয় শক্তি ঠেলে ফেলে দিয়েছিল, এবং আপনি ভাবছিলেন – না, কে তাকে খাদের ভেতর ঠেলে ফেলতে পারে তা নয়, বরং – কে তাকে জানালার চৌকাঠের ওপর টেনে তুলতে পারে; এবং আপনি অত্যন্ত চিন্তিত কারণ প্রাকৃতিক বা অপ্রাকৃতিক যা-ই হোক একটা দুষ্টু শক্তি মঠের ভেতর সক্রিয় রয়েছে।'

‘তা ঠিক...’ মোহান্ত বললেন, কিন্তু তিনি কি উইলিয়ামের বক্তব্য সমর্থন করলেন নাকি খুবই চমৎকার এবং যুক্তিসম্মতভাবে উপস্থাপিত তাঁর যুক্তিগুলো মেনে নিলেন তা পরিষ্কার হলো না। ‘কিন্তু জানলাগুলোর নীচে যে পানির কোনো চিহ্ন ছিল না সে কথা আপনি জানলেন কী ক’রে?’

‘কারণ আপনি আমাকে বলেছেন বাতাস বইছিল দক্ষিণ দিক থেকে, আর, যেসব জানালা পুবদিকে খোলে বায়ুতাড়িত হয়ে পানি সেগুলোর ওপর গিয়ে পড়তে পারে না।’

‘আপনার প্রতিভা সম্পর্কে কমই বলেছে ওরা আমাকে,’ মোহান্ত বললেন। ‘ঠিকই বলেছেন আপনি, কোনো পানি ছিল না ওখানে এবং এখন বুঝতে পারছি, কেন। আপনি যা বলেছেন ঠিক সে-রকমই ঘটেছে। এবার নিশ্চয়ই আপনি বুঝতে পারছেন কেন এত উদ্বিগ্ন হয়েছি আমি। আমার কোনো সন্ন্যাসী যদি আত্মহত্যার মতো ঘৃণ্য পাপের মাধ্যমে তার আত্মাকে দূষিত করত তাহলে সেটাই খুব মারাত্মক হতো। কিন্তু আমার বিশ্বাস করবার কারণ রয়েছে যে তাদের মধ্যে আরেকজন একইরকম ভয়ংকর একটি পাপে নিজেকে কলুষিত করেছে। আর এগুলোই যদি সব হতো...’

‘প্রথম কথা হচ্ছে, সন্ন্যাসীদের মধ্যে একজন কেন? মঠে তো আরো অনেকেই আছে, সহিস, রাখাল, ভৃত্য...।’

‘ব্যাপারটা হচ্ছে, মঠটা ছোটো কিন্তু সমৃদ্ধ,’ পরম আত্মতুষ্টির সঙ্গে মতৈক্য প্রকাশ করলেন মোহান্ত। ‘ষাটজন সন্ন্যাসীর জন্য একশ পঞ্চাশ জন ভৃত্য। কিন্তু সবকিছুই ঘটেছে এডিফিকিয়ুমে। আপনি সম্ভবত জানেন যে, রান্নাঘর আর খাবারঘরটা যদিও নিচতলায়, স্ক্রিপ্টোরিয়াম[৪০] আর গ্রন্থাগারটা রয়েছে ওপরের দুটো তলায়। রাতের খাওয়ার পর এডিফিকিয়ুম তালাবদ্ধ ক’রে রাখা হয়, কারো প্রবেশাধিকার থাকে না সেখানে, কড়া নিয়ম আছে।’ উইলিয়ামের পরবর্তী প্রশ্নটা অনুমান করে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তিনি যোগ করলেন, যদিও স্পষ্ট অনাগ্রহে, ‘স্বভাবতই, সন্ন্যাসীদের বেলাতেও নিষেধটা প্রযোজ্য, তবে...’

‘তবে?’

‘তবে এ সম্ভাবনার কথা আমি পুরোপুরি অগ্রাহ্য করছি – পুরোপুরি, বুঝতেই পারছেন, যে রাতের বেলা কোনো ভৃত্য সেখানে প্রবেশ করার সাহস পেতে পারে।’ ক্ষণপ্রভা, কিংবা উল্কার মতোই ক্ষণিকের হলেও, স্পর্ধিত একটা হাসি ফুটে উঠল তাঁর চোখে। ‘বলতে পারেন, তারা ওখানে ঢুকতে ভয় পাবে...বুঝতেই পারছেন, সহজ-সরল লোকজনকে দেয়া আদেশ-নিষেধগুলোকে আরো পোক্ত করতে মাঝেমধ্যে হুমকি-টুমকি যোগ করতে হয়, এমন একটা ইঙ্গিত দিতে হয় যে অবাধ্যদের বরাতে ভয়ংকর কিছু একটা ঘটবে, দরকার হলে অতিপ্রাকৃত কিছু একটা। কিন্তু অন্যদিকে, একজন সন্ন্যাসী...’

‘বুঝতে পারছি।’

‘তা ছাড়া, একটা নিষিদ্ধ জায়গায় অনুপ্রবেশ করার অন্য কোনো কারণও থাকতে পারে একজন সন্ন্যাসীর। আমি বলতে চাইছি এমন কিছু কারণ...যা যুক্তিযুক্ত, যদিও রীতিবিরুদ্ধ...’

BanglaBook.org

মোহান্তের অস্বস্তি লক্ষ ক'রে উইলিয়াম একটা প্রশ্ন জিগ্যেস করলেন তাঁকে, সম্ভবত প্রসঙ্গটা বদলাবার জন্যই, যদিও তাতে আরো বড়ো অস্বস্তির একটা কারণ ঘটল। 'সম্ভাব্য একটা হত্যার কথা বলতে গিয়ে আপনি বলেছিলেন, ''আর এগুলোই যদি সব হতো।'' কথাটা দিয়ে আপনি ঠিক কী বোঝাতে চাইছিলেন?'

'বলেছিলাম বুঝি? মানে, কেউ তো কোনো কারণ ছাড়া খুন করে না, তা কারণটা যতই অস্বাভাবিক হোক না কেন। আর একজন সন্ন্যাসীকে যেসব কারণ একজন ভ্রাতৃপ্রতিম সন্ন্যাসীকে হত্যা করতে তাড়িত করে সেই কারণগুলোর অস্বাভাবিকতার কথা ভাবতে আমি শিউরে উঠছি। এটাই। এই কথাটাই।'

'আর কিছু নয়?'

'আপনাকে বলা যেতে পারে সে-রকম আর কিছু নেই।'

'তার মানে আপনি বলতে চান, আমাকে বলা যায় এমন আর কিছু বলার ক্ষমতা আপনার নেই?'

'প্লিজ, ব্রাদার উইলিয়াম, ব্রাদার উইলিয়াম,' দু'বারই মোহন্ত 'ব্রাদার' শব্দটা জোরের সঙ্গে উচ্চারণ করলেন।

একেবারে লাল হয়ে উঠল উইলিয়ামের মুখটা এবং তিনি বলে উঠলেন, 'Eris sacerdos in aeternum.[৪১]'

'ধন্যবাদ,' মোহান্ত বললেন।

হে প্রভু ঈশ্বর, আমার অবিচক্ষণ গুরুজনেরা যে কী এক ভয়ংকর রহস্যের অবতারণা করছিলেন সে-মুহূর্তে, একজন উদ্বেগতাড়িত হয়ে, অন্যজন কৌতূহলের বশে! কারণ, ঈশ্বরের পবিত্র যাজকত্বের নিগূঢ় রহস্যের নিকটবর্তী হতে থাকা এক নবিশ, আমার মতো সামান্য তরুণও বুঝতে পারছিল মোহান্ত কিছু একটা জানেন, তবে তিনি তা জেনেছেন কারো ব্যক্তিগত স্বীকারোক্তির মাধ্যমে যা তিনি পাঁচকান করতে পারেন না। নিশ্চয়ই তিনি কারো মুখ থেকে কোনো পাপপূর্ণ ঘটনার বর্ণনা শুনেছেন যার সঙ্গে আদেল্‌মোর করুণ পরিণতির একটা সম্পর্ক রয়েছে। হয়ত সেজন্যই তিনি ব্রাদার উইলিয়ামকে সেই রহস্যটি উদ্ঘাটন করতে বলেছেন, যা তিনি নিজে সন্দেহ করছেন – যদিও সে-সন্দেহের কথা তিনি কাউকে খুলে বলতে অক্ষম – এবং তিনি আশা করছেন দাক্ষিণ্যের মহতী বিধির কারণে যা তাঁকে আড়াল করতে হয়েছিল সে-ব্যাপারে আমার প্রভু তাঁর বুদ্ধিমত্তার জোরে আলোকপাত করতে পারবেন।

'তা বেশ,' উইলিয়াম তখন বললেন, 'তা, আমি কি সন্ন্যাসীদের প্রশ্ন করতে পারি?'

'তা পারেন।'

'মঠে যথেচ্ছ বিচরণ করতে পারি?'

BanglaBook.org

‘সে-ক্ষমতা আপনাকে দেয়া হলো।’

‘আপনি কি coram monachis[৪২] আমাকে একই দায়িত্ব অর্পণ করছেন?’

‘আজ সন্ধ্যা থেকেই।’

‘সে যা-ই হোক, আজ থেকেই শুরু করতে চাই আমি, আপনি আমাকে কী দায়িত্ব দিয়েছেন সে কথা সন্ন্যাসীরা জানার আগেই। তা ছাড়া, খৃষ্টীয় জগতের সমস্ত মঠ যেটার প্রশংসায় পঞ্চমুখ আপনাদের সেই গ্রন্থাগারে একবার ঢুঁ মারারও একটা প্রবল বাসনা রয়েছে আমার, এখানে আসার পেছনে সেটাও কম বড়ো কারণ নয়।’

প্রায় তড়াক ক'রে উঠে দাঁড়ালেন মোহান্ত, মুখটা ভীষণ কঠিন হয়ে উঠেছে তাঁর। ‘আগেই বলেছি, সারা মঠে ইচ্ছেমতো বিচরণ করতে পারেন আপনি। শুধু, একটা কথা নিশ্চিতভাবে জেনে রাখুন, এডিফিকিয়ুমের সবচেয়ে ওপরের তলায়, অর্থাৎ, গ্রন্থাগার ছাড়া।’

‘কেন?’

‘আগেই আপনাকে খুলে বলা উচিত ছিল আমার, কিন্তু আমি ভেবেছিলাম আপনি জানেন। দেখুন, আমাদের গ্রন্থাগারটা আর দশটা সাধারণ গ্রন্থাগারের মতন নয়...’

‘আমি জানি, অন্য যে-কোনো খৃষ্টীয় গ্রন্থাগারের চাইতে বেশি বই আছে এখানে। আমি জানি আপনাদের বইয়ের তাকের তুলনায় বব্বিও বা পম্পোসা, ক্লুনি বা ফ্লুরি-রগুলোকে মনে হয় নেহাতই অ্যাবাকাসের সঙ্গে পরিচয় ঘটছে এমন এক বালকের ঘরের মতো। আমি জানি, একশ বা তারও বেশি বছর আগে Novalesa-র গর্ব ছিল যে ছয় হাজার হাতে-লেখা পুঁথি তা আপনাদের পুঁথিগুলোর তুলনায় গুটিকতেক মাত্র এবং সম্ভবত সেসবের অনেকগুলোই এখন এখানেই রয়েছে। আমি জানি, আপনাদের গ্রন্থাগারই একমাত্র আলোকবর্তিকা যা বাগদাদের ছত্রিশটি গ্রন্থাগার আর উজির ইবনে আল-আলকামির[৪৩] দশ হাজার পুঁথির জবাব হতে পারে; জানি যে, আপনাদের কাছে থাকা বাইবেলের সংখ্যা কায়রোর গর্ব দুই হাজার চার শ কোরানের সমান এবং আপনাদের বইয়ের তাকগুলোর বাস্তবতা অবিশ্বাসীদের গর্বিত কিংবদন্তীর বিপরীতে একটি দীপ্তিময় সাক্ষ্য, সেই সমস্ত অবিশ্বাসী যারা বেশ কয়েক বছর আগে দাবি করেছিল যে (যেহেতু তারা মিথ্যার যুবরাজের মিত্র) ত্রিপোলির পাঠাগার ষাট লক্ষ বইয়ের সংগ্রহে সমৃদ্ধ এবং সেখানে আশি হাজার ভাষ্যকার আর দু'শ লিপিকরের অধিবাস।’

‘ঠিকই বলেছেন আপনি, সকল প্রশংসা ঈশ্বরের।’

‘আমি জানি, আপনাদের মঠে যেসব সন্ন্যাসী রয়েছে তাদের অনেকেই সারা দুনিয়ার নানান মঠ থেকে এখানে এসেছে। অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না এমন পাণ্ডুলিপি নকল ক'রে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য কেউ কেউ স্বল্প সময়ের জন্য এখানে অবস্থান করে, অবশ্য বিনিময়ে তারাও ঠিকই অন্য কোনো দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি আনতে ভুল করে না যা আপনারা নকল ক'রে নিয়ে নিজেদের সংগ্রহে যুক্ত করতে পারেন; অন্যেরা এখানে থাকে, মাঝে মাঝে আমৃত্যু, কারণ একমাত্র এখানেই

BanglaBook.org

তারা সেই সব রচনার খোঁজ পায় যা তাদের গবেষণাকে দীপ্তিময় করতে পারে। কাজেই আপনাদের মাঝে জার্মান, ডেশীয়[৪৪], স্প্যানিয়ার্ড, ফ্রেঞ্চম্যান, গ্রীক, সবাই রয়েছে। আমি জানি, অনেক অনেক বছর আগে সম্রাট ফ্রেডেরিক আপনাদেরকে তাঁর জন্য মার্লিনের ভবিষ্যদ্বাণীর একটা সংকলন-গ্রন্থ রচনা ক'রে তারপর সেটাকে আরবীতে তরজমা ক'রে দিতে বলেছিলেন, মিশরের সুলতানকে উপহার হিসেবে পাঠানোর জন্য, এবং সবশেষে, আমি জানি যে মুরবাখের মতো বিখ্যাত মঠেও এই দুঃসময়ে কোনো লিপিকর নেই, সেন্ট গলের মঠেও নিতান্ত অল্প ক'জন সন্ন্যাসী রয়েছে যারা জানে কী ক'রে লিখতে হয়, আর শহর ও নগরে নানান কর্পোরেশন ও বণিক সংঘের জন্য হচ্ছে সাধারণ লোকজন নিয়ে যারা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর হয়ে কাজ করছে, অথচ একমাত্র আপনাদের মঠই দিনের পর দিন আপনার সম্প্রদায়কে নবরূপ দান করছে, বা – কী বলছিলাম? – বা সেটার গৌরবকে নিত্যনতুন উচ্চতায় নিয়ে যাচ্ছে... ।'

মোহান্ত গম্ভীরভাবে আবৃত্তি করলেন, 'Monasterium sine libris est sicut civitas sine opibus, castrum sine numeris, coquina sine suppellectili, mensa sine cibis, hortus sine herbis, pratum sine floribus, arbor sine foliis...'[৪৫] এবং কর্ম ও প্রার্থনার যৌথ নেতৃত্বে এগিয়ে যেতে থাকা আমাদের সম্প্রদায় ছিল পরিচিত জগতের আলো, জ্ঞানের ভাণ্ডার, এক সুপ্রাচীন বিদ্যার পরিত্রাণ, যা আগুন, লুটতরাজ আর ভূমিকম্পের কারণে বিলুপ্তির হুমকির সম্মুখীন হয়েছিল, নব্য রচনার কামারশালা আর প্রাচীন রচনার বৃদ্ধি...আর আপনার তো ভালো ক'রেই জানা আছে যে আমরা খুবই অন্ধকার একটা সময়ে বাস করছি এবং আপনাকে বলতে আমার লজ্জা হচ্ছে যে, মাত্র কয়েক বছর আগে ভিয়েন-এর ধর্মসভাকে আবারও জোরের সঙ্গে বলতে হয়েছে প্রত্যেক সন্ন্যাসীকে বাধ্যতামূলকভাবে পাদ্রী হতে হবে।...আমাদের মঠগুলো, যেগুলো দু'শ বছর আগে জাঁকজমক আর ধার্মিকতায় দ্যুতিময় ছিল, তার মধ্যে ক'টি এখন নিষ্কর্মার আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়েছে? সম্প্রদায়টি এখনো যথেষ্ট শক্তি ধরে, কিন্তু শহরগুলোর দুর্গন্ধ আমাদের পবিত্র স্থানগুলোর ভেতর একটু একটু ক'রে ঢুকে পড়ছে, পাদ্রীরা ঝুঁকে পড়েছে ব্যবসায়-বাণিজ্য আর বিভেদ-সৃষ্টিকারী যুদ্ধের দিকে; সমতল অঞ্চলের বড়ো বড়ো বসতিতে, যেখানে ধার্মিক প্রবণতার কোনো ঠাঁই মেলে না, লোকে যে সেখানে কেবল অমার্জিত ভাষায় কথা বলে তা নয় (সাধারণ লোকের কাছ থেকে আর কী-ই বা আশা করা যেতে পারে), তারা সে ভাষায় লিখছেও এখন, যদিও সে সব বইপত্তরের কোনোটাই আমাদের মঠের চার দেওয়ালের ভেতর ঢুকতে পারবে না – কারণ অবশ্যম্ভাবীভাবে ওসব বই বিধর্মী মতের উসকানিদাতায় পরিণত হয়! অতল গহ্বর যে অতল গহ্বর ডেকে আনে ঠিক সেই অতল গহ্বরে পরিব্যাপ্ত হয়ে দুনিয়া এখন – মানবজাতির পাপের কারণে – অতল গহ্বরের কিনারে টলমল পায়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং আগামীকাল, হনোরিয়াস যেমনটি বলতেন, মানুষের দেহ আমাদের দেহের চেয়ে ছোটো হবে, ঠিক যেমন আমাদের দেহ আমাদের পূর্বপুরুষদের দেহের চাইতে ছোটো। Mundus senescit[৪৬]। ঈশ্বর যদি আমাদের জন্য কোনো কর্তব্য নির্ধারণ ক'রে থাকেন তো তা হচ্ছে অতল গহ্বরের দিকে ছোটা ঠেকানো, আমাদের পিতৃপুরুষেরা যে জ্ঞান-সম্পদ আমাদের হাতে তুলে দিয়ে গেছেন তা সংরক্ষণ, পুনরাবৃত্তি আর রক্ষা করা। ঐশ্বরিক বিধান-এর নির্দেশ এই যে, জগতের শুরুতে যা ছিল প্রাচ্যে সেই সর্বজনীন সরকারের (universal government) উচিত

BanglaBook.org

ধীরে ধীরে, সময় যেহেতু পরিপূর্ণতার দিকে এগোচ্ছিল, প্রতীচ্যের দিকে অগ্রসর হওয়া, আমাদেরকে এই সতর্কবাণী দেয়ার জন্য যে, জগতের অবসান আসন্ন, কারণ ঘটনাপরম্পরা এরই মধ্যে মহাবিশ্বের (শেষ) সীমায় পৌঁছে গেছে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না নিশ্চিতভাবেই সহস্রাব্দ আবির্ভূত হচ্ছে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই অপবিত্র জন্তু যা কিনা খৃষ্টবৈরী (অ্যান্টিক্রাইস্ট) তার বিজয় ঘটছে, তা সে যতই সংক্ষিপ্তকালের জন্যই হোক না কেন, ততদিন আমাদেরকেই খৃষ্ট জগতের সম্পদ এবং ঈশ্বরের বাক্য – যেমনটি তিনি পয়গম্বর আর অ্যাপসলদের বলে গেছেন, যেমন ক'রে ফাদাররা একটি শব্দাংশও পরিবর্তন না ক'রে সেগুলোর পুনরাবৃত্তি ক'রে গেছেন, যেমন ক'রে নানা সম্প্রদায় বা ধারা সেটার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছে – তা রক্ষা করতে হবে, যদিও খোদ সেই সব সম্প্রদায় বা ধারাতে অহংকার, ঈর্ষা, বিভ্রমের সর্প বাসা বেঁধেছে। সূর্যাস্তের এই লগ্নে দিগন্তের অনেক উঁচুতে আমরা এখনো মশাল আর আলোকবর্তিকা হিসেবে রয়েছি, এবং যতদিন এই মঠ টিকে আছে ততদিন আমরা ঐশী বাণীর জিম্মাদার থাকব।'

'আমেন,' ভক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বলে উঠলেন উইলিয়াম। 'কিন্তু গ্রন্থাগারে যাওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞার সঙ্গে এর সম্পর্ক কী?'

মোহান্ত বললেন, 'দেখুন, ব্রাদার উইলিয়াম, যে অপরিমেয় আর পবিত্র কাজ ওই প্রাচীরগুলোকে সমৃদ্ধ করেছে,' – এটুকু ব'লে তিনি এডিফিকিয়ুমের বিপুলায়তনের দিকে মাথা ঝাঁকালেন, কুঠুরির জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল মঠস্থ গীর্জাটিকেও ছাড়িয়ে বহুদূর উঠে গেছে সেটি – 'তা অর্জন করার জন্য শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে ধর্মপ্রাণ মানুষরা কঠোর নিয়মকানুন মেনে পরিশ্রম ক'রে গেছেন। যে-পরিকল্পনা অনুযায়ী গ্রন্থাগারটা তৈরি হয়েছে তা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে লোকজনের অজানাই থেকে গেছে, কোনো সন্ন্যাসীকেই তা জানতে দেয়া হয়নি। কেবল গ্রন্থাগারিকই জানতে পেরেছেন গোপন কথাটি, তার আগে যিনি ছিলেন তাঁর কাছ থেকে, তারপর আবার, মৃত্যুর আগে তিনি সেটা বলে গেছেন সহকারী গ্রন্থাগারিককে, যাতে ক'রে মৃত্যু তাঁকে অপ্রস্তুত অবস্থায় না ফেলতে পারে এবং গোত্রটিকে এই জ্ঞান থেকে বঞ্চিত করতে না পারে। আর সেই গোপন কথাটি দু'জনেরই ঠোঁটে কুলুপ এঁটে দেয়। গুপ্ত সেই জ্ঞানটি ছাড়াও, শুধু সেই গ্রন্থাগারিকেরই অধিকার রয়েছে বইয়ের সেই গোলকধাঁধার ভেতর চ'লে ফিরে বেড়াবার, কেবল তিনিই জানেন কোথায় কোন বই রয়েছে, কোনটিকে কোনটির জায়গায় রাখতে হবে, কেবল তিনিই সেগুলোর নিরাপত্তার জন্য দায়ী। অন্য সন্ন্যাসীরা স্ক্রিপটোরিয়ামে কাজ করে, গ্রন্থাগারে কী কী বই রয়েছে সেটা জানতে তাদের কোনো বাধা নেই। কিন্তু বইয়ের নামের একটা তালিকা দেখে প্রায়ই খুব একটা কিছু বোঝা যায় না; বইটার সংস্থাপন বা অবস্থান থেকে, সেটার অনধিগম্যতার মাত্রা থেকে, একজন গ্রন্থাগারিকই কেবল জানতে পারেন কোন সব গুপ্ত কথা, কোন সত্য বা মিথ্যা বইটাতে রয়েছে। কেবল তিনিই সিদ্ধান্ত নেন বইটির জন্য যে অনুরোধ করেছে তাকে কিভাবে কখন সেটি দেয়া হবে বা আদৌ দেয়া হবে কি না; মাঝেমধ্যে তিনি আগে আমার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে নেন। কারণ সব সত্যই সবার জ্ঞাতব্য নয়; একইভাবে, সব মিথ্যা একজন পুণ্যাত্মার পক্ষে শনাক্ত করা সম্ভব নয়; আর সবশেষে বলতে হয়, সন্ন্যাসীরা স্ক্রিপটোরিয়ামে থাকে বিশেষ কোনো কাজ

BanglaBoi.org

সম্পাদনের জন্য, আর সেজন্য তাদের কিছু বিশেষ বই-পুস্তকই পড়তে হয়, অন্যগুলো নয়; বুদ্ধি-বৈকল্যের কারণেই হোক বা অহমিকা বা নারকীয় ইন্ধনের কারণেই হোক, মনে জেগে ওঠা প্রতিটি তুচ্ছ কৌতূহলের পেছনে ছোটা তাদের কাজ নয়।'

'গ্রন্থাগারে তাহলে এমন বইপত্রও আছে যেগুলোতে মিথ্যাভাষণ রয়েছে...।'

'দানবেরা আছে কারণ তারা স্বর্গীয় পরিকল্পনারই অংশ, আর সেই সব দানবের ভয়ংকর বৈশিষ্ট্যগুলো স্রষ্টার ক্ষমতারই পরিচায়ক। এবং সেই একই স্বর্গীয় পরিকল্পনা অনুসারেই রয়েছে জাদুকরদের লেখা বইপত্তর। ইহুদীদের কাবালা, পেগান কবিদের উপকথা, নাস্তিকদের মিথ্যাচার। এই মঠটি যারা প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং শতাব্দীপরম্পরা ধরে সেটাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, তাঁদের দৃঢ় এবং পুণ্য বিশ্বাস এই যে, বিজ্ঞ পাঠকের চোখে এসব মিথ্যাপূর্ণ গ্রন্থের ভেতরেও ঐশ্বরিক প্রজ্ঞার একটা আবছা প্রতিফলন পাওয়া যেতে পারে। আর তাই একটি গ্রন্থাগার এসবেরও আধার। তবে আবার ঠিক এই কারণেই, নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, যে-কেউ সেখানে ঢুকতে পারে না। আর তা ছাড়া,' মোহান্ত যোগ করলেন, যেন তাঁর শেষ যুক্তিটার দুর্বলতা স্বীকার করতেই, 'বই একটা ভঙ্গুর জিনিস, কালের ঝড়ঝাপটা সহ্য করতে হয় সেটাকে, ইঁদুর, পঞ্চভূত, অপটুভাবে নাড়াচাড়ার ভয় থাকে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে যদি প্রত্যেকে আমাদের পুঁথিগুলোতে অবাধে হাত দিতে পারত, তাহলে সেগুলোর বেশিরভাগেরই আর কোনো অস্তিত্ব থাকত না। কাজেই গ্রন্থাগারিক যে সেগুলোকে কেবল মানুষের হাত থেকেই রক্ষা করেন তা নয়, বরং প্রকৃতির হাত থেকেও রক্ষা করেন, এবং বিস্মৃতির এসব শক্তির বিরুদ্ধে, সত্যের শত্রুর বিরুদ্ধে তিনি নিজের জীবনকে জীবনব্যাপী এক যুদ্ধে উৎসর্গ করেন।'

'অর্থাৎ, এডিফিকিয়ুমের সবচেয়ে ওপরের তলায় এই দু'জন ছাড়া আর কেউ ঢুকতে পারে না...'

মৃদু হাসলেন মোহান্ত। 'কারোরই তা উচিত হবে না। কেউই তা পারে না। এমনকি, কেউ ঢুকতে চাইলেও, পারবে না। যে-সত্য সেটা ধারণ করে তার মতোই অপরিমেয়, আবার যে-মিথ্যা সেটা সংরক্ষণ করে তার মতোই ছলনাপূর্ণ গ্রন্থাগারটা নিজেই নিজেকে রক্ষা করে। আধ্যাত্মিক এই গোলকধাঁধাটি এক জাগতিক গোলকধাঁধাও বটে। ঢুকতে হয়ত পারবেন, কিন্তু হয়ত বেরোতে পারবেন না। তো, এসব কথাবার্তা বলার অর্থ হচ্ছে, আমি চাই আপনি মঠের রীতিনীতি মেনে চলবেন।'

'আপনি কিন্তু এই সম্ভাবনাটি উড়িয়ে দেননি যে আদেল্‌মো গ্রন্থাগারেরই কোনো একটি জানালা থেকে পড়ে গিয়েছিল। মৃত্যুর এই কাহিনীর সূত্রপাত যেখানে সে-জায়গাটা না দেখে কী ক'রে আমি তার মৃত্যুর বিষয়টি নিয়ে কাজ করব?'

মোহান্ত খানিকটা আপসের সুরে বললেন, 'ব্রাদার উইলিয়াম, আমার ঘোড়াটা না দেখেই এবং আদেল্‌মোর মৃত্যু সম্পর্কে প্রায় কিছুই না জেনেই যিনি সেসবের বর্ণনা দিতে পারেন, তার পক্ষে যে-স্থানে তাঁর প্রবেশাধিকার নেই সে-জায়গা নিয়ে কাজ করতেও কোনো অসুবিধা হবে না।'

BanglaBook.org

মাথা ঝাঁকালেন উইলিয়াম। 'আপনি যখন কঠোর তখনো আপনার আচরণ জ্ঞানীর মতো।'

মোহান্ত জবাব দিলেন, 'আমি যদি কখনো জ্ঞানীর মতো আচরণ ক'রে থাকি, তার কারণ আমি জানি কী ক'রে কঠোর হতে হয়।'

'শেষ আরেকটা কথা,' উইলিয়াম বললেন, 'উবার্তিনো?'

'এখানেই আছেন তিনি। আপনারই অপেক্ষা করছেন। গীর্জায় পাবেন তাঁকে।'

'কখন?'

'সব সময়েই,' মৃদু হেসে উত্তর দিলেন মোহান্ত।' একটা কথা আপনার জেনে রাখা দরকার, আর তা হলো, অত্যন্ত জ্ঞানী হলেও তিনি কিন্তু গ্রন্থাগার পছন্দ করেন না। এটাকে তিনি একটা অ-যাজকীয় প্রলোভন হিসেবেই গণ্য করেন...বেশিরভাগ সময়ে গীর্জাতেই থাকেন, ধ্যানমগ্ন, প্রার্থনারত অবস্থায়...'

'বুড়ো হয়ে গিয়েছেন বুঝি?'

'কতদিন আগে দেখেছেন তাঁকে?'

'বহু বছর আগে।'

'আসলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন তিনি। জাগতিক ব্যাপার-স্যাপার থেকে বড়োই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। ছেষট্টি বছর বয়স তাঁর। তবে আমার বিশ্বাস, এখনো যৌবনের তারুণ্য ধ'রে রেখেছেন তিনি।'

'এখুনি তাঁকে খুঁজতে যাচ্ছি। ধন্যবাদ।'

মোহান্ত তাঁকে শুধোলেন দুপুরের প্রার্থনার পর তিনি মধ্যাহ্নভোজনে সবার সঙ্গে যোগ দেবেন কি না। উইলিয়াম বললেন তিনি মাত্র কিছুক্ষণ আগেই আহার সেরেছেন – বেশ উত্তমরূপেই – বরং এখনই তিনি উবার্তিনোর সঙ্গে দেখা করতে চান। মোহান্ত বিদায় নিলেন

কামরা থেকে তিনি বেরিয়ে যাচ্ছেন, ঠিক এমন সময় আঙিনা থেকে মর্মবিদারী একটা চিৎকার ভেসে এলো, যেন প্রাণঘাতী আঘাত পেয়েছে কেউ, তারপরই আরেকটা, তারপর আরেকটা। 'কী ব্যাপার?' বিচলিত হয়ে উইলিয়াম জিগ্যেস করলেন।' 'কিছু না,' মৃদু হেসে মোহান্ত জবাব দিলেন। 'বছরের এই সময়টাতে ওরা শুয়োর জবাই করে। শুয়োর পালকদেরই কাজ এটা। এ-রক্ত নিয়ে আপনার মাথা না ঘামালেও চলবে।'

বেরিয়ে গেলেন তিনি, এবং চতুর লোক হিসেবে নিজের নামের ওপর একটা অবিচার করলেন। কারণ পরের দিন সকালে...কিন্তু না, অধৈর্য, চপল জিহ্বা আমার, ধৈর্য ধারণ করো। কারণ, আমি যেদিনের কথা বলছি সেদিন এবং তার আগের রাতে আরো অনেক ঘটনা ঘটল যার বর্ণনা আগে দেয়াটাই সমীচীন হবে।

BanglaBook.org

৩৭. **কয়ার :** (choir) গির্জায় প্রার্থনা অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত সংগঠিত গায়কদলের জন্য নির্দিষ্ট স্থান; গায়কদলকেও একই নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। অনুবাদক

৩৮. **টেক্সট :** the verbum mentis

অনুবাদ : সার্বজনীন ধারণা (আক্ষরিক অর্থে, মনের কথা)

ভাষ্য : কথাটি ব্যবহার করেছিলেন টমাস অ্যাকুইনাস, খোদ মনের গঠন করা ধারণাগত চিহ্ন বোঝাতে, যে-ধারণাটি মন পারসেপশন বা ধারণার স্বতন্ত্র বস্তু থেকে পৃথক করে ফেলে – একটি মানসিক চিহ্ন।

৩৮. **টেক্সট :** Niger

অনুবাদ : কালো

৩৯. succubus সাকিবাস-এর ভাবানুবাদ।

৪০. **টেক্সট :** Scriptorium স্ক্রিপ্টোরিয়াম

অনুবাদ : লেখার ঘর

ভাষ্য : স্ক্রিপ্টোরিয়াম বা লেখার ঘর এবং টেক্সট-এর সংরক্ষণের জন্য গ্রন্থাগারের পদ্ধতিটি প্রথম প্রবর্তন করেছিলেন ভিভারিয়ামের ক্যাসিওডোরাস, ক্যালাব্রিয়ায় তাঁর মঠে। এটি বেনেডিক্টীয় মঠগুলোর উল্লেখযোগ্য প্রধান বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। এসব মঠের স্ক্রিপ্টোরিয়ামে লেখালেখির কাজ ন্যস্ত হতো সবচেয়ে বুদ্ধিমান এবং প্রায়ই সবচে উচ্চাকাঙ্ক্ষী সন্ন্যাসীদের ওপর। সাধারণত স্ক্রিপ্টোরিয়ামের অবস্থান হতো রান্নাঘর অথবা ক্যালফ্যাক্ট্রির (Calefactory) কাছে। ক্যালফ্যাক্ট্রি হচ্ছে একটি উষ্ণ ঘর, যেখানে সন্ন্যাসীরা তাদের গা গরম করত।

৪১. **টেক্সট :** 'Eris sacerdos in aeternum'.

অনুবাদ : 'তুমি অনন্তকালীন যাজক'।

ভাষ্য : 'তুমি অনন্তকালীন যাজক, মল্কীষেদেকের রীতি অনুসারে।' (গীতসংহিতা ১১০ বা Psalm ১১০; এবং ইব্রীয় ৭:১৭ বা The Hebrews : ৭ : ১৭)

৪২. **টেক্সট :** coram monachis

অনুবাদ : সন্ন্যাসীদের উপস্থিতিতে

৪৩. **ইবনে আল-আলকামি :** বাগদাদের শেষ উজির। শহরের অন্যতম বৃহৎ গ্রন্থাগারটি ছিল তাঁর, আর সেখানে ছিল ১০,০০০ বই। ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে মোঙ্গলরা বাগদাদে লুণ্ঠন চালানোর সময় গ্রন্থাগারটি ধ্বংস ক'রে ফেলে; সেই সঙ্গে তারা নগরের ৩৬টি গ্রন্থাগারের প্রত্যেকটি ধ্বংস করে।

BanglaBook.org

৪৪. **ডেশীয়** (Dacian) একটি প্রাচীন অঞ্চল এবং মোটামুটিভাবে বর্তমান রুমানিয়ার একটি রোমক প্রদেশ ডেশিয়া-র অধিবাসী।

৪৫. **টেক্সট** 'Monasterium sine libris est sicut civitas sine opibus, castrum sine numeris, coquima sine suppellectili, mensa sine cibis, hortus sine herbis, pratum sine floribus, arbor sine foliis...'

অনুবাদ : 'পুস্তকবিহীন মঠ হচ্ছে সমৃদ্ধিহীন নগর, সৈন্যহীন দুর্গ, তৈজসপত্রহীন রান্নাঘর, খাদ্যহীন টেবিল, উদ্ভিদহীন বাগিচা, পুষ্পহীন তৃণভূমি, পত্রহীন বৃক্ষের মতো... ।'

ভাষ্য : এই কথাগুলো বাসেল-এ অবস্থিত কার্থুসীয় মঠ-এর জ্যাকবের; তাঁর জন্মস্থান লুবার (Louber)।

৪৬. **টেক্সট :** Mundus senescit.

অনুবাদ : পৃথিবী বুড়ো হচ্ছে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

প্রথম দিন

সেক্সট

যেখানে গির্জার প্রবেশপথ[৪৭] দর্শনে অ্যাড্‌সো মুগ্ধ হয় এবং কাসালি-র উবার্তিনোর[৪৮] সঙ্গে উইলিয়ামের আবার সাক্ষাৎ ঘটে।

স্ট্রাসবুর্গ, শার্ত, ব্যামবার্গ আর প্যারিসে পরে আমি যে-সমস্ত গীর্জা দেখেছি, মঠের গীর্জাটি সেগুলোর মতো রাজসিক নয়। সেটা বরং ইতালিতে আমি এরই মধ্যে যেসব গীর্জা দেখেছিলাম সেগুলোর মতো; দর্শকের মাথা ঘুরিয়ে দিয়ে স্বর্গপানে উঠে যাবার সামান্যতম প্রবণতাও যেগুলোর নেই, বরং ভূমিতেই সেগুলো দৃঢ়ভাবে প্রোথিত, আর, কখনো কখনো তারা যতটা না উঁচু তার চেয়ে বেশি প্রশস্ত; তবে এটার প্রথম স্তরের ওপর শোভা পাচ্ছে, দুর্গের মতো, বর্গাকার, খাঁজকাটা সচ্ছিদ্র পাঁচিল-এর একটা বিন্যাস, আর এই তলাটার ওপর উঠে গেছে আরেকটা কাঠামো, টাওয়ারের মতো ততটা নয় যতটা একটা নিরেট দ্বিতীয় গীর্জার মতো, শীর্ষোপরি ঢালু হয়ে নেমে-যাওয়া একটা ছাদ আর সাদামাটা জানালা নিয়ে। মঠের ভেতরের একটা শক্তপোক্ত গীর্জা সেটা, আমাদের পূর্বপুরুষেরা প্রভেন্স আর ল্যাঙডক্‌-এ যেমনটি তৈরি করেছিলেন, আধুনিক শৈলীর ঔদ্ধত্য আর পাথুরে অলংকরণের বাহুল্য থেকে অনেকখানিই মুক্ত, যা কিনা, আমার বিশ্বাস, আরো সাম্প্রতিক সময়েই কেবল সমৃদ্ধ করা হয়েছে কয়ার-এর ওপর একেবারে স্বর্গের ছাদপানে দাপটের সঙ্গে উঠে যাওয়া শীর্ষসহ।

দুটো খাড়া আর নিরাভরণ স্তম্ভ দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রবেশপথটার দুপাশে, যেটাকে প্রথম নজরে বিরাট একক উন্মুক্ত খিলান ব'লে মনে হয়; কিন্তু স্তম্ভ দুটো থেকে দুটো এম্‌ব্রেযার শুরু হয়ে একেবারে ওপরে অন্য আরো অনেক খিলান-শোভিত হয়ে দৃষ্টিকে যেন কোনো অতল খাদের কেন্দ্রের মধ্যে দিয়ে চালিত ক'রে বিশাল এক টিম্পানাম (খিলানের ওপরের দেওয়ালগাত্র) ভূষিত খোদ প্রবেশমুখটার দিকে নিয়ে গেছে, ওদিকে টিম্পানামের ভররক্ষা করছে দু'পাশে দুটো ইম্পোস্ট আর মাঝখানে একটি খোদাই-করা খুঁটি, আর খুঁটিটি প্রবেশমুখটাকে দুটো ফোঁকরে ভাগ ক'রে দিয়েছে, এবং তাদের সুরক্ষাদান করছে ধাতুসহযোগে শক্তিবৃদ্ধি করা ওক কাঠের দুটো দরজা। দিনের সেই সময়টাতে দুর্বল সূর্যটা প্রায় সোজাসুজি রোদ ফেলছিল ছাতের ওপর, আলো বাঁকা হয়ে এসে পড়ছিল গীর্জার সম্মুখভাগের ওপর, যদিও তাতে টিম্পানামটা আলোকিত হচ্ছিল না; কাজেই স্তম্ভ দুটো পেরিয়ে আসার পর হঠাৎ ক'রেই নিজেদের আমরা বেশ কিছু খিলানের এক অরণ্যময় ভল্টের নীচে আবিষ্কার করলাম, সেসব খিলানের উদয় হয়েছে আনুপাতিকভাবে এম্‌ব্রেযার দুটোর শক্তি বৃদ্ধি করা অপেক্ষাকৃত ছোটো স্তম্ভগুলো থেকে। অন্ধকারে আমাদের দৃষ্টি যখন সয়ে এসেছে, তখন (যে-কারো স্থিরদৃষ্টি আর কল্পনাতেই ধরা পড়ার মতো) খোদাই-করা-পাথরের নীরব ভাষা

BanglaBook.org

আমার চোখ দুটো ধাঁধিয়ে দিলো, তাৎক্ষণিকভাবে এমন এক দৃশ্যের ভেতর আমাকে নিক্ষেপ করল, যা এখনো আমি বলে বোঝাতে অক্ষম।

দেখলাম, আকাশে একটি সিংহাসন স্থাপিত, তাতে এক ব্যক্তি ব'সে[৪৯]। 'উপবিষ্ট ব্যক্তি'র মুখটি কঠোর এবং অনুভূতিশূন্য; বিস্ফারিত চোখ দুটো তীব্র জ্বলন্ত দৃষ্টিতে পৃথিবীবাসী এক মানবজাতির দিকে তাকিয়ে রয়েছে যে-জাতি ইতিমধ্যে তার ইতিহাসের অন্তিম লগ্নে এসে পৌঁছেছে; রাজসিক চুল ও দাড়ি তার মুখ ও বুকের ওপর নদীর জলের মতো আন্দোলিত হচ্ছে, সমান এবং সুসামঞ্জস্যভাবে দু'ভাগে বিভক্ত স্রোতধারায়। তার মাথার মুকুটটি এনামেল আর মণি-জহরতসমৃদ্ধ, সোনা ও রুপোর সুতোয় এমব্রয়ডারি ও লেসের কাজ-করা রক্তবর্ণ রাজকীয় টিউনিক বড়ো বড়ো ভাঁজে দুই হাঁটুর ওপর প'ড়ে আছে। হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে রাখা বাম হাতটায় একটা সীলমোহর দেয়া বই, ডান হাতটি হয়ত আশীর্বাদের কিংবা হয়ত – আমি ঠিক নিশ্চিত নই – নিষেধের ভঙ্গিমায় উঁচু করা। ক্রুশসহ পুষ্পসজ্জিত একটা জ্যোতিশ্চক্রের দুর্দান্ত সৌন্দর্যে আলোকিত হয়ে রয়েছে মুখটা, ওদিকে সিংহাসনের চারদিকে আর 'উপবিষ্ট ব্যক্তি'র মুখের ওপরে দেখতে পেলাম একটা পান্না সবুজ রংধনু জ্বলজ্বল করছে। সিংহাসনটার সামনে, 'উপবিষ্ট ব্যক্তি'র পায়ের নীচ দিয়ে স্ফটিকের একটি দরিয়া বয়ে যাচ্ছে, আর 'উপবিষ্ট ব্যক্তি'র চারদিকে, সিংহাসনটির পাশে আর ওপরে চারটে বীভৎস প্রাণী দেখতে পেলাম – আমার কাছে বীভৎস ব'লেই মনে হলো দেখতে, কিন্তু গভীর ভাবাবেগে আত্মহারা তারা, যদিও 'উপবিষ্ট ব্যক্তি'র কাছে তারা বশ্য আর প্রিয়, এবং তারই গুণকীর্তন ক'রে যাচ্ছে তারা নিরন্তর।

কিংবা হয়ত সবকিছুকেই ভয়ংকর বলা যায় না, কারণ একজনকে আমার কাছে বেশ সুদর্শন আর সদাশয় বলেই মনে হলো, আমার বাম দিকে (উপবিষ্ট ব্যক্তির ডান দিকে) একটি বই বাড়িয়ে ধরা লোকটিকে। কিন্তু অন্যদিকে আবার ছিল একটা ঈগল, সেটাকে আমার রীতিমতো ভয়ংকর বলে মনে হলো; সেটার ঠোঁটটা ফাঁক হয়ে আছে, ঘন পালকগুলো একত্রে আবদ্ধ একটি বক্ষ ও পৃষ্ঠত্রাণের মতো সজ্জিত রয়েছে, প্রসারিত হয়ে আছে শক্তিধর বক্র নখর আর বিশালকায় ডানা। আর, 'উপবিষ্ট ব্যক্তি'র পায়ের কাছে, প্রথম দুটো মূর্তির নীচে ছিল আরো দুটো, একটা বৃষ আর একটা সিংহ, দুটো দানোই তাদের নখর বা খুরের মধ্যে একটা ক'রে বই আঁকড়ে ধ'রে আছে, তাদের শরীর সিংহাসন থেকে বেঁকে থাকলেও মাথা ঘুরে আছে সিংহাসনটারই দিকে, যেন কাঁধ আর ঘাড়গুলো ঝুঁকে গেছে হিংস্র কোনো আবেগ-আতিশয্যে, টানটান হয়ে আছে পাঁজর ও জঙ্ঘার মাঝখানের দু'পাশ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো কোনো মৃত প্রাণীর, পাকস্থলী বিদারিত, সাপের মতন লেজ কুণ্ডলী পাকানো, মোচড়াচ্ছে, চুড়োয় গিয়ে শেষ হয়েছে অগ্নিশিখার লকলকে জিভের মতো। দুটো দানোই ডানাওলা, দুটোই জ্যোতিশ্চক্রভূষিত; তাদের ভয়ংকর চেহারা সত্ত্বেও তারা কিন্তু নরকের নয়, বরং স্বর্গের প্রাণী, আর তাদেরকে যদি ভয়ংকর বলে মনে হয়ে থাকে তবে সেটা এই জন্য যে তারা 'যিনি আসছেন' এবং যিনি জীবিত ও মৃত সবারই বিচার করবেন তার প্রশংসায় গর্জন ক'রে চলছিল।

সিংহাসনটিকে ঘিরে, চারটে প্রাণীর পাশে আর উপবিষ্ট ব্যক্তির পায়ের নীচে, চব্বিশটি খুদে সিংহাসনে সোনার মুকুট আর সাদা পোশাক পরিহিত চব্বিশজন প্রবীণ ব্যক্তি ছিলেন, যেন স্ফটিকের

BanglaBook.org

সমুদ্রের স্বচ্ছ পানির ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছিল তাঁদের, যেন স্বপ্নদৃশ্যটির পুরো পরিসরটি ভরিয়ে তুলতে; এবং তাদেরকে বিন্যস্ত করা হয়েছিল টিম্পানামের ত্রিভুজাকার কাঠামো অনুযায়ী, সাত যোগ সাত এর একটি ভিত্তির উপর তিন যোগ তিন আর তারপর দুই যোগ দুই হিসেবে রেখে। তাদের কারো হাতে বীণা, একজনের হাতে সুগন্ধীদানী, আর মাত্র একজন ছিলেন একটি বাদ্যযন্ত্র বাদনরত অবস্থায়, অন্যদিকে বাকিরা ছিলেন ভাবসমাধিগ্রস্ত, তাদের মুখ ফিরে আছে 'উপবিষ্ট ব্যক্তি'র দিকে, যার গুণকীর্তন তাঁরা করছিলেন, তাঁদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গও বেঁকে গিয়েছিল প্রাণীগুলোর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মতো, ফলে তাঁরা সবাই উপবিষ্ট ব্যক্তিকে দেখতে পাচ্ছিলেন, যদিও প্রমত্তভাবে নয়, পরমানন্দদায়ক নৃত্যের গতি-বিভঙ্গ নিয়ে – ডেভিড নিশ্চয়ই এমনই নাচ নেচেছিলেন পেটিকাটির (Ark) সামনে – কাজেই তাদের শরীরের উচ্চতার রীতি লঙ্ঘন ক'রে তাদের চোখের মণি যেখানেই থেকে থাকুক না কেন, সবগুলোই গিয়ে মিলেছিল দীপ্তিশীল সেই একই স্থানটিতে। আহা, ভৌতবস্তুর ওজন থেকে অলৌকিকভাবে মুক্তি পাওয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সেই মরমী ভাষায় সমর্পণ ও আবেগের তাড়নার, অস্বাভাবিক অথচ তার পরও মোহনীয় ভঙ্গিমার কী যে এক ঐকতান, কী যে ঐকতান নতুন সত্ত্বগত আকারে (Substantial form) পরিপূর্ণ লক্ষণীয় পরিমাণটিতে, যেন পবিত্র দলটির ওপর আছড়ে পড়েছে প্রচণ্ড বেগে ধাবমান বাতাস, জীবনবায়ু, আনন্দের প্রবল উত্তেজনা, ধ্বনি থেকে অলৌকিকভাবে প্রতিচ্ছবিতে রূপান্তরিত আনন্দমুখর বন্দনাগান।

তারা সবাই ছিল সেখানে দৈববলে-পাওয়া জ্ঞানে উদ্ভাসিত আর প্রতিটি অংশে জীবাত্মা-অধিষ্ঠিত সব দেহ, বিস্ময়ে বিহ্বল সব মুখাবয়ব, উদ্দীপনায় জ্বলজ্বলে যতো চোখ, প্রেমে আরক্ত সব গণ্ড, আনন্দে বিস্ফারিত যতো চোখের তারা একটি কোনো আনন্দদায়ক আতংকে বজ্রাহত তো আরেকটি কোনো আতংকজনক আনন্দে বিদ্ধ, কেউ বিস্ময়ের কারণে রূপান্তরিত, কেউ পরমসুখে পুনর্যৌবনপ্রাপ্ত, তারা সবাই তাদের মুখের অভিব্যক্তি, তাদের টিউনিকের ঝালর, তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অবস্থান ও টান-টান দশা নিয়ে গান গাইছিল, গাইছিল এক নতুন গান, নিরন্তর প্রশংসায় ঠোঁট ফাঁক ক'রে। আর সেই প্রবীণদের পায়ের নীচে এবং তাদের ওপর আর সিংহাসনটার ওপরে, আর সেই সঙ্গে চতুর্দেহবিশিষ্ট দলটির (tetramorphic group) ওপর খিলানের মতো ক'রে পৃথিবী ও স্বর্গের সমস্ত বাগানকে সুসজ্জিত-করা তৃণভূমির সমস্ত ফুল, পাতা, লতা, ঝোপ আর করিম্ব (corymb) একটা আরেকটার সঙ্গে জড়াজড়ি ক'রে ছিল – ভায়োলেট, সিস্টাস, টাইম (thyme), লিলি, প্রিভিট, নারসিসাস, তারো, বাসক (acanthus), ম্যালো (mallow), মস্তকি (myrrh), এবং গিলিয়দের সুগন্ধ নির্যাস্রাবী গাছ (Balm of Gilead); এবং সেই প্রবীণদেরকে সুসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে দলে দলে বিন্যস্ত করা হয়েছিল, পরস্পরকে আলাদা করা যাচ্ছিল না বললেই চলে, কারণ শিল্পীর দক্ষতা সবাইকেই এরকমই পারস্পরিক অনুপাতে তৈরি করেছিল, একত্রিত করেছিল তাদের বৈচিত্র্যে, আবার বৈচিত্র্য দান করেছিল তাদের ঐক্য বা একত্বে, অনন্য করেছিল তাদের বৈচিত্র্যে, বৈচিত্র্যপূর্ণ করেছিল তাদের উপযুক্ত সমাবেশে, নানান বর্ণের পরমানন্দদায়ক মাধুর্যের ভেতর দিয়ে নানা অংশের বিস্ময়কর সাদৃশ্যে, কণ্ঠের সুরসমন্বয় ও শিল্পের অলৌকিকত্বে, যে-সব সুর নিজেরা পরস্পর অসদৃশ্য, যেন যিদারের তারগুলোর মতো ক'রে বিন্যস্ত একটি সমাবেশ, গহীন ও অভ্যন্তরীণ শক্তির মাধ্যমে পুরোপুরি সংহত, একত্রিত, এবং চলমান-বোধ সৃষ্টিতে সচেষ্ট, যে-শক্তি

BanglaBook.org

দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রাণীগুলোর দ্ব্যর্থকতা, সাজসজ্জা আর কোলাজ একই পালাক্রমিক খেলার মাধ্যমে পারফর্ম করার উপযুক্ত, যে-প্রাণীগুলো ভাগ্যবিপর্যয় বা পরিবর্তনের শিকার হওয়ার বাইরে চলে গেছে, আবার সেই ভাগ্যপরিবর্তনের আওতাধীনও হয়েছে, যা এক প্রণয়শীল সংযোগমূলক কাজ, আর এই কাজকে সমর্থন যুগিয়েছে একই সঙ্গে স্বর্গীয় ও জাগতিক একটি বিধি বা আইন (শান্তি, প্রেম, সদগুণ, শাসন, ক্ষমতা, শৃঙ্খলা, জীবন, আলো, দীপ্তি, প্রজাতি এবং ফিগার-এর বাঁধন ও সুস্থিত যোগসূত্র), এবং অসংখ্য ও উজ্জ্বলভাবে দীপ্তিশীল সাম্য, উপাদানের সুসমঞ্জস অংশগুলোর ওপর বিকীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে।

কিন্তু আমার আত্মা যখন সেই পার্থিব সৌন্দর্য ও রাজসিক অপ্রাকৃত সংকেত-এর ঐকতানে আত্মহারা এবং আনন্দের এক প্রার্থনাসংগীতে ফেটে পড়ছে প্রায়, তখন আমার দৃষ্টি প্রবীণদের পায়ের কাছে ফুটে ওঠা রোয উইন্ডোগুলোর সমানুপাতিক ছন্দের সঙ্গী হয়ে টিম্পানামটি ঠেকা দিয়ে রাখা মাঝের খুঁটির পরস্পরবিজড়িত মূর্তিগুলোর ওপর এসে পড়েছে। তেজস্বী, ক্রুশাকারে পরস্পরছেদী, খিলানের মতো সেই তিন জোড়া সিংহ – যাদের প্রত্যেকটি সেটার পেছনের থাবা দুটো মাটিতে রেখে সামনের দুটো তার সঙ্গীর পিঠের ওপর দিয়ে রেখেছে, কেশর সর্পিলভাবে কুঞ্চিত, মুখটা টানটান হয়ে আছে যেন এখুনি ভয়-দেখানো গর্জন ক'রে উঠবে, খুঁটির গায়ে লেগে আছে না জানি কোন আঠা বা লতাতন্তুর সাহায্যে – তারা আসলে কী, আর কোন প্রতীকী বার্তার কথাই বা বলছিল তারা? আমার আত্মাকে শান্ত করার জন্য, সেই সঙ্গে সম্ভবত সিংহের নারকীয় প্রকৃতি বশীভূত করার উদ্দেশ্যে আর সেটাকে উচ্চতর জিনিসের একটি প্রতীকী পরোক্ষ উল্লেখে রূপান্তরিত করতেও, খুঁটিটার দুপাশে দুটো মানবমূর্তি ছিল, খোদ স্তম্ভটির মতোই অস্বাভাবিক রকমের দীর্ঘ এবং প্রতিরূপ যেন তারা আরো দুটোর, তাকিয়ে আছে সেই মানবমূর্তি দুটোরই দিকে, অলংকৃত ইম্পোস্ট দুটোর দু'পাশ থেকে, যেখানে রয়েছে ওক কাঠের দরজা দুটোর চৌকাঠের দুই বাজু। আসলে চার বৃদ্ধের মূর্তি ছিল এগুলো; পিটার ও পল, জেরেমিয়াহ্ আর ঈসাকে চিনতে পারলাম, তাঁদের দেহ যেন একটা নাচের পদক্ষেপ নিয়ে মুচড়ে রয়েছে, দীর্ঘ হাড্ডিসার হাত দুটো উঁচু হয়ে আছে, আঙুলগুলো এমনভাবে ছড়িয়ে আছে যেন সেগুলো ডানা, আর ডানার মতো তাঁদের দাড়ি ও চুল এক ভবিষ্যদ্বাণীপূর্ণ বাতাসে আলোড়িত হচ্ছে, সুদীর্ঘ কাপড়চোপড়ের ভাঁজগুলো নড়ে উঠছে ঢেউ আর পুঁথিগুলোকে প্রাণদান করা দীর্ঘ পায়ের কারণে, সিংহগুলোর চেয়ে একেবারে আলাদাভাবে তবে সিংহগুলোর মতো একই উপাদানে। আর দিব্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও নারকীয় পেশীতন্তুর সেই রহস্যময় ঐকতান থেকে আমার বিমুগ্ধ দৃষ্টি সরিয়ে নিতে আমি দরজার পাশে, সুগভীর খিলানের নীচে, কখনো এমব্রেযারটিকে অবলম্বন ও অলংকৃত করা সরু সরু স্তম্ভের মাঝখানের জায়গাটিতে, আর প্রতিটি স্তম্ভশীর্ষের নিবিড় পর্ণরাজির ভেতর, আর সেখান থেকে বহুতর খিলানের অরণ্যময় ভল্টের দিকে শাখাবিস্তার-করা অন্যবিধ কিছু দৃশ্য দেখতে পেলাম, যার কথা ভাবতে গায়ে কাঁটা দিচ্ছে আমার, তবে কেবল তাদের রূপকশক্তি অথবা সেসবের নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমেই কেবল তারা তাদের অবস্থানের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করে। দেখলাম এক কামুক রমণী, নগ্ন, কৃশ, তাকে চিবিয়ে খাচ্ছে এক দল নোংরা ব্যাঙ, তার রক্ত চুষে নিচ্ছে কিছু সাপ, সঙ্গে আছে পেটমোটা একটা স্যাটির (satyr), গ্রিফিনের মতো সেটার পা দুটো তারসদৃশ রোমে আবৃত, অশ্লীল গলায় নিজেরই

সর্বনাশের রুক্ষ, কর্কশ গর্জন ক'রে যাচ্ছে সেটা; দেখলাম এক কঞ্জুসকে, তার জাঁকালো স্তম্ভময় শয্যায় মৃত্যুর কাঠিন্যে কঠিন অবস্থায়, বর্তমানে যে কিনা এক পাল পিশাচের অসহায় শিকার, সেসবের একটি মুমূর্ষু লোকটার মুখের ভেতর থেকে তার আত্মাটা একটা সদ্যোজাত শিশুর আকারে বের ক'রে আনছে (হায়! চিরন্তন জীবনে সেটা কখনো জন্মলাভ করবে না আর); দেখলাম গর্বোদ্ধত এক লোককে, তাঁর কাঁধের সঙ্গে সেঁটে আছে এক শয়তান, তার নখরগুলো লোকটার দুই চোখের ভেতর সেঁধিয়ে দিয়েছে, অন্যদিকে, হাতাহাতির এক জঘন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এক অন্যক ছিঁড়ে খাচ্ছে দুই পেটুক, দেখতে পেলাম আরো কিছু প্রাণীকেও, ছাগল-মাথা সিংহের রোম, চিতাবাঘের চোয়াল, তারা সবাই অগ্নিশিখার এক অরণ্যে বন্দি, আর সে-আগুনের সুতীব্র নিঃশ্বাস যেন অনুভব করতে পারছিলাম প্রায়। এদিকে তাদের চারপাশে, তাদের মাথার ওপর, আর তাদের পায়ের নীচে ছিল আরো কিছু মুখ আরো কিছু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ; পরস্পরের চুল খামচে ধরে থাকা এক পুরুষ ও এক রমণী, অভিশপ্ত এক লোকের চোখ খুবলে নিতে থাকা দুটো বিষধর সাপ, দাঁত বের ক'রে হাসতে থাকা এক লোক, তাঁর বড়শি-বাঁকা হাতে এক হাইড্রার পাকস্থলী টেনে ফালা-ফালা ক'রে ফেলছে সে, আর, শয়তানের কেচ্ছা-কাহিনীর বইতে দেখা মেলে যেসব জীবজন্তুর[৫০] সেসব, তারা সবাই এক সভাস্থলে জড়ো হয়েছে, আর তাদের সামনের সিংহাসনটার রক্ষক ও মুকুট হিসেবে তাদেরকে বসিয়ে দেয়া হয়েছে, সেটারই গুণকীর্তন করছে তাদের পরাজয়ে, ফন, দ্বিলিঙ্গবিশিষ্ট প্রাণী, ছ'আঙুল জানোয়ার, সাইরেন, হিপোসেন্টর, গর্গন, হার্পি, ইনকিউবি, ড্র্যাগোপড, মিনোটার লিংক্স, পার্ড, কিমেরা, নাক দিয়ে আগুন ছোটানো সাইনোফেলি, কুমীর, পলিকডেট, চুলওলা সাপ, সালামান্দার, শিংঅলা ভাইপার, কচ্ছপ, সাপ, পিঠে দাঁত বসানো দোমাথা জীব, হায়েনা, ভোঁদড়, বায়স, করাত-দাঁতসদৃশ শিংওলা হাইড্রোফোরা, ব্যাঙ, গ্রিফিন, বাঁদর, কুকুর-মাথা, লিউক্রোটা, ম্যান্টিকোর, শকুন, প্যারান্ডার, উইজল, ড্রাগন, হুপি, পেঁচা, সরীসৃপ, হিপনেল, প্রেস্টার, স্পেকটাফিকাস, কাঁকড়াবিছে, সরিয়ান, তিমি, সিটাল, অ্যাম্ফিসবিনা, ইয়াকুলি, ডিপসাস, সবুজ গিরগিটি, পাইলট মাছ, অক্টোপাস, মোরে, আর সামুদ্রিক কাছিম[৫০]। মনে হলো নরকের তাবৎ প্রাণী যেন জড়ো হয়েছে সেখানে টিম্পানামে 'উপবিষ্ট ব্যক্তি'র আবির্ভাবে সদর দালান, অন্ধকার বনভূমি, বর্জনের বন্ধ্যাভূমি হিসেবে কাজ করতে, জড়ো হয়েছে তাঁর সামনে যিনি একই সঙ্গে প্রতিশ্রুতিও দিচ্ছেন ভয়ও দেখাচ্ছেন, তাদেরকে, আরমাগেড্ডন-এ পরাজিতদের, উপস্থিত হয়েছে 'তাঁর' সামনে যিনি অবশেষে আবির্ভূত হবেন জীবিত আর মৃতদেরকে আলাদা করতে। এবং এ-দৃশ্য দেখে প্রায় হতভম্ব, আর, কোনো বন্ধুবৎসল পরিবেশে রয়েছি না শেষ বিচারের ময়দানে রয়েছি এ-কথা ভেবে দ্বিধাগ্রস্ত আমি যখন আতঙ্কিত, আরেকটু হলেই চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে পড়ে আর কী, এমন সময় মনে হলো যেন শুনতে পেলাম (নাকি আসলেই শুনতে পেয়েছিলাম?) সেই কণ্ঠস্বর, দেখতে পেলাম সেই সব দৃশ্য যা শিক্ষানবিশ হিসেবে, পবিত্র গ্রন্থাবলি পাঠের আমার প্রথম অভিজ্ঞতায়, মেল্ক-এর কয়ারে আমার ধ্যানমগ্ন রাত্রিগুলোতে আমার সর্বক্ষণের সঙ্গী ছিল এবং আমার দুর্বল এবং দুর্বল হয়ে আসা স্নায়ুগুলোর সেই মতিচ্ছন্ন দশায় আমি তূর্যনিনাদের মতো এক প্রবল কণ্ঠ শুনতে পেলাম 'তুমি যাহা দেখিতেছ তাহা পত্রিকায় লিখ' (আর আমি এখন ঠিক সে-কাজটিই করছি) এবং আমি মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম, সপ্ত সুবর্ণ দীপবৃক্ষ ও সেই সকল দীপবৃক্ষের মধ্যে 'মনুষ্যপুত্রের

Banglabook.org

ন্যায় এক ব্যক্তি', তাঁর বক্ষস্থলে সুবর্ণ পটুকায় বদ্ধ কটি, তাঁহার মস্তক ও কেশ শুক্লবর্ণ মেষলোমের ন্যায়, তাঁহার চক্ষু অগ্নিশিখার তুল্য এবং তাঁহার চরণ অগ্নিকুণ্ডে পরিষ্কৃত সুপিত্তলের তুল্য এবং তাহার রব বহুজলের রবের তুল্য, আর তাঁহার দক্ষিণ হস্তে সপ্ত তারা আছে এবং তাঁহার মুখ হইতে তীক্ষ্ণ দ্বিধার তরবারি নির্গত হইতেছে। আর দেখিলাম স্বর্গে এক দ্বার খোলা রহিয়াছে, আর যিনি বসিয়া আছেন, তিনি দেখিতে সূর্যকান্তের ও সার্দ্দীয় মণির তুল্য, আর সেই সিংহাসনের চারিদিকে মেঘধনুক, সেই সিংহাসন হইতে বিদ্যুৎ, রব ও মেঘগর্জ্জন বাহির হইতেছে। আর উপবিষ্ট ব্যক্তি তাঁহার হস্তে একখানি তীক্ষ্ণ কাস্তে লইয়া উচ্চ রবে চিৎকার করিয়া উঠিলেন 'আপনারা কাস্তে চালান, শস্য ছেদন করুন; কারণ শস্যছেদনের সময় আসিয়াছে; কেননা পৃথিবীর শস্য শুকাইয়া গেল।' তাহাতে যিনি মেঘের ওপর বসিয়া আছেন, তিনি আপন কাস্তে পৃথিবীতে লাগাইলেন ও পৃথিবীর শস্যছেদন করা হইল।

ঠিক সেই মুহূর্তে আমি উপলব্ধি করলাম কল্পদৃশ্যটি ঠিক সেই কথা বলছে যা মঠে ঘটে চলেছে, যা মঠাধ্যক্ষের স্বল্পবাক ওষ্ঠাধর থেকে জানা গেছে, এবং আমি যেসব অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলাম ঠিক সেকথাই যে সেই প্রবেশপথে বর্ণনা করা ছিল এই নিশ্চিত বিশ্বাসে পরবর্তী দিন ক'টিতে আমি যে কতবার সেই প্রবেশপথটির কথা ভেবেছি! এবং আমি জানতাম আমরা ওখানে পৌঁছেছিলাম একটা বিশাল আর স্বর্গীয় গণহত্যার সাক্ষী হওয়ার জন্য।

কেঁপে উঠলাম আমি, যেন অতি ঠান্ডা শীতবৃষ্টিতে সিক্ত হয়েছি আমি। আর তারপর আরো একটা কণ্ঠ শুনতে পেলাম আমি, তবে এবার সেটি এসেছে আমার পেছন থেকে, এবং গলাটা অন্যরকম, কারণ আওয়াজটা এসেছে মর্ত্যভূমি থেকেই, আমার দেখা কল্পদৃশ্যের সেই চোখ-ধাঁধানো মর্মস্থল থেকে নয়; সত্যি বলতে কি, এই আওয়াজটি সেই কল্পদৃশ্যটিকে চূর্ণবিচূর্ণ ক'রে দিলো, কারণ, আমি ঘুরে দাঁড়াতে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমার মতোই ধ্যানমগ্ন উইলিয়ামও ঘুরে দাঁড়ালেন (আবারও তাঁর উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠলাম আমি)।

আমাদের পেছনের প্রাণীটি দৃশ্যত এক সন্ন্যাসীই বটে, যদিও তার ছেঁড়া আর নোংরা পোশাক দেখে তাকে ভবঘুরে বলেই বোধ হলো আর তার মুখটা ছিল স্তম্ভশীর্ষগুলোতে এইমাত্র আমার দেখা দানবগুলোর মতো। আমার সারা জীবনে কোনোদিন শয়তানকে নিজের চোখের সামনে দেখিনি আমি, যদিও আমার অনেক ব্রাদারই তাকে দেখেছে; তবে আমার বিশ্বাস, কোনো দিন যদি সে আমার সামনে হাজির হতো, তাহলে সেই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে কথোপকথনে রত হওয়া লোকটির চেহারাই থাকত তার, যেহেতু মানুষের রূপ ধরবে বলে ঠিক করলেও নিজের প্রকৃতি পুরোপুরি লুকিয়ে ফেলতে ঐশ্বরিক বিধান তাকে বাধা দিত। তার মাথাটা কেশশূন্য, প্রায়শ্চিত্তের জন্য মুড়ে ফেলা হয়নি, বরং তা থকথকে একযিমা রোগের অতীত ক্রিয়ার ফল; ভুরু এত ঝুলে পড়েছে যে তার মাথায় চুল থাকলে তার (পুরু এবং লোমশ) ভ্রুপল্লবের সঙ্গে মিশে যেত; ক্ষুদে অস্থির মণিসহ চোখ দুটো গোল গোল, যদিও দৃষ্টিটা সরল নাকি বিদ্বেষপূর্ণ তা বোঝা গেল না; সম্ভবত, ভিন্ন ভিন্ন মেজাজে, দুটোই খেলে যায় সেখানে। নাকটাকে নাক বলা যায় না, কারণ ওটা স্রেফ দুই চোখের

BanglaBook.org

মাঝখানে শুরু হওয়া একটা হাড়, কিন্তু মুখ থেকে উঠে সেটা সঙ্গে সঙ্গেই ব'সে গেছে, তাতে সেটা দুটো অন্ধকার গহ্বরে, ঘন রোমে ভরা চওড়া দুটো নাসারন্ধ্রে রূপান্তরিত হয়েছে। একটা ক্ষতচিহ্নের মাধ্যমে নাকের সঙ্গে যুক্ত হওয়া মুখটা চওড়া এবং এবড়োখেবড়ো, বামের চেয়ে ডানের দিকেই বেশি প্রসারিত, আর অস্তিত্বহীন ওষ্ঠ এবং বেশ সুস্পষ্ট ও মাংসল অধরের মাঝখান থেকে বেরিয়ে আছে, অসমান ছাঁদে, কালো, কুকুরের দাঁতের মতো ধারালো দাঁত।

হাসল লোকটা (অন্তত আমার সে-রকমই মনে হলো), তারপরে, যেন সতর্ক ক'রে দিচ্ছে এমনি ভঙ্গিতে একটা আঙুল তুলে ব'লে উঠল :

'Penitenziagite (পেনিটেনযিয়াজিতে)![৫১] যে draco তোমার আত্মাকে in futurum কুরে কুরে খাবে সেটা থেকে সাবধান! মৃত্যু supr nos!... প্রার্থনা করো যেন Santo Pater এসে es liberer nos malo আর আমাদের সব পাপ! হ্যাঁ! হ্যাঁ! পছন্দ হয়েছে বুঝি এই negromanzia de Domini Nostri Jesu Christi! Et anco jois m'es dols e plazer m'es dolors! Cave el diabolo! Semper ওঁৎ পেতে আছে আমার জন্য কোনো এক angulum-এ, আমার গোড়ালিতে থাবা মারার জন্য। কিন্তু সালভাতোরে কি আর বুদ্ধু! Bonum monasterium আর aqui refectorium আর প্রার্থনা করো Dominium nostrum-এর কাছে। আর বাকিটা merda-র যোগ্য নয়। আমেন। ঠিক বলেছি না?'

এই কাহিনী যখন সামনের দিকে আরো এগোবে, এই প্রাণীটির কথা আমাকে আবারও, বেশ বিশদ ক'রেই বলতে হবে, তুলে ধরতে হবে তার কথাবার্তা। স্বীকার করছি, কাজটা খুব কঠিন ব'লে মনে হচ্ছে আমার কাছে, কারণ, তখন যেরকম কিছুতেই বুঝতে পারিনি, এখনো বলতে পারছি না সে কোন ভাষায় কথা বলছিল। যে-ভাষায় মঠের বিদ্বান লোকজন মনের ভাব প্রকাশ করতেন সেই লাতিন নয় ভাষাটা, ওসব অঞ্চলের কোনো প্রাকৃত ভাষাও নয়, নয় আমার শোনা কোনো ভাষা। আমার ধারণা, লোকটার আমার শোনা প্রথম কথাগুলোর যে বর্ণনা এই মুহূর্তে দিলাম (যতটা স্মরণে আছে) তার মাধ্যমে ওর ভাষার একটা আবছা ধারণা আমি দিতে পেরেছি। লোকটার দুঃসাহসিক জীবন, আর কোথাও শেকড় না-গেড়ে বিচিত্র যেসব জায়গাতে সে নানান সময়ে বাস করছে সেসব কথা পরে জানতে পেরে আমি বুঝতে পেরেছিলাম, সালভাতোরে কথা বলত সব ভাষাতেই, অথচ কোনো ভাষাতেই না। কিংবা বলা যায়, নিজে সে এমন একটা ভাষা আবিষ্কার ক'রে নিয়েছিল যে-ভাষার মধ্যে ছিল সে যেসব ভাষার সংস্পর্শে এসেছিল তার সবগুলোরই প্রশীতন্তু – ওদিকে, একবার আমার মনে হয়েছিল, ওর ভাষাটা দুনিয়ার উৎপত্তি থেকে ব্যাবেল-এর সুউচ্চ ভবনের ঘটনা পর্যন্ত একটা ভাষার সঙ্গে সম্পর্কিত সুখী মানবজাতি যে আদমীয় ভাষা ব্যবহার করেছে অথবা মানবজাতির বিভক্তির সেই শোচনীয় ঘটনার পরে যেসব ভাষার উৎপত্তি হয়েছে সেসবের কোনোটিই নয়, বরং ঐশ্বরিক শাস্তির পরে প্রথম দিনের ঠিক সেই কোলাহলপূর্ণ অর্থহীন ভাষা, সেই আদিম বিভ্রান্তির ভাষা। এদিকে আবার সালভাতোরের কথাকে কোনো ভাষাও বলতে পারি না আমি, কারণ মানুষের সব ভাষারই কিছু নিয়মকানুন রয়েছে, এবং প্রতিটি শব্দই ad placitum[৫২] একটা জিনিসকে বোঝাবে, একটি অপরিবর্তনীয় রীতি অনুযায়ী, কারণ মানুষ কুকুরকে একবার

BanglaBook.org

কুকুর আরেকবার বিড়াল বলতে পারে না, বা এমন কোনো ধ্বনি উচ্চারণ করতে পারে না যে-ধ্বনির বিপরীতে সচেতন মানুষ কোনো অর্থ সুনির্দিষ্ট করেনি, এই যেমন হঠাৎ যদি কেউ 'ব্লিতিরি' শব্দটা উচ্চারণ ক'রে ওঠে তখন যেমনটি ঘটবে। কিন্তু তার পরও, কোনো না কোনোভাবে, সালভাতোরে কী বলতে চেয়েছে সেটা কিন্তু আমি বুঝেছিলাম, যেমনটা অন্য সবাই-ই বুঝেছিল। আর সেটাই প্রমাণ করে যে সে একটা নয় বরং সব ভাষাতেই কথা বলত, যদিও কোনোটাই শুদ্ধভাবে নয়, কখনো একটা কখনো আরেকটা থেকে শব্দ নিয়ে। পরে আমি এটাও খেয়াল করি যে, প্রথমে হয়ত সে লাতিনে কোনো একটা কিছুর কথা বলল, তারপর সেটারই কথা বলবে সে প্রোভাঁস-এ এবং আমি বুঝতে পারলাম, সে কিন্তু নিজের বাক্যগুলো উদ্ভাবন করছে না বরং বর্তমানে পরিস্থিতি আর সে যা বলতে চায় সেই অনুসারে অন্যান্য বাক্যের disiecta membra[৫৩] ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে খণ্ডাংশ ব্যবহার করছে, যা সে অতীতে কোনো এক সময় শুনেছিল, এই যেমন, খাবারের কথা বলতে গেলে যাদের সঙ্গে সে একসময় সেই খাবার খেয়েছিল কেবল তাদের কথা বা ভাষার সাহায্যেই তা বলতে পারত, এবং নিজের আনন্দের প্রকাশ ঘটাতে পারত কেবল সেই সব বাক্য দিয়ে যা সে আনন্দিত লোকজনকে বলতে শুনেছিল যখন সে নিজেও একই রকম আনন্দের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল। ওর ভাষাটা ছিল অনেকটা ওর মুখের মতো, যা কিনা অন্য সব লোকের মুখ থেকে তুলে নিয়ে টুকরো টুকরো অংশ বসিয়ে দিয়ে তৈরি-করা, বা কোনো পবিত্র মানুষের দেহাবশেষ ধারণকারী দামি পাত্রের মতো, অন্যান্য পবিত্র বস্তুর ভাঙা টুকরো জোড়া দিয়ে বানানো – যেসব পাত্র আমি অনেক দেখেছি (sic licet magnis componere parva,[৫৪] অবশ্য যদি ঐশ্বরিক বস্তুর সঙ্গে নারকীয় বিষয়ের তুলনা করার এক্তিয়ার আমার থেকে থাকে)। সেই মুহূর্তে, অর্থাৎ তার সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাতের সময়, তার মুখ আর তার কথা বলার ধরন দেখে সালভাতোরেকে প্রবেশদ্বারের নীচে দেখা লোমশ আর খুরবিশিষ্ট সংকর প্রাণীগুলোর চাইতে আলাদা প্রাণী বলে কিছু মনে হয়নি। পরে আমি উপলব্ধি করি লোকটা সম্ভবত মজার, মনটা ভালো এবং আরো পরে...না, গল্পের আগে দৌড়ালে চলবে না আমাদের – বিশেষ ক'রে যখন লোকটা কথা বলার পর উইলিয়াম বেশ কৌতূহলের সঙ্গে তাকে জেরা করলেন।

'তুমি পেনিটেনযিয়াজিতে কথাটা বললে কেন?'

সালভাতোরে জবাবে বলে উঠল, 'Domine frate magnificentissimo Jesus venturus est আর les mommes penitenzia[৫৫] করতেই হবে। ঠিক না?'

কঠোর দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন উইলিয়াম। 'তুমি কি মাইনরাইটদের কোনো কনভেন্ট থেকে এসেছ এখানে?'

'Non comprends[৫৬]'

'আমি জিগ্যেস করছি তুমি সন্ত ফ্রান্সিস-এর ফ্রায়ারদের সঙ্গে ছিলে কি না; জানতে চাইছি তথাকথিত অ্যাপসলদের তুমি চিনতে কি না...।'

সালভাতোরের মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেল, কিংবা বলা যায়, তার রোদে পোড়া বুনো মুখটা ধূসর

BanglaBook.org

হয়ে গেল। বেশ খানিকটা মাথা ঝুঁকিয়ে উইলিয়ামকে সম্মান জানাল সে, তারপর তার আধখোলা ঠোঁট জোড়ার ফাঁক দিয়ে 'vade retro'[৫৭] কথাটা উচ্চারণ ক'রে পরম ভক্তিভরে নিজের গায়ে ক্রুশ আঁকল, তারপর একটু পরপর পেছন দিকে তাকাতে তাকাতে পিঠটান দিলো।

'আপনি ওকে কী জিগ্যেস করলেন?' উইলিয়ামকে শুধোলাম আমি।

উইলিয়াম কিছুক্ষণের জন্য চিন্তামগ্ন রইলেন। 'ও কিছু না। পরে বলব তোমাকে। এখন চলো, ভেতরে যাওয়া যাক। উবার্তিনোকে দরকার আমার।'

ষষ্ঠ ঘণ্টার অব্যবহিত পর তখন। পাণ্ডুর সূর্যালোকটা পশ্চিম দিক থেকে আসছে, ফলে গীর্জার ভেতরে ঢুকছে সেটা একেবারে অল্প কিছু সংকীর্ণ জানালা গলে। সূক্ষ্ম একফালি আলো তখনো প্রধান বেদীটা ছুঁয়ে আছে, সেটার সামনের অংশ সোনালী দীপ্তিতে জ্বলজ্বল করছে। পাশের নেইভগুলো ডুবে আছে আঁধারে।

বেদীর সামনে, শেষ চ্যাপেলটার কাছে, বাম নেইভটাতে কৃশতর একটা স্তম্ভ দাঁড়িয়ে। তার ওপর মেরীমাতার একটা পাথুরে মূর্তি বসানো, আধুনিক ধরনে খোদাই-করা সেটা, মুখে অমলিন একটা হাসি। পেটটা সুস্পষ্ট, পরনে ছোটো একটা বডিসসহ সুন্দর পোশাক, বাহুতে একটি শিশু। মেরীমাতার মূর্তির পাদদেশে, প্রার্থনারত, প্রায় ভূমিশায়িত হয়ে আছে ক্লুনিয়াক সম্প্রদায়ের পোশাক পরা এক ব্যক্তি।

আমরা এগিয়ে গেলাম। আমাদের পায়ের আওয়াজ পেয়ে মাথা তুললেন লোকটি। বৃদ্ধ, টাকমাথা, মুখটায় দাড়িগোঁফের চিহ্ন নেই, বড়ো বড়ো পাণ্ডুর-নীল চোখ, পাতলা লালমুখ, গায়ের রং সাদা, দুধে সংরক্ষিত মমির মতো একটা হাড়সর্বস্ব খুলির সঙ্গে চামড়া সেঁটে আছে। অকালমৃত্যুর ফলে শুকিয়ে যাওয়া এক কুমারীর মতো মনে হলো মানুষটিকে। প্রথমে উদ্‌ভ্রান্তের মতো একটা দৃষ্টি নিয়ে আমাদের দিকে তাকালেন তিনি, যেন একটা তুরীয় আনন্দময় দৃশ্য উপভোগের মাঝপথে বাগড়া দিয়েছি আমরা; তারপর তার মুখটা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'উইলিয়াম!' উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে তিনি বলে উঠলেন। 'প্রিয়তম ভাই আমার!' একটু কষ্ট ক'রেই উঠে দাঁড়ালেন তিনি। তারপর আমার গুরুর দিকে এগিয়ে এলেন, তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন, তাঁর মুখে চুমো খেলেন। 'উইলিয়াম!' তিনি আবারও বলে উঠলেন, তাঁর চোখ জলে ভিজে এলো। 'কতদিন পর! কিন্তু তার পরও চিনতে পারছি আমি তোমাকে! কত দীর্ঘ সময়, কত কিছুই-না ঘটে গেল এর মধ্যে। কত পরীক্ষার মধ্যেই-না ফেললেন প্রভু!' কাঁদতে থাকলেন তিনি। উইলিয়ামও তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন, স্পষ্টতই তিনি ভীষণভাবে আলোড়িত বোধ করছেন। আমরা এখন কাসালির উবার্তিনো সন্নিধানে।

এরই মধ্যে অনেক কথা শুনেছি আমি তাঁর সম্পর্কে, ইতালিতে আসার আগেই, আরো বেশি ক'রে শুনেছি রাজদরবারের ফ্রান্সিসকানদের সঙ্গে মিশতে গিয়ে। কেউ একজন আমাকে বলেছিল যে, সে-সময়কার সবচেয়ে বড়ো কবি ফ্লোরেন্সের দান্তে আলেগিরি, যিনি মাত্র কয়েক বছর হলো মারা গেছেন, একটা কবিতা লিখেছিলেন (অবশ্য প্রাকৃত তাসকান ভাষায় লেখা বলে সেটা আমি

Banglabook.org

পড়তে পারিনি) যেটার অনেক পঙ্‌ক্তিই উবার্তিনোর *Arbor vitae crucifixae*[৫৮]-এর কয়েকটি স্তবকের সার-সংক্ষেপ ছাড়া আর কিছুই নয়। এটাই যে বিখ্যাত লোকটির একমাত্র মাহাত্ম্য তা নয়। তবে আমার পাঠক যাতে এই সাক্ষাতের গুরুত্ব আরো ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারেন সেজন্য আমাকে সেসব বছরের ঘটনাবলির একটা বর্ণনা দেবার চেষ্টা করতেই হচ্ছে, যতটুকু আমি মধ্য ইতালিতে আমার ক্ষণিকের বাস আর আমাদের ভ্রমণের সময় বিভিন্ন মঠাধ্যক্ষ এবং সন্ন্যাসীর সঙ্গে উইলিয়ামের অসংখ্য কথোপকথন থেকে বুঝতে পেরেছিলাম।

এসব ব্যাপার-স্যাপার যতটুকু বুঝতে পেরেছিলাম তা বলার চেষ্টা করছি, যদিও ঠিক নিশ্চিত নই সেসব আমি ঠিকমতো ব্যাখ্যা করতে পারব কি না। মেল্ক-এ আমার প্রভুরা আমাকে প্রায়ই বলতেন ইতালির ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক উত্থান-পতন পরিষ্কারভাবে বুঝে উঠতে পারা একজন উত্তরাঞ্চলবাসীর পক্ষে খুবই কঠিন।

উপদ্বীপটিতে, যেখানে যাজক সম্প্রদায়ের ক্ষমতা অন্য যে-কোনো দেশের চাইতে অনেক বেশি সুস্পষ্ট এবং যেখানে যাজকেরা তাদের ক্ষমতা এবং সম্পদের একটা প্রদর্শনীতে মেতে ওঠে, সেখানে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র জীবনে উৎসাহী লোকজন দুর্নীতিপরায়ণ যাজকদের বিরুদ্ধে অন্তত দু'শ বছরের জন্য আন্দোলন গড়ে তুলেছিল এবং তাদের কাছ থেকে তারা স্যাক্রামেন্ট নেয়া পর্যন্ত বন্ধ ক'রে দিয়েছিল। বিভিন্ন স্বাধীন সম্প্রদায় গড়ে তুলেছিল তারা, এবং সামন্ত প্রভু, সম্রাট এবং নগর ম্যাজিস্ট্রেটরাও তাদেরকে একই রকম ঘৃণার চোখে দেখত।

দারিদ্র্যের প্রতি ভালোবাসার বাণী প্রচার করতে অবশেষে সন্ত ফ্রান্সিস আবির্ভূত হলেন, এবং তাঁর বাণী ছিল গীর্জার কথার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ, এবং তাঁরই প্রচেষ্টার সূত্র ধ'রে গীর্জা কঠোর জীবনাচরণের প্রতি সেসব পুরোনো আন্দোলনের আহ্বানকে স্বীকৃতি দিল এবং সেসবের মধ্যে ওঁৎ পেতে থাকা বিঘ্ন সৃষ্টিকারী উপাদান দূর ক'রে তা পরিশুদ্ধ করল। এরপরে নম্রতার, পবিত্রতার একটা সময় আসার কথা ছিল, কিন্তু কলেবর বৃদ্ধি পেয়ে ফ্রান্সিসকান সম্প্রদায় সর্বোত্তম মানুষগুলোকে আকৃষ্ট করাতে একসময় সেটা প্রবল শক্তিশালী হয়ে উঠল, বড্ড বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়ল জাগতিক ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে, ফলে অনেক ফ্রান্সিসকানই সম্প্রদায়টিকে সেটার আগের বিশুদ্ধ অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে চাইল। আমি যখন সেই মঠে অবস্থান করছি সে-সময়ে যে-সম্প্রদায়ের সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে থাকা সদস্যসংখ্যা ত্রিশ সহস্রাধিক সে-সম্প্রদায়ের জন্য কাজটা বড়োই কঠিন। কিন্তু তা-ই ঘটল এবং সম্প্রদায়টি যে 'বিধি'-র জন্ম দিয়েছিল সন্ত ফ্রান্সিসের অনেক সন্ন্যাসী সেই 'বিধি'-র বিরুদ্ধাচারণ করল, এবং তারা বলল সম্প্রদায়টি এরই মধ্যে সেই সব যাজকীয় প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্যাবলি অর্জন করেছে যেসব প্রতিষ্ঠানের সংস্কার সাধনের জন্যই সেটার জন্ম হয়েছিল। তারা এ-ও বলল, সন্ত ফ্রান্সিস জীবিত থাকাকালীনই এমনটি ঘটেছিল, এবং তাঁর শিক্ষা ও লক্ষ্য ব্যর্থ হয়েছিল। তাদের অনেকেই সে-সময়ে নতুন ক'রে একটি বই আবিষ্কার করল যেটা জোয়াকিম নামের এক সিস্টার্সীয় সন্ন্যাসী আমাদের যুগের দ্বাদশ শতকে লিখেছিলেন, এবং তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতা ছিল ব'লে লোকে ভাবত। আর সত্যি সত্যিই তিনি এক নতুন যুগের আবির্ভাবের বিষয় আগেভাগেই দেখতে পেয়েছিলেন, যে-যুগে যীশুর মহিমা জগতে

পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে, যে-মহিমা তাঁর নকল অ্যাপসলদের কাজের ফলে অনেক আগেই খর্ব হয়ে গিয়েছিল। আর তিনি ভবিষ্যতের কিছু ঘটনা এমনভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে সবার কাছেই এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে নিজের অজান্তেই তিনি ফ্রান্সিসকান সম্প্রদায়ের কথা বলছিলেন। কাজেই অনেক ফ্রান্সিসকানই বেজায় খুশী হয়ে উঠেছিল, মনে হয় বাড়াবাড়ি রকমেরই, কারণ তখন, শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে, সরবোন-এর পণ্ডিতরা মঠাধ্যক্ষ জোয়াকিমের শিক্ষার নিন্দা জানিয়েছিলেন। দৃশ্যত, কাজটা তাঁরা এজন্য করেছিলেন যে ফ্রান্সিসকানরা (এবং ডমিনিকানরা) প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিমাত্রায় শক্তিশালী অতিমাত্রায় জ্ঞানী হয়ে উঠছিল, এবং সরবোনের সেই পণ্ডিতকুল হেরেটিক বা ধর্মদ্বেষী আখ্যা দিয়ে তাদেরকে নিকেশ ক'রে দিতে চাইছিলেন। কিন্তু চক্রান্তটা সফল হয়নি, তাতে ভালোই হয়েছিল গীর্জার জন্য এবং গির্জা তখন টমাস অ্যাকুইনাস আর ব্যাগনেরেজিওর বোনাভেনতুরা[৫৯] – যাঁরা নিশ্চিতভাবেই ধর্মদ্বেষী নন – তাঁদের রচনাবলি প্রচারের অনুমতি দিলো। তারই ফলে এটা বোঝা গেল যে প্যারিসেও ধারণাগত একটা বিভ্রান্তি ছিল বা এমন কেউ ছিল যে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সেসব ধারণাগুলো সম্পর্কে একটা বিভ্রান্তি তৈরি করতে চেয়েছিল। আর হেরেসি বা ধর্মদ্বেষী মত খৃষ্টধর্মাবলম্বী লোকজনের ওপর ঠিক সেই মন্দ প্রভাবটিই ফেলে; মতাদর্শগত দ্বন্দ্বে ফেলে দেয় তাদের, আর সবাইকে ইনকুইযিটর হওয়ার জন্য উসকে দেয়, যাতে তারা ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি করতে পারে। কারণ মঠে তখন আমি যা দেখেছি (এবং এখন যার বর্ণনা দিতে যাচ্ছি) তাতে আমার এটা ভেবে নেয়ার কারণ রয়েছে যে প্রায় সময়েই ইনকুইযিটররাই হেরেটিক বা ধর্মদ্বেষী সৃষ্টি করে এবং সেটা যে কেবল এই অর্থে যে যেখানে কোনো ধর্মদ্বেষীর অস্তিত্ব নেই সেখানেও তারা ধর্মদ্বেষীদের কল্পনা করে নেয় তা নয়, বরং ইনকুইযিটররা ধর্মদ্বেষমূলক পচন এমন প্রবলভাবে দমন করে যে অনেকেই বিচারকের প্রতি আক্রোশবশত সেই পচনের অংশীদার হয়। সত্যি বলতে কি, এই দুষ্টচক্রটা শয়তানের ফন্দি। ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করুন।

কিন্তু আমি বলছিলাম জোয়াকিমাইটদের ধর্মদ্বেষিতার কথা (অবশ্য সে-রকম যদি কিছু থেকে থাকে)। আর তাসকেনিতে ছিলেন এক ফ্রান্সিসকান বোর্জো সান ডনিনোর জেরার্ড, জোয়াকিমের ভবিষ্যদ্বাণীর পুনরাবৃত্তি ক'রে মাইনরাইটদের ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছিলেন তিনি। ফলে, তাদের মধ্যে 'সাবেক রীতি'র একদল সমর্থক তৈরি হলো, সম্প্রদায়টি পুনর্গঠনে মহান বোনাভেনতুরার প্রচেষ্টার বিরোধিতা করল তারা – সেই বোনাভেনতুরা যিনি সম্প্রদায়টি জেনারেল হয়েছিলেন। ফ্রান্সিসকানদেরকে যে-শত্রুরা একেবারে নিকেশ ক'রে দিতে চেয়েছিল তাদের হাত থেকে গত শতকের শেষ তিরিশ বছর ধ'রে লিঅনস-এর কাউন্সিল সম্প্রদায়টিকে রক্ষা ক'রে আসছিল, এবং সম্প্রদায়টির হাতে যেসব সম্পত্তি ছিল তার সবকিছুরই মালিকানা বজায় রাখার অনুমতি দিয়েছিল কাউন্সিল (যা কিনা প্রাচীনতম সম্প্রদায়গুলোর জন্য এরই মধ্যে অতীত হয়ে গিয়েছিল)। কিন্তু 'মার্চেস'-এর কিছু কিছু সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ক'রে বসল, কারণ তারা বিশ্বাস করত সেই 'বিধি'-র মর্মবস্তুর সঙ্গেই চরম বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে, কারণ, ফ্রান্সিসকানদের নিজেদের বলতে কোনো কিছুই থাকা চলবে না, না ব্যক্তিগতভাবে, না কনভেন্ট হিসেবে, না একটি সম্প্রদায় হিসেবে। এই বিদ্রোহীদেরকে সারা জীবনের জন্য কয়েদ ক'রে রাখা হলো। আমার মনে হয় না যে তারা গসপেল-বিরোধী কোনো কিছু প্রচার করছিল, কিন্তু প্রশ্নটি যখন জাগতিক বস্তু করায়ত্ত করার তখন

BanglaBook.org

মানুষের পক্ষে সঠিকভাবে বিচার-বিবেচনা প্রয়োগ করা কঠিন হয়ে পড়ে। আমাকে বলা হয়েছিল যে বেশ কিছু বছর পর, সম্প্রদায়ের নতুন জেনারেল রেমন্ড গাউফ্রেদি আনকোনা অঞ্চলে এসব বন্দির দেখা পেয়েছিলেন এবং তিনি তাদেরকে মুক্ত ক'রে দেয়ার পর বলেছিলেন 'ঈশ্বরের কৃপায় আমাদের সবাই আর পুরো সম্প্রদায়টিই যদি এমন পাপে কলঙ্কিত হতো!' ধর্মদ্বেষীরা যা বলে তা যে সত্য নয় এবং গীর্জায় যে এখনো মহৎপ্রাণ লোক রয়েছে এটা তারই একটা নিদর্শন।

এই সব মুক্ত বন্দির মধ্যে অ্যাঞ্জেলাস ক্ল্যারেনাস বলে একজন ছিলেন, তাঁর সঙ্গে পরে দেখা হয়েছিল প্রোভেন্স থেকে আসা এক সন্ন্যাসী পিয়ের ওলিউ-র, যিনি জোয়াকিমের ভবিষ্যদ্বাণীগুলো প্রচার করছিলেন এবং তারপর তার সঙ্গে কাসলির উবার্তিনোর দেখা হয়, আর এভাবেই স্পিরিচুয়ালদের[৬০] আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটেছিল। সেই সময়ে পোপের সিংহাসনে মারোনের পিটার নামে এক পুতঃপবিত্র সন্ন্যাসীর অধিষ্ঠান ঘটে; পঞ্চম সেলেস্তিন নামে শাসন করেছিলেন তিনি। স্পিরিচুয়ালরা পরম স্বস্তি নিয়ে স্বাগত জানিয়েছিল তাঁকে। বলা হয়েছিল, 'এক সন্ত আবির্ভূত হবেন এবং তিনি খৃষ্টের শিক্ষা অনুযায়ী কাজ করবেন এবং দেবেদূতোপম জীবন যাপন করবেন তিনি দুর্নীতিপরায়ণ যাজকেরা, হুঁশিয়ার।' হতে পারে সেলেস্তিনের জীবন ছিল অতিমাত্রায় দেবদূতোপম অথবা হয়ত তার আশপাশের যাজকরা খুবই দুর্নীতিগ্রস্ত ছিল, অথবা তিনি হয়ত সম্রাট এবং ইউরোপের অন্যান্য রাজার সঙ্গে নিরন্তর দ্বন্দ্বের পীড়ন সহ্য করতে পারছিলেন না। তা সে যা-ই হোক না কেন, ঘটনা হচ্ছে সেলেস্তিন তাঁর সিংহাসন পরিত্যাগ করলেন এবং একটি আশ্রমে গিয়ে ঠাঁই নিলেন। কিন্তু তাঁর সেই সংক্ষিপ্ত শাসনামলেই, যা কিনা ছিল এক বছরেরও কম, স্পিরিচুয়ালদের সব আশা পূর্ণ হলো। তারা সেলেস্তিনের কাছে গিয়েছিল এবং তিনি তাদের সঙ্গে মিলে fratres et pauperes heremitae domini Celestini[৬১] নামক একটি সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করলেন। অন্যদিকে পোপের যখন রোমের সবচাইতে শক্তিশালী কার্ডিনালদের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করার কথা, তখন কোলোনা আর অরসিনি নামে দু'জন লোক গোপনে নব্য দারিদ্র্য আন্দোলনকে সমর্থন জানাল; সামর্থ্যবান মানুষ, যারা বিপুল বৈভব আর বিলাসের মধ্যে জীবন যাপন করে, তাদের পক্ষে এমন একটি পথ বেছে নেয়া সত্যিই অদ্ভুত; এবং আমি কখনোই বুঝতে পারিনি যে তাঁরা কি নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য স্পিরিচুয়ালদের মাথায় কাঁঠাল ভাঙছিলেন নাকি তাঁদের মনে হয়েছিল যে স্পিরিচুয়ালদের প্রবণতাকে সমর্থন জানানোর মধ্যে দিয়ে তাঁরা তাদের ভোগ-বিলাসের জীবনকে একটি যৌক্তিকতা দান করছেন। ইতালীয় হালচালের যৎসামান্য আমি যা বুঝি তাতে সম্ভবত দুটোই সত্য। উদাহরণস্বরূপ, যখন স্পিরিচুয়ালদের মধ্যে সবচেয়ে শ্রদ্ধাভাজন হিসেবে পরিণত হয়ে উবার্তিনো ধর্মদ্বেষী হিসেবে অভিযুক্ত হওয়ার ঝুঁকির মুখোমুখি তখন কার্ডিনাল অরসিনি উবার্তিনোকে চ্যাপলেন হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। তারপর খোদ কার্ডিনালই অ্যাভিনিয়নে উবার্তিনোকে রক্ষা করেছিলেন।

সে যা-ই হোক, এসব ক্ষেত্রে সচরাচর যা ঘটে, একদিকে অ্যাঞ্জেলাস আর উবার্তিনো ধর্মমত অনুযায়ী প্রচার চালিয়ে গেলেন, আর অন্যদিকে দলে দলে সাধারণ জনতা তাঁদের সেই বাণী সত্য ব'লে গ্রহণ ক'রে সারা দেশে, সব বিধিনিষেধের গণ্ডির ওপারে, ছড়িয়ে দিলো। কাজেই ইতালি এই

BanglaBook.org

ফ্রাতিচেল্লী (Fraticelli) বা দরিদ্র জীবনের পাদ্রীদের দ্বারা আক্রান্ত হলো, যাদেরকে তারা বিপজ্জনক ব'লে মনে করত। এই পর্যায়ে, কারা যে স্পিরিচুয়ালদের প্রভু, যারা যাজকীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখত, আর কারা তাদের নগণ্য অনুসারী, যারা তখন সম্প্রদায়ের বাইরের বাসিন্দা, ভিক্ষা ক'রে বেড়াচ্ছে আর কায়িক শ্রম দ্বারা উপার্জিত অর্থ দিয়ে দিন গুজরান করছে, কোনো ধরনের সম্পত্তিই যাদের নেই, তা বোঝা দুষ্কর হতো। আর এই জনগোষ্ঠী নিজেদের নাম দিলো ফ্রাতিচেল্লি, অনেকটা ফরাসী বেগার্ডদের (Beghards)[৬২] মতো, যারা পিয়ের ওলিউ-র কাছ থেকে প্রেরণা লাভ করত। পঞ্চম সেলেস্তিনের পর পোপের পদে অধিষ্ঠিত হলেন অষ্টম বনিফেস এবং তিনি স্পিরিচুয়াল ও ফ্রাতিচেল্লিদের সম্পর্কে মোটের ওপর এক ধরনের নিস্পৃহতাই দেখালেন। অস্তগামী শতাব্দীর শেষ বছরগুলোর দিকে তিনি *Firma cautela*[৬৩] নামক একটা হুকুমনামা (bull) জারি করলেন, যেখানে একই সঙ্গে তিনি বিতোচি (Bizochi – পোপ বাইশতম জন ১৩১৭ খৃষ্টাব্দে তাঁর হুকুমনামায় ফ্রাতিচেল্লিদের এই নামেই অভিহিত করেছিলেন। অনুবাদক) আর খোদ স্পিরিচুয়ালদের মুণ্ডুপাত করলেন। এই বিতোচি-রা ভবঘুরে ভিক্ষুক সম্প্রদায়, যাদের অবস্থান ফ্রান্সিসকানদের একেবারে শেষ প্রান্তে, আর স্পিরিচুয়ালরা তখন সম্প্রদায় ত্যাগ ক'রে মঠ বা আশ্রমবাসী হয়েছে।

অষ্টম বনিফেসের মৃত্যুর পর স্পিরিচুয়ালরা তাঁর কিছু উত্তরাধিকারীর কাছ থেকে, তাঁদের মধ্যে পঞ্চম ক্লেমেন্ট অন্যতম, শান্তিপূর্ণভাবে সম্প্রদায় ত্যাগ করার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। আমার বিশ্বাস তাঁরা তাতে সফল হতেন, কিন্তু বাইশতম জনের আবির্ভাব তাঁদের সব আশা কেড়ে নিল। সিসিলিতে তখন অনেক সন্ন্যাসী আশ্রয় নিয়েছিল; ১৩১৬ খৃষ্টাব্দে পোপ নির্বাচিত হওয়ার পর দ্বাদশ জন সিসিলির রাজাকে তার রাজ্য হতে সেসব সন্ন্যাসীকে তাড়িয়ে দেয়ার অনুরোধ জানিয়ে পত্র পাঠালেন; এ ছাড়া তিনি অ্যাঞ্জেলাস ক্ল্যারেনাস আর প্রভেন্স-এর স্পিরিচুয়ালদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করলেন।

সবকিছু এত মসৃণভাবে চলতে পারে না এবং কিউরিয়া (curia – পোপের মন্ত্রণাসভা) এ-কাজে বাধা দিলো। উবার্তিনো আর ক্ল্যারেনাস সম্প্রদায় ত্যাগ করার অনুমতিলাভের ব্যবস্থা করতে পারলেন। প্রথমজনকে গ্রহণ করল বেনেডিক্টীয়রা, দ্বিতীয়জনকে সেলেস্তিনীয়রা। কিন্তু অন্য যারা তাদের স্বাধীন জীবনযাপন অব্যাহত রাখল তাদের প্রতি জন এতটুকু করুণা করলেন না। ইনকুইজিশনের মাধ্যমে তাদের ওপর তিনি নির্যাতন চালালেন এবং অনেককেই পুড়িয়ে মারা হলো।

তিনি উপলব্ধি করলেন যে, যারা খোদ গীর্জার কর্তৃত্বের জন্য হুমকিস্বরূপ সেই ফ্রাতিচেল্লির আগাছা উপড়ে ফেলতে হ'লে যে-বিশ্বাসের ওপর তারা দাঁড়িয়ে আছে সেই বিশ্বাসটিতে তাঁকে আঘাত হানতে হবে। তারা দাবি করত যীশু এবং তাঁর অ্যাপসলদের নিজের বলতে কোনো সম্পত্তিই ছিল না, ব্যক্তিগতভাবেও নয়, সম্মিলিতভাবেও নয় এবং পোপ এই ধারণাটিকে ধর্মদ্বেষী বলে নিন্দা জানালেন। পোপের এই অবস্থানটি কিন্তু খুবই আশ্চর্যজনক, কারণ যীশু যে দরিদ্র ছিলেন এই ধারণাটিকে পোপ কেন ধর্মভ্রষ্ট বলে মনে করলেন তার কোনো সুস্পষ্ট কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না; অথচ মাত্র এক বছর আগে, পেরুজিয়াতে ফ্রান্সিসকানদের এক সাধারণ সম্মেলনে পোপ কিন্তু

BanglaBook.org

এর বিরুদ্ধ মতটিকেও নিন্দা জানিয়েছিলেন। আগেই বলেছি, সম্রাটের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ওই সম্মেলনটি একটি বিশাল পরাজয়; এটাই হচ্ছে আসল কথা। কাজেই, অনেক ফ্রাতিচেল্লিকেই – যারা সাম্রাজ্য আর পেরুজিয়া সম্পর্কে কিছুই জানত না – পুড়িয়ে মারা হলো।

তো, কিংবদন্তীপ্রতিম উবার্তিনোর দিকে অনিমেষে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এসব চিন্তাই খেলে যাচ্ছিল আমার মাথায়; আমার গুরু আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিতে বৃদ্ধ তাঁর একটি উষ্ণ, প্রায় জ্বলন্ত হাত দিয়ে আমার গালটা আলতো ক'রে ছুঁলেন। পবিত্র মানুষটি সম্পর্কে অসংখ্য যেসব কথা শুনেছিলাম আর তাঁর লেখা *Arbor vitae crucifixae*-এর পাতায় আমি যা পড়েছিলাম তার অনেক কিছুরই মানে বুঝে গেলাম আমি সেই হাতের স্পর্শে; নিগূঢ় রহস্যময় যে-আগুন তাঁকে তাঁর যৌবনে গ্রাস করেছিল, যখন, প্যারিসে অধ্যয়নরত থাকলেও ধর্মতাত্ত্বিক ভাবনা-চিন্তা থেকে সরে এসেছিলেন তিনি এবং অনুতপ্ত মাগদালেন-এ (Magdalen) রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছেন ব'লে কল্পনা করেছিলেন নিজেকে, সেই আগুনের মানে আমি বুঝতে পারলাম; তারপর ফোলিনো-র সন্ত অ্যাঞ্জেলার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগেরও মানে বুঝতে পারলাম আমি, সেই সন্ত অ্যাঞ্জেলা যিনি মরমী জীবন আর ক্রুশের বন্দনায় তাঁকে দীক্ষিত করেছিলেন; বুঝলাম, কেন তাঁর ঊর্ধ্বতনরা তাঁর ধর্মপ্রচারের সুতীব্রতায় সন্ত্রস্ত হয়ে একদিন তাঁকে লা ভার্নায় অবসরে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

আমি গভীর মনোযোগের সঙ্গে মুখটি পর্যবেক্ষণ করলাম, সেটার বিভিন্ন অংশ সন্ত ব'লে ঘোষিত সেই নারীর মতন মিষ্টি যাঁর সঙ্গে তিনি উন্মত্তের মতো আধ্যাত্মিক ভাবনা-চিন্তা বিনিময় করেছেন। আমি টের পেলাম, তাঁর চোয়াল নিশ্চয়ই শক্ত হয়ে উঠেছিল যখন ১৩১১ খৃষ্টাব্দে ভিয়েনে কাউন্সিল[৬৪] *Exivi de paradiso*[৬৫] ডিক্রির মাধ্যমে স্পিরিচুয়ালদের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ ফ্রান্সিসকান ঊর্ধ্বতনদের পদচ্যুত করেছিল, যদিও স্পিরিচুয়ালদেরকে আহ্বান জানিয়েছিল সম্প্রদায়ের ভেতর শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে; এবং কৃচ্ছ্রসাধনের এই গুরু সেই ধূর্ত আপস মেনে নেননি, বরং সর্বোচ্চ কঠোরতার নীতি অবলম্বন ক'রে ভিন্ন একটি সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। এরপর মহান এই যোদ্ধা তাঁর যুদ্ধে হেরে যান, কারণ সেই সময়টায় দ্বাদশ জন পিয়ের ওলিউ-র অনুসারীদের বিরুদ্ধে একটা প্রবল যুদ্ধ চালাচ্ছিলেন (যাঁদের মধ্যে স্বয়ং উবার্তিনোকেও ধরা হচ্ছিল), এবং তিনি নারবোন ও বেযিয়ার্স-এর সন্ন্যাসীদের প্রবল নিন্দা করেছিলেন। কিন্তু পোপের বিরুদ্ধে নিজের বন্ধুর স্মৃতিকে রক্ষা করতে উবার্তিনো ইতস্তত করলেন না, এবং তাঁর পবিত্রতার কাছে পরাস্ত হওয়াতে জন তাঁর বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে সাহস পেলেন না (যদিও অন্যদের বেলাতে তিনি তা করেছিলেন)। সে সময়ে সত্যিই তিনি উবার্তিনোকে নিজের গা বাঁচাবার একটা উপায় বাতলে দিয়েছিলেন, প্রথমে তাঁকে নানা উপদেশ দিয়ে, আর তারপর তাঁকে ক্লুনীয় সম্প্রদায়ে প্রবেশের আদেশ দিয়ে। দৃশ্যত ভীষণভাবে নিরস্ত এবং ভঙ্গুর উবার্তিনো নিশ্চয়ই পোপের দরবারে পরিত্রাতা এবং বন্ধু জোটাবার ব্যাপারে কম যেতেন না এবং সত্যি বলতে কি, ফ্ল্যান্ডার্সের জেমব্লাশ মঠে যাবার জন্য রাজিই ছিলেন তিনি, কিন্তু আমার বিশ্বাস, তিনি ওখানে

BanglaBook.org

কখনোই যাননি, বরং অ্যাভিনিয়নেই রয়ে যান তিনি, কার্ডিনাল অরসিনি-র ছত্রচ্ছায়ায়, ফ্রান্সিসকানদের আদর্শ রক্ষা করার উদ্দেশ্যে।

সাম্প্রতিক সময়েই কেবল (এবং আমি যেসব গুজব শুনেছিলাম সেসব ছিল ভিত্তিহীন) তিনি দরবারে গুরুত্ব হারাতে শুরু করেন, অ্যাভিনিয়ন ত্যাগ করতে বাধ্য হন, এবং পোপ এই অদম্য মানুষটিকে তাড়া ক'রে ফেরেন এবং তিনি per mundum discurrit vagubundus[৬৬]। তারপর বলা হলো তাঁকে আর খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছে না। মাত্র সেদিন বিকেলেই উইলিয়াম আর মঠাধ্যক্ষের কথোপকথন থেকে জানতে পারলাম যে এই মঠেই তিনি লুকিয়ে আছেন। আর এখন তিনি আমার সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

তিনি বলে চলেছেন, 'জানো, উইলিয়াম, ওরা আমাকে মেরেই ফেলেছিল প্রায়। গভীর রাতে প্রাণ হাতে ক'রে পালাতে হয়েছিল আমাকে।'

'কে মারতে চেয়েছিল আপনাকে? জন?'

'না। জন কখনোই আমাকে খুব পছন্দ করত না ঠিকই, কিন্তু আমাকে সে বরাবরই শ্রদ্ধা ক'রে এসেছে। শত হলেও, বেনেডিক্টীয় সম্প্রদায়ে যোগ দিয়ে আমি যেন আমার শত্রুদের মুখ বন্ধ ক'রে দিই এই আদেশ আমাকে দিয়ে বিচার এড়াবার একটা প্রস্তাব দশ বছর আগে তো সে-ই দিয়েছিল আমায়। দীর্ঘদিন গজগজ করেছে ওরা, এই ব'লে বক্রোক্তি করেছে যে দারিদ্র্যের এত বড়ো একজন প্রবক্তা কিনা এমন ধনী একটি সম্প্রদায়ে যোগ দিয়ে কার্ডিনাল অরসিনির দরবারে বাস করছে। উইলিয়াম, জাগতিক জিনিসের ব্যাপারে আমার ঘৃণার কথা তো তোমার জানাই আছে! কিন্তু অ্যাভিনিয়নে থাকার এবং আমার ব্রাদারদের বাঁচানোর সেটাই ছিল পথ। পোপ অরসিনিকে ভয় পায়, আমার মাথার একটা চুলেরও ক্ষতি করত না সে। এই তো, তিন বছর আগে তার দূত হিসেবে অ্যারাগনের রাজার কাছে পাঠিয়েছিল সে আমাকে।'

'তাহলে কে মারতে চেয়েছিল আপনাকে?'

'ওরা সবাই। কিউরিয়া। দু'দুবার খুন করার চেষ্টা করেছে তারা আমাকে। তারা আমার মুখ বন্ধ করার চেষ্টা করেছিল। পাঁচ বছর আগে কী ঘটেছিল তুমি জানো। এর দু'বছর আগে নারবোন-এর বেগার্ডদেরকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় এবং বেরেঙ্গার তাল্লোনি নিজে একজন বিচারক হয়েও এই আদেশের বিরুদ্ধে পোপের কাছে আপীল করেন। কঠিন একটা সময় ছিল সেটা। জন এরই মধ্যে স্পিরিচুয়ালদের বিরুদ্ধে দুটো হুকুমনামা জারি করেছে, এমনকি চেযেনা-র মাইকেল পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়েছেন – ভালো কথা, কখন পৌঁছোচ্ছেন তিনি?'

'দু'দিনের মধ্যেই এসে পড়বেন তিনি।'

'মাইকেল...অনেক দিন তাঁর সঙ্গে দেখা নেই আমার। এবার তিনি এখানে আসছেন, আমরা কী চেয়েছিলাম সেটা তিনি বোঝেন, পেরুজিয়া সম্মেলনও জোর দিয়ে বলেছে যে আমরাই ঠিক। কিন্তু তখন, ১৩১৮-তে তিনি পোপের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন এবং তাঁর হাতে প্রোভাঁস-এর

BanglaBook.org

পাঁচজন অবাধ্য স্পিরিচুয়ালকে তুলে দিয়েছিলেন। পুড়িয়ে মারা হয়েছিল তাদের, উইলিয়াম...ওহ্ ভয়ংকর!' দু'হাতে নিজের মুখ ঢাকলেন তিনি।

'কিন্তু তাল্লোনির আপীলের পরে ঠিক কী ঘটেছিল?' উইলিয়াম শুধোলেন।

'জন বাধ্য হয়েছিল বিতর্কটা ফের চালু করতে, বুঝলে! কাজটা তাঁকে করতেই হয়েছিল, কারণ কিউরিয়াতেও এমন কিছু লোক ছিল যারা সংশয়াচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল, এমনকি কিউরিয়ার ফ্রান্সিসকানেরাও – ফ্যারিসি, ভণ্ড লোকজন সব, যাজকভাতার জন্য নিজেদের বিক্রি করতেও একপায়ে খাড়া, কিন্তু সংশয়াচ্ছন্ন। ঠিক এই সময়েই জন আমাকে দারিদ্র্য সম্পর্কে একটা স্মারকপত্র রচনা করতে বলে। চমৎকার একটা লেখা হয়েছিল সেটা, উইলিয়াম, ঈশ্বর আমার অহংকার ক্ষমা করুন...।'

'পড়েছি আমি সেটা। মাইকেল দেখিয়েছিলেন আমাকে।'

'এমনকি আমাদের মধ্যেও সন্দিহান লোক ছিল, অ্যাকুইটেইন-এর প্রভিন্‌শ্যাল, সান ভিতালির কার্ডিনাল, কাফ্‌ফা-র বিশপ...'

'একটা নির্বোধ,' উইলিয়াম বলে উঠলেন।

'তার আত্মা শান্তি পাক। দু'বছর আগে ঈশ্বর তাকে ডেকে নিয়েছেন।'

'ঈশ্বর অতটা করুণাময় নন। ওটা ছিল কনস্টান্টিনোপল থেকে আসা একটা ভুয়ো খবর। এখনো আছে সে আমাদের মধ্যে এবং আমাকে বলা হয়েছে প্রতিনিধিদলের মধ্যে সেও থাকবে ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করুন।'

'পেরুজিয়া সম্মেলনের প্রতি কিন্তু সহানুভূতি আছে তার,' উবার্তিনো বললেন।

'ঠিক তাই। সে হচ্ছে সেই জাতের লোক যারা সব সময় তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীর সেরা সমর্থক।'

উবার্তিনো বললেন, 'সত্যি বলতে কি, এমনকি তখনো সে খুব একটা কাজে লাগেনি এ-ব্যাপারে। তো, কোনো কিছুতেই কিছু হলো না, তবে ধারণাটিকে যে ধর্মদ্বেষী বলে আখ্যা দেয়া হলো না সেটাই বড়ো কথা। কাজেই অন্যরা আমাকে আর কখনোই ক্ষমা করল না। সব দিক থেকে চেষ্টা করেছে তারা আমার ক্ষতি করবার, বলেছে তিন বছর আগে লুই যখন জনকে ধর্মদ্বেষী ব'লে আখ্যা দিয়েছিল তখন আমি নাকি সাচসেনহাউসেন-এ ছিলাম। অথচ ওরা কিন্তু জানত আমি সে-বছরের জুলাইতে অরসিনি-র সঙ্গে অ্যাভিনিয়নে ছিলাম।...ওরা আবিষ্কার ক'রে বসল সম্রাটের ঘোষণার খানিকটা নাকি আমারই ধারণার প্রতিফলন। কী পাগলামি!'

উইলিয়াম বললেন, 'ততটা কিন্তু নয়। আমিই ওদেরকে ধারণাটা দিই, আপনার অ্যাভিনিয়ন ঘোষণা আর ওলিউ-র লেখা কিছু পাতা থেকে নিয়ে।'

আশ্চর্য এবং আনন্দিত, এই দুয়ের মাঝামাঝি একটা কণ্ঠে উবার্তিনো বলে উঠলেন, 'তুমি? কিন্তু তুমি তো আমার সঙ্গে একমত?'

BanglaBook.org

উইলিয়ামকে অপ্রস্তুত দেখাল। তিনি এড়িয়ে যাবার সুরে বললেন, 'সে-সময় সম্রাটের জন্য ওটাই ছিল সঠিক ধারণা।'

সন্দেহের দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকালেন উবার্তিনো। 'আহা, কিন্তু তুমি তো আর সত্যিই সেসব কথা বিশ্বাস করো না?'

উইলিয়াম বললেন, 'আপনি বলুন, আপনি কী ক'রে ওই কুকুরগুলোর কবল থেকে রক্ষা পেলেন।'

'সত্যি কুকুরই বটে, উইলিয়াম। পাগলা কুকুর। তুমি জানো, বোনাগ্রেতিয়ার সঙ্গেও বিরোধে জড়িয়ে পড়েছিলাম আমি?'

'কিন্তু বোনাগ্রেতিয়া তো আমাদের পক্ষে!'

'এখন তা-ই; তার সঙ্গে আমার দীর্ঘক্ষণ কথা হওয়ার পর। তারপরে সে কনভিন্সড্ হয় এবং *Ad conditorem canomum*[৬৭]-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। পোপ তখন তাকে এক বছরের জন্য কয়েদ করে রাখে।'

'আমি শুনেছি, এখন তিনি কিউরিয়াতে আমার এক বন্ধু ওকামের উইলিয়াম-এর খুব ঘনিষ্ঠ।'

'খুব সামান্যই চিনি আমি তাঁকে। পছন্দ করি না লোকটাকে। আকুলতাহীন এক মানুষ। মস্তিষ্কসর্বস্ব এক লোক, হৃদয়ের বালাই নেই।'

'তবে মাথাটা কিন্তু চমৎকার।'

'হবে হয়ত, কিন্তু সেটাই তাকে নরকে নিয়ে যাবে।'

'তাহলে ফের তাঁর সঙ্গে দেখা হবে আমার, আর তখন আমরা লজিক নিয়ে তর্ক জুড়ে দেবো।'

'থামো, উইলিয়াম,' গভীর স্নেহমাখা একটা হাসি হেসে উবার্তিনো বললেন। 'তুমি তোমাদের দার্শনিকদের চাইতে ভালো। কেবল যদি জিনিসটা চাইতে তুমি...'

'কী চাইতাম?'

'শেষ যেবার দেখা হয়েছিল তোমার সঙ্গে আমার, আম্‌ব্রিয়ায় – মনে আছে তোমার? – আমি তখন সবেমাত্র অসুখ থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছি সেই দুর্দান্ত নারীর বদান্যতায় – মন্টিফাল্কো-র ক্লেয়ার[৬৮]...' তিনি বিড়বিড় ক'রে বললেন, তাঁর মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'ক্লেয়ার...স্বভাবতই পথভ্রষ্ট নারী-প্রকৃতি যখন পবিত্রতার মাধ্যমে সুমহান হয়ে ওঠে, তখন তা মহত্তম গুণাবলির বাহন হতে পারে। তুমি জানো আমার জীবন কীরকম শুদ্ধতম বিশুদ্ধতা দিয়ে অনুপ্রাণিত, উইলিয়াম,' – তীব্র আবেগে তিনি আমার গুরুর বাহু আঁকড়ে ধরলেন – 'তুমি জানো কী ভয়ংকর, হ্যাঁ, এটাই সেই শব্দ...অনুতাপের কী নিদারুণ ভয়ংকর তৃষ্ণা নিয়ে আমি আমার কামনা-বাসনা দমিয়ে রাখার চেষ্টা করেছি আর ক্রুশবিদ্ধ যীশুর ভালোবাসায় নিজেকে পুরোপুরি উজাড় ক'রে দিয়েছি...কিন্তু তার পরও, তিন নারী আমার জীবনে তিন স্বর্গীয় দূত হিসেবে এসেছে। ফোলিনো-র অ্যাঞ্জেলা[৬৯], কাস্তেল্লো

BanglaBook.org

শহরের মার্গারেট[৭০] (যিনি আমাকে আমার বইয়ের শেষাংশটা আমার কাছে প্রকাশিত করেছিলেন, অথচ তখন মাত্র সেটার এক-তৃতীয়াংশ রচনা করেছি আমি) আর সবশেষে মন্টিফাল্কোর ক্লেয়ার। হোলি মাদার চার্চ পদক্ষেপ নেয়ার আগে ঘটনাগুলো পরীক্ষা ক'রে দেখে জনতার সামনে তাঁকে সন্ত হিসেবে ঘোষণা করার যে দায়িত্ব আমি পেয়েছিলাম সেটা ছিল স্বর্গের তরফ থেকে আমার, হ্যাঁ, আমার প্রতি একটা পুরস্কারস্বরূপ, আর তুমি সেখানে ছিলে, উইলিয়াম, সেই পবিত্র প্রচেষ্টায় তুমি আমাকে সাহায্য করতে পারতে, কিন্তু করলে না... ।'

'কিন্তু যে পবিত্র প্রচেষ্টায় অংশ নিতে আপনি আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন সেটা বেন্তিভেঙ্গা, জ্যাকোমা আর জিওভানুচ্চিও-কে আগুনে পুড়ে মরার দিকে ঠেলে দিচ্ছিল,' মৃদুকণ্ঠে উইলিয়াম বললেন।

'ওরা ওদের বিকার দিয়ে তাঁর স্মৃতি কলঙ্কিত করেছিল। অথচ তুমি নিজে একজন ইনকুইযিটর ছিলে।'

'আর ঠিক সেই সময়েই সে-দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়ার আবেদন জানিয়েছিলাম আমি। ব্যাপারটা আমার পছন্দ হয়নি। যেভাবে আপনি বেন্তিভেঙ্গাকে তার ভুলক্রুটি স্বীকার করতে প্রলুব্ধ করেছিলেন – খোলাখুলিই বলছি আমি – সেটাও আমার পছন্দ হয়নি। আপনি ভান করেছিলেন আপনি তার সম্প্রদায়ে যোগ দিতে ইচ্ছুক, অবশ্য ওটা যদি কোনো সম্প্রদায় হয়ে থাকে; তার সমস্ত গোপন কথা চুরি ক'রে নিয়ে আপনি তাকে ধরিয়ে দিয়েছিলেন।'

'কিন্তু যীশুর শত্রুদের বিরুদ্ধে এগোবার ওটাই তো পন্থা। ওরা ছিল ধর্মদ্বেষী। ছদ্ম-অ্যাপসল। ফ্রা ডলচিনো-র[৭১] গন্ধ বেরোত ওদের গা থেকে ভুরভুর ক'রে।'

'ক্লেয়ার-এর বন্ধু ছিল তারা।'

'না, উইলিয়াম, ক্লেয়ার-এর স্মৃতির ওপর সন্দেহের ছায়ার আভাসমাত্র তুমি দিতে পারো না।'

'কিন্তু তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল তাঁর।'

'ওরা ছিল মাইনরাইট[৭২], নিজেদের স্পিরিচুয়াল-ও বলত, অথচ তার পরও তারা ছিল সম্প্রদায়টির সন্ন্যাসী। কিন্তু তুমি জানো, বিচারে এটা বেরিয়ে এসেছিল যে গুব্বিও-র বেন্তিভেঙ্গা নিজেকে অ্যাপসল বা ঈশ্বরের বাণী প্রচারক ব'লে ঘোষণা করেছিল, তারপর সে আর রেভানা-র জিওভানুচ্চিও সন্ন্যাসিনীদের এই বলে প্রলুব্ধ করত যে নরকের কোনো অস্তিত্ব নেই, ঈশ্বরকে কুপিত না ক'রেই কামজ বাসনা পরিতৃপ্ত করা যায়, কোনো পুরুষ যখন কোনো সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে শয়ন করে তখন যীশুর দেহ পাওয়া সম্ভব, যীশুর চোখে কুমারী অ্যাগনেস-এর চাইতে মাগদালেনই বেশি প্রিয় ছিল, ইতর লোকজন যাকে ইবলিস বলে সে আসলে স্বয়ং ঈশ্বর, কারণ ইবলিস হচ্ছে জ্ঞান, আর সংজ্ঞার্থ অনুযায়ী ঈশ্বরই জ্ঞান! আর এসব কথাবার্তা শোনার পর ক্লেয়ার-ই একটি দিব্যদর্শন লাভ করে যেখানে স্বয়ং ঈশ্বর তাঁকে বলেন যে ওরা Spiritus Libertatis[৭৩]-এর মন্দ অনুসারী!'

'ওরা ছিল মাইনরাইট, ক্লেয়ারের মতো একই দিব্যদৃষ্টিতে জ্বলন্ত ছিল তাঁর হৃদয় এবং প্রায়ই

BanglaBook.org

দেখা যায় পরমানন্দপূর্ণ দিব্যদৃষ্টি ও পাপপূর্ণ উন্মত্ততার মধ্যে ফারাক খুব সামান্য।

নিজের হাত দুটো মোচড়ালেন উবার্তিনো, তাঁর চোখ দুটো বাষ্পাকুল হয়ে উঠল 'ধূপ-ধুনোর সুগন্ধ দিয়ে যা নাড়িভুঁড়িকে পোড়ায় সেই পরমানন্দপূর্ণ প্রণয়ের মুহূর্ত আর গন্ধকে পরিপূর্ণ ইন্দ্রিয়ের বিকার, এই দুয়ের মধ্যে তুমি গোলমাল পাকিয়ে ফেলো কিভাবে? বেন্তিভেঙ্গা অন্যদেরকে একটি দেহের নগ্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোকে ছুঁতে বলেছিল; সে ঘোষণা করেছিল, ইন্দ্রিয়ের শাসন থেকে মুক্তি পাওয়ার ওটাই একমাত্র পদ্ধতি, homo nudus cum nuda iacebat[৭৪], "নগ্ন হয়ে শুয়েছিল তারা, নারী আর পুরুষ..."

'Et non commiscebantur ad invicem[৭৫], কিন্তু সেখানে কোনো সংযোগ ছিল না।'

'মিথ্যে কথা! তারা সুখ খুঁজছিল এবং তারা তা পেয়েওছিল। কামজ তাড়না যদি তারা অনুভব ক'রে থাকে, তা মেটাতে গিয়ে নারী পুরুষ একসঙ্গে শুলে সেটাকে তারা পাপ বলে মনে করেনি, আর তারা একে অন্যের প্রতিটি অঙ্গ স্পর্শ করেছিল, চুম্বন করেছিল, নগ্ন পেট লেগে ছিল নগ্ন পেটের সঙ্গে!'

স্বীকার করছি, উবার্তিনো যেভাবে অন্যদের কুকর্মের ওপর কলঙ্ক লেপন করছিলেন তাতে আমার মনে কোনো সাধু চিন্তার উদ্রেক হয়নি। আমার গুরু নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিলেন যে আমি অস্থির হয়ে পড়ছি, তিনি সাধু পুরুষটির কথায় বাগড়া দিলেন।

'বড়োই উদ্দীপ্ত আত্মা আপনার, উবার্তিনো, তা সেটা ঈশ্বরের ভালোবাসায় যেমন, মন্দের প্রতি ঘৃণার বেলাতেও তেমনি। আমি যা বোঝাতে চেয়েছি তা হচ্ছে দেবদূতের সংরাগ আর লুসিফারের সংরাগের মধ্যে পার্থক্য প্রায় নেই বললেই চলে, কারণ সব সময়েই তাদের জন্ম হয় বাসনা বা ইচ্ছার চরম প্রজ্বলনের মাধ্যমে।'

'না, হে, একটা পার্থক্য আছে, আর আমি জানি তা আছে!' উদ্দীপ্ত হয়ে বললেন উবার্তিনো। 'তুমি বলতে চাইছ, শুভ-র বাসনা করা আর অশুভর বাসনা করার মধ্যে পরিসরটা অল্প: কারণ, সব সময়ই এটা ইচ্ছাকে চালিত করার ব্যাপার। এটা সত্য। তবে কিনা, পার্থক্যটা রয়েছে বস্তুর মধ্যে, আর বস্তু পরিষ্কারভাবে চেনা যায়। ঈশ্বর এই পক্ষে, শয়তান অন্যটায়।'

'আর আমার ভয় কী জানেন, উবার্তিনো? আমি এখন আর ফারাক করতে পারি না। আপনার সেই ফোলিনোর অ্যাঞ্জেলাই তো সেই দিনটির কথা বলেছিলেন যেদিন তাঁর আত্মা স্থানান্তরিত হয়ে গিয়েছিল আর নিজেকে তিনি যীশুর সমাধিতে আবিষ্কার করেছিলেন? উনি কি বলেননি কিভাবে তিনি যীশুর স্তনে চুমো খেয়েছিলেন, দেখেছিলেন তিনি তাঁর চোখ বুজে শুয়ে আছেন, আর তখন তিনি তাঁর মুখ চুম্বন করেছিলেন, আর সেই ওষ্ঠাধর থেকে নিঃসৃত হয়েছিল এক অনির্বচনীয় মিষ্টতা, এবং খানিক বিরতির পর তিনি যীশুর গালে তাঁর গাল রেখেছিলেন এবং যীশু তাঁর একটা হাত অ্যাঞ্জেলার গালে রেখেছিলেন এবং তাঁকে নিজের দিকে আকর্ষণ করেছিলেন এবং – অ্যাঞ্জেলার নিজের কথা অনুযায়ী – তখন তাঁর সুখ মহিমান্বিত হলো?...'

BanglaBook.org

'এর সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের প্ররোচনার কী সম্পর্ক?' উবার্তিনো জিগ্যেস করলেন। 'ওটা ছিল একটা অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা, আর শরীরটা ছিল আমাদের প্রভুর।'

উইলিয়াম বললেন, 'আমি সম্ভবত অক্সফোর্ডে অভ্যস্ত, যেখানে এমনকি অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতাও আরেক ধরনের...'

'সবই মাথার ব্যাপার...' উবার্তিনো মৃদু হাসলেন।

'বা হয়ত চোখের। আলো হিসেবে প্রত্যক্ষ-করা ঈশ্বর, সূর্যরশ্মিতে, আয়নার প্রতিবিম্বে, ক্রমবিন্যস্ত বস্তুর বিভিন্ন অংশের ওপর রঙের পরিব্যাপ্তিতে, ভেজা পাতার ওপর দিনের আলোর প্রতিফলনে...এই প্রেম কি ফ্রান্সিসের প্রেমের আরো কাছাকাছি নয় যখন তিনি ঈশ্বরকে তাঁর প্রাণিকুল, ফুল, ঘাস, পানি, বাতাস ইত্যাদির মধ্যে বিরাজমান হিসেবে প্রশংসা করেন? এ ধরনের প্রেম কোনো ফাঁদ তৈরি করতে পারে বলে আমার বিশ্বাস হয় না। কিন্তু অন্যদিকে, যে প্রেম দেহজ সংস্পর্শে অনুভূত শিহরণকে সর্বশক্তিমানের সঙ্গে এক কথোপকথনে রূপান্তরিত করে সেটার ব্যাপারে আমি সন্দিহান...'

'তুমি ব্লাসফেমি করছ, উইলিয়াম! দুটো এক জিনিস নয়। ক্রুশবিদ্ধ যীশুর প্রতি প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের প্রবল ভাবাবেশ আর মন্টিফাল্কোর ছদ্ম-অ্যাপসলদের হীন, কলুষিত ভাবাবেশের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান...'

'তারা ছদ্ম-অ্যাপসল ছিল না, তারা ছিল ব্রাদার্স অভ্ দ্য ফ্রী স্পিরিট[৭৬]; আপনি নিজেই সে কথা বলেছেন।'

'তাতে কী ফারাক হলো? সেই বিচার সম্পর্কে সবকিছু শোনোনি তুমি, আর ক্লেয়ার সেখানে পবিত্রতার যে আবহাওয়া তৈরি করেছিল তাতে আমি নিজেও কিছু কিছু স্বীকারোক্তি লিখে রাখতে সাহস করিনি, অন্ততপক্ষে কয়েক মুহূর্তের জন্য হলেও। কিন্তু কিছু জিনিস আমি শিখেছিলাম উইলিয়াম, কিছু জিনিস শিখেছিলাম! এক রাতে ভূগর্ভস্থ একটা কক্ষে জড়ো হয়ে সদ্যোজাত একটি শিশুকে নিয়ে একজন আরেকজনকে ছুড়ে দিচ্ছিল ওরা, যতক্ষণ পর্যন্ত না আঘাতে আঘাতে...আর অন্য কিছু কারণে সেটার মৃত্যু না হয়।...আর, শিশুটিকে যে শেষবারের মতো জীবিত অবস্থায় হাতে নিয়েছিল এবং যার হাতে তার মৃত্যু হয়েছিল সে-ই সম্প্রদায়টির নেতা নির্বাচিত হয়েছিল।...এরপর শিশুটিকে কেটে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলে ময়দার সঙ্গে মেশায় সেই ঈশ্বরদ্রোহী লোকের দল।'

'উবার্তিনো,' উইলিয়াম দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, 'এসব কথা বহু শতাব্দী আগে আর্মেনীয় বিশপেরা পলিনিসীয়দের[৭৭] সম্পর্কে বলত বোগোমিলদের[৭৮] সম্পর্কে বলত।'

'তাতে কী এসে গেল? ইবলিস হচ্ছে একগুঁয়ে, তার ফাঁদ আর প্রলোভনের মধ্যে একটা ধাঁচ আছে, সহস্র বছর পর পর সে তার কৃত্যগুলোর পুনরাবৃত্তি ঘটায়, সব সময় একই রকম সে, আর ঠিক এই কারণেই শত্রু হিসেবে চিহ্নিত হয় সে! আমি শপথ ক'রে বলছি তোমাকে : ইস্টারের রাতে তারা মোমবাতি জ্বালাত, তারপর কুমারীদের ভূগর্ভস্থ কক্ষে নিয়ে যেত। তারপর তারা সেইসব

banglabook.org

মোমবাতি নিভিয়ে দিয়ে সেই সব কুমারীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত, এমনকি তাদের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক থাকলেও তারা নিরস্ত হতো না।...আর, এ-ধরনের সংযোগের ফলে কোনো শিশুর জন্ম হলে মদের একটি ছোটো পাত্রকে ঘিরে, যেটাকে তারা পিপা বলত, তারা নতুন ক'রে সেই সব নারকীয় কৃত্য সম্পাদন করত, মদ খেয়ে মাতাল হয়ে পড়ত, আর তারপর টুকরো টুকরো ক'রে কাটত শিশুটিকে, তার রক্ত পানপাত্রে ঢেলে নিত, তারপর তখনো জীবন্ত শিশুগুলোকে আগুনে ছুড়ে ফেলে দিত, তারপর তারা শিশুটির দেহভস্ম আর তার রক্ত মিশিয়ে নিয়ে পান করত!'

'কিন্তু মাইকেল সেলাস[৭৯]-তো (Michael Psellas) শয়তানের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তার বইতে তিনশ বছর আগে এসব কথা লিখে গেছেন! আপনাকে এসব কে বলল?'

'ওরাই বলেছে। বেন্তিভেঙ্গা আর অন্যরা, নির্যাতনের মুখে!'

'একটাই মাত্র জিনিস রয়েছে যা প্রাণীদেরকে আনন্দের চাইতেও বেশি উদ্দীপিত করে, আর তা হচ্ছে যন্ত্রণা। নির্যাতনের মুখে আপনার অবস্থা হবে সেই সব ঘাস-পাতার অধীনে থাকার মতো যেগুলো স্বপ্নাবেশ তৈরি করে। আপনি যা কিছু পড়েছেন তার সবকিছু আপনার মনের মাঝে ফিরে আসে, যেন স্বর্গের দিকে নয়, নরকের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আপনাকে। নির্যাতনের মুখে আপনি যে কেবল ইনকুইযিটর যা চায় তা-ই স্বীকার করেন তা নয়, বরং যা শুনে সে খুশী হবে তা-ই কল্পনা ক'রে নেন আপনি। কারণ তার ও আপনার মধ্যে একটা বন্ধন (এটা কিন্তু সত্যিকার অর্থেই নারকীয়) স্থাপিত হয়।...এসব ব্যাপার আমি জানি, উবার্তিনো; আমি সেসব লোকের দলেও ছিলাম, যারা বিশ্বাস করে শ্বেত-তপ্ত লৌহশলাকার সাহায্যে তারা সত্য তৈরি করতে পারে। সে যা-ই হোক, আপনাকে বলছি, সত্যের শ্বেত উত্তাপ আসে আরেক অগ্নিশিখা থেকে। নির্যাতনের মুখে বেন্তিভেঙ্গা উদ্ভটতম মিথ্যে কথা বলে থাকতে পারে, কারণ তখন আর সে কথা বলছিল না, বলছিল তার কামুকতা, তার আত্মার শয়তানেরা।'

'কামুকতা?'

'হ্যাঁ, যন্ত্রণার জন্যও এক ধরনের কামুকতা রয়েছে, ঠিক যেমন কামুকতা রয়েছে বন্দনার, এমনকি রয়েছে বিনয়ের কামুকতা। আরাধনা আর বিনয় থেকে বিদ্রোহী দেবদূতদের নিবিড় আকুলতা অহংকার আর বিদ্রোহের দিকে সরিয়ে নিতে যদি এত সামান্য প্রচেষ্টার দরকার হয়, তাহলে একজন মানুষের ক্ষেত্রে আমরা কী আশা করতে পারি? বুঝলেন, ইনকুইযিশনে থাকার সময় এই চিন্তাটাই মাথায় এসেছিল আমার। আর এই কারণেই আমি কাজটা ছেড়ে দিই। মন্দ লোকজনের দুর্বলতাগুলো অনুসন্ধানের সাহস আমার হয়নি, কারণ আমি আবিষ্কার করেছিলাম সেগুলো দেবতুল্য মানুষের দুর্বলতাগুলোরই অনুরূপ।'

উবার্তিনো এমনভাবে উইলিয়ামের কথা শুনছিলেন যেন সেসবের কিছুই তিনি বুঝছিলেন না। স্নেহ ও সহানুভূতিতে পূর্ণ হয়ে উঠতে থাকা বৃদ্ধ মানুষটির অভিব্যক্তি থেকে আমি বুঝতে পারছিলাম যে তিনি মনে করছিলেন উইলিয়াম নিন্দনীয় মনোবৃত্তির কবলে পড়েছেন, যা তিনি এই কারণে ক্ষমা ক'রে দিয়েছেন যে তিনি আমার গুরুকে খুবই ভালোবাসেন। উবার্তিনো তাঁকে মাঝপথে বাধা দিয়ে

BanglaBook.org

তিক্ত কণ্ঠে ব'লে উঠলেন, 'তাতে কিছু আসে-যায় না। তোমার যদি সে-রকমই মনে হয়ে থাকে, তাহলে তুমি কাজটাতে ক্ষান্ত দিয়ে ঠিকই করেছিলে। প্রলোভনের সঙ্গে লড়াই করতেই হবে। সে যা-ই হোক, তোমার সমর্থন আমি পেলাম না; সেটা পেলে আমরা দলটাকে বিতাড়িত করতে পারতাম। তার বদলে, তুমি তো জানোই, কী ঘটল; উলটো আমিই ওদের প্রতি দুর্বলতার অভিযোগে অভিযুক্ত হলাম, সন্দেহ করা হলো আমিই ধর্মদ্বেষিতার সঙ্গে জড়িত। অশুভর সঙ্গে যুদ্ধে তুমিও দুর্বল হয়ে পড়লে। অশুভ, উইলিয়াম! এই নিন্দার কি আর শেষ নেই, এই ছায়া, এই পঙ্ক যা আমাদেরকে পবিত্র উৎসে পৌঁছতে বাধা দেয়?' উইলিয়ামের আরো কাছে এগিয়ে এলেন তিনি, যেন তিনি ভয় পাচ্ছেন কেউ আড়ি পেতে তাঁর কথা শুনে ফেলবে।

'এখানেও, এমনকি উপাসনার জন্য উৎসর্গীকৃত একই চার দেওয়ালের ভেতরেও, জানো তুমি?'

'জানি; মোহান্তের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে; সত্যি বলতে কি, ব্যাপারটার ওপর আলোকপাত করতে তাঁকে সাহায্য করতে বলেছেন তিনি আমাকে।'

'তাহলে চোখ-কান খোলা রাখো, তত্ত্ব-তালাস করো, লিংক্স[৮০] (Lynx)-এর চোখ দিয়ে কামুকতা আর অহংকার দু'দিকেই নজর রাখো।'

'কামুকতা?'

'হ্যাঁ, কামুকতা। যে-যুবকটি মারা গেছে তার মধ্যে...নারীসুলভ – আর কাজেই – নারকীয় একটা ব্যাপার ছিল। ওর চোখ দুটো ছিল যেন এক কুমারীর মতো যে ইনকিউবাস[৮১]-এর সঙ্গে সঙ্গম করতে চাইছে। তবে আমি "অহংকার"-এর কথাও বলেছি – বাক্যের প্রতি, প্রজ্ঞার বিভ্রমের প্রতি উৎসর্গীকৃত একই মঠের ভেতরে বুদ্ধিমত্তার অহংকার।'

'কিছু জানলে আপনি আমাকে সাহায্য করুন।'

'আমি কিছুই জানি না। এমন কিছু নেই যা আমি জানি। কিন্তু মন কিছু কিছু জিনিস টের পায়। তোমার মনকে কথা বলতে দাও, মুখগুলোকে প্রশ্ন করো, জিহ্বা কী বলে তাতে কান দিয়ো না...। কিন্তু, এসব বিষণ্ন কথাবার্তা বলে আমরা আমাদের এই তরুণ বন্ধুটিকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছি কেন?' আমার দিকে তাকালেন তিনি তাঁর পাণ্ডুর-নীল চোখ দিয়ে, আমার গালটা ছুঁলেন তিনি তাঁর দীর্ঘ, সাদা আঙুলগুলো দিয়ে, আর আমি সহজাত প্রবৃত্তিবশে আরেকটু হলেই পিছিয়ে যেতাম; কিন্তু আমি নিজেকে সংযত করলাম, ক'রে ভালোই করলাম, না হলে তিনি আহত বোধ করতেন, তা ছাড়া তাঁর কোনো মন্দ অভিপ্রায় ছিল না। উইলিয়ামের দিকে আবার ঘুরে তিনি বললেন, 'তারচেয়ে বরং তুমি তোমার কথা বলো। এরপর কী করেছো তুমি? সে তো প্রায় –'

'আঠারো বছর হলো। আমি আমার দেশে ফিরে যাই। [illegible]কের অক্সফোর্ডে পড়াশোনা শুরু করি। প্রকৃতি অধ্যয়ন করি ।'

'প্রকৃতি ভালো, কারণ সে ঈশ্বরের কন্যা,' উবার্তিনো বললেন।

BanglaBook.org

'আর ঈশ্বরও নিশ্চয়ই ভালোই হবেন কারণ তিনি প্রকৃতিকে সৃষ্টি করেছেন,' মৃদু হেসে উইলিয়াম বললেন। 'আমি পড়াশোনা করলাম, খুবই জ্ঞানী কিছু বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো আমার। এরপর আমি মার্সিলিয়াস[৮২]-এর সঙ্গে পরিচিত হলাম। সাম্রাজ্য, জনসাধারণ, পৃথিবীর রাজ্যগুলো সম্পর্কে একটি নতুন রীতি সম্পর্কে তাঁর ধারণার প্রতি আকৃষ্ট হলাম আমি; কাজেই আমাদের যেসব ব্রাদার সম্রাটকে বুদ্ধি-পরামর্শ দিচ্ছে তাদের দলে ভিড়ে গেলাম আমি। কিন্তু এসব বিষয় তো আপনার জানা-ই আছে; আমি আপনাকে চিঠি লিখেছিলাম। বব্বিওতে যখন জানলাম আপনি এখানে আছেন তখন আমি খুব খুশী হয়ে উঠেছিলাম। আমরা মনে করতাম আপনি হারিয়ে গেছেন। কিন্তু এখন যখন আপনি এখানে আমাদের মধ্যে আছেন, তখন আপনি আমাদের একটা বিরাট সহায় হতে পারেন, যখন মাইকেল-ও এসে পৌঁছোবেন। বেরেঙ্গার তাল্লোনির সঙ্গে ভীষণ একটা লড়াই হবে। আমার সত্যিই মনে হচ্ছে, বেশ একটা মজা দেখব আমরা তখন।'

উবার্তিনো দ্বিধাজড়িত এক হাসি হেসে উইলিয়ামের দিকে তাকালেন। 'তোমরা ইংরেজরা যে কখন সিরিয়াসলি কথা বলো আমি তা বুঝতে পারি না। এ-ধরনের একটা গুরুগম্ভীর বিষয়ে মজাদার কিছু নেই। সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন, যে-সম্প্রদায় তোমার; আর আমার মনের মাঝে এটা আমারও। কিন্তু মাইকেলকে আমি সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাব যেন সে আভিনিয়ঁ-তে না যায়। জন তাকে চাইছে, খুঁজছে, বারবার ক'রে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। বুড়ো ওই ফরাসীটাকে বিশ্বাস কোরো না। হায় প্রভু! কোন হাতে যে পড়ল তোমার গীর্জা!' বেদীর দিকে মাথা ঘোরালেন তিনি। 'বেশ্যায় রূপান্তরিত হয়ে, বিলাসব্যসনে দুর্বল হয়ে গিয়ে লালসার মধ্যে পাক খাচ্ছে সেটা, সাপ যেমন গরমে গড়াগড়ি যায়! ক্রুশের lignum vitae[৮৩] যেমন কাঠ ছিল সে-রকম কাঠের তৈরি বেথ্‌লহেমের আস্তাবলের নগ্ন শুচিতা থেকে স্বর্ণ আর পাথরের মহোৎসব: তাকাও, এদিকে তাকাও, প্রবেশপথটা তো দেখেছ। প্রতিমূর্তিগুলোর দেমাগ নজরে না পড়েই পারে না! খৃষ্টবৈরীর যুগ শেষ পর্যন্ত কাছেই চলে এসেছে, উইলিয়াম, এবং আমার খুব ভয় হচ্ছে!' চারদিকে তাকালেন তিনি, অন্ধকার কুলুঙ্গিগুলোর দিকে এমন বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে থাকলেন যে মনে হলো যেন যে-কোনো মুহূর্তে সেখান থেকে খৃষ্টবৈরীর আবির্ভাব ঘটবে, আর সত্যি বলতে কি, আমি তাকে একনজর দেখার আশাও করছিলাম মনে মনে। 'তার প্রতিনিধিরা এরই মধ্যে এসে পড়েছে এখানে, যীশু যেমন তার অ্যাপসলদের দিকে দিকে পাঠিয়েছিলেন, ওদেরকেও সেভাবেই পাঠানো হয়েছে! ঈশ্বরের নগর মাড়িয়ে বেড়াচ্ছে তারা, প্রতারণা, শঠতা আর হিংস্রতা দিয়ে প্রলুব্ধ ক'রে চলেছে। ঈশ্বরকে এখন তাঁর দুই ভৃত্য এলিযা আর ইনক-কে পাঠাতে হবে, যাদেরকে তিনি পার্থিব স্বর্গে জীবিত অবস্থায় রেখেছেন, যাতে একদিন তারা খৃষ্টবৈরীকে হতভম্ব ক'রে দিতে পারে, তারা চটবস্ত্র প'রে আসবে ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য, আর তারা কথায় আর কাজে অনুতাপের কথা বলবে...'

'তারা এরই মধ্যে এসে গেছে, উবার্তিনো,' নিজের ফ্রান্সিসকান আলখাল্লা দেখিয়ে উইলিয়াম বললেন।

কিন্তু এখনো তারা বিজয়লাভ করেনি; আর ঠিক এই সময়েই ক্রোধোন্মত্ত খৃষ্টবৈরী হুকুম দেবে ইনক আর এলিযাকে হত্যা ক'রে তাদের লাশ সবার সামনে ফেলে রাখার, যাতে কেউ তাদের

BanglaBook.org

অনুসরণ না করতে পারে। ঠিক যেমন ওরা চেয়েছিল আমাকে খুন করতে...'

'আমার সে-সময় মনে হলো এক ধরনের পবিত্র উন্মত্ততা উবার্তিনোর ওপর ভর করেছে, এবং তার মাথা কতটা ঠিক আছে তা নিয়ে চিন্তা হলো আমার। আর এখন, যা ঘটেছে তা যখন আমি সময়ের এই দূরত্বে দাঁড়িয়ে জানি – মানে বলতে চাইছি, দু'বছর পর তিনি যে জার্মানীর এক শহরে অজ্ঞাতনামা এক লোকের হাতে রহস্যজনকভাবে খুন হবেন – আমি আরো বেশি আতঙ্কিত এই ভেবে যে, সেই সন্ধ্যায় আসলে তিনি ভবিষ্যদ্বাণীই করছিলেন।

'মোহান্ত জোয়াকিম সত্যি কথাই বলেছিল, বুঝলে। মানব ইতিহাসের ষষ্ঠ যুগে পৌঁছে গেছি আমরা, যখন দুই খৃষ্টবৈরীর আবির্ভাব ঘটবে, একজন অতীন্দ্রিয়বাদী খৃষ্টবৈরী, আরেকজন আসল খৃষ্টবৈরী। ষষ্ঠ যুগে এখন ঠিক তা-ই ঘটছে, ক্রুশবিদ্ধ যীশুর শরীরের পাঁচটি ক্ষত নিজের শরীরে গ্রহণ করার জন্য ফ্রান্সিসের আবির্ভাব ঘটার পর। বনিফেস ছিল অতীন্দ্রিয়বাদী খৃষ্টবৈরী এবং সেলেস্তিনের সিংহাসন ত্যাগটা বৈধ ছিল না। বনিফেসই ছিল সেই জন্তু যা সমুদ্র থেকে উঠে আসে আর যার সাতটা মাথা সাত মহাপাপ (সেভ্‌ন ডেডলি সিন্স) ও দশটা শিং দশ অনুজ্ঞার (টেন কমান্ডমেন্টস)-র প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ-স্বরূপ। তার দেহটা ছিল অ্যাপল্লিয়ন[৮৪] (Apollyon), আর যেসব কার্ডিনাল তাকে ঘিরে থাকত তারা ছিল পঙ্গপাল। কিন্তু শয়তানের সংখ্যা হচ্ছে, যদি তুমি নামটা গ্রীক ভাষায় পড়ে থাকো, বেনেডিক্টি (Benedicti)!' কথাটা আমি বুঝতে পেরেছি কি না তাই দেখতে তিনি আমার দিকে তাকালেন, তারপর একটা আঙুল তুললেন আমাকে সতর্ক ক'রে দিতে। 'দশম বেনেডিক্ট ছিল আসল খৃষ্টবৈরী, সেই জন্তু যা মাটি থেকে উঠে আসে। পাপ এবং চরম অনৈতিকতার এমন এক দানবকে ঈশ্বর তাঁর গির্জা শাসন করতে দিয়েছেন যাতে ক'রে লোকটার উত্তরসূরির পুণ্য পূর্ণ মহিমায় জ্বলজ্বল করে।'

'কিন্তু সেইন্টেড ফাদার,' সাহস সঞ্চয় ক'রে দুর্বল কণ্ঠে আমি বলে উঠলাম, 'তার উত্তরসূরি তো জন!'

যেন অস্বস্তিকর কোনো স্বপ্ন জোর ক'রে সরিয়ে দিচ্ছেন এমনভাবে একটা হাত নিজের ভুরুর ওপর রাখলেন উবার্তিনো। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে তাঁর, ক্লান্ত তিনি। 'এ কথা সত্যি যে হিসেবে গণ্ডগোল হয়ে গিয়েছিল, এখনো আমরা দেবদূতোপম পোপের জন্য অপেক্ষায় আছি... কিন্তু এরই মধ্যে ফ্রান্সিস আর ডমিনিক এসে হাজির হলেন।' তিনি স্বর্গপানে চোখ তুলে তাকালেন, যেন প্রার্থনা করছেন (কিন্তু আমি নিশ্চিত, তিনি জীবনবৃক্ষ-সম্পর্কিত তাঁর বই থেকে কোনো পৃষ্ঠার উদ্ধৃতি দিচ্ছিলেন) : "Quorum primus seraphico calculo purgatus et ardore celico inflammatus totum incendere videbatur. Secundus vero verbo predicationis fecundus super mundi tenebras clarius radiavit[৮৫]..." হ্যাঁ, এরকমই ছিল প্রতিশ্রুতিগুলো দেবদূতোপম পোপকে আসতেই হবে।'

'তা-ই হোক, উবার্তিনো,' উইলিয়াম বললেন। 'ইতিমধ্যে, আমি এখানে আছি যাতে মানব সম্রাটের সিংহাসনচ্যুতি ঠেকানো যায়। ফ্রা দলচিনো-ও কিন্তু আপনার দেবদূতোপম পোপের

BanglaBook.org

প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল...'

'ওই সাপের নাম আর উচ্চারণ কোরো না,' চেঁচিয়ে উঠলেন উবার্তিনো, আর এই প্রথমবারের মতো তাঁর বেদনা প্রচণ্ড ক্রোধে রূপান্তরিত হতে দেখলাম। 'ক্যালাব্রিয়ার জোয়াকিম[৮৬]-এর বাণীকে কলুষিত করেছে সে, আর সেই কথাগুলোকে মৃত্যু ও কলুষের বাহকে পরিণত করেছে। খৃষ্টবৈরীর এক বার্তাবাহক, অবশ্য সে-রকম কেউ যদি থেকে থাকে। কিন্তু তুমি উইলিয়াম, তুমি এরকম কথা বলছ তার কারণ তুমি আসলেই খৃষ্টবৈরীর আবির্ভাবে বিশ্বাস করো না, আর অক্সফোর্ডে তোমার শিক্ষকেরা তোমার হৃদয়ের ভাববাণীপূর্ণ সামর্থকে শুকিয়ে ফেলে তোমার প্রজ্ঞাকে আদর্শায়িত করতে শিখিয়েছে!'

'আপনি ভুল করছেন, উবার্তিনো,' উইলিয়াম অত্যন্ত গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন। 'আপনি জানেন, আমার শিক্ষকদের মধ্যে রজার বেকনকে আমি অন্য সবার চাইতে বেশি শ্রদ্ধা করি...'

'যে কিনা উড়ন্ত যন্ত্র বলতে পাগল...' তিক্ত কণ্ঠে বিড়বিড় করলেন উবার্তিনো।

'যিনি খৃষ্টবৈরী সম্পর্কে স্পষ্ট এবং সংযতভাবে কথা বলেছেন, এবং যিনি জগতে দুর্নীতির আবির্ভাব আর শিক্ষার অবক্ষয় সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। অবশ্য তিনি এ-ও শিখিয়েছেন যে খৃষ্টবৈরীর আবির্ভাব ঠেকানোর মাত্র একটাই উপায় আছে আর তা হলো জগতের রহস্যগুলো আয়ত্ত করো, মানবজাতিকে উন্নততর করার জন্য জ্ঞানকে ব্যবহার করো। লতা-গুল্মের উপশমকারী গুণাবলি, পাথরের প্রকৃতি সম্পর্কে পড়াশোনার মাধ্যমে, এমনকি যে উড়ন্ত যন্ত্রগুলো আপনাকে হাসির খোরাক জোগায় সেগুলো কিভাবে তৈরি করা যায় সেই পরিকল্পনা ক'রেও আমরা খৃষ্টবৈরীর সঙ্গে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে পারি।'

'তোমার বেকনের খৃষ্টবৈরী ছিল বুদ্ধিবৃত্তিক গরিমাচর্চার একটা ছুতো।'

'পবিত্র ছুতো।'

'ছুতোসংক্রান্ত কোনো কিছুই পবিত্র নয়। উইলিয়াম, তুমি জানো আমি তোমাকে ভালোবাসি। তুমি জানো তোমার ওপর আমার অগাধ বিশ্বাস আছে। তোমার বুদ্ধিকে বিকল করো, প্রভুর ক্ষতের জন্য কাঁদতে শেখো, তোমার বইপত্তর সব ছুড়ে ফেলে দাও।'

'আমি কেবল আপনারগুলো নিয়েই থাকব,' মৃদু হেসে উইলিয়াম বললেন।

উবার্তিনোও হাসলেন, তারপর উইলিয়ামের দিকে ভয় দেখানোর মতো ক'রে আঙুল নাচালেন। 'নির্বোধ ইংরেজ। নিজের লোকজনকে খুব বেশি উপহাস কোরো না। যাদেরকে ভালোবাসতে পারো না তাদেরকে তোমার বরং ভয় করা উচিত। আর এই মঠে খুব সাবধান থেকো। জায়গাটা আমার পছন্দ নয়।'

'সত্যি বলতে কি, জায়গাটিকে আমি আরো ভালো ক'রে জানতে চাই,' বিদায় নিয়ে উইলিয়াম বললেন। 'এসো, আদ্‌সো।'

BanglaBook.org

'আমি বললাম জায়গাটা আমার পছন্দ নয়, আর তুমি বললে এটাকে আরো ভালোভাবে জানতে চাও। হাহ্!' মাথা ঝাঁকিয়ে উষ্মা প্রকাশ করলেন উবার্তিনো।

'ভালো কথা,' উইলিয়াম বলে উঠলেন, ততক্ষণে যদিও নেইভ-এর অর্ধেকটা চলে এসেছেন তিনি, 'জন্তুর মতো দেখতে, কথা বলে ব্যাবেলের ভাষায়, সন্ন্যাসীটি কে?'

'সালভাতোরে?' ততক্ষণে হাঁটু গেঁড়ে বসে-পড়া উবার্তিনো ঘুরে গেলেন। 'আমার বিশ্বাস, এই মঠে সে আমার একটি উপহার...ভাণ্ডারীও তাই। ফ্রান্সিসকান পোশাক খুলে রাখার পর কিছু সময়ের জন্য আমি কাসালিতে আমার পুরোনো কনভেন্টে ফিরে গিয়েছিলাম, দেখলাম অন্য সন্ন্যাসীরা সেখানে সংকটের মধ্যে রয়েছে, কারণ তাদের সম্প্রদায়ের অভিযোগ...তাদের ভাষায়, তারা আমার সম্প্রদায়ের স্পিরিচুয়াল। তখন, তাদের জন্য আমার উদাহরণ অনুসরণ করার অনুমতি জোগাড় ক'রে আমি তাদের পক্ষ নিলাম। আর ওই দু'জন, সালভাতোরে আর রেমেজিওকে আমি গত বছর যখন এখানে আসি তখন দেখতে পাই। সালভাতোরে...হ্যাঁ দেখতে সে জন্তুর মতো ঠিকই, কিন্তু বাধ্য।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত ক'রে উইলিয়াম বললেন, 'আমি তাকে ''পেনিটেনযিয়াযিতে'' কথাটা বলতে শুনেছি।'

উবার্তিনো কিছুক্ষণ কোনো কথা বললেন না। একটা হাত নাড়লেন, যেন একটা অস্বস্তিকর চিন্তা সরিয়ে দিতে চাইলেন। 'না, আমি বিশ্বাস করি না। এসব সাধারণ ব্রাদার কেমন, তুমি তা জানো। নেহাতই গাঁয়ের লোকজন, কখনো হয়ত ভ্রাম্যমাণ কোনো ধর্মপ্রচারকের কিছু কথা শুনেছে, কিন্তু তাঁরা কী বলেছেন তার কিছুই বোঝেনি। সালভাতোরের ব্যাপারে আমার অন্য আপত্তি রয়েছে; সে একটা লোভী জন্তু, আর কামুক। কিন্তু কোনোভাবেই অর্থডক্সির বিরুদ্ধে নয়, কোনোভাবেই নয়। না, এই মঠের রোগটা ভিন্ন কিছু, আর সেটা তুমি তাদের মধ্যে খোঁজ করো যারা অনেক বেশি কিছু জানে, তাদের মধ্যে নয় যারা কিছুই জানে না। মাত্র একটা শব্দের ওপর তুমি তোমার সন্দেহের দুর্গ রচনা কোরো না।'

'কখনোই তা করব না আমি,' জবাব দিলেন উইলিয়াম। 'ঠিক এই কাজটা এড়াবার জন্যই ইনকুইযিটরের কাজ ছেড়ে দিই আমি। তবে কথা বা শব্দ শুনতে ভালো লাগে আমার, পরে আমি সেসব কথা নিয়ে চিন্তা করি।'

'বড্ড বেশি চিন্তা করো তুমি। বাবা,' আমাকে সম্বোধন ক'রে তিনি বললেন, 'তোমার গুরুর কাছ থেকে খারাপ উদাহরণ খুব বেশি গ্রহণ কোরো না যেন। মাত্র একটাই জিনিস আছে, যেটা নিয়ে ভাবা অত্যন্ত জরুরি – এটা আমি আমার শেষ জীবনে এসে উপলব্ধি করেছি – আর তা হলো মৃত্যু। Mors est quies viatoris – finis est omnis loboris[৮৭]। এখন আমাকে প্রার্থনা করতে দাও।'

BanglaBook.org

৪৭. http://www.paradoxplace.com/Photo%pages/France/West/Moissac_&_Around_Agen/Moissac/Moissac_Cloisters.htm

ওপরের ওয়েব পেজটিতে গেলে উপন্যাসে বর্ণিত গীর্জার সম্মুখভাগের সঙ্গে যথেষ্ট সাদৃশ্যপূর্ণ ফ্রান্স-এর মইসাক মঠের গীর্জার বিভিন্ন অংশের ছবি পাওয়া যাবে।

৪৮. **কাসালির উবার্তিনো** : (আনুমানিক ১২৫৯ - আনুমানিক ১৩৩০ খৃ.) ধর্মতাত্ত্বিক, ধর্মপ্রচারক এবং ফ্রান্সিসকান স্পিরিচুয়াল। কাসালির উবার্তিনো যুবক বয়সেই মরমীবাদী ফলিনো-র অ্যাঞ্জেলা, পার্মার জন (যিনি ক্যালাব্রিয়ার জোয়াকিমের অ্যাপোক্যালিপটিক ভিযন-এ আচ্ছন্ন হয়েছিলেন) এবং বুদ্ধিজীবী ও স্পিরিচুয়াল আন্দোলনের প্রাণপুরুষ পিয়ের ওলিউ-র কাজকর্ম এবং কথাবার্তায় মুগ্ধ ও প্রভাবিত হয়েছিলেন। ১৩০৪/৫ খৃষ্টাব্দে উবার্তিনো তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *Arbor vitae crucifixae* (*যীশুর ক্রুশবিদ্ধ জীবনের বৃক্ষ*) রচনা করেন, যা যীশুখৃষ্টের জীবন এবং যন্ত্রণা নিয়ে গদ্যে রচিত একটি মহাকাব্য এবং যার শেষ দিকে রয়েছে অ্যাপোক্যালিপ্স বা বাইবেল-বর্ণিত পৃথিবীর ধ্বংসবিষয়ক টীকা-ভাষ্য। সন্ত ফ্রান্সিস এবং খৃষ্টীয় দারিদ্র্যবিষয়ক অতি উৎসাহী চিন্তাভাবনা ছাড়াও গ্রন্থটিতে যাজক সম্প্রদায় এবং বিশেষ ক'রে ফ্রান্সিসকানদের শৈথিল্যের তীব্র সমালোচনা রয়েছে।

গোড়ার দিকে পোপ বাইশতম জন উবার্তিনোকে একরকম সমীহের চোখে দেখতেন। কিন্তু উবার্তিনো যখন ফ্রান্সিসকানদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ মিটিয়ে ফেলতে অসম্মত হলেন, তখন জন তাঁকে বেনেডিক্টীয়দের দলে স্থানান্তর করেন। শেষ পর্যন্ত তাঁদের সম্পর্ক ভীষণ তিক্ততায় পর্যবসিত হয়। ১৩২৫ খৃষ্টাব্দে উবার্তিনো অ্যাভিনিয়ন থেকে পালাতে বাধ্য হন। জানা যায়, ১২৮৯ খৃষ্টাব্দে বাইশতম জন-এর বিরুদ্ধে তিনি একটি হিতোপদেশ রচনা করেছিলেন; এ ছাড়া তাঁর জীবনের শেষ বছরগুলো রহস্যাবৃতই রয়ে গেছে।

৪৯. এখানে বর্ণিত দৃশ্যটির সঙ্গে মইসাক-এর মঠের গীর্জার এই টিম্পানামের উৎকীর্ণ ভাস্কর্যের খুঁটিনাটির সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

৫০. **bestiary.ca/**এই ওয়েব ঠিকানায় গেলে এসব জন্তু-জানোয়ারের অনেকগুলো সম্পর্কে নানান তথ্য জানা যাবে, পাওয়া যাবে সেগুলোর ছবিও। যেসব জন্তু-সম্পর্কিত তথ্য ও ছবি ওখানে নেই সেগুলো গুগল বা অন্য কোনো সার্চ এঞ্জিনের সাহায্যে খুঁজে নেয়া সম্ভব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই।

৫১. ***টেক্সট*** : penitenziagite (পেনিটেনযিয়াজিতে)!...

অনুবাদ : 'অনুতাপ করো! তোমার আত্মাকে কদিন পর যে খুঁড়ে খুঁড়ে খাবে সেই ড্রাগন থেকে সাবধান! আমাদের মরণ এই এলো বলে!...প্রার্থনা করো, আমাদের পবিত্র পিতা এসে যেন সব অশুভ আর আমাদের সব পাপ থেকে মুক্তি দেন আমাদের! হা! হা! তোমার বুঝি খুব

BanglaBook.org

পছন্দ হয়েছে আমাদের প্রভু যীশুখৃষ্টের এই ডাকিনীবিদ্যা! আমিও মনে করি আনন্দই যন্ত্রণা, সুখ বেদনাময়...শয়তানের ব্যাপারে হুঁশিয়ার! সারাক্ষণ এক কোণে ওঁৎ পেতে আছে আমার জন্য আমার গোড়ালিতে থাবা মারার জন্য। কিন্তু সালভাতোরে কি আর বুদ্ধু! এই মঠটা খুব সুন্দর, আর এই খাবার ঘরটা, আমাদের প্রভুর কাছে প্রার্থনা করো। আর বাকি কোনো কিছুই একটা ঘোড়ার ডিমেরও সমান না। আমেন। ঠিক বলেছি না?'

ভাষ্য : এটাই সালভাতোরের প্রথম আবোল-তাবোল। যখনই সে উপস্থিত হয়, কথা বলে ভালগার লাতিন, প্রোভেন্সাল, ইতালীয় আর হিস্পানী/কাতালানের একটা জগাখিচুড়ি ভাষায়।

৫২. **টেক্সট :** ad placitum

অনুবাদ : ঐকমত্য অনুসারে

৫৩. **টেক্সট :** disiecta membra

অনুবাদ : ইতস্তত বিক্ষিপ্ত খণ্ডাংশ

৫৪. **টেক্সট :** (si licet magnis componere parva...)

অনুবাদ : (আমি যদি ক্ষুদ্রকে বৃহত্তের সঙ্গে তুলনা করতে পারি...)

টীকা : ভার্জিলের জর্জিক্স ৪.১৭৬ থেকে। মহাকাব্য *ঈনীড*-এর জন্য বিখ্যাত ভার্জিল *জর্জিক্স* গ্রন্থে রোমকদের গেরস্থালি কাজকর্মের নির্দেশনা দিয়েছেন। *জর্জিক্স*-এর চতুর্থ খণ্ডে মৌমাছি প্রতিপালনের বিষয় আলোচিত হয়েছে। এখানে তিনি অ্যাটিক বা গ্রীসীয় মৌমাছিদের পরিশ্রমের সঙ্গে কামারশালার সাইক্লপদের পরিশ্রমের তুলনা করেছেন।

৫৫. **টেক্সট** 'Doimine frate magnificentissimo Jesus venturus est Avi les hommes penitenzia'

অনুবাদ : আমার প্রভু ব্রাদার সবচাইতে মহিমান্বিত...যীশু এই এলেন বলে, আর মানুষকে তো অনুতপ্ত হতেই হবে, কী বলো?

৫৬. **টেক্সট :** Non comprends

অনুবাদ : আমি বুঝতে পারছি না।

৫৭. **টেক্সট :**'vade retro'

অনুবাদ : 'আমার পেছনে যাও/দাঁড়াও'

ভাষ্য : বাইবেল-এর নিউ টেস্টামেন্ট বা নতুন নিয়মের মার্কলিখিত সুসমাচার ৮:৩১-৩৩ বা The Gospel According to Saint Mark ৮:৩১-৩৩ থেকে। 'পরে তিনি' (যীশু) 'তাহাদিগকে এই শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন যে মনুষ্যপুত্রকে অনেক দুঃখ ভোগ করিতে হইবে এবং প্রাচীনবর্গ, প্রধান যাজক ও অধ্যাপকগণ কর্তৃক অগ্রাহ্য হইতে হইবে, হত হইতে

BanglaBook.org

হইবে, আর তিন দিন পরে আবার উঠিতে হইবে। এই কথা তিনি স্পষ্টরূপেই কহিলেন। তাহাতে পিতর (Peter) তাঁহাকে কাছে লইয়া অনুযোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি মুখ ফিরাইয়া আপন শিষ্যগণের প্রতি দৃষ্টি করিয়া পিতরকে অনুযোগ করিলেন, বলিলেন, আমার সম্মুখ হইতে দূর হও, শয়তান; কেননা যাহা ঈশ্বরের, তাহা নয়, কিন্তু যাহা মনুষ্যের, তাহাই তুমি ভাবিতেছ।'

এটি আমাদেরকে বাইবেল-এর নিউ টেস্টামেন্ট বা নতুন নিয়মের মথিলিখিত সুসমাচার চতুর্থ অধ্যায়ের বা The Gospel According to Saint Matthew ৪-এর কথা মনে করিয়ে দেয়, যেখানে যীশুখৃষ্টকে নির্জন স্থানে নিয়ে গিয়ে তিনবার প্রলোভন দেখানো হয়েছিল। শেষ মুহূর্তে যীশু বলেছিলেন, 'দূর হও, শয়তান (*vade, Satanas*); কেননা লেখা আছে, তোমার ঈশ্বর প্রভুকেই প্রণাম করিবে, কেবল তাহারই আরাধনা করিবে। (৪.১০)'

৫৮. **টেক্সট** : *Arbor vitae crucifixae*

অনুবাদ : *যীশুর ক্রুশবিদ্ধ জীবনের বৃক্ষ*

টীকা : *প্যারাদিসো*-র দ্বাদশ স্বর্গে কবি দান্তে বোনাভেনতুরেকে দিয়ে উবার্তিনোকে ভর্ৎসনা করিয়েছেন ফ্রান্সিসকান নীতির প্রতি তাঁর অত্যধিক আনুগত্যের জন্য।

৫৯. **বোনাভেনতুরা** (১২২১-১২৭৪ খৃ.) ইতালীয় রোমান ক্যাথলিক দার্শনিক, ফ্রান্সিসকান সম্প্রদায়ের জেনারেল।

৬০. **Spirituals** : স্পিরিচুয়াল বা ফ্রান্সিসকান স্পিরিচুয়ালরা ছিল আস্‌সিরি-র সন্ত ফ্রান্সিস-এর অনুশাসন এবং বৈশিষ্ট্যের কঠোর ও আপসহীন অনুসারী।

৬১. **টেক্সট** : fratres et pauperes heremitae domini Celestini

অনুবাদ : ডম সেলেস্তিনের ভ্রাতৃবৃন্দ আর দরিদ্র সন্ন্যাসীগণ।

৬২. **Beghards** : ১১৭০ খৃষ্টাব্দে, বর্তমান মধ্য বেলজিয়ামের দুটো প্রদেশ ব্রাবান্ট-এর জন্ম নেয়া একটি খৃষ্টীয় সম্প্রদায়, পরে তারা নেদারল্যান্ড, জার্মানী, ফ্রান্স, উত্তর ইতালি, পোল্যান্ড এবং বোহেমিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। বেশিরভাগ সদস্যই ছিল কারিগর শ্রেণীর; দারিদ্র্য এবং যৌথ সম্পদের ধারণার প্রবক্তা বেগার্ডরা বিয়েবিরোধী ছিল, যদিও সদস্যরা সম্প্রদায় ছেড়ে দিয়ে বিয়ে করতে পারত। গীর্জা এবং অ-যাজকীয় ক্ষমতা প্রত্যাখ্যান করে তারা বৃদ্ধ, শিশু আর অনাথদের সেবায় নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছিল। আমালরিশীয় এবং ললার্ডদের হেরেটিক বা ধর্মদ্বেষী আন্দোলনের সঙ্গে বেগার্ডদের এই আন্দোলনের যোগ ছিল। ১৪শ শতকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় এদের এবং এরপর ইনকুইজিশন তাদের পেছনে লাগে। এই সম্প্রদায়ের নারী সদস্যদের বেগুইন বলা হতো, Beguine বিচ্ছিন্নভাবে এখনো এদের দেখা মিলবে ব্রেডা, আমস্টার্ডাম এবং গেন্ট-এ। সূত্র : *আ ডিকশনারী ফর বিলীভার্স অ্যান্ড নন-বিলীভার্স, প্রোগ্রেস পাবলিশার্স*, প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন।

BanglaBook.org

৬৩. **টেক্সট** : *Firma cautela*

অনুবাদ : *প্রবল সতর্কতার সঙ্গে*

ভাষ্য : অষ্টম বনিফেসের এই হুকুমনামাটি ১২৯৬ খৃষ্টাব্দে জারি হয়।

৬৪. **Council of Vienne** যখন পোপ সমগ্র রোমান ক্যাথলিক বিশ্বের গীর্জার বিভিন্ন প্রতিনিধিদেরকে কোনো মন্ত্রণাসভায় ডাকেন এবং তাঁদের নেয়া সিদ্ধান্তসমূহ একটি দ্ব্যর্থহীন ও আনুষ্ঠানিক আইনের মাধ্যমে অনুমোদন দান করেন তখন সেই মন্ত্রণাসভা বা কাউন্সিলকে বলা হয় একুমেনিকাল কাউন্সিল, Oecumenical Council। ১৩১১-১২ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের ভিয়েনেতে (Vienne) অনুষ্ঠিত ১৫শ কাউন্সিল ভালদেনসীয়, স্পিরিচুয়াল, বেগার্ড এবং অন্যান্য ধর্মদ্বেষীদের বিরুদ্ধে হয়রানি এবং নির্যাতনমূলক কিছু সিদ্ধান্তের জন্য বিখ্যাত হয়ে আছে। সেই কাউন্সিলে টেম্পলার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধেও দমনমূলক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। সূত্র *আ ডিকশনারী ফর বিলীভার্স অ্যান্ড নন-বিলীভার্স, প্রোগ্রেস পাবলিশার্স*, প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন।

৬৫. **টেক্সট** : *Exivi de paradiso*

অনুবাদ : *আমি স্বর্গ ত্যাগ করেছি*

ভাষ্য : এই হুকুমনামাটি পোপ পঞ্চম সেলেস্তিন ১৩১২ খৃষ্টাব্দের ১২ই মে জারি করেছিলেন, অক্টোবর ১৩১১ থেকে মে ১৩১২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ভিয়েনে কাউন্সিলে। পবিত্রতা, দারিদ্র্য এবং বাধ্যতা, ফ্রান্সিসকান নীতির এই তিনটি প্রতিজ্ঞার ওপর গুরুত্বারোপ ক'রে হুকুমনামাটি শুরু হয়েছে। পোশাক-আশাক, জুতো, ধর্মপ্রচার, উপবাস, ইত্যাদি বিষয় কিভাবে দেখা হবে, ব্যবহৃত হবে সেটাই হুকুমনামাটিতে আলোচিত হয়েছে। ফ্রান্সিসকানদেরকে এখানে আদেশ করা হয়েছে যাতে ক'রে তারা তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভিক্ষাগ্রহণ না করে; এ ছাড়া, একটি তালিকা দেয়া হয়েছে যেসব কারণে দারিদ্র্যের চরিত্র ক্ষুণ্ন হয়েছে; কারণগুলো হচ্ছে দালানগুলোতে বিশাল বিশাল হোল্ডিং, জাঁকজমকপূর্ণ আসবাবপত্র, ইত্যাদি। হুকুমনামাটি শেষ হয়েছে এই দাবি জানিয়ে যে ফ্রান্সিসকান সম্প্রদায়ের মধ্যেকার যুদ্ধরত দলগুলি যেন শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করে এবং কোনো দল, তা তারা স্পিরিচুয়ালই হোক — যারা দারিদ্র্যের কঠোরতম ব্যাখ্যার প্রবক্তা বা কনভেনচুয়ালই হোক – যারা কিনা এ বিষয়ে খানিকটা শিথিল মতাবলম্বী, তারা কেউই একে অন্যকে হেরেটিক বা ধর্মদ্বেষী বলতে পারবে না।

৬৬. **টেক্সট** : *per mundum discurrit vagubundus*

অনুবাদ : *ভবঘুরের মতো গোটা দুনিয়া ঘুরে বেড়িয়েছেন*

BanglaBook.org

৬৭. **টেক্সট** : Ad conditorem canonum

অনুবাদ : রীতিসমূহের প্রতিষ্ঠাতার উদ্দেশে

ভাষ্য ১৩২২ খৃষ্টাব্দের ৮ ডিসেম্বরে জারি করা পোপ বাইশতম জনের এই হুকুমনামাটি পেরুজিয়ায় অনুষ্ঠিত ফ্রান্সিসকান সম্মেলনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। জন সহজ-সরল *usus facti* (প্রকৃত ব্যবহার) প্রত্যাখ্যান ক'রে ফ্রান্সিসকানদেরকে, তাদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে, তারা যেসব জিনিস ব্যবহার করত সেগুলোর মালিকানা দিয়ে দেন। উপন্যাসের শেষের দিকে একো আবারও এই হুকুমনামাটির উল্লেখ করেছেন।

৬৮. **মন্টিফাল্কো-র সন্ত ক্লেয়ার** (Saint Clare of Montefalco ১২৭৫-১৩০৮ খৃ.) অগাস্তিনীয় মরমী সাধিকা। কিছুদিনের জন্য ফ্রান্সিসকান রীতির অনুসারী ছিলেন, কিন্তু ১২৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি মন্টিফাল্কোতে তাঁর বোন জোয়ানের অগাস্তিনীয় সন্ন্যাসিনীদের সংঘের সদস্য হন। পরের বছর, তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধেই তাঁকে মঠাধ্যক্ষা নির্বাচিত করা হয়। চরম সংযমী এক জীবন যাপন ক'রে গেছেন ক্লেয়ার নীরবতা ভঙ্গের প্রায়শ্চিত্ত করতে খালি পায়ে তুষারের ওপর দাঁড়িয়ে তিনি একশো বার প্রভুর প্রার্থনা আওড়াতেন। যখন তিনি ধ্যানমগ্ন হতেন, বিশেষ ক'রে ক্রুশবিদ্ধ যীশুর যন্ত্রণাভোগ এবং মৃত্যু সম্পর্কে ভাবতে বসতেন, তখন পরমানন্দের এক ভাবসমাধিগ্রস্ত দশা হতো তাঁর। বিশ্বাস করা হতো, তিনি অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তাঁর গোটা দেহ সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং ব্যবচ্ছেদকৃত তাঁর হৃৎপিণ্ডের তন্তুময় কোষ-সমাহার ক্রুশ এবং ক্রুশবিদ্ধ যীশুর যন্ত্রণাভোগ এবং মৃত্যুর অন্যান্য উপকরণ-সদৃশ রূপ ধারণ করেছে বলে মনে করা হয়। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে তিনি সন্ত বলে ঘোষিত হন।

৬৯. **ফোলিনো-র অ্যাঞ্জেলা** Saint Angela of Foligno (আনুমানিক ১২৪৮-১৩০৯ খৃ.) ফ্রান্সিসকান মরমী সাধিকা। বিবাহিত এই নারী আটতিরিশ/উনচল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত মোটামুটি স্বাভাবিক জীবন যাপন করেছেন। তারপরেই তাঁর অসাধারণ নাটকীয় ধর্মান্তর ঘটে। তাঁর নিজের ভাষ্য অনুযায়ী, গোটা দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন, মঠবাসী বিশুদ্ধচারী এক সংযমী জীবনের দিকে ঈশ্বরই তাঁকে আহ্বান করেন। কিন্তু, তাঁর স্বামী ও সন্তানেরা জীবিত থাকাকালীন এই জীবন আলিঙ্গন করার কোনো উপায় ছিল না। কাজেই, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এই নারী তাদের মৃত্যুর জন্য প্রার্থনা করতে শুরু করেন এবং তাঁর প্রার্থনা শিগ্গিরই মঞ্জুর হয়। অবিলম্বে, অনুগত শিষ্যবৃন্দ তাঁর পাশে জমায়েত হয়। একই ঈশ্বরের মধ্যে পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মার সম্মিলন বা ট্রিনিটি সম্পর্কে তিনি স্বর্গীয় উদ্ঘাটন লাভ করেন এবং তারপর অবশ্যম্ভাবীভাবে পরমানন্দমূলক ভাবসমাধি দশায় তার পরবর্তী আট দিন কাটে, আর এই সময়টায় তিনি পুরোপুরি নিশ্চল ও নির্বাক ছিলেন। অ্যাঞ্জেলা যাতে ক'রে তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক উদ্ভাসন এবং মরমীয়া অনুপ্রেরণার কথা প্রকাশ করেন সে ব্যাপারে তাঁর ফ্রান্সিসকান কনফেসর (যে পাদ্রীর কাছে তিনি স্বীকারোক্তি করেছিলেন) তাঁকে প্রণোদিত করেছিলেন। তারই ফলে রচিত হয় অ্যাঞ্জেলার বইটি, ইংরেজি অনুবাদে যার নাম *দ্য বুক অভ্ ভিযন্স অ্যান্ড ইন্সট্রাকশন্স*। উল্লেখ্য, তাঁর কনফেসর বইটি লাতিনে অনুবাদ করেছিলেন। প্রায়শ্চিত্তের যে বিশটি ধাপ অ্যাঞ্জেলাকে তাঁর মরমী জীবনের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়েছিল সেগুলোর কথাই এই বইটিতে বলা হয়েছে।

BanglaBook.org

৭০. **কাস্তেল্লো শহরের মার্গারেট :** Blessd Margaret of Città di Castello (১২৮৭-১৩২০ খৃ.) ইতালীয় মরমী সাধিকা। মেতোলার মার্গারেট নামেও তিনি পরিচিত, কারণ তাঁর জন্ম মেতোলায়। একটি বৃত্তান্ত অনুযায়ী, তাঁর অভিজাতবংশীয় পিতা-মাতা তাঁকে তাঁর ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত লুকিয়ে রেখেছিলেন, কারণ তিনি ছিলেন শারীরিকভাবে অত্যন্ত প্রতিবন্ধী – অন্ধ, খঞ্জ, বামনাকৃতি এবং কুঁজো। এরপর, একটি অলৌকিক কিছু ঘটার প্রত্যাশায় কন্যাকে তাঁরা সিত্তা দি কাস্তেল্লো-র একটি জনপ্রিয় মন্দিরে নিয়ে যান। কিন্তু সে-রকম কোনো ঘটনা না ঘটায় তাঁরা আত্মজাকে ওখানেই ফেলে আসেন। আরেকটি বর্ণনা অনুযায়ী, ছয় বছর বয়স পর্যন্ত মার্গারেট অজ্ঞাতপরিচয় শিশুই ছিলেন। একটি মঠে ইহজাতিক জীবনের প্রতি আসক্ত কিছু সন্ন্যাসিনী তাঁকে লালন-পালন করে এবং মার্গারেটের নির্দোষ আচার-আচরণকে তারা সন্ন্যাসজীবনের সংযমী রীতিনীতি সম্পর্ক তাদের অবজ্ঞার প্রতি একটি নীরব ভর্ৎসনা হিসেবেই গণ্য করত। যা-ই হোক, অবহেলিত, নিগৃহীত এবং শেষ পর্যন্ত বিতাড়িত মার্গারেট অসুস্থ ও মুমূর্ষুদের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। নিজের নানান শারীরিক অক্ষমতা সত্ত্বেও মার্গারেট শহরের কারাবন্দিদের নিরলসভাবে শুশ্রূষা দান ক'রে গেছেন এবং গ্রামের ছেলেমেয়েদের, যখন তাদের মা-বাবা কাজে যেত, নানান স্তোত্র এবং প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষাদান করেছেন। বলা হয়ে থাকে, মার্গারেট লঘিমা বা বায়ুমণ্ডলে উত্থানের শক্তিলাভ করেছিলেন প্রার্থনারত অবস্থায় মাটি থেকে ফুটখানেক উচ্চতায় ভেসে বেড়াতেন তিনি প্রায়ই। বেশিরভাগ মধ্যযুগ বিশারদই মনে করেন, কাসালির উবার্তিনো তাঁর *Arbor Vitae crusifixae Jesu* গ্রন্থে কাস্তেল্লো শহরের ভক্তিমান যে মরমীসাধকের প্রশংসা করেছেন তিনি এই মার্গারেট।

৭১. **নোভারার ফ্রা দলচিনো** Fra Dolcino of Novara (মৃত্যু ১৩০৭ খৃষ্টাব্দ) হেরেটিকাল অ্যাপস্টলিচি-র নেতা। {অ্যাপস্টলিচি (Apostolici) হচ্ছে চারটি ভিন্ন হেরেটিকাল বা ধর্মদ্বেষী দলের একক নাম।} ভারচেল্লি-র এক যাজক তাঁকে লালন-পালন এবং শিক্ষাদান করেন। কিন্তু ১২৯১ খৃষ্টাব্দে দলচিনো গেরার্ডো সেগারেল্লি প্রতিষ্ঠিত অ্যাপস্টলিচি বা ছদ্ম-অ্যাপসলদের দলের সদস্য হওয়ার জন্য পালিয়ে যান। সেগারেল্লিকে ১৩০০ খৃষ্টাব্দে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ক'রে বধ করা হলে দলচিনো সম্প্রদায়টির নেতা হন। তাঁর ব্যক্তিগত আকর্ষণ, প্রেরণাসঞ্চারী ডিসকোর্স এবং বাইবেল-এর ব্যাখ্যা করার সাবলীল ক্ষমতার কারণে প্রায় চার হাজার শিষ্য অবিলম্বে নোভারায় তাঁর পাশে জড়ো হয়। অ্যাপস্টলিচি-রা চরম দারিদ্র্যের প্রবক্তা হলেও বেঁচে থাকার জন্য লুটতরাজের আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের কর্মকাণ্ড বন্ধ করার জন্য পোপ পঞ্চম ক্লেমেন্ট নোভারার নাগরিকদের সাহায্য করার আশ্বাস দেন। দলচিনোকে শেষ পর্যন্ত ১৩০৭ সালের মার্চ মাসের ২৩ তারিখ কারাবন্দি করা হয়। তাঁর প্রাণদণ্ডাদেশ কার্যকর করার পর তার দেহ কেটে টুকরো টুকরো ক'রে পুড়িয়ে ফেলা হয়।

অ্যাপস্টলিচি-রা কেবল ঈশ্বরকেই মান্য করত। যাজক সম্প্রদায়ের ভ্রষ্টাচারের কারণে গীর্জার কর্তৃত্ব পুরোপুরি অস্বীকার করত তারা। সুখ ও সমৃদ্ধিতে ভরা প্রত্যাশিত স্বর্ণযুগের প্রবক্তা

BanglaBook.org

দলচিনো ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে বিদ্যমান খৃষ্টসম্প্রদায় তার দুর্নীতিগ্রস্ত যাজকতন্ত্রসমেত পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর স্বয়ং ঈশ্বর কর্তৃক মনোনীত এক মহত্তম পোপের আবির্ভাব হবে। ন্যায়পরতা ও খৃষ্টধর্মানুযায়ী দারিদ্র্যের প্রতি দায়বদ্ধ নতুন খৃষ্টসমাজের শাসনভার দলচিনোর শিষ্যদের ওপর ন্যস্ত হবে।

৭২. **মাইনরাইট (Minorites)**: *Friars Minor* ('অধস্তন বা নিচু শ্রেণীর ব্রাদার')-দের অপর নাম। ফ্রান্সিসকানদের মধ্যে যাঁরা আক্ষরিকভাবেই সন্ত ফ্রান্সিসের নীতি মেনে চলে সেই সম্প্রদায়ের সদস্য এরা। মাইনরাইট শব্দটি দিয়ে তাদের নম্রতার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

৭৩. **টেক্সট** : Spiritus Libertatis

অনুবাদ : স্বাধীনতার মূল বৈশিষ্ট্য

৭৪-৭৫. **টেক্সট** : homo nudus cum nuda iacebat...et non commiscebantur ad invicem

অনুবাদ : একজন নগ্ন পুরুষ এক নগ্ন নারীর সঙ্গে শুয়েছিল...কিন্তু তারা সঙ্গম করেনি।

৭৬. **ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স অভ্ দ্য ফ্রী স্পিরিট** দ্বাদশ থেকে পঞ্চদশ শতকের মধ্যে বাস-করা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কিছু সদস্যকে এ নামে অভিহিত করা হয়। এরা ছিলেন 'মুক্ত আত্মা'র ধারণায় বিশ্বাসী : অর্থাৎ সম্পূর্ণ মুক্ত একটি বুদ্ধিমত্তা, যার দ্বারা কোনো অন্যায় কাজ সম্ভব নয় এবং যা তার ভেতর একটি সর্বব্যাপী দেবত্বের স্ফুলিঙ্গ ধারণ করে। আদর্শবাদপন্থী সর্বেশ্বরবাদী এই মানুষগুলো বলতেন সৃষ্টি ও স্রষ্টা অভিন্ন, মানুষ ঈশ্বরে পরিণত হতে পারে, মানুষ পাপ করতে অক্ষম এবং মৃত্যুর পর আর কোনো পুনরুত্থান নেই।

৭৭. **পলিনিসীয়** : খৃষ্টধর্মবিরোধী একটি আন্দোলনের অনুসারীবৃন্দ; আন্দোলনের জন্ম আর্মেনিয়ায়, ৭ম শতকে। পলিনিসীয়দের আন্দোলনের সামাজিক ভিত্তি ছিল কৃষক, কারিগর এবং শহরাঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠী। সামন্ততান্ত্রিক শোষণ, বস্তুগত এবং রাজনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে পলিনিসীয়রা অবস্থান গ্রহণ করেছিল। তারা মনে করত জগৎ দুই বৈরী রাজ্যে বিভক্ত : আধ্যাত্মিক রাজ্য বা ঈশ্বরের বা শুভর রাজ্য, এবং বস্তুরাজ্য বা শয়তানের বা মন্দের রাজ্য। তারা খৃষ্টীয় গীর্জাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, বর্জন করেছিল ঈশ্বরমাতা, পয়গম্বর, সন্ত এবং আইকনের আরাধনা। ব্যাপ্টিজম, ইউক্যারিস্ট এবং উপবাসও তারা মানত না। বুলগেরিয়া ও বাইজেন্টীয় সাম্রাজ্যে বোগোমিলদের উত্থানে পলিনিসীয়দের প্রভাব ছিল।

৭৮. **বোগোমিল** : ভূমিদাস এবং শহুরে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামন্ততন্ত্রবিরোধী আরেকটি আন্দোলন, যা খৃষ্টধর্মদ্বেষী বলে আখ্যা পেয়েছিল। ১০ম শতকে বুলগেরিয়ায় এটির উদ্ভব, বোগোমিল নামের একজন যাজক এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তাঁর নামানুসারেই আন্দোলনকারীরা বোগোমিল নামে পরিচিতি লাভ করে।

৭৯. **মাইকেল সেলাস (১০১৮-১০৯৬/৯৭ খৃ.)** বাইজেন্টীয় দার্শনিক, ইতিহাসবিদ এবং

BanglaBook.org

মানবতাবাদী। জন্ম কন্সটান্টিনোপল। শিশুপ্রতিভা হিসেবে বিখ্যাত হয়ে যাওয়ার পর তিনি এশিয়া মাইনরের এক মঠে যোগ দেন, কিন্তু ধর্মীয় পেশায় তাঁর অনাগ্রহের বিষয়টি উপলব্ধি করার পর সেখান থেকে চলে আসেন। তার বদলে নিজেকে নিয়োজিত করেন অধ্যয়ন এবং লেখালেখির কাজে। তাঁর অসংখ্য রচনার মধ্যে রয়েছে অলংকারশাস্ত্রের ম্যানুয়াল এবং চিকিৎসাশাস্ত্র, আবহাওয়াবিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিদ্যা-সংক্রান্ত নানান সমস্যার আলোচনা। তাঁর সবচাইতে বিখ্যাত দুটো কাজ হচ্ছে *ক্রনোলজি*, যা কিনা ৯৭৬ থেকে ১০৭৮ খৃষ্টাব্দের একটি চতুর, নিষ্ঠুর এবং অত্যন্ত পাঠযোগ্য একটি ইতিহাস এবং *De omnifaria doctrina (সব ধরনের জ্ঞান প্রসঙ্গে)*, তাঁর ছাত্র এবং বন্ধুদের বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্মতত্ত্ববিষয়ক বিভিন্ন প্রশ্নের ১৯৩টি উত্তরের একটি সংকলন।

৮০. **লিংক্স** চিতাবাঘের মতো গায়ে ফুট ফুট দাগসহ, ছোটো লেজবিশিষ্ট বিড়ালগোত্রীয় বন্য প্রাণী, দেখতে নেকড়ের মতো। মাদী লিংক্স মাত্র একবারই বাচ্চা প্রসব করে। লিংক্স প্রখর দৃষ্টিশক্তির জন্য বিখ্যাত এবং কারো কারো মতে যা কিনা দেওয়াল ভেদ করতেও সক্ষম।

৮১. **ইনকিউবাস, incubus** অপদেবতা, যে মধ্যযুগীয় লোকবিশ্বাস অনুযায়ী, ঘুমন্ত নারীদের সঙ্গে সঙ্গমে মিলিত হতো। মনে করা হতো সেইসব নারী এরপর ডাইনী এবং অপদেবতার জন্ম দিত।

৮২. **পাদুয়ার মার্সিলিয়াস** : ১২৭৫-১৩৪২ : ইতালীয় রাজনীতিক ও দার্শনিক। তিনি মনে করতেন রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে একটি সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে।

৮৩. **টেক্সট** : lignum vitae

অনুবাদ : জীবনবৃক্ষ (আক্ষরিক অর্থে, কাঠ)

৮৪. **অ্যাপোল্লিয়ন (Apollyon)** বাইবেলের বুক অভ্ রেভেলেশন (প্রকাশিত বাক্য) ৯:১১ অনুযায়ী, অতল গহ্বরের দেবদূত। অ্যাপোল্লিয়ন হচ্ছে Abaddon বা হিব্রুতে সংহারকারীর গ্রীক নাম, নরকের নৃপতি। বানইয়ানের *পিলগ্রিম্স্ প্রোগ্রেস*-এ নামটির দেখা মেলে; ডাকিনীবিদ্যার সঙ্গে শব্দটির বেশ সংশ্লিষ্টতা রয়েছে।

৮৫. **টেক্সট** : 'Quorum primus seraphico calculo purgatus et ardore celico inflammatus totum incendere videbatur. Secundus vero verbo predicationis fecundus super mundi tenebras clarius radiavit...'

অনুবাদ 'তাদের মধ্যে প্রথম জন, দেবদূতীয় কয়লা দ্বারা পরিশুদ্ধ হয়ে এবং স্বর্গীয় অনুপ্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে গোটা পৃথিবীতে আগুন লাগিয়ে দিতে উদ্যত হলো। দ্বিতীয় জন, ভবিষ্যদ্বাণীর প্রকৃত বাক্যে জগতের অন্ধকারে উজ্জ্বল হয়ে জ্বলতে থাকল।'

BanglaBook.org

৮৬. **ক্যালাব্রিয়ার জোয়াকিম** : (Joacim of Calabria, আনু. ১১৩৫-১২০২ খৃ.) সিস্টার্সীয়[*] অতীন্দ্রিয়বাদী এবং ধর্মতত্ত্ববিদ। ফিওর বা ফ্লোরিসের জোয়াকিম নামেও পরিচিত জোয়াকিম

পবিত্র ভূমি বা জেরুজালেম ভ্রমণ করেন এবং এই সফরই তাঁর সারা জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। ফিরে আসার পর এটনা পর্বতে সন্ন্যাসীর মতো বাস করতে থাকেন তিনি এবং জনসাধারণের মধ্যে ধর্মপ্রচার শুরু করেন। কিন্তু যাজক সম্প্রদায়ের আপত্তির মুখে তিনি কোরাৎযোর মঠে শপথ গ্রহণে বাধ্য হন। সেখানে ১১৬৮ খৃষ্টাব্দে তিনি যাজক হিসেবে বৃত হন এবং পরে মঠের মোহান্ত বা মঠাধ্যক্ষ হন। জোয়াকিমের প্রচেষ্টার কারণে কোরাৎযো, একটি বেনেডিক্টীয় হাউজ, কঠোরতর সিস্টার্সীয় সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। তবে ততদিনে তিনি কঠোর সংযমী সিস্টার্সীয়দের ছেড়ে ফিয়োর-এ সম্প্রদায়টির আরো কট্টর একটি শাখা খোলেন : এ কাজের জন্য সিস্টার্সীয় জেনারেল চ্যাপ্টার তাঁকে নিন্দা জানায়। তার পরও, তাঁর মৃত্যুর সময় তিনি ছিলেন তাঁর সময়ের সবচাইতে শ্রদ্ধেয় ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব।

জোয়াকিমের তিনটি প্রধান গ্রন্থ হচ্ছে *এক্সপোজিশন অন দি অ্যাপোক্যালিপ্স*, *দ্য কনকর্ডেন্স অভ্ দ্য নিউ অ্যান্ড ওল্ড টেস্টামেন্ট* এবং *টেন-স্ট্রিংগ্ড সালটেরি*।

[*] সিস্টার্সীয়বৃন্দ ১০৯৮ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত এবং বার্গান্ডি-র Citeaux-এ স্থাপিত মূল সম্প্রদায়ের নামে নাম রাখা মঠভিত্তিক একটি সম্প্রদায়। সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাকারীরা ছিলেন একদল বেনেডিক্টীয় সন্ন্যাসী, নেতৃত্বে সন্ত রবার্ট দে মোলেযমে। মোলেযমে মঠ থেকে আসা এই সন্ন্যাসীরা সন্ত বেনেডিক্টের 'বিধি' পালনে মঠের শৈথিল্য নিয়ে অসন্তুষ্ট ছিলেন। বেনেডিক্টের বিধির কঠোরতম ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রতি নিবেদিত একটি নিঃসঙ্গ জীবনযাপনে ইচ্ছুক এই সন্ন্যাসীরা দীর্ঘ উপবাস এবং যৎসামান্য নিদ্রার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। সন্ন্যাসীদের জন্য কায়িম শ্রমের পুনঃপ্রচলন করেন তাঁরা; সহজ করেন গীর্জায় প্রার্থনার নিয়মকানুন; নিষিদ্ধ করেন সোনার অলংকার এবং দামি পোশাক-আশাক। সিস্টার্সীয় সম্প্রদায় অধ্যয়নের চাইতে প্রার্থনার ওপরে বেশি গুরুত্ব দিত, ফলে তাদের গ্রন্থাগারগুলো কখনোই খুব একটা সমীহ উদ্রেককারী ছিল না। Clirvaux-এর সন্ত বার্নাড যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন সিস্টার্সীয় মঠের মোট সংখ্যা ৩৩৮-এ উপনীত হয়েছিল।

৮৭. **টেক্সট** : Mor quies viatoris – finis est omnis loboris

অনুবাদ : মৃত্যুই সফরকারীর বিশ্রাম – তার সমস্ত পরিশ্রমের পরিসমাপ্তি।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

প্রথম দিন

নোনেয

যেখানে উইলিয়ামের সঙ্গে ভেষজবিদ সেভেরিনাসের এক অতি পাণ্ডিত্যপূর্ণ কথোপকথন হয়।

আবার আমরা মাঝ নেইভ[৮৮] ধরে হেঁটে সেই দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলাম যেটা দিয়ে ঢুকেছিলাম। তখনো উবার্তিনোর কথাগুলো, প্রত্যেকটা শব্দ, আমার মাথায় গুঞ্জন করছিল।

'লোকটা...বড্ড অদ্ভুত,' সাহস ক'রে না বলে পারলাম না উইলিয়ামকে।

'অনেক দিক থেকেই একজন মহৎ লোক তিনি, দীর্ঘদিন ধরেই। কিন্তু এই কারণেই উনি অদ্ভুত। কেবল তুচ্ছ লোকজনকেই স্বাভাবিক বলে মনে হয়। যে-সমস্ত ধর্মদ্বেষীকে আগুনে পুড়ে মরতে তিনি সাহায্য করেছেন, উবার্তিনো কিন্তু তাদেরই মতো একজন হতে পারতেন, আবার হতে পারতেন হোলি রোমান চার্চের কার্ডিনাল-ও। এই দুই বিকৃতিরই খুব কাছাকাছি পৌঁছেছিলেন তিনি। উবার্তিনোর সঙ্গে যখন আমি কথা বলি আমার তখন মনে হয় নরক হচ্ছে উলটো দিক থেকে দেখা স্বর্গ।'

কথাটার মানে ধরতে পারলাম না আমি। জিগ্যেস করলাম, 'কোন দিক থেকে?'

উইলিয়াম সমস্যাটা স্বীকার করলেন, 'হুঁ, তা, ঠিক। ব্যাপারটা হচ্ছে আদৌ কোনো দিক রয়েছে কি না, আর আদৌ কোনো সম্পূর্ণ জিনিস রয়েছে কি না তা জানা। কিন্তু আমাকে বিশেষ আমল দিয়ো না। আর ওই প্রবেশপথটার দিকে তাকানো বন্ধ করো,' ভেতরে ঢোকার সময় দেখা মূর্তিগুলোর দিকে আকৃষ্ট হয়ে আমি ঘুরে দাঁড়াচ্ছি এমন সময় আমার ঘাড়ে আলতো একটা টোকা দিয়ে উইলিয়াম বললেন। 'আজকের মতো যথেষ্ট ভয় দেখিয়েছে ওগুলো তোমাকে। সবগুলোই।'

বেরোবার পথের দিকে পিঠ ফেরাতে সামনে আমি আরেক সন্ন্যাসীকে দেখতে পেলাম। উইলিয়ামেরই বয়সী হবেন। মৃদু হেসে আন্তরিকভাবে অভ্যর্থনা জানালেন তিনি আমাদের। বললেন তিনি সাঙ্‌ক্ট্ ভেনডেল-এর সেভেরিনাস; স্নানাগার, হাসপাতাল আর বাগানগুলোর দায়িত্বে আছেন, তাছাড়া, মঠ-এর কম্পাউন্ডটা যদি আমরা আরো ভালো ক'রে ঘুরে দেখতে চাই তাহলে তিনি আমাদের সেবায় নিয়োজিত হবেন।

উইলিয়াম তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন মঠে প্রবেশের সময়ই তিনি চমৎকার সবজি বাগানটা খেয়াল করেছিলেন, আর বরফের ভেতর দিয়ে দেখে যতটুকু তিনি বুঝেছিলেন, ওখানে কেবল ভোজ্য উদ্ভিদই ছিল না, ছিল ভেষজ গুণাবলি সম্পন্ন উদ্ভিদও।

খানিকটা ক্ষমা প্রার্থনার সুরে সেভেরিনাস বললেন, 'গ্রীষ্মে বা বসন্তে বিচিত্র রকমের উদ্ভিদের

BanglaBook.org

মধ্যে দিয়ে – যার প্রতিটি তখন ফুলে শোভিত থাকে – বাগানটা আরো ভালোভাবে স্রষ্টার গুণগান করতে পারে। কিন্তু এখন, এই শীতেও ভেষজবিদের চোখ শুকনো ডালপালার ভেতর দিয়ে সেসব উদ্ভিদ দেখতে পাচ্ছে যেগুলো আগামী দিনগুলোতে আসছে, আর সে আপনাদেরকে এটুকু বলতে পারে যে এই বাগানটা সাবেক কালের অন্য যে-কোনো ঔষধি গাছের বর্ণনায় ভরা বইয়ের চাইতে সমৃদ্ধ, আরো বেশি রঙিন, ওসব বইয়ের অলংকরণের মতো সুন্দর। তা ছাড়া শীতকালেও ভালো লতা-গুল্ম জন্মায়, আর নানান জায়গা থেকে সেসব জোগাড় ক'রে সুন্দর ক'রে পাত্রে রেখে আমার ল্যাবরেটরিতে আমি সেসব সংরক্ষণ করি। আর উড সরেল-এর শেকড় দিয়ে আমি সর্দি সারাই, আলথিয়া শেকড়ের ক্বাথ দিয়ে চর্ম রোগের প্লাস্টার তৈরি করি। বার একযিমা দূর করে; স্নেকরুটের মৌলকাণ্ড টুকরো টুকরো ক'রে কেটে পিষে নিয়ে আমি ডায়রিয়া আর কিছু কিছু মেয়েলী রোগের চিকিৎসা করি; মরিচ একটা চমৎকার হজমকারক; কল্ট্‌স্‌ফুট কাশি ভালো করে; আর তা ছাড়া, হজমের জন্য আমাদের আছে কিছু ভালো জেনশিয়ান[৮৯], এ ছাড়াও আমার কাছে গ্লিসারাইযা আর জুনিপার[৯০] আছে, চমৎকার কিছু আরক বানাবার জন্য, আর আছে এল্ডার গাছের বাকল যা দিয়ে আমি যকৃতের জন্য ক্বাথ তৈরি করি; আছে সোপওয়ার্ট, সর্দির চিকিৎসার জন্য সেটার শেকড় ঠান্ডা পানিতে ভিজিয়ে নরম করা হয়; আর রয়েছে ভ্যালেরিয়ান[৯১], যার গুণাগুণের কথা তো আপনার জানাই আছে।'

'আপনার কাছে নানান আবহাওয়া উপযোগী দারুণ বৈচিত্র্যপূর্ণ লতাগুল্ম রয়েছে দেখছি। কী ক'রে এসব জোগাড় করেন?'

'একদিকে আমি এসবের জন্য প্রভুর দয়ার কাছে ঋণী, আমাদের এই উচ্চভূমিটি তিনি একটা পর্বতমালা আর আরো উঁচু একটা পাহাড়ের মাঝখানে স্থাপন করেছেন; পর্বতমালার ওপর থেকে দক্ষিণে সমুদ্র দেখা যায় আর উচ্চভূমিটি সেই সমুদ্রের উষ্ণ বায়ু পায়, আর সেই আরো উঁচু পাহাড়টির আরণ্যক বৃক্ষনির্যাস আমরা পাই। আবার অন্যদিকে, এর জন্য আমি আমার শিল্পের কাছে ঋণী, যেটা, অযোগ্যভাবে, আমি আমার প্রভুদের কাছ থেকে শিখেছি। কিছু কিছু উদ্ভিদ আছে যেগুলো প্রতিকূল আবহাওয়াতেও জন্মাবে যদি আপনি সেসবের চারদিকের মাটির যত্ন নেন, সেসবের পুষ্টি আর বেড়ে ওঠার দিকে খেয়াল রাখেন।'

আমি শুধোলাম, 'কিন্তু আপনার কাছে তো এমন উদ্ভিদও আছে যেগুলো শুধু খেতেই ভালো?'

'আহারে ক্ষুধার্ত অশ্বশাবক আমার, খাবার হিসেবে ভালো কিন্তু শরীরের চিকিৎসার জন্য ভালো না এমন কোনো উদ্ভিদ নেই, তবে শর্ত হচ্ছে সেসবের পরিমাণ সঠিক হতে হবে। বেশি খেলেই কেবল সেগুলোতে অসুখ করে। কুমড়োর কথাই ধরি। প্রকৃতিগতভাবেই জিনিসটা ঠান্ডা আর আর্দ্র, তেষ্টা মেটায়, কিন্তু পচা কুমড়ো খেলে ডায়রিয়া হবে, তখন তোমার পেট ঠিক করতে লবণজল আর সরষে লাগবেই। আর পেঁয়াজ? উষ্ণ আর আর্দ্র, অল্পমাত্রায় খেলে জিনিসটা সঙ্গম দীর্ঘায়িত করে (মানে, স্বাভাবিকভাবেই, তাদের কথা বলছি যারা আমাদের মতো সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করেনি), কিন্তু বেশি খেলে মাথা ভারী হয়ে আসে, তখন দুধ আর ভিনেগার লাগে সেটা ঠিক করতে।' তারপর ধূর্তভাবে তিনি যোগ করলেন, 'আর সেজন্যই তরুণ সন্ন্যাসীদের জিনিসটা

BanglaBook.org

অল্প ক'রে খাওয়া ভালো। তার চেয়ে রসুন খাও। উষ্ণ আর শুষ্ক, রসুন বিষক্রিয়া ঠেকাতে খুব কাজে দেয়। তবে এটাও যেন বেশি খেয়ো না, কারণ তাতে মগজ থেকে খুব বেশি দেহরস নির্গত হয়। অন্যদিকে আবার, বরবটি খেলে প্রস্রাব হয়, গোস্ত লাগে গায়ে গতরে, দুটোই বেশ ভালো ব্যাপার। কিন্তু জিনিসটা আবার দুঃস্বপ্ন সৃষ্টি করে। অন্য কিছু গুল্মের চাইতে অনেক কম যদিও। কিছু কিছু গুল্ম তো রীতিমতো পাপপূর্ণ স্বপ্নাবেশ তৈরি করে।'

'কোনগুলো?' আমি শুধোলাম।

'এই দেখো, আমাদের নবিশ বাবু বড্ড বেশি জানতে চায়। এগুলো কেবল ভেষজবিদেরই জানার কথা। নইলে যে-কোনো বিবেচনাহীন মানুষ নানান স্বপ্নাবেশ বিলাতে শুরু করবে। কিংবা বলা যায়, এসব লতাগুল্মের ভেতর শুয়ে থাকবে।'

উইলিয়াম বললেন, 'কিন্তু এসব স্বপ্নাবেশের হাত থেকে বাঁচার জন্য তো নেহাত খানিকটা বিছুটি বা রয়ব্রা বা অলিরিবাস-ই যথেষ্ট। আমার ধারণা আপনাদের কাছে এসব উপকারী লতাগুল্ম ঠিকই আছে।'

আড়চোখে একবার আমার গুরুর দিকে তাকালেন, সেভেরিনাস। 'ভেষজবিদ্যায় আগ্রহ আছে বুঝি আপনার?'

উইলিয়াম বিনয়ের সঙ্গে বললেন, 'এই খানিকটা আর কি। Ububchasym de Baldach[৯১]-এর *থিয়েট্রাম স্যানিটাটিস*[৯২]-এর কল্যাণে...'

'আবুল আহসান আল-মুখতার ইব্‌নে-বোলতান।'

'বা Ellucasim Elimittar, যেটা আপনার পছন্দ। এখানে বইটার একটা কপি পাওয়া যাবে কিনা ভাবছিলাম।'

'অসাধারণ সব অলংকরণসহ সবচেয়ে সুন্দর কপিগুলোর একটা পাবেন।'

'হেভন বি প্রেইজড্। আর Platearius[৯৩]-এর *De Virtutibus herbarum*[৯৪]?'

'সেটাও আছে। আরো আছে অ্যারিস্টটলের *De plantis*[৯৫] আর *De vegetalibus*[৯৬], সারশেল-এর আলফ্রেড[৯৭]-এর অনুবাদে।'

উইলিয়াম মন্তব্য করলেন, 'আমি শুনেছিলাম বইটা নাকি অ্যারিস্টটলের লেখা নয়, ঠিক যেমনটা জানা গেছে *De causis*[৯৮]-ও তার লেখা নয়।'

'সে যা-ই হোক, বইটা কিন্তু অসাধারণ,' সেভেরিনাস মন্তব্য করলেন, আর লক্ষ করলাম ভেষজবিদ *De vegetalibus*-এর কথা বললেন নাকি *De causis*-এর কথা, তা জিগ্যেস না ক'রেই আমার গুরুও সঙ্গে সঙ্গে তাতে সায় দিলেন। বই দুটোর কোনোটির সঙ্গেই অবশ্য আমার পরিচয় নেই, তবে ওঁদের কথাবার্তা শুনে বুঝলাম নিশ্চয়ই অসাধারণই হবে সেগুলো।

সেভরিনাস বললেন, 'লতাগুল্ম নিয়ে আপনার সঙ্গে খোলামেলা কিছু কথা বলতে পারলে

BanglaBook.org

ভালো লাগবে আমার।'

'আমারও,' উইলিয়াম বললেন। 'কিন্তু তাতে কি আপনার সম্প্রদায়ের নীরবতার 'বিধি' ভঙ্গ করা হবে না?'

সেভেরিনাস বললেন, 'বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রয়োজন অনুসারে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে "বিধি" (সন্ত বেনেডিক্টের "বিধি") লেক্টিও ডিভিনা[৬৯]-এর প্রস্তাব করলেও অধ্যয়নকে করেনি। কিন্তু তারপরেও, আপনি তো জানেনই কিভাবে আমাদের সম্প্রদায় পারলৌকিক এবং ইহলৌকিক বিষয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে গেছে। তাছাড়া "বিধি" অনুযায়ী একটি "কমন ডরমিট্রি" থাকার কথা। কিন্তু মাঝে মধ্যে রাত্রিবেলাও সন্ন্যাসীদের ধ্যানে নিমগ্ন থাকা উচিত যেমনটা আমরা এখানে করি। আর তাই সবাইকে একটি ক'রে কুঠুরী বরাদ্দ করা হয়েছে। নীরবতার ব্যাপারে "বিধি" বড্ড কড়া, আর এখানে কায়িম পরিশ্রম করে এমন সন্ন্যাসী-ই শুধু নয় যারা লেখাপড়া করে তাদেরও ব্রাদারদের সঙ্গে কথা বলা একেবারে বারণ। কিন্তু মঠ হচ্ছে প্রথমত পণ্ডিতদের একটা সম্প্রদায়, আর সন্ন্যাসীদের পক্ষে মাঝে মাঝে তাঁদের সঞ্চিত জ্ঞান সম্পদের বিনিময় মঙ্গলজনক। আমাদের অধ্যয়নসংক্রান্ত সব ধরনের আলাপ আলোচনাই বৈধ আর লাভজনক বলেই বিবেচিত, যদি না তা খাবারঘরে বা পবিত্র ভজনার সময়গুলোতে হয়।'

'ওট্রান্টোর আদেলমোর সঙ্গে কি খুব বেশি কথাবার্তা বলার সুযোগ হয়েছে আপনার?' দুম ক'রে প্রশ্ন ক'রে বসলেন উইলিয়াম।

সেভেরিনাসকে দেখে মনে হলো না যে তিনি অবাক হয়েছেন। তিনি বললেন, 'মনে হচ্ছে মোহান্ত এরইমধ্যে কথা বলেছেন আপনার সঙ্গে। না, খুব একটা কথা হয়নি আমার তার সঙ্গে। অলংকরণ ক'রেই সময় কাটাতো তার। মাঝে মাঝে অন্যান্য সন্ন্যাসী যেমন সাল্‌ভেমেক-এর ভেনানশিয়াস বা বার্গস্‌-এর ইয়র্গের সঙ্গে কথা বলতে দেখেছি আমি তাঁকে তার কাজের প্রকৃতি সম্পর্কে। তা ছাড়া, আমি স্ক্রিপটোরিয়ামে সময় কাটাই না, থাকি আমার গবেষণাগারে।' হাসপাতাল ভবনের দিকে মাথা ঝোঁকালেন তিনি।

উইলিয়াম বললেন, 'বুঝতে পারছি। তাহলে আদেল্‌মো কোথায় স্বপ্নাবেশে আক্রান্ত হয়েছিল আপনি তা বলতে পারেন না।'

'স্বপ্নাবেশ?'

'এই যেমন, আপনার লতাগুল্ম যেসব স্বপ্নাবেশ তৈরি করে।'

সেভেরিনাসের শরীরটা শক্ত হয়ে গেল। 'আমি কিন্তু বলেছি আপনাকে; বিপজ্জনক লতাগুল্ম আমি খুব সাবধানে আগলে রাখি।'

উইলিয়াম দ্রুত ব্যাখ্যা করলেন, 'আমি সেকথা বলিনি। আমি সাধারণ স্বপ্নাবেশের কথাই বলছিলাম।'

'বুঝলাম না,' সেভেরিনাস জোর দিয়ে বললেন।

BanglaBook.org

'আমি ভাবছিলাম একজন সন্ন্যাসী, যে রাতের বেলা এডিফিকিয়ুমে ঘুরে বেড়ায়. যেখানে, মোহান্ত নিজেই স্বীকার করেছেন...যারা নিষিদ্ধ সময়ে ঢোকে তারা ভয়ংকর ঘটনার সম্মুখীন হতে পারে, ইয়ে, যা বলছিলাম, আমি ভাবছিলাম, সেই সন্ন্যাসী নারকীয় স্বপ্নাবেশে আক্রান্ত হতেও পারে যা তাকে সেই খাড়া, উঁচু গিরিচূড়ার দিকে তাড়িত করতে পারে।'

'আমি আপনাকে বলছি: বইয়ের দরকার না হলে আমি স্ক্রিপটোরিয়ামে যাই না; তবে সচরাচর যেমন থাকে, লতাগুল্মের একটা সংগ্রহ আমার নিজেরও আছে, সেটা আমি হাসপাতালে রাখি। যা বলছিলাম, আদেল্‌মো ছিল ইয়র্গে, ভেনানশিয়াস আর... স্বভাবতই, বেরেঙ্গারের খুব ঘনিষ্ঠ।

এমনকি আমিও সেভেরিনাসের কণ্ঠের ইতস্তত ভাবটা টের পেলাম। আমার প্রভুর কাছেও সেটা ধরা পড়ল। 'বেরেঙ্গার? আর, ওই "স্বভাবতই"টা কেন?'

'অ্যারাভেলের বেরেঙ্গার, সহকারী গ্রন্থাগারিক। ওরা একই বয়সী ছিল, একই সঙ্গে নবিশ হিসেবে কাজ করেছে, স্বভাবতই কথা বলার মতো অনেক বিষয় থাকাই স্বাভাবিক ওদের জন্য। সেকথাই বুঝিয়েছি আমি।'

'আচ্ছা, সেটাই বুঝিয়েছেন আপনি,' সেভেরিনাসের কথার পুনরাবৃত্তি করলেন উইলিয়াম। আমি আশ্চর্য হলাম যে ব্যাপারটা নিয়ে তিনি আর কোনো কথা বললেন না। সত্যি বলতে কি, তিনি চট ক'রে প্রসঙ্গান্তরে চলে গেলেন। 'তা, এখন বোধহয় এডিফিকিয়ুমটা ঘুরে দেখতে পারি আমরা। আমাদের গাইড হতে আপত্তি নেই তো আপনার?'

'মোটেই না,' স্পষ্টতই দৃশ্যমান স্বস্তির সঙ্গে সেভেরিনাস বলে উঠলেন। বাগানের পাশ ঘেঁষে আমাদের তিনি পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন, নিয়ে এলেন এডিফিকিয়ুমের পশ্চিম সম্মুখভাগে।

তিনি বললেন, 'রান্নাঘরে যাওয়ার দরজাটা রয়েছে বাগানের দিকে মুখ ক'রে, কিন্তু রান্নাঘরটা রয়েছে নিচতলার পশ্চিম দিকের মাত্র আদ্ধেকটা জুড়ে; বাকি আদ্ধেকটা জুড়ে খাবার ঘর। আর দক্ষিণের প্রবেশ পথটায়, যেটাতে পৌঁছাতে হয় গীর্জার কয়ারের পেছন দিক থেকে, সেখানে আরো দুটো দরজা আছে রান্নাঘর আর খাবার ঘরে যাওয়ার জন্য। কিন্তু আমরা এখান দিয়ে ঢুকে পড়তে পারি, কারণ রান্নাঘর থেকে তখন আমরা এগিয়ে গিয়ে খাবার ঘরে ঢুকে পড়তে পারবো।'

বিশাল রান্নাঘরটাতে ঢুকে আমি উপলব্ধি করলাম যে এডিফিকিয়ুমের পুরো উচ্চতাটা অষ্টকোণী একটা অঙ্গনকে ঘিরে রেখেছে; পরে আমি বুঝতে পারি যে এটা প্রবেশের কোনো উপায়বিহীন একটা বিশাল কুয়োর মতো, যেটার ভেতর প্রতি তলায় চওড়া সব জানালা রয়েছে, যেমনটা রয়েছে বাইরের দিকে। রান্নাঘরটা হচ্ছে ধোঁয়াভর্তি বিশাল একটা এন্ট্রান্স হল, যেখানে অগুনতি ভৃত্য এরই মধ্যে রাতের খাবার তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। তাদের মধ্যে দু'জন একটা বড়ো টেবিলের ওপর নানা সবজি, বার্লি, জই আর রাইয়ের বড়া তৈরি করছে, কুচিয়ে কাটছে শালগম, হেলেঞ্চা, মুলা আর গাজর। কাছেই আরেক পাচক মদ আর পানির একটা মিশ্রণে সদ্য মাছ সিদ্ধ করেছে, তারপর তা সেজ্[১০০]-এর সস্, পার্সলি[১০১], টাইম[১০২], রসুন, মরিচ আর লবণ দিয়ে ঢেকে দিচ্ছে।

BanglaBook.org

পশ্চিম টাওয়ারের নীচে মুখ ব্যাদান করে আছে রুটি তৈরির একটা প্রকাণ্ড চুলো; এরই মধ্যে সেটা লালচে অগ্নিশিখায় থেকে থেকে ঝলসে উঠছে। দক্ষিণ টাওয়ারে রয়েছে একটা বিরাট অগ্নিকুণ্ড, বড়ো বড়ো পাত্রে তরল সিদ্ধ হচ্ছে, মাংস পোড়ানোর শিক ঘুরছে। গীর্জার পেছনের গোলাবাড়ির উঠোনে যাওয়ার দরজাটা দিয়ে জবাই করা শুয়োরের মাংস নিয়ে শুয়োরপালকেরা ভেতরে ঢুকছে এখন। সেই একই দরজা দিয়ে বেরিয়ে নিজেদেরকে উঠোনে আবিষ্কার করলাম আমরা, সমতল ভূমিটার দূর পুব প্রান্তে, দেয়ালটার কাছ ঘেঁষে যেখানে বেশ কয়েকটা ভবন দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেভেরিনাস আমাকে ব্যাখ্যা ক'রে বললেন প্রথম কয়েকটা হচ্ছে গোলাঘর, তারপর প্রথমে ঘোড়ার আর তার পরে ষাঁড়ের আস্তাবলগুলো, এরপর মুরগির খোপ, আর ভেড়া রাখার ঢাকা-দেয়া একটা জায়গা। শুয়োরের খোঁয়াড়গুলোর বাইরে শুয়োরপালকেরা একটা বিশাল পাত্রে রাখা সদ্য জবাই করা কিছু শুয়োরের রক্ত নাড়ছে যাতে জিনিসটা জমে না যায়। ঠিক ক'রে সময়মতো নাড়া হলে রক্তটা বেশ কয়েকদিন তরল থাকবে ঠাণ্ডা আবহাওয়ার কল্যাণে, আর তারপর ওরা এটা দিয়ে রক্তের পুর তৈরি করবে।

আবার এডিফিকিয়ুমে ঢুকে খাবার ঘরের দিকে একটা ত্বরিত দৃষ্টি হানলাম আমরা; সেটা পার হয়ে পুব টাওয়ারের দিকে যেতে হবে। যে-দুটো টাওয়ারের মাঝখানে খাবারঘরটা বিস্তৃত তার উত্তর দিকেরটায় একটা অগ্নিকুণ্ড রয়েছে, অন্যটায় রয়েছে একটা ঘোরানো সিঁড়ি, ওপরের তলার স্ক্রিপটোরিয়ামের দিকে উঠে গেছে সেটা। এই সিঁড়ি ধ'রেই সন্ন্যাসীরা যার যেখানে কাজ সেখানে উঠে যায় প্রতিদিন, অথবা তারা অন্য দুটো সিঁড়ি ব্যবহার করে; সেগুলো ততটা আরামদায়ক না হলেও বেশ উত্তপ্ত, কারণ ঘুরে ঘুরে সেগুলো এখানে উঠে গেছে অগ্নিকুণ্ডের ভেতর আর রান্নাঘরে চুলোটার ভেতর।

আজ যেহেতু রোববার তাই স্ক্রিপটোরিয়ামে কাউকে পাওয়া যাবে কি না জিগ্যেস করলেন উইলিয়াম। সেভেরিনাস মৃদু হেসে জবাব দিলেন, 'বেনেডিক্টীয়দের জন্য কাজই হচ্ছে প্রার্থনা। রোববার প্রার্থনা অনুষ্ঠান আরো বেশিক্ষণ ধ'রে চলে, তবে বই নিয়ে কাজ করার ভার যেসব সন্ন্যাসীর ওপর ন্যস্ত তারা তারপরেও কয়েক ঘণ্টা ওপরে কাটায়, সাধারণত পাণ্ডিত্যপূর্ণ মন্তব্য, পরামর্শ, পবিত্র বাইবেল নিয়ে নানান ভাবনা চিন্তায়।'

BanglaBook.org

টীকা

৮৮. **নেইভ :** (nave) গীর্জার দীর্ঘ মধ্যভাগ, যেখানে লোকজন বসে, প্রায়শই যার দুই পাশে দীর্ঘ প্যাসেজ থাকে।

৮৯. **জেনশিয়ান :** প্রধানত নীল অপরাজিতা বর্গীয় ফুল বিশিষ্ট এক ধরনের পাহাড়ি গাছ।

৯০. **জুনিপার :** এক শ্রেণীর গুল্ম যার ফল থেকে তেল পাওয়া যায়।

৯১. **ভ্যালেরিয়ান** : কড়াগন্ধযুক্ত সাদা বা গোলাপী ফুলের গুল্ম; উদ্দীপক ওষুধ হিসেবে ওই গুল্মের শেকড় ব্যবহৃত হয়।

৯১. **আবুল হাসান আল-মুখতার ইবন-বোলতান** Ububchasym de Baldach (জীবনকাল আনুমানিক ১০৫০ খৃষ্টাব্দ), Ububchasym de Baldach, Ellucasim Elimittar এবং Albushasis নামেও সমধিক পরিচিত। Albushasis ছিলেন বাগদাদের এক খৃষ্টান চিকিৎসক এবং ধর্মতত্ত্ববিদ। চিকিৎসাবিজ্ঞান এবং দর্শন বিষয়ে শিক্ষাদান তো করেছিলেনই, সেই সঙ্গে বিচিত্র বিষয়ের ওপর রচনা করেছিলেন বেশ কিছু গ্রন্থ। ইউক্যারিস্ট বিষয়ে একটি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন তিনি। একটি রচনা করেছিলেন সহজ-সরল চিকিৎসার ওপর, বিশেষ ক'রে সন্ন্যাসীদের ব্যবহারের জন্য। ক্রীতদাস কেনার সময় কোন কোন দিকে খেয়াল রাখতে হবে সে বিষয়ে আরেকটি, যেখানে একটি পরিচ্ছেদ ছিল শারীরিক দোষ-ত্রুটি বিষয়ক। হাতুড়ে ডাক্তার, তাদের অজ্ঞতা এবং ঔদ্ধত্য বিষয়ক একটি চাতুর্যপূর্ণ ব্যঙ্গরচনা *দ্য মেডিক্যাল ডিনার পার্টি*রও লেখক তিনি। তবে তাঁর সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে *তাকউইম আল শিয়া* বা *Theatrum Sanitatis* (স্বাস্থ্যবিষয়ক থিয়েটার), ছক হিসেবে সাজানো স্বাস্থ্যবিজ্ঞান এবং আয়ুবর্ধক খাদ্যদ্রব্য সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত রচনা। এই পদ্ধতিটি তিনি জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক লেখকদের কাছ থেকে ধার করেছিলেন।

৯২. **থিয়েট্রাম স্যানিটাটিস** **Theatrum Sanitatis;** স্বাস্থ্য বিষয়ক 'প্রবন্ধ' (আক্ষরিক অর্থে 'থিয়েটার')

৯৩. **প্লাতেরিয়াস** (Matthaeus Platearius একাদশ/দ্বাদশ শতাব্দী), দক্ষিণ ইতালীর সালের্নোতে বাসকারী তিন প্রজন্মের চিকিৎসকদের পদবী। তাঁদের কাজের মধ্যে রয়েছে *Practica Brevis* (সংক্ষিপ্ত ম্যানুয়াল), চিকিৎসাশাস্ত্র-সংক্রান্ত একটি সংক্ষিপ্তসারগ্রন্থ; *Regulae urinarum* ইউরোলজি-সংক্রান্ত একটি গবেষণাপ্রবন্ধ এবং *De simlici medicina* বা *দ্য বুক অভ্ সিম্পল মেডিসিন*, উদ্ভিদবিদ্যার দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রন্থ, কারণ এটির ২৭৩টি পরিচ্ছেদের মধ্যে ২২৯টিই ঔষধি গাছগাছড়া নিয়ে রচিত।

৯৪. **টেক্সট** : *De virtutibus herbarum*

অনুবাদ : লতা-গুল্ম এবং উদ্ভিদের হিতকারী গুণাবলি বিষয়ক

৯৫. **টেক্সট** : *De plantis*

অনুবাদ : *উদ্ভিদ বিষয়ে*

৯৬. **টেক্সট** : *De vegetalibus*

অনুবাদ : *শাকসবজি বিষয়ে*

BanglaBook.org

৯৭. **সারশেল-এর আলফ্রেড** : (Alfred of Sareshel আনুমানিক ১২১০ খৃষ্টাব্দে) ইংরেজ বিজ্ঞানী এবং পণ্ডিত আলফ্রেড অ্যারিস্টটলের *De anima* [আত্মা প্রসঙ্গে] এবং *Prava Naturalia*

[প্রাকৃতিক বিজ্ঞানবিষয়ক সংক্ষিপ্ত রচনা] গ্রন্থ সম্পর্কে মন্তব্য এবং ব্যাখ্যামূলক টীকা রচনা করেছেন, অনুবাদ করেছেন ছদ্ম অ্যারিস্টটলীয় গ্রন্থ *De Vegetalibus*। তাঁর *Liber de congelatis* [কঠিনীভূত বস্তু বিষয়ক গ্রন্থ] ইবনে সিনা-র উল্কা বিষয়ক গবেষণা প্রবন্ধের অ্যাপেন্ডিক্স-এর অনুবাদ। তাঁর বৈপ্লবিক রচনা *De Motu Cordis* [হৃৎপিণ্ডের নড়াচড়া প্রসঙ্গে] আত্মা এবং জীবনের অধিস্থল-এর প্রধান অঙ্গ হিসেবে হৃৎপিণ্ডবিষয়ক প্রথম গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা। এই বইটিতে আলফ্রেড অ্যারিস্টটল এবং হিপোক্রেটিস গ্যালেন এবং ইবনে সিনা-র মতো আদি চিকিৎসকদের রচনার উল্লেখ করেছেন।

৯৮. **টেক্সট** : *De causis*

অনুবাদ : *কার্যকারণ বিষয়ে*

৯৯. **টেক্সট** : *lectio divina*

অনুবাদ :পবিত্র পাঠ (একান্তে/ব্যক্তিগতভাবে বাইবেল পাঠ)

১০০. **সেজ্** : চিরঞ্জীব গুল্ম, দক্ষিণ ইউরোপ এবং এশিয়া মাইনরে দেখা মেলে।

১০১. **পার্সলি** : ব্যঞ্জন সুগন্ধকারী এক ধরনের লতা।

১০২. **টাইম** : সুগন্ধী পাতাবিশিষ্ট এক ধরনের গুল্ম।

BanglaBook.org

প্রথম দিন

নোনেম-এর পরে

যেখানে স্ক্রিপ্টোরিয়ামে যাওয়া হয়, এবং অসংখ্য পণ্ডিত, নকলনবিশ, শিরোনাম রঞ্জক আর খৃষ্টবৈরীর জন্য অপেক্ষমাণ এক বৃদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে।

আমরা যখন সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে আসছি, তখন আমার গুরু সিঁড়ি আলোকিত-করা জানালাগুলো লক্ষ করছিলেন। আমিও বোধকরি তাঁর মতোই চতুর হয়ে উঠছিলাম, কারণ খেয়াল করলাম জানালাগুলো এমন জায়গায় বসানো হয়েছে যে কারো পক্ষেই সেখানে পৌঁছানো কঠিন। অন্যদিকে, খাবারঘরের জানালাগুলোও যে খুব সহজে অধিগম্য তা মনে হলো না, কারণ সেগুলোর নীচে কোনো আসবাবপত্র নেই (নীচতলায় সেগুলো ছাড়া আর কোনো জানালা নেই, এবং সেসব জানালা দিয়ে তাকালে নীচে উঁচু, খাড়া গিরিচূড়োর সম্মুখভাগটা দেখা যায়)।

সিঁড়ির একেবারে শীর্ষে পৌঁছে উত্তর টাওয়ারের ভেতর দিয়ে স্ক্রিপ্টোরিয়ামে চলে এলাম, আর সেখানে পৌঁছানোর পর বিস্ময়ে চিৎকার না ক'রে উঠে পারলাম না। নীচতলার মতো দুই ভাগে বিভক্ত নয় সেটা। কাজেই সেটা তার বিপুল ব্যাপ্তি নিয়ে আমার চোখে ধরা পড়ল। সীলিংগুলো বাঁকা, খুব একটা উঁচু নয় (গীর্জায় যেমনটি থাকে তার চাইতে নিচু, তবে তারপরেও, আমার দেখা চ্যাপ্টার হাউজগুলোর সীলিং-এর যেকোনোটির চাইতে উঁচু), শক্তপোক্ত মোটা থামের সাহায্যে ভররক্ষা করা হয়েছে সেগুলোর – এমন একটা পরিসরকে ঘিরে রেখেছে যা দুর্দান্ত সুন্দর আলোয় উদ্ভাসিত, কারণ দীর্ঘতর পাশগুলোর প্রতিটিতে রয়েছে তিনটি ক'রে বিশাল খোলা জানালা, অন্যদিকে টাওয়ারের পাঁচটি বহির্ভাগের প্রতিটিতে রয়েছে একটি অপেক্ষাকৃত ছোটো জানালা। আর সবশেষে, আটটি উঁচু সংকীর্ণ জানালা অষ্টকোণী কেন্দ্রীয় গহ্বরটা থেকে আলো ভেতরে পাঠাচ্ছে।

জানালার প্রাচুর্যের মানে হচ্ছে বিশাল কক্ষটি সার্বক্ষণিকভাবে চারদিকে পরিব্যাপ্ত আলোতে উদ্ভাসিত থাকে, এমনকি শীতের বিকেলেও। জানালার কাচের পাতগুলো গীর্জার জানালার কাচের মতো রঙিন নয়, এবং স্বচ্ছ কাচগুলোর সীসার ফ্রেমওয়ালা চৌখুপিগুলোর ভেতর দিয়ে সম্ভাব্য সবচাইতে বিশুদ্ধ উপায়ে আলো আসতে পারে – মানুষের তৈরি শিল্পের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে নয় – আর কাজেই, সেটার যা উদ্দেশ্য, অর্থাৎ পড়া ও লেখার কাজগুলোকে আলোকিত করা, তা হয়। নানান সময়ে নানান স্থানে বহু স্ক্রিপটোরিয়াম দেখেছি আমি, কিন্তু সেগুলোর কোনোটিতেই কামরাটিকে-দেদীপ্যমান-ক'রে-তোলা প্রাকৃতিক আলোর এমন ধারাবর্ষণের মধ্যে সেই আধ্যাত্মিক নীতিটিকে এত উজ্জ্বলভাবে জ্বলতে দেখিনি যেটাকে আলো মূর্ত ক'রে তুলেছে, যে-আধ্যাত্মিক নীতি একটি প্রভা, সমস্ত সৌন্দর্য আর বিদ্যার উৎস, কামরাটি যে-অংশটির মূর্ত প্রকাশ তার অবিচ্ছেদ্য

BanglaBook.org

অংশ। কারণ তিনটি বিষয়ের সম্মিলনে সৌন্দর্য সৃষ্টি হয় – প্রথমত, অখণ্ডতা বা পরিপূর্ণতা; আর সে-কারণেই আমরা অসম্পূর্ণ সব কিছুকেই কুৎসিত বলে গণ্য করি; এরপর হচ্ছে সঠিক অনুপাত বা ঐক্য; এবং সব শেষে স্পষ্টতা ও আলো, আর সত্যি বলতে কি, আমরা সে-সমস্ত জিনিসকেই সুন্দর বলি যেসবের সুনির্দিষ্ট রং রয়েছে। আর যেহেতু সুন্দরের দর্শন মানে হচ্ছে শান্তি, আর যেহেতু শান্তিময়তা শুভত্ব এবং সৌন্দর্য একইভাবে আমাদের ক্ষুধা প্রশমিত করে তাই আমার মনে হলো আমি এক বিপুল সান্ত্বনায় পরিপূর্ণ হয়ে গেছি; ভাবলাম, এখানে কাজ করতে পারলে ব্যাপারটা কত চমৎকারই না হতো। সেই অপরাহ্ণে আমার কাছে মনে হলো ওটা বিদ্যার এক আনন্দপূর্ণ কর্মশালা। পরে আমি সেন্ট গল-এ একই আকারের একটা স্ক্রিপ্টোরিয়াম দেখেছিলাম, সেটাও গ্রন্থাগার থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল (অন্যান্য কনভেন্টে বই যেখানে রাখা হতো সেখানেই সন্ন্যারীরা কাজ করতো), কিন্তু এটার মতো এত চমৎকারভাবে সুবিন্যস্ত ছিল না। পুরানিদর্শনবিদ্, গ্রন্থাগারিক, শিরোনামরঞ্জক আর পণ্ডিতেরা সবাই যার যার নিজের ডেস্কে বসা, আর প্রতিটি জানালার নীচেই রয়েছে একটি ক'রে ডেস্ক। জানালা যেহেতু চল্লিশটি (আসলেই নিখুঁত একটি সংখ্যা যা কোয়াড্রাগনকে বিভক্ত ক'রে তৈরি হয়েছে, যেন দশ অনুজ্ঞা বা টেন কমান্ডমেন্টকে চারটি প্রধান পুণ্য দিয়ে গুণ করা হয়েছে), একই সময়ে চল্লিশ জন সন্ন্যাসী কাজ করতে পারে, যদিও সেসময়ে বোধহয় জনা তিরিশেক ছিল। সেভেরিনাস আমাদেরকে ব্যাখ্যা ক'রে বললেন টার্স (সকাল নটা), সেক্সট (দুপুর), আর নোনয্-এর (বিকেল দুটো থেকে তিনটের মধ্যবর্তী সময়) উপাসনা থেকে স্ক্রিপ্টোরিয়ামের কর্মরত সন্ন্যাসীদের অব্যাহতি দেয়া হয়েছে, যাতে ক'রে দিনের আলো থাকাকালীন তাদেরকে কাজ ছেড়ে উঠতে না হয়, তাদের কাজ শেষ হয় সেই সূর্যাস্তের সময়, ভেসপার্সের উপাসনার জন্য।

সবচাইতে আলোকিত স্থানগুলো সংরক্ষিত রয়েছে প্রত্নতত্ত্ববিদ্, সবচাইতে দক্ষ আলংকারিক, শিরোনাম রঞ্জক, আর নকলনবিশদের জন্য। প্রতিটি ডেস্কেই রয়েছে অলংকরণ আর নকল করার প্রয়োজনীয় সব কিছু: শিং-এর তৈরি ছোট্ট দোয়াত, পাখির পালকের চমৎকার কলম – কয়েকজন সন্ন্যাসী পাতলা ছুরি দিয়ে সেগুলো ছুঁচলো করছিল, পার্চমেন্ট মসৃণ করার ঝামা পাথর, লেখা সোজা রাখার জন্য লাইন টানার রুলার। প্রত্যেক লিপিকরের পাশে অথবা ঢালু ডেস্কের একেবারে ওপারে রয়েছে একটা লেকটার্ন, আর সেটার ওপরেই রাখা পুঁথিগুলো, যেগুলো কপি করতে হবে, কেটে বানানো ফোকরসহ এক তা কাগজ দিয়ে পৃষ্ঠাটি ঢাকা, সে-মুহূর্তে যে-লাইনটি নকল করা হচ্ছে ফোকরটি সেই লাইনটিকে ঘিরে রেখেছে। কোনো কোনোটিতে রাখা আছে সোনালী এবং আরো বিভিন্ন রঙের কালি। অন্য সন্ন্যাসীরা স্রেফ বই পড়ছে, মাঝে মাঝে টীকা-ভাষ্য লিখে রাখছে তাদের ব্যক্তিগত নোটবইয়ে বা লেখার ফলকে।

আমি অবশ্য তাদের কাজের দিকে নজর দেবার সময় পাইনি, কারণ তার আগেই গ্রন্থাগারিক এসে হাজির হলেন আমাদের মাঝে। আমাদের জানা ছিল তিনি হচ্ছেন হিল্ডেশেম-এর মালাকি[১০৩]। স্বাগত জানাবার মতো একটা অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে চাইছিল তার মুখটা, কিন্তু এমন অদ্ভুত একটা মুখমণ্ডল দেখে আমি শিউরে না উঠে পারলাম না। লম্বা আর খুব পাতলা তিনি, অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো বড়ো বড়ো, খাপছাড়া। বেনেডিক্টীয় সম্প্রদায়ের কালো আলখাল্লায় গা ঢেকে তিনি যখন বড়ো বড়ো

BanglaBook.org

পদক্ষেপে হেঁটে আসছিলেন তখন তাঁর হাবভাবে কেমন যেন একটা বিপর্যস্ত ভাব ফুটে উঠছিল। বাইরে থেকে আসার কারণে তখনো উঠিয়ে রাখা তার মস্তকাবরণটা তাঁর মুখের পাণ্ডুরবর্ণের ওপর একটা ছায়া ফেলেছিল, আর তাঁর বড়ো বড়ো বিষণ্ণ চোখগুলোকে দান করেছিল একটা বিশেষ যন্ত্রণাকাতর বৈশিষ্ট্য। তাঁর মুখের হাবভাব দেখে মনে হলো তাতে সেসব সুতীব্র আবেগের ছাপ পড়েছে যেগুলো তার ইচ্ছাশক্তি শক্ত হাতে নিয়ন্ত্রণ করলেও মুখের নানান অংশকে এমনভাবে জমাটবদ্ধ ক'রে ফেলেছে যে সেগুলোতে আর প্রাণ ফিরছে না। তাঁর মুখের রেখায় বিষণ্ণতা ও কাঠিন্য প্রাধান্য বিস্তার ক'রে আছে, আর তাঁর চোখ দুটো এত তীব্র যে এক দৃষ্টিতেই সে-দুটো তাঁর সঙ্গে আলাপরত মানুষটির মনের কথা পড়ে ফেলতে পারবে, গোপন কথাগুলো বুঝে ফেলবে, কাজেই সে-দুটোর জিজ্ঞাসা কারো পক্ষে সহ্য করা কঠিন এবং দ্বিতীয়বার আর সেগুলোর সামনে পড়ার ইচ্ছে হবে না কারোর।

সেই মুহূর্তে সেখানে কর্মরত বেশ কয়েকজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে গ্রন্থাগারিক আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই মালাকি জানালেন সন্ন্যাসী কী কাজে রত; জ্ঞান ও ঐশ্বরিক বাক্য অধ্যয়নের প্রতি সবার গভীর আত্মনিবেদন দেখে মুগ্ধ হলাম আমি। এভাবেই আমার সঙ্গে পরিচয় হলো গ্রীক ও আরবী ভাষার অনুবাদক সালভেমেক-এর ভেনানশিয়াস-এর, যিনি সেই অ্যারিস্টটলের প্রতি নিবেদিত যিনি ছিলেন নিঃসন্দেহে সবার চেয়ে জ্ঞানী। তরুণ এক স্ক্যান্ডিনেভীয় সন্ন্যাসী উপসালা-র বেনো-র সঙ্গে, যিনি অলংকারশাস্ত্র পাঠ করছিলেন। আলেসান্দ্রিয়ার আয়মারো-র সঙ্গে, যিনি মাত্র কয়েক মাসের জন্য গ্রন্থাগারটিকে ধার দেয়া একটি বই নকল করছিলেন, আর তারপর বিভিন্ন দেশ থেকে আসা আলংকারিক ক্লোনম্যাকনয়েস-এর প্যাট্রিক, তলেদো-র রাবানো, আয়োনো-র ম্যাগনাস, হারফোর্ডের ওয়াল্ডোর সঙ্গে। তালিকাটা আরো দীর্ঘ হতে পারত, আর তালিকা – যা কিনা কোনো দৃশ্য বা ঘটনার প্রাঞ্জল বর্ণনার হাতিয়ার – তার চাইতে চমৎকার অন্য কিছু নেই। কিন্তু আমাকে তো আমাদের আলাপের বিষয়বস্তুর কাছে আসতে হবে, যেখান থেকে উদ্ভুত হয়েছে সন্ন্যাসীদের মধ্যে আবছা অস্বস্তির প্রকৃত চরিত্র এবং আমাদের সব কথোপকথনে তখনো চেপে বসা অপ্রকাশিত কিছু উদ্বেগ সম্পর্কে অসংখ্য প্রয়োজনীয় ইঙ্গিতের। আমার গুরু মালাকির সঙ্গে বাক্যালাপ শুরু করলেন, স্ক্রিপ্টোরিয়ামের সৌন্দর্য আর শ্রমশীলতার প্রশংসা করলেন এবং সেখানকার কাজের পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে চাইলেন, কারণ, তিনি বেশ আন্তরিকভাবেই বললেন যে এই গ্রন্থাগারটির কথা তিনি সবখানেই লোককে বলতে শুনেছেন এবং বেশ কিছু বই তিনি পরীক্ষা ক'রে দেখতে চান। মোহান্ত তাঁকে আগে যা বলেছিলেন মালাকি তাঁকে সেটাই খুলে বললেন: একজন সন্ন্যাসী তাঁর যে বইটি দরকার সেটির কথা প্রথমে গ্রন্থাগারিককে বলেন, গ্রন্থাগারিক তখন ওপর তলায় গ্রন্থাগারে গিয়ে সেটি নিয়ে আসেন, অবশ্য যদি অনুরোধটা ন্যায্য এবং ভক্তিপূর্ণ হয়। উইলিয়াম জানতে চাইলেন ওপরতলায় আলমারিতে রাখা বইগুলোর নাম তিনি জানবেন কী ক'রে, তখন মালাকি তাঁকে খুব ঘন ক'রে লেখা তালিকাভরা বিশালকায় একটা পুঁথি দেখালেন, তাঁর নিজের ডেস্কের সঙ্গে ছোট্ট একটা সোনার শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে সেটাকে।

নিজের পোশাকটা যেখানে বুকের ওপর একটা থলের মতো হয়ে ফুলে আছে সেখানে ভেতর

BanglaBook.org

দিকে হাত চালিয়ে দিলেন উইলিয়াম, তারপর সেখান থেকে যে-জিনিসটা বের ক'রে আনলেন সেটা তাঁর হাতে আগেও দেখেছি আমি আমাদের সফরের সময়। ওটা একটা শাখা-বিভক্ত কাঁটা, এমনভাবে তৈরি যাতে সেটা মানুষের নাকের ওপর চেপে বসতে পারে (বা অন্ততপক্ষে তাঁর উন্নত, টিকোলো নাকে) যেমন ক'রে ঘোড়সওয়ার ঘোড়ার পিঠে দু'পাশে পা রেখে বসে বা কোনো পাখি দাঁড় আঁকড়ে থাকে। আর, কাঁটাটার দু'পাশে, দু'চোখের সামনে আছে একটা ক'রে ধাতব ডিম্বাকার অংশ, যার মধ্যে রয়েছে বাটির তলার মতো পুরু কাচের দুটো আমন্ড। জিনিসটা চোখের সামনে লাগিয়ে পড়তে পছন্দ করেন উইলিয়াম এবং তিনি বলেন কাচ দুটো তাঁকে প্রকৃতি তাঁকে যে সামর্থ্য দান করেছে বা তাঁর বৃদ্ধ বয়স তাঁকে যতটুকু দেখতে দেয় তার চাইতে ভালো দৃষ্টিশক্তির অধিকারী করে, বিশেষ ক'রে তখন যখন দিনের আলো ক'মে আসে। দূরের জিনিস দেখতে অবশ্য জিনিসটা তাঁকে সাহায্য করে না। সেক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টি বরং বেশ তীক্ষ্ণ – করে কাছের জিনিস দেখতে। খুবই আবছাভাবে লেখা পাণ্ডুলিপি, যার পাঠোদ্ধার করা আমার পক্ষেও মুশকিল হয়ে পড়ে, তা-ও তিনি এই দুটো পরকলার সাহায্যে পড়তে পারেন। তিনি আমাকে বুঝিয়ে বললেন যে যৌবনে দৃষ্টিশক্তি খুবই ভালো থাকলেও যখন মধ্যবয়স পেরিয়ে যায় তখন মানুষের চোখ শক্ত হয়ে যায়, চোখের মণি অবাধ্য হয়ে পড়ে, আর তাই পড়া ও লেখার দিক দিয়ে বিবেচনা করলে অনেক বিদ্বান ব্যক্তিই জীবনের পঞ্চাশতম গ্রীষ্মের পর বলতে গেলে মৃত্যুই বরণ করেছিলেন। যাঁরা আরো বহু বছর ধ'রে তাঁদের ধীশক্তির সর্বোত্তম ফসল দিয়ে যেতে পারতেন তাঁদের জন্য এটা একটা মারাত্মক দুর্ভাগ্যই বটে। তাই, কেউ যে এ-রকম একটা জিনিস তৈরি করেছেন সেজন্য প্রভুকে ধন্যবাদ জানাতেই হয়।[১০৪] আর উইলিয়াম আমাকে রজার বেকনের ধারণার সমর্থনে এসব কথা বললেন, যিনি বলেছিলেন জ্ঞানার্জনের লক্ষ্য মানবজীবন দীর্ঘায়িত করা।

অন্য সন্ন্যাসীরা প্রবল কৌতূহল নিয়ে উইলিয়ামের দিকে তাকিয়ে রইল, কিন্তু তাঁকে কোনো কিছু জিগ্যেস করার সাহস হলো না তাদের। আর আমি খেয়াল করলাম যে পড়ালেখার প্রতি ব্যগ্রভাবে, গর্বের সঙ্গে নিবেদিত এমন স্থানেও সেই আশ্চর্য যন্ত্রটি এসে পৌঁছোয়নি। গর্ব হলো আমার সেই মানুষটির পাশে থাকতে পেরে যাঁর কাছে এমন কিছু আছে যা দিয়ে তিনি প্রজ্ঞার রাজ্যে খ্যাতিমান অন্যান্য মানুষকে হতবাক ক'রে দিতে পারেন। তো, সেই জিনিসটি চোখের ওপর প'রে উইলিয়াম পুঁথিটাতে উৎকীর্ণ তালিকাগুলোর ওপর ঝুঁকে পড়লেন। দেখলাম আমিও, এবং গ্রন্থাগারের এমন কিছু বইয়ের নাম আবিষ্কার করলাম যা আমরা আগে শুনিনি; আর সেই সঙ্গে অন্য কিছু খুব বিখ্যাত বইয়ের নামেরও দেখা মিলল সেখানে। আমার গুরু প'ড়ে চললেন, 'হার্ফোর্ডের রজার[১০৫]-এর লেখা *De pentagono Salomonis*[১০৬], *Ars loquendi et intelligendi in linguna hebracia, De rebus metallicis,* আল খারিযমি[১০৭]-এর *Algebra,* রবার্টস অ্যাংলিকাসের[১০৮] লাতিন অনুবাদ, সিলিয়াস ইতালিকাসের[১০৯] *Punica*, রাবানাস মরাসের[১১০] *Gesta francorum, De laudibus sanctae crucis,* আর *Flavii Claudii Giordani de aetate mundi et bominis reservatis singulis litteris per singulos libros ab A usque ad Z*। দুর্দান্ত সব বই। কিন্তু এগুলো কোনো ক্রম অনুযায়ী তালিকাভুক্ত করা হয়েছে?' আমি জানি না কিন্তু নিশ্চয়ই মালাকি জানেন এমন একটা লেখা থেকে উইলিয়াম উদ্ধৃতি দিলেন, 'গ্রন্থাগারিকের নিকট বিষয়বস্তু এবং

BanglaBook.org

রচয়িতা অনুযায়ী সব গ্রন্থের একটি তালিকা থাকা অত্যাবশ্যক এবং গ্রন্থগুলিকে অবশ্যই তাদের ওপর সংখ্যাসূচক চিহ্নদ্বারা শ্রেণীবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে।" একেকটি বইয়ের বিন্যাস আপনার কিভাবে জানা থাকে?'

মালাকি প্রতিটি নামের পাশে থাকা টীকাগুলোর কয়েকটি উইলিয়ামকে দেখালেন। আমি পড়লাম, 'iii, IV gradus, V in prima graecorum'; 'ii, V gradus, VII in tertia anglorum,' ইত্যাদি। বুঝলাম, প্রথম সংখ্যাটি তাক বা গ্রেডাসের ওপর বইটির অবস্থান নির্দেশ করছে, তাকটি আবার নির্দেশিত হয়েছে দ্বিতীয় সংখ্যাটির সাহায্যে, আর কেস বা বাক্সটি নির্দেশিত হয়েছে তৃতীয় সংখ্যাটির মাধ্যমে; আমি আরো বুঝতে পারলাম অন্য শব্দবন্ধগুলো গ্রন্থাগারের কোনো কামরা বা অলিন্দ নির্দেশ করছে এবং আমি সাহস ক'রে এই শেষের বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য জানতে চাইলাম। মালাকি কঠোর দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। 'হয় তুমি জানো না, নয়ত ভুলে গেছো যে গ্রন্থাগারে কেবল গ্রন্থাগারিকেরই প্রবেশাধিকার আছে। কাজেই, শুধু গ্রন্থাগারিকই যে এসবের পাঠোদ্ধার করতে জানেন সেটাই সঠিক আর যথেষ্ট।'

'কিন্তু বইগুলো এখানে কোন ক্রম অনুযায়ী তালিকাভুক্ত করা হয়েছে?' উইলিয়াম জিগ্যেস করলেন। 'বিষয় অনুযায়ী নয়, মনে হচ্ছে আমার।' বর্ণমালার অক্ষরগুলোর ক্রম ধ'রে রচয়িতা অনুযায়ী সাজানো হয়েছে বলেও তিনি কোনো মন্তব্য করলেন না, কারণ এ-পদ্ধতিটি আমি কেবল সাম্প্রতিক সময়ে অনুসৃত হতে দেখেছি, আর সে-সময়ে ওটা কালেভদ্রে ব্যবহৃত হতো।

মালাকি বললেন, 'গ্রন্থাগারটি অতি প্রাচীন, এবং আমাদের গ্রন্থাগারে বইগুলো সংগ্রহের, দানের বা প্রবেশের ক্রম অনুযায়ী সেগুলো নথিভুক্ত করা হয়েছে।'

উইলিয়াম মন্তব্য করলেন, 'তাহলে তো বইগুলো খুঁজে পাওয়া কঠিন।'

'গ্রন্থাগারিকের জন্য বইগুলোর কথা মুখস্থ রাখা আর কখন সেগুলো এখানে এসেছিল সেটা জানা-ই যথেষ্ট। আর অন্য যেসব সন্ন্যাসী রয়েছে তারা তার ওপর নির্দ্বিধায় ভরসা রাখতে পারে।' তিনি এমনভাবে কথা বলছিলেন যেন নিজের কথা নয় অন্য কারো কথা বলছেন তিনি, আর আমি বুঝতে পারছিলাম তিনি সেই দায়িত্বপূর্ণ পদের কথা বলছেন যা তিনি অনুপযুক্তভাবে অধিকার ক'রে আছেন, তবে সেটি এখন-আর-বেঁচে-নেই এমন আরো একশ জনের অধিকারে ছিল, যাঁরা একজন আরেকজনের কাছে তাঁদের জ্ঞান তুলে দিয়েছিলেন। উইলিয়াম বললেন, 'বুঝতে পারছি। আমি যদি সলোমনের পঞ্চভুজ নিয়ে কোনো কিছু চাই, কোনটা চাই তা না জেনেই, সেক্ষেত্রে আপনি আমাকে বলতে পারবেন যে সে-রকম একটি বইয়ের অস্তিত্ব আছে, যার নামটা আমি এই মাত্র পড়লাম এবং আপনি ওপরের তলায় সেটার অবস্থান চিহ্নিত করতে পারবেন।'

'যদি সত্যিই আপনার সলোমনের পঞ্চভুজ সম্পর্কে কিছু জানবার থাকে,' মালাকি বললেন। 'তবে আপনাকে বইটা দেবার আগে আমি মোহান্তের পরামর্শ নেয়াটাই সমীচীন বলে মনে করব।'

'আমাকে বলা হয়েছে আপনাদের সেরা আলংকারিক সম্প্রতি মারা গেছে,' উইলিয়াম বললেন এরপর। 'তাঁর শিল্পকর্ম সম্পর্কে মোহান্ত অনেক কথা বলেছেন আমাকে। যেসব পুঁথি সে অলংকরণ

BanglaBook.org

করছিল সেগুলো দেখা যাবে কি?'

উইলিয়ামের দিকে সন্দেহপূর্ণভাবে তাকিয়ে মালাকি বললেন, 'তাঁর তরুণ বয়সের কারণে সে শুধু বইয়ের পৃষ্ঠার চারপাশে অলংকরণ করত। তাঁর কল্পনাশক্তি ছিল খুব আকর্ষণীয়, জানা জিনিস থেকে অজানা আর আশ্চর্য সব জিনিস তৈরি করতে পারত সে, এই যেমন কেউ ঘোড়ার গর্দানের ওপর মানুষের শরীর বসিয়ে দেয়। ওই যে ওখানে রয়েছে তার বইগুলো। এখনো কেউ তাঁর ডেস্ক স্পর্শ করেনি।'

যেটা আদেল্‌মোর কাজের জায়গা ছিল সেদিকে এগোলাম আমরা, অত্যন্ত চমৎকারভাবে অলংকৃত একটি স্তোত্রসংগ্রহের (psalter, সলটার) কিছু পৃষ্ঠা তখনো পড়ে ছিল সেখানে। ওগুলো ছিল সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ভেলামের, অর্থাৎ, কিনা, সমস্ত পার্চমেন্টের রাণীর কিছু ফোলিও[১১২], আর শেষটা তখনো ডেস্কের সঙ্গে সাঁটা ছিল। স্রেফ ঝামাপাথর দিয়ে ঘ'ষে আর চুন দিয়ে নরম ক'রে, র‍্যাঁদা দিয়ে মসৃণ করা হয়েছে পাতাগুলো, এবং সূক্ষ্ম একটা স্টাইলাস দিয়ে দুই পাশে যে ছোটো ছোটো ছিদ্র করা হয়েছে সেখান থেকে শিল্পীর হাত সোজা রাখার জন্য রেখা টানা হয়েছে। প্রথম অর্ধেকটায় এরই মধ্যে লেখা হয়ে গিয়েছিল, আর সন্ন্যাসীটি মার্জিনে অলংকরণ করতে শুরু ক'রে দিয়েছিলেন। অন্য পৃষ্ঠাগুলো অবশ্য এরই মধ্যে শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং সেগুলোর দিকে তাকিয়ে আমি বা উইলিয়াম কেউই বিস্ময়ের একটা চিৎকার রোধ করতে পারলাম না। এই স্তোত্র সংগ্রহের মার্জিনে এমন একটা দুনিয়ার চিত্র আঁকা হয়েছে, যা আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো যে-বিশ্বের প্রতি আমাদের অভ্যস্ত ক'রে তুলেছে সেটার ঠিক উলটো একেবারে। যেন, সংজ্ঞা অনুসারেই যা সত্য সম্পর্কিত একটি ডিসকোর্স, সেটার প্রান্তে, সেটার সঙ্গে ঘন সন্নিবদ্ধ অবস্থায়, অত্যাশ্চর্য সব in enigmate[১১৩] পরোক্ষ উল্লেখের মাধ্যমে, একটা উলটোপালটা বিশ্বকে নিয়ে মিথ্যার একটি ডিসকোর্স-এর সৃষ্টি হয়েছে, যেখানে খরগোশের তাড়া খেয়ে কুকুর পালায়, হরিণ সিংহ শিকার করে। ক্ষুদে ক্ষুদে পাখির পা মাথা, পেছনে মানুষের হাতবিশিষ্ট জন্তু জানোয়ার, ঘন চুলঅলা মাথা যা থেকে পা বেরিয়ে আছে, জেব্রা-র ডোরা-কাটা ড্রাগন, হাজারো জটিল গিঁঠবিশিষ্ট সর্পিল কাঁধঅলা চারপেয়ে, বয়স্ক মর্দা লাল হরিণের শিংবিশিষ্ট বানর, ঝিল্লিময় ডানাবিশিষ্ট বনমোরগের আকৃতির সাইরেন, পিঠ থেকে কুঁজের মতো বেরিয়ে থাকা অন্য মানবশরীর বিশিষ্ট বাহুহীন মানুষ, পেটে দাঁতভর্তি মুখবিশিষ্ট দেহ, ঘোড়ার মুখবিশিষ্ট মানুষ, আর মানুষের পাবিশিষ্ট ঘোড়া, পাখির ডানাঅলা মাছ, আর মাছের লেজবিশিষ্ট পাখি, এক দেহ দুই মাথা বা এক মাথা দুই দেহঅলা দত্যি দানো, মোরগের লেজ আর প্রজাপতির ডানাঅলা গরু, মাছের পিঠের মতো আঁশঅলা মাথাসহ নারী, গিরগিটির শুঁড়ের সঙ্গে প্যাঁচানো ড্রাগনফ্লাইয়ের দুই মাথাঅলা কিমেরা[১১৪], সেন্টর, ড্রাগন, হাতী, গাছের ডালে সটান হয়ে থাকা ম্যান্টিকোর[১১৫], গ্রাইফন[১১৬] – যেটার লেজ হয়ে গেছে যুদ্ধংদেহী এক ধনুর্ধর, অন্তহীন কাঁধবিশিষ্ট নারকীয় জন্তু-জানোয়ার, মানববৈশিষ্ট্য-সম্বলিত জন্তু আর জন্তু-জানোয়ারের বৈশিষ্ট্য-সম্বলিত বামন-মানুষের যুক্তবিস্তারি ক্রম, কখনো একই পৃষ্ঠায়, গ্রামীণ জীবনের ছবিসহ, যেখানে আপনি দেখতে পাবেন মাঠের সমস্ত জীবন, কৃষক, ফল সংগ্রাহক, ফসল সংগ্রাহক, শেয়ালের পাশে বীজ বপনকারী, ক্রসবো সজ্জিত মার্টেন[১১৭] যারা বানরের পাহারায় থাকা

BanglaBook.org

একটা টাওয়ার সম্বলিত শহরের দেওয়াল বেয়ে উঠছে, ইত্যাদি সব এমন অসাধারণ প্রাঞ্জলতায় আঁকা হয়েছে যেন মনে হচ্ছে জীবন্ত। এখানে একটা প্রাথমিক হরফ, একটা *L* এর ভেতরে বাঁকা হয়ে ঢুকে নীচের দিকে একটা ড্রাগন সৃষ্টি করেছে; আবার ওখানে বিশাল একটা *V* যেটা দিয়ে verba[১১৮] শব্দটা শুরু হয়েছে, সেটা তার শুঁড় থেকে একটা স্বাভাবিক লতাঙ্কুরের মতো হাজারো কুণ্ডলীবিশিষ্ট একটা সাপ তৈরি করেছে যেটা আবার পাতা আর ঝাড়ের মতো আরো অনেক সাপের জন্ম দিয়েছে।

স্তোত্রসংগ্রহের পাশেই ছিল, দৃশ্যত মাত্র কিছুক্ষণ আগে শেষ হওয়া, একটি দুর্দান্ত বুক অভ্ আওয়ার্স[১১৯], সেটা এতই ছোটো যে হাতের তালুর ওপর দিব্যি এঁটে যায়। লেখাগুলো ক্ষুদে ক্ষুদে; প্রথম দর্শনে যেগুলো চোখে পড়েই না বললে চলে মার্জিনের সেই অলংকরণগুলো দাবি করছিল সেগুলোকে যেন তাদের সমস্ত সৌন্দর্য প্রকাশের স্বার্থে কাছ থেকে খুব ভালোভাবে দেখা হয় (এবং লোকে এই ভেবে বিস্মিত না হয়ে পারবে না যে শিল্পী কোন অতিমানবিক হাতিয়ার দিয়ে এসব এঁকেছেন, যা এত সংকীর্ণ একটা জায়গায় এমন প্রাঞ্জল ভাব ফুটিয়ে তুলেছে)। বইটার সমস্ত মার্জিনে ক্ষুদে ক্ষুদে আকারের আগ্রাসন, যার একটি থেকে আরেকটি জন্ম নিয়েছে, যেন প্রাকৃতিক প্রসারের নিয়মে, দুর্দান্তভাবে আঁকা হরফগুলোর প্রান্তস্থিত স্ক্রলগুলো থেকে সামুদ্রিক সাইরেন, উড়ন্ত হরিণ, কিমেরা, বাহুহীন মানব ধড়, যেগুলো খোদ পঙ্‌ক্তিগুলোর শরীর থেকে উদ্যানকীটের মতো আবির্ভূত হয়েছে। এক পর্যায়ে, যেন তিনবার তিন লাইনে পুনরাবৃত উচ্চারণ 'Sanctus, Sanctus, Santus[১২০]'-এর ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে মানুষের মাথাঅলা তিনটে হিংস্রমূর্তি দেখতে পাবেন আপনি, যার মধ্যে দুটো বেঁকে রয়েছে, একটি ওপর দিকে অন্যটি নীচে, এমন এক চুম্বনে সাড়া দিতে যাকে অশালীন না বলে পারতেন না, যদি না আপনি এ-ব্যাপারটা বুঝতে রাজি হতেন যে সুস্পষ্ট না হলেও একটা গভীর আধ্যাত্মিক অর্থ নিশ্চয়ই অমন একটা জায়গায় ওই অলংকরণটাকে যথার্থতা দান করেছে।

পৃষ্ঠাগুলো ওলটাতে ওলটাতে একটা নীরব সমীহ আর উচ্চহাস্যের মধ্যে দোটানায় পড়ে যাচ্ছিলাম আমি, কারণ সেই অলংকরণ স্বভাবতই কৌতুকের উদ্রেক করছিল, যদিও সেগুলো পবিত্র নানান পৃষ্ঠার ভাষ্য দান করছিল। ব্রাদার উইলিয়াম মুখে হাসি নিয়ে সেগুলো ভালো ক'রে দেখলেন, তারপর মন্তব্য করলেন, 'বেবুন : আমাদের দেশে এগুলোকে এ-নামেই ডাকে।'

'বেবুইন গল দেশে ওরা ওদেরকে এই নামেই ডাকে,' মালাকি বললেন, 'আদেল্‌মো আপনাদের দেশে তার বিদ্যা শিক্ষা করেছিল, অবশ্য ফ্রান্সেও পড়াশোনা করেছিল সে। বেবুন : তার মানে আফ্রিকার বানর। এক উলটো রাজ্যের ছবি, যেখানে বাড়িগুলো স্টিপল-এর ডগার ওপর দাঁড়িয়ে থাকে, আর জমিন আকাশের ওপরে।'

আমার দেশের ভাষায় শোনা কিছু পঙ্‌ক্তির কথা মনে পড়ল, সেগুলো না আউড়ে থাকতে পারলাম না

Aller wunder si geswigen,
das erde himel hât überstigen

BanglaBook.org

daz sult ir vür ein wunder wigen[১২১]

এবং মালাকি একই রচনা থেকে আউড়ে যেতে থাকলেন :

Erd ob un himel unter,
das sult ir hân besunder
vür aller wunder ein wunder.[১২২]

'চমৎকার, আদ্‌সো,' গ্রন্থাগারিক বলে চললেন। 'সত্যি বলতে কি, এসব ছবি সেই দেশের কথা বলে যেখানে তুমি নীল হাঁসের পিঠে চেপে নামো, যেখানে বাজপাখি স্রোতস্বিনীতে নেমে মাছ শিকার করে, ভালুক আকাশে বাজপাখির পিছু নেয়, গলদা চিংড়ি ঘুঘু পাখির সঙ্গে ওড়ে, আর তিন দৈত্য এক ফাঁদে ধরা প'ড়ে মোরগের ঠোকর খায়।'

তাঁর ঠোঁটজোড়া মলিন একটা হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তখন অন্য সন্ন্যাসীরা, যারা এতক্ষণ খানিকটা সংকোচের সঙ্গে কথোপকথনটা শুনছিল, তারা সবাই প্রাণভরে হেসে উঠল, যেন এতক্ষণ তারা গ্রন্থাকারেরই অনুমোদনের অপেক্ষায় ছিল। অন্যরা হেসেই যাচ্ছে, হতভাগ্য আদেল্‌মোর দক্ষতার যশগান করছে, আরো আজব আজব চিত্রের দিকে এক অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে এসব দেখে তাঁর ভুরুজোড়া কুঁচকে উঠল। আর আমরা যখন সবাই তখনো হেসে চলেছি, তখন আমাদের পেছনে একটা গম্ভীর আর কঠোর কণ্ঠ শুনতে পেলাম :

'Verba vana aut risui apta non loqui।'[১২৩]

ঘুরে তাকালাম আমরা। বক্তা এক সন্ন্যাসী, বয়েসের ভারে ন্যুব্জ তুষারশুভ্র এক বৃদ্ধ; কেবল গায়ের চামড়াই তাঁর সাদা নয়, মুখ আর চোখের মণিও তাই। দেখলাম, তিনি অন্ধ। তার পরেও, তাঁর কণ্ঠটি আভিজাত্যপূর্ণ, আর শরীরটা জরাজীর্ণ হয়ে পড়লেও হাত-পা বেশ শক্তিশালী। এমনভাবে তাকিয়ে আছেন তিনি যেন দেখতে পাচ্ছেন আমাদের, আর এরপর তাঁকে সব সময়ই এমনভাবে চলাফেরা করতে দেখেছি যেন তিনি দৃষ্টিশক্তির অধিকারী।

সদ্যাগত মানুষটিকে দেখিয়ে মালাকি উইলিয়ামকে বললেন, 'বয়স আর প্রজ্ঞার দিক থেকে শ্রদ্ধেয় যে-মানুষটিকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তিনি বার্গস-এর ইয়র্গে। গ্রোত্তাফেরাতার আলিনার্দো ছাড়া মঠের অধিবাসী অন্য যে কারো চাইতে বেশি বয়সী তাঁর কাছেই এখানকার অনেক সন্ন্যাসী স্বীকারোক্তির গোপনীয়তায় তাদের পাপের ভার লাঘব করে।' এরপর বৃদ্ধ মানুষটির দিকে ফিরে তিনি বললেন, 'আপনার সামনে যিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন তিনি বাস্কারভিলের ব্রাদার উইলিয়াম, আমাদের অতিথি।'

কাটা কাটা কণ্ঠে বৃদ্ধ মানুষটি বলে উঠলেন, 'আশা করি আমার কথাগুলো তোমাকে ক্রুদ্ধ ক'রে তোলেনি। আমার কানে এলো লোকজন তুচ্ছ জিনিস নিয়ে হাসাহাসি করছে, তাই আমাদের "বিধি"-র একটি বিধির কথা তাদের স্মরণ করিয়ে দিলাম। আর স্তোত্র রচয়িতারা যেমনটি বলেছেন সন্ন্যাসীকে যদি তার নীরবতার প্রতিজ্ঞার কারণে সুবচন থেকে বিরত থাকতেই হয়, তাহলে কুবচন

Banglabook.org

থেকে বিরত থাকার আরো বড়ো কারণ রয়েছে তার। তা ছাড়া, কুবচনের মতো, কুপ্রতিচ্ছবিও রয়েছে। আর সেগুলো হচ্ছে তাই যা সৃষ্টির আকারের মধ্যে নিহিত থাকে, এবং যা হওয়া উচিত, যা সব সময়েই ছিল, আর যা সময়ের শেষ না হওয়া পর্যন্ত শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে হবে তার উলটোটা হিসেবে দুনিয়াটাকে তুলে ধরে। কিন্তু তুমি ভিন্ন এক সম্প্রদায় থেকে এসেছো, যেখানে, আমি শুনেছি, আনন্দ-উল্লাস প্রশ্রয়ের চোখে দেখা হয়।' বেনেডিক্টীয়রা আসিসির সন্ত ফ্রান্সিসের খামখেয়ালিপনা সম্পর্কে যা ব'লে বেড়াত সেসবেরই পুনরাবৃত্তি করছিলেন তিনি, অথবা সম্ভবত সেই সব উদ্ভট খামখেয়ালির কথা যেগুলোর অধিকারী হিসেবে তাদেরকেই গণ্য করা হয় যারা ফ্রান্সিসকান সম্প্রদায়ের সবচাইতে সাম্প্রতিক আর অস্বস্তিকর যেসব শাখা সেগুলোর প্রতিটি ধরনের ফ্রায়ার ও স্পিরিচুয়াল। কিন্তু ইঙ্গিতটা তিনি বুঝেছেন এমন কোনো লক্ষণ উইলিয়ামের মধ্যে দেখা গেল না।

তিনি জবাব দিলেন, 'মার্জিনের ছবিগুলো প্রায়ই হাসির উদ্রেক করে, কিন্তু সেসবের উদ্দেশ্য আত্মিক উন্নতি বিধান করা। হিতোপদেশের বেলাতে যেমন ধর্মপ্রাণ মানুষের কল্পনার কাছে পৌঁছাতে নানান exempla[১২৪] টানার প্রয়োজন হয়, যেগুলো প্রায়ই মজাদার হয়ে থাকে, ঠিক সেভাবে প্রতিচ্ছবি দিয়ে তৈরি ব্যাখ্যানেও এসব অকিঞ্চিৎকর ব্যাপারের অবতারণা করা হয়। প্রতিটি সদ্‌গুণ আর প্রতিটি পাপাচারণের জন্য পশুকথামালা থেকে একটা ক'রে উদাহরণ টানা হয়েছে; পশুদের উদাহরণ দিয়ে মানুষের জগতের কথা বলা হয়েছে।'

'তা তো বটেই,' ব্যঙ্গের স্বরে বৃদ্ধ বললেন, যদিও তাঁর মুখে কোনো হাসি ফুটল না। 'প্রতিটি ছবিই সদ্‌গুণ উদ্বুদ্ধ করার জন্য অনুকূল, অবশ্য যদি সৃষ্টির চূড়ান্ত কৃতিকে হেঁটমুণ্ডু ঊর্ধ্বপদ বানিয়ে হাসির বিষয়ে পরিণত করা হয় তবেই। আর তাই ঈশ্বরের বাক্যকে অলংকৃত করা হয়েছে বীণাবাদনরত গর্দভ, ঢাল দিয়ে কর্ষণরত পেঁচা, চাষ করার জন্য নিজেদের কাঁধে জোয়াল চাপিয়ে নেয়া ষাঁড়, উজানে ছুটে চলা নদী, আগুন লাগা দরিয়া, সন্ন্যাসী বনে যাওয়া নেকড়েকে দিয়ে। খরগোশ শিকারে যাও ষাঁড় নিয়ে, পেঁচা শেখাক ব্যাকরণ, কুকুর কামড়াক মাছিকে, একচক্ষু পাহারা দিক বোবাকে, বোবা চেয়ে খাক রুটি, পিঁপড়া বিয়োক বাছুর, উড়তে থাকুক আগুনে ঝলসে নেয়া মুরগি, ছাদে গজাক পিঠা, কাকাতুয়া দিক অলংকারশাস্ত্রের পাঠ, মুরগি গর্ভ সঞ্চার করুক মোরগের, গরুর আগে চলুক গোশকট, কুকুর ঘুমাক বিছানায় আর সবাই হাঁটুক মাটিতে মাথা দিয়ে। এসব আবোলতাবোলের অর্থ কী? স্বর্গীয় বিধান শিক্ষাদানের অছিলায় ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠিত জগতের উলটো আর বিপরীতের এই জগতের?'

উইলিয়াম বিনয়ের সঙ্গে বললেন, 'কিন্তু অ্যারোপেগাইটের[১২৫] শিক্ষা অনুযায়ী, ঈশ্বরকে কেবল সবচাইতে বিকৃত জিনিসগুলির নামেই আখ্যায়িত করা যায়। আর সন্ত ভিক্তরের হিউ আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন যে উপমা যতই বিসদৃশ হবে ততই বেশি ক'রে সত্য আমাদের কাছে উন্মোচিত হবে ভয়ংকর আর কুরুচিপূর্ণ আকৃতিগুলোর বেশে, আর কল্পনা ততই আরো কম পরিতুষ্ট হবে কামজ সুখে, আর তার ফলে তা প্রতিচ্ছবিগুলোর জঘন্যতার নীচে লুকিয়ে থাকা রহস্যগুলো উপলব্ধি করতে বাধ্য হবে...।'

BanglaBook.org

'এই যুক্তি পরম্পরাটা আমার জানা আছে! আর আমি লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করছি যে ক্লুনীয় মোহান্তরা যখন সিস্টার্সীয়দের সঙ্গে লড়াই করছিল তখন এটাই ছিল আমাদের সম্প্রদায়ের প্রধান যুক্তি। কিন্তু সন্ত বেনেডিক্টের কথাই আসলে ঠিক। ঈশ্বর-সম্পর্কিত বিষয়গুলি per speculum et in aenigmate[১২৬] প্রকাশ করার জন্য যে লোক দৈত্য-দানো আর প্রকৃতির অমঙ্গলসূচক জিনিস আঁকে, সে একটু একটু ক'রে তার সৃষ্টি-করা উদ্ভটত্বের ভেতর দিয়েই সবকিছু দেখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। তোমাদের ক্লয়স্টারে স্তম্ভশীর্ষগুলোর দিকে একবার শুধু তাকিয়ে দেখো তোমরা, যাদের এখনো দৃষ্টিশক্তি আছে,' এবং তিনি হাত দিয়ে জানালার বাইরে, গীর্জার দিকে ইঙ্গিত করলেন। 'ধ্যানে অভিনিবিষ্ট সন্ন্যাসীদের চোখের সামনে থাকা সব হাস্যকর, উদ্ভট জিনিসের ঐসব বিকটদর্শন আকৃতির আর সুডৌল বিকটের অর্থ কী হতে পারে? ঐসব অরুচিকর নরবানরের? ঐসব সিংহ, সেন্টরের, ঐসব অর্ধমানব প্রাণীর যাদের মুখ বসানো পেটে, পা একটা আর কানগুলো নৌকোর পালের মতো? ঐসব লড়াইরত যোদ্ধার, শিঙ্গায় ফুঁ দিতে-থাকা শিকারী দলের, আর ঐসব একমাথাঅলা বহু দেহের আর বহুমাথাঅলা একদেহের? সাপের লেজঅলা চার-পেয়ের, আর চার পেয়েদের মুখঅলা মাছের, এখানে এক জন্তুর যার সামনেটা ঘোড়ার মতো, আর পেছনটা বানরের, ওইদিকে আরেকটা শিংঅলা ঘোড়ার ইত্যাদির, ইত্যাদির? এখন যে-অবস্থা তাতে একজন সন্ন্যাসীর পক্ষে পাণ্ডুলিপি পাঠের চাইতে মার্বেল পাথরের মূর্তিপাঠ আর ঈশ্বরের আইনের চাইতে মানুষের কীর্তির গুণগান করাই বেশি আনন্দদায়ক। ধিক্। তোমাদের নজরের কামনা, আর তোমাদের হাসির জন্য!'

থামলেন বৃদ্ধ, হাঁপাচ্ছেন। আর, তিনি, যিনি বহুদিন যাবৎই সম্ভবত অন্ধ, তিনি যে তীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তির সাহায্যে এই বয়সেও সেসব প্রতিচ্ছবির কথা স্মরণ করলেন যেগুলোর তিনি মুণ্ডুপাত করলেন এখন, আমি সেই স্মৃতিশক্তির প্রশংসা না ক'রে পারলাম না। এমন এক সুতীব্র আবেগের সঙ্গে তিনি মূর্তিগুলোর বর্ণনা দিলেন যে আমার সন্দেহ হলো তিনি যখন দেখেছিলেন তখন নিশ্চয়ই মূর্তিগুলো তাঁকে ভীষণভাবে প্রলুব্ধ করেছিল। তবে এমনটা প্রায়ই ঘটেছে যে সবচাইতে প্রলুব্ধকর পাপাচরণের বর্ণনা আমি সেই সব পুণ্যাত্মার লেখাতে পেয়েছি যাঁরা সেসবের আকর্ষণ আর পরিণতি অস্বীকার করতে পেরেছিলেন। এটা তারই একটা চিহ্ন যে এইসব মানুষ সত্যলাভ করার জন্য এমনভাবে তাড়িত হন যে, তাঁরা ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগবশত মন্দের ওপরই সমস্ত প্রলোভনের দায় চাপিয়ে দিতে দ্বিধা করেন না যা দিয়ে সেটা ছদ্মবেশ ধ'রে থাকে, ফলে ইবলিস যেসব পথ ধ'রে মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধ করে সেসব পথের ব্যাপারে লেখকেরাই মানুষকে সবচাইতে ভালোভাবে অবহিত করতে পারেন। আর সত্যি বলতে, ইয়র্গের কথাগুলো শুনে আমার ক্লয়স্টারের বাঘ ও বানরগুলো দেখতে ভীষণ ইচ্ছে করছিল; সেগুলো তখনো আমার দেখা হয়নি। কিন্তু ইয়র্গে আমার চিন্তাস্রোতে বাধা দিলেন, কারণ তিনি আবার কথা বলে উঠলেন, তবে এবার আগের চাইতে অনেক শান্ত গলায়।

'সহজ ও সরল পথটা আমাদের দেখিয়ে দেবার জন্য আমাদের প্রভুকে এসব বাজে বিষয়ের দ্বারস্থ হতে হয়নি। তাঁর প্যারাবলের কোনো কিছুই হাসি বা ভয়ের উদ্রেক করে না। অন্যদিকে, যার

BanglaBook.org

মৃত্যুতে তুমি এখন শোক প্রকাশ করছ সেই আদেল্মো তার আঁকা দানবগুলোর মধ্যে এমনই আনন্দ পেতো যে সেগুলোর সাহায্যে যেসব পরম জিনিস ব্যাখ্যা করার কথা সেসবই ভুলে গিয়েছিল সে। আর, অস্বাভাবিকতার কোনো পথই, আমি বলছি কোনো পথই,' এখানে এসে তাঁর গলাটা গম্ভীর আর ভীতিজনক হয়ে উঠল, 'মাড়াতে বাকি রাখেনি সে। আর ঈশ্বর জানেন কিভাবে তার শাস্তি দিতে হয়।'

গভীর একটা নীরবতা নেমে এলো। তা ভাঙার স্পর্ধা দেখালেন সাল্ভেমেক-এর ভেনানশিয়াস।

'শ্রদ্ধেয় ইয়র্গে,' তিনি বললেন, 'আপনার ন্যায়পরায়ণতা আপনাকে নীতিবিরুদ্ধ ক'রে তুলছে। আদেল্মো মারা যাওয়ার দু'দিন আগে ঠিক এই স্ক্রিপ্টোরিয়ামেই অনুষ্ঠিত হওয়া অত্যন্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ একটি বিতর্কের সময় আপনিও উপস্থিত ছিলেন। আদেল্মো এ-ব্যাপারে সতর্ক ছিল যে তার শিল্প উদ্ভট আর সৃষ্টিছাড়া প্রতিচ্ছবি নিয়ে মেতে উঠলেও যেন ঈশ্বরের গৌরবগাথার প্রতিই নিবেদিত থাকে, স্বর্গীয় বিষয়ের জ্ঞানের একটি হাতিয়ার হিসেবে। ব্রাদার উইলিয়াম এইমাত্র অ্যারিওপ্যাগাইটদের কথা উল্লেখ করলেন যাঁরা বিকৃতির মাধ্যমে শিক্ষার কথা বলেছিলেন আর আদেল্মো সেদিন আরেক মহান বিশারদ অ্যাকুইনোর জ্ঞানী ব্যক্তির কথা উদ্ধৃত ক'রে বলেছিল স্বর্গীয় বিষয়গুলো মনোমুগ্ধকর দেহাবয়বের চিত্রের চাইতে কদর্য দেহাবয়বের চিত্রের সাহায্যেই আরো সঙ্গতভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত। কারণ, প্রথমত, মানব চৈতন্য যেহেতু আরো সহজভাবে ভ্রান্তি থেকে নিষ্কৃতি পায় তাই আসলে এটা খুবই স্পষ্ট যে কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য স্বর্গীয় বস্তুর ওপর আরোপ করা যায় না এবং মনোমুগ্ধকর আধিভৌতিক বস্তুর সাহায্যে চিত্রিত হলে সেগুলো অনির্দিষ্ট হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়ত, এই মর্ত্যধামে আমরা ঈশ্বর সম্পর্কে যে জ্ঞান রাখি তা এই চিত্রণের সঙ্গে অনেক বেশি সংগতিপূর্ণ; যা আছে তার মধ্যে যতটা না তার চাইতে যা নেই তার মধ্যে "তিনি" "নিজেকে" আরো বেশি ক'রে প্রকাশ করেন, আর সেজন্যই ঈশ্বরের কাছ থেকে সবচাইতে দূরবর্তী জিনিসগুলোর অনুরূপতাই তাঁর সম্পর্কে আরো বেশি যথার্থ ধারণা দেয় আমাদেরকে। আমরা যা বলি এবং চিন্তা করি তার চাইতে আরো ওপরে তাঁর অবস্থান। আর তৃতীয়ত, এভাবেই ঈশ্বরকে অযোগ্য লোকজনের কাছ থেকে বেশি ভালোভাবে আড়াল ক'রে রাখা যায়। অন্যভাবে বললে, সেদিন আমাদের আলোচনার বিষয় ছিল চাতুর্যপূর্ণ এবং দুর্জ্ঞেয় এই দুই আশ্চর্যজনক অভিব্যক্তির মাধ্যমে কিভাবে সত্যকে প্রকাশ করা যায় সেটা বোঝা। আর আমি তাকে মনে করিয়ে দিয়েছিলাম যে মহান অ্যারিস্টটলের রচনায় এ-বিষয়ে আমি অত্যন্ত স্পষ্ট কিছু কথা আবিষ্কার করেছি...'

ইয়র্গে তীক্ষ্ণ স্বরে বাধা দিয়ে ব'লে উঠলেন, 'আমার মনে পড়ছে না। আমার অনেক বয়স হয়েছে। আমার মনে পড়ছে না। আমি নিশ্চয়ই খুব বেশি কড়া কথা বলেছিলাম। অনেক বেলা হলো, আমাকে যেতে হবে।'

ভেনানশিয়াস নাছোড়বান্দার মতো ব'লে উঠলেন, 'ব্যাপারটা খুবই আশ্চর্যের যে আপনার মনে পড়ছে না। খুবই পাণ্ডিত্যপূর্ণ আর চমৎকার একটা আলোচনা ছিল সেটা; বেন্নো আর বেরেঙ্গারও তাতে অংশ নিয়েছিল। সত্যি বলতে কি, প্রশ্নটা ছিল রূপকালংকার (মেটাফর), শব্দকৌতুক (পান),

Banglabook.org

আর হেঁয়ালি বা ধাঁধা, যা কিনা কবিরাও নিখাদ আনন্দের জন্য ব্যবহার ক'রে থাকেন, এগুলো একটা নতুন আর আশ্চর্যজনক দিক থেকে আমাদেরকে নানান বিষয় নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করার সুযোগ দেয় কি না, আর আমি বলেছিলাম যে জ্ঞানী মানুষদেরও এই গুণটি থাকা দরকার।...এবং মালাকিও সেখানে ছিলেন...'

আলোচনাটি শুনতে থাকা একজন সন্ন্যাসী ব'লে উঠল, 'শ্রদ্ধেয় ইয়র্গে যদি মনে করতে না পারেন তাহলে তাঁর বয়স আর তাঁর মনের অবসন্নতা...যে মনটি অন্যান্য দিক থেকে কত প্রাণচঞ্চল...তা শ্রদ্ধার সঙ্গে বিবেচনা করুন,' বাক্যটি বলা হলো, অন্তত গোড়ার দিকটা, বেশ বিক্ষুব্ধ একটা স্বরে, কারণ বৃদ্ধ মানুষটির জন্য শ্রদ্ধার আবেদন জানিয়ে সে যে আসলে তাঁর একটি দুর্বলতার দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল সেকথা উপলব্ধি ক'রে কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে ওঠা বক্তা তার নিজের কথারই রাশ টেনে ধ'রে ফিসফিস ক'রে উচ্চারণ করা ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে বাক্যটা শেষ করল। বক্তাটি অ্যারান্দেল-এর বেরেঙ্গার, সহকারী গ্রন্থাগারিক। পাণ্ডুরবর্ণ মুখবিশিষ্ট এক যুবক, এবং তাকে ভালো ক'রে লক্ষ করতে করতে আদেল্‌মো সম্পর্কে উবার্তিনোর বর্ণনাটা মনে পড়ে গেল আমার : তার চোখ দুটো কামাতুরা রমণীর মতো। সবাই এখন তার দিকে তাকিয়ে থাকাতে লজ্জা পেয়ে সে তার দুই হাতের আঙুলগুলো এমনভাবে পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে রাখল যেন সে একটা মানসিক চাপ দমিয়ে রাখতে চাইছে।

ভেনানশিয়াসের যে প্রতিক্রিয়াটা হলো তা অস্বাভাবিক। বেরেঙ্গারের দিকে তিনি এমন একটা চাহনী দিলেন যে সে তার দৃষ্টি নত ক'রে ফেলল। 'তা বেশ তো ব্রাদার,' ভেনানশিয়াস বলল, 'স্মৃতি ঈশ্বরের একটি উপহার হলে ভুলে যাওয়ার ক্ষমতাও নিশ্চয়ই ভালোই হবে এবং সেটাকে অবশ্যই সম্মান জানাতে হবে। আমি যে প্রবীণ ব্রাদারের সঙ্গে কথা বলছিলাম তাঁর সেই ক্ষমতাকে আমি সম্মান জানাই। কিন্তু আমরা যখন তোমার একজন প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে এখানে ছিলাম তখন যা ঘটেছিল সে-সম্পর্কে তোমার কাছ থেকে আমি আরো তীক্ষ্ণ একটা স্মরণশক্তি আশা করেছিলাম...'

আমি ঠিক বলতে পারব না ভেনানশিয়াস 'প্রিয়' শব্দটি একটু জোর দিয়ে উচ্চারণ করেছিলেন কি না। কিন্তু সত্যি কথা হচ্ছে আমি উপস্থিত সবার মধ্যে একটা অস্বস্তির ভাব লক্ষ করলাম। একেকজন একেক দিকে তাকিয়ে রইল, কিন্তু লজ্জায় ভীষণভাবে লাল হয়ে ওঠা বেরেঙ্গারের দিকে কেউই তাকাল না। মালাকি ত্বরিতভাবে কর্তৃত্বপূর্ণ গলায় বলে উঠলেন, 'আসুন, ব্রাদার উইলিয়াম। আমি আপনাকে আরো কিছু আকর্ষণীয় বই দেখাচ্ছি।'

দলের সবাই এদিক সেদিক ছড়িয়ে পড়ল। আমি খেয়াল করলাম বেরেঙ্গার রোষপূর্ণ একটি দৃষ্টি হানল ভেনানশিয়াসের দিকে তাকিয়ে, আর ভেনানশিয়াস-ও নীরবে আর অবজ্ঞাভরে সেটা ফিরিয়ে দিলেন। ইয়র্গে-কে চলে যেতে দেখে ভক্তিপূর্ণ একটা শ্রদ্ধা অনুভব করলাম আমি তাঁর জন্য, এবং তাঁর হাত চুম্বন করার জন্য মাথা নিচু করলাম। বৃদ্ধ মানুষটি চুম্বন গ্রহণ করলেন, আমার মাথার ওপর হাতটি রাখলেন, তারপর আমার পরিচয় জিগ্যেস করলেন। আমি আমার নাম বলতে তাঁর মুখটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

BanglaBook.org

তিনি বললেন, 'তোমার নামটা অসাধারণ এবং চমৎকার। তুমি কি জানো মন্তিয়ের-এন-দার এর আদ্‌সো[১২৭] কে ছিলেন?' স্বীকার করলাম, জানি না। কাজেই ইয়র্গে যোগ করলেন, '*Libellus de Antichristo*[১২৮] নামের মহৎ আর অদ্ভুত একটা বইয়ের লেখক ছিলেন তিনি, যে-বইতে তিনি সামনে যা ঘটবে এমন কিছু জিনিসের কথা বলেছিলেন; কিন্তু তাঁর কথায় সে-রকম গুরুত্ব দেয়া হয়নি তখন।'

উইলিয়াম বলে উঠলেন, 'এই সহস্রাব্দের আগে লেখা হয়েছিল বইটা, আর সেসব জিনিস কিছুই ঘটেনি।...'

অন্ধ মানুষটি বললেন, 'তাদের জন্য যারা দৃষ্টিহীন। খৃষ্টবৈরীর পরিকল্পিত পথ ধীর এবং যন্ত্রণাপূর্ণ। যখন আমরা আশা করি না তখনই সে উপস্থিত হয়; সেটা এ-কারণে নয় যে অ্যাপসল-এর হিসেবে কোনো ভুল ছিল, বরং এ জন্য যে আমরা সেই বিদ্যাটা রপ্ত করিনি।' এরপর, হলঘরের দিকে মুখ ফিরিয়ে স্ক্রিপ্টোরিয়ামের ছাদে প্রতিধ্বনি তুলে খুবই উঁচু গলায় চিৎকার ক'রে তিনি ব'লে উঠলেন, 'সে আসছে! বুটিদার চামড়া আর পাকানো লেজের ক্ষুদে দানবগুলো দেখে হাসাহাসি ক'রে তোমরা তোমাদের শেষ দিনগুলো নষ্ট কোরো না। শেষ সাতটা দিন অপচয় কোরো না!'

টীকা

১০৩. **মালাকি** : মালাকি নামের অর্থ সংবাদগ্রাহক, বাইবেলের একটি পুস্তকের নামও মালাকি।

১০৪. ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তি কাটিয়ে উঠতে লেন্সের ব্যবহার সম্ভবত রজার বেকনই প্রথম করেন।

১০৫. **হারফোর্ডের রজার** Roger of Herford (দ্বাদশ শতাব্দী) রজার ছিলেন হারফোর্ডের ক্যাথিড্রালের যাজক। হারফোর্ড তখন ইংল্যান্ডে বিজ্ঞানচর্চার প্রধান স্থান। জ্যোতিবির্দ্যা বিষয়ক বিভিন্ন লেখার রচয়িতা ছিলেন রজার, যার মধ্যে একটি প্রবন্ধ ছিল গ্রহসমূহের ওপর, আরেকটি হচ্ছে তারকাপুঞ্জের উদয় ও অস্তবিষয়ক, আরেকটিতে ছিল লাতিন ও হিব্রু ক্যালেন্ডারের তুলনামূলক আলোচনা এবং *Der rebus metallicis*। হারফোর্ডের মেরিডিয়ানের জন্য বেশ কিছু জ্যোতিবির্দ্যাবিষয়ক ছকের একটি সংকলনও তিনি ১১৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রস্তুত করেছিলেন।

১০৬. **টেক্সট** : *De pentagono Salomonis, Ars loquendi*, ইত্যাদি।

অনুবাদ : হারফোর্ডের রজার রচিত *সলোমনের পঞ্চভুজ প্রসঙ্গে*, *হিব্রু ভাষা বলা এবং বোঝার কৌশল*, *বিভিন্ন ধাতুর বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে*, আল খোয়ারিযমি'র *বীজগণিত*, লাতিন অনুবাদ ইংল্যান্ডের রবার্ট, সিলিয়াস ইটালিকাস রচিত *পিউনিক যুদ্ধ*, র‍্যাবানাস মঅরাস রচিত ফ্র্যাংকদের কীর্তি (ফরাসী), *পবিত্র ক্রুশের জয়গান প্রসঙ্গে* এবং *ফ্লভিয়াস ক্লডিয়াস*

BanglaBook.org

১০৭. **মুহাম্মদ ইবনে-মুসা আল খারিযমি** পারসিক গণিতজ্ঞ, ৭৮০-৫৫০ খৃষ্টাব্দে বাগদাদের বাসিন্দা ছিলেন। বীজগণিত নিয়ে লেখা তাঁর গ্রন্থের আংশিক শিরোনাম 'আল জবর' থেকে 'অ্যালজেবরা' শব্দটির উদ্ভব এবং এই গ্রন্থেই তিনি হিন্দু-আরব দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি পাশ্চাত্যের কাছে তুলে ধরেন।

১০৮. **রবার্টাস অ্যাঙ্গলিকাস (দ্বাদশ শতক)** রবার্টাস অ্যাঙ্গলিকাস বা ইংরেজ রবার্ট হচ্ছেন চেস্টারের রবার্ট। কিটীন-এর রবার্ট (Robert of Ketene) নামেও পরিচিত এই ভদ্রলোক ছিলেন ইংল্যান্ডে আরবী বিদ্যাচর্চার ইতিহাসে একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তিনি ১১৪৩ খৃষ্টাব্দে আরবী থেকে ইংরেজিতে কোরান অনুবাদ করেন। এ ছাড়াও, তিনি আলকিন্দির *বিচার*, আল খারিযমি'র *অ্যালজেবরা* এবং আল কিমিয়া-বিষয়ক একটি গবেষণা প্রবন্ধ আরবী থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন। মধ্যযুগের বিজ্ঞানচর্চায় তাঁর মৌলিক অবদান হচ্ছে অ্যাস্ট্রোলেব-এর ওপর রচিত একটি গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ এবং ১১৪৯-৫০ খৃষ্টাব্দে লন্ডনের মেরিডিয়ান বিষয়ক এক গুচ্ছ জ্যোতিবির্দ্যা-সংক্রান্ত ছক প্রণয়ন।

১০৯. **সিলিয়াস ইতালিকাস** : রোমক কবি ও রাজনীতিবিদ। জন্ম ২৫ খৃ. মৃত্যু ১০১ খৃ.। *পিউনিকা (Punica)* হচ্ছে ২১৮ থেকে ২০১ খৃষ্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত সংঘটিত দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধ নিয়ে ষড়পদী ছন্দে রচিত তাঁর ১৭ খণ্ডের মহাকাব্য। ১২,০০০ লাইনেরও বেশি দীর্ঘ এই কাব্যগ্রন্থটি লাতিন সাহিত্যের সবচেয়ে বড়ো আর সম্ভবত সবচেয়ে নিম্ন মানের কবিতা। এটি সম্পর্কে ছোটো প্লিনি বলেছিলেন, এটি লেখা হয়েছে *maiore cura quam ingenio*, অর্থাৎ যতটা না প্রতিভা নিয়ে তার চাইতে বেশি বেদনার সাহায্যে। নিরাময়-অসম্ভব একটি রোগের হাত থেকে বাঁচতে সিলিয়াস ইতালিকাস ইচ্ছাকৃতভাবে অনাহারে মৃত্যুবরণ করেন এবং যে-বাড়িতে তিনি এ-কাজটি করেছিলেন সেটি একসময় ছিল রোমের সেরা কবি ভার্জিলের।

১১০. **রাবানাস ম'রাস** [Rabanus (Harabanus) Maurus] (৭৮০-৮৫৬ খৃষ্টাব্দ) ফ্র্যাংকিশ যাজক, ফুলদা মঠের মোহান্ত বা মঠাধ্যক্ষ, লাতিন ধর্মতত্ত্ববিদ এবং কবি। (ফুলদা মঠটি বর্তমান জার্মানির হেসে প্রদেশে অবস্থিত একটি বেনেডিক্টীয় মঠ। ৭৪৪ খৃষ্টাব্দের ১২ই মার্চ সন্ত বনিফেসের শিষ্য সন্ত স্টার্ম মঠটি প্রতিষ্ঠা করেন। এই মঠটি বিদ্যাচর্চার একটি প্রসিদ্ধ স্থানে পরিণত হয় এবং এর স্ক্রিপ্টোরিয়ামটিও বেশ খ্যাতি লাভ করে।) রাবানাস ম'রাস মহান ক্যারোলিঞ্জীয় পণ্ডিত অ্যালকুইনের কাছে শিক্ষালাভ করেন এবং তিনি ম'রাসকে তাঁর সবচাইতে প্রতিভাসম্পন্ন ছাত্র বলে মনে করতেন। সে-সময়ে জার্মানীর সবচাইতে প্রভাববিস্তারকারী মঠ ফুলদার মোহান্ত ছিলেন রাবানাস, ৮২২ থেকে ৮৪২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। রাবানাস মোহান্ত থাকাকালীন মঠের পাঠশালা আর গ্রন্থাগার অত্যন্ত গুরুত্ব লাভ করে। অধ্যয়নে আরো গভীরভাবে মনোনিবেশ করার জন্য তিনি ৮৪২ খৃষ্টাব্দে পদত্যাগ করেন। এর পাঁচ বছর পর মেইনয-এর আর্চবিশপ হিসেবে তাঁকে নিয়োগ দেয়া হয়। অপম্রিয়মাণ এক সভ্যতার অপচ্ছায়া দ্বারা তাড়িত হয়ে তিনি অতীতের জ্ঞান-বিজ্ঞান সংরক্ষণ ও প্রচারে

BanglaBook.org

নিবেদিত হন। তাঁর নিজের রচনার পরিমাণ বিপুল। বিচিত্র সেই রচনাসম্ভারের মধ্যে রয়েছে সেভিলের ইসিডর-এর *Etymologiae*-র আদর্শে রচিত *De Universo*, পঞ্জিকার হিসেব-নিকেশসংক্রান্ত একটি লেখা, 'ভাষা আবিষ্কার প্রসঙ্গে' নামের একটি ছোটো গবেষণাধর্মী লেখা, যা লাতিন বর্ণমালা আবিষ্কারের আগে জার্মানিক ভাষাগুলো লেখার বর্ণমালা রুন আর প্রতীক সম্পর্কে তাঁর আগ্রহের স্মারক, যাজকদের লেখাপড়া আর নিকটাত্মীয়দের মধ্যে বিয়ে নিয়ে ধর্মতত্ত্বনির্ভর প্রবন্ধ এবং একটি কবিতা, যার নাম *De Laudibus Sanctae Crucis* (পবিত্র ক্রুশের প্রশংসাবচন), যেখানে কবিতার পঙ্‌ক্তিগুলো এমন অসাধারণভাবে একটি ড্রইংয়ের ওপর বসানো হয়েছে যাতে ক'রে অক্ষরগুলো ছবিটির আউটলাইনের ওপর প'ড়ে নানান শব্দ বা বাক্য তৈরি করে।

১১১. **টেক্সট** 'iii. IV gradus, V in prima graecorum'; V gradus, VII in tertia anglorum'

অনুবাদ : 'তৃতীয় বই, চতুর্থ তাক, গ্রীক ভাষার প্রথম বইগুলোর পঞ্চম কেস-এ'; 'দ্বিতীয় বই, পঞ্চম তাক, ইংরেজি ভাষার তৃতীয় বইগুলোর সপ্তম কেস-এ।'

জানোয়ারের সংখ্যা দ্য নাম্বার অভ্ দ্য বিস্ট: জানোয়ারের সংখ্যা হচ্ছে ৬৬৬। এটি একটি রহস্যময় সংখ্যা যা বাইবেলের বুক অভ্ রেভেলেশন (প্রকাশিত বাক্য ১৩:১৮)-এ জন উল্লিখিত একটি লোককে নির্দেশ করে। সংখ্যাবিদ্ এবং ক্যাবালিস্টদের কাছে বর্ণমালার প্রতিটি অক্ষর একটি নামের প্রতিনিধিত্ব করে। একজন মানুষের সংখ্যা হচ্ছে তার নামের অক্ষরগুলো যে যে সংখ্যার প্রতিনিধিত্বকারী তার সমষ্টি।

১১২. বড়ো একখণ্ড কাগজ এক ভাঁজ করে তৈরি দুই পাতা বা চার পৃষ্ঠা।

১১৩. **টেক্সট :** in enigmate

অনুবাদ : রহস্যময়

১১৪. **কিমেরা :** গ্রীক পুরাণে উল্লিখিত সিংহের মাথা, ছাগলের দেহ আর সাপের লেজবিশিষ্ট প্রাণী যার মুখ থেকে আগুন ঝরত।

১১৫. **ম্যান্টিকোর** মিশরীয় স্ফিংস-এর মতো একটি কিংবদন্তীতুল্য প্রাণী, যার দেহ লালবর্ণ সিংহের, মাথা মানুষের মতো, মুখে হাঙরের মতো তিন সারি ধারালো দাঁত। দূর থেকে দেখলে প্রথমে দাড়িঅলা মানুষ বলে ভুল হয় এটিকে। প্রাণীটির অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলো একেক কাহিনীতে একেক রকম। ম্যান্টিকোর পুরাণের উৎস পারস্যদেশীয়, যেখানে সেটার নাম ছিল মানুষখেকো।

BanglaBook.org

১১৬. **গ্রাইফন বা গ্রিফিন :** গ্রিফিন, গ্রিফন বা গ্রাইফন নামে সর্বাধিক পরিচিত কিংবদন্তীতুল্য প্রাণীটির দেহ সিংহের, আর মাথা ও ডানা ঈগলের। সিংহকে যেহেতু সাধারণত পশুর রাজা বলে মনে করা হয় এবং ঈগলকে পাখিদের, তাই গ্রিফিনকে বিশেষভাবে শক্তিশালী আর রাজসিক প্রাণী

হিসেবে ভাবা হতো।

১১৭. **মার্টেন** : বন্য প্রাণী। মার্কিন মার্টেনকে অনেক সময় ইউরোপীয় পাইন মার্টেন এবং রুশ সেবল বলে ভুল হয়। কিন্তু এরা ভিন্ন প্রজাতির মার্টেন। রেশমের মতো লোম এবং এক থেকে দেড় ইঞ্চি লম্বা মোটা চুল বিশিষ্ট মার্টেন হলদেটে গোলাপী রঙের হয়ে থাকে। কোনো কোনো মার্টেনের গলার দিকে কমলা অথবা কখনো কখনো মাখনের মতো সাদা ছোপ দেখতে পাওয়া যায়। পুরুষ মার্টেন স্ত্রী মার্টেনের চাইতে বেশ বড়ো আকৃতির হয়; এদের গড়পড়তা ওজন ২ থেকে ৩ পাউন্ড; এরা ৯ থেকে ১২ ইঞ্চি লম্বা লোমশ লেজসহ গড়ে ২৫ থেকে তিরিশ ইঞ্চি লম্বা হয়ে থাকে।

১১৮. **টেক্সট** : Verba

অনুবাদ : শব্দ

১১৯. **বুক অভ্ আওয়ার্স** Book of Hours, মধ্যযুগে জনপ্রিয়তা অর্জনকারী এই ভক্তিমূলক গ্রন্থটিই সে-সময়কার অলংকৃত পাণ্ডুলিপির মধ্যে যেগুলো এখনো টিকে আছে সেসবের মধ্যে সবচাইতে সহজলভ্য বা সাধারণ। প্রতিটি পাণ্ডুলিপির মতোই বুক অভ্ আওয়ার্স-এর পাণ্ডুলিপিগুলো কোনো না কোনো দিক থেকে অনন্য, তবে সেগুলোর বেশিরভাগেই রয়েছে একই ধরনের লেখা, প্রার্থনা, আর স্তোত্র, যার সঙ্গে প্রায়ই রয়েছে, খৃষ্টীয় ভক্তি উদ্রেককারী, যথোপযুক্ত সাজসজ্জা। এসব সাজসজ্জা বা অলংকরণ কখনো কখনো একেবারে ন্যূনতম, প্রায়ই যা স্তোত্রের শুরুতে বড়ো হাতের অলংকৃত অক্ষরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তবে সম্পন্ন কোনো পৃষ্ঠপোষকের জন্য তৈরি-করা বইগুলো পূর্ণ পৃষ্ঠা মিনিয়েচার শোভিত যারপরনাই জাঁকজমকপূর্ণ হওয়া মোটেই বিচিত্র ছিল না।

এসব বুক অভ্ আওয়ার্স সাধারণত লাতিনেই লেখা হতো; লাতিন ভাষায় বইগুলোর নাম ছিল হোরে (horae) – যদিও অনেকগুলোই পুরোপুরি বা আংশিকভাবে ইউরোপীয় কোনো ভার্নাকুলার, বিশেষ ক'রে ওলন্দাজ ভাষায় লেখা। সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন গ্রন্থাগারে এবং ব্যক্তিগত সংগ্রহে লাখ লাখ বুক অভ্ আওয়ার্স এখনো রয়েছে।

১২০. **টেক্সট** : 'Sanctus Sanctus Sanctus'

অনুবাদ : 'পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র'

ভাষ্য মাস্-এর অনুশাসন থেকে। "পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র, বাহিনীগণের সদাপ্রভু; সমস্ত পৃথিবী তোমার প্রতাপে পরিপূর্ণ। ঊর্দ্ধলোকে হোশান্না (Hosanna) (যিশাইর ৬:৩ বা Isaiah ৬:৩) 'ধন্য (তিনি) যিনি প্রভুর নামে আসিতেছেন। ঊর্দ্ধলোকে হোশান্না! (মথি ২১:৯)।" 'পবিত্র' শব্দটির ত্রিগুণ ব্যবহার ট্রিনিটি'র (অর্থাৎ খৃষ্টীয় ধর্মতত্ত্ব অনুযায়ী একই ঈশ্বরের মধ্যে পিতা, পুত্র এবং পবিত্রাত্মার সম্মিলন) দৃঢ় স্বীকৃতির সূচক।

১২১. **টেক্সট** : Aller wunder si geswigen,

BanglaBook.org

das erde himel hât überstigen
daz sult ir vür ein wunder wigen

অনুবাদ : সব আশ্চর্যের ব্যাপারে থাকো নীরব হয়ে;

মর্ত্য যে উঠেছে স্বর্গের চাইতে উঁচুতে তাই কি নেবে না মেনে আজব বলে?

১২২. **টেক্সট :** Er ob un himel unter,
das sult ir bân besunder
Vür aller wunder ein wunder.

অনুবাদ : মর্ত্য ওপরে নিম্নে স্বর্গ,
একেই ধরে নাও,
মোটের ওপর আজবের চাইতে আজব আবার।

১২৩. **টেক্সট :** 'Verba vana aut risui apta non loqui'

অনুবাদ 'এমন কোনো কথা বোলো না যা ফাঁকা বুলি বলে মনে হয় বা হাসির খোরাক জোগায়।'

ভাষ্য : বেনেডিক্টীয় 'বিধি'র ৪র্থ পরিচ্ছেদ, 'Quae sunt instrumenta bonorum', 'এসব হচ্ছে ভালো কাজের হাতিয়ার' থেকে নেয়া।

১২৪. **টেক্সট :** exempla

অনুবাদ : উদাহরণ

১২৫. **অ্যারিওপেগাইট ডায়োনিসাস (৬ষ্ঠ খৃষ্টাব্দ)** ছদ্ম-ডায়োনিসাস নামেও পরিচিত অ্যারিওপেগাইট ডায়োনিসাস হচ্ছে লিটার্জিকাল এবং মরমীবাদী ঈশ্বরতত্ত্ব বিষয়ক, গ্রীক ভাষায় রচিত, অপেক্ষাকৃত কম পরিচিত চারটি গ্রন্থের এক লেখকের ছদ্মনাম। এথেন্সের অ্যারিওপেগাসে (অ্যাক্টস: ১৭:৩৪) সন্ত পলের হিতোপদেশ শোনার পর খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করা ডায়োনিসাসের নামে বইগুলো প্রকাশ করার পেছনে নিঃসন্দেহে তাঁর এই উদ্দেশ্য ছিল যে এতে ক'রে গ্রন্থগুলোর গুরুত্ব এবং গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে। নিওপ্লেটোনিস্ট ঘরানার এই চারটি গ্রন্থতে আলোচিত হয়েছে স্বর্গীয় হায়ারার্কি, যাজকীয় হায়ারার্কি, স্বর্গীয় বা ঐশ্বরিক নামসমূহ এবং মরমীবাদী ঈশ্বরতত্ত্ব। ডায়োনিসাসের স্বর্গীয় এবং পার্থিব হায়ারার্কি পরস্পরসম্পর্কযুক্ত তিনটি বিষয়ের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে, ট্রিনিটি থেকে শুরু হয়ে তিনটি তিনটি ক'রে দেবদূতদের নয়টি কয়ারের মধ্য দিয়ে, বিশপ, যাজক এবং ডিকনদের পার্থিব গির্জায় নেমে এসেছে সেটি। *দ্য ডিভাইন নেইমস* নামে তাঁর ক্লাসিক গ্রন্থটি ঈশ্বর সম্পর্কে বাইবেলের মাধ্যমে পাওয়া মানুষের জ্ঞান বিষয়ে রচিত। প্রোক্লাসের নিওপ্লেটোনিক চিন্তা-ভাবনা ঈশ্বরতত্ত্ব ব্যাখ্যায় প্রয়োগ করে ডায়োনিসাস বিভিন্ন নামের উল্লেখ করেছেন যেগুলো ঈশ্বরের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়; উদাহরণস্বরূপ শুভ, ঐক্য, ট্রিনিটি. প্রেম,

BanglaBook.org

সৌন্দর্য, সত্তা, জ্ঞান, প্রজ্ঞা ইত্যাদি।

১২৬. **টেক্সট** : per speculum et in aenigmate

অনুবাদ : আয়নার মধ্যে এবং অস্বচ্ছভাবে

ভাষ্য : দেখুন সন্ত পল, ১ করিন্থীয়গণ ১৩:১২। '...একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন কাচের মধ্যে দিয়ে।'

১২৭. **মন্তিয়ের-এন-দার-এর আদ্‌সো** দশম শতকের বেনেডিক্টীয় শিক্ষক এবং লেখক। তিনি ৯৬০ খৃষ্টাব্দে মন্তিয়ের-এন-দার এর মোহান্ত নিযুক্ত হন, তার পরে, সেইন্ট বিনাইন-এর। পুণ্যভূমিতে ভ্রমণের সময় সমুদ্রে মৃত্যু ঘটে তাঁর এবং গ্রীসের অদূরে, সাইক্লাডিক্স দ্বীপে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। অসংখ্য সন্তের জীবনী লেখক হিসেবে তিনি খ্যাতি লাভ করলেও 'খৃষ্টবৈরীর উৎস এবং সময় বিষয়ে রাণী গারবেরগাকে লেখা চিঠি'ই (*Epistola ad Gerbergam reginam de ortu et tempore Antichristi*) তাঁর সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এটি 'খৃষ্টবৈরী বিষয়ক ক্ষুদ্র পুস্তক' (Libellus de Antichristi) নামেও পরিচিত। ফ্রান্সের রাণী গারবেরগার অনুরোধে এটি লিখেছিলেন তিনি। এই রচনাটি 'শেষ বিশ্ব সম্রাট'-এর ধারণা প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারেও সাহায্য করেছিল, যে-সম্রাট 'খৃষ্টবৈরীর উত্থানের আগে খৃষ্টীয় সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ এবং মুসলিমদেরকে পরাজিত করবে।' একাদশ এবং দ্বাদশ শতকে অনেকেই নানান ছদ্মনামে অসংখ্যবার নানানভাবে চিঠিটি বার বার লিখেছিলেন এবং সেগুলো জনে জনে বিলি করা হয়েছিল।

১২৮. **টেক্সট** : *Libellus de Antichristo*

অনুবাদ : *খৃষ্টবৈরী বিষয়ক ক্ষুদ্র পুস্তক*

BanglaBook.org

ভেসপার্স

মঠের বাকি অংশ ঘোরা হলো। আদেল্মোর মৃত্যু সম্পর্কে উইলিয়াম কিছু সিদ্ধান্তে পৌঁছুলেন, পড়াশোনা করার চশমা এবং যারা বেশি পড়তে চায় তাদের জন্য অপচ্ছায়া নিয়ে জানালার কাচ-পরাবার কারিগর এক ব্রাদারের সঙ্গে কথাবার্তা হলো।

সেই মুহূর্তে ভেসপার্সের ঘণ্টা বেজে উঠতে সন্ন্যাসীরা তাদের ডেস্ক ছাড়ার প্রস্তুতি নিল। মালাকি পরিষ্কার ক'রে বুঝিয়ে দিলেন যে আমাদেরও এখন স্থানটি পরিত্যাগ করাই উচিত হবে। তিনি সবকিছু ঠিকঠাক করতে (তাঁর ভাষায়) এবং রাতের জন্য প্রস্তুত করতে তাঁর সহকারী বেরেঙ্গারের সঙ্গে থেকে যাবেন। উইলিয়াম তাঁকে জিগ্যেস করলেন তিনি দরজাগুলো বন্ধ ক'রে দিচ্ছেন কি না।

'রান্নাঘর এবং খাবার ঘর থেকে স্ক্রিপ্টোরিয়ামে অথবা স্ক্রিপ্টোরিয়াম থেকে গ্রন্থাগারে যাওয়ার পথ বন্ধ করার মতো কোনো দরজা নেই। তবে মোহান্তের নিষেধ নিশ্চয়ই যে-কোনো দরজার চাইতেও শক্তিশালী। তাছাড়া, রান্নাঘর আর খাবারঘর কমপ্লিন পর্যন্ত সন্ন্যাসীদের প্রয়োজন হয়। সেখানে বাইরের লোকজন বা জন্তু-জানোয়ারের এডিফিকিয়ামে ঢুকে পড়া ঠেকাতে – যাদের জন্য এই নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য নয় – আমি বাইরের দরজা বন্ধ ক'রে দিই, যে-দরজা দিয়ে রান্নাঘর আর খাবারঘরে ঢোকা যায়, আর সেই মুহূর্ত থেকে এডিফিকিয়ুম বন্ধ থাকে।'

আমরা নীচে নেমে এলাম। সন্ন্যাসীরা কয়ারের দিকে এগোতে আমার গুরুর মনে হলো আজ প্রার্থনা অনুষ্ঠানে যোগ না দিলে প্রভু কিছু মনে করবেন না। (এরপরের দিনগুলোতে আমাদের ব্যাপারে কিছু মনে না করার মতো এরকম অনেক কিছুই পেয়েছিলেন গুরু) এবং তিনি প্রস্তাব করলেন আমি যেন তাঁর সঙ্গে খোলা জায়গায় একটু হাঁটি, তাতে ক'রে স্থানটার সঙ্গে আমাদের খানিকটা পরিচয় ঘটবে।

আবহাওয়া খারাপের দিকে মোড় নিচ্ছে। ঠাণ্ডা একটা বাতাস আগে থেকেই বইছিল, আর আকাশটা হয়ে উঠেছিল কুয়াশাময়। বোঝা যাচ্ছিল, সবজি বাগানের ওধারে সূর্যটা অস্ত যাচ্ছে; আর আমরা যখন পুব দিক বরাবর এগোচ্ছিলাম সেদিকটা তখন এরইমধ্যে অন্ধকার হয়ে আসছিল, গীর্জার কয়ারটা ঘিরে ফেলছিল, পৌঁছে গিয়েছিল খোলা জায়গাটার পেছন দিকটায়। সেখানে, বহিঃপ্রাচীরের প্রায় পাশ ঘেঁষে, যেখানে সেটা এডিফিকিয়ুমের পুব টাওয়ারটার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, রয়েছে আস্তাবলটা; শুয়োরপালকেরা শুয়োরের রক্তভর্তি পাত্রগুলো ঢেকে রাখছিল। আমরা খেয়াল করলাম আস্তাবলের পেছনে বহিঃপ্রাচীরটা অপেক্ষাকৃত নিচু, যে কেউ সেটার ওপর দিয়ে উঁকি দিতে পারবে। খাড়া নেমে যাওয়া প্রাচীরের পরে যে প্রান্তরটা মাথা ঘুরিয়ে দিয়ে নেমে গেছে সেটা আলগা

BanglaBook.org

ময়লা-আবর্জনায় ঢাকা, তুষার তা পুরোপুরি আড়াল করতে পারেনি। আমি বুঝতে পারলাম এটা হচ্ছে সেই পুরোনো খড়ের স্তূপ যেটা সেই জায়গাটা থেকে ফেলা হয়েছিল এবং তা ছড়িয়ে প'ড়ে সেই বাঁকটা পর্যন্ত পৌঁছেছিল যেখান থেকে পলাতক ব্রুনেলাসের নেয়া পথটা শুরু হয়েছে। কাছের পশু রাখার ঘরগুলোতে পশুপালকেরা জন্তুগুলোকে জাবনাপাত্রের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা সেই পথটা ধরে এগোলাম যেটা বরাবর, প্রাচীরটার দিকে, বিভিন্ন ধরনের ঘর রয়েছে; বাম দিকে, কয়ার-এর গা ঘেঁষে রয়েছে সন্ন্যাসীদের ডরমিটরি আর শৌচাগার। তারপর, পুব দেওয়ালটা যেখানে উত্তরদিকে বাঁক নিয়েছে, পাথুরে বেড়াটার কোণে রয়েছে কামারশালাটা। শেষ যে ক'জন কামার তখনো সেখানে ছিল তারা তাদের যন্ত্রপাতি নামিয়ে রেখে আগুন নিভিয়ে ফেলছে, এখুনি তারা প্রার্থনা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে রওনা হবে। বেশ একটা কৌতূহল নিয়ে কামারশালার একটা অংশের দিকে এগিয়ে গেলেন উইলিয়াম; কামারশালার বাকি অংশ থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন একটা অংশ সেটা, যেখানে একজন সন্ন্যাসী তার জিনিসপত্র সরিয়ে রাখছে। তার টেবিলের ওপর বেশ কিছু বহুবর্ণ, ক্ষুদে আকারের কাচের একটা সুন্দর সংগ্রহ রাখা, তবে বড়ো আকারের টুকরোগুলো দেওয়ালের সঙ্গে আটকানো। সন্ন্যাসীটির সামনে রয়েছে এখনো অসম্পূর্ণ একটা স্মৃতিচিহ্নাধার যার কেবল রুপোলি কঙ্কালটাই অবশিষ্ট আছে, কিন্তু সেটার ওপর তিনি **নিশ্চয়ই** কাচ আর পাথরের টুকরো বসাচ্ছিলেন, আর সেগুলোকে তাঁর যন্ত্রপাতি রত্নের আকারে ছোটো ক'রে এনেছিল।

তো, এভাবেই মঠের জানালার কাচ-পরাবার-ওস্তাদ কারিগর মরিমন্দের নিকোলাসের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হলো। তিনি আমাদের বুঝিয়ে বললেন যে, কামারশালার পেছনের দিকটায় তাঁরা কাচও গলান, আর এই সামনের দিকটায়, যেখানে কামারেরা কাজ করে, জানালা তৈরি করার জন্য কাচ সীসার সঙ্গে আটকানো হয়। তবে, তিনি যোগ করলেন, গীর্জা আর এডিফিকিয়ুম অলংকৃত করা ঘষা-কাচের অসাধারণ কাজগুলো অন্তত দুই শতাব্দী পুরোনো। তিনি আর অন্য সবাই এখন অন্যান্য ছোটোখাটো কাজ নিয়ে আর সময়ের ক্ষত সারাতে ব্যস্ত রয়েছেন।

তিনি আরো বললেন, 'তবে কাজটা সহজ নয় মোটেই, কারণ সেই পুরোনো দিনের রং পাওয়া অসম্ভব, বিশেষ ক'রে কয়ারে আপনারা যে দুর্দান্ত নীল রংটা এখনো দেখেন সেটা এতই স্বচ্ছ যে সূর্য যখন মধ্য গগনে থাকে তখন তা নেইভে স্বর্গের আলো ছড়িয়ে দেয়। নেইভের পশ্চিম দিকটার কাচ – সেটা অবশ্য খুব বেশিদিন আগে সরানো হয়নি – একই মানের নয়; গ্রীষ্মকালে আপনি তা বুঝতে পারবেন। যাচ্ছেতাই!' ব'লে চললেন তিনি। 'প্রাচীনকালের লোকজনের বিদ্যা আমাদের নেই। দৈত্যদের যুগ শেষ।'

'আমরা বামন, তা ঠিক,' উইলিয়াম স্বীকার করলেন, 'তবে সেই বামন যারা সেসব দৈত্যর কাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, ফলে, আমরা ছোটো হলেও দিগন্তের দিকে তাকিয়ে আমরা তাদের চাইতে বেশি দূরে দেখতে পাই।'

'তাহলে বলুন তো, কোন জিনিসটা আমরা তাদের চাইতে ভালো করতে পারি,' নিকোলাস বললেন। 'আপনি যদি গীর্জার ভূগর্ভস্থ কক্ষে যান, যেখানে মঠের ধনসম্পদ রাখা আছে, সেখানে আপনি এমন সব সূক্ষ্ম কারুকার্যখচিত স্মৃতিচিহ্নাধার দেখতে পাবেন যে সেগুলোর সঙ্গে তুলনা

BanglaBook.org

করলে, আমি যে এই ক্ষুদে উদ্ভট জিনিসটাকে পাকিয়ে তুলে চাইছি,' এই ব'লে তিনি টেবিলের ওপরের তাঁর কাজটার দিকে মাথা ঝোঁকালেন, 'এটাকে সেসবের একটা হাস্যকর অনুকরণ ব'লে মনে হবে।'

উইলিয়াম রসিকতা ক'রে বললেন, 'অতীতের ওস্তাদ কারিগরেরা শতাব্দীর পর শতাব্দী টিকে-থাকা এত সুন্দর জানালা আর স্মৃতিচিহ্নাধার তৈরি ক'রে গেছেন বলেই কাচের ওস্তাদ কারিগরদেরকে জানালাই বানিয়ে যেতে হবে, আর স্বর্ণকারদেরকে স্মৃতিচিহ্নাধার, এমন কোনো কথা নেই। নইলে তো, যেসব সন্তের কাছ থেকে আমরা স্মৃতিচিহ্ন পাই তাঁরা নিজেরাই যে-সময়ে বিরল হয়ে উঠেছেন সে-সময়ে দুনিয়াটাই স্মৃতিচিহ্নাধারে ভরে উঠবে। আর কাচ দিয়ে সব-সময় জানালাই বানাতে হবে এমনও কোনো কথা নেই। অনেক দেশেই আমি কাচের তৈরি এমন নতুন নতুন জিনিস দেখেছি যা এই ধারণাই দেয় যে কাচ শুধু পবিত্র উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই ব্যবহৃত হবে না, তা মানুষের দুর্বলতা ঘোচাতেও কাজে লাগবে। আমি আপনাকে আমাদের সময়ের একটা আবিষ্কার দেখাতে চাই, যার খুবই কার্যকর একটা উদাহরণ আমার নিজের কাছে আছে ব'লে আমি সম্মানিত বোধ করি।' তিনি তাঁর পরিচ্ছেদের ভেতরে হাত চালিয়ে দিয়ে তাঁর পরকলাটা বের ক'রে আনলেন, যা দেখে আমাদের পরামর্শদানকারীর চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল।

প্রবল আগ্রহ নিয়ে নিকোলাস তাঁর দিকে উইলিয়ামের বাড়িয়ে-ধরা দ্বিধাবিভক্ত যন্ত্রটা হাতে নিলেন। তারপর চিৎকার ক'রে ব'লে উঠলেন, 'Oculi de vitro cum capsula'[১২৯]! পিসাতে ব্রাদার জর্ডান নামের একজনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমার, তার কাছে আমি এই যন্ত্রটার কথা শুনেছিলাম। সে বলেছিল তখনো বিশ বছর হয়নি যন্ত্রটা আবিষ্কার হয়েছে। তবে তার সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল বিশ বছর আগেই।

উইলিয়াম বললেন, 'আমার বিশ্বাস জিনিসটা আরো অনেক আগেই আবিষ্কৃত হয়েছে, কিন্তু এটা বানানো বড্ড কঠিন; সেজন্য অত্যন্ত দক্ষ কাচের কারিগর দরকার। সময় লাগে অনেক আর খরচও পড়ে বেশি। দশ বছর আগে এরকম একজোড়া চশমা ab oculis ad legendum[১৩০] বিক্রি হয়েছিল দশ বোলোনীয় ক্রাউন দামে। একজন ওস্তাদ কারিগর, আরমাতির সালভিনাস দশ বছরেরও আগে একজোড়া চশমা দিয়েছিলেন আমাকে। আমি তা এতদিন ধ'রে খুবই যত্নে আগলে রেখেছি, যেন সেগুলো আমার শরীরেরই অঙ্গ, ঠিক তখন যেমন ছিল।'

'আশা করি আপনি দুই-এক দিনের মধ্যে একবার জিনিসটা আমাকে পরীক্ষা করতে দেবেন। একই রকম আরো কয়েকটা তৈরি করতে পারলে ভালো লাগবে আমার,' নিকোলাস বললেন, তাঁর গলায় আবেগ।

'অবশ্যই,' উইলিয়াম সম্মতি দান করলেন। 'কিন্তু মনে রাখবেন, কাচের পুরুত্বটা কিন্তু সেটা যে-চোখের জন্য ব্যবহৃত হবে সে-অনুযায়ী বদলে যাবে। আর সেই লোকের চোখে লাগিয়ে আপনাকে এসব লেন্সের অনেকগুলো পরীক্ষা ক'রে দেখতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না উপযুক্ত পুরুত্বটা পাওয়া যাচ্ছে।'

BanglaBook.org

'কী আশ্চর্য'! নিকোলাস ব'লে চললেন। 'অথচ তার পরও লোকে ডাকিনীবিদ্যা আর শয়তানের কারসাজির কথা বলবে...'

'আপনি অবশ্য এ-যন্ত্রটার জাদুর কথা বলতেই পারেন,' উইলিয়াম স্বীকার করলেন। 'তবে দু'ধরনের জাদুশক্তি রয়েছে। একটা জাদু আছে যা শয়তানের কাজ, আর সেটার লক্ষ্য হচ্ছে এমন কিছু কৌশলে মানুষের পতন ডেকে আনা যেগুলোর কথা বলাটা বৈধ নয়। কিন্তু আরেকটি জাদু আছে যা স্বর্গীয়, যেখানে ঈশ্বরের জ্ঞানকে মানুষের জ্ঞানের মাধ্যমে প্রতীয়মান ক'রে তোলা হয়, আর তা প্রকৃতিকে পরিবর্তন করার কাজে লাগানো হয়, এবং তার একটি উদ্দেশ্য মানুষের আয়ু বৃদ্ধি। আর এটাই হচ্ছে পবিত্র জাদু, জ্ঞানী মানুষের উচিত এটার প্রতিই আরো বেশি ক'রে নিবেদিত থাকা, শুধু যে নিত্য নতুন জিনিস আবিষ্কার করার জন্য তা নয়, সেই সঙ্গে প্রকৃতির অগুনতি রহস্য পুনরাবিষ্কার করার জন্য যা ঐশ্বরিক প্রজ্ঞা হিব্রুদের কাছে, গ্রীকদের কাছে, অন্যান্য প্রাচীন জনগোষ্ঠীর কাছে, এমনকি এখনো, নাস্তিকদের কাছে প্রকাশ করেছে (আর সেই নাস্তিকদের বই-পুস্তকে আলোকবিদ্যা এবং দৃষ্টিবিজ্ঞান নিয়ে যে কত চমৎকার কথাবার্তা লেখা আছে তা আমি আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না!)। আর খৃষ্টীয় জ্ঞানকে এসব বিদ্যা আবার করায়ত্ত করতে হবে, পৌত্তলিক ও নাস্তিকদের কাছ থেকে নিয়ে tamquam ab iniustis possessoribus।[১৩১]

'কিন্তু যারা এই বিদ্যার অধিকারী তারা ঈশ্বরের সব মানুষের কাছে তা প্রচার করছে না কেন?'

'কারণ ঈশ্বরের সব মানুষ এত গুপ্তকথা জানবার জন্য তৈরি নয়, আর এমনটা প্রায়ই ঘটেছে যে এসব বিদ্যার অধিকারীদেরকে শয়তানের সঙ্গে যোগসাজশ-থাকা জাদুকর বলে ভুল করা হয়েছে, নিজেদের জ্ঞানের ভাণ্ডারের ভাগ অন্যকে দেবার ইচ্ছের দাম দিতে হয়েছে তাদেরকে নিজেদের জীবন দিয়ে। শয়তানের সঙ্গে কারবার হয়েছে এমন একজনের বিচার চলাকালে, নিজেকেও আমার এসব পরকলা ব্যবহার না করার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হয়েছে, তার বদলে সাহায্য নিতে হয়েছে উৎসাহী খাস সচিবদের যারা আমাকে প্রয়োজনীয় লেখাপত্র পড়ে শুনিয়েছে। তা না হলে, যখন শয়তানের উপস্থিতি এত ব্যাপক, আর বলতে গেলে, যখন প্রত্যেকের নাকেই গন্ধকের গন্ধ এসে ঢুকছে, সেই সময়ে আমাকেও অভিযুক্তের দোসর হিসেবে বিবেচনা করা হতো। আর সবশেষে, মহান রজার বেকনের সেই সাবধানবাণী অনুসরণ ক'রে বলতে হয়, বিজ্ঞানের গূঢ় রহস্য সব সময় সবার কাছে প্রকাশিত হওয়া উচিত নয়, কারণ কেউ কেউ তা মন্দ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারে। অনেক সময় জ্ঞানী লোককে জাদু নয় বরং নেহাতই চমৎকার বিজ্ঞান এমন সব বই-পুস্তককে জাদু বলে প্রচার করতে হয় যাতে ক'রে অবিবেচকদের নজর থেকে সেগুলো আড়াল করা যায়।'

'তাহলে, সাধারণ লোকজন এসব গূঢ় রহস্যকে মন্দ কাজে ব্যবহার করতে পারে, বলছেন?'

'সাধারণ লোকজনের প্রসঙ্গে আমার একমাত্র ভয় হচ্ছে তারা এসব দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়তে পারে; এগুলোকে তারা শয়তানের কারসাজির সঙ্গে, যার কথা তাদের ধর্মপ্রচারকরা হরহামেশাই তাদের কাছে বলে বেড়ায়, তার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলতে পারে। ঘটনাক্রমে, বুঝলেন,

BanglaBook.org

আমি এমন কিছু দক্ষ চিকিৎসককে চিনি যারা মুহূর্তের মধ্যে একটা অসুখ সারিয়ে তুলবার মতো কিছু ওষুধপত্র চোলাই করেছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষকে তাঁদের মলম বা আরক দেবার পর তার সঙ্গে তাঁরা এমন কিছু পবিত্র বাক্য জুড়ে দিয়েছেন আর এমন কিছু শব্দ আউড়েছেন যা প্রার্থনার মতো শোনায়; এসব প্রার্থনার যে আরোগ্যকারী গুণাগুণ আছে সেজন্য নয়, বরং এই জন্য যে, এসব প্রার্থনার কারণেই আরোগ্য লাভ ঘটেছে বলে মনে ক'রে সাধারণ মানুষ সেই আরক সেবন করবে বা মলম গায়ে লাগাবে এবং সেরে উঠবে বলে বিশ্বাস করবে, ওষুধের কার্যকরী শক্তির দিকে প্রায় কোনো আমলই দেবে না। তা ছাড়া, সেই সাধু মন্ত্রের প্রতি বিশ্বাস জেগে ওঠে, আত্মাও সেই চিকিৎসার শারীরিক ক্রিয়ার জন্য আরো ভালোভাবে প্রস্তুত থাকবে। তবে প্রায়ই জ্ঞানসম্পদকে সুরক্ষিত রাখতে হয়, সাধারণ লোকজনের কাছ থেকে নয়, বরং অন্যান্য জ্ঞানীজনের কাছ থেকে। চমৎকার সব যন্ত্র তৈরি হচ্ছে আজকাল, সেসবের কথা অন্য আরেক দিন বলব আমি আপনাকে, যেসব যন্ত্র দিয়ে প্রকৃতির গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা যাচ্ছে। কিন্তু নিজেদের পার্থিব ক্ষমতা বৃদ্ধি আর ভোগদখলের উদগ্র বাসনা চরিতার্থ করার জন্য সেগুলোকে ব্যবহার করবে এমন লোকজনের হাতে পড়লে সেটা হবে দুঃখজনক। শুনেছি ক্যাথে-তে এক বিজ্ঞ ব্যক্তি এমন একটা গুঁড়োর মিশ্রণ তৈরি করেছেন যা আগুনের সংস্পর্শে এলে প্রচণ্ড এক গুড়ুম শব্দের সঙ্গে প্রবল অগ্নিশিখা তৈরি করতে পারে, ধ্বংস ক'রে দিতে পারে চারপাশের বেশ কয়েক গজের মধ্যে থাকা জিনিস। নদীর গতিপথ পরিবর্তন বা কৃষিজমি তৈরি করার জন্য ভূমিধস সৃষ্টি করার জন্য চমৎকার একটা উপায়। কিন্তু এটা যদি কেউ তার ব্যক্তিগত শত্রুর ক্ষতি করার জন্য ব্যবহার করে?'

'তারা ঈশ্বরের অনুসারীদের শত্রু হলে তো ব্যাপারটা ভালোই হয়,' নিকোলাস ধার্মিকের মতো বললেন।

'হয়ত,' উইলিয়াম স্বীকার করলেন। 'কিন্তু ঈশ্বরের অনুসারীদের শত্রু আজ কে? সম্রাট লুই না পোপ জন?'

'হায় ঈশ্বর!' দৃশ্যতই আতঙ্কিত হয়ে নিকোলাস বলে উঠলেন। 'এমন একটা বেদনাদায়ক প্রশ্নের মীমাংসায় আমি যেতে চাই না!'

'দেখলেন তো তাহলে?' উইলিয়াম বলে উঠলেন। 'কিছু কিছু গুপ্ত রহস্য রহস্যপূর্ণ বাক্যের আড়ালে লুকিয়ে রাখাই ভালো। প্রকৃতির রহস্য ছাগল ভেড়ার চামড়ায় ফুটে ওঠে না। গুপ্ত রহস্যের বইতে অ্যারিস্টটল বলেছেন প্রকৃতি ও শিল্পের খুব বেশি রহস্য প্রকাশিত হয়ে পড়লে একটা স্বর্গীয় সীলমোহর ভেঙে যায় এবং তাতে অনেক মন্দের জন্ম হতে পারে। তার মানে অবশ্য এই নয় যে গূঢ় রহস্যগুলো একেবারেই উন্মোচিত করা যাবে না, তবে একমাত্র বিজ্ঞজনেরাই ঠিক করবেন কখন এবং কিভাবে তা করতে হবে।'

নিকোলাস বললেন, 'সেজন্যেই এ-ধরনের জায়গাগুলোতে সব বই সবার নাগালের মধ্যে না থাকাটাই সবচে ভালো।'

উইলিয়াম বললেন, 'সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ। বেশি কথা বলার মতো, মৌনতাও একটা পাপ হতে

BanglaBook.org

পারে। আমি কিন্তু এ কথা বলিনি যে জ্ঞানের উৎসগুলো লুকিয়ে রাখা প্রয়োজন। সেটা আমি বরং খুবই মন্দ বলে গণ্য করি। আমি বলতে চেয়েছিলাম যে, যেহেতু এসব হচ্ছে গূঢ় রহস্যপূর্ণ কথাবার্তা যা থেকে ভালোমন্দ দুটোরই উদ্ভব হতে পারে, তাই পণ্ডিত লোকজনের অধিকার আর কর্তব্য হচ্ছে একটা দুর্বোধ্য ভাষা ব্যবহার করা যা কেবল তাঁর সহযোগীরাই বুঝতে পারবে। জ্ঞানার্জনের জীবন কঠিন, আর ভালো-মন্দের তফাত করাও কঠিন। তা ছাড়া, বেশিরভাগ সময় দেখা যায় যে, আমাদের সময়ের জ্ঞানী লোকজন নেহাতই বামনের কাঁধের ওপর বসে থাকা বামন মাত্র।'

আমার গুরুর সঙ্গে এই অন্তরঙ্গ আলাপচারিতা নিশ্চয়ই নিকোলাসের ভেতর একটা নির্ভরতার বোধ তৈরি করেছিল। কারণ, তিনি উইলিয়ামের দিকে তাকিয়ে একটা চোখ টিপলেন (যেন বলতে চাইলেন আমি আর আপনি পরস্পরকে বুঝতে পারছি, কারণ আমরা একই জিনিস নিয়ে কথা বলছি), তারপর ইঙ্গিতপূর্ণভাবে বললেন, 'কিন্তু ওখানে,' এডিফিকিয়ুমের দিকে মাথা ঝাঁকালেন তিনি, 'জাদুর রচনা দিয়ে জ্ঞানের রহস্য সুরক্ষিত ক'রে রাখা আছে...'

'তাই বুঝি?' খুব একটা গা না ক'রে উইলিয়াম বললেন। 'বন্ধ দরজা, কঠোর বিধিনিষেধ, হুমকি, এসব দিয়ে বোধকরি।'

'উঁহু, তা নয়। তার চাইতে বেশি কিছু...'

'যেমন?'

'ইয়ে, আমি ঠিক ক'রে বলতে পারব না; আমার কাজ কাচ নিয়ে, বই নিয়ে নয়। কিন্তু মঠে গুজব আছে...অদ্ভুত সব গুজব...'

'কী ধরনের গুজব?'

'অদ্ভুত সব গুজব। এই যেমন ধরুন, কোনো এক সন্ন্যাসী সম্পর্কে, যে কিনা সে যা চেয়েছিল মালাকি তা দেননি ব'লে তা খোঁজার জন্য গ্রন্থাগারে ঢোকার সিদ্ধান্ত নেয়, আর তারপর সেখানে সাপ, মস্তকহীন মানুষ আর দু'মাথাঅলা মানুষ দেখতে পায়। গোলকধাঁধাটা থেকে সে যখন বেরিয়ে আসে তখন সে প্রায় উন্মাদ...'

'নারকীয় অপচ্ছায়া না বলে আপনি জাদুর কথা বলছেন কেন?'

'তার কারণ, আমি জানালার কাচ লাগাবার দরিদ্র এক ওস্তাদ কারিগর হতে পারি, কিন্তু মূর্খ নই। শয়তান (ঈশ্বর আমাদের মঙ্গল করুক) কাউকে সাপ আর দু'মাথাঅলা মানুষ দিয়ে ভয় দেখায় না। দেখালে কামোদ্দীপক দৃশ্য দিয়ে দেখাতে পারে, যেমনটা সে মরুভূমিতে পিতাদের দেখিয়েছিল। আর তা ছাড়া, কিছু কিছু বইপত্তর ঘাঁটাঘাঁটি করা যদি মন্দই হবে তাহলে শয়তান কেন সেই মন্দ কাজ থেকে একজন সন্ন্যাসীকে সরিয়ে রাখতে যাবে?'

'এটা একটা ভালো যুক্তি বলেই মনে হচ্ছে,' আমার গুরু স্বীকার করলেন।

'আর সবশেষে, হাসপাতালের জানালার কাচ সারাবার সময় আমি সেভেরিনাসের কিছু

BanglaBook.org

বইয়ের পাতা উলটে বেশ মজা পেয়েছিলাম। ওখানে, আমার ধারণা, অ্যালবার্টাস ম্যাগনাসের লেখা গুপ্ত রহস্যের একটা বই ছিল; সেটার অদ্ভুত কিছু অলংকরণ আমার নজর কেড়েছিল, আর কিভাবে তেলের কুপির সলতেয় জন্তুর চর্বি মাখানো যায় যাতে তা থেকে তৈরি হওয়া ঝাঁঝালো ধোঁয়া নানান কাল্পনিক দৃশ্যের সঞ্চার করতে পারে সে-বিষয় নিয়ে লেখা কয়েকটা পাতা আমি পড়েছিলাম। আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন যে – অথবা, বলা যায়, এখনো আপনি লক্ষ ক'রে উঠতে পারেননি, কারণ মঠে এখনো একটা রাত কাটানো হয়নি আপনার – রাতের বেলা এডিফিকিয়ুমের ওপরের তলাটা আলোকিত হয়ে ওঠে। কোনো কোনো জায়গায় জানালা দিয়ে আবছা দীপ্তি বেরিয়ে আসে। জিনিসটা কী তা নিয়ে অনেকেই মাথা ঘামিয়েছে, আলেয়ার কথা বা নিজেদের রাজ্যে বেড়াতে আসা মৃত গ্রন্থাগারিকদের আত্মার কথাও উঠেছে। এখানে অনেকেই এসব গল্পে বিশ্বাস করে। আমার মনে হয়, ওগুলো কাল্পনিক দৃশ্য উদ্রেক করার জন্য তৈরি করা কুপি। বুঝলেন, কুপির সলতেয় আপনি কুকুরের কানের চর্বি মাখালে সেই কুপির ধোঁয়া নাকে গেলে যে কেউ বিশ্বাস করবে তার মাথাটা কুকুরের, আর তার সঙ্গে কেউ থাকলে সে কুকুরের মাথা দেখতে পাবে। আবার আরেকটা মলম আছে যেটা কুপির কাছে থাকা মানুষকে মনে করাবে যে সে হাতীর মতো বিশাল একটা কিছু। ওদিকে আবার, বাদুড়ের আর – এখন নাম মনে করতে করতে পারছি না – দুটো মাছের চোখ আর নেকড়ের বিষ দিয়ে একটা সলতে তৈরি করলে সেটা জ্বালালে আপনি ওইসব জন্তু দেখতে পাবেন। আবার গিরগিটির লেজ নিলে আপনার চারপাশের সবকিছু রূপোর তৈরি বলে মনে হবে। এ ছাড়া, কালো সাপের চর্বি আর শব ঢাকার এক টুকরো কাপড় নিলে বলে মনে হবে ঘরটা বুঝি সাপে বোঝাই। আমি জানি এসব। গ্রন্থাগারে কেউ একজন আছে যে খুব চালাক...'

'কিন্তু এমন কি হতে পারে না যে এসব জাদু মৃত গ্রন্থাগারিকদের আত্মার কীর্তি?'

নিকোলাসকে হতভম্ব আর অপ্রস্তুত দেখাল। 'কথাটা আমার মাথায় আসেনি। হতে পারে। ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করুন। দেরি হয়ে গেছে। ভেসপার্স (সন্ধ্যাকালীন প্রার্থনা) শুরু হয়ে গেছে এরইমধ্যে।' এই বলে তিনি গীর্জামুখো হলেন।

আমরা দক্ষিণ পাশ ধ'রে হেঁটে চললাম আমাদের ডানে তীর্থযাত্রীদের জন্য পান্থশালা আর বাগানসমেত যাজকভবন, বামে জলপাই মাড়াই কলগুলো, শস্য পেষাই কল, ভাঁড়ার ঘর, শিক্ষানবিশদের আবাস। সবাই গীর্জার দিকে ছুটছে।

আমি শুধোলাম, 'নিকোলাস যা বললেন সে-ব্যাপারে আপনার মত কী?'

'জানি না। গ্রন্থাগারে কিছু একটা আছে, কিন্তু আমার মনে হয় না মৃত গ্রন্থাগারিকদের আত্মার সঙ্গে সেটার কোনো সম্পর্ক রয়েছে...'

'কেন?'

'তার কারণ, উত্তরটা যদি তোমার পছন্দ হয় তো বলি, তাঁরা এতই পুণ্যবান ছিলেন যে এখন তাঁরা ঐশ্বরিক ভাবনায় মশগুল হয়ে স্বর্গরাজ্যে রয়েছেন। আর ওই কুপিগুলোর কথা যদি বলো, আমরা দেখব ওগুলো আসলেই ওখানে আছে কি না। আর, জানালার কাচ লাগাবার কারিগর

BanglaBook.org

মলম-টলম নিয়ে যেসব কথা বললেন, কাল্পনিক দৃশ্য উদ্রেক করার আরো সহজ উপায় আছে, সেভেরিনাস সেসব ভালোই জানে, তুমি তো সেটা দেখলেই। যে ব্যাপারটা নিশ্চিত তা হলো ওরা চায় না মঠের কেউ রাতের বেলা গ্রন্থাগারে ঢুকুক, যদিও আবার, অনেকেই সে-চেষ্টা করেছে বা করছে।'

'কিন্তু আমাদের এই অপরাধটার সঙ্গে এসব ব্যাপারের সম্পর্ক কোথায়?'

'অপরাধ। যতোই ভাবছি ততই আমার এই ধারণাই বদ্ধমূল হচ্ছে যে আদেল্‌মো আত্মহত্যা করেছে।

'কেন বলছেন?'

'আজ সকালে ময়লার সেই স্তূপটার কথা বলেছিলাম মনে আছে নিশ্চয়ই তোমার? পুব টাওয়ারটার নীচের বাঁক ধ'রে যখন আমরা ওপরে উঠছিলাম তখন সেখানে একটা ভূমিধসের রেখে যাওয়া কিছু চিহ্ন নজরে পড়েছিল আমার; কিংবা, বলা যায়, ভূখণ্ডের একটা অংশ টাওয়ারের নিচটাতে আলগা হয়ে গিয়েছিল, মোটামুটি সেই জায়গায়টায় যেখানে ময়লা-আবর্জনা জমা হয়, তারপর খসে পড়েছিল। আর সে কারণেই আজ সন্ধ্যায়, আমরা যখন ওপর থেকে নীচের দিকে তাকিয়েছিলাম, মনে হয়েছিল খড়ের গায়ে খুব বেশি একটা তুষার নেই; শেষবার, অর্থাৎ গতকাল পড়া বরফই ছিল সেই খড়গুলোর গায়ে, গত কয়েক দিনের বরফ নয়। আর আদেল্‌মোর লাশটার কথা যদি বলো, মোহান্ত আমাদের বলেছিলেন সেটা পাথরের গায়ে ধাক্কা লেগে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল, আর পুব টাওয়ারটার নীচে, ভবনটার যেখান থেকে খাড়া একটা ঢাল শুরু হয়েছে, সেখানে রয়েছে পাইন গাছগুলো। পাথরগুলো অবশ্য দেয়ালটা যেখানে শেষ হয়েছে ঠিক তার নীচে একটা ধাপের মতো সৃষ্টি করেছে, আর তারপরেই খড়ের গাদাটার শুরু।'

'আর কাজেই?'

'আর কাজেই, ভেবে দেখো এটা আমাদের মনের জন্য – কিভাবে বলি কথাটা? – বিশ্বাস করা কম কষ্টকর হয় কি না যে, অজ্ঞাত কোনো কারণে আদেল্‌মো স্বেচ্ছায় দেওয়ালের প্যারাপেট থেকে লাফিয়ে পড়েছিল, ধাক্কা খেয়েছিল পাথরের গায়ে, তারপর, মৃত বা আহত অবস্থায়, খড়ের ভেতর ডুবে গিয়েছিল। তারপর, সে-রাতের ঝড়ের কারণে সৃষ্টি হওয়া ভূমিধসটা খড়, ভূখণ্ডের খানিকটা আর হতভাগ্য তরুণের লাশটা টেনে নামিয়ে নিয়ে গিয়েছিল পুব টাওয়ারের নীচে।'

'এই সমাধানটার কথা ভাবা আমাদের মনের জন্য কম কষ্টকর এ কথা বলছেন কেন?'

'প্রিয় আদ্‌সো, একান্ত প্রয়োজন না হলে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আর কারণের সংখ্যাবৃদ্ধি করা উচিত নয়। আদেল্‌মো যদি পুব টাওয়ার থেকে পড়ে থাকত তাহলে ওকে নিশ্চয়ই গ্রন্থাগারে ঢুকতে হতো, এবং সে যাতে কোনো বাধা দিতে না পারে সেজন্য কাউকে নিশ্চয়ই তাকে আঘাত করতে হতো, তারপর এই লোকটিকে নিশ্চয়ই কোনো না কোনোভাবে পিঠে একটা মৃতদেহ নিয়ে জানালা পর্যন্ত উঠে, সেটা খুলে, তারপর হতভাগ্য সন্ন্যাসীকে ছুড়ে ফেলতে হতো। কিন্তু আমার প্রকল্প বা

BanglaBook.org

অনুমানে আমাদের দরকার হচ্ছে শুধু আদেল্‌মো, তার সিদ্ধান্ত আর খানিকটা ভূমির স্থানান্তর। অপেক্ষাকৃত কমসংখ্যক কারণ দিয়েই সবকিছুর ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে।'

'কিন্তু সে আত্মহত্যা করতে যাবে কেন?'

'কিন্তু কেউ তাকে হত্যা করতে যাবে কেন? দুক্ষেত্রেই কারণগুলো বের করতে হবে। আর আমার কোনো সন্দেহই নেই যে, তা ছিল। এডিফিকিয়ুমে একটা ঢাক ঢাক গুড় গুড় অবস্থা আছে; সবাই কিছু একটা চেপে যাচ্ছে। এদিকে, আদেল্‌মো আর বেরেঙ্গারের মধ্যে থাকা খানিকটা অদ্ভুত একটা সম্পর্কের বিষয়ে আমরা কিছু আভাস-ইঙ্গিত পেয়েছি – যদিও তা বেশ আবছা। তার অর্থ হচ্ছে, সহকারী গ্রন্থাগারিকের ওপর আমাদেরকে একটা চোখ রাখতে হবে।'

আমরা যখন এসব কথা বলছি, ততক্ষণে সান্ধ্য প্রার্থনা অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেছে। রাতের খাবারের জন্য প্রস্তুত হওয়ার আগে ভৃত্যরা তাদের নিজ নিজ কাজে ফিরে যাচ্ছে, সন্ন্যাসীরা খাবার ঘরের দিকে যাচ্ছে। আকাশ এখন অন্ধকার, বরফ পড়তে শুরু করেছে। নরম বরফ-কুচিপূর্ণ হালকা সেই তুষারপাত আমার ধারণা রাতের বেশিরভাগ সময় ধরেই হয়েছিল, কারণ, পরদিন সকালে সাদা একটা চাদরে ঢেকে গিয়েছিল গোটা মঠের ঘেরা জমিটা, সে কথা পরে বলছি আমি।

খিদে পেয়েছিল আমার, ফলে খাবার টেবিলে যাওয়ার প্রস্তাবটাকে বেশ স্বস্তির সঙ্গেই স্বাগত জানালাম।

টীকা

১২৯. **টেক্সট** : 'Oculi de vitro cum capsula!'

অনুবাদ : 'ফ্রেমসহ চশমা' (আক্ষরিক অর্থে, 'কাচের চোখ ')!

১৩০. **টেক্সট** : ab oculis ad legendum

অনুবাদ : পাঠ করার চোখের জন্য (আক্ষরিক অর্থে, থেকে)

ভাষ্য : ১৪শ শতকের ভিনিসীয় নথিপত্রে পাওয়া যাচ্ছে *vitreos ab oculis ad legendum* এবং *oculos de vitro cum capsula*। একেবারে গোড়ার দিকের চশমাগুলো ছিল তাদের জন্য যাদের দূরের জিনিস দেখতে অসুবিধা হতো, কারণ ওই ধরনের পরকলা বা লেন্স তৈরি করা সহজ ছিল।

১৩১. **টেক্সট** : tamquam ab iniustis possessoribus

অনুবাদ : যেন অযোগ্য মালিকদের কাছ থেকে

BanglaBook.org

কমপ্লিন

যেখানে উইলিয়াম আর আদ্‌সের সুযোগ ঘটল মঠাধ্যক্ষের আন্তরিক আতিথেয়তা লাভের আর ইয়র্গের রোষায়িত কথাবার্তা শোনার।

বড়ো বড়ো মশালের আলোয় খাবার ঘরটা উজ্জ্বল হয়ে আছে। সন্ন্যাসীরা বসেছেন টেবিলের একটা সারিতে, যার ওপর প্রাধান্য বিস্তার ক'রে আছে সেটার সঙ্গে সমকোণ তৈরি ক'রে চওড়া একটা পাটাতনের ওপর স্থাপিত মোহান্তের টেবিলটা। উলটো দিকে রয়েছে একটা বেদী, সেখানে রাতের খাবারের সময় যে-সন্ন্যাসী পাঠ করবেন তিনি ইতিমধ্যে তাঁর অবস্থান গ্রহণ করেছেন। মোহান্ত ছোট্ট একটা ঝরনার পাশে একটা সাদা কাপড় নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন প্রক্ষালনের পর আমাদের হাত মুছে দেবার জন্য, সন্ত পাচোমিয়াস[১৩২]-এর প্রাচীন উপদেশ অনুসারে।

মোহান্ত তাঁর টেবিলের দিকে উইলিয়ামকে আমন্ত্রণ জানালেন এবং বললেন, বেনেডিক্টীয় শিক্ষানবিশ হওয়া সত্ত্বেও আমিও যেহেতু নতুন অতিথি তাই আমিও একই সম্মান লাভ করব। পিতৃসুলভভাবে তিনি বললেন পরের দিন থেকে আমি সন্ন্যাসীদের সঙ্গে টেবিলে বসতে পারি, অথবা, যদি আমি আমার গুরুর কোনো কাজের জন্য নিয়োগ পাই সেক্ষেত্রে খাওয়ার আগে বা পরে আমি রান্নাঘরে যেতে পারি, পাচকেরা তখন আমার যত্ন নেবে।

সন্ন্যাসীরা নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের আলখাল্লার মস্তকাবরণগুলো মুখের ওপর নামানো, হাতগুলো খাটো আলখাল্লার তলায় রাখা। মোহান্ত তাঁর টেবিলের দিকে এগিয়ে 'Benedicite' কথাটা উচ্চারণ করলেন। বেদী থেকে প্রেসেন্টর 'Edent pauperes[১৩৩]' আবৃত্তি করলেন। মোহান্ত তাঁর আশীর্বচন জ্ঞাপন করলেন, প্রত্যেকে বসে পড়লেন।

আমাদের প্রতিষ্ঠাতার 'বিধি'-তে অতি পরিমিত আহারের বিধান রয়েছে, কিন্তু সন্ন্যাসীদের ঠিক কতটা খাদ্য প্রয়োজন সেটা নির্ধারণের এক্তিয়ার মঠাধ্যক্ষকে দেয়া হয়েছে। আমাদের মঠগুলোতে এখন অবশ্য রসনা বিলাস আগের চাইতে ঢের বেশি। আমি সেগুলোর কথা বলছি না যেগুলো দুর্ভাগ্যক্রমে ঔদরিকতার ডেরায় পরিণত হয়েছে; কিন্তু যেসব মঠ অনুতাপ আর সদ্‌গুণের মাপকাঠি মেনে চলে সেগুলো পর্যন্ত প্রায় অষ্টপ্রহর কঠোর বুদ্ধিবৃত্তিক পরিশ্রমরত সন্ন্যাসীদেরকে যে খাদ্য জোগায় তা অপর্যাপ্ত নয় বরং অঢেল। অন্যদিকে, মোহান্তের টেবিলটাকে সব সময়ই বেশ প্রীতির চোখে দেখা হয়, তার একটা বড়ো কারণ সম্মানিত অতিথিরা প্রায়ই সেখানে বসেন, তা ছাড়া নিজেদের ক্ষেত-খামার, গোলাবাড়ির ফসল আর পাচকদের রন্ধনকুশলতার ব্যাপারে মঠগুলোর একটা আত্মাভিমান রয়েছে।

BanglaBook.org

সচরাচর যা হয়, সন্ন্যাসীদের খাওয়াদাওয়া নীরবে এগোতে থাকল। আঙুলের স্বাভাবিক বর্ণমালার মাধ্যমে একে অন্যের সঙ্গে ভাবের আদান প্রদান সারলেন তারা। সবার জন্য দেয়া আহার্য মোহান্তর টেবিলে দেয়ার পর পরই শিক্ষানবিশ আর তরুণ সন্ন্যাসীকে প্রথমে খাবার পরিবেশন করা হলো।

আমাদের সঙ্গে মোহান্তর টেবিলে বসেছেন মালাচি, ভাঁড়ার রক্ষক আর সবচেয়ে বয়োবৃদ্ধ দুই সন্ন্যাসী, বার্গোসের ইয়র্গে – স্ক্রিপ্টোরিয়ামে সম্ভ্রম-উদ্রেককারী অন্ধ যে-বৃদ্ধের সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমার তিনি, আর গ্রোত্তাফেরাতা-র আলিনার্দো প্রবীণ, প্রায় শতায়ু, খঞ্জ, ও রোগা-পাতলা, এবং, আমার কাছে মনে হল, স্থূলবুদ্ধি। মোহান্ত আমাদের জানালেন, নবিশ হিসেবে মঠে পা দেবার পর আলিনার্দো সব সময় এখানেই থেকেছেন, আর এটার প্রায় আশি বছরের ঘটনাবলি তাঁর মুখস্থ একেবারে। এসব কথা গোড়ার দিকে মোহান্ত আমাদেরকে ফিসফিসিয়ে বললেন, কারণ এরপর তিনি আমাদের সম্প্রদায়ের রীতি মান্য করলেন, আর তারপর নিঃশব্দেই পাঠটুকু অনুসরণ করলেন। কিন্তু আমি আগেই বলেছি, মোহান্তর টেবিলে খানিকটা স্বাধীনতা নেয়া হয়েই থাকে, এবং আমরা পরিবেশিত খাদ্যের গুণগান করতে মঠাধ্যক্ষ তাঁর জলপাই তেল বা মদ্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন। সত্যি বলতে কি, একবার তিনি যখন আমাদের খানিকটা ঢেলে দিচ্ছিলেন তখন 'বিধি'র সেই অংশ থেকে উদ্ধৃতি দিলেন যেখানে পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা মন্তব্য করছেন যে মদ নিশ্চিতভাবেই সন্ন্যাসীদের জন্য উপযুক্ত নয়, কিন্তু আমাদের সময়কার সন্ন্যাসীদেরকে যেহেতু মদ্যপানে নিরস্ত করা সম্ভব নয়, তাদের অন্তত যথেচ্ছ পরিমাণে পান করা উচিত নয়, কারণ, একলেযিয়াস্টরা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, মদ এমনকি বিজ্ঞকেও স্বধর্মত্যাগে প্রলুব্ধ করে। বেনেডিক্ট তাঁর নিজের সময়ের উদাহরণ দিয়ে, যা কিনা এখন খুবই দূরবর্তী, 'আমাদের সময়ের কথা' বলেছেন : শিষ্টাচারের এমন অবক্ষয়ের পর আমরা যে-সময়ে মঠে আহার গ্রহণ করতাম সে-সময়ের কথা তোমরা কল্পনা করতে পারো। (আর আমি আমার সময়ের কথা বলব না, যে-সময়ে আমি লিখছি, শুধু এটুকু ছাড়া যে এখানে এই মেল্ক-এ আরো অবাধে বিয়ার পান চলে!) সংক্ষেপে বললে, আমরা পরিমিতিহীনভাবে পান করতাম না ঠিকই, তাই বলে তৃপ্তিহীনভাবেও নয়।

শিকের ওপর রান্না-করা সদ্য জবাইকৃত শুয়োরের মাংস খেলাম আমরা, আর আমি বুঝতে পারলাম অন্যান্য খাবার রাঁধার সময় তারা পশুচর্বি বা রেপসিড তেল ব্যবহার না ক'রে ভালো জলপাই তেল ব্যবহার করেছে, আর তেলটা এসেছে সমুদ্রের দিকে পাহাড়ের পাদদেশে মঠের যে নিজস্ব জমি আছে সেখান থেকে। মোহান্ত আমাদেরকে (তাঁর টেবিলের জন্য সংরক্ষিত) মুরগির মাংস খেতে দিলেন, রান্নাঘরে এই মাংসই রাঁধতে দেখেছিলাম আমি। আরো দেখলাম, একটা অতি বিরল জিনিস ব্যবহার করছেন তিনি – একটা ধাতব কাঁটা চামচ: সেটার আকৃতি আমাকে আমার গুরুর চশমার কথা মনে করিয়ে দিলো। উচ্চবংশজাত আমাদের আপ্যায়নকারী খাদ্যস্পর্শ ক'রে তাঁর হাত নোংরা করতে অনিচ্ছুক এবং তিনি এমনকি আমাদেরকে তাঁর হাতিয়ারটি ব্যবহারের প্রস্তাব দিলেন, অন্তত বিশাল থালাটা থেকে মাংস তুলে নিয়ে আমাদের বাটিতে রাখতে বললেন।

BanglaBook.org

আমি প্রস্তাবটা ফিরিয়ে দিলাম, কিন্তু দেখলাম উইলিয়াম খুশীর সঙ্গেই তা গ্রহণ করলেন এবং সেই মহান ভদ্রলোকের যন্ত্রটি নির্বিকারভাবে ব্যবহার করলেন, সম্ভবত মঠাধ্যক্ষকে এটাই দেখাতে যে সব ফ্রান্সিসকানই ক অক্ষর গোমাংস বা নীচ বংশজাত নয়।

এসব চমৎকার খাবারের প্রতি আমার অতি আগ্রহবশত (বেশ কিছু দিনের ভ্রমণের পর, যখন আমরা যা জুটেছে তাই খেয়েছি), এতক্ষণ ধরে ভক্তিপূর্ণভাবে চলতে থাকা পাঠ থেকে আমার মন সরে গিয়েছিল। ইয়র্গের গলা থেকে বের হওয়া সম্মতিসূচক প্রবল একটা ঘোঁৎ জাতীয় শব্দ সেটার কথা আমাকে মনে করিয়ে দিলো এবং আমি উপলব্ধি করলাম ইতিমধ্যেই আমরা সেই জায়গায় পৌঁছে গেছি যেখানে 'বিধি' থেকে একটা অনুচ্ছেদ সব সময়ই পাঠ করা হয়। বিকেলে যেহেতু তাঁর কথাবার্তা শুনেছি তাই বুঝতে পারলাম তিনি কেন এত পরিতৃপ্ত। পাঠক বলছিলেন : 'আসুন আমরা আমাদের পয়গম্বরের উদাহরণ অনুসরণ করি যিনি বলেছেন আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি আমার কাজকর্মে সতর্ক হব যাতে ক'রে আমার কথাবার্তার মাধ্যমে আমি পাপ না করি, আমি আমার মুখে আগল দিয়েছি, আমি মূক হয়েছি, বিনয়াবনত হয়ে আমি এমনকি ন্যায়নিষ্ঠ বিষয়েও কথা বলা থেকে বিরত হয়েছি। আর যদি এই অংশে আমাদের পয়গম্বর আমাদের এই শিক্ষা দিয়ে থাকেন যে নীরবতার প্রতি আমাদের অনুরাগবশত আমাদের উচিত কখনো কখনো এমনকি বৈধ বিষয়েও কথা বলা থেকে বিরত থাকা, তাহলে নিষিদ্ধ বিষয়ে কথা বলা থেকে আমাদেরকে না জানি আরো কত বেশি বিরত থাকা উচিত যাতে আমরা এই পাপের শাস্তি এড়াতে পারি!' তারপর তিনি প'ড়ে চললেন, 'তবে স্থূলতা, অর্থহীনতা, আর পরিহাসকে আমরা চিরস্থায়ীভাবে কারাবন্দি করছি, সর্বক্ষেত্রে, এবং শিষ্যবৃন্দকে আমরা এ ধরনের কথাবার্তা বলার জন্য মুখ খোলার অনুমতি দিই না।'

'আমরা আজ মার্জিনের অলংকরণ নিয়ে যে-কথা বলছিলাম এই কথাগুলো সেটার বেলাতে প্রযোজ্য,' ইয়র্গে নিচু গলায় মন্তব্য না ক'রে পারলেন না। জন ক্রিসস্তোম[১৩৪] বলেছেন যীশু কখনো হাসেননি।'

উইলিয়াম মন্তব্য করলেন, 'তাঁর মানব প্রকৃতির কোনো কিছুই সে-কাজে বারণ করেনি, কারণ ধর্মতাত্ত্বিকদের শিক্ষা অনুযায়ী, হাসি মানুষকেই মানায়।'

পেট্রাস ক্যানটরকে উদ্ধৃত ক'রে ইয়র্গে বললেন, 'মানবপুত্র হাসতে পারতেন ঠিকই, কিন্তু কোথাও লেখা নেই যে তিনি কখনো হেসেছিলেন।'

'Manduca, iam coctum est[১৩৫],' বিড়বিড় ক'রে উইলিয়াম বললেন। 'খান, রান্নাটা ভালোই হয়েছে।'

'কী?' তাঁর সামনে কোনো পদ রাখা হয়েছে মনে ক'রে ইয়র্গে জিগ্যেস করলেন।

'অ্যামব্রোসের ভাষ্য অনুযায়ী, মাংস ঝলসানোর লোহার শিকের ঝাঁঝরির ওপর ব'সে সন্ত লরেন্স এই কথাগুলো বলেছিলেন; যারা তাঁর মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকর করতে এসেছিল তাঁদেরকে তিনি আহ্বান জানিয়েছিলেন নিজেকে উলটে দেবার জন্য। প্রুদেন্তিয়ুস[১৩৬] তাঁর '*Peristephanon*[১৩৭]' বইটিতেও একথার উল্লেখ করেছেন।' উইলিয়াম একটা সন্তসুলভ ভাব ক'রে বললেন, 'কাজেই,

BanglaBook.org

সন্ত লরেন্স হাসতে জানতেন, কিভাবে হাসি-ঠাট্টা করতে হয় তা-ও তাঁর জানা ছিল, এমনকি সেটা তার শত্রুদের অপমান করার জন্য হলেও।'

'যা এটাই প্রমাণ করে যে হাসি মৃত্যু আর দেহের অবক্ষয়ের অতি নিকটবর্তী একটা বিষয়,' একটা গর্জনের সঙ্গে ইয়র্গে জবাব দিলেন, এবং আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে তিনি খাঁটি যুক্তিবিদের মতোই কথা বললেন।

এ-সময়ে মোহান্ত ভদ্রভাবে আমাদেরকে বললেন যেন আমরা নীরবতা পালন করি। ভোজন পর্ব শেষ হয়ে আসছিল। মোহান্ত উঠে দাঁড়িয়ে উইলিয়ামকে সন্ন্যাসীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনি তাঁর প্রজ্ঞার প্রশংসা করলেন, তাঁর খ্যাতির বর্ণনা করলেন এবং তাদের জানালেন যে অতিথিকে আদেল্‌মোর মৃত্যুর তদন্তের ভার দেয়া হয়েছে; সেই সঙ্গে মোহান্ত সন্ন্যাসীদেরকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন যে-কোনো প্রশ্নের জবাব দেবার জন্য আর সারা মঠের তাদের যার যার অধস্তন সন্ন্যাসীও যেন একই কাজ করে সে মর্মে নির্দেশ দিতে।

নৈশাহার শেষ হওয়ার পর এবার সন্ন্যাসীরা কমপ্লিনের প্রার্থনার জন্য কয়ারের দিকে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। ফের তাদের আলখাল্লার মস্তকাবরণটা মুখের ওপর টেনে নিয়ে তারা দরজার কাছে একটা সারি তৈরি করল। তারপর তারা একটা দীর্ঘ সারিতে চলতে শুরু করে সমাধিক্ষেত্রটা পার হয়ে উত্তরের দরজা দিয়ে কয়ারে ঢুকল।

আমরা মোহান্তর সঙ্গ নিলাম। উইলিয়াম শুধোলেন, 'এই সময়টাতেই কি এডিফিকিয়ুমের দরজা বন্ধ থাকে?'

'ভৃত্যেরা খাবার ঘর আর রান্নাঘর পরিষ্কার করার পরপরই গ্রন্থাগারিক নিজেই সব দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ক'রে দেন।'

'ভেতর থেকে? তাহলে তিনি কোথা দিয়ে বের হন?'

মুহূর্তের জন্য রাগত একটা দৃষ্টিতে উইলিয়ামের দিকে তাকালেন মোহান্ত। 'আর যা-ই হোক, তিনি নিশ্চয়ই রান্নাঘরে ঘুমান না,' তিনি রূঢ়ভাবে বললেন। তারপরেই দ্রুত পা চালাতে শুরু করলেন তিনি।

'বোঝা গেল,' উইলিয়াম আমার কানের কাছে ফিসফিস ক'রে বললেন, 'আরেকটা দরজা আছে কিন্তু সেটার কথা জানার এক্তিয়ার আমাদের নেই।' তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানোয় আমি একটা গর্বের হাসি হাসলাম, কিন্তু তিনি আমাকে ভর্ৎসনা করলেন 'উঁহু, হেসো না। তুমি তো দেখলেই, এই চৌহদ্দির মধ্যে হাসির খুব একটা কদর নেই।'

আমরা কয়ারে প্রবেশ করলাম। ব্রঞ্জের একটা ভারী তেপায়ার ওপর দুই মানুষ সমান দীর্ঘ একটাই মাত্র বাতি জ্বলছে। সন্ন্যাসীরা নীরবে যার যার আসন গ্রহণ করল।

তখন মঠাধ্যক্ষ একটা সংকেত প্রদান করলেন এবং প্রেসেন্টর আবৃত্তি করলেন, 'Tu autem Domine miserere nobis' মঠাধ্যক্ষ উত্তর করলেন, 'Adiutorium nostrum in nomine

BanglaBook.org

Domini'; এবং বাকি সবাই সমস্বরে বলে উঠল, 'Qui fecit coelom et terram[১৩৮]'। এরপর শুরু হলো স্তোত্রপাঠ 'যখন আমি তোমাকে ডাকি তখন সে ডাকে সাড়া দিয়ো, আমার সত্য প্রভু', 'সর্বান্তকরণে তোমাকে আমি ধন্যবাদ জানাব'; 'হে প্রভু, এসো, তোমার সমস্ত ভৃত্যকে আশীর্বাদ করো।' আমরা স্টলগুলোতে বসিনি বরং প্রধান নেইভ-এ সরে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে হঠাৎ আমরা দেখতে পেলাম মালাচি একটা সাইড চ্যাপেলের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এলেন।

'ওইখানটায় নজর রেখো,' উইলিয়াম আমাকে বললেন। 'ওখানে এডিফিকিয়ুমে যাওয়ার একটা প্রবেশপথ থাকতে পারে।'

'গোরস্থানের নীচ দিয়ে?'

'কেন নয়? সত্যি বলতে কি, এখন মনে হচ্ছে, ধারে কাছে কোথাও একটা অসারিয়াম না থেকে পারে না; শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে নিশ্চয়ই ওরা সন্ন্যাসীদেরকে ওই এক টুকরো জমিতে কবর দেয়নি।'

'কিন্তু আপনি কি সত্যিই আজ রাতে গ্রন্থাগারে ঢুকতে চান?' আমি ভয় পেয়ে জিগ্যেস করলাম।

'কোথায়, বৎস আদ্সো? যেখানে সব মৃত সন্ন্যাসী, সাপ-খোপ আর রহস্যময় আলোর আখড়া? না, হে, আজ কথাটা ভেবেছিলাম বটে, তবে কৌতূহলবশত নয়, বরং আদেল্মো কিভাবে মারা গেল সেটা বের করার জন্য। কিন্তু এখন, আগেই বলেছি আমি তোমাকে, আরো যৌক্তিক একটা ব্যাখ্যার কথা ভাবছি আমি, আর সব কিছু বিবেচনা ক'রে, এখানকার রীতিনীতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানোটাই সমীচীন বলে মনে হচ্ছে আমার কাছে।'

'তাহলে আপনি জানতে চাইছেন কেন?'

'কারণ, আমাদের কী করা অবশ্যই দরকার বা আমরা কী করতে পারব শুধু সেটা জানাই জ্ঞান নয়, বরং আমরা কী করতে পারতাম এবং সম্ভবত কী করা উচিত হবে না সেটা জানাও জ্ঞানের মধ্যে পড়ে।'

টীকা

১৩২. **সন্ত পাচোমিয়াস** : মঠাধ্যক্ষ। জন্ম ২৯০, মিশর; মৃত্যু ১৪ই মে, ৩৪৬ খৃষ্টাব্দ, তাবেনিসি। পাচোমিয়াস-ই প্রথম খৃষ্টীয় সন্ন্যাসী, যিনি সন্ন্যাসীদেরকে কেবল বিভিন্ন দলে একত্রিতই করেননি, সেই সঙ্গে তাদেরকে একটি যথাযথ, সম্প্রদায়ভুক্ত জীবন এবং লিখিত নিয়ম-কানুনের ভেতর সংগঠিত করেন। তাঁর জীবন এবং রচনা সন্ত মহান বাসিল এবং সন্ত বেনেডিক্ট দুজনকেই গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল, যদিও তাঁর রচিত 'বিধি'র মূল টেক্সট পাওয়া যায়নি।

BanglaBook.org

১৩৩. **টেক্সট** : 'Benedicite' 'Edent pauperes'

অনুবাদ : 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ'... 'দরিদ্ররা খাবে।'

ভাষ্য Psalm ২২:২৬ থেকে। বেনেডিক্টীয় এবং অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ে খাদ্য গ্রহণের আগে এই কথাগুলো প্রার্থনা হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

১৩৪. **জন ক্রিসস্তোম** জ. ৩৪৯, মৃ. আনুমানিক ৪০৭ খৃষ্টাব্দ। কন্স্টান্টিনোপলের আর্চবিশপ। ধর্মপ্রচার এবং সাধারণ্যে বক্তৃতা প্রদানে তাঁর খ্যাতি ছিল। যাজক সম্প্রদায় এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের ক্ষমতার অপব্যবহার সম্পর্কে প্রকাশ্য নিন্দা জানানোর জন্যও তিনি ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন। মৃত্যুর পর তাঁকে গ্রীক ভাষায় 'ক্রিসস্তোম' বা 'স্বর্ণকণ্ঠ' আখ্যা দেয়া হয়।

১৩৫. **টেক্সট** : 'Manduca, iam coctum est'

অনুবাদ : 'খাও, এটা রান্না করা।'

১৩৬. **প্রুদেন্তিয়ুস (৩৪৮-৪১০ খৃ.)** খৃষ্টান লাতিন কবি। উত্তর স্পেনে জন্ম। গীর্জার কবি হিসেবে নিজের প্রতিভার সবটুকু নিয়োজিত করেন তিনি। তাঁর প্রধান কাজগুলোর মধ্যে রয়েছে *Peristephenon (মুকুট প্রসঙ্গে)*, *Psychomachia (মানুষের আত্মার জন্য যুদ্ধ)* এবং *Cathemerinon (রোজনামচা)*।

১৩৭. **টেক্সট** : *Peristephanon*

অনুবাদ : *মুকুট প্রসঙ্গে*

১৩৮. **টেক্সট** 'Tu autem Domine miserere nobis', 'Adiutorium nostrum in nomine Domini…, 'Qui fecit coelom et terram'

অনুবাদ : 'কিন্তু হে প্রভু, আমাদের ওপর তোমার করুণা রয়েছে', 'প্রভুর নামে আমরা সাহায্য করি...' 'যিনি স্বর্গ ও মর্ত্য তৈরি করেছেন।'

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

দ্বিতীয় দিন

দ্বিতীয় দিন

ম্যাটিন্স

যেখানে আধ্যাত্মিক সুখের কিছু মুহূর্ত ভয়ংকর এক রক্তাক্ত ঘটনায় বাধাপ্রাপ্ত হয়।

কখনো শয়তানের কখনো বা পুনরুত্থিত যীশুর প্রতীক মোরগের চাইতে অবিশ্বস্ত আর কোনো প্রাণী নেই। আমাদের সম্প্রদায় কিছু আলসে মোরগের কথা জানে যেগুলো কখনোই সূর্যোদয়ের সময় ডাকেনি। ওদিকে, বিশেষত শীতকালে, ম্যাটিন্সের প্রার্থনা অনুষ্ঠান হয় তখন যখন রাত গভীর, সমস্ত প্রকৃতি ঘুমে আচ্ছন্ন, কারণ সন্ন্যাসীকে অবশ্যই অন্ধকার থাকতে উঠতে হবে এবং অন্ধকারেই খানিকটা সময় প্রার্থনা করতে হবে, দিনের জন্য অপেক্ষা করতে করতে আর আত্মনিবেদনের শিখার সাহায্যে ছায়াগুলোকে উজ্জ্বল ক'রে তুলতে। কাজেই, প্রকৃতিই বিচক্ষণভাবে কিছু নিশাচরের ব্যবস্থা রেখেছে যারা ব্রাদাররা যখন ঘুমাতে যায় তখন শোয় না, বরং রাতটা কাটায় তারা ছন্দময়ভাবে ঠিক ততগুলো স্তোত্র আউড়ে যার সংখ্যা গুণে অতিবাহিত সময় বলে দেয়া যায়, যাতে ক'রে অন্যদের জন্য বরাদ্দ ঘুমানোর সময় শেষ হলে তাদেরকে জেগে ওঠার জন্য সংকেত দেয়া যায়।

কাজেই, ডরমিটরী আর তীর্থযাত্রীদের থাকবার স্থানের ভেতর দিয়ে ঘণ্টা বাজিয়ে হেঁটে বেড়ানো সন্ন্যাসীদের জন্য আমাদের ঘুম ভেঙে গেল, আর একজন সন্ন্যাসী এক কুঠুরি থেকে আরেক কুঠুরিতে যাওয়ার সময় হাঁক দিলো, 'Benedicamus Domino' ব'লে, আর তার জবাব দিলো প্রত্যেকে, 'Deo Gratias' ব'লে।[১]

উইলিয়াম আর আমি বেনেডিক্টীয় রীতি অনুসরণ করলাম : আধ ঘণ্টার মধ্যে আমরা নতুন দিনকে স্বাগত জানাবার প্রস্তুতি নিলাম, তারপর কয়ারে চলে এলাম। সেখানে সন্ন্যাসীরা মেঝেতে একেবারে সটান হয়ে শুয়ে প্রথম পনেরোটা স্তোত্র পাঠ করছে, অপেক্ষা করছে যতক্ষণ পর্যন্ত না নবিশেরা তাদের গুরুদের পিছু পিছু এসে হাজির না হচ্ছে। তারপর সবাই যার যার স্টলে বসে পড়ল এবং কয়ার মন্ত্রোচ্চারণ ক'রে উঠল, 'Domine labia mea aperies et os meum annuntiabit laudem tuam'।[২] আর্তনাদটা শিশুর আর্তির মতো গীর্জার খিলানাকৃতির ছাদের দিকে উঠে গেল। দু'জন সন্ন্যাসী বেদীর ওপরে উঠে গিয়ে ৯৪তম স্তোত্রটা পাঠ করলেন – 'Venite exutemus',[৩] তারপরে পাঠ করা হলো নির্দিষ্ট অন্যান্যগুলো, এবং নিজেকে আমার নবায়িত বিশ্বাসে বলীয়ান বলে মনে হলো।

সন্ন্যাসীরা যার যার স্টলে, ষাটটি দেহ তাদের আলখাল্লা আর মস্তকাবরণের কারণে অভিন্ন হ'য়ে উঠেছে, বিশাল তেপয়ের আগুনটা কোনোরকমে তাদের আলোকিত করেছে, ষাটটি কণ্ঠ একসঙ্গে ঈশ্বরের বন্দনা গাইছে, আর এই অসাধারণ ঐকতান যা কিনা স্বর্গের আনন্দের সংযোগপথ

Banglabook.org

তাই শুনে আমার সন্দেহ হলো মঠটা আদৌ নানান গুপ্ত রহস্য, সেই সব রহস্য ফাঁসের অবৈধ সব প্রচেষ্টা, আর করাল হুমকির বাসস্থান কিনা। কারণ এখন তার বদলে সেটাকে আমার মনে হচ্ছে সন্ত ব'লে গণ্য হওয়া মানুষজনের আবাস, সদ্‌গুণের আধার, জ্ঞানের মূর্ত রূপ, বিচক্ষণতার আশ্রয়স্থল, প্রজ্ঞার বুরুজ, নম্রতার ক্ষেত্র, শক্তির ঘাঁটি, পবিত্রতার ধূপদানি।

ছটি স্তোত্রের পর বাইবেল থেকে পাঠ শুরু হলো। জনা কয়েক সন্ন্যাসী ঘুমে ঢুলছিল, আর নিশিজাগা সন্ন্যাসীদের একজন বারবার ঘুমিয়ে-পড়া সন্ন্যাসীদের জাগিয়ে দিতে স্টলগুলোর ভেতর দিয়ে একটা বাতি হাতে হেঁটে বেড়াচ্ছিল। কেউ তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ সে-ই বাতিটা নিয়ে ঘুরতে থাকবে । আরো ছটি স্তোত্রপাঠ শুরু হলো। তারপর মোহান্ত তাঁর আশীর্বচন দান করলেন এবং হেবডোমেডারি[৪] প্রার্থনা সংগীত গাইলেন, ধ্যানমগ্ন একটা মুহূর্তে সবাই সামনের দিকে ঝুঁকে এলো, এই মুহূর্তটির মধুরতা উপলব্ধি করা অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয় যদি না সে আধ্যাত্মিক উদ্দীপনা আর সুতীব্র মানসিক প্রশান্তির সেই অভিজ্ঞতা লাভ ক'রে থাকে। সবশেষে, মস্তকাবরণ আবার মুখের ওপর নামিয়ে দিয়ে সবাই গম্ভীরভাবে 'Te deum'[৫] আবৃত্তি করল। আমিও প্রভুর মহিমা গাইলাম কারণ, তিনি আমাকে আমার সন্দেহ থেকে মুক্ত করেছেন এবং মঠে আমার প্রথম দিন যে অস্বস্তির সঙ্গে কেটেছে তা থেকে তিনি আমাকে রক্ষা করেছেন। আমরা দুর্বল জীব, আমি নিজেকে বললাম; এমনকি এই বিদ্বান আর ধর্মপ্রাণ সন্ন্যাসীদের মধ্যেও শয়তান তুচ্ছ ঈর্ষা ছড়িয়ে দিয়েছে, সূক্ষ্ম শত্রুতা উসকে দিচ্ছে, কিন্তু তার সবই যেন সে-মুহূর্তে ধোঁয়ার মতো, যা বিশ্বাসের জোরালো বাতাসে কেটে যাচ্ছে, যখন সবাই পিতার নামে জড়ো হয়েছে এবং যীশু তাদের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছেন।

ম্যাটিন্স আর লঅড্‌সের (সকাল ৫টা থেকে ৬টা) মধ্যবর্তী সময়টায় সন্ন্যাসীরা তাদের কুঠুরিতে ফিরে যায় না, এমনকি তখনো আঁধার না কাটলেও। নবিশেরা স্তোত্র শিক্ষার জন্য তাদের গুরুদের পিছু পিছু চ্যাপ্টার হাউজে গেল; কিছু কিছু সন্ন্যাসী গীর্জাতেই রয়ে গেল গীর্জার শোভাবর্ধক কারুকাজ পরিচর্যার জন্য, তবে বেশিরভাগই নীরব ক্লয়স্টারে পায়চারি করতে থাকল নীরব ধ্যানে মগ্ন থেকে, যেমনটি উইলিয়াম আর আমি ছিলাম। ভৃত্যেরা ঘুমাচ্ছে এবং আমরা যখন কয়ারে ফিরে এলাম লঅড্‌সের প্রার্থনার জন্য তখনো তাদের ঘুম ভাঙেনি; আকাশ তখনো অন্ধকার।

ফের স্তোত্রপাঠ শুরু হলো, আর, সোমবারের জন্য যেগুলো নির্ধারিত সেগুলোর মধ্যে বিশেষ একটি আবার আমাকে সেই আগের ভীতিতে ফিরিয়ে নিয়ে গেল : 'দুষ্টের হৃদয়মধ্যে অধমরা তাহার কাছে কথা বলে, ঈশ্বর-ভয় তাহার চক্ষুর অগোচর। তাহার মুখের বাক্য "অধর্ম ও ছলমাত্র"[৬]। 'বিধি'-তে যে আজকে দিনের জন্য এমন ভয়ংকর সতর্কবাণী নির্দিষ্ট ক'রে রেখেছে এ-বিষয়টা আমার কাছে একটা অশুভ সংকেত বলেই মনে হল। বন্দনামূলক স্তোত্রের পর বা অ্যাপক্যালিপ্স (বাইবেল-এর শেষ পরিচ্ছদ) থেকে পাঠের পর আমার অস্বস্তির যন্ত্রণা এবার আর প্রশমিত হলো না; প্রবেশপথের সেই খোদাই করা মূর্তিগুলো, যেগুলো আগের দিন আমার মন আর চোখ দুটোকে অভিভূত ক'রে ফেলেছিল, সেসবের কথা আবার মনে পড়ে গেল। কিন্তু রেসপন্সরি, স্তবগান, আর

BanglaBoi.org

ভার্সিকলের পর সুসমাচার (গসপেল) থেকে যখন মন্ত্রোচ্চারণ শুরু হলো, বেদীর ঠিক ওপরে, কয়ারের জানালাগুলোর ওপারে আমি হালকা একটা দীপ্তি দেখতে পেলাম, সেটা জানালার শার্সিগুলোকে এরই মধ্যে বিচিত্র রঙে রঙিন ক'রে তুলছিল, অন্ধকারে এতক্ষণ যা স্তিমিত হয়ে ছিল। তখনো ঠিক ভোর হয়নি, মহাসমারোহে তার আবির্ভাব ঘটবে প্রাইমের সময় (সাড়ে সাতটার দিকে), ঠিক যখন আমরা 'Deus qui est sanctorum splendor mirabilis' আর 'Iam lucis orto sidere' গাইতে থাকব[৭]। শীতের প্রত্যুষের প্রথম ভীরু বার্তাবহ একে কোনোভাবেই বলা যায় না, কিন্তু সেটাই যথেষ্ট ছিল, নেইভ জুড়ে থাকা রাতের আঁধারকে সরিয়ে-দেয়া আবছা আভা আমার হৃদয়ের ভার লাঘবের জন্য যথেষ্ট ছিল।

আমরা স্বর্গীয় গ্রন্থের বাক্যগুলো গাইতে থাকলাম, আর, যখন আমরা সব মানুষকে আলোকিত-করা ঈশ্বরের বাণীর কথা হলফ ক'রে বলছিলাম তখন সূর্য যেন তার সমস্ত দীপ্তি নিয়ে গীর্জার ওপর চড়াও হচ্ছিল। তখনো অনুপস্থিত আলো, আমার কাছে মনে হচ্ছিল যেন প্রার্থনা সংগীতের শব্দাবলির ভেতর দিয়ে দীপ্তি ছড়াচ্ছিল, যে প্রার্থনা-সংগীত রহস্যপূর্ণ সুবাসিত এক লিলি ফুল যা গম্বুজের খিলানগুলোকে উন্মুক্ত ক'রে দিচ্ছিল। আমি নীরবে প্রার্থনা করলাম, 'হে প্রভু, অনির্বচনীয় এই আনন্দের জন্য আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাই।' আর আমার হৃদয়ের উদ্দেশে বললাম, 'নির্বোধ, কিসের ভয় তোর?'

হঠাৎ উত্তরের দরজার দিক থেকে একটা কোলাহল ভেসে এলো। ভাবলাম, ভৃত্যেরা তাদের কাজের প্রস্তুতি নিতে গিয়ে এই পবিত্র অনুষ্ঠানের বিঘ্ন ঘটাচ্ছে কেন? ঠিক সেই মুহূর্তে তিনজন শূকরপালক ভেতরে ঢুকল, তাদের চোখে মুখে নির্জলা আতঙ্ক; মোহান্তের কাছে গিয়ে তাঁর কানে কানে কী যেন বলল তারা। মোহান্ত প্রথমে একটা দেহভঙ্গি ক'রে তাদেরকে শান্ত করলেন, যেন তিনি প্রার্থনা অনুষ্ঠানে বিঘ্ন ঘটাতে চাইছেন না; কিন্তু ততক্ষণে আরো কিছু ভৃত্য ঢুকে পড়েছে ভেতরে এবং তাদের গলা আরো জোরালো হয়ে উঠেছে। 'একটা মানুষ। একটা মরা মানুষ।' তাদের কেউ কেউ বলছিল। আর অন্যরা : 'একজন সন্ন্যাসী। স্যান্ডেলগুলো দেখেছ তুমি?'

প্রার্থনা থেমে গেল, মোহান্ত ছুটে বেরিয়ে এলেন, ভাণ্ডারীকে ইশারায় বললেন তাঁকে অনুসরণ করতে। উইলিয়াম তাঁদের পেছন পেছন গেলেন, কিন্তু ততক্ষণে অন্যান্য সন্ন্যাসীও তাদের স্টল ছেড়ে তড়িঘড়ি বাইরে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে।

আকাশটা ফরসা হয়ে এরই মধ্যে, কম্পাউন্ডটাকে আরো উজ্জ্বল ক'রে তুলেছে মাটিতে পড়া তুষার। কয়ারের পেছনে, খোঁয়াড়গুলোর সামনে, যেখানে আগের দিন শুয়োরের রক্তভরা পেল্লায় একটা পিপা ছিল, সেখানে প্রায় ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মতো দেখতে অদ্ভুত একটা জিনিস বেরিয়ে রয়েছে পাত্রটার প্রান্তের ওপর দিয়ে, যেন দুটো খুঁটি মাটিতে পুঁতে দেয়া হয়েছে, পরে তা ছেঁড়া কাপড় দিয়ে মুড়ে দেয়া হবে পাখিদের ভয় দেখিয়ে তাড়ানোর জন্য।

আসলে কিন্তু সে-দুটো মানুষের পা, রক্তভরা পাত্রটার ভেতর হেঁটমুণ্ডু ক'রে ঢুকিয়ে দেয়া কোনো পুরুষের পা।

BanglaBook.org

মোহান্ত মৃতদেহটাকে (কারণ কোনো জীবন্ত মানুষ ও-রকম অশালীন অবস্থানে থাকতে পারে না) এই ভয়ংকর তরলটার ভেতর থেকে বের ক'রে আনতে বললেন। দ্বিধান্বিত পায়ে শুয়োর পালকেরা প্রান্তটার দিকে এগিয়ে গেল, তারপর নিজেদের শরীর রক্তলাঞ্ছিত ক'রে হতভাগ্য রক্তাক্ত দেহটাকে টেনে বের ক'রে আনল। আমাকে বুঝিয়ে বলা হয়েছিল যে, রক্তপাতের ঠিক পরপরই সেটাকে ভালো ক'রে ঘুঁটে ঠান্ডায় রেখে দেয়াতে তা জমাট বেঁধে যায়নি, তবে মৃতদেহটার ওপর লেগে-থাকা রক্তের স্তরটা এখন শক্ত হতে শুরু করেছে; সেটার পরনের জামা-কাপড় ভিজে জবজবে ক'রে ফেলেছে, মুখটা চেনার কোনো উপায়ই রাখেনি। একজন ভৃত্য এক বালতি পানি নিয়ে এগিয়ে এসে সেটার খানিকটা সেই জঘন্য মৃতদেহটার ওপর ছুড়ে মারল। আরেকজন একটা কাপড় নিয়ে ঝুঁকে পড়ল মুখটা মুছে দেয়ার জন্য। আর তারপরেই, আদেল্‌মোর পুঁথিগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে সেদিন বিকেলে গ্রীস দেশীয় যে-পণ্ডিতের সঙ্গে আমরা কথা বলেছিলাম, সাল্‌ভেমেক্‌ থেকে আসা সেই ভেনানশিয়াসের সাদা মুখটা আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠল।

মোহান্ত এগিয়ে এলেন। 'ব্রাদার উইলিয়াম, বুঝতেই পারছেন, মঠে কিছু একটা ঘটছে, এমন কিছু যা আপনার সমস্ত জ্ঞান-গম্যি দাবি করছে। তবে আমি আপনাকে মিনতি ক'রে বলছি তাড়াতাড়ি করুন।'

'প্রার্থনা চলার সময় সে কয়ারে হাজির ছিল?' মৃতদেহটার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ ক'রে উইলিয়াম জিগ্যেস করলেন।

মোহান্ত বললেন, 'না, ওর স্টল ফাঁকা দেখেছি আমি।'

'আর কেউ গরহাজির ছিল?'

'মনে হয় না। আমার নজর পড়েনি।'

পরের প্রশ্নটা করতে গিয়ে উইলিয়াম একটু ইতস্তত করলেন এবং যখন করলেন তখন তা উচ্চারণ করলেন ফিসফিস ক'রে, যাতে অন্য কেউ শুনতে না পায়। 'বেরেঙ্গার তার স্টলে ছিল?'

অস্বস্তিকর একটা বিস্ময়ের সঙ্গে তাঁর দিকে তাকালেন মোহান্ত, যেন এটাই বোঝাতে যে আমার প্রভুকে এমন একটা সন্দেহ পোষণ করতে দেখে তিনি অবাক হয়েছেন যে-সন্দেহটা, আরো বোধগম্য কারণে, খানিক সময়ের জন্য হলেও তিনি নিজেও করেছেন। তিনি তাড়াতাড়ি বললেন, 'ছিল। প্রথম সারিতে বসে সে, প্রায় আমার ডান হাত ঘেঁষেই।'

উইলিয়াম বললেন, 'স্বভাবতই, এসবের কোনো মানে হয় না। আমার মনে হয় না যে যারা কয়ারে ঢুকেছে তাদের কেউ অ্যাপস্‌-এর পেছন দিকে গেছে, আর তার মানে মৃতদেহটা সম্ভবত কয়েক ঘণ্টা ধ'রেই ওখানে ছিল, অন্তত সবাই বিছানায় যাওয়ার পর থেকে।

'সত্যি বলতে কি, গুরুত্বপূর্ণ ভৃত্যরা একবারে ভোরে ঘুম থেকে ওঠে, সেই কারণেই তারা মাত্র এখন তাকে দেখতে পেল।'

উইলিয়াম মৃতদেহটার ওপর ঝুঁকে পড়লেন, যেন তিনি লাশ নাড়াচাড়া করায় অভ্যস্ত।

BanglaBook.org

কাছেই প'ড়ে থাকা কাপড়টা বালতির পানিতে চুবিয়ে ভেনানশিয়াসের মুখটা আবার পরিষ্কার করলেন। এরইমধ্যে অন্য সন্ন্যাসীরাও এসে ভিড় জমাল, ভয়ার্ত তারা, কথা বলতে থাকল গোল হয়ে, মোহান্ত এসে তাদেরকে শান্ত হতে আদেশ দিলেন। অন্যান্যের মধ্যে সেভেরিনাসও ছিলেন; মঠের অধিবাসীদের শারীরিক স্বাস্থ্যবিষয়ক ব্যাপারটা দেখাশোনা করেন তিনি; এবার সামনে এসে দাঁড়ালেন; তারপর আমার প্রভুর পাশে দাঁড়িয়ে তিনিও ঝুঁকে পড়লেন। তাঁদের কথা শোনার জন্য, আর উইলিয়ামকে সাহায্য করার জন্যও বটে – পানিতে ভেজানো নতুন একটা পরিষ্কার কাপড় দরকার হয়েছে তাঁর ইতিমধ্যে – আতঙ্ক আর বিতৃষ্ণা কাটিয়ে উঠে আমিও যোগ দিলাম তাঁদের সঙ্গে।

উইলিয়াম জিগ্যেস করলেন, 'পানিতে ডোবা মানুষ দেখেছেন কখনো?'

সেভিরিনাস জবাব দিলেন, 'বহুবার। আর, আপনি যা বলতে চাইছেন সেটা অনুমান ক'রে নিয়ে বলতে পারি, তাদের মুখ এরকম দেখায় না : চোখ নাক মুখ ফোলা থাকে।'

'তাহলে লোকটাকে যখন পিপাটার মধ্যে ছুড়ে ফেলা হয় তার আগেই সে মারা গিয়েছিল।'

'কিন্তু তাকে কেউ ওখানে ছুড়ে ফেলবে কেন?'

'তাকে কেউ খুন করবে কেন? কুটিল মনের অধিকারী এক লোককে নিয়ে কাজ করছি আমরা এখানে। যা-ই হোক, এখন আমরা দেখব লাশের গায়ে আঘাত বা চিহ্ন আছে কি না। আমার পরামর্শ হলো এটাকে বালনিয়ারিতে (স্নানাগারে) নিয়ে গিয়ে কাপড়-জামা খুলে, গোসল করিয়ে পরীক্ষা করা হোক। আমিও এক্ষুনি যোগ দিচ্ছি আপনার সঙ্গে।'

কাজেই, সেভেরিনাস যখন মোহান্তের অনুমতি নিয়ে শুয়োরপালকদের সাহায্যে লাশটা সরিয়ে নিচ্ছেন, আমার প্রভু বললেন সন্ন্যাসীরা যে-পথ ধ'রে কয়ারে এসেছিল সে-পথ দিয়েই যেন তারা সেখানে ফিরে যায়, আর সেভেরিনাস-ও যেন তা-ই করেন, যাতে মাটিতে কারো পায়ের ছাপ না পড়ে। ফলে শুধু আমরাই রয়ে গেলাম পিপাটার কাছে, যেটার ভেতর থেকে লাশটা বের করার বীভৎস ঘটনার সময় প্রচুর পরিমাণে রক্ত উপচে পড়েছিল। আশপাশের তুষার সব লাল হয়ে আছে, যেখানে যেখানে পানি ছোড়া হয়েছে সেখানে বরফ গলে গিয়ে ছোটো ছোটো গর্ত তৈরি করেছে। আর লাশটা যেখানে শুইয়ে রাখা হয়েছিল সেখানে একটা বড়োসড়ো কালো দাগ পড়েছে।

চারপাশে রয়ে যাওয়া সন্ন্যাসী আর ভৃত্যদের পায়ে ছাপের জটিল নকশার দিকে মাথা ঝাঁকিয়ে উইলিয়াম বললেন, 'চমৎকার হ-য-ব-র-ল দশা। বুঝলে কিনা, প্রিয় বৎস আদ্‌সো, তুষার একটা রমণীয় পার্চমেন্ট, মানুষের শরীর এটার ওপর পাঠযোগ্য চমৎকার সব দাগ রেখে যায়। কিন্তু প্যালিম্পসেস্টটাতে[৮] বাজেভাবে আঁকিবুঁকি পড়েছে, পড়ার মতো সে-রকম নজরকাড়া কিছুই পাব না আমরা এখানে। এখান থেকে গীর্জা পর্যন্ত সন্ন্যাসীদের আসা-যাওয়া নেহাত কম হয়নি, এখান থেকে গোলাঘর আর আস্তাবল পর্যন্ত ভৃত্যরা দলে দলে চলাফেরা করেছে। একমাত্র যে জায়গাটা অক্ষত রয়ে গেছে সেটা হলো গোলাঘর আর এডিফিকিয়ুম-এর মাঝখানের অংশটা। দেখা যাক ওখানে কাঙ্ক্ষিত কিছু পাই কি না আমরা।'

BanglaBook.org

'কী পাবেন বলে আশা করছেন?' আমি জিগ্যেস করলাম।

'সে যদি নিজেই পিপাটার মধ্যে লাফ দিয়ে প'ড়ে না থাকে তাহলে, আমার ধারণা, মৃত অবস্থাতেই তাকে কেউ ওখানে বয়ে নিয়ে গেছে। আর, একজন লোক আরেকজনের লাশ বয়ে নিয়ে গেলে তুষারের ওপর তার গভীর পদচিহ্ন ফেলে যাওয়ার কথা। কাজেই, চারপাশে তাকিয়ে দেখো এমন কোনো পায়ের ছাপ পাও কিনা যেগুলো আমাদের পার্চমেন্টটা বরবাদ ক'রে দেয়া সেই কোলাহল সৃষ্টিকারী সন্ন্যাসীদের পায়ের ছাপের চাইতে আলাদা ব'লে মনে হয় তোমার কাছে।'

এবং সত্যিই তা পেলাম আমরা। আর, আমাকে সঙ্গে সঙ্গেই বলতে হচ্ছে যে আমিই – ঈশ্বর আমাকে সব ধরনের গর্ব থেকে রক্ষা করুন – সেই পিপা আর এডিফিকিয়ুমের মধ্যখানে একটা জিনিস আবিষ্কার করেছিলাম। সেটা হচ্ছে মানুষের পায়ের ছাপ, বেশ গভীর, এমন একটা এলাকায় যেখানে তখনো কেউ যায়নি – আর, আমার গুরু যে-কথাটা তাৎক্ষণিকভাবেই বলেছিলেন – সন্ন্যাসী ও ভৃত্যদের পায়ের ছাপের চাইতে হালকা সেটা, যা কিনা এটাই বোঝায় যে আরো বেশি তুষারপাত হয়েছিল এবং ছাপগুলো বেশ আগেই সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু আমাদের কাছে যেটা সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয়েছিল তা হচ্ছে সেসব ছাপের মধ্যে আরো টানা একটা ট্রেইল ছিল, ছাপগুলো যার পায়ের সে কিছু একটা টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, সেটারই দাগ। সংক্ষেপে বললে, একটা নিশানা যেটা সেই পিপা থেকে খাবার ঘরের দরজা পর্যন্ত চলে গেছে, এডিফিকিয়ুমের পাশ দিয়ে, দক্ষিণ আর পুব টাওয়ারের মাঝখান বরাবর।

'খাবার ঘর, স্ক্রিপ্টোরিয়াম, গ্রন্থাগার,' বললেন উইলিয়াম। 'আবার, গ্রন্থাগার। ভেনানশিয়াস এডিফিকিয়ুমে এবং খুব সম্ভবত গ্রন্থাগারে মারা গিয়েছিল।'

'ঠিক গ্রন্থাগারেই কেন?'

'নিজেকে আমি খুনীর জায়গায় বসাতে চাইছি। ভেনানশিয়াস যদি খাবার ঘরে, রান্নাঘরে অথবা স্ক্রিপ্টোরিয়ামেই মারা যেত, মানে তাকে যদি এসব জায়গার কোনো একটিতেই খুন করা হতো, তাহলে সেখানেই তাকে ফেলে রাখলে অসুবিধে কী ছিল? কিন্তু সে যদি গ্রন্থাগারে মারা গিয়ে থাকে তাহলে তাকে অন্যত্র সরাতেই হতো, এই দুই কারণে যে ওখানে লাশটা কেউ দেখতোই না (এবং খুনী সম্ভবত বিশেষ ক'রে চাইছিল যে লাশটা আবিষ্কৃত হোক), আর খুনী সম্ভবত চায় না যে সবার নজর গ্রন্থাগারের দিকে পড়ুক।'

'কিন্তু খুনী কেন চাইবে লাশটা আবিষ্কৃত হোক?'

'আমি জানি না। আমি কিছু হাইপোথিসিস দিতে পারি। আমরা কিভাবে জানি যে খুনী ভেনানশিয়াসকে খুন করেছিল কারণ সে ভেনানশিয়াসকে ঘৃণা করত? কোনো একটা চিহ্ন রেখে যাওয়ার জন্য, সেই চিহ্ন দিয়ে অন্য কিছু বোঝাবার জন্য সে অন্য কারো বদলে তাকে মারতে পারত।'

'Omnis mundi creatura, quasi liber et scriptura...,'[৯] আমি বিড়বিড় ক'রে বললাম। 'কিন্তু সেই চিহ্নটা কী?'

BanglaBOOK.org

'এটা ঠিক জানি না আমি। কিন্তু এ কথাটা যেন আমরা ভুলে না যাই যে এমন কিছু চিহ্ন আছে যা চিহ্ন বলে মনে হলেও সেগুলোর কোনো মানে নেই, যেমন বিলিত্রি বা বু-বা-বুফা।[৯]

'স্রেফ বিলিত্রি বা বু-বা-বুফা বলার জন্য কাউকে খুন করা – এটা কিন্তু বাড়াবাড়ি হয়ে যাব,' আমি বললাম।

উইলিয়াম মন্তব্য করলেন, 'এমনকি Credo in unum Deum[১০] বলার জন্য খুন করলেও কিন্তু সেটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে।'

এই সময় সেভেরিনাস এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। মৃতদেহটাকে এরইমধ্যে সাবধানে ধোয়া এবং পরীক্ষা করা হয়েছে। মাথায় কোনো জখম বা আঘাত পাওয়া যায়নি।

'আপনাদের গবেষণাগারে বিষ আছে নিশ্চয়ই?' শুশ্রূষাগারের দিকে এগোতে এগোতে উইলিয়াম জিগ্যেস করলেন।

'অন্য আর সব জিনিসের সঙ্গে ওটাও আছে। তবে সেটা নির্ভর করে বিষ বলতে আপনি ঠিক কী বোঝাচ্ছেন তার ওপর। এমন কিছু জিনিস রয়েছে যা অল্প মাত্রায় স্বাস্থ্যকর, কিন্তু বেশি মাত্রায় হলে তা মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াবে। প্রত্যেক ভালো ভেষজবিদের মতো আমিও এসব রাখি, কিন্তু বিবেচনার সঙ্গে ব্যবহার করি। এই যেমন, আমার বাগানে আমি ভ্যালেরিয়ান ফলিয়েছি। হৃৎপিণ্ড ধড়ফড় করলে অন্যান্য ভেষজের কোনো দ্রবণে এটার কয়েক ফোঁটা মেশালে ধড়ফড়ানি শান্ত হয়ে আসে। কিন্তু মাত্রা বেশি হলে ঝিমুনিভাব চলে আসবে, মৃত্যু ঘটবে

'তো, মৃতদেহটাতে বিশেষ কোনো বিষের চিহ্ন তাহলে আপনার নজরে পড়েনি?'

'পড়েনি। তবে কথা হচ্ছে, অনেক বিষেরই কোনো চিহ্ন থাকে না।'

শুশ্রূষাগারে পৌঁছালাম আমরা। বালনিয়ারিতে ধুয়েমুছে পরিষ্কার-করা ভেনানশিয়াসের মৃতদেহটা সেখানে নিয়ে আসা হয়েছে, সেভেরিনাসের গবেষণাগারের বিশাল টেবিলের ওপর শুইয়ে রাখা হয়েছে সেটাকে; পাতনযন্ত্র আর কাচের অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও মাটির পাত্র দেখে আমার আলকিমিয়াবিদদের দোকানের কথা মনে পড়ে গেল (যদিও নিজের চোখে দেখেই যে জিনিসগুলোর কথা জেনেছি আমি তা নয়)। দরজার পাশে, দেয়ালের গা ঘেঁষে রাখা কিছু লম্বা তাকের ওপর শিশি, অ্যাম্পুল, জগ, পট-এর একটা বিপুল সমাবেশের মধ্যে নানান রঙের বিভিন্ন জিনিস রাখা।

উইলিয়াম বললেন, 'সিম্পলের[১১] চমৎকার সংগ্রহ। সব আপনার বাগানের?'

সেভেরিনাস বললেন, 'না, বিরল কিংবা এই জলবায়ুতে জন্মানো অসম্ভব এমন জিনিসগুলো বহু বছর ধ'রে দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা সন্ন্যাসীরা আমাকে এনে দিয়েছে। স্থানীয় গাছগাছালি হতে সহজেই পাওয়া জিনিস থেকে শুরু করে বহু দামি জিনিসও আছে আমার কাছে যেগুলো চট ক'রে পাওয়া যায় না। এই দেখুন...aghalingho pesto এসেছে ক্যাথে[১২] থেকে : এক বিদ্বান আরবের কাছ থেকে জিনিসটা পেয়েছি আমি। ইন্ডিয়ান অ্যালো, অসাধারণ সাইক্যাট্রিসিযান্ট। লাইভ এরিয়েন্ট মৃতকে জীবিত করে বা অন্যভাবে বললে, সংজ্ঞাহীনের জ্ঞান

BanglaBook.org

ফিরিয়ে আনে। আর্সেনাকো : খুবই ভয়ংকর, কেউ খেয়ে ফেললে তার আর রক্ষা নেই। বোরেজ, অসুস্থ ফুসফুসের জন্য ভালো একটা গাছ। বেতোনি, ফাটা মাথার জন্য উপকারী। ম্যাস্টিচ ফুসফুসের প্রবহন এবং প্রবল সর্দি প্রশমিত করে ।'

'ম্যাজাইদের উপহার?' আমি জিগ্যেস করলাম।

'সে-রকমই। কিন্তু এখন এটার ব্যবহার গর্ভপাত প্রতিরোধে, বালসামোডনড্রেন মিরা নামের গাছ থেকে তৈরি হয়। আর এটা মামিয়া, খুবই বিরল, মমীকৃত মৃতদেহের ডিকম্পোজিশন ক'রে এটা তৈরি করা হয়। প্রায় অলৌকিক নানান ওষুধ তৈরিতে ব্যবহার করা হয় এটা। ম্যান্ড্রাগোরা অফিশিনালিস, ঘুমের জন্য ভালো...'

'এবং জান্তব কামনা জাগানোর জন্যও,' আমার গুরুর মন্তব্য।

'লোকে সে-রকমই বলে, কিন্তু এখানে জিনিসটা সে-কাজে ব্যবহৃত হয় না, বুঝতেই পারছেন।' মুচকি হাসল সেভেরিনাস। তারপর একটা অ্যাম্পুল নামিয়ে এনে বললো, 'এবার এটা দেখুন, টাটি, চোখের অসুখে একবারে অলৌকিক কাণ্ড ঘটিয়ে দেবে।'

তাকের ওপর রাখা একটা পাথর ধরে গলায় বেশ আগ্রহ নিয়ে উইলিয়াম বলে উঠলেন, 'আর এটা কী?'

'ওটা? কিছুদিন আগে জিনিসটা দেয়া হয়েছে আমাকে। দেখে মনে হয় রোগনিরাময়সূচক গুণ রয়েছে এটার; কিন্তু এখনো ঠিক বুঝতে পারিনি সেগুলো কী। আপনি চেনেন এটা?'

'চিনি,' উইলিয়াম বললেন, 'তবে ওষুধ হিসেবে নয়।' পোশাকের ভেতর থেকে তিনি ছোট্ট একটা ছুরি বের করলেন। তারপর আস্তে ক'রে সেটা পাথরটার কাছে ধরলেন। অত্যন্ত আলতো হাতে ধরা ছুরিটা পাথরটার কাছে আসতেই দেখতে পেলাম ফলাতে একটা আকস্মিক গতির সঞ্চার হলো, যেন উইলিয়াম তাঁর কবজিটা নড়িয়েছেন, যদিও সেটা একেবারে স্থির ছিল। তো, এরপরে, ফলাটা মৃদু এটা ধাতব শব্দ ক'রে পাথরটার সঙ্গে লেগে গেল।

'দেখলে তো,' উইলিয়াম আমাকে বললেন, 'এটা লোহাকে আকর্ষণ করে।'

'আর, এটার ব্যবহার কী?' আমি জিগ্যেস করলাম।

'অনেক ধরনের ব্যবহার আছে এটার। বলব আমি তোমাকে সেসবের কথা। কিন্তু আপাতত আমি সেভেরিনাস আপনার কাছে জানতে চাইব, এখানে কি এমন কিছু আছে যা মানুষের প্রাণ কেড়ে নিতে পারে?'

সেভেরিনাস কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন, এবং তার জবাবের স্পষ্টতা বিচার ক'রে বলতে হয়,একটু বেশিই সময় নিলেন। 'অনেক কিছুই আছে। আমি আগেই বলেছি, বিষ আর ওষুধের মধ্যে ফারাক খুবই সূক্ষ্ম; দুটোর জন্যই গ্রীকরা "ফারমাকন" শব্দটা ব্যবহার করে।'

'সেসবের কোনো কিছু গত কয়েক দিনে এখান থেকে সরানো হয়নি, এই তো?'

BanglaBook.org

আবার কিছুক্ষণ ভাবলেন সেভেরিনাস, তারপর যেন, শব্দের ওজন ক'রে বললেন, 'গত কয়েক দিনের মধ্যে নয়।'

'আর অতীতে?'

'কে জানে? আমার মনে পড়ছে না। তিরিশ বছর হলো এই মঠে আছি। তার মধ্যে পঁচিশ বছরই এই শুশ্রূষাগারে।'

'মানবিক স্মৃতির পক্ষে বড্ড বেশি সময়,' স্বীকার করলেন উইলিয়াম। তারপর হঠাৎ ক'রে তিনি বললেন, 'গতকাল আমরা কিছু গাছগাছড়া নিয়ে আলাপ করছিলাম যেগুলো স্বপ্নাবেশ সৃষ্টি করতে পারে। সেসব কোনগুলো?'

সেভেরিনাসের ক্রিয়াকলাপ আর মুখের অভিব্যক্তি প্রসঙ্গটা এড়াবার একটা তীব্র ইচ্ছে ব্যক্ত করল। 'আমাকে ভেবে দেখতে হবে, বুঝলেন। কত যে আশ্চর্য জিনিসপত্র আছে আমার এখানে! তারচেয়ে বরং ভেনানশিয়াসের মৃত্যু নিয়ে কথা বলি আমরা। আপনার কী মনে হয়?'

'আমাকে ভেবে দেখতে হবে,' উইলিয়াম বললেন।

টীকা

১. **টেক্সট** : 'Benedicamus Domino   Deo Gratias

অনুবাদ : 'চলো আমরা সদাপ্রভুর জয়গান করি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।'

ভাষ্য : সকালের প্রথম ভাগে 'চলো আমরা সদাপ্রভুর জয়গান করি' ব'লে সন্ন্যাসীদের ঘুম ভাঙানো হতো। একথার প্রত্যুত্তরে 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ' বলাই ছিল রীতি।

২. **টেক্সট** : 'Domine labia mea aperies et os meum annuntiabit laudem tuam।'

অনুবাদ : 'হে প্রভু, আমার মুখ খুলে দাও, আমি তোমার প্রশংসা প্রচার করব।' (গীতসংহিতা, Psalms ৫১:১৫)

৩. **টেক্সট** : 'Venite exultemus'

অনুবাদ : 'এসো, আমরা আনন্দোল্লাস করি।' (গীতসংহিতা Psalms ৯৫:১)

৪. **হেবডোমেডিয়ারি** : গীর্জা বা মঠের কোনো সদস্য যিনি চ্যাপ্টার মাস্ গাইবার জন্যে কিংবা প্রার্থনা পুস্তক পাঠের জন্যে এক হপ্তার জন্যে নিযুক্ত হয়েছেন।

৫. **টেক্সট** : 'Te Deum (Laudamus)'

অনুবাদ : 'হে ঈশ্বর, আমরা তোমার প্রশংসা করি।'

BanglaBook.org

ভাষ্য : গীর্জার প্রার্থনা সংগীত নামে পরিচিত Te Denum প্রাচীন খৃষ্টীয় স্তবগান। লুথারান গীর্জা, রোমান ক্যাথলিক গীর্জায় এটি নিয়মিত গাওয়া হয়। সম্ভবত চতুর্থ শতকের শেষে বা পঞ্চম শতকের গোড়াতে রুমানিয়ার বিশপ নিসেটাস কর্তৃক রচিত। যদিও আগে মনে করা হতো সন্ত অ্যাম্‌ব্রোস এটির রচয়িতা।

৬. **টেক্সট :** 'অধর্ম ও ছলমাত্র' (গীতসংহিতা, Psalms ৩৬-১, ৩; বাইবেল, পুরাতন নিয়ম)

৭. **টেক্সট :** 'Deus qui est sanctorum splendor mirabilis' এবং 'Iam lucis orto sidere।'

অনুবাদ 'ঈশ্বর, যিনি সন্তদের বিস্ময়কর দীপ্তি' এবং 'আলোর তারকা এরই মধ্যে উদিত হয়েছে।'

ভাষ্য : দ্বিতীয় স্তোত্রটি *Carmina Burana*-তে (১১৯) পাওয়া যাবে, এবং সেটি অন্তত ৫ম শতকে রচিত।

৮. **প্যালিম্পসেস্ট :** যে-পাণ্ডুলিপি থেকে মূল লেখা মুছে দিয়ে নতুন ক'রে লেখবার জায়গা ক'রে নেয়া হয়েছে।

৯. **টেক্সট :** 'Omnis mundi creatura, quasi liber et scriptura...'

অনুবাদ : 'জগতের প্রতিটি প্রাণী/বাইবেল এবং বইয়ের মতো'

ভাষ্য : এখানে আদ্‌সো এলানুস দে ইনসুলিস-এর 'pictura'-র স্থানে 'scriptura' ব্যবহার করেছেন।

১০. **টেক্সট :** 'বিলিত্রি বা বু-বা-বুফা' – বাংলায় যেমন, হিং টিং ছট।

১১. **টেক্সট :** 'credo in unum Deum'

অনুবাদ : আমি এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করি

১২. **Simple :** এক উপাদানবিশিষ্ট ওষুধ।

১৩. **ক্যাথে :** Cathay, চীন।

BanglaBook.org

দ্বিতীয় দিন

প্রাইম

যেখানে উপসালার বেন্নো গোপনে কিছু কথা জানায়, আর কিছু কথা জানায় বেরেঙ্গার, অন্যদিকে আদ্‌সো জানতে পারে সত্যিকার অনুতাপের মানে।

ভয়ংকর ঘটনাটা সন্ন্যাসীর এই দলটিকে বিপর্যস্ত ক'রে ফেলেছিল। লাশটি আবিষ্কারের পর যে তালগোল পাকানো পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল তাতে পবিত্র প্রার্থনাকাজে বাধা পড়েছিল। মোহান্ত চটজলদি সন্ন্যাসীদের কয়্যারে ফেরত পাঠালেন, তাদের ব্রাদারের আত্মার জন্য প্রার্থনা করার জন্য।

সন্ন্যাসীদের গলা ভেঙে গিয়েছিল। উইলিয়াম আর আমি এমন একটা জায়গা বসার জন্য বেছে নিলাম যেখান থেকে প্রার্থনার যে-সময়টায় সন্ন্যাসীদের মস্তকাবরণটা টেনে দেয়ার দরকার রইল না সে-সময় আমরা তাদের মুখগুলো দেখতে পাচ্ছিলাম। বেরেঙ্গারের মুখটা দেখতে পেলাম দু'জনেই। পাণ্ডুর, ক্লান্ত, যন্ত্রণাক্লিষ্ট, ঘামে চকচকে।

তার পাশেই আমরা মালাকিকে লক্ষ করলাম। কালো. ভ্রুকুঞ্চিত, ভাবলেশহীন মুখ। মালাকির পাশে একই রকম ভাবলেশহীন মুখ অন্ধ ইয়র্গের। অন্যদিকে, অলংকারশাস্ত্রের পণ্ডিত, যাঁর সঙ্গে স্ক্রিপ্টোরিয়মে আমাদের গতকাল দেখা হয়েছিল, সেই উপসালার বেন্নোর হতচকিত ঘোরাফেরা নজর এড়াল না আমাদের; দেখলাম মালাকির দিকে সে বারবার চকিত দৃষ্টি হানছে। উইলিয়াম মন্তব্য করলেন : বেন্নো নার্ভাস, বেরেঙ্গার ভীত। এক্ষুনি ওদের জেরা করা দরকার।'

'কেন?' আমি নিরীহভাবে শুধালাম।

'আমাদের কাজটা কঠিন,' উইলিয়াম বললেন। 'কঠিন কাজ ইনকুইযিটরের, যাকে আঘাত করতে হয় সবচেয়ে দুর্বল লোকটিকে, তাদের সবচেয়ে দুর্বল মুহূর্তে।'

সত্যি বলতে, প্রার্থনা শেষ হতে না হতে বেন্নোকে ধরে ফেললাম আমরা, গ্রন্থাগারের দিকে যাচ্ছিল সে। উইলিয়াম তাকে ডাকছেন দেখে বিরক্ত বলে মনে হলো তাকে, কীসব কাজ আছে বলে মৃদুস্বরে কিছু অজুহাত দেখল বিড়বিড় ক'রে। স্ক্রিপ্টোরিয়ামে ঢোকার তার বেশ তাড়া আছে বলে মনে হলো। কিন্তু আমার গুরু তাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে মোহান্তের বিশেষ অনুরোধে তিনি একটা তদন্ত চালাচ্ছেন এবং তারপর তাকে ক্লয়স্টারের দিকে নিয়ে এলেন।

ভেতরের দেওয়ালের ওপর বসলাম আমরা। উইলিয়াম কী বলেন তা শোনার জন্য অপেক্ষা ক'রে রইল বেন্নো, আর খানিক পরপর এডিফিকিয়ুমের দিকে তাকাতে লাগল।

'তো,' উইলিয়াম জিগ্যেস করলেন, 'সেদিন তুমি যখন বেরেঙ্গার, ভেনানশিয়াস, মালাকি আর

BanglaBook.org

ইয়র্গের সঙ্গে আদলমোর মার্জিন-মন্তব্য নিয়ে আলাপ করছিলে তখন কে কী বলছিল?'

'সে তো আপনি গতকালই শুনেছেন। ইয়র্গে বলছিলেন যে, যেসব বই সত্য ধারণ করে সেসব বইয়ের অলংকরণে হাস্যরসাত্মক ছবি ব্যবহার করা সংগত নয়। তখন ভেনানশিয়াস মন্তব্য করে যে সত্যকে আরো ভালোভাবে প্রকাশ করার হাতিয়ার হিসেবে অ্যারিস্টটল নিজেই রসাত্মক ও চাতুর্যভরা উক্তি আর কথা নিয়ে খেলার কথা বলেছেন, কাজেই সত্যের বাহন হতে পারলে হাসি সে-রকম মন্দ কোনো জিনিস হতে পারে না। ইয়র্গে বললেন, যদ্দূর তাঁর মনে পড়ে, অ্যারিস্টটল তাঁর *পোয়েটিক্স* বা *কাব্যশাস্ত্র* বইটিতে রূপক নিয়ে আলোচনা করার সময় এ কথা বলেছেন। আর সেটাও দুটো গোলমেলে পরিস্থিতিতে, প্রথমত, কারণ, সম্ভবত ঐশ্বরিক বিধানের বলে খৃষ্টজগতে বহুদিন যাবত অপরিচিত *কাব্যশাস্ত্র* বইটি মুরদের (Moor) মাধ্যমে আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে...'

'কিন্তু সেটা তো অ্যাঞ্জেলিক শিক্ষক অ্যাকুইনোর এক বন্ধু লাতিনে অনুবাদ করেছিলেন,' উইলিয়াম বললেন।

'সেই কথাই আমি বলেছিলাম তাঁকে,' মুহূর্তে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে বেন্নো উত্তর দিলেন। 'গ্রীক আমার ভালো ক'রে পড়া নেই; সত্যি বলতে কী, আমি সেই মহান বইটি মোয়েরবেক-এর উইলিয়ামের[১] অনুবাদেই পড়তে পেরেছিলাম ঠিক ক'রে। হ্যাঁ, ঠিক এই কথাটিই আমি বলেছিলাম। কিন্তু ইয়র্গে যোগ করলেন যে, অস্বস্তির দ্বিতীয় কারণটি হলো স্ট্যাজিরাইট ভদ্রলোক সে বইটিতে কাব্যালোচনা করেছেন, যা কিনা infima doctrina[২], এবং সেটা খণ্ড খণ্ড হিসেবে পাওয়া যায়। তখন ভেনানশিয়াস বলল, স্তোত্রগুলোও কাব্যের অন্তর্ভুক্ত, আর সেখানেও রূপকের ব্যবহার হয়; তাই শুনে ইয়র্গে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন কারণ তিনি বললেন স্তোত্রগুলো ঐশ্বরিক অনুপ্রেণার ফসল, রূপক সেখানে ব্যবহৃত হয় সত্যের বাহন হিসেবে, কিন্তু পেগান কবিরা রূপক ব্যবহার করে মিথ্যের বাহন হিসেবে, স্রেফ আনন্দের উদ্দেশ্যে, আর এই মন্তব্য শুনে আমি ভীষণভাবে আহত হই...'

'কেন?'

'কারণ আমি অলংকারশাস্ত্রের ছাত্র, পেগান বহু কবিতা আমার পড়া, আমি জানি...বা বলা যায়, আমি বিশ্বাস করি সেগুলোতে naturaliter[৩] খৃষ্টীয় সত্য রয়েছে।...সংক্ষেপে বললে, এইখানে এসে – আমার স্মরণশক্তি যদি ঠিকমতো কাজ করে – ভেনানশিয়াস অন্যান্য বইপত্তরের কথা বলে, আর তাতে ইয়র্গে ভীষণ রেগে যান।

'কোন বই-পত্তর?'

ইতস্তত করল বেন্নো। 'মনে নেই। কোন বইপত্তর নিয়ে কথা হয়েছিল তাতে কি এসে যায়?"

'অনেক কিছু এসে যায়, কারণ বইয়ের মধ্যেই, বইয়ের সঙ্গেই, বইয়ের মাধ্যমেই বসবাস করে এমন কিছু মানুষের জীবনে কী ঘটেছিল সেটাই আমরা বোঝার চেষ্টা করছি এখানে, কাজেই বই সম্পর্কে তাঁদের কথাবার্তাও খুব গুরুত্বপূর্ণ।'

BanglaBook.org

'তা অবশ্য সত্য,' বেন্নো বলল; প্রথমবারের মতো হাসল সে, প্রায় জ্বলজ্বল ক'রে উঠল তার মুখটা। 'বইয়ের জন্যই বাঁচি আমরা। বিশৃঙ্খলা আর ক্ষয়ের কর্তৃত্বাধীন এই দুনিয়ায় এটা একটা চমৎকার মিশন। আপনি তাহলে বুঝতে পারবেন সে-সময় কী ঘটেছিল। ভেনাসশিয়াস – যে গ্রীক জানে...যে গ্রীক খুব ভালো জানত – বলেছিল অ্যারিস্টটল তাঁর বইটার ২য় খণ্ডে বিশেষ ক'রে হাস্য-কৌতুক নিয়েই কথা বলেছেন, এবং তাঁর মতো একজন মহান দার্শনিক যদি একটি পুরো বই হাস্য-কৌতুক নিয়ে লিখতে পারেন তা হলে সেটা নিশ্চয়ই ফেলনা কোনো জিনিস নয়। ইয়র্গে বলেন ফাদারদের অনেকেই পাপ নিয়েই লিখেছেন গোটা বই, যা গুরুত্বপূর্ণ হলেও অশুভ, মন্দ। তখন ভেনানশিয়াস বলে তার যতটুকু জানা আছে অ্যারিস্টটল হাস্য-কৌতুককে ভালোই বলেছেন, এবং সেটাকে সত্যের হাতিয়ার হিসেবেই বর্ণনা করেছেন; আর তখন ইয়র্গে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তাকে জিগ্যেস করেন অ্যারিস্টটলের লেখা বইটা পড়ার সৌভাগ্য তার হয়েছে কি না; ভেনানশিয়াস তখন বলে কারোরই তা হয়নি, কারণ বইটা কখনোই পাওয়া যায়নি, এবং সম্ভবত সেটা চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেছে। আর সত্যি বলতে, মোয়ারবেক-এর উইলিয়ামের কাছেও বইটা ছিল না। ইয়র্গে তখন বলেন বইটা যদি কখনো পাওয়া না গিয়ে থাকে তাহলে তার কারণ সেটা লেখাই হয়নি আদৌ, কারণ ঈশ্বর চান না ফালতু জিনিস মহত্ত্ব পাক। আমি সবার মেজাজ ঠান্ডা করার চেষ্টা করলাম, কারণ ইয়র্গে খুব অল্পেই রেগে যান, আর ভেনানশিয়াসও তাকে রাগাবার জন্য ইচ্ছে ক'রেই এসব কথা বলছিল, কাজেই আমি বললাম কাব্যশাস্ত্র-র যে অংশ আমাদের পরিচিত সেখানে আর অলংকারশাস্ত্র-তে বুদ্ধিদীপ্ত ধাঁধার বিষয়ে বেশ কিছু বিচক্ষণ পর্যবেক্ষণ রয়েছে, এবং ভেনানশিয়াস আমার সঙ্গে সহমত হলো। তো, আমাদের সঙ্গে তিভোলির প্যাসিফিকাসও ছিল, পেগান কবিতার ওপর ভালো দখল আছে তার। সে বলল বুদ্ধিদীপ্ত ধাঁধার ব্যাপারে আফ্রিকার কবিদের কেউ টেক্কা দিতে পারবে না। আর তখন সে সত্যি সত্যিই সিম্ফোসিয়াস-এর মাছের ধাঁধাটা বলল

Est domus in terris, clara quae voce resultat.
Ipsa domus resonat, tacitus sed non sonat hospes.
Ambo tamen currunt, hospes simul et domus una.[8]

'তখন ইয়র্গে বললেন যীশু বলেছেন আমাদের কথাবার্তা স্রেফ "হ্যাঁ" আর "না"-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ হতে হবে, কারণ তার বেশি যা আসে তা শয়তানের কাছ থেকে আসে। কাজেই "মাছ" বোঝাতে স্রেফ "মাছ" বলাই যথেষ্ট, শব্দটার অন্তর্নিহিত ধারণা না লুকিয়ে। তিনি আরো বলেন আফ্রিকানদের আদর্শ হিসেবে নেয়াটা বিচক্ষণের লক্ষণ নয়।...আর তারপর...'

'তারপর?'

'তারপর এমন একটা ব্যাপার ঘটল আমি যার মানে বুঝলাম না। বেরেঙ্গার হঠাৎ হাসতে শুরু করল। ইয়র্গে তাকে ভর্ৎসনা করলে সে বলল সে হাসছে কারণ তার মনে হয়েছে যে আফ্রিকানদের মধ্যে ভালো ক'রে খুঁজে দেখলে একেবারে ভিন্ন ধরনের ধাঁধাও পাওয়া যাবে, আর সেগুলো মাছেরটার মতো এত সহজ নয়। মালাকি ওখানে ছিলেন, তিনি তো রেগে কাঁই, বেরেঙ্গারকে তার মস্তকাবরণটা ধ'রে টেনে তাকে তিনি তার কাজের জায়গায় পাঠিয়ে দিলেন।

BanglaBook.org

বেরেঙ্গার...চেনেন তো...ওঁর সহকারী...'

'আর তারপর?'

'তারপর ইয়র্গে ওখান থেকে প্রস্থান ক'রে আলোচনাটার ইতি টানলেন। আমরা সবাই যার যার কাজে চ'লে গেলাম। কিন্তু আমি যখন কাজ করছি তখন দেখলাম প্রথমে ভেনানশিয়াস আর তার পর আদেল্‌মো বেরেঙ্গারের দিকে এগিয়ে গিয়ে তাকে কী যেন জিগ্যেস করল। দূর থেকেই বোঝা গেল সে ওদের প্রশ্নটা পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু সেই দিন ওরা দু'জনেই আবার তার কাছে গিয়েছিল। আর তারপর সেদিন সন্ধ্যায় দেখলাম বেরেঙ্গার আর আদেল্‌মো রেফেকটরিতে বা খাবার ঘরে ঢোকার আগে ক্লয়স্টারে গল্পগুজব করছে। তো, এইটুকুই জানি আমি।'

'আসলে কি জানো, যে-দুজন মানুষ মাত্র কিছুদিন আগে রহস্যজনকভাবে মারা গেছে তারা বেরেঙ্গারের কাছে কিছু একটা চেয়েছিল,' উইলিয়াম বললেন।

বেরেঙ্গার অস্বস্তির সঙ্গে জবাব দিলো, 'আমি কিন্তু সে কথা বলিনি। সেদিন কী ঘটেছিল আমি কেবল সেটা বলেছি আপনাকে, কারণ আপনি তা জানতে চাইছিলেন...' এক মুহূর্ত ভাবল সে, তারপর চটজলদি যোগ করল, 'তবে আপনি যদি আমার মত জানতে চান তো বলি. বেরেঙ্গার ওদের কাছে গ্রন্থাগারের কিছু একটা নিয়ে কথা বলেছিল, কাজেই ওখানেও খোঁজ করা উচিত আপনার।"

'কেন? গ্রন্থাগারের কথা বলছ কেন? আফ্রিকানদের মধ্যে খোঁজার কথা বলে বেরেঙ্গার কী বুঝিয়েছিল? সে কি একথা বলতে চায়নি যে আফ্রিকান কবিদের লেখা আরো বেশি বেশি ক'রে পড়তে হবে?'

'হয়ত। সে-রকমই মনে হচ্ছে। কিন্তু তাতে মালাকির অমন রেগে কাঁই হওয়ার কী হলো? শত হলেও, আফ্রিকার কবিদের কোনো বই কাউকে দেয়া হবে কি না-হবে সে সিদ্ধান্ত তো তিনিই নেবেন। তবে আমি একটা কথা জানি : বইয়ের ক্যাটালগের পাতা ওলটালে কেবল গ্রন্থাগারিকরাই বুঝতে পারে এমন বিন্যাসের মধ্যে প্রায়ই একটা নির্দেশনা দেখা যাবে যেটাতে "আফ্রিকা" লেখা রয়েছে, আর আমি এমনকি আরো একটা পেয়েছি যেটাতে লেখা রয়েছে "finis Africae"[৫] একবার আমি ওই নির্দেশনা দেয়া আছে এমন একটা বই চেয়েছিলাম, এখন মনে পড়ছে না কোন্‌ বইই, যদিও সেটার নাম আমার মধ্যে বেশ কৌতূহল সৃষ্টি করেছিল; তখন মালাকিয়া আমাকে বলেছিলেন ওই নির্দেশনা সম্বলিত বইগুলো হারিয়ে গেছে। আমি এটুকুই জানি। আর সেজন্যই আমি বলছি আপনার কথাই ঠিক, বেরেঙ্গারের দিকে নজর রাখুন, খেয়াল রাখুন কখন সে গ্রন্থাগারে যায়। বলা তো যায় না।'

'ঠিক। বলা তো যায় না,' উইলিয়াম এ কথা বলে কথার সমাপ্তি টেনে বেন্নোকে ছেড়ে দিলেন। তারপর আমাকে নিয়ে ক্লয়স্টারে হাঁটতে লাগলেন, এবং মন্তব্য করলেন, প্রথম কথা বেরেঙ্গার আরো একবার ব্রাদারদের মধ্যে কানাঘুষার বস্তু হয়েছিল; আর দ্বিতীয় কথা হলো, বেরেঙ্গার সম্ভবত আমাদেরকে গ্রন্থাগারের দিকে ঠেলে দিতে বেশ উৎসাহী। আমি মন্তব্য করলাম সম্ভবত সে চায়

BanglaBook.org

আমরা ওখানে এমন কিছু আবিষ্কার করি যে-ব্যাপারে তারও জানার আগ্রহ আছে; তখন উইলিয়াম বললেন সেটাই সম্ভবত কারণ, তবে এটাও সম্ভব যে আমাদের নজর গ্রন্থাগারের দিকে ফিরিয়ে সে হয়ত অন্য কোনো স্থান আমাদের কাছ থেকে আড়াল করতে চাইছে।'

'যেমন?'

কিন্তু উইলিয়াম বললেন তা তিনি জানেন না, হয়ত স্ক্রিপটোরিয়াম, হয়ত রান্নাঘর, কিংবা হয়ত কয়্যার, বা ডরমিটরি, অথবা ইনফার্মারি (হাসপাতাল)। আমি মন্তব্য করলাম যে গতকাল তিনি – স্বয়ং উইলিয়ামই – গ্রন্থাগারের ব্যাপারে তাঁর মুগ্ধতা প্রকাশ করেছিলেন, আর তার জবাবে তিনি বললেন তিনি নিজের পছন্দে কোনো কিছু সম্পর্কে আকৃষ্ট হতে চান, অন্যের পরামর্শ অনুযায়ী নয়। তবে গ্রন্থাগারটা নজরে রাখা উচিত, তিনি বলে চললেন, আর এই পর্যায়ে কোনোভাবে ওটার ভেতর ঢুকতে পারলে মন্দ হতো না। সামগ্রিক পরিস্থিতি তার কৌতূহলকে এখন একটা বৈধতা দান করেছে, আর সেটা মঠের রীতিনীতি ও আইনের প্রতি ভদ্রতা আর সম্মানের গন্ডির মধ্যেই।

আমরা ক্লয়স্টার ত্যাগ করলাম। ভৃত্য আর নবিশেরা গীর্জা থেকে বেরিয়ে আসছে মাস্-এর পর। এবং আমরা যখন গীর্জার পশ্চিম ধার দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি, দেখলাম বেরেঙ্গার ট্রান্সেপ্টের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসছে, সমাধিটা পেরিয়ে এডিফিকিয়ুমের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। উইলিয়াম ডাকলেন তাকে, সে থেমে দাঁড়াল, আমরা এগিয়ে তার নাগাল ধরলাম। কয়্যারে যখন দেখেছিলাম তখন যতটা মনে হয়েছিল তার চাইতে বেশি বিহ্বল মনে হলো এখন তাকে, আর স্পষ্টতই উইলিয়াম তার এই মানসিক অবস্থাটার সুযোগ নিতে চাইলেন, যেমনটা তিনি বেন্নোর ক্ষেত্রে নিয়েছিলেন।

তিনি বললেন, 'তাহলে মনে হচ্ছে আদেল্‌মোকে সবার শেষে যে জীবিত দেখেছে সে তুমি, কী বলো?'

বেরেঙ্গারকে হতভম্ব দেখাল, যেন সে এখুনি মূর্ছা যাবে। দুর্বল কণ্ঠে সে বলে উঠল, 'আমি?' প্রশ্নটা উইলিয়াম এমনিই করেছিলেন, সম্ভবত এই জন্য যে বেন্নো তাঁকে বলেছিল দু'জনকে সে ভেসপার্সের পর ক্লয়স্টারে আলাপ করতে দেখেছিল। কিন্তু সেটা নিশ্চয়ই জায়গা মতো গিয়ে আঘাত করেছিল, আর পরিষ্কার বোঝা গেল বেরেঙ্গার আরেকটি সাক্ষাতের কথা ভাবছে, যেটা কিনা সত্যিই শেষ সাক্ষাৎ ছিল, কারণ সে থতমত খাওয়া গলায় কথা বলতে শুরু করল।

'আপনি কী ক'রে কথাটা বললেন? আমি তো অন্য সবার মতোই শুতে যাওয়ার আগে তাকে দেখেছিলাম।'

তখন উইলিয়াম ঠিক করলেন কোনো রকম ছাড় না দিয়ে তাকে চেপে ধরলে কাজ হতে পারে।

'না, এরপর তুমি তাকে আবার দেখেছিলে, আর, সত্যি স্বীকার করতে চাও তার চাইতে বেশি জানো তুমি। কিন্তু এখানে দু'দুটো মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে, কাজেই তুমি নীরব থাকতে পারো না। তুমি জানো মানুষকে কথা বলাবার অনেক উপায় আছে!'

BanglaBook.org

উইলিয়াম আমাকে প্রায়ই বলতেন যে এমনকি তিনি যখন ইনকুইযিটর ছিলেন তখনো তিনি সব সময়ই অত্যাচার এড়িয়ে চলতেন; কিন্তু বেরেঙ্গার তাঁকে ভুল বুঝল (অথবা হয়ত উইলিয়ামই চেয়েছিলেন লোকটা তাকে ভুল বুঝুক)। সে যা-ই হোক, কৌশলটা কাজে দিলো।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' কান্নায় ভেঙে প'ড়ে বেরেঙ্গার বলে উঠল। 'সেই সন্ধ্যায় আদেল্‌মোকে দেখেছিলাম আমি।'

'কিভাবে?' উইলিয়াম জিগ্যেস করলেন। 'পাহাড়ের গোড়ায়?'

'না, না, এই গোরস্থানেই দেখি আমি তাকে; কবরগুলোর ভেতর ঘুরে বেড়াচ্ছিল সে, ভূতগুলোর মধ্যে একটা ভূতের মতো। আমি তার কাছে যাই, আর মুহূর্তের মধ্যেই বুঝতে পারি আমার সামনে যে দাঁড়িয়ে আছে সে জীবিত কোনো মানুষ নয়; মুখটা তার লাশের মুখ যেমন হয় তেমনি, আর চোখগুলো এরই মধ্যে চিরন্তন শাস্তি দেখে ফেলেছে। স্বভাবতই, মাত্র পরের দিনই, যখন তার মৃত্যুসংবাদ শুনলাম, তখন আমি বুঝলাম আগের দিন ওর ভূতের সঙ্গেই দেখা হয়েছিল আমার, কিন্তু এমনকি সেই মুহূর্তেও আমি উপলব্ধি করছিলাম আমি একটা অতিপ্রাকৃত দৃশ্য দেখছি, আর আমার সামনে একটা অভিশপ্ত আত্মা দাঁড়িয়ে রয়েছে, ঠিকঠাক সমাধি না-হওয়া প্রতিহিংসাপরায়ণ অপচ্ছায়া একটা... ওহ্ ঈশ্বর! কী যে গুরুগম্ভীর গলায় সে আমার সঙ্গে কথা বলল!'

'তা, সে কী বলল সে?'

"আমি অভিশপ্ত!" সে আমাকে এই কথাটাই বলেছিল। "এই যে আমাকে দেখছ তুমি এখানে এই আমি আসলে নরক থেকে ফিরে আসা একজন লোক, আর আমাকে নরকেই ফিরে যেতে হবে।" এই কথাগুলো বলেছিল সে আমাকে। তখন আমি আর্তনাদ ক'রে উঠে তাকে বললাম, "আদেল্‌মো, তুমি কি সত্যিই নরক থেকে ফিরে এসেছ? নরকযন্ত্রণা কেমন বলতে পারো?" আমি তখন ভয়ে কাঁপছি রীতিমতো, কারণ একটু আগেই আমি কমপ্লিনের উপাসনা থেকে এসেছি, যেখানে প্রভুর ক্রোধের ওপর লেখা কথাগুলো পড়তে শুনেছিলাম। আদেল্‌মো তখন আমাকে বলল, "ভাষায় যা প্রকাশ করা সম্ভব নরকযন্ত্রণা তার চাইতে অনন্ত পরিমাণে বেশি। এই যে দেখছ, কূটতর্কবিদ্যার এই যে অঙ্গাবরণ (কেইপ অভ্ সফিযম) প'রে আছি আমি, দিনভর এটা আমাকে নির্যাতন করেছে, এমনভাবে এটা আমার ওপর চেপে আছে যে প্যারিসের সবচাইতে উঁচু টাওয়ারটা, পৃথিবীর সবচাইতে উঁচু পাহাড়টা আমার পিঠের ওপর চেপে বসেছে। আমার পক্ষে কোনোদিনই ওটা নামিয়ে রাখা সম্ভব হবে না। আমার অহমিকার জন্য ঐশ্বরিক বিচারেই আমি এই সাজাপ্রাপ্ত হয়েছি, এ কথা বিশ্বাস করার জন্য যে আমার দেহ ইন্দ্রিয়সুখের এক ক্ষেত্র, আর সবার চাইতে বেশি জানি এই গরিমার জন্য, আর জঘন্য জিনিস উপভোগ করার জন্য, যে-সমস্ত জঘন্য জিনিস আমার কল্পনায় পরম যত্নে লালিত হয়ে আমার আত্মার ভেতরে ঢের বেশি জঘন্য জিনিসের জন্ম দিয়েছে, আর এখন অনন্তকাল ওগুলো নিয়েই আমাকে থাকতে হবে। আলখাল্লাটার এই আস্তরটা (lining) দেখতে পাচ্ছ? এর পুরোটা যেন কয়লা আর তীব্র আগুন, আর এই আগুনই পোড়াচ্ছে দেহটা

অম্বর, আর এই শাস্তি আমাকে দেয়া হয়েছে আমার অসৎ যৌন অনাচারের কারণে, যার পাপের কথা আমার জানা ছিল, যে-পাপ আমি লালন করেছি, আর এই আগুন এখন আমাকে অহর্নিশ জ্বলাচ্ছে, পোড়াচ্ছে! তোমার হাতটা আমাকে দাও, সুদর্শন গুরু আমার," সে আমাকে আবার বলল, "যাতে তোমার সঙ্গে আমার এই সাক্ষাৎ একটা যথার্থ শিক্ষা হতে পারে, তুমি আমাকে যত শত শিক্ষা দিয়েছ তার বদলে। তোমার হাতটা, সুদর্শন গুরু আমার..." এই বলে সে তার জ্বলন্ত হাতের আঙুলটা নাড়া দিলো আর আমার হাতে তার ঘামের একটা ছোট্ট ফোঁটা এসে পড়ল; মনে হলো যেন হাতটা ফুটো হয়ে গেল আমার। বেশ কিছুদিন সেই চিহ্নটা বয়ে বেড়িয়েছি, সবার কাছ থেকে কেবলই লুকিয়ে রেখেছি। তো, এরপর সে গোরস্থানের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল, আর পরের দিন সকালে জানতে পারলাম তার দেহ, যেটা আমাকে এত ভয় পাইয়ে দিয়েছিল, সেটা খাড়া পাহাড়ের পাদদেশে ম'রে পড়ে আছে।'

বেরেঙ্গার হতশ্বাস, কাঁদছে। উইলিয়াম তাকে জিগ্যেস করলেন, 'কিন্তু তোমাকে সে সুদর্শন গুরু বলছিল কেন? তোমাদের তো একই বয়েস। তুমি কি কিছু শিখিয়েছিলে তাকে?'

মস্তকাবরণটা টেনে দিয়ে বেরেঙ্গার নিজের মাথাটা লুকালো, এবং উইলিয়ামের পা দুটো জড়িয়ে ধ'রে হাঁটু গেঁড়ে বসে পড়ল। 'আমি জানি না আমাকে সে কেন ওই নামে ডেকেছিল। ওকে আমি কখনো কিছু শেখাইনি!' এই বলে সে কান্নায় ভেঙে পড়ল। 'আমার খুব ভয় হচ্ছে, ফাদার। আমি আপনার কাছে সব স্বীকার (কনফেস) করতে চাই। দয়া করুন, একটা শয়তান আমার পেটের নাড়িভুঁড়ি সব খেয়ে ফেলছে।'

উইলিয়াম তাকে ঠেলে সরিয়ে দিলেন, একটা হাত বাড়িয়ে দিলেন তাকে নিজের পায়ে দাঁড় করাতে। তিনি বললেন, 'না, বেরেঙ্গার। আমাকে তোমার স্বীকারোক্তি শুনতে বলো না। তোমার মুখ খুলে তুমি আমারটা বন্ধ ক'রে দিয়ো না। তোমার কাছ থেকে আমি যা জানতে চাই তা তুমি আমাকে অন্যভাবে বলবে। আর যদি আমাকে না বলো, আমি তা নিজেই বের ক'রে নেব। যদি চাও, আমার দয়া প্রার্থনা করতে পারো, কিন্তু আমার মুখ বন্ধ রাখতে বোলো না। বড্ড বেশি লোকজন মুখ বন্ধ ক'রে রয়েছে এই মঠে। তার চাইতে বরং আমাকে বলো সে-রাতটা যদি নিকষ কালোই হবে তাহলে কী ক'রে তার পাণ্ডুর মুখটা তুমি দেখতে পেলে, সে-রাতটা যদি শিলাবৃষ্টি আর তুষারপাতেরই রাত হবে তাহলে কী ক'রে সে তোমার হাত পোড়াল, আর তুমি তখন গোরস্থানে কী করছিলে। এসো–' এই বলে তিনি নিষ্ঠুরভাবে তার দুকাঁধ ঝাঁকি দিলেন, 'অন্তত এই কথা বলো আমাকে!'

বেরেঙ্গারের গোটা শরীর থরথর ক'রে কাঁপছিল। 'জানি না গোরস্থানে আমি কী করছিলাম, মনে নেই আমার, আমি জানি না কী ক'রে তার মুখটা দেখতে পেয়েছিলাম আমি, সম্ভবত একটা আলো ছিল আমার কাছে, না...ওর কাছে আলো ছিল, একটা আলো হাতে ছিল তার...সম্ভবত সেই আলোর শিখায় আমি ওর মুখটা দেখেছিলাম...'

'তখন নাকি বৃষ্টি হচ্ছিল, বরফ পড়ছিল, তাহলে কী ক'রে তার হাতে আলো থাকবে?'

BanglaBook.org

'তখন কমপ্লিন শেষ হয়েছে, সবে কমপ্লিন শেষ হয়েছে, তখনো বরফ পড়ছিল না, বরফ পড়া শুরু হয়েছিল আরো পরে...আমার মনে আছে আমি যখন গোরস্থানের দিকে ছুটে পালাচ্ছিলাম তখন প্রথম ঝাপটাটা শুরু হয়...আমি ডরমিটরির দিকে পালাচ্ছিলাম, আর ভূতটা যাচ্ছিল ঠিক উলটো দিকে...তারপরে আর কিছু জানি না আমি; আমার স্বীকারোক্তি যদি না শুনতে চান তাহলে দয়া ক'রে আমাকে আর কোনো কিছু জিগ্যেস করবেন না।'

'বেশ,' উইলিয়াম বললেন, 'যাও, কয়্যারে যাও, প্রভুর সঙ্গে কথা বলতে যাও, যেহেতু মানুষের সঙ্গে তুমি কথা বলবে না, অথবা গিয়ে কোনো সন্ন্যাসীকে খুঁজে বের করো যে তোমার কনফেশন শুনতে রাজি, কারণ সেই ঘটনার পরে এখন পর্যন্ত যদি কনফেস না ক'রে থাকো তাহলে তোমার স্যাকরামেন্ট মোটেই বিধিসম্মত হয়নি। যাও। পরে দেখা হবে আমাদের।'

এক ছুটে অদৃশ্য হয়ে গেল বেরেঙ্গার। আর উইলিয়াম তাঁর হাতজোড়া পরস্পরের সঙ্গে ঘষলেন, যেমনটা তাঁকে আগেও অনেকবার করতে দেখেছি যখন তিনি কোনো ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয়েছেন।

তিনি বললেন, 'চমৎকার। অনেক কিছু এবার পরিষ্কার হলো।'

আমি বললাম, 'পরিষ্কার, গুরু? এসবের সঙ্গে আদেল্‌মোর ভূত যোগ হওয়ার পরেও?'

'বৎস, আদ্‌সো,' উইলিয়াম বললেন, 'ওই ভূতটাকে কিন্তু খুব একটা ভৌতিক বলে মনে হচ্ছে না আমার; আর যত যা-ই বলো, সে আসলে একটা পাতা থেকে মুখস্থ বলে যাচ্ছিল যেটা আমি যাজকদের ব্যবহারের উদ্দেশে লেখা একটা বইয়ে পড়েছি। এই সন্ন্যাসীরা সম্ভবত বড্ড বেশি পড়ে, আর যখন উত্তেজিত অবস্থায় থাকে তখন তারা বইয়ে পড়া ওইসব দৃশ্যের কথা কল্পনা ক'রে নেয়। জানি না আদেল্‌মো আদতেই ওসব কথা বলেছিল কি না, বা বেরেঙ্গারের তখন ওসব কথা শোনার দরকার ছিল বলেই কথাগুলো শুনেছিল কি না সে। আসল কথা হলো, এই কাহিনীটা আমার বেশ কিছু ধারণা সত্যি বলে প্রমাণ করল। যেমন আদেল্‌মোর মৃত্যুটা একটা আত্মহত্যা, এবং বেরঙ্গারের গল্পটা আমাদেরকে এ কথা জানাচ্ছে যে, মৃত্যুর আগে সে প্রচণ্ড অস্থির অবস্থায় ছোটাছুটি করছিল, আর, কোনো একটা কাজ ক'রে ফেলার কারণে তীব্র অনুশোচনায় ভুগছিল। তার পাপের কারণে সে অত্যন্ত অস্থির আর ভয়ার্ত ছিল, কারণ কেউ তাকে ভয় দেখিয়েছিল, এবং সম্ভবত সে তাকে ঠিক সেই নারকীয় অপচ্ছায়ার ঘটনার কথা বলেছিল যা সে বেরেঙ্গারের কাছে এমন মায়া-বিভ্রম সম্পন্ন নৈপুণ্যের সঙ্গে বর্ণনা করেছিল। এবং সে গোরস্থানের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিল কারণ সে কয়্যার থেকে বেরিয়ে এসেছিল যেখানে সে কারো কাছে বিশ্বাস ক'রে কোনো গোপন কথা বলেছিল (অথবা *কনফেস* করেছিল), আর এই মানুষটির কথায় তার মনে প্রচণ্ড ভয় ও তীব্র অনুশোচনার সৃষ্টি হয়েছিল। তো, গোরস্থান থেকে সে ডরমিটরির উলটো দিকে যাচ্ছিল, বেরেঙ্গার আমাদেরকে যেমন জানিয়েছে। তারপর সে গেছে এডিফিকিয়ুমের দিকে, আর তারপর, (এ-ও সম্ভব) আস্তাবলগুলোর পাশে বাইরের দেওয়ালের দিকে, যেখান থেকে, আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, সে নিশ্চয়ই খাদে লাফিয়ে পড়েছিল। এবং সে খাদে লাফিয়ে পড়েছিল ঝড় আসার আগে, আর

BanglaBook.org

মারা গিয়েছিল দেওয়ালের পাদদেশেই, এবং তার পরে ভূমিধসটা তার মৃতদেহটাকে উত্তর আর পুব দিকের টাওয়ার দুটোর মাঝখানে এনে ফেলেছিল।'

'কিন্তু সেই জ্বলন্ত ঘামের বিষয়টা?'

'বেরেঙ্গার যে-গল্পটা শুনে পরে আবার বর্ণনা করেছিল, বা কল্পনা ক'রে নিয়েছিল, সেই গল্পের মধ্যেই ওটার কথা ছিল আসলে। কারণ আদেল্‌মোর তীব্র অনুশোচনার একটা বিপরীত গতিছন্দও (antistrophe) রয়েছে, আর সেটা হচ্ছে বেরেঙ্গারের তীব্র অনুশোচনা: তুমি শুনেছ সেটার কথা। আর আদেল্‌মো যদি কয়্যার থেকে এসে থাকে তাহলে সম্ভবত তার হাতে একটা সরু মোমবাতি ছিল, এবং তার বন্ধুর হাতের ফোঁটাটা ছিল নেহাতই মোমের ফোঁটা। কিন্তু বেরেঙ্গারের কাছে যে সেটা অনেক বেশি জ্বলন্ত বলে মনে হয়েছে তার কারণ আদেল্‌মো নিশ্চয়ই তাকে তার গুরু বলে ডেকেছিল। এটা তাহলে একটা চিহ্ন বা লক্ষণ যে আদেল্‌মো তাকে এমন কিছু শেখানোর জন্য ভর্ৎসনা করছিল যা তার মধ্যে চরম হতাশার জন্ম দিয়ে তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছিল। আর বেরেঙ্গার সেকথা জানে, সে-ও কষ্ট পাচ্ছে কারণ সে আদেল্‌মোকে এমন কিছু করতে বাধ্য ক'রে তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে যা আদেল্‌মোর করা উচিত হয়নি। আর সেটা কী তা আমাদের সহকারী গ্রন্থাগারিকের কথা শোনার পর ভেবে নিতে কষ্ট হওয়ার কথা নয়, বেচারা আদ্‌সো আমার।"

'আমার ধারণা, দুজনের মধ্যে কী ঘটেছিল তা আমি বুঝতে পারছি,' আমার নবলব্ধ প্রজ্ঞার কারণে অস্বস্তির সঙ্গে আমি বললাম, 'কিন্তু আমরা প্রত্যেকেই কি এক করুণাময় ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না? আপনি বলছেন আদেল্‌মো সম্ভবত কনফেস করছিল; কিন্তু সে কেন তার প্রথম পাপের প্রায়শ্চিত্ত নিশ্চিতভাবেই আরো বড়ো, কিংবা অন্তত সমান গুরুত্বের একটা পাপের মাধ্যমে করতে গেল?'

'কারণ, কেউ তাকে চরম আশাহীনতার কথা শুনিয়ে থাকবে। আগেই বলেছি, আধুনিক কালের কোনো যাজকের কোনো লেখা নিশ্চয়ই কাউকে সেকথা ফের বলতে উসকে দিয়েছে যা আদেল্‌মোকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল, আর সেই কথাগুলো বলে আদেল্‌মো বেরেঙ্গারকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। আগে যা কখনো হয়নি, গত কয়েক বছর ধরে জনসাধারণের মধ্যে ধর্মনিষ্ঠা, আতঙ্ক আর আকুলতা এবং জাগতিক ও ঐশ্বরিক আইনকানুনের প্রতি বাধ্যতা জাগিয়ে তুলতে যাজকরা মর্মপীড়াদায়ক কথাবার্তা আর প্রাণঘাতী হুমকি ব্যবহার করেছেন। আগে যা কখনো হয়নি, আমাদের সময়ে আত্মনিগ্রহকারীদের (flagellants) মিছিলের মাঝে যীশু আর কুমারীর যন্ত্রণার প্রভাবে উৎসারিত পবিত্র হাহাকার ধ্বনি শোনা গেছে, নারকীয় যন্ত্রণার বর্ণনার মাধ্যমে সহজ-সরল লোকজনের বিশ্বাস জোরদার করার জন্য এমন জবরদস্তি আগে কখনো দেখা যায়নি আজ যেমনটা দেখা যাচ্ছে।'

আমি বললাম, 'হয়ত এটা অনুতাপের প্রয়োজন থেকে এসেছে।'

'আদ্‌সো, অনুতাপের জন্য আগে কখনো এত হাঁকাহাঁকি শুনিনি আমি আজকাল যত শুনছি, আর তা এমন একটা সময়ে যখন যাজক বা বিশপ বা এমনকি আমার ব্রাদার স্পিরিচুয়ালরাও

BanglaBook.org

সত্যিকারের অনুতাপ বা অনুশোচনার বোধ আর জাগাতে পারে না।'

হতভম্ব আমি জিগ্যেস করলাম, 'কিন্তু তৃতীয় যুগ, দেবতোপম পোপ, পেরুজিয়ার যাজক সম্মেলন...'

'স্মৃতিকাতরতা। অনুতাপের অসামান্য যুগ আর নেই, আর সেই কারণে এমনকি সম্প্রদায়ের সাধারণ সম্মেলনও অনুতাপের কথা বলতে পারছে। আজ থেকে একশো, দু'শ বছর আগে নবীকরণের একটা ব্যাপক হাওয়া বইছিল। একটা সময় ছিল যখন যারা এসব কথা বলত তাদের ধরে ধরে পোড়ানো হতো, তা সে সন্ত বা বিধর্মী যে-ই হোক না কেন। এখন সবাই এই কথা বলছে। এক অর্থে এমনকি পোপ-ও এ-নিয়ে আলোচনা করেন। মানব প্রজাতির নবায়নের ব্যাপারে বিশ্বাস করো না, বিশেষ ক'রে যখন কুরিয়া আর আদালত সেসব নিয়ে কথা বলে।'

'কিন্তু ফ্রা দলচিনো,' আমি সাহস ক'রে বললাম, কারণ যে-লোকটা সম্পর্কে এত কথা শুনেছি তাঁর সম্পর্কে আমি আরো কিছু জানতে চাইছিলাম।

'তিনি মারা গেছেন, যে-রকম বীভৎস জীবন তিনি যাপন করেছেন ঠিক তেমনি বীভৎসভাবেই মারা গেছেন, কারণ পৃথিবীতে তিনি এসেছিলেনই বড্ড দেরি ক'রে। কিন্তু সে যা-ই হোক, কী জানো তুমি তাঁর সম্পর্কে?'

'কিছুই না। সে-জন্যই আপনাকে জিগ্যেস করছি...'

'তাঁর সম্পর্কে কিছু না বলতে পারলেই আমি খুশী হব। তথাকথিত কিছু অ্যাপসলের সঙ্গে আমাকে কাজ করতে হয়েছে, ফলে বেশ কাছ থেকেই আমি তাঁদের খেয়াল করেছি। সে এক দুঃখের কাহিনী। যা-ই হোক, ব্যাপারটা আমাকে বেশ বিচলিত করেছিল, আর তোমাকে আরো বেশি করবে, বিশেষ ক'রে বিচার বিশ্লেষণ ক'রে এ-ব্যাপারে আমি কোনো সিদ্ধান্তে আসতে না পারাতে। এ-হচ্ছে এমন এক মানুষের গল্প যিনি নানান পাগলামি করেছেন কারণ বহু সন্ত যা প্রচার ক'রে গেছেন তিনি সেগুলো বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করেছিলেন। একটা সময়ে আমি বুঝতে পারিনি দোষটা কার, যেন আমি গোষ্ঠীগত সাদৃশ্যের একটা হাওয়ায় হতবুদ্ধি পড়লাম, কারণ সেই হাওয়া দুই বিরুদ্ধপক্ষের ওপর দিয়েই বয়ে গেছে, এক পক্ষ সেই সন্তদের যাঁরা প্রায়শ্চিত্তের কথা বলে গেছেন, আর আরেক পক্ষ সেই সব পাপীর যারা সেসব সন্তের কথা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করেছে, আর সেজন্য অন্যদের দাম দিতে হয়েছে।...কিন্তু আমি আসলে অন্য কথা বলছিলাম। কিংবা হয়ত বলছিলাম না। আসলে আমি এই কথা বলছিলাম: প্রায়শ্চিত্তের যুগ শেষ হয়ে যাওয়ার পর, প্রায়শ্চিত্তকারীদের কাছে প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন হয়ে দাঁড়াল আসলে মৃত্যুর প্রয়োজন। আর যারা উন্মত্ত প্রায়শ্চিত্তকারীদের খুন করল, মৃত্যুর মূল্য মৃত্যু দিয়ে চুকিয়ে দিতে, প্রকৃত প্রায়শ্চিত্তকে পরাস্ত করতে, যা আবার মৃত্যুর জন্ম দিলো, তারা আত্মার প্রায়শ্চিত্তকে কল্পনার প্রায়শ্চিত্ত দিয়ে প্রতিস্থাপিত করল, যন্ত্রণাভোগ আর রক্তের অতিপ্রাকৃত দৃশ্যের দিকে একটি আহ্বান দিয়ে, সেগুলোকে সত্যিকারের প্রায়শ্চিত্তের "আয়না" বলে অভিহিত ক'রে। এমন এক আয়না যা, সহজ-সরল মানুষের কল্পনায়, এমনকি বিদগ্ধজনদের কল্পনাতেও নরকের যন্ত্রণাকে জীবন্তভাবে ফুটিয়ে তোলে।

BanglaBook.org

যাতে ক'রে – বলা হয়ে থাকে – কেউ যেন কোনো পাপ না করে। আত্মাকে তারা ভয়-ভীতির সাহায্যে পাপের কাছ থেকে দূরে রাখতে চায়, আর বিদ্রোহকেও ভয় দিয়ে প্রতিস্থাপিত করতে চায়।'

আমি উদ্বিগ্ন স্বরে জিগ্যেস করলাম, 'কিন্তু তাতে কি তারা আসলেই আর পাপ করবে না?'

'সেটা নির্ভর করে পাপ করা বলতে তুমি কী বোঝাচ্ছ তার ওপর,' আমার গুরু বললেন। 'যে-দেশে আমি কয়েক বছর ধরে আছি সেখানকার লোকজনের প্রতি আমি অবিচার করব না, তবে আমার কাছে মনে হয়, ইতালির নানান জাতির লোকজনের অত্যল্প পরিমাণ গুণের সাধারণ বৈশিষ্ট্য এই যে, তারা বিশেষ কোনো শ্রদ্ধা-ভক্তির পাত্রের প্রতি ভয়ের কারণে পাপ থেকে বিরত থাক, যদিও হয়ত তাকে তারা কোনো সন্ত নামেই ডাকে। যীশুর চাইতে তারা সন্ত সেবাস্টিয়ান কিংবা সন্ত অ্যান্টনিকেই বেশি ভয় পায়। এখানে যদি চাও কোনো জায়গা পরিষ্কার থাকুক, কেউ সেখানে পেশাব না করুক, যা কিনা ইতালীয়রা কুকুরের মতোই অবাধে ক'রে থাকে, তাহলে কাঠের একটা সরু লাঠি দিয়ে সেখানে সন্ত অ্যান্টনির একটা ছবি এঁকে রাখো, দেখবে পেশাব করতে গিয়ে লোকে ওখান থেকে ছিটকে সরে আসবে। কাজেই, ইতালীয়রা, তাদের যাজকদের বদৌলতে, প্রাচীন কুসংস্কারগুলোর কাছে ফিরে যাওয়ার ঝুঁকি নেয়; এবং তারা দেহের পুনরুত্থানে আর বিশ্বাস করে না, যদিও শারীরিক ক্ষয়ক্ষতি আর দুর্ভাগ্যের প্রবল ভয় তাদের ঠিকই আছে, কাজেই যীশুর চাইতে সন্ত অ্যান্টনিকেই তারা বেশি ভয় পায়।'

আমি মন্তব্য করলাম, 'কিন্তু বেরেঙ্গার তো ইতালির লোক না।'

'তাতে কিছু এসে যায় না। এই গোটা উপদ্বীপটার ওপর গীর্জা আর যাজক সম্প্রদায় যে আবহাওয়াটা ছড়িয়ে দিয়েছে, যা আবার এখান থেকে সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে আমি সেটার কথা বলছি। আর তা এমনকি এটার মতো অন্যান্য বিদগ্ধ সন্ন্যাসী-সমৃদ্ধ সমীহ জাগানো নানান মঠেও পৌঁছে গেছে।'

'কিন্তু তারা যদি স্রেফ পাপ কাজগুলো না করত!' আমি ছাড় দেবার পাত্র নই, কারণ এই একটা বিষয়েই কেবল সন্তুষ্ট হতে রাজি ছিলাম আমি।

'এই মঠটি যদি speculum mundi[৬] হতো তাহলে তুমি এ কথার একটা জবাব পেয়ে যেতে।'

'কিন্তু আসলেই কি এটা তাই?' আমি জিগ্যেস করলাম।

'জগতের একটা আয়না থাকতে হলে জগতের একটা আকার বা ফর্ম থাকা জরুরি,' উইলিয়াম আলাপের সমাপ্তি টানলেন, কিন্তু আমার বয়ঃসন্ধিকালীন মনের কাছে তিনি বড্ড বেশি বড়ো দার্শনিক ছিলেন তখন।

BanglaBook.org

১. **মোয়েরবেক-এর উইলিয়াম** William of Moerbeke (১২১৫-১২৮৬ খৃষ্টাব্দ) বেলজীয় ডমিনিকান আর্চবিশপ, গেন্ট-এর ডমিনিকান সম্প্রদায়ের সদস্য মোয়েরবেকের উইলিয়াম ছিলেন গ্রীক রচনাবলির একজন বিখ্যাত অনুবাদক। ভিতার্বো এবং ওরভিয়েতো-তে টমাস একুইনাসের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে তাঁর এবং একুইনাস তাঁর বেশ কিছু রচনা অনুবাদ করতে তাঁকে অনুরোধ করেন। উইলিয়াম ছিলেন পোপ দশম গ্রেগরি-র ব্যক্তিগত উপদেষ্টা এবং ১২৭৪ খৃষ্টাব্দে তিনি লিয়ন্স কাউন্সিলে যোগ দিয়েছিলেন। সবশেষে পোপ তৃতীয় নিকোলাস উইলিয়ামকে করিন্থ-এর আর্চবিশপ নিযুক্ত করেন এবং আমৃত্যু তিনি সেখানেই ছিলেন।

২. **টেক্সট** : infima doctrina

অনুবাদ : নির্দেশনার সবচাইতে নিম্নস্তর

৩. **টেক্সট** : naturaliter

অনুবাদ : স্বভাবতই

৪. **টেক্সট** : *Est domus in terris, clara quae voce resultat.*
Ipsa domus resonat, tacitus sed non sonat hospes.
Ambo tamen currunt, hospes simul et domus una.

অনুবাদ : *পৃথিবীর এক বাড়ি, গুনগুন করে পষ্ট সুরে,*
অনুরণন তোলে সেটা নিজেই, কিন্তু অতিথি থাকে চুপটি ক'রে
তবু ছুটে চলে দু'জনে, অতিথি আর বাড়ি, এ ওকে সঙ্গে ক'রে।

টীকা : সিম্ফোসিয়াসের ধাঁধাগুলো সম্ভবত চতুর্থ বা পঞ্চম শতকে রচিত। এই ধাঁধাতে বাড়ি হচ্ছে নদী, আর সেটার অতিথি বা অধিবাসী হলো মাছ। অন্যসব বাড়িতে যা ঘটে না, এই বাড়িটি কোলাহল করে, কিন্তু সেটার অধিবাসী থাকে নীরব। তার পরেও, তারা দু'জনে – বাড়ি আর অতিথি – একসঙ্গে বয়ে চলে।

৫. **টেক্সট** : 'finis Africae'

অনুবাদ : 'আফ্রিকার শেষ'

ভাষ্য : উপন্যাসে কথাটা প্রায় তিরিশ বারের মতো উল্লিখিত হয়েছে।

৬. **টেক্সট** : speculum mundi

অনুবাদ : জগতের আয়না

BanglaBook.org

দ্বিতীয় দিন

টার্স

যেখানে অতিথিরা নিচু শ্রেণীর লোকজনের একটা কলহ প্রত্যক্ষ করে, অ্যামারো আর আলেসান্দ্রিয়া কিছু অতীত ঘটনার কথা উল্লেখ করেন এবং আদ্‌সো সাধুত্ব আর শয়তানের গোবর নিয়ে চিন্তামগ্ন হয়। পরে উইলিয়াম আর আদ্‌সো স্ক্রিপ্টোরিয়ামে ফিরে যান, মজার একটা জিনিস নজরে পড়ে উইলিয়ামের, তৃতীয়বারের মতো কথোপকথনে লিপ্ত হন তিনি হাস্য-কৌতুকের বৈধতা নিয়ে, কিন্তু শেষ অব্দি, যা দেখতে চেয়েছিলেন তার দেখা পেতে ব্যর্থ হন।

স্ক্রিপ্টোরিয়ামে উঠে আসার আগে কিছু খেয়ে নেবার জন্য আমরা রান্নাঘরে একটু থামলাম, কারণ ঘুম থেকে ওঠার পর আমাদের পেটে কিছু পড়েনি। আমি গরম এক বাটি দুধ খেলাম, শরীরটা মুহূর্তে চাঙ্গা হয়ে উঠল। দক্ষিণের ফায়ারপ্লেসটা আগের মতোই কামারের হাপরের মতো জ্বলছে, অন্যদিকে চুল্লীতে সেদিনের রুটি সেঁকা হচ্ছে। দু'জন পশুপালক একটা সদ্য জবাই-করা ভেড়ার সদ্গাতি করছে। পাচকদের মধ্যে আমি সালভাতোরেকে দেখতে পেলাম, আমার দিকে তাকিয়ে একটা হাসি হাসল সেই নেকড়ে-মুখো। দেখলাম, টেবিলের ওপর প'ড়ে-থাকা আগের রাতের উচ্ছিষ্ট এক টুকরো মুরগির মাংস তুলে নিয়ে সেই পশুপালকদের কাছে সেটা সে চুপিসারে চালান ক'রে দিলো, আর তারা খুশীর একটা দেঁতো হাসি উপহার দিয়ে খাবারটা তাদের ভেড়ার চামড়ার আঁটো জামার ভেতর লুকিয়ে রাখল। কিন্তু বিষয়টা প্রধান পাচকের নজর এড়াল না। সালভাতোরেকে বকাঝকা শুরু করল সে। 'ভাণ্ডারী, ভাণ্ডারী, তোমার কাজ মঠের জিনিসপত্রের দিকে খেয়াল রাখা, সেগুলো নয়ছয় করা না।

সালভাতোরে বলল, 'ওরা Filii Dei[১]। যীশু বলেছেন তুমি তাঁর জন্য ঠিক তাই করবে যা তুমি এসব pueri-র কারো জন্য করো।'

'নোংরা ফ্রাতিচেল্লো, মাইনরাইটের পাদ কোথাকার,' পাচক তার উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠল। 'তুই আর এখন তোর সেই উকুনে-খাওয়া ভিক্ষুদের সঙ্গে নেই। ঈশ্বরের সন্তানদের খাওয়ানোর জন্য মোহান্তের দয়াই যথেষ্ট।"

সালভাতোরের মুখটা গম্ভীর হয়ে উঠল, ভয়ানক কুপিত হয়ে এক পাক ঘুরে গেল তার শরীরটা। 'আমি মাইনরাইট ভিক্ষু না! আমি Sancti Benedicti[১] সন্ন্যাসী! 'Merdre àtoy, Bogomil de merdre!'

পশুপালকদেরকে সালভাতোরে দরজা দিয়ে ঠেলে দিলো, তারপর আমাদের পাশ দিয়ে যেতে যেতে উদ্বিগ্নভাবে আমাদের দিকে তাকাল। তারপর উইলিয়ামকে বলল, 'ব্রাদার, যে-সম্প্রদায়

BanglaBook.org

আমার না তাকে তুমি রক্ষা করো। ওকে বলো filii de Francesco non sunt hereticos[৩]! তারপর সে তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস ক'রে বলল, 'Ille menteur, puah!' তারপর একদলা থু থু ফেলল মাটিতে।

পাচক এগিয়ে এসে রূঢ়ভাবে ধাক্কা দিয়ে তাকে বের ক'রে দিয়ে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলো তারপর সমীহের সঙ্গে উইলিয়ামকে বলল, 'ব্রাদার, আমি আপনার সম্প্রদায় সম্পর্কে বা সেই সম্প্রদায়ের সবচেয়ে পুণ্যবান মানুষদের সম্পর্কে খারাপ কিছু বলিনি। আমি ওই ভুয়া মাইনরাইটের কথা বলছিলাম: ওটা কোনো পদেরই না।'

উইলিয়াম ব্যাপারটার মীমাংসা করতে বললেন, 'আমি জানি ও কোত্থেকে এসেছে। কিন্তু এখন সে সন্ন্যাসী, কাজেই তোমার উচিত তাকে ভাইয়ের মতো সম্মান করা।'

'কিন্তু ব্যাটা সব ব্যাপারে অকারণে নাক গলায়, তার একমাত্র কারণ সে ভাণ্ডারীর তাঁবে আছে, (আর) এমনকি নিজেকেই ভাণ্ডারী বলে ভাবে। মঠটাকে সে এমনভাবে ব্যবহার করে যেন দিন-রাতে সব সময়ই এটা তার নিজের সম্পত্তি।"

'রাতে কিভাবে?' উইলিয়াম শুধোলেন। পাচক লোকটা এমন একটা ভাব করল যেন নিষ্কলুষ নয় এমন বিষয়ে কথা বলতে সে ইচ্ছুক নয়। উইলিয়াম তাকে আর কোনো প্রশ্ন না ক'রে দুধপান শেষ করলেন।

আমার এদিকে কৌতূহল বেড়েই চলছিল। উবার্তিনোর সঙ্গে সাক্ষাৎ, সালভাতোরে আর তার ভাণ্ডারীর অতীত সম্পর্কে বলা কথাগুলো, ফ্রাতিচেল্লি ও ধর্মদ্বেষী (heretics) মাইনরাইটদের প্রসঙ্গে সে-সময় বারবার যে-কথা শুনছিলাম, ফ্রা দলচিনো সম্পর্কে আমাকে কিছু বলার ব্যাপারে আমার গুরুর অনিচ্ছা...একগুচ্ছ ছবি ফিরে ফিরে আসতে শুরু করল আমার মনে। এই যেমন, আমাদের ভ্রমণের কোনো এক পর্যায়ে অন্তত দু'বার আমরা আত্মনিগ্রহকারীদের (flagellants) মুখোমুখি পড়ে যাই। একবার স্থানীয় লোকজন তাদের দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছিল যেন সাধু-সন্ত তারা; অন্যবার গুঞ্জন উঠেছিল তারা ধর্মদ্বেষী। দু'জন দু'জন ক'রে মিছিল ক'রে তারা শহরের রাস্তা ধ'রে হাঁটছিল, শরীরের কেবলমাত্র জননেন্দ্রিয় ঢাকা অবস্থায়, যেহেতু তাদের লাজ-লজ্জার কোনো বালাই ছিল না তাদের প্রত্যেকের হাতেই ছিল চামড়ার একটা চাবুক, সেটা দিয়ে নিজেদের চাবকাচ্ছিল তারা গা থেকে রক্ত না বেরুনো অব্দি; আর তাদের চোখ দিয়ে অঝোর ধারায় অশ্রু গড়াচ্ছিল যেন তারা নিজ চোখে ক্রুশবিদ্ধ পরিত্রাতার দুঃখ-যন্ত্রণা দেখে এসেছে; শোকপূর্ণ মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে দিয়ে তারা প্রভুর করুণালাভের আর প্রভুমাতার হস্তক্ষেপের আকুল আবেদন জানাচ্ছিল। শুধু দিনেই নয়, রাতেও, সরু সরু জ্বলন্ত মোমবাতিসহ, তীব্র শীতকালে বড়ো বড়ো দলে এক গীর্জা থেকে আরেক গীর্জায় যাচ্ছিল, ভক্তিভরে বেদীর সামনে শুয়ে প'ড়ে, ব্যানার আর মোমবাতি নিয়ে হাঁটা যাজকদের পেছনে পেছনে, আর তাদের মধ্যে কেবল সাধারণ নর-নারীই ছিল না, ছিল অভিজাত শ্রেণীর নারী-পুরুষও।...আর তারপর দেখা যেত অনুতাপমূলক কর্মকাণ্ডের মোচ্ছব; চোরেরা তাদের চুরির মাল ফেরত দিয়ে যেত, অন্যরা যার যার পাপ স্বীকার করত...

তবে উইলিয়াম তাদেরকে বেশ ঠান্ডাভাবে পর্যবেক্ষণ করছিলেন এবং শেষে তিনি আমাকে বললেন এটা খাঁটি অনুতাপ নয়। তারপর তিনি আমাকে অনেক কথা বলেছিলেন, মনে হয় যেন একটু আগে, আজ সকালেই অনুতাপজনিত মহান পরিশুদ্ধির কাল বিগত হয়েছে, আর যাজকেরা এখন এসব উপায়েই জনতার ভক্তিকে সংগঠিত করে, ঠিক এই কারণে, যাতে তারা অনুতাপের ইচ্ছার কাছে বশ্যতা স্বীকার না করে – এক্ষেত্রে যা কিনা ধর্মদ্রোহিতামূলক, আর যা সবাইকেই আতঙ্কগ্রস্ত ক'রে তুলেছিল।

তবে আমি কিন্তু ফারাকটা ধরতে পারলাম না, যদি আদৌ কোনো ফারাক থেকে থাকে। আমার কাছে মনে হলো পার্থক্যটা একপক্ষের কাজের মধ্যে যতটা না তার চাইতে বরং যখন কোনো একটা কাজের বিচার করা হচ্ছে তখন চার্চ বা খৃষ্টধর্ম যে দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিচ্ছে সেটার মধ্যে।

উবার্তিনোর সঙ্গে যে-আলাপ হয়েছিল সে-কথা আমার মনে পড়ে গেল। এ-ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে উইলিয়াম আকারে-ইঙ্গিতে তাঁকে বোঝাতে চেয়েছিলেন – মানে এ কথাই তাঁকে বলতে চেয়েছিলেন – যে, তাঁর রহস্যবাদী বা মরমী (এবং গোঁড়া) বিশ্বাস আর ধর্মভ্রষ্টদের বিকৃত বিশ্বাসের মধ্যে তফাত প্রায় নেই বললেই চলে। উবার্তিনো তাতে আহত বোধ করেছিলেন, কারণ তাঁর কাছে ফারাকটা পরিষ্কার। আমি নিজে যতটুকু বোঝাছিলাম তা হলো, তিনি ঠিক এই কারণেই ভিন্ন যে তিনিই ফারাকটা দেখতে পেয়েছিলেন। ইনকুইযিটরের কাজটা উইলিয়াম এই কারণই ছেড়ে দিয়েছিলেন যে তফাতটা তিনি আর দেখতে পাচ্ছিলেন না। সে-কারণেই রহস্যময় সেই ফ্রা দলচিনো-র কথা তিনি আমাকে বলতে পারছিলেন না। কিন্তু তাহলে (আমি নিজেই নিজেকে বললাম), স্পষ্টতই উইলিয়াম প্রভুর সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, যে-প্রভু কেবল ফারাকটা দেখতেই সাহায্য করেন না, বরং তাঁর পছন্দের ব্যক্তিকে এই বৈষম্য প্রদর্শনের ক্ষমতা প্রদান করেন। উবার্তিনো আর মন্টিফাল্কোর ক্লেয়ার (যিনি অবশ্য পাপী-তাপী পরিবেষ্টিত থাকতেন) যে সন্ত থাকতে পেরেছেন তা ঠিক এই কারণে যে তাঁরা জানতেন কিভাবে তফাতটা করা যায়। এটাই, আর একমাত্র এটাই হলো গিয়ে পবিত্রতা।

কিন্তু উইলিয়াম এই পার্থক্য নির্ণয় করতে জানতেন না কেন? অথচ কত সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ তিনি, আর তা ছাড়া প্রকৃতি সম্পর্কিত নানান তথ্যের ব্যাপারে সামান্যতম তারতম্য কিংবা একটি বস্তুর সঙ্গে আরেকটির সামান্যতম সম্পর্কও তো তাঁর কাছে ধরা পড়ত...

আমি এসব চিন্তায় ডুবে গিয়েছিলাম, এবং উইলিয়াম দুধ পান শেষ করেছিলেন, এমন সময় শুনতে পেলাম কে যেন আমাদের অভ্যর্থনা জানাল। দেখি আলেসান্দ্রিয়ার আয়েমারো। স্ক্রিপ্টোরিয়ামে আগেই দেখা হয়েছিল আমাদের এর সঙ্গে এবং তাঁর মুখের একটি অভিব্যক্তি – একটি স্থায়ী অবজ্ঞার ছাপ – আমার মনে গেঁথে গিয়েছিল। যেন তাবত মানুষের আত্মতৃপ্তিমূলক নির্বুদ্ধিতার ব্যাপারটিকে তিনি কখনো মেনে নিতে পারেননি, কিন্তু তার পরেও এই মহাজাগতিক ট্র্যাজেডির ব্যাপারটাকে ততটা গুরুত্ব দেননি। 'তো, ব্রাদার উইলিয়াম, উন্মাদদের এই আখড়ায় ধাতস্থ হয়ে গেছেন তাহলে এরইমধ্যে?

BanglaBook.org

'আমার কাছে তো এটাকে এমন কিছু মানুষের বাসস্থল বলে মনে হচ্ছে যাঁরা পবিত্রতা ও বিদ্যাবুদ্ধির দিক থেকে ভালো লাগার মতো,' উইলিয়াম সতর্কতার সঙ্গে বললেন ।

'ছিল এককালে। মোহান্তরা যখন মোহান্তদের মতো আর গ্রন্থাগারিকরা গ্রন্থাগারিকদের মতো কাজ করতেন। আর এখন তো আপনি দেখলেনই, ওই ওপরে,' এই বলে তিনি ওপরতলার দিকে মাথা ঝাঁকালেন, 'অন্ধের চোখঅলা সেই আধমরা জার্মান একমনে মরা মানুষের চোখঅলা অন্ধ স্প্যানিয়ার্ডের খিস্তি খেউড় শুনে যাচ্ছে; মনে হবে খৃষ্টবৈরী যেন এসে হাজির হবে যে কোনো সকালে। ওরা ওদের পার্চমেন্ট হাতড়াতে থাকে, অথচ নতুন বই আসে খুব অল্পই...আমরা এখানে আর ওরা নীচের ওই শহরে বসে কাজ করে। একসময় আমাদের মঠগুলো গোটা দুনিয়া শাসন করত। আজ তো আপনি নিজেই দেখতে পাচ্ছেন অবস্থাটা...এখন সম্রাট আমাদের ব্যবহার করেন, এখানে তাঁর মিত্রদের পাঠান তাঁর শত্রুদের সঙ্গে দেখা করতে (আপনার মিশনের কথা খানিকটা জানা আছে আমার। সন্ন্যাসীরা তো খালি বকে আর বকে, আর বকে); কিন্তু দেশের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে হলে তিনি তা শহরে ব'সে করেন। আমরা ব্যস্ত খাদ্যশস্য সংগ্রহে, আর হাঁস-মুরগি পালনে, আর নীচে ওরা সিল্কের কাপড়ের বদলে কেনে সুতির কাপড়ের থান, আর সুতি কাপড়ের থানের বদলে মশলার বস্তা, আর সবই ভালো দরে। আমরা আমাদের ধন-সম্পদ পাহারা দিই, কিন্তু নীচে ওরা ধন-সম্পদের পাহাড় জমাচ্ছে। আর সেই সঙ্গে বই। আমাদেরগুলোর চাইতে সুন্দরও বটে।'

'নিশ্চিতভাবে ধরে নিতে পারো যে দুনিয়াতে নতুন নতুন ঘটনা ঘটছে। কিন্তু তার জন্য মোহান্তই দায়ী তা ভাবছ কেন?"

'কারণ গ্রন্থাগারটাকে তিনি বিদেশীদের হাতে তুলে দিয়েছেন, আর মঠটা এমনভাবে চালাচ্ছেন যেন এটা গ্রন্থাগারটাকে রক্ষা করার জন্য একটা দুর্গ মাত্র। এই ইতালীয় অঞ্চলে স্থাপিত একটা বেনেডিক্টীয় মঠের এমন একটা প্রতিষ্ঠান হওয়া উচিত যেখানে ইতালীয়রাই ইতালীয় সমস্যার সমাধান করবে। কিন্তু আজ ইতালীয়রা কী করছে যখন একজন পোপ-ও নেই তাদের? চোরাচালান করছে, জিনিসপত্র তৈরি করছে, ফ্রান্সের রাজার চাইতে ধনী তারা। কাজেই আমরাও তাহলে একই কাজ করি, আমরা যেহেতু সুন্দর সুন্দর বইয়ের জন্ম দিতে পারি, আমাদের উচিত নানা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সেগুলো তৈরি করা আর নীচের ঐ উপত্যকায় যা ঘটছে তা নিয়ে মাথা ঘামানো – আপনার মিশনের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলছি, আমি সম্রাটের ব্যাপারে মাথা ঘামানোর কথা বলছি না। যেসব তীর্থযাত্রী আর বণিক ইতালি থেকে প্রভাঁস-এ বা প্রভাঁস থেকে ইতালি যায় তাদের যাত্রাপথ নিয়ন্ত্রণ করতে পারি আমরা এখানে বসে। ভারনাকুলারে লেখা বইপত্তরের জন্য গ্রন্থাগারটা উন্মুক্ত ক'রে দেয়া উচিত আমাদের, আর যাঁরা এখন লাতিন ভাষায় লেখেন না তাঁরাও তাহলে চলে আসবেন এখানে। অথচ আমরা একদল বিদেশীর হাতে জিম্মি যারা এমনভাবে গ্রন্থাগারটা চালাচ্ছে যেন ক্লুনি-র সদাশয় ওদো-ই মোহান্ত পদে বহাল আছেন এখনো।'

'কিন্তু তোমার মোহান্ত তো ইতালির লোক,' উইলিয়াম বললেন।

BanglaBook.org

একইরকম অবজ্ঞাভরে অ্যায়েমারো বলে উঠলেন, ‘মোহান্তের এখানে কোনো দাম নেই। তাঁর মাথার জায়গায় রয়েছে বইয়ের একটা আলমারি। কীটদষ্ট। পোপকে জ্বালাতন করতে গিয়ে মঠটাকে তিনি ফ্রাতিচেল্লিতে সয়লাব হতে দিয়েছেন।...মানে বলতে চাইছি, ধর্মদ্বেষীদের দিয়ে, ব্রাদার, যারা আপনার সবচাইতে পবিত্র সম্প্রদায় ত্যাগ করছে...আর সম্রাটকে তুষ্ট করার জন্য তিনি উত্তরের সমস্ত মঠের সন্ন্যাসীদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, যেন গ্রীক আর আরবী জানে এমন কোনো নকলনবিশ আর লোকজন আমাদের দেশে নেই...যেন ফ্লোরেন্স আর পিসায় কোনো ধনী, উদার বণিকসন্তান নাই যারা কিনা খুশী মনেই সম্প্রদায়ে যোগ দেবে যদি সম্প্রদায়ের লোকজন তাদের ফাদারদের সম্মান আর ক্ষমতা বাড়াবার সম্ভাবনার কথা বলে। কিন্তু এখানে অ-যাজকীয় বিষয়ে তখনই প্রশ্রয় দেয়া হয় যখন জার্মানদের অনুমতি দেয়া হয়...হায় প্রভু! বাজ পড়ুক আমার জিভে! কী সব কুকথা বলতে যাচ্ছি আমি!’

‘আকাজ কুকাজ হয় বুঝি এই মঠে?’ নিজের জন্য আরো খানিকটা দুধ ঢালতে ঢালতে উইলিয়াম আনমনে শুধোলেন।

‘সন্ন্যাসীও মানুষ,’ ঘোষণা করল আয়মারো। তারপর যোগ করল, ‘তবে কিনা, এখানে তারা অন্য জায়গার তুলনায় কম মানুষ। আর আমি যা বলেছি – মনে রাখবেন – তা কিন্তু আমি বলিনি।’

‘ভারি মজার তো,’ উইলিয়াম বললেন। ‘তা এসব কি তোমার ব্যক্তিগত মতামত, নাকি অন্য অনেকেই তোমার মতোই ভাবে?’

‘অনেকেই, অনেকেই। অনেকেই, যারা এখন বেচারা আদেল্‌মোর মৃত্যুতে শোক করছে; তবে অন্য কেউ যদি খাদে পড়ে যেতো, যে কিনা যতটা তার উচিত না তার চাইতে বেশি ঘোরাঘুরি করে গ্রন্থাগারে, তাহলে তারা কিন্তু অখুশী হতো না।”

‘কী বলতে চাইছো?’

‘অনেক কথা বলে ফেলেছি। এখানে আমরা বড্ড বেশি বকি, নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন। এখানে একদিকে কারোই নীরবতার প্রতি কোনো শ্রদ্ধা নেই, অন্যদিকে, বড্ড বেশি সমীহ করা হয় জিনিসটাকে। এখানে কথা না ব'লে বা নীরব না থেকে, বরং কাজ করা উচিত আমাদের। সম্প্রদায়ের স্বর্ণযুগে, কোনো মোহান্তের যদি মোহান্তসুলভ মেজাজ-মর্জি বা আচার আচরণ না থাকত সেক্ষেত্রে বিষাক্ত মদের একটা চমৎকার পানপাত্র পরের মোহান্তের জন্য পথ ক'রে দিত। ব্রাদার উইলিয়াম, এসব কথা আমি মোহান্ত বা অন্যান্য ব্রাদারদের সম্পর্কে গাল-গপ্পো করার জন্য বলিনি, আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন। ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করুন, সৌভাগ্যক্রমে খেজুরে গল্প করার বদ অভ্যাস আমার নাই। তবে মোহান্ত যদি আমার বা তিভোলির প্যাসিফিকাস বা সন্ত আলবানোর পিটারের সম্পর্কে খোঁজখবর করার কথা ব'লে থাকেন আপনাকে তাহলে কিন্তু আমি নাখোশ হবো। গ্রন্থাগারের বিষয়ে আমাদের কারো কোনো বক্তব্য নেই। তবে দু'একটা কথা বলতে পারলে খুশী হব বৈকি আমরা। কাজেই, আপনি – যিনি অগুনতি ধর্মদ্বেষীকে পুড়িয়ে মেরেছেন – তিনিই এই সাপের বাসা খুঁজে বের করুন।’

BanglaBook.org

' আমি কাউকে কখনো পুড়িয়ে মারিনি,' ঝটিতি জবাব দিলেন উইলিয়াম।

'ওটা নেহাতই কথার কথা একটা,' এক গাল হাসি হেসে আয়মারো স্বীকার করলেন 'শুভ মৃগয়া, ব্রাদার উইলিয়াম, তবে রাতের বেলা সাবধান থাকবেন।'

'দিনে নয় কেন?'

'কারণ দিনের বেলা দেহ এখানে পরিচর্যা করে ভালো ভালো লতা-গুল্ম, কিন্তু রাতের বেলা মন্দগুলোর কারণে মন অসুস্থ হয়ে পড়ে। এ কথা যেন বিশ্বাস করবেন না যে কারো হাত আদেল্‌মোকে অতল খাদে ফেলে দিয়েছিল বা কারো হাত ভেনানশিয়াসকে রক্তের মধ্যে চুবিয়ে মেরেছে। সন্ন্যাসীরা কোথায় যাবে না যাবে, কী করবে না করবে বা কী পড়বে না পড়বে সেটা সন্ন্যাসীরাই ঠিক করুক তা কেউ একজন চায় না এখানে। আর কৌতূহলীদের মন বিপথে চালনা করার জন্য নরকের বা নরকের বন্ধু ডাকিনীবিদ্যার চর্চাকারীদের শক্তি ঢালা হয়েছে এখানে...'

'তুমি কি প্রধান ভেষজবিদের কথা বলছ?'

'সাংক্ট ভেনডেল-এর সেভেরেনিয়াস ভালো লোক। অবশ্য মালাকির মতো তিনি-ও জার্মান...' অতঃপর, গালগপ্পোর প্রতি আরো একবার অবজ্ঞা প্রদর্শন ক'রে আয়মারো কাজে চলে গেলেন।

'উনি কি বলতে চাইলেন?' আমি শুধোলাম।

'সবকিছুই, আবার কিছুই না। মঠ সব সময়ই এমন একটা জায়গা যেখানে সন্ন্যাসীরা সম্প্রদায়ের কর্তৃত্ব দখল করার জন্য নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্বে ব্যস্ত থাকে। মেল্কও তার ব্যতিক্রম নয়, কিন্তু তোমার যেহেতু বয়স কম তাই হয়ত ঠিক বুঝতে পারোনি। কিন্তু তোমার দেশে কোনো মঠের ওপর কর্তৃত্ব নেয়ার মানে হচ্ছে এমন কোনো পদ দখল করা যেখান থেকে তুমি সরাসরি সম্রাটের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারবে। এই দেশে পরিস্থিতি ভিন্ন; সম্রাট থাকেন মেলা দূরে, এমনকি যখন তিনি অতদূর থেকে রোম পর্যন্ত চলে আসেন তখনো। কোনো আদালত নেই এখন, আর এখন তো এমনকি যাজকীয় আদালতও নেই। আছে কেবল কিছু শহর, তুমি নিজেই দেখে থাকবে।'

'তা তো বটেই, এবং দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। ইতালির শহর আমার দেশের শহরের চাইতে ভিন্ন রকমের...ইতালির শহর কেবল থাকার জন্যই না, সিদ্ধান্ত নেবার জন্যও বটে আর চত্বরে সব সময় লোকজনের দেখা পাওয়া যায়, সিটি ম্যাজিস্ট্রেটরা সেখানে সম্রাট বা পোপের চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ। শহরগুলো অনেকটা...নানান রাজ্যের মতো...'

'আর রাজারা বণিক। টাকা-কড়িই তাদের অস্ত্র। টাকাপয়সার উপযোগিতা ইতালিতে তোমার বা আমার দেশে সেটার যা তার চাইতে আলাদা। টাকা-কড়ির চল সবখানে থাকলেও অন্যসবখানে পণ্যের বিনিময়েরই প্রাধান্য বেশি, সেটাই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে, মোরগ-মুরগি বা গমের ছড়া, বা কাস্তে, বা ওয়াগন; টাকা দিয়ে সেসব সংগ্রহ করা হয় মাত্র। কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই খেয়াল করেছো যে ইতালীয় শহরে উলটো পণ্য দিয়ে অর্থ-কড়ি জোগাড় করা হয়। এমনকি, পাদ্রী, যাজক বা এমনকি ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলো পর্যন্ত টাকাকে গুরুত্ব দিতে বাধ্য। আর এজন্যই, স্বাভাবিকভাবেই, ক্ষমতার

BanglaBook.org

বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দারিদ্র্য বরণের আহ্বান হয়ে দাঁড়ায়। ক্ষমতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীরা তাই তারাই যাদেরকে অর্থ-কড়ির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, কাজেই দারিদ্র্যের প্রতি প্রতিটি আহ্বান প্রবল উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা আর বিতর্কের জন্ম দেয়, এবং গোটা শহরটাই, বিশপ থেকে শুরু ক'রে ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত সবাই, দারিদ্র্যের অতি-প্রচারককে ব্যক্তিগত শত্রু বলে মনে করে। যেখানে শয়তানের গোবরের গন্ধ নিয়ে কেউ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে, ইনকুইযিটররা সেখানে শয়তানের গন্ধ খুঁজে পায়। আর এখন তুমি বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই আয়মারো কী ভাবছে। সম্প্রদায়টির স্বর্ণযুগে একটি বেনেডিক্টীয় মঠ ছিল, এমন একটি স্থান যেখান থেকে রাখালেরা বিশ্বাসীদের পালকে নিয়ন্ত্রণ করত। আয়মারো সেই ঐতিহ্য ফিরে পেতে চায়। পালটির জীবনটাই শুধু বদলে গেছে, আর মঠটি সেই ঐতিহ্যে ফিরে যেতে পারে (সেটার গৌরবের যুগে, আগের শক্তিতে, ক্ষমতায়), কেবল যদি সেটা পালটার জীবনের নতুন দিকটা মেনে নেয়, নিজেই অন্যরকম হয়ে গিয়ে। আর আজকাল যেহেতু পালটার ওপর অস্ত্রশস্ত্র নয়, আচার-অনুষ্ঠানের জাঁকজমক নয়, বরং অর্থের নিয়ন্ত্রণ আধিপত্য বিস্তার করছে, আয়মারো চায় মঠের গোটা কাঠামোটাই এবং খোদ গ্রন্থাগারটাও যেন একটা কারখানায় পরিণত হয়, টাকা বানাবার কারখানা।"

'কিন্তু তার সঙ্গে অপরাধগুলোর বা অপরাধটার সম্পর্ক কী?'

'জানি না এখনো; কিন্তু এবার আমি একটু ওপরের তলায় যেতে চাই। এসো।'

সন্ন্যাসীরা ততক্ষণে যার যার কাজে লেগে পড়েছে। স্ক্রিপ্টোরিয়ামে একটা নীরবতা বিরাজ করছে, কিন্তু সবগুলো হৃদয়ের অধ্যবসায়ী প্রশান্তি থেকে যে-নীরবতা নিঃসরিত হয় সে-নীরবতা তা নয়। আমাদের অল্পখানিক আগে এসেছে বেরেঙ্গার, একটা অস্বস্তির সঙ্গে সে আমাদের অভ্যর্থনা জানাল। অন্য সন্ন্যাসীরা তাদের কাজের মাঝখানে মুখ তুলে তাকাল। তারা জানত যে ভেনানশিয়াস সম্পর্কে কিছু আবিষ্কার করার জন্যই সেখানে গিয়েছি আমরা, এবং তাদের অনিমেষ দৃষ্টির গতিপথ একটা শূন্য ডেস্কের দিকে আমাদের মনোযোগ নিয়ে গেল, একটা জানালার নীচে সেটা, জানালাটার পাল্লাটা ভেতরের দিকে অর্থাৎ কেন্দ্রস্থ অষ্টভুজটির দিকে খোলে।

দিনটা ঠান্ডা হলেও ভেতরের তাপমাত্রা সহনীয়ই বরং স্ক্রিপ্টোরিয়ামে, আর, এটা এমনি এমনি নয় যে সেটার অবস্থান রান্নাঘরের ঠিক ওপরেই, যেখান থেকে যথেষ্ট তাপ আসে, বিশেষ ক'রে এই কারণে যে নীচের দুটো চুল্লীর ধূম্রনালিগুলো পশ্চিম আর দক্ষিণ টাওয়ারের দুই প্যাঁচানো সিঁড়ির ভররক্ষাকারী থামগুলোর ভেতর দিয়ে চ'লে গেছে। আর, বিশাল কামরাটির ঠিক উলটো দিকে অবস্থিত উত্তর টাওয়ারটিতে কোনো সিঁড়ি নেই, আছে একটা বড়ো জ্বলন্ত ফায়ারপ্লেস, বেশ আরামদায়ক একটা উষ্ণতা ছড়ায় সেটা। তা ছাড়া, মেঝেতে খড় বেছানো রয়েছে, আমাদের পায়ের আওয়াজ অনেকটাই ঢাকা পড়ল তাতে। অন্যভাবে বলে গেলে, পুবের টাওয়ারটাই সবচাইতে কম উষ্ণ, আর সত্যি বলতে কি, আমি খেয়াল করলাম, কর্মব্যস্ত সন্ন্যাসীদের সংখ্যার বিবেচনায় জায়গা যদিও খুব বেশি ফাঁকা নেই, কিন্তু ওই অংশটায় যেসব ডেস্ক রয়েছে সব সন্ন্যাসীই যেন সেগুলো এড়িয়ে গেছে। পরে যখন বুঝলাম যে পুব টাওয়ারের ঘোরানো সিঁড়িটাই একমাত্র সিঁড়ি যেটা শুধু খাওয়ার ঘরেই নয়, গ্রন্থাগারেও উঠে গেছে, তখন আমি নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করলাম যে ধূর্ত

BanglaBook.org

কোনো হিসেব-নিকেশ ক'রে কামরাটি গরম রাখার বিষয়টা নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে কিনা যাতে ক'রে সন্ন্যাসীরা ওই এলাকাটায় খোঁজখবর করতে নিরুৎসাহিত হয়, আর গ্রন্থাগারিক গ্রন্থাগারে ঢোকার পথটা আরো সহজে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

বিশাল ফায়ারপ্লেসটা রয়েছে হতভাগ্য ভেনানশিয়াসের ডেস্কের পেছন দিকে, এবং সম্ভবত সবচাইতে কাঙ্ক্ষিত স্থান ছিল সেটা। সে-সময় স্ক্রিপ্টোরিয়ামে থাকার অভিজ্ঞতা খুব একটা ঘটেনি আমার জীবনে, পরে যদিও অনেকটা সময়ই কাটাতে হয়েছে সেখানে; কাজেই আমি জানি লিপিকর, শিরোনামরঞ্জক (rubricator), পণ্ডিতদের জন্য দীর্ঘ শীতের সময়টা ডেস্কে কাটানো কী যন্ত্রণার স্টাইলাস ঘিরে থাকা আঙুলগুলো অবশ হয়ে আসে তাদের (যখন এমনকি সাধারণ তাপমাত্রাতেও ছয় ঘণ্টা ধ'রে লেখার পর, আঙুলগুলোতে যাকে বলে ভয়ংকর 'সন্ন্যাসীর খিল' ধরে, বুড়ো আঙুল এমনভাবে ব্যথা করতে থাকে যেন কেউ পা মাড়িয়ে দিয়েছে সেটা)। এতেই বোঝা যায় নানান পাণ্ডুলিপির মার্জিনে কেন আমরা প্রায়ই লিপিকরদের লিখে রাখা নানান কথা দেখতে পাই যা তাদের যন্ত্রণার (আর তাদের অধৈর্যের) সাক্ষ্য দেয়। এই যেমন 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, শিগ্‌গিরই সন্ধ্যা নামবে', বা 'ওহ্, যদি এক গেলাশ উৎকৃষ্ট মদ পেতাম', বা এমনও 'আজ বড্ড ঠান্ডা, আলো নেই তেমন, এই হরিণের চামড়াটা রোমশ, কিছু একটা গড়বড় হয়েছে।' যেমনটা নাকি প্রাচীন প্রবাদে বলে, 'তিন আঙুল কলম ধরে, কিন্তু গোটা শরীর কাজ করে। আর ব্যথা করে।'

যা-ই হোক, বলছিলাম ভেনানশিয়াসের ডেস্কের কথা। ছোটোই খানিকটা সেটা, অষ্টভুজ আঙিনায় বসানো অন্যান্যগুলোর মতো, যেহেতু সেগুলো পণ্ডিতদের জন্য, অন্যদিকে বহির্দেয়ালের জানালার নীচের বড়োগুলো বসানো হয়েছে আলংকারিক আর নকলকারীদের জন্য। ভেনানশিয়াসও একটা লেকটার্ন নিয়ে কাজ করছিলেন, কারণ সম্ভবত মঠটিকে ধার দেয়া কিছু পাণ্ডুলিপি নাড়াচাড়া করেছিলেন তিনি, যেগুলোর একটা তিনি নকলও ক'রে রেখেছিলেন। ডেস্কের নীচে ছিল কিছু তাকের একটা সমাবেশ, তাতে বাঁধাই হীন কিছু কাগজের তাড়া, আর সেগুলো যেহেতু লাতিনে লেখা বুঝলাম সেগুলো একেবারে সাম্প্রতিক তরজমা। তাড়াহুড়োর মধ্যে লেখা, কোনো বইয়ের পৃষ্ঠার মতো নয়, কারণ তখনো সেগুলো নকলকারী আর আলংকারিকদের কাছে দেয়া বাকি। সে-কারণে সেগুলো পড়তে কষ্ট হচ্ছিল। পাতাগুলোর ভেতর গ্রীক ভাষায় লেখা কিছু বই। আরেকটা বই লেকটার্নের ওপর খোলা – সে-বইটার ওপরই ভেনানশিয়াস অনুবাদক হিসেবে তাঁর দক্ষতা প্রয়োগ করছিলেন গত কিছুদিন। সে সময় গ্রীক জানা ছিল না আমার, কিন্তু আমার গুরু শিরোনাম পড়ে বললেন সেটা কোনো এক লুসিয়ানের লেখা এক লোকের গল্প যে কিনা গাধা হয়ে গিয়েছিল। তখন আমার আপুলিয়াসের লেখা একইরকম একটা উপকথার কথা মনে পড়ে গেল, যেটা পড়তে যথারীতি বারণ করা হতো নবিশদের।

'ভেনানশিয়াস এই অনুবাদটা করছিল কেন?' উইলিয়াম বেরেঙ্গারকে জিগ্যেস করলেন, আমাদের পাশেই ছিল সে।

'মিলানের লর্ড মঠকে অনুবাদটা করতে বলেছিলেন, বিনিময়ে মঠ এখান থেকে পুবের কিছু খামারে মদ উৎপাদনের প্রাধিকার পাবে,' বেরেঙ্গার হাত উঁচিয়ে দূরের দিকে দেখাল। কিন্তু

BanglaBook.org

তারপরই চট ক'রে যোগ করল, 'মঠ যে সাধারণ লোকজনের জন্যও ভাড়া খাটে তা কিন্তু নয়। কিন্তু যে লর্ড আমাদের এই কাজটার দায়িত্ব দিয়েছেন তিনি যথেষ্ট মেহনত করেছিলেন আমাদেরকে ভেনিসের ডউজ-এর (Doge of Venice, ভেনিসের প্রধান ম্যাজিস্ট্রেট ও নেতা) দেয়া এই মহামূল্যবান গ্রীক পাণ্ডুলিপি বাগাবার জন্য; ভেনিসের ডউজ এটা পেয়েছিলেন বাইজেন্টিয়ামের সম্রাটের কাছ থেকে, আর ভেনানশিয়াস কাজটা শেষ হলে পর আমরা দুটো কপি করতাম, একটা মিলানের লর্ডের জন্য, আরেকটা মঠের জন্য।'

'তার মানে মঠের সংগ্রহে পেগান উপকথা যোগ হওয়াটা হাসি-ঠাট্টার চোখে দেখা হয় না,' উইলিয়াম বললেন।

'গ্রন্থাগারটা সত্য আর মিথ্যা দুটোরই সাক্ষ্য বহন করে,' একটা কণ্ঠ শোনা গেল আমাদের পেছনে। গলাটা ইয়র্গের। আবারো তাজ্জব ব'নে গেলাম আমি (যদিও সামনের দিনগুলোতে আরো তাজ্জব হওয়া বাকি ছিল আমার) হঠাৎ ক'রে, কোনো জানান না দিয়ে, মানুষটির আবির্ভূত হওয়ার ব্যাপারটা দেখে, যেন আমরা তাকে দেখিইনি কিন্তু তিনি আমাদের দেখেছেন। একজন অন্ধ লোক কোন দুঃখে স্ক্রিপ্টোরিয়ামে রয়েছে সে-চিন্তাটাও একবার উদয় হলো আমার মনে, কিন্তু পরে আমি বুঝতে পেরেছিলাম মঠের সমস্ত কোনা-ঘুপচিতেই ইয়র্গে বিদ্যমান এবং স্ক্রিপ্টোরিয়ামে তাঁকে প্রায়ই দেখা যায়, ফায়ারপ্লেসের পাশে বসে আছেন একটা টুলের ওপর এবং মনে হয় যেন সেখানে যা যা ঘটছে তার সবই তিনি দেখতে পারছেন, বুঝতে পারছেন। একবার আমি শুনতে পাই তিনি তাঁর জায়গায় বসে উচ্চকণ্ঠে 'কে ওপরে যায়?' বলে উঠেছেন, আর তারপরই দেখি তিনি মালাকির দিকে ঘুরে তাকিয়েছেন, যিনি কিনা তখন গ্রন্থাগারের দিকে যাচ্ছিলেন, যদিও খড়ের কারণে তাঁর পায়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল না। সন্ন্যাসীরা সবাই খুব সমীহ করত তাঁকে এবং সাহায্যের জন্য প্রায়ই তাঁর শরণ নিত, কোনো দুর্বোধ্য অনুচ্ছেদ তাঁকে পড়ে শোনাত, টীকা-ভাষ্যের জন্য তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করত অথবা কোনো প্রাণী বা সন্তকে কিভাবে আঁকতে হবে সে বিষয়ে তাঁর মতামত জানতে চাইত। তখন তিনি তাঁর নিস্তেজ চোখ দুটো শূন্যের দিকে মেলে দিয়ে তাকিয়ে থাকতেন, যেন তাঁর স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে থাকা পৃষ্ঠাগুলোর দিকে তাকিয়ে আছেন, আর বলতেন ছদ্ম-পয়গম্বররা বিশপের মতো পোশাক প'রে থাকে, তাদের মুখ থেকে ব্যাঙ বেরিয়ে আসতে থাকে, কিংবা হয়ত বলতেন স্বর্গীয় জেরুজালেমের দেওয়ালগুলো কোনো কোনো রত্নখচিত থাকতে হবে, কিংবা আরিমাসপিকে[৪] প্রেসটার জনের[৫] দেশের কাছেই কোনো অঞ্চলে আঁকতে হবে মানচিত্রে – এ কথা জোর দিয়ে বলে দিতেন যে তাদের অস্বাভাবিকতাকে খুব যেন বেশি প্রলুব্ধকরভাবে দেখানো না হয়, কারণ তাদেরকে প্রতীক হিসেবে চেনা যায় এমনভাবে চিত্রিত করাই যথেষ্ট, কিন্তু তাদের দেখে যেন তাদের পেতে ইচ্ছে না হয় বা এমন অরুচিকরভাবে তুলে ধরা না হয় যাতে হাসির উদ্রেক হয়।

একবার শুনি তিনি ধ্রুপদী গ্রন্থের এক টীকাকারকে টাইকোনিয়াসের[৬] রচনার পুনরাবৃত্তিগুলো ডোনাটিস্ট ধর্মদ্বেষিতা (heresy)[৭] এড়িয়ে কিভাবে সন্ত অগাস্টিনের চিন্তাধারা অনুযায়ী ব্যাখ্যা করতে হবে সে বিষয়ে পরামর্শ দিচ্ছেন। আরেকবার দেখি তিনি পরামর্শ দিচ্ছেন কী ক'রে টীকা-ভাষ্য রচনার সময় ধর্মভ্রষ্ট আর ভেদকারীদের মধ্যে ফারাক করতে হবে। বা আরেকবার দেখি

BanglaBook.org

এক হতবুদ্ধি পণ্ডিতকে তিনি বলে দিচ্ছেন গ্রন্থাগারের ক্যাটালগে কোন কোন বই খুঁজতে হবে এবং মোটামুটি কোন কোন পৃষ্ঠায় সেটার উল্লেখ আছে, সেই সঙ্গে তাকে এই বলে আশ্বস্ত করছেন যে গ্রন্থাগারিক নিশ্চয়ই তাকে বইটি দেবেন কারণ সেটা ঈশ্বরের কাছ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে রচিত হয়েছে। আর শেষে আরেকবার শুনি তিনি বলছেন এই এই বই খোঁজ করা উচিত হবে না কারণ যদিও ক্যাটালগে সেগুলোর উল্লেখ আছে কিন্তু পঞ্চাশ বছর আগেই ইঁদুরের দল সেগুলোর বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে এবং এখন ওগুলো কারো আঙুলের ছোঁয়াতেই গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে যাবে। অন্য কথায় বলতে গেলে, তিনি ছিলেন গ্রন্থাগারটির স্মৃতি আর স্ক্রিপ্টোরিয়ামের আত্মা। নিজেদের মধ্যে গল্পগুজব করতে শুনলে মাঝে মাঝেই তিনি সন্ন্যাসীদেরকে ভর্ৎসনা ক'রে বলতেন, 'তাড়াতাড়ি করো, সত্যের সাক্ষ্য রেখে যাও, সময় ফুরিয়ে এসেছে।' খৃষ্টবৈরীর আগমনের কথা বোঝাতে চাইছিলেন তিনি।

'গ্রন্থাগারটি সত্য আর ভ্রমের সাক্ষ্য,' ইয়র্গে বললেন।

'আপুলিয়াস আর লুসিয়ানের যে জাদুকর হিসেবে খ্যাতি ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নাই,' উইলিয়াম বললেন। 'কিন্তু এই উপকথাটার (fable) মধ্যে, সেটার কাহিনীর আবডালে, ভালো একটা নীতিকথাও রয়েছে, কারণ আমরা আমাদের ভুলের মাশুল কিভাবে দিই এটা আমাদের তা শেখায়; আর তা ছাড়া, আমার বিশ্বাস, গর্দভে বদলে যাওয়া মানুষটার গল্প পাপে নিমজ্জিত হওয়া আত্মার রূপান্তরের কথাও বলে।'

'হতে পারে,' ইয়র্গে বললেন।

'কিন্তু এখন আমি বুঝতে পারছি গতকাল আমাকে যে-কথোপকথনটার কথা বলা হয়েছিল সেটা চলাকালে কেন ভেনানশিয়াস কমেডির সমস্যা নিয়ে এত কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল; আসলে এ ধরনের উপকথাকে প্রাচীন লোকজনের কমেডির আত্মীয় বলেও গণ্য করা যায়। এই দুটোতে সেসব মানুষের কথা বলা হয় না যারা আসলেই ছিল, ট্র্যাজেডিতে যেমন বলা হয়; উলটো বরং, ইসিডর যেমনটা বলেছিলেন, ওগুলো ফিকশন, গল্প-কাহিনী : 'fabulas poetae a *fando* nominaveruant, quia non sunt *res factae* sed tantum loquendo *fictae...*'[৮]।

প্রথমে ঠিক বুঝতে পারিনি উইলিয়াম এই সারগর্ভ আলোচনায় মাতলেন কেন, তা-ও আবার এমন একজনের সঙ্গে যিনি কিনা এসব বিষয় পছন্দ করেন না; কিন্তু ইয়র্গের জবাব আমাকে বলে দিলো আমার গুরু কতটা সুকৌশলী ছিলেন।

'সেদিন কমেডি নিয়ে নয়, কেবল হাসির বৈধতা নিয়ে কথা বলেছিলাম আমরা,' গম্ভীর মুখে ইয়র্গে বললেন। আমার পরিষ্কার মনে পড়ল ভেনানশিয়াস যখন সেই কথোপকথনটার কথা বলছিলেন, এই তো মাত্রই গতকাল, ইয়র্গে দাবি করেছিলেন যে সে কথা তাঁর মনে নেই।

'ও,' উইলিয়াম গাছাড়াভাবে বললেন, 'আমি ভেবেছি আপনারা কবিদের বলা মিথ্যে কথা আর কঠিন সব ধাঁধা নিয়ে কথা বলেছিলেন।'

BanglaBook.org

'আমরা হাসি নিয়ে কথা বলছিলাম,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ইয়র্গে বলে উঠলেন। 'পেগানরা কমেডি লিখেছিল দর্শকদের হাসি দিয়ে মাতানোর জন্য, এবং তারা ভুল কাজ করেছিল। আমাদের প্রভু যীশু কখনো কমেডি বা উপকথার অবতারণা করেননি, কেবল সহজবোধ্য প্যারাবল, যা রূপকের সাহায্যে আমাদের বলে কিভাবে স্বর্গ জয় করতে হবে, কাজেই সেটাই হোক।'

উইলিয়াম বললেন, 'আমি অবাক হচ্ছি আপনি কেন এ-বিষয়টির এত বিরোধিতা করছেন যে যীশু হেসেও থাকতে পারেন। আমার বিশ্বাস, হিউমারগুলোর আর শরীরের নানান যন্ত্রণা বিশেষ ক'রে বিষণ্নতার চিকিৎসায় হাসি একটি চমৎকার ওষুধ, স্নানের মতোই।

'স্নান একটা ভালো জিনিস,' ইয়র্গে বললেন। 'স্বয়ং অ্যাকুইনাস বিষণ্নতা কাটাবার জন্য এটার কথা বলেছেন। কিন্তু হাসলে দেহ আন্দোলিত হয়, মুখের নানান অংশ বিকৃত হয়, মানুষ বানরের মতো হয়ে ওঠে।'

'বানর হাসে না; হাসি মানুষকেই মানায়, এটা তার বিচার-বিবেচনা বোধের পরিচায়ক,' উইলিয়াম বললেন।

'কথাও মানুষের বিবেচনাশক্তির পরিচায়ক, আর এই কথা দিয়েই মানুষ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অপবাদ দিতে পারে। মানুষকে যা মানায় তার সবই যে ভালো তা নয়। যে হাসে সে কিন্তু যাকে বা যা নিয়ে হাসে তাতে বিশ্বাস করে না, কিন্তু সেটাকে সে ঘৃণাও করে না। কাজেই, মন্দকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করা মানে সেটার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য নিজে তৈরি না করা, আর যা ভালো তা নিয়ে হাসাহাসি করার অর্থ ভালো যে-শক্তির মাধ্যমে মানুষ নিজেকে ব্যাপ্ত করতে পারে সেটাকে অস্বীকার করা। সে কারণেই "বিধি"-তে বলা আছে, নম্রতার দশম ধাপ হলো যখন তখন না হাসা; "stultus in risu exaltat vocem suam[৯]..."।'

'কুইন্টিলিয়ান[১০] বলেছেন,' আমার গুরু বাগড়া দিলেন, 'স্তুতিবচনে হাসিকে দমন ক'রে রাখতে হবে, মর্যাদার স্বার্থে, তবে অন্য অনেক ক্ষেত্রেই সেটাকে প্রশ্রয় দিতে হবে। ছোটো প্লিনি লিখে গেছেন "কখনো আমি হাসি, কখনো ঠাট্টা-মশকরা করি, কখনো খেলি, কারণ আমি মানুষ"।'

'তারা পেগান ছিল,' ইয়র্গে বললেন। ' "বিধি"-তে এসব তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে "Scurrilitates vero vel verba otiosa et risum moventia aeterna clausura in omnibus locis damnamus, et ad talia eloquia discipulum aperire os non premittitur[১১]"।'

'কিন্তু জগতে যীশুর বাণী কৃতকার্য হওয়ার পর সিরেনের সিনেসিউস[১২] বলেছিলেন ঐশ্বরিকতা সুসমন্বিতভাবে কমিক আর ট্র্যাজেডিকে যুক্ত করতে পারে, এবং উচ্চাঙ্গের শিষ্টাচারের অধিকারী ও স্বাভাবিক খৃষ্টীয় অন্তরাত্মাবিশিষ্ট সম্রাট হাদ্রিয়ান সম্পর্কে অ্যালিয়াস স্পাটিয়ানাস[১৩] বলেছিলেন যে তিনি উচ্ছলতার মুহূর্তগুলোকে গাম্ভীর্যের মুহূর্তের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারতেন। আর, সবশেষে, অসনিয়াস[১৪] গুরুগম্ভীর ও আমুদে বিষয়বস্তুর সংযত ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন।'

BanglaBook.org

'কিন্তু নোলার পলিনাস[১৫] আর আলেক্সান্দ্রিয়ার ক্লেমেন্ট[১৬] এ-ধরনের বোকামির বিরুদ্ধে আমাদের সতর্ক ক'রে দিয়েছেন। আর, সালপিশেস সেভেরেস[১৭] বলেছেন যে কেউ কখনো সন্ত মার্টিনকে ক্রোধ বা আনন্দোল্লাসের বশবর্তী হতে দেখেনি।'

'তবে তিনি কিন্তু সন্তের কিছু জবাবকে spiritualiter salsa[১৮] বলেছেন,' উইলিয়াম বললেন।

'সেসব ছিল চটপটে আর সারগর্ভ উত্তর, হাস্যকর নয়। সন্ত এফরাইম সন্ন্যাসীদের হাসি নিয়ে একটা ধর্মীয় সম্ভাষণ লিখেছিলেন, আর *De habitu et conversatione monachorum*[১৯]-এ অশ্লীলতা ও সরস মন্তব্য বা চটুল উক্তি এড়িয়ে চলতে এমন কঠোরভাবে সতর্ক করা হয়েছে, যেন সেসব বিষ।'

'কিন্তু হিল্ডেবার্টাস (Hildebertus) বলেছেন "Admittenda tibi ioca sunt post seria quaedam, sed tamen et dignis et ipsa gerenda modis"[২০]। তা ছাড়া, সলিসবেরির জন সুবিবেচনাপূর্ণ আনন্দোল্লাস অনুমোদন করেছেন। আর সবশেষে বলব, Ecclesiastes-এর যেখানে বলা হচ্ছে হাসি নির্বোধদের মানায় সেখানে অন্তত প্রশান্ত চিত্তের নীরব হাসির অনুমতি দেয়া হয়েছে; এটার উদ্ধৃতি আপনিই দিয়েছেন, সেই অনুচ্ছেদ থেকে যেটার কথা আপনার "বিধি"-তে উল্লেখ করা হয়েছে।"

'চিত্ত কেবল তখনই প্রসন্ন থাকে যখন তা সত্য নিয়ে ভাবে এবং শুভ কিছু অর্জন করাতে আনন্দিত হয়, তাই সত্য ও শুভকে নিয়ে হাসি-তামাশা করা উচিত নয়। এজন্যই যীশু হাসতেন না। হাসি সন্দেহকে উসকে দেয়।'

'কিন্তু কখনো কখনো সন্দেহ করা উচিত কাজ।'

'আমি কোনো কারণ দেখতে পাই না। কোনো ব্যাপারে সন্দেহ দেখা দিলে সে বিষয়ে ওয়াকিবহাল কারো দ্বারস্থ হতে হবে তোমাকে, কোনো ফাদার বা কোনো শিক্ষক কী বলেন তা শুনতে হবে; তখন সন্দেহের সব কারণ ঘুচে যাবে। প্যারিসের যুক্তিবিদদের মতো তুমি সম্ভবত বিসংবাদিত নানান মতের মধ্যে ডুবে আছ। কিন্তু সন্ত বার্নার্ড ভালোই জানতেন কী ক'রে খোজা অ্যাবেলার্ডের কথায় বাগড়া দিতে হয়, যে কিনা সব সমস্যাকেই বাইবেলের দ্বারা আলোকপ্রাপ্ত হয়নি যুক্তিবুদ্ধির এমন নিরুত্তাপ, প্রাণহীন সমীক্ষার কাছে ন্যস্ত করত, তার সেই 'ইহা-এই' এবং 'ইহা-এই-নয়' আওড়াতে আওড়াতে। নিশ্চিতভাবেই, যে-মানুষ বিপজ্জনক ধারণাগুলো স্বীকার ক'রে নেয় সে অজ্ঞ মানুষের কৌতুকচ্ছলে বলা কথাবার্তারও রসাস্বাদন করতে পারে, যে অজ্ঞ মানুষটি মানুষের একমাত্র যে-সত্য কথা জানার কথা সেটা নিয়েও হাসি ঠাট্টা করতে পারে, যে সত্য এরই মধ্যে চূড়ান্তভাবে বলা হয়ে গেছে। এই হাসি নিয়েই নির্বোধ তার মনের ভেতরে বলে ওঠে : 'Deus non est[২১]"।'

'শ্রদ্ধেয় ইয়র্গে, অ্যাবেলার্ডকে খোজা বলে আপনি বোধকরি অন্যায় করছেন, কারণ আপনি জানেন অন্যের বদমাইশির কারণেই তাঁর অমন দুর্গতি হয়েছিল...'

BanglaBook.org

'তাঁর পাপের কারণে। মানুষের যুক্তিবুদ্ধির ব্যাপারে তাঁর বিশ্বাসের পাপের কারণে। কাজেই সাধারণ, গোবেচারা মানুষের বিশ্বাসকে হাসিঠাট্টা করা হয়েছে, ঈশ্বরের যাবতীয় রহস্যকে তাৎপর্যহীন করা হয়েছে (বা অন্তত সে চেষ্টা করা হয়েছে, আর যারা করেছে তারা নির্বোধ), অত্যন্ত উচ্চমার্গীয় সমস্যাগুলোকে যাচ্ছেতাইভাবে দেখা হয়েছে, ফাদারদের নিয়ে ঠাট্টা মশকরা করা হয়েছে কারণ তাঁরা মনে করেছিলেন এসব প্রশ্ন তোলার বদলে চেপে যাওয়া ভালো ছিল।'

'আমি দ্বিমত পোষণ করছি, মান্যবর ইয়র্গে। ঈশ্বর চান বাইবেল যেসব রহস্যময় ব্যাপার-স্যাপার আমাদের সিদ্ধান্তের হাতে ছেড়ে দিয়েছে সেসব ব্যাপারে আমরা আমাদের যুক্তিবুদ্ধি প্রয়োগ করি। এবং যখন কেউ আপনাকে বলে যে কোনো প্রস্তাবিত বিষয়ে বিশ্বাস করা দরকার তখন আপনার প্রথমে অবশ্যই দেখা উচিত যে সেটা গ্রহণযোগ্য কিনা, কারণ ঈশ্বরই আমাদের নিজস্ব যুক্তিবুদ্ধি তৈরি ক'রে দিয়েছেন, এবং যা আমাদের যুক্তবুদ্ধিসম্মত তা ঐশ্বরিক যুক্তবুদ্ধিসম্মতও বটে, যে ঐশ্বরিক যুক্তিবুদ্ধি সম্পর্কে আমরা, একইভাবে, কেবল সেটাই জানতে পারি যা আমরা সাদৃশ্য এবং প্রায়ই নঞর্থকতার (**এনালজি এবং নিগেশনের**) মাধ্যমে আমাদের নিজস্ব যুক্তিবুদ্ধির প্রক্রিয়া থেকে জানতে পারি। এভাবে, দেখতেই পাচ্ছেন, যুক্তিবুদ্ধিকে আহত করে এমন কোনো উদ্ভট প্রস্তাবের কর্তৃত্বকে ক্ষুণ্ন করার জন্য হাসি কখনো কখনো উপযুক্ত অস্ত্র হতে পারে। এবং হাসি খল লোকজনকে হতবুদ্ধি ক'রে দিয়ে তাদের নির্বুদ্ধিতাকে স্পষ্ট ক'রে তোলে। বলা হয়ে থাকে যে সন্ত মঅরাসকে যখন পেগানরা ফুটন্ত জলে নিক্ষেপ করেছিল তখন তিনি এই বলে অভিযোগ করেছিলেন যে পানিটা বেশি ঠান্ডা; পেগান প্রশাসক বোকার মতো সেই পানি পরীক্ষা করতে গিয়ে হাত পুড়িয়ে ফেললেন। সন্ত হিসেবে ঘোষণা-করা সেই শহীদ মানুষটি, যিনি ঈশ্বরবিশ্বাসের শত্রুদের হাসিঠাট্টা-করতেন, তাঁর তরফ থেকে চমৎকার একটা কাজ ছিল এটা।'

নাক সিঁটকালেন ইয়র্গে। 'এমনকি পাদ্রীদের নানান কাহিনীতেও আষাঢ়ে গল্প থাকে। ফুটন্ত পানিতে চোবানো সন্ত যীশুর জন্য যন্ত্রণাভোগ করেন, এবং তাঁর আর্তচিৎকার সংবরণ করেন, তিনি পেগানদের সাথে ছেলেমানুষী চালাকী করেন না।'

'দেখলেন তো?' উইলিয়াম বলে উঠলেন। 'এই গল্পটি আপনার কাছে যুক্তিবুদ্ধির পক্ষে আপত্তিকর ব'লে মনে হচ্ছে, আর আপনি এটাকে হাস্যকর ব'লে অভিযোগ করছেন। যদিও আপনি আপনার ঠোঁট দুটোকে সংবরণ করছেন, কিন্তু নীরবে আপনি হাসিকে নিয়েই হাসছেন, আর সেই সঙ্গে এটাও চাইছেন যেন আমি এটাকে গুরুত্বের সাথে না নেই। আপনি হাসিকে ঠাট্টা করছেন কিন্তু আবার আপনি হাসছেনও।'

ইয়র্গে বিরক্তির একটা ভঙ্গি করলেন। 'হাসি নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপ ক'রে, তুমি একটা কুতর্কের মধ্যে জড়ালে আমায়। কিন্তু তুমি ঠিকই জানো, যীশু কখনো হাসেননি।'

'সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই। যখন তিনি ফ্যারিসিদেরকে প্রথম পাথরগুলো ছোড়ার জন্য আহ্বান করেন, যখন তিনি জিগ্যেস করেন শ্রদ্ধা জানানোর জন্য যে-পয়সা দিতে হয় তাতে কার ছবি আছে, যখন তিনি শব্দ নিয়ে খেলা করেন এবং বলেন "Tu es petrus[২২]" আমার মনে হয় তখন

BanglaBook.org

তিনি পাপীদের হতবুদ্ধি ক'রে দেবার জন্য পরিহাস করছিলেন। কাইয়াফাসকে যখন তিনি বলেন, "তুমি এ কথা বলেছো," তখনো তিনি রসিকতা ক'রে, বা মজা ক'রেই বলছিলেন। আর এ কথা আপনি খুব ভালো ক'রেই জানেন যে ক্লুনিয়াক এবং সিস্টার্সীয়দের মধ্যে দ্বন্দ্বের সবচাইতে উত্তপ্ত মুহূর্তে ক্লুনিয়াকরা সিস্টার্সীয়দের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এনেছিল যে তারা ট্রাউজার পরে না, যাতে তাদেরকে হাস্যস্পদ ক'রে তোলা যায়। আর, *Speculum stultorum*[২৩]-এ গর্দভ ব্রুনেলাস সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, সে এ কথা ভাবতে থাকে যে রাতে যদি বাতাসে কম্বল উঠে যায় আর সন্ন্যাসীরা তখন তাদের নিজেদের পুরুষাঙ্গ দেখে ফেলে তখন কী হবে...'

জড়ো হওয়া সন্ন্যাসীরা সবাই একযোগে হেসে উঠল, এবং ইয়র্গে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। 'আমার এই ব্রাদারদের তুমি নির্বোধদের উৎসবে শামিল করছো। আমি জানি ফ্রান্সিসকানদের মধ্যে এসব ফালতু জিনিসের সাহায্যে জনতার মন কাড়ার একটা চল আছে, কিন্তু এসব চাতুরী সম্পর্কে আমি তোমাকে তোমাদেরই এক পাদ্রীর কাছ থেকে শোনা একটা পঙ্‌ক্তি শোনাচ্ছি : "Tum podex Carmen extulit horridulum[২৪]".'

ভর্ৎসনাটা একটু বেশিই কড়া হয়ে গেল উইলিয়াম শিষ্টাচার ভঙ্গ করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু ইয়র্গে এখন অভিযোগ করছেন উইলিয়াম মুখ দিয়ে বাতকর্ম করেছেন। আমি ভাবছিলাম এই উত্তর কি বয়োবৃদ্ধ এই সন্ন্যাসীর তরফ থেকে স্ক্রিপ্টোরিয়াম ত্যাগ করার আহ্বান কি না। কিন্তু দেখলাম একটু আগে এত দার্ঢ্যের পরিচয় দেয়া উইলয়াম বিনয়ে গ'লে গেলেন।

'আমি আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করছি, শ্রদ্ধেয় ইয়র্গে,' তিনি বললেন। আমি মুখ ফসকে বেফাঁস কথা বলে ফেলেছি। আমি আপনার প্রতি অশ্রদ্ধা দেখাতে চাইনি। বোধকরি আপনি যা বলেছেন সেটাই ঠিক, আমারই ভুল হয়েছে।'

বিনয়ের এমন অনবদ্য একটি উদাহরণের মুখোমুখি হয়ে ইয়র্গে ঘোঁৎ জাতীয় একটা শব্দ করলেন, যা সন্তুষ্টিও বোঝাতে পারে, আবার ক্ষমাও হতে পারে, এবং অতঃপর তাঁকে তাঁর আসনেই ফিরে যেতে হলো, আর ওদিকে ওই বিসংবাদের সময় যেসব সন্ন্যাসী এসে জমায়েত হয়েছিল তারাও তাদের জায়গায় ফিরে গেল। উইলিয়াম ফের ভেনানশিয়াসের ডেস্কের কাছে হাঁটু গেঁড়ে বসলেন, তারপর আবার তাঁর কাগজপত্র খুঁজে দেখতে লাগলেন।

উইলিয়ামের বিনীত উত্তরের সুবাদে কয়েক মুহূর্তের শান্ত অবস্থা নেমে এসেছিল। এবং সেই অল্প কয়েক মুহূর্তে তিনি যা দেখতে পেলেন তা-ই তাকে সামনের রাতের তদন্তে উদ্বুদ্ধ করল।

কিন্তু সেটা ছিল আসলেই অল্প কয়েকটি মুহূর্ত। হঠাৎ ক'রে বেন্নো চ'লে এলো, ভান করল যেন ইয়র্গের সঙ্গে কথোপকথনটা শুনতে এসে ডেস্কের ওপর তাঁর স্টাইলাস ফেলে গিয়েছিল সে; এবং সে উইলিয়ামের কানে ফিসফিস ক'রে বলল তাঁর সঙ্গে অবিলম্বে কথা বলতে হবে তাঁকে, বালনিয়ারির পেছনে একটা জায়গায়। সে বলল উইলয়াম যেন আগে প্রস্থান করেন, সে কিছুক্ষণ পর তাঁর সঙ্গে যোগ দেবে।

উইলিয়াম কিছুক্ষণ ইতস্তত করলেন, তারপর মালাকিকে ডাকলেন, ক্যাটালগের কাছ থেকে

গ্রন্থাগারিকের ডেস্ক থেকে সবকিছুই তিনি লক্ষ করেছেন। মোহান্তের কাছ থেকে পাওয়া নিষেধাজ্ঞার প্রেক্ষিতে উইলিয়াম তাঁকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন তিনি ফিরে না আসা পর্যন্ত ভেনানশিয়াসের ডেস্কটা যেন কেউ পাহারা দেয় (এবং তিনি 'নিষেধাজ্ঞাটার' ওপর বেশ গুরুত্বারোপ করলেন।) কারণ সারা দিনে ডেস্কটার দিকে যাতে কেউ না যায় সে-বিষয়টাকে উইলিয়াম তাঁর তদন্তের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে জানালেন। বেশ উঁচু গলায় কথাটা বললেন তিনি, তাতে ক'রে কেবল মালাকিকেই যে তিনি সন্ন্যাসীদের ওপর নজর রাখার ভার ন্যস্ত করলেন তা নয়, সেই সঙ্গে সন্ন্যাসীদেরকেও মালাকিয়ার ওপর চোখ রাখার ভার দিলেন। সায় না দিয়ে গ্রন্থাগারিকের উপায় থাকল না এবং উইলিয়াম ও আমি বিদায় নিলাম।

আমরা যখন বাগান পার হয়ে বালনিয়ারির দিকে এগোচ্ছি, যেটা কিনা হাসপাতাল ভবনের পাশেই, তখন উইলিয়াম মন্তব্য করলেন, 'মনে হচ্ছে অনেকেই ভয় পাচ্ছে ভেনানশিয়াসের ডেস্কের ওপরে বা নীচে কিছু একটা আবিষ্কার ক'রে ফেলব আমি।'

'কী হতে পারে সেটা?'

'আমার মনে হচ্ছে, যারা ভয় পাচ্ছে তারাও তা জানে না।'

'তার মানে, বেন্নোর কিছুই বলার নেই আমাদের, সে কেবল স্ক্রিপ্টোরিয়াম থেকে আমাদেরকে দূরে সরিয়ে রাখছে?'

উইলিয়াম বললেন, 'শিগ্‌গিরই তা বুঝতে পারব আমরা।' আর সত্যি বলতে কি, খানিক পরই বেন্নো আমাদের সঙ্গে যোগ দিলো।

টীকা

১. **টেক্সট** : 'Filii Dei... pueri', ইত্যাদি

অনুবাদ : 'তারা ঈশ্বরের পুত্র...যীশু বলেছেন তুমি তাঁর জন্য ঠিক তা-ই করবে যা তুমি এসব শিশুর (pueri) জন্য করো!'

২. **টেক্সট** : 'আমি Sancti Benedicti সন্ন্যাসী ! Merdre atoy, Bogomil de merdre!'

অনুবাদ : 'আমি সন্ত বেনেডিক্টের সন্ন্যাসী। হেগে দিই আমি তোর ওপর, বোগোমিল নামের কলঙ্ক!'

৩. **টেক্সট** : 'ওকে বলো filii de Francesco non sunt hereticos! 'Ille menteur, puah!'

অনুবাদ : ওকে বলো, filii de Francesco non sunt hereticos (না ফ্রান্সিসের সন্তানেরা বিধর্মী না! তারপর সে তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস ক'রে বলল, "Ille

BanglaBook.org

menteur, puah (মিথ্যাবাদী একটা। থু)!'

৪. **আরিমাসপি** Arimaspi, একটি পৌরাণিক এক-চক্ষুবিশিষ্ট উপজাতি, বাস সিথিয়াতে, গ্রিফিনদের সঙ্গে আকচাআকচি লেগেই থাকত তাদের। গ্রিফিন নামের আধা ঈগল আধা সিংহ এই প্রাণীগুলো এত বড়ো ছিল যে তাদের থাবাতে ক'রে মানুষকে তুলে নিয়ে যেতে পারত। প্লিনির বক্তব্য অনুযায়ী, গ্রিফিনরা যে স্বর্ণ পাহারা দিত আরিমাসপিরা তা চুরি ক'রে নিয়ে যেতে চাইত এবং গ্রিফিনদের থাবা দিয়ে পানপাত্র বানাত।

৫. **প্রেসটার জন** : Prester (Presbyter) John, মধ্যযুগের কিংবদন্তীতে এক পৌরাণিক চরিত্র – নানান নামে পরিচিত : খৃষ্টান নৃপতি, তাতারদের প্রভু (দ্রষ্টব্য, মার্কো পোলোর "সফর" বা "সফরনামা") অথবা ইথিওপিয়া বা আবিসিনিয়ার সম্রাট। ধারণা করা হয়, প্রেস্টার জনের রাজ্যে গ্রীক দেবতাদের বাসস্থান অলিম্পাস পর্বত থেকে আনা একটি ঝরনা ছিল। উপবাসরত অবস্থায় সেই ঝরনার পানি তিনবার পান করলে পানকারী জরা আর বার্ধক্য থেকে মুক্তি পেত, সব সময় তাকে ত্রিশ বছর বয়েসির মতো দেখাতো। প্রেস্টার জনের প্রাসাদের ফটক ছিল সারডনিক পাথরে তৈরি আর আঙিনা অনিক্স পাথর দিয়ে মোড়ানো, আর সে শুত নীলকান্তমণির তৈরি একটা বিছানায়, নিজেকে পুতপবিত্র রাখতে। ঈগলেরা এমন সব পাথর নিয়ে আসত যা আঙুলে পরলে অন্ধমানুষ দৃষ্টশক্তি ফিরে পেত। প্রেস্টার জনের নিজের মালিকানায় ছিল আরো বেশ কিছু জাদুর পাথর যেগুলো আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ করতে পারত, পারত পানিকে দুধ বা মদিরায় "বদলে" দিতে। বাভারিয়ার চতুর্থ লুই দ্বাদশ জনকে ব্যঙ্গ করে 'প্রেস্টার জন' বলতেন।

৬. **টাইকনিয়াস** Tyconius, চতুর্থ খৃষ্টাব্দ। উত্তর আফ্রিকার ডোনাটিস্ট লেখক। সম্রাট থিওডোসিয়াসের (৩৭৮ থেকে ৩৯৫ খৃষ্টাব্দ) রাজত্বকালে এই মধ্যপন্থী ডোনাটিস্ট Apocalypse বিষয়ক একটি ভাষ্য ও *De septem regulis* ('সাতটি বিধি সম্পর্কে') নামক একটি গবেষণা প্রবন্ধ রচনা করেন; প্রবন্ধটিতে তিনি Scriptures-এর প্রকৃত অর্থ উদ্ধারের সাতটি নিয়ম বেঁধে দেন।

৭. **ডোনাটিস্ট এবং ডোনাটিস্ট ধর্মদ্বেষিতা** : চতুর্থ ও পঞ্চম শতকে আফ্রিকার রোমক প্রদেশের – বর্তমানের আলজেরিয়া ও তিউনিসিয়ার – বার্বার খৃষ্টান বিশপ ডোনাটাস ম্যাগনামের অনুসারীবৃন্দ। সম্রাট দিওকলেতিয়ান (২৪৪-৩১১ খৃ.) আদি খৃষ্টানদের ওপর যে অত্যাচার চালিয়েছিলেন তারই ফলস্বরূপ এই ডোনাটিস্টদের আবির্ভাব। কিছু খৃষ্টান যাজক ও পাদ্রী এই অত্যাচার চলাকালীন তাঁদের বিশ্বাস পরিত্যাগ ক'রে এতদূর পর্যন্ত গিয়েছিলেন যে তাঁরা খৃষ্টানদেরকে রোমক কর্তৃপক্ষের কাছে ধরিয়ে দিতেন; পরে এদের নাম হয় ত্রাদিতোরেস – যারা ধরিয়ে দিয়েছিল বা হস্তান্তর করেছিল। এমনকি ধর্মীয় পুস্তকাদিও তুলে দিতেন তাঁরা প্রকাশ্যে পোড়ানোর জন্য। যা-ই হোক, সম্রাট কন্সটানটাইনের আমলে এই নেতারা তাঁদের পূর্বের অবস্থানে ফিরে আসেন। ডোনাটিস্টরা তখন এই ধর্মীয় নেতাদের কর্তৃত্ব ও নির্দেশনা মানতে অস্বীকৃতি জানান।...বিশেষ কিছু ক্যাথলিক মতবাদ অস্বীকার করার কারণেই নয়,

কেবল 'নিষ্পাপ' ব্যক্তিরাই বৈধভাবে স্যাকরামেন্ট পরিচালনা করতে পারবে এই দাবি করাতেও ডোনাটিজমকে (খৃষ্ট) ধর্মভ্রষ্টতা বা ধর্মদ্বেষিতা (heresy) আখ্যা দেয়া হয়েছিল।

৮. **টেক্সট** 'fabulas poetae a *fando* nominaverunt, quia non sunt *res factae* sed tantum loquendo *fictae...*'

অনুবাদ 'কবিগণ সেসবের নাম উপকথা দিয়েছেন, কথাবলা বা বাচন (*fando*) থেকে, কারণ সেগুলো সত্য (*factae*) নয়, নেহাতই গল্প-কাহিনী, বাচনের বা মুখের কথার সৃষ্টি (*fictae*)

ভাষ্য : সেভিলের ইসিডর রচিত *Etymologies* (১.৪০.১) থেকে।

৯. **টেক্সট :** stultus in risu exaltat vocem suam।

অনুবাদ : নির্বোধ হাসির মাধ্যমে নিজের কণ্ঠকে মহিমান্বিত করতে চায়।

১০. **কুইন্টিলিয়ান** হিসপানিয়া বা আইবেরীয় উপদ্বীপ থেকে আগত প্রথম শতকের রোমক অলংকারশাস্ত্রবিদ। তাঁর যে রচনাটি কালের গর্ভে হারিয়ে যেতে পারেনি তা হচ্ছে অলংকারশাস্ত্রের ওপর রচিত ১২ খণ্ডের পাঠ্যপুস্তক *Institutio Oratoria* বা, *বাগ্মিতা সংহিতা* বা *বাগ্মীর প্রশিক্ষণ*।

ভাষ্য সন্ত "বেনেডিক্টের বিধি" (Rule of Saint Benedict), সপ্তম অধ্যায়, 'De humilitate', 'নম্রতা প্রসঙ্গে' – থেকে।

১১. **টেক্সট :** 'Scurrilitates vero vel verba otiose et risum moventia aeterna clausura in omnibus locis damnamus, et ad talia eloquia discipulum aperire os non premittitur.'

অনুবাদ : 'কিন্তু ভাঁড়ামি বা অর্থহীন ও হাসি উদ্রেককারী কথাবার্তা – এসবকে আমরা চিরন্তন নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে সর্ব পরিস্থিতির ক্ষেত্রে ধিক্কার দিচ্ছি এবং কোনো শিষ্য এ ধরনের কথোপকথনে লিপ্ত হতে পারবেন না।'

ভাষ্য : সন্ত '*বেনেডিক্টের বিধি (Rule of Saint Benedict)*, ষষ্ঠ অধ্যায়, 'De taciturnitate', 'নীরবতা প্রসঙ্গে' – থেকে। প্রথম দিনে (ইংরেজী অনুবাদের পিকাডোর সংস্করণের ৯৫ পৃষ্ঠায়), সান্ধ্য ভোজনের পবিত্র পাঠের একটি অংশ ছিল এই একই অনুচ্ছেদটি 'তবে স্থূলতা, অর্থহীনতা, আর পরিহাসকে আমরা চিরস্থায়ী কারাদণ্ড দিচ্ছি; সর্বক্ষেত্রে এবং শিষ্যবৃন্দকে আমরা এ ধরনের কথাবার্তা বলার জন্য মুখ খোলার অনুমতি দিই না।'

১২. **সিরেনের সিনেসিউস** (Synesius of Cyrene, আনু. ৩৭০ – আনু. ৪১৫ খৃ.) গ্রীক নিওপ্লেটোনীয়, বিশপ, বিজ্ঞানী এবং লেখক। ৪১৫ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টান ধর্মান্ধদের হাতে নিহত হওয়া নিওপ্লেটোনীয় হাইপেশিয়ার কাছে তিনি দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা এবং গণিত অধ্যয়ন

BanglaBook.org

করছিলেন। সিনেসিউসের স্ত্রী এবং ভাই খৃষ্টান ছিলেন এবং পরে তিনি নিজেই খৃষ্টীয় বিশ্বাসে বিশ্বাসী হন ও বিশপ নিযুক্ত হন। তাঁর পত্রাবলি, যার অন্তত ১৫৬টি এখনো বিদ্যমান, আমাদেরকে কেবল এক পণ্ডিত ও দয়ালু সিনেসিউসের আত্মজীবনী আমাদের সামনে তুলে ধরে না, সেই সঙ্গে সে-সময়ের সামাজিক ইতিহাসেরও বর্ণনা দেয়। সিনেসিউস *The Egyptian Tale or, On Providence* নামেও একটি গ্রন্থ রচনা করছিলেন, যেখানে তিনি তাঁর পৃষ্ঠপোষক অরেলিয়ানাসের জীবনের নানান ঘটনা বর্ণনা করছেন, দুই দেবতা ওসিরিস ও টাইফনের মধ্যকার দ্বন্দ্বের ছদ্মাবরণে। “On Dreams” নামে একটি গবেষণাধর্মী প্রবন্ধও রচনা করেছিলেন তিনি। সেখানে তিনি স্বপ্নের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ভূমিকা তুলে ধরেন। এ ছাড়াও তিনি বেশ কিছু স্তোত্র এবং *In Praise of Baldness* নামে একটি হাস্যরসাত্মক গ্রন্থ রচনা করেন। তা ছাড়া, তিনি একটি স্বর্গীয় মানচিত্র প্রস্তুত করেছিলেন, আর তরলের স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি পরিমাপের জন্য একটি হাইড্রোস্কোপ আবিষ্কার করেছিলেন।

১৩. **স্পারটিয়ানাস** Aelius Spartianus: *Historia Augusta* নামের লাতিন ভাষায় রচিত হাদ্রিয়ান (১১৭-১৩৮ খৃ.) থেকে কারিনুস আর নুমেরিয়ানুস পর্যন্ত রোমক সম্রাট, সিংহাসনের উত্তরাধিকারী এবং অন্যায় দাবিদারদের জীবনীর ছয় জন সম্ভাব্য লেখকের অন্যতম। বেশিরভাগ জীবনীই হয় দিওকলেতিয়ান (২৮৪-৩০৫ খৃ.) নয়ত মহামতি কন্সট্যান্টাইন (৩০৬-৩৩৭ খৃ.) এর প্রতি উৎসর্গীকৃত, এবং ধারণা করা হয় কাজগুলো তাঁদের শাসনামলে রচিত, যদিও এখন এটা স্বীকৃত যে এই উৎসর্গীকরণ কাল্পনিক এবং *Historia Augusta* আরো পরের রচনা।

১৪. **অসোনিয়াস : Ausonious, মৃত্যু, আনুমানিক ৩৯৫ খৃষ্টাব্দ** : খৃষ্টান লাতিন কবি ও শিক্ষক। জন্ম বর্দু, সেখানে আর তুলুজে তাঁর শিক্ষাজীবন কেটেছে। সম্ভবত তাঁর সবচাইতে উল্লেখযোগ্য কাজ Mosella : সেটা হচ্ছে *Moselle* নদী নিয়ে রচিত একটি চমৎকার কবিতা যেখানে তিনি সেই নদীর মাছ, নদীতীরের ভবনসমূহ এবং নদীসংলগ্ন অঞ্চলের দ্রাক্ষালতার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন। প্রকৃতিপ্রেমের খাঁটি নিদর্শনে ভরপুর এই গাইড বইটিকে কখনো কখনো প্রথম ফরাসি কবিতা বলে অভিহিত করা হয়। অসনিয়াস *Parentalia* নামের একটি কাব্যগ্রন্থেরও রচয়িতা। বইটির তিরিশটি ছোটো ছোটো কবিতাতে তিনি তাঁর বন্ধু এবং আত্মীয়স্বজনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। সেই সঙ্গে, তিনি বেশ কিছু পত্রও রচনা করেছিলেন। তাঁর বন্ধু এবং ছাত্র নোলার পঅলিনাসকে লেখা এই পত্রগুচ্ছ আমরা চতুর্থ শতকে খৃষ্টীয় আর পেগান মূল্যবোধের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের একটি চমকপ্রদ চিত্র দেখতে পাই।

১৫. **নোলার পঅলিনাস** : সন্ত (আনু. ৩৫৩ – ৪৩১ খৃষ্টাব্দ), খৃষ্টধর্মাবলম্বী লাতিন লেখক। জন্ম, বর্দু-র (Bordeaux) এক ধনাঢ্য গ্যাল্লো-রোমক পরিবারে। লেখক অসোনিয়াসের প্রিয় ছাত্র ছিলেন। পঅলিনাস বিয়ে করেছিলেন থেরাসিয়া নামী এক হিস্পানী রমণীকে, পরে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে স্পেনে চলে যান। লোকজন শুদ্ধচরিত্র পঅলিনাস আর তার পরিবারকে এতই ভালোবাসত যে বার্সেলোনার বিশপ তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে যাজকের কর্মভার দান করেন

banglabook.org

এবং অবশেষে নোলা-র বিশপ পদে অধিষ্ঠিত করেন। তাঁর রচনাবলির মধ্যে রয়েছে একান্নটি চিঠি, যার বেশ কটি তাঁর বন্ধু ও শিক্ষক অসোনিয়াসের কাছে লেখা, আর তাঁর তেত্রিশটি অসাধারণ নৈপুণ্যে রচিত কবিতা, যাঁর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে একলানামের বিশপ জুলিয়ানের বিয়ে উপলক্ষ্যে রচিত এপিথালামিউম (epithalamium, বরের বাড়ির বাইরে যে বিবাহ সংগীত গাওয়া হয়), যা আদি খৃষ্টীয় বিবাহ সংগীতগুলোর অন্যতম। পঅলিনিয়াসের একটি চিঠিতেই সবার জন্য উন্মুক্ত কোনো বাইবেল পাঠের কামরার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। নোলা-তে একটি গীর্জা নির্মাণের কথা বলতে গিয়ে পঅলিনাস একটি 'Secretum' বা পাঠকক্ষের কথা উল্লেখ করেন, কামরাটির নানান খুঁটিনাটি এবং সেটার দেয়াল অলংকৃত-করা কবিতার বিভিন্ন পঙ্‌ক্তির বর্ণনাসহ।

১৬. **আলেক্সান্দ্রিয়ার ক্লেমেন্ট :** (Clement of Alexandria, আনু. ১৫০ – আনু. ২১৫ খৃষ্টাব্দ) গ্রীক, খৃষ্টধর্মাবলম্বী লেখক এবং গীর্জার ফাদার। শিক্ষিত পিতামাতার সন্তান ক্লেমেন্ট হয় এথেন্স নয় আলেকজান্দ্রিয়ায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। খৃষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার পর তিনি আলেকজান্দ্রিয়ার মুখে মুখে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষাদানের বিদ্যালয়ের (Catechetical School) অধ্যক্ষ হিসেবে তাঁর শিক্ষক প্যান্টেনাসের (Pantaenus) স্থলাভিষিক্ত হন। তাঁর পাঠকদের – আলেকজান্দ্রিয়ার পেগান বুদ্ধিজীবীদেরকে – খৃষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করার উদ্দেশ্যে তিনি *Exhortation to the Greeks* রচনা করেন। এ ছাড়াও তিনি *Stromata* ('Miscellaneous' বা 'Carpet Bags') নামে আট খণ্ডে প্রাচীন প্রজ্ঞা ও ভুয়োদর্শনের একটি সংগ্রহ রচনা করেন যাতে করে তাঁর শিক্ষার্থীদের কাছে তিনি সেক্যুলার বিদ্যার, বিশেষ ক'রে গ্রীক দর্শনের চাইতে খৃষ্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরতে পারেন

১৭. **সালপিশেস সেভেরেস :** Sulpicious Severes, খৃষ্টান লেখক (৩৬৩-৪২০ খৃষ্টাব্দ); নিবাস ছিল রোম সাম্রাজ্যের অ্যাকুইতেনিয়ায়। ধর্মীয় ইতিহাসের কালপঞ্জী এবং সন্ত টুরের মার্টিনের জীবনী রচনার জন্য তিনি খ্যাতি লাভ করেন। এই জীবনীটি ছিল মধ্যযুগের প্রথম বেস্ট সেলার। রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে যান তিনি এই জীবনী রচনার পর। বিক্রেতরা নাকি এটি ক্রেতাদের দিয়ে কুলিয়ে উঠতে পারতেন না। সালপিশেস-এর বন্ধু পঅলিনাস বইটির একটি কপি রোমে নিয়ে যান, সেখানেও পুস্তক বিক্রেতারা শিগ্‌গিরই বইটির বিক্রিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েন। আলেকজান্দ্রিয়াতেও সালপিশেস রচিত টুর-এর সন্ত মার্টিনের জীবনী *The Life of Saint Martin of Tours* বেশ প্রশংসিত হয়।

১৮. **টেক্সট :** spiritualiter salsa

অনুবাদ : আধ্যাত্মিকভাবে বুদ্ধিদীপ্ত

১৯. **টেক্সট :** *De habitu et conversatione monachorum*

অনুবাদ : *সন্ন্যাসীদের পোশাক এবং কথোপকথন সম্পর্কে*

২০. **টেক্সট :** 'Admittenda tibi ioca sunt post seria quaedam, sed tamen et dignis et ipsa gerenda modis।'

BanglaBook.org

অনুবাদ : 'খানিকটা গুরুগম্ভীর আলোচনার পর কৌতুক ব্যবহার করতে দেয়া উচিত; কিন্তু তারপরেও সেগুলোকে যথোপযুক্ত বিধিনিষেধের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত।'

২১. **টেক্সট :** 'Deus non est'

অনুবাদ : 'ঈশ্বর বলতে কেউ নেই'

২২. **টেক্সট :** 'Tu es petrus'

অনুবাদ : 'তুমি পিটার।'

ভাষ্য : ম্যাথু ১৬:১৮ থেকে। যীশু তাঁর শিষ্যদের জিগ্যেস করেন মানবপুত্র কে, আর তখন সায়মন (শীমন) পিটার এই ব'লে তার জবাব দেন : 'আপনিই সেই মশীহ, জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র।' এবং যীশু তাঁকে প্রত্যুত্তরে বলেন: 'শিমোন বারযোনা, তুমি ধন্য, কারণ কোনো মানুষ এটা তোমার কাছে প্রকাশ করেনি; আমার স্বর্গস্থ পিতাই প্রকাশ করেছেন। আমি তোমাকে বলছি তুমি পিটার, আর এই পাথরের ওপরই আমি আমার মণ্ডলী (গীর্জা) গড়ে তুলব; নরকের কোনো শক্তিই তার উপর জয়লাভ করতে পারবে না।' এখানে একটা শব্দের খেলা (pun) আছে। Peter শব্দের মানে, গ্রীক ভাষায়, পাথর।

২৩. **টেক্সট :** *Speculum stultorum*

অনুবাদ : *নির্বোধদের আয়না*

ভাষ্য Nigellus Wireker নামের এক বেনেডিক্টীয় সন্ন্যাসীর লাতিনে রচিত ব্যঙ্গাত্মক উপকথা বা fable। ১১৭৯ থেকে ১১৮০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রচিত। গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়েছিল William de Longchamps-কে, যিনি ছিলেন ইংল্যান্ডের Ely-র বিশপ। কবিতাটির নায়ক Brunellus বা Burnellus – নিজের লেজের দৈর্ঘ্য নিয়ে অসন্তুষ্ট এক গর্দভ – সেই সন্ন্যাসী বা ধর্মযাজকের প্রতিনিধি যে কিনা তার ভাগ্য নিয়ে অসন্তুষ্ট এবং উপমঠাধ্যক্ষ, মঠাধ্যক্ষ, বা বিশপের পদের অভিলাষী। নিজের লেজের দৈর্ঘ্য বাড়াবার আশায় Brunellus তার প্রভুর ডেরা Cremona থেকে পালিয়ে সালেরনো, লিয়ন্স আর প্যারিস সফর শেষে ক্রেমোনাতেই ফিরে আসে। দ্বাদশ শতকের প্যারিসের শিক্ষার্থীদের জীবন সম্পর্কে প্রাণবন্ত উপলব্ধিতে পরিপূর্ণ হওয়ার কারণে মূল্যবান বলে বিবেচিত *Speculum Stultorum* যখন নির্মম ব্যঙ্গের কশাঘাতের মাধ্যমে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের সদস্য, বিশপ, প্যাস্টর, রোমান কিউরিয়া (Roman Curia), রাজপুত্র, প্রকৃতপক্ষে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের আচরণ ও মূঢ়তাকে পাঠকের সামনে তুলে ধরে, তখনই সেটি সবচাইতে বেশি অনুপ্রেরণাদায়ী হয়ে ওঠে। চসার, বোকাচিও ও জন গাওয়ারের ওপর রচনাটির প্রভাব সুস্পষ্ট।

২৪. **টেক্সট :** Tum podex carmen extulit horridulum

অনুবাদ : তখন এই নির্বোধ একটা অশ্লীল শব্দ করল।

BanglaBook.org

দ্বিতীয় দিন

সেক্সট

যেখানে বেন্নো এক অদ্ভুত কাহিনী বলে, আর সে-কাহিনী থেকে মঠের জীবনের এক অন্ধকার অধ্যায় জানা গেল...

বেন্নো আমাদের যা বলল তার পুরোটাই গোলমেলে। আসলেই মনে হলো যে কোনো কিছুর লোভ দেখিয়ে স্ক্রিপ্টোরিয়াম থেকে আমাদের সরিয়ে আনার জন্যই কেবল আমাদেরকে এখানে টেনে এনেছে সে, তবে সেই সঙ্গে এ-ও মনে হলো, বিশ্বাসযোগ্য কোনো ছুতো আবিষ্কার করতে না পেরে সে তার জানা সত্যের চাইতে বড়ো কোনো কিছুর খণ্ডাংশই কেবল বলছে আমাদের।

সে স্বীকার করল সকালে সে মিতবাক ছিল, কিন্তু এখন, ঠান্ডা মাথায় ভাবার পর তার মনে হয়েছে পুরো সত্যটা উইলিয়ামের জানা উচিত। হাসি-সম্পর্কিত বিখ্যাত আলাপের সময় বেরেঙ্গার 'finis Africae' কথাটা বলেছিল। কী সেটা? গ্রন্থাগারটা নানান গুপ্ত রহস্যে পরিপূর্ণ, আর বিশেষ ক'রে এমন সব বইয়ে ঠাসা যেসব বই সন্ন্যাসীদের কখনোই পড়তে দেয়া হয়নি। বিচারবাক্যের (propsositions) যৌক্তিক সূক্ষ্মবিচার প্রসঙ্গে উইলিয়ামের কথাবার্তায় বেন্নো বেশ ধাক্কা খেয়েছিল। সে এই মত পোষণ করল যে গ্রন্থাগারে যা কিছু আছে তার সবকিছু জানার অধিকার সন্ন্যাসী-বিদ্যার্থীর আছে, অ্যাবেলার্ডকে নিন্দা-মন্দ করা সসোঁসের কাউন্সিল সম্পর্কে সে জ্বালাময়ী বাক্যবাণ হানল, এবং যখন সে কথা বলছিল তখন আমরা উপলব্ধি করেছিলাম যে এই সন্ন্যাসী তখনো নবীন এবং সে বাগাড়ম্বর পছন্দ করে, মুক্তি বা স্বাধীনতার প্রতি আকুতিতে সে উত্তেজিত এবং মঠের বিধিনিষেধ বা নিয়ম-শৃঙ্খলা তার বুদ্ধিবৃত্তিক কৌতূহলের ওপর যে নিয়ন্ত্রণ বা সীমারেখা আরোপ করেছে তা মেনে নিতে গিয়ে তাকে কঠিন সময় পার করতে হচ্ছে। এ ধরনের কৌতূহলকে আমি অবিশ্বাস করতেই শিখে এসেছি। কিন্তু আমি জানি এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি আমার প্রভুকে অসন্তুষ্ট করে না, এবং আমি দেখলাম বেন্নোর প্রতি তিনি সহানুভূতি দেখাচ্ছেন ও তার কথা বিশ্বাস করছেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে, বেন্নো আমাদের বলল আদেল্‌মো, ভেনানশিয়াস আর বেরেঙ্গার যেসব গোপন কথা আলোচনা করেছিল তা তার জানা নেই, তবে এই দুঃখজনক কাহিনীর ফলাফলস্বরূপ যদি গ্রন্থাগারের কাজকর্ম বা পরিচালনা সম্পর্কে আরো খানিকটা জানা যেত তাতে সে খুব একটা দুঃখ পেত না, এবং সে এই আশা ব্যক্ত করল যে আমার যেভাবেই এই রহস্যের যবনিকাপাত করুন না কেন, তিনি নিশ্চয়ই সন্ন্যাসীদের পীড়নকারী বুদ্ধিবৃত্তিক অনুশাসন শিথিল করার জন্য মোহান্তকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানানোর যথেষ্ট যুক্তি খুঁজে পাবেন, বিশেষ ক'রে সেই সব সন্ন্যাসী – সে যোগ করল – যাদের কেউ কেউ, তার মতো, গ্রন্থাগারের প্রকাণ্ড উদরে লুকিয়ে থাকা অত্যাশ্চর্য জিনিসের সাহায্যে নিজেদের মনের

BanglaBook.org

পুষ্টিসাধনের প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্যে দূর-দূরান্ত থেকে এখানে এসেছে।

আমার ধারণা, একটা তদন্তের বিষয়ে বেন্নো যা বলেছিল সেটা সে আন্তরিকভাবেই বলেছিল। অবশ্য, সম্ভবত, উইলিয়াম যেটা আগেই বুঝতে পেরেছিলেন, সেই সঙ্গে সে এটাও চেয়েছিল যে, সবার আগে ভেনানশিয়াসের ডেস্কটা হাতড়ে দেখার সুযোগটা যেন সে পায়, যেহেতু সে কৌতূহলে মরে যাচ্ছিল, আর আমাদেরকে যাতে ডেস্কটা থেকে দূরে সরিয়ে রাখা যায় সেজন্য সে আমাদেরকে কিছু তথ্য ফাঁস করতেও রাজি ছিল। আর সেটা হচ্ছে এই।

সন্ন্যাসীদের অনেকেই এখন যেটা জেনে গেছে যে বেরেঙ্গার আদেল্‌মোর প্রতি এক উন্মত্ত যৌনাবেগে অভিভূত হয়ে পড়েছিল, যে-যৌনাবেগের পাপের পরম সাজা সোডম আর গোমরায় ঐশ্বরিক কোপানল মিটিয়ে দিয়েছিল। এভাবেই কথাটা বলল বেন্নো, সম্ভবত আমার বয়সের কথা বিবেচনা করে। কিন্তু কোনো মঠে যে বয়ঃসন্ধিকাল কাটিয়েছে এমনকি সে যদি নিজেকে পূতঃপবিত্রও রেখে থাকে, এ ধরনের যৌনাবেগের কথা প্রায়ই কানে এসেছে তার এবং মাঝে মাঝে তাকে এই আবেগে বশীভূত লোকজনের হাত থেকে নিজেকে রক্ষাও করতে হয়েছে। আমি কিশোর শিক্ষানবিশ হওয়ার পরেও কি মেল্ক-এর এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর কাছ থেকে এরইমধ্যে কিছু স্ক্রল পাইনি যেখানে সচরাচর নারীর উদ্দেশেই লেখা হয়ে থাকে এমন কিছু পদ্য লেখা ছিল?

সন্ন্যাসীসুলভ শপথগুলো আমাদেরকে নারীদেহ নামের সেই পাপের গাড্ডা থেকে দূরে রাখে, কিন্তু সেগুলোই আবার প্রায়ই আমাদেরকে অন্য ভ্রান্তির কাছে নিয়ে আসে। আমি কি শেষ অব্দি নিজের কাছে এই সত্য লুকোতে পারি যে এমনকি আজও আমার বুড়ো বয়েস সেই দ্বিপ্রাহরিক শয়তানের কারণে কেঁপে ওঠে যখন আমার চোখ কয়্যারে কোনো শ্মশ্রুহীন শিক্ষানবিশের কুমারীর মুখের মতো নিষ্কলুষ ও তরতাজা মুখের ওপর হঠাৎ ক'রে নিবদ্ধ হয়?

মঠের জীবন যাপনে নিজেকে উৎসর্গ করার পথ বেছে নেয়াটাকে সংশয়ের মেঘে আচ্ছন্ন করার জন্য এসব বলছি না, বলছি এই পবিত্র ভার যাদের কাছে খুব ভারী ব'লে বোধ হয় তাদের ভুলের সাফাই গাওয়ার জন্য। বলছি, সম্ভবত, বেরেঙ্গারের বীভৎস অপরাধের সাফাই গাওয়ার জন্য। কিন্তু বেন্নোর কথা অনুযায়ী, দৃশ্যত এই সন্ন্যাসী তার মন্দ কাজে লিপ্ত হয়েছিল আরো জঘন্যভাবে, সদ্‌গুণ এবং শিষ্টাচারবশত কেউ যা কারো কাছে তুলে দেবার ব্যাপারে পরামর্শ দেবে না সেটাই অন্যদের কাছ থেকে চাপ দিয়ে আদায় করার মতো কোনো অস্ত্র ব্যবহার ক'রে।

কাজেই দৃশ্যত বেশ ঠান্ডা আর শান্ত স্বভাবের আদেল্‌মোর প্রতি বেরেঙ্গার যে প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাত সেটা নিয়ে সন্ন্যাসীরা কিছুদিন ধ'রে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য ক'রে যাচ্ছিল। ওদিকে কেবল নিজের কাজেই বিভোর থাকা আর সেই কাজেই একমাত্র আনন্দ পাওয়া সেই আদেল্‌মো বেরেঙ্গারের সংরাগের দিকে কোনো মনোযোগই দেয়নি বলা চলে। কিন্তু সম্ভবত – কে জানে – সে বুঝতেই পারেনি যে – গোপনে গোপনে, তার চৈতন্য বা মন হয়ত সেই কলঙ্কের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছিল। বেন্নো বলল, আসল ব্যাপারটা হলো, আদেল্‌মো আর বেরেঙ্গারের একটা আলাপ সে আড়াল থেকে শুনে ফেলেছিল, আর সেই আলাপে আদেল্‌মোর জানতে চাওয়া একটা গোপন তথ্যের কথা স্মরণ

BanglaBook.org

করিয়ে দিয়ে ঘৃণ্য একটা বিনিময়ের প্রস্তাব দিয়েছিল, যেটার কথা সবচাইতে সরল পাঠক-ও হয়ত আন্দাজ করতে পারছেন। এবং মনে হয় বেন্নো আদেল্‌মোর মুখ থেকে সম্মতিসূচক কথাই শুনেছিল, যেন একটা স্বস্তির সঙ্গেই বলা হয়েছিল কথাটা। যেন, বেন্নো এমনও বলল, আদেল্‌মো মনে মনে সেটাই চাইছিল এবং রাজি হওয়ার জন্য কামজ লিপ্সা ছাড়া অন্য কোনো অজুহাত খুঁজে পাওয়াটাই তার কাছে যথেষ্ট ব'লে মনে হয়েছিল। বেরেঙ্গারের সেই গুপ্ত কথাটি যে নিশ্চিতভাবেই **বিদ্যার গুপ্তরহস্য**-সংক্রান্ত – বেন্নো যুক্তি দেখাল – এটা তারই একটা চিহ্ন বা নিশানা, যাতে ক'রে আদেল্‌মোর মনে এই বিভ্রান্তি জন্মায় যে বুদ্ধিবৃত্তিক একটা ইচ্ছে পূরণের জন্যেই তার এই যৌন অনাচারের বশীভূত হওয়া।

তারপর, একটু হেসে বেন্নে যোগ করল, বহুবার কি সে নিজেই বুদ্ধিবৃত্তির ও বাসনার কারণে আলোড়িত হয়নি যা কিনা এতই প্রবল ছিল যে তার নিজের প্রবণতার বিরুদ্ধে গিয়েও অন্যের কামজ লিপ্সায় সাড়া দিতে সেটা দ্বিধা করত না?

সে উইলিয়ামকে জিগ্যেস করল, 'বহু বছর ধরে খুঁজছেন এমন বই হাতে পাওয়ার জন্য আপনি নিজেও কি কখনো কখনো ন্যক্কারজনক কাজ করতেন?'

উইলিয়াম বললেন, 'বেশ কয়েক শতাব্দী আগে জ্ঞানী আর পরম পুণ্যবান ২য় সিলভেস্টার, আমার ধারণা, স্টেটিয়াস বা লুকানের একটা পাণ্ডুলিপির বদলে অত্যন্ত দামি একটা আর্মিলারি গোলক দিয়েছিলেন,' তারপর তিনি বিচক্ষণতার সঙ্গে যোগ করলেন, 'কিন্তু সেটা ছিল তাঁর আর্মিলারি গোলক, তার সদ্‌গুণ নয়।' বেন্নো স্বীকার করল উৎসাহের আতিশয্যে সে একটু বাড়াবাড়ি ক'রে ফেলেছিল, তারপর গল্পে ফিরে গেল। আদেল্‌মোর মৃত্যুর আগের দিন কৌতূহলের বশে বেন্নো দু'জনের পিছু নিয়েছিল এবং দেখেছিল যে কমপ্লিনের পর তারা একসঙ্গে ডরমিটরিতে ওদের কুঠুরির কাছেই গেল। তার কুঠুরির দরজাটা একটু ফাঁক ক'রে রেখে সে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিল, আর যখন সন্ন্যাসীদের ওপর সুষুপ্তি নেমে এসেছে, তখন সে পরিষ্কার দেখতে পেয়েছিল আদেল্‌মো বেরেঙ্গারের ঘরে ঢুকে পড়ল।

জেগেই ছিল বেন্নো, ঘুমোতে পারছিল না সে, এবং একসময় দেখল বেরেঙ্গারের দরজা খুলে গেল আবার, আর আদেল্‌মো একরকম দৌড়েই পালিয়ে গেল, যদিও তার বন্ধু তাকে নিরস্ত করতে চাইছিল। বেরেঙ্গার আদেল্‌মোর পিছু পিছু নীচের তলায় চলে এলো, বেন্নো সাবধানে তাদের অনুসরণ করল এবং নীচের করিডরের এক জায়গায় দেখতে পেল বেরেঙ্গার এক কোনায় জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছে, এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ইয়র্গের কুঠুরির দরজার দিকে। বেন্নো অনুমান ক'রে নিল আদেল্‌মো নিশ্চয়ই তার পাপ স্বীকার করতে গিয়ে ইয়র্গের পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে, ওদিকে, তার গোপন কথা ফাঁস হয়ে গেছে বুঝতে পেরে – তা সেটা স্যাক্‌রামেন্টের দায়বদ্ধতার অধীনে হলেও – বেরেঙ্গার কাঁপছে

এরপর আদেল্‌মো বেরিয়ে এলো, তার মুখ পাণ্ডুর; বেরেঙ্গার তার সঙ্গে কথা বলতে চাইছিল, কিন্তু আদেল্‌মো তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ডরমিটরি থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল, গীর্জার এপ্‌স-এর

BanglaBook.org

পেছন দিকে এগিয়ে দিয়ে কয়্যারে ঢুকে পড়ল উত্তর ফটক দিয়ে (রাতে যেটা খোলাই থাকে)। খুব সম্ভব সে প্রার্থনা করতে চাইছিল। বেরেঙ্গার তার পিছু নিল, কিন্তু গির্জায় ঢুকল না। নিজের দুই হাত মোচড়াতে মোচড়াতে গোরস্থানের সমাধিগুলোর মধ্যে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

বেন্নো যখন ভাবছে কী করা যায়, তখন সে খেয়াল করল সেখানে চতুর্থ একজনও রয়েছে। এই লোকটিও ওই দুজনের পিছু নিয়েছিল এবং নিশ্চিতভাবেই সে বেন্নোর উপস্থিতি টের পায়নি, যে কিনা তখন গোরস্থানের ধার ঘেঁষে বড়ো হয়ে ওঠা একটা ওকগাছের গুঁড়ির সঙ্গে নিজের শরীর সেঁটে দাঁড়িয়ে ছিল। এই চতুর্থ ব্যক্তিটি ভেনানশিয়াস। তাকে দেখে বেরেঙ্গার গুঁড়ি মেরে কবরগুলোর মধ্যে দিয়ে লুকাল, আর ভেনানশিয়াসও কয়্যারে ঢুকল। আর তখন, ধরা প'ড়ে যেতে পারে ভেবে বেন্নো ডরমিটারিতে ফিরে এলো। পরদিন সকালে দুরারোহ, খাড়া পর্বতগাত্রের পাদদেশে আদেল্‌মোর লাশ পাওয়া গেল এবং বেন্নো এর বেশি কিছু জানে না।

নৈশাহারের সময় হয়ে এসেছিল। বেন্নো চলে গেল, এবং আমার গুরু তাকে আর কিছু জিগ্যেস করলেন না। তারপর কিছুক্ষণ স্নানাগারের পেছনে কাটিয়ে, অদ্ভুত যেসব গোপন ব্যাপারের কথা এতক্ষণ শুনলাম সেসব নিয়ে ভাবতে ভাবতে খানিকটা সময় আমরা বাগানে হাঁটাহাঁটি করলাম।

হঠাৎ ঝোপের মধ্যে একটা চারাগাছ চিনতে পেরে সেটাকে ভালো ক'রে দেখার জন্য ঝুঁকে পড়ে উইলিয়াম বলে উঠলেন, 'ফ্র্যাংগুলা! রক্তপাত থামাতে এটার বাকল দিয়ে চমৎকার আরক বানানো যায়। আর ওটা হলো আর্কতিউম লাপ্পা, তাজা শেকড় দিয়ে বানানো পুলটিশ চামড়ার একযিমার ক্ষত সারায়।'

'আপনি সেভেরেনিসের চাইতে চতুর,' আমি তাঁকে বললাম। 'কিন্তু এখন আমাকে বলুন আমরা যা শুনলাম সে-সম্পর্কে আপনার ধারণা কী?

'প্রিয় আদ্‌সো, নিজের মাথা ব্যবহার ক'রে চিন্তা করা শিখতে হবে তোমার। বেন্নো সম্ভবত সত্য কথাই বলেছে আমাদের। আজ ভোরে বেরেঙ্গার আমাদের যা বলেছিল তার সঙ্গে কথাগুলো মিলে যাচ্ছে, সেটার সব রকমের মায়া-মরীচিকা সত্ত্বেও।'

বেরেঙ্গার আর আদেল্‌মো দু'জনে মিলে খারাপ কিছু একটা করে : এরই মধ্যে আমরা অনুমান করেছি সেটা। এবং বেরেঙ্গারকে অবশ্যই আদেল্‌মোকে সেই গুপ্ত রহস্যটা জানাতে হবে যেটা কিনা, হায়, রহস্যই থেকে যায়। শুদ্ধতার আর প্রকৃতির কানুন-বিরুদ্ধ অপরাধটা করার পর আদেল্‌মোর মাথায় কেবল একটাই চিন্তা আসে, আর তা হলো বিশ্বস্ত এমন কারো কাছে সব খুলে বলা যে তাকে এই পাপ থেকে মুক্তি দিতে পারবে এবং সে ইয়র্গের কাছে ছুটে যায়, যিনি, আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে জানি, খুব কঠোর স্বভাবের মানুষ, এবং নিশ্চিতভাবেই তিনি কঠোর ভাষায় আদেল্‌মোকে তিরস্কার করেন। সম্ভবত তিনি তাকে পাপমুক্ত করতে অস্বীকৃতি জানান, হয়ত অসম্ভব রকমের কোনো প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেন, যদিও সেটা আসলে কী তা আমরা জানতে পারব না, ইয়র্গেও কখনো বলবেন না আমাদের। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে আদেল্‌মো একছুটে গীর্জায় গিয়ে

BanglaBook.org

বেদীর সামনে লুটিয়ে পড়ে, কিন্তু তাতে তার দুঃখ ঘোচে না। এই সময় ভেনানশিয়াস তার কাছে এগিয়ে যায়; আমরা জানি না তাদের মধ্যে কী কথা হয়েছিল, তবে সম্ভবত বেরেঙ্গারের কাছে উপহার (বা, পাওনা হিসেবে) পাওয়া গুপ্ত কথাটি সে ভেনানশিয়াসের কাছে খুলে বলে, তাকে বিশ্বস্ত মনে ক'রে, যে-কথার আর কোনো মূল্য তার কাছে নেই, কারণ সে তখন আরো ভয়ংকর আর জ্বলন্ত এক রহস্যের অধিকারী। ভেনানশিয়াসের কী হয়? সম্ভবত আজ আমাদের বন্ধু বেন্নাকে যে কৌতূহল ছেঁকে ধরেছে ঠিক সেই একই প্রবল কৌতূহলে অভিভূত হয়ে সে যা জেনেছে তাতে খুশী হয়ে আদেল্‌মোকে তার যন্ত্রণার মধ্যে রেখেই সে চলে যায়। আদেল্‌মো দেখে, তার পাশে কেউ নেই, সে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেয়, প্রবল হতাশ মনে গোরস্থানে চলে আসে, আর সেখানে তার বেরেঙ্গারের সঙ্গে দেখা হয়। ভয়ংকর সব বাক্যবাণে তাকে জর্জরিত করে সে, সবকিছুর জন্য তাকে দায়ী করে এবং তাকে নিজের ভ্রষ্ট প্রভু বলে সম্বোধন করে। সত্যি বলতে কি, আমি মনে করি হ্যালুসিনেশনগুলোর কথা বাদ দিলে বেরেঙ্গারের কথাগুলোই সত্যি। সম্ভবত ইয়র্গের কাছ থেকে আদেল্‌মো যে হতাশাভরা কথাগুলো শুনে এসেছিল, সেই কথাগুলোই বেরেঙ্গারকে আবার বলে সে। আর এবার বেরেঙ্গার নিজে তাতে বিপর্যস্ত হয়ে অন্য একদিকে চলে যায়, আদেল্‌মো অন্যদিকে, আত্মহত্যা করতে। তারপর ঘটে বাকিটা, যা আমরা প্রায় নিজেদের চোখেই দেখেছি। সবার বিশ্বাস, আদেল্‌মো খুন হয়েছে, কাজেই ভেনানশিয়াসের ধারণা গ্রন্থাগারসংক্রান্ত গুপ্ত রহস্যটা সে যতটা মনে করেছিল তার চাইতে বেশি সাংঘাতিক, ফলে সে নিজেই অনুসন্ধান করতে থাকে। যতক্ষণ না কেউ তাকে থামায়, সে যা চাইছিল তা আবিষ্কার করার আগেই বা পরে।

'তাহলে কে তাকে খুন করল? বেরেঙ্গার?'

'হয়ত বা মালাকি, যাকে এডিফিকিয়ুমটা আগলে রাখতেই হবে। কিংবা হয়ত অন্য কেউ। বেরেঙ্গার ভীত, তাই সে সন্দেহের পাত্র। আর সে জানত যে ভেনশিয়াসের কাছে তার গুপ্ত কথা চলে গেছে। মালাকিও সন্দেহের পাত্র; গ্রন্থাগারের অভেদ্যতার রক্ষক বা অভিভাবক সে আবিষ্কার করে যে-কেউ একজন সেই অভেদ্যতা লঙ্ঘন করেছে, ফলে সে খুন করে। ইয়র্গে সবার সম্পর্কে সবকিছু জানেন, আদেল্‌মোর গোপন কথাও তাঁর জানা। ভেনানশিয়াস কী আবিষ্কার ক'রে ফেলতে পারে সেটা তিনি আমাদের জানতে দিতে চান না।...অনেক কথাই তাঁর দিকে ইঙ্গিত দেয়। কিন্তু তুমি আমাকে বলো একজন অন্ধ মানুষ কী ক'রে শক্তি-সামর্থ্যের তুঙ্গে থাকা কাউকে হত্যা করতে পারে? একজন বৃদ্ধ মানুষ। তা হলেনই-বা তিনি শক্তসামর্থ্য – পিপার মধ্যে লাশটা টেনে নিয়ে যেতে পারেন? আর সব কথার শেষ কথা, বেন্নাই বা কেন খুনী হতে পারে না? মিথ্যাও বলে থাকতে পারে সে আমাদের কাছে, স্বীকার করা যায় না এমন কিছু কারণে বাধ্য হয়ে। তা ছাড়া, হাসির ব্যাপারে আলোচনায় যারা অংশ নিয়েছিল কেবল তাদেরকেই সন্দেহ করা কেন? এমন তো হতে পারে যে অপরাধটার পেছনে অন্য কোনো কারণ ছিল যার সঙ্গে গ্রন্থাগারের কোনো সম্পর্ক নেই? সে যা-ই হোক, দুটো জিনিস দরকার আমাদের: গ্রন্থাগারে কী ক'রে ঢোকা যায় সেটা জানা, আর একটা প্রদীপ। তুমি প্রদীপ জোগাড় করবে। রাতের খাওয়ার সময় রান্নাঘরে একটু বেশিক্ষণ থেকো, তারপর সুযোগ বুঝে একটা নিয়ে নিয়ো...

BanglaBook.org

'চুরি!'

'ধার, ঈশ্বরের বৃহত্তর গরিমার জন্য।'

'সেক্ষেত্রে ভরসা করতে পারেন আমার ওপর।'

'বেশ। আর এডিফিকিয়ুমের ঢোকার ব্যাপারে বলতে হয়, গত রাতে আমরা দেখেছি মালাকি কোথা থেকে বেরিয়েছিল। আজ আমরা গীর্জায় পদধূলি দেবো, বিশেষ ক'রে সেই চ্যাপেলটায়। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমরা খেতে বসছি। তারপর মোহান্তের সঙ্গে একটা বৈঠক আছে আমাদের। তুমিও থাকবে সেখানে, কারণ আমি বলেছি আমার সাথে একজন সচিব থাকছে, যাতে ক'রে আমার বক্তব্য সে লিখে নিতে পারে।'

BanglaBook.org

দ্বিতীয় দিন

নোনেয

যেখানে মঠের সম্পদ নিয়ে মোহান্ত বড়াই করেন এবং ধর্মদ্বেষীদের নিয়ে ভীতি প্রকাশ করেন এবং পৃথিবীর পথে পা বাড়ানো ভুল হলো কি না এই নিয়ে অবশেষে আদ্‌সোর ভাবনা হয়

গীর্জাতেই পাওয়া গেল মোহান্তকে, প্রধান বেদীর ওখানে। তিনি কিছু শিক্ষানবিশের কাজ-কর্ম তত্ত্বাবধান করছিলেন – তারা একটা গোপন স্থান থেকে বেশ কিছু পবিত্র ভেসেল, চ্যালিস, প্যাটেন, মন্সট্রান্স আর একটা ক্রুশবিদ্ধ যীশুমূর্তি নিয়ে এসেছিল – সকালের অনুষ্ঠানের সময় সেগুলো আমার নজরে পড়েনি। পবিত্র জিনিসগুলোর চোখ ধাঁধানো সৌন্দর্য দেখে বিস্ময়ের একটা চিৎকার আমি চেপে রাখতে পারলাম না। দুপুরবেলা তখন, কয়্যারের জানালা দিয়ে প্রবল তোড়ে আলো ঢুকছে, গীর্জার সামনের অংশের জানালাগুলো দিয়ে ঢুকছে আরো বেশি, আর তাতে এমন শ্বেতপ্রপাত তৈরি হয়েছে যা স্বর্গীয় কোনো বস্তুর রহস্যময় স্রোতধারার মতো গীর্জার বিভিন্ন অংশে এক অপরকে ছেদ করছে, খোদ বেদীটাকে সমাবৃত করে।

ভাস আর চ্যালিসের প্রতিটি-ই যার যার মূল্যবান উপাদানের সাক্ষ্য বহন করছে; স্বর্ণের হরিদ্রা বর্ণের মধ্যে হাতির দাঁতের নিষ্কলুষ শুভ্রতা, আর স্ফটিকের স্বচ্ছতার মধ্যে প্রতিটি রঙের প্রতিটি মাত্রার দেদীপ্যমান রত্ন চোখে পড়ল আমার। চেনা গেল নীলকান্তমণি (Jacinth), পোখরাজ (Topaz), পদ্মরাগমণি (Ruby), ইন্দ্রনীলমণি (Sapphire), পান্না (Emerald), গোমেদ (Chrysolite), অনিক্স (Onyx), রক্তমণি (Carbuncle), জাফ্রং (Jasper) ও অকীক (Agate)। সেই সঙ্গে আমি উপলব্ধি করলাম কিভাবে সেই সকালে প্রার্থনায় অভিভূত হয়ে আর তারপর আতঙ্কগ্রস্ত হওয়ায় অনেক কিছুই আমার নজর এড়িয়ে গিয়েছিল। বেদীর সামনেরটা আর সেটাকে ঘিরে থাকা আরো তিনটি প্যানেল পুরোটাই সোনার তৈরি। কাজেই পুরো বেদীটাই সোনার তৈরি বলে মনে হচ্ছে।

আমার বিস্ময় দেখে মোহান্ত হাসলেন। আমার গুরু এবং আমাকে লক্ষ ক'রে তিনি বলে উঠলেন, 'যেসব সম্পদ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বা পরে দেখবেন সেগুলো শতাব্দীর পর শতাব্দীর ধার্মিকতটা আর ভক্তির উত্তরাধিকার, এই মঠের শক্তি ও পবিত্রতার সাক্ষ্য। পৃথিবীর রাজপুত্র আর প্রবল ক্ষমতাবানেরা, আর্চবিশপ ও বিশপেরা এই বেদীতে আর সেটার জন্য নির্ধারিত বস্তুগুলোর উদ্দেশে তাঁদের ইনভেস্টিচারের আংটি, সোনা আর দামি দামি সব পাথর – যা তাঁদের মহত্ত্বের স্মারক – তাঁর সবাই এখানে নৈবেদ্য দিয়েছেন যাতে ক'রে সেগুলো আমাদের প্রভুর মহত্ত্বের গৌরবে আর তাঁর এই পুণ্য স্থানে গ'লে যায়। মঠটি আজ আরেকটি দুঃখজনক ঘটনার কারণে বিষণ্ন

BanglaBook.org

হয়ে থাকলেও আমাদের ক্ষুদ্রত্ব, অসহায়ত্বের কথা স্মরণ ক'রে সর্বশক্তিমানের শক্তি ও ক্ষমতার কথা আমাদের ভুললে চলবে না। হোলি নেটিভিটির পরব এগিয়ে আসছে, সেজন্য আমরা আমাদের পূতঃপবিত্র নানান পাত্র, তরলাধার ইত্যাদি ঘষা-মাজা শুরু করেছি, যাতে করে 'ত্রাণকর্তার' জন্মতিথি তাঁর যথাযোগ্য জাঁকজমক ও অসাধারণত্বের সঙ্গে পালিত হতে পারে তারপর উইলিয়ামের দিকে কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে তিনি যোগ করলেন এবং আমি পরে বুঝেছিলাম কেন তিনি নিজের কাজের যৌক্তিকতা প্রমাণে এত জোর দিয়েছিলেন, 'প্রতিটি জিনিসকে সেটার সার্বিক দীপ্তিতে দীপ্তিমান হয়ে উঠতে হবে, কারণ, আমরা মনে করি, ঐশ্বরিক বদান্যতা গোপন না ক'রে উলটো তার প্রচার করা বা ঘোষণা করাই কার্যকর ও উপযুক্ত কাজ।'

'অবশ্যই,' উইলিয়াম বললেন, 'ইওর সাবলিমিটি যদি মনে করেন এভাবে প্রভুর মহিমাকীর্তন করতে হবে, তাহলে আপনার মঠ সেই প্রশংসার সর্বোত্তম পুরস্কার অর্জন করেছে।'

'আর সেটাই হতে হবে,' মোহান্ত বললেন। 'এটাই যদি রীতি হয়ে থাকে যে সোনার অ্যাম্ফোরা আর বোতল আর সোনার ছোটো ছোটো হামানদিস্তা ঈশ্বরের কৃপায় বা পয়গম্বরদের আদেশক্রমে ছাগল বা বাছুর বা সলোমনের মন্দিরের বক্না বাছুরের রক্ত সংরক্ষণেই ব্যবহৃত হবে, তাহলে সোনার ভাস আর দামি সমস্ত রত্নরাজি ও সবচাইতে দামি দামি জিনিস, নিরন্তর শ্রদ্ধা এবং সম্পূর্ণ ভক্তিভরে যীশুর রক্ত গ্রহণ করার জন্য ব্যবহৃত হওয়া আরো বেশি যুক্তিযুক্ত। দ্বিতীয় জন্মে আমাদের সারবস্তু (সাব্‌সটেন্স) যদি চেরুবিম[১] আর সেরাফিমের[২] সারবস্তুর মতো হতে হয়, সেক্ষেত্রে এমন এক অনির্বচনীয় শিকারের জন্য সেটা যে উপকার করতে পারবে তারপরেও তা সেটার যোগ্য হবে না।'

'আমেন', আমি বলে উঠলাম।

'অনেকেই এই বলে প্রতিবাদ করেন যে, এই পবিত্র অনুষ্ঠানের জন্য ভক্তিপূর্ণভাবে অনুপ্রাণিত একটি মন, একটি পবিত্র হৃদয়, বিশ্বাস চালিত একটি ইচ্ছাই যথেষ্ট হওয়া উচিত। এগুলোই যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস তা আমরাই সবার আগে পরিষ্কারভাবে আর দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেছিলাম; কিন্তু সেই সঙ্গে আমরা এ বিষয়েও নিশ্চিত যে পবিত্র তরলাধারের বাহ্যিক অলংকার দিয়েও শ্রদ্ধা নিবেদন করতে হবে, কারণ আমরা আমাদের ত্রাণকর্তাকে যে-সমস্ত জিনিসের মধ্যে দিয়ে সর্বাংশে সেবা করি সেটাও প্রবলভাবে সঠিক ও উপযুক্ত। তিনি, যিনি সর্বোতভাবে কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়া আমাদের জন্য উজাড় ক'রে দিতে কার্পণ্য করেননি।'

উইলিয়াম সহমত পোষণ ক'রে বললেন, 'আপনাদের সম্প্রদায়ের মহৎপ্রাণ লোকজন সব সময় এমন কথাই বলে এসেছেন, আর নানান গীর্জার বিভিন্ন অলংকরণে মহৎপ্রাণ শ্রদ্ধেয় মোহান্ত সুযের[৩]-এর লেখা চমৎকার সব কথা মনে পড়ে যাচ্ছে আমার।'

'ঠিক,' মোহান্ত বললেন। 'এই যে, ক্রুশবিদ্ধ যীশুমূর্তিটা দেখছেন, এটা এখনো সম্পূর্ণ হয়নি...' অপরিসীম অনুরাগের সঙ্গে তিনি সেটা হাতে নিলেন, তাকিয়ে রইলেন সেটার দিকে, এক তুরীয়ানন্দে তাঁর মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। 'এখানে কয়েকটা মুক্তো এখনো বসানো হয়নি, কারণ

BanglaBook.org

সঠিক আকারের একটিও পাইনি আমি। একবার সন্ত এন্ড্রু গলগোথার ক্রুশ সম্পর্কে বলেছিলেন যে সেটা মুক্তোর সঙ্গে যীশুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়েও সজ্জিত। কাজেই, সেই মহৎ বিস্ময়-এর প্রতিমূর্তিটিকেও মুক্তো দিয়ে সুসজ্জিত হতে হবে বৈকি। এ ছাড়া, আমার কাছে মনে হয়েছে এখানে, ত্রাণকর্তার মাথার ঠিক ওপরে, পৃথিবীর সবচাইতে সুন্দর হীরকখণ্ডটা বসানোটাটাই ঠিক হবে।' তাঁর ভক্তিমান হাত দুটো, তাঁর লম্বা লম্বা আঙুলগুলো সেই পবিত্র কাষ্ঠখণ্ডের বা সেই পবিত্র হাতীর দাঁতের সবচাইতে মূল্যবান অংশগুলোর ওপর খেলে বেড়ালো (কারণ এই মহার্ঘ উপাদানটি দিয়েই ক্রুশটির দুই হাত তৈরি)।

'আমি যখন ঈশ্বরের এই ঘরের সমস্ত সৌন্দর্য থেকে আনন্দ আহরণ করি, যখন বহুবর্ণ রত্নরাজির সম্মোহন আমাকে বাইরের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা থেকে ছিনিয়ে এনেছে, আর যা জাগতিক বা পার্থিব তা থেকে অপার্থিব কোনো কিছুতে স্থানান্তরিত ক'রে এক যথার্থ ধ্যান সদ্গুণাবলির বৈচিত্র্য সম্পর্কে আমার চিন্তাকে চালিত করেছে, তখন যেন, বলতে কী, নিজেকে আমি মহাবিশ্বের এক অদ্ভুত অঞ্চলে নিজেকে আবিষ্কার করি, যা কিনা আর পৃথিবীর ঝুট-ঝঞ্ঝাটে পুরোপুরি অবরুদ্ধ নয় বা স্বর্গের নিষ্কলুষতায় পুরোপুরি স্বাধীন নয়। আর আমার কাছে মনে হয় যেন ঈশ্বরের অনুগ্রহে, ঊর্ধ্বারোহণের (anagoge) মাধ্যমে আমি এই নিম্নতর জগৎ থেকে উচ্চতর জগতে স্থানান্তরিত হয়ে যেতে পারি...'

কথা বলতে বলতে তিনি নেইভের দিকে মুখ ফেরালেন। ওপর থেকে আসা একটি আলোকধারা তাঁর মুখাবয়ব আলোকিত ক'রে তুলছে দিনমণির এক বিশেষ বদান্যতায়, আর ক্রুশের মতো ক'রে বাড়িয়ে ধরা তাঁর হাত দুটো এমনভাবে স্থির হয়ে আছে যেন একটা আবেশ এসে ভর করেছে তার ওপর। তিনি বলে উঠলেন, 'দৃশ্যমান বা অদৃশ্য প্রতিটি প্রাণীই একটি আলো, যাকে আলোর পিতা অস্তিত্বশীল ক'রে তুলেছেন। এই হাতীর দাঁত, এই অনিক্স. কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের ঘিরে থাকা প্রতিটি রত্ন একটি আলো, আর আমি সেগুলোকে শুভ ও সুন্দর হিসেবেই দেখি, ভাবি যে তারা তাদের নিজস্ব অনুপাতের নিয়ম অনুযায়ীই অস্তিত্বশীল. ভাবি যে, বর্গ ও প্রজাতির দিক দিয়ে তারা অন্যান্য সব বর্গ ও প্রজাতি থেকে ভিন্ন, তারা তাদের নিজেদের সংখ্যা দিয়েই সংজ্ঞায়িত, তারা তাদের বিন্যাসের প্রতি বিশ্বস্ত, তারা তাদের ওজন অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট স্থান প্রার্থনা করে। আর এসব জিনিস যতোই আমার কাছে প্রকাশিত হয়, ততই আমি যে সব বস্তুর দিকে তাকিয়ে থাকি সেগুলো তাদের প্রকৃতি অনুযায়ী মূল্যবান হয়ে ওঠে, এবং সৃষ্টির স্বর্গীয় শক্তি আরো বেশি ক'রে আলোকিত হয়ে ওঠে, কারণ আমাকে যদি কারণের গরিমাকে স্বীকার করতেই হয়, যেটা কিনা সেটার পরিপূর্ণতায় অনধিগম্য, ফলাফল বা পরিণতির গরিমার মধ্যে দিয়ে, তাহলে স্বর্ণ ও হীরকের মতো চমকপ্রদ স্বর্গীয় কার্যকারণের কথা আরো কত ভালোভাবেই না আমাকে বলা হয় যদি এমনকি গোবর খেকো পোকাও আমাকে সেটার কথা বলে। আর তারপর, আমি যখন এই রত্নরাজির ভেতর এসব উচ্চতর জিনিস উপলব্ধি করি, আত্মা কেঁদে ওঠে, আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে এবং তা পার্থিব অহংকারে বা ধনসম্পদের প্রতি ভালোবাসায় নয়, বরং প্রাইমের, স্বয়ম্ভু কারণের প্রতি বিশুদ্ধতম ভালোবাসায়।'

BanglaBook.org

'প্রকৃত অর্থেই এটি মধুরতম ধর্মতত্ত্ব,' নিখাঁদ বিনয়নম্রতার সঙ্গে উইলিয়াম বললেন, এবং আমি ভাবলাম তিনি সেই কুটিল বাক্যালংকার ব্যবহার করেছেন যেটাকে আলংকারিকরা আয়রনি বা ব্যাজস্তুতি বলেন, যা অবশ্যই pronunciatio দিয়ে শুরু হতে হবে, সেটার সংকেত ও যৌক্তিকতা তুলে ধ'রে – এমন কিছু যা উইলিয়াম কখনো করেননি। যে-কারণে মোহান্ত যিনি কিনা বাক্যালংকার ব্যবহারে আরো বেশি উৎসাহী – উইলিয়ামের কথাকে আক্ষরিক অর্থেই ধ'রে নিলেন এবং তখনো নিজের রহস্যময় আবেশের বশবর্তী তিনি যোগ করলেন, 'সর্বশক্তিমানের সংস্পর্শ পাওয়ার এটাই সবচাইতে প্রত্যক্ষ পথ : দেবগণের মর্ত্যে আবির্ভাব বা থিওফেনিক ম্যাটার।

ভদ্রভাবে কাশলেন উইলিয়াম। 'ইয়ে...মানে...' তিনি বলে উঠলেন। নতুন কোনো প্রসঙ্গের অবতারণা করতে চাইলে তিনি এই কাজটি করেন। কাজটা তিনি মনোরমভাবেই করতে চান, কারণ সেটাই তাঁর স্বভাব এবং আমার ধারণা তাঁর দেশের মানুষের জন্য এটাই স্বাভাবিক। প্রতিটি মন্তব্য দীর্ঘ প্রাথমিক একটা কাতোরক্তি দিয়ে শুরু করা, ভাবখানা যেন একটি সম্পূর্ণ চিন্তার অবতারণা করার ব্যাপারটা তাকে বেশ মানসিক কষ্ট দিচ্ছে। অন্যদিকে, আমি এখন নিশ্চিত, তাঁর ঘোষণার আগে তিনি যতটা কাতোরক্তি করতেন তাঁর নিজের প্রস্তাবিত বিষয়ের যথার্থতা সম্পর্কে তিনি ততটাই নিশ্চিত থাকতেন।

'ইয়ে...আচ্ছা...' উইলিয়াম বলে চললেন, 'আমাদের বোধহয় মিটিং আর দারিদ্র্য নিয়ে কথা বলার ছিল।

অতঃপর তাঁরা দু'জনে এক ঐকান্তিক আলাপে মগ্ন হয়ে পড়লেন; সেসব কথার খানিকটা আমি আগে থেকেই জানি, আর খানিকটা তাঁদের আলাপ শুনতে শুনতে বুঝে নিলাম এই বিশ্বস্ত বিবরণের গোড়াতে যেমনটা বলেছিলাম, আলাপটা হলো এক দ্বৈত দ্বন্দ্ব নিয়ে যা একদিকে সম্রাটকে পোপের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, আবার অন্যদিকে পোপকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে ফ্রান্সিসকানদের বিরুদ্ধে, যারা পেরুজিয়া সম্মেলনে – যদিও বেশ কয়েক বছর পর – যীশুর দারিদ্র্য বিষয়ে স্পিরিচুয়ালদের তত্ত্ব সমর্থন করেছিল; সেই সঙ্গে আলাপটা ছিল সেই তালগোলপাকানো অবস্থাটা নিয়েও যেটার সৃষ্টি হয়েছিল ফ্রান্সিসকানরা এম্পায়ার বা খৃষ্টীয় সাম্রাজ্যের পক্ষ নেয়াতে; বিরুদ্ধতা আর মিত্রতার এ যেন এক ত্রিভুজ, যেটা এখন এক চতুর্ভুজে রূপ নিয়েছে, বেনেডিক্টীয় সম্প্রদায়ের মোহান্তদের হস্তক্ষেপের বদান্যতায়, যা কিনা এখনো আমার কাছে খুবই দুর্বোধ্য রয়ে গেছে।

বেনেডিক্টীয় মোহান্তরা স্পিরিচুয়ালদের কোন যুক্তিতে আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়েছিলেন তাদের নিজেদের সম্প্রদায় স্পিরিচুয়ালদের মতের সঙ্গে খানিকটা সহমত হওয়ার আগে – সেটা আমি পুরোপুরি বুঝতে পারিনি। কারণ স্পিরিচুয়ালরা যদি পার্থিব জিনিসপত্র পরিহারের কথা প্রচার করেও থাকে তাহলে আমার সম্প্রদায়ের মোহান্তরাও এমন কোনো কম নীতিনিষ্ঠ পথ অনুসরণ বা অবলম্বন করেনি যার উজ্জ্বল প্রমাণ আমি সেই দিন দেখতে পেয়েছিলাম – যদিও সেই পথটি ছিল পুরোপুরি বিপরীত। তবে আমার ধারণা, মোহান্তরা মনে করেছেন পোপদের মাত্রাতিরিক্ত ক্ষমতা মানে বিশপ ও নগরগুলোরও মাত্রাতিরিক্ত ক্ষমতা, অন্যদিকে আমার সম্প্রদায় (বেনেডিক্টীয় সম্প্রদায়) শতাব্দীর

BanglaBook.org

পর শতাব্দী ধরে ঠিক এই অনাশ্রমিক যাজক বা সন্ন্যাসী আর নগরবণিকদের বিরোধিতা ক'রে, স্বর্গ আর মর্ত্যের মাঝে নিজেদের মধ্যস্থতাকারী বানিয়ে এবং নৃপতিদের পরামর্শদাতা হিসেবেই নিজেদের ক্ষমতা ধ'রে রেখেছে।

বহুবারই এই আদর্শমন্ত্র উচ্চারিত হতে শুনেছি যেটা বলছে ঈশ্বরসৃষ্ট মানুষেরা রাখাল (অর্থাৎ, পাদ্রী, যাজক), সারমেয় (মানে যোদ্ধা) আর মেষ (অর্থাৎ, সাধারণ মানুষজন), এই তিন ভাগে বিভক্ত। কিন্তু পরে জেনেছি কথাটা নানাভাবে বলা যায়। বেনেডিক্টীয়রা প্রায়ই তিনটি সম্প্রদায় নয় বরং দুটো বিভাগের কথা বলে, যার একটি জাগতিক ব্যাপার-স্যাপার সামলাবার দিকটা দেখে, অন্যটি পারলৌকিক দিকটা। জাগতিক বিষয়ের বেলাতে যাজক সম্প্রদায়, *লে লর্ডস* আর জনসাধারণ, এই বিভেদটা ঠিকই আছে, কিন্তু এই ত্রিধা বিভাজনটায় ordo monachorum[8]-এর উপস্থিতিই আধিপত্য করে, অর্থাৎ যারা কিনা ঈশ্বরসৃষ্ট মানব আর স্বর্গের মধ্যে সরাসরি সংযোসূত্র; এবং সন্ন্যাসীদের সঙ্গে সেক্যুলার রাখাল, পাদ্রী আর বিশপ, অজ্ঞান ও অধঃপতিতদের কোনো সংশ্রব নেই; তারা এখন নগরগুলোর স্বার্থের কাছে নতজানু হয়ে আছে, অন্যদিকে মেষগুলো আর নিরীহ বিশ্বস্ত চাষা নেই, বরং হয়ে গেছে বণিক ও কারিগর। বেনেডিক্টীয় সম্প্রদায় এ নিয়ে অসুখী নয় যে সাধারণ মানুষকে শাসনের ভার অনাশ্রমিক যাজকদের ওপরই ন্যস্ত করা সমীচীন, তবে এই শর্ত সাপেক্ষে যে শাসনকার্যের সুনির্দিষ্ট বিধিনিষেধ সন্ন্যাসীরা নির্ধারণ করবেন, যেহেতু সন্ন্যাসীরা সমস্ত পার্থিব ক্ষমতার উৎস, সাম্রাজ্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত, ঠিক যেমনটি তারা সমস্ত ঐশ্বরিক ক্ষমতার সঙ্গেও সম্পৃক্ত। আমার ধারণা ঠিক এই জন্যই অনেক বেনেডিক্টীয় মোহান্তই শহর-নগরের বিশপ আর বণিকদের মিলিত শক্তিতে সৃষ্ট নগর সরকারের বিপরীতে সাম্রাজ্যের গরিমা পুনরুদ্ধার করার জন্য স্পিরিচুয়াল ফ্রান্সিসকানদের রক্ষা করতে রাজি হয়েছিলেন, যাদের ধ্যানধারণা আলাদা হলেও তাদের উপস্থিতিটা তাদের জন্য দরকার ছিল, কারণ পোপের বাড়াবাড়ি রকমের ক্ষমতার বিরুদ্ধে যাওয়ার জন্য সাম্রাজ্যকে সেটা নেহাত মন্দ ন্যায়ানুমান (syllogism) জোগায় না

আমি তখন এটা বুঝতে পারলাম যে এই কারণেই তাহলে অ্যাবো সম্রাটের দূত উইলিয়ামের সঙ্গে সহযোগিতার এবং ফ্রান্সিসকান সম্প্রদায় ও পোপীয় সিংহাসনের মধ্যে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। সত্যি বলতে কি, এমনকি গীর্জার ঐক্য বিপদগ্রস্ত ক'রে তোলা বিতর্কের উগ্রতা বা প্রচণ্ডতার মুখে চেযেনার মাইকেল – যাকে পোপ জন কয়েকবার এভিনিয়নে ডেকে পাঠিয়েছেন – শেষ অব্দি আমন্ত্রণটা গ্রহণের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, কারণ তিনি চাননি তাঁর সম্প্রদায় পনটিফের সঙ্গে এক সংশোধনাতীত দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ুক। ফ্রান্সিসকানদের সেনাপতি হিসেবে তিনি একই সঙ্গে তাদের অবস্থানের বা দৃষ্টিভঙ্গির বিজয় দেখতে আর পোপীয় অনুমোদনও পেতে চেয়েছেন, যেটা কিনা মোটেই হেলাফেলার বিষয় নয়, কারণ তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে পোপের সম্মতি ছাড়া তিনি খুব বেশিদিন সম্প্রদায়ের নেতা হিসেবে তাঁর অবস্থান বজায় রাখতে পারবেন না।

কিন্তু অনেকেই তাঁকে নিশ্চিত ক'রে বলেছেন যে তাঁকে ফাঁদে ফেলার জন্য, ধর্মদ্বেষিতার অভিযোগে অভিযুক্ত ক'রে বিচার করার জন্য পোপ ফ্রান্সে অপেক্ষা ক'রে আছেন। কাজেই, তাঁরা

BanglaBook.org

পরামর্শ দিলেন এভিনিয়নে তাঁর উপস্থিতির আগে কিছু আপস-আলোচনার দরকার আছে। মার্সিলিয়াস তার চাইতেও ভালো একটা কথা বললেন : মাইকেলের সঙ্গে এক রাজকীয় প্রতিনিধি দল আর একদল দূত পাঠানোর পরামর্শ দিলেন তিনি, যাতে ক'রে তাঁরা তাঁদের যাঁর যাঁর অবস্থান তুলে ধরার চেষ্টা করতে পারেন এবং সামনের একটা সাক্ষাতের জন্য একটা চুক্তিনামা দাঁড় করাতে পারেন যার বলে ইতালীয় অতিথিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যাবে। এই প্রথম সভাটার আয়োজন করার জন্যই বাস্কারভিলের উইলিয়ামকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। পরে তিনি রাজধর্মতত্ত্ববিদদের দৃষ্টিভঙ্গির কথা এভিনিয়নে উপস্থাপন করবেন, যদি তিনি মনে করেন যে সফরটা বিপন্মুক্তভাবে করা সম্ভব। কাজটা মোটেই সাধারণ ছিল না, কারণ এটা ধরে নেয়া হয়েছিল যে পোপ, যিনি মাইকেলকে একাকী পেতে চেয়েছিলেন – যাতে ক'রে তাঁকে আরো অনেক সহজে বাধ্যগত পর্যায়ে নামিয়ে আনা যায় – এই নির্দেশ দিয়ে ইতালিতে একটা মিশন পাঠাবেন যাতে ক'রে তাঁর দরবারে পৌঁছানোর উদ্দেশে রাজদূতদের যে পূর্বপরিকল্পিত সফর তা যেন যতদূর সম্ভব ব্যর্থ হয়। এ-অব্দি উইলিয়াম যথেষ্ট সক্ষমতার সঙ্গে কাজ করেছেন। নানান বেনেডিক্টীয় মোহান্তের সঙ্গে দীর্ঘ সলা-পরামর্শের পর (আমাদের যাত্রাপথে যে বেশ কয়েকবার বিরতি দিতে হয়েছিল সেটা এই জন্যই), আমরা এখন যে মঠে আছি সেটা পছন্দ করেছেন তিনি, ঠিক এই কারণে যে জনশ্রুতি আছে যে, মোহান্ত সাম্রাজ্যের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ, কিন্তু তার পরও তাঁর অসামান্য কূটনৈতিক দক্ষতার কারণে পোপের দরবারেও তিনি বিরাগভাজন নন। কাজেই এই মঠটাকে একটা নিরপেক্ষ অঞ্চল বলা যেতে পারে যেখানে দুই দল মিলিত হতে পারবে।

অবশ্য পোপের প্রতিরোধ অবসিত হয়নি মোটেই। এ কথা তাঁর অজানা নয় যে একবার তার প্রতিনিধিদল মঠের চৌহদ্দীর ভেতরে ঢুকে পড়লে তারা মোহান্তের বৈধ কর্তৃত্বাধীন থাকবেন, আর যেহেতু তাঁর প্রতিনিধি দলের কেউ কেউ অনাশ্রমিক যাজক বা সন্ন্যাসী, তাই একটা রাজ-ষড়যন্ত্রের ভয়ের অজুহাত দেখিয়ে তিনি এই কর্তৃত্ব বা নিয়ন্ত্রণ মানতে অস্বীকার করবেন। কাজেই তিনি আগেভাগেই এই শর্ত জারি ক'রে দিয়েছিলেন যে, পোপের বিশ্বস্ত এক লোকের আজ্ঞাধীনে ফ্রান্সের রাজার একদল ধনুর্ধারীর হাতে তাঁর প্রতিনিধিদলের নিরাপত্তার ভার ন্যস্ত থাকতে হবে। বব্বিওতে পোপের এক দূতের সঙ্গে উইলিয়াম যখন বিষয়টা নিয়ে আলাপ করছিলেন তখন আবছাভাবে এই কথাগুলো আমার কানে এসেছিল; এটা ছিল এই দলটির কাজ বা কর্তব্য নির্ধারণের ব্যাপার – বা বরং পোপের প্রতিনিধিদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ বলতে কী বোঝায় তা নির্ধারণের বিষয়। এভিনিয়নবাসীদের প্রস্তাবিত একটি সমাধান-সূত্র যুক্তিযুক্ত মনে হওয়ায় শেষ পর্যন্ত তা গৃহীত হয়েছিল 'যারা পোপের প্রতিনিধিদলের সদস্যদের জীবনের ওপর কোনোরকম হামলা চালাবে বা সন্ত্রাসের মাধ্যমে তাঁদের আচার-আচরণ বা বিচারকে প্রভাবিত করতে চাইবে' তাদের সবার ওপরে এই সমস্ত লোকজন ও তাঁদের কর্মকর্তাদের কর্তৃত্ব করার অধিকার থাকবে। তা ছাড়া, মনে হয়েছে চুক্তিটার পেছনে নিখাদ আনুষ্ঠানিক চিন্তাভাবনা কাজ করছে। তো এখন, মঠের এই সাম্প্রতিক ঘটনাগুলোর পর মোহান্ত অস্বস্তিতে রয়েছেন এবং উইলিয়ামকে তিনি তাঁর সন্দেহের কথা খুলে বলবেন। প্রতিনিধিদল যখন এসে পৌঁছুবে তখনো যদি অপরাধ দুটোর হোতার পরিচয় অজ্ঞাত থাকে (এবং পরের দিনে মোহান্তের দুশ্চিন্তা আরো বাড়বে কারণ অপরাধের সংখ্যা বেড়ে তিন-এ

BanglaBook.org

দাঁড়াবে), তাহলে তাঁদের এ কথা স্বীকার করতে হবে যে মঠের চৌহদ্দীর ভেতরেই এমন একজন ঘোরাফেরা করছে যে কিনা সন্ত্রাসের সাহায্যে পোপের দূতদের বিচার এবং আচার-আচরণ প্রভাবিত করার ক্ষমতা ধরে।

সংঘটিত অপরাধগুলো লুকোবার চেষ্টা ক'রে কোনো ফায়দা নেই, কারণ পরে যদি আরো কিছু ঘটে যায় তখন পোপের দূতদল তাঁদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে বলে সন্দেহ করবেন। কাজেই, সমাধানের মাত্র দুটো পথ খোলা আছে; হয় কূটনৈতিক দূতদল আসার আগেই উইলিয়ামকে বের করতে হবে খুনী কে (আর এই প্রসঙ্গে এসে মোহান্ত ব্যাপারটা এখনো ফয়সালা করতে না পারার জন্য নীরবে, কঠোর দৃষ্টিতে উইলিয়ামের দিকে তাকিয়ে তাঁকে ভর্ৎসনা করলেন), আর নয়ত, পোপের দূতদলের কাছে কথাটা খোলাখুলিভাবে স্বীকার ক'রে তাদের সাহায্য চাইতে হবে (যাতে ক'রে) আলোচনা চলাকালীন মঠের ওপর কড়া নজরদারি আরোপ করা যায়। দ্বিতীয় সমাধানটি মোহান্তের পছন্দ নয়, কারণ তার অর্থ তাঁর একচ্ছত্র আধিপত্য ক্ষুণ্ন হওয়া, এবং নিজের সন্ন্যাসীদেরকে ফ্রান্সের এক্তিয়ারে ছেড়ে দেয়া। কিন্তু তিনি আবার কোনো ঝুঁকিও নিতে পারছেন না। ঘটনা যেদিকে মোড় নিচ্ছে তা দেখে উইলিয়াম আর মোহান্ত দুজনেই বিরক্ত; কিন্তু তাঁদের হাতে কোনো বিকল্প নেই বললেই চলে। কাজেই, তাঁরা কাল একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসার প্রস্তাব করলেন। এর মধ্যে, ঐশ্বরিক করুণা আর উইলিয়ামের বিচক্ষণতার ওপর ভরসা করা ছাড়া তাঁদের আর কিছুই করণীয় থাকল না।

'আমার পক্ষে যা করা সম্ভব তার সবই আমি করব আমি, ***ইওর সাবলিমিটি***,' উইলিয়াম বললেন। 'কিন্তু অন্যদিকে আবার আমি বুঝে উঠতে পারছি না যে, এই বিষয়টির কারণে সভাটি কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এমনকি পোপের দূতদলও বুঝতে পারবেন যে, এক পাগল বা রক্তপিপাসু বা সম্ভবত কোনো বিনষ্ট আত্মার ওই কাজ আর যে-সমস্যাগুলো নিয়ে আলাপ করার জন্য সেই ঋজু মানুষেরা জড়ো হবেন তার মধ্যে একটা তফাৎ আছে।'

'তাই মনে হয় বুঝি আপনার?' উইলিয়ামের দিতে কঠোর দৃষ্টি হেনে মোহান্ত বলে উঠলেন। 'একটা কথা খেয়াল রাখবেন এভিনিয়নবাসীরা জনেন মাইনরাইটদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসছেন তাঁরা; কাজেই তাঁরা বড়ো ভয়ংকর লোক, ফ্রাতিচেল্লিদের মতোই প্রায়, আর বাকিরা তো এমনকি ফ্রাতিচেল্লিদের চাইতেও উন্মাদ, ভয়ংকর ধর্মদ্বেষী, অপরাধ জর্জরিত', – এখানে এসে তাঁর গলা খাদে নেমে গেল – 'যার তুলনায় এখানে যা ঘটেছে, যদিও তা ভয়াবহ, সূর্যের সামনে কুয়াশার মতো পাণ্ডুর।'

'দুটো মোটেই এক জিনিস নয়,' উইলিয়াম তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন। 'পেরুজিয়া সম্মেলনের মাইনরাইট আর ধর্মদ্বেষীদের কিছু দলকে আপনি এক কাতারে ফেলতে পারেন না, যারা গসপেলের বাণীকে ভুল বুঝেছে, ধনীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে ব্যক্তিগত প্রতিহিংসার বা রক্তপিপাসু বিভ্রান্তির এক ধারাবাহিকতায় পরিণত করেছে...'

মোহান্ত কাঠখোট্টা স্বরে বললেন, 'খুব বেশি দিন হয়নি, এখান থেকে খুব দূরেও নয়, আপনি

BanglaBook.org

যে দলগুলোর কথা বলছেন সেসবের একটি ভেরেচেল্লির বিশপের এস্টেট আর নোভারার ওধারের পাহাড়গুলোতে আগুন ধরিয়ে দেয়, খুনখারাবি চালায়।'

'ফ্রা দলচিনো আর অ্যাপোসলদের কথা বলছিলেন আপনি... ।'

'ছদ্ম-অ্যাপসল,' মোহান্ত শুধরে দিলেন তাঁকে এবং আরো একবার ফ্রা দলচিনো আর ছদ্ম-অ্যাপসলদের কথা শুনলাম আমি, এবং আবারও এক সতর্ক গলায়, আতঙ্কের একটা প্রায়-আভাসসহ।

'ঠিক, ছদ্ম-অ্যাপসল', দ্বিরুক্তি না ক'রে মেনে নিলেন উইলিয়াম, 'কিন্তু মাইনরাইটদের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক ছিল না...'

'...সেইসব মাইনরাইট যারা ক্যালাব্রিয়ার যোয়াকিমের প্রতি একইভাবে প্রকাশ্যে ভক্তি করত,' মোহান্ত নাছোড়বান্দা, 'এবং আপনি আপনার ব্রাদার উবার্তিনোকে এ ব্যাপারে জিগেস করতে পারেন।'

'*ইওর সাবলিমিটিকে* আমার বলতেই হচ্ছে তিনি এখন আপনার নিজের সম্প্রদায়ের একজন ব্রাদার', মৃদু হেসে খানিকটা কুর্নিশ করার মতো ক'রে উইলিয়াম বললেন, যেন তাঁর সম্প্রদায় যে এমন একজন বিখ্যাত ব্যক্তিকে পেয়েছে সেটার জন্য অভিনন্দন জানাতে।

'আমি জানি, আমি জানি,' মোহান্ত মৃদু হাসলেন। 'আর আপনিও ভালো ক'রে জানেন যে স্পিরিচুয়ালরা যখন পোপের বিরাগভাজন হলো তখন আমাদের সম্প্রদায় কী রকম ভ্রাতৃসুলভ যত্নে তাদেরকে স্বাগত জানিয়েছিল। আমি কেবল উবার্তিনোর কথা বলছি না, আরো অনেকের কথাই বলছি, বলছি আরো সাধারণ ব্রাদারদের কথা, যাদের সম্পর্কে লোকে খুব অল্পই জানে এবং যাদের সম্পর্কে আমাদের সম্ভবত আরো জানা উচিত। কারণ, ব্যাপারটা এমন হয়েছে যে, আমরা এমন সব পলাতকদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়েছি যারা নিজেরা মাইনরাইটদের পোশাক গায়ে চাপিয়েছে, আর তারপরে আমি জেনেছি যে তাদের জীবনের নানান উত্থান-পতন তাঁদেরকে একটা সময়ের জন্য দলচিনীয়দের খুব কাছে নিয়ে আসে...'

উইলিয়াম জিগ্যেস করলেন, 'এখানে?'

'এখানেও। আমি আপনাকে কিছু কথা বলে দিচ্ছি, কিন্তু সত্যি বলতে কি ব্যাপারটা সম্পর্কে আমি নিজেই খুব কম জানি, আর বিশেষ ক'রে, অভিযোগ করার মতো কিছু তো নয়ই। কিন্তু আপনি যেহেতু এই মঠের জীবনযাত্রা নিয়ে তদন্ত করছেন তাই এ কথাগুলো জানাও আপনার জন্য খুবই দরকার। আমি যা কিছু শুনেছি বা আঁচ করেছি তাতে আমি আপনাকে বলছি যে, আমাদের ভাণ্ডারীর (সেলারার) জীবনে খুব একটা কালো দিক আছে; দু'বছর আগে এখানে এসেছিল সে, মাইনরাইটদের গণপলায়নের সময়।'

'ভাণ্ডারী? বারাজিনের রেমেজিও কি দলচিনীয়? আমার তো মনে হয়েছে তার মতো নরম-সরম মানুষ আর নেই, আর সেই কারণে সিস্টার পোভার্টি সম্পর্কে আমার দেখা সবচাইতে

BanglaBook.org

নির্বিকার মানুষ সে...' উইলিয়াম বললেন।

'তার বিরুদ্ধে আমার কিছুই বলার নেই, আর আমি তার উত্তম সেবা কাজে লাগাই যে-সেবার জন্য গোটা সম্প্রদায়ই তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। কিন্তু কথাটা আমি আপনাকে এ কথা বোঝাতে বললাম যে আমাদের এক ফ্রায়ার আর একজন ফ্রাতিচেল্লির মধ্যে সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া কতটাই সহজ।'

'আমাকে বলতেই হচ্ছে যে, ইওর ম্যাগনামিটি আরো একবার ভুল বললেন,' উইলিয়াম মাঝপথে বলে উঠলেন। 'আমরা দলচিনীয়দের নিয়ে কথা বলছি, ফ্রাতিচেল্লিদের নিয়ে নয়। আর দলচিনীয়দের নিয়ে অনেক কথাই বলা যেতে পারে, যদিও লোকে ঠিক বলতে পারবে না আসলে কাদের নিয়ে কথা হচ্ছে, কারণ নানান ধরনের দলচিনীয় আছে। তার পরও, তাদেরকে ঠিক রক্তলোলুপ বলা যায় না। স্পিরিচুয়ালরা ঈশ্বরের প্রতি সত্যিকার প্রেমে উদ্দীপ্ত হয়ে যা কিনা আরো অনেক বেশি সহনশীলতার সঙ্গে প্রচার করেছিল তা-ই অবিবেচকের মতো কাজে পরিণত করার জন্য তাদেরকে বড়োজোর ভর্ৎসনা করা যেতে পারে, এবং আমি এইখানটায় একমত যে এক দলের সঙ্গে আরেক দলের ভেদরেখা খুবই সূক্ষ্ম...।'

'কিন্তু ফ্রাতিচেল্লিরা তো ধর্মদ্বেষী,' মোহান্ত অধৈর্যের সঙ্গে বাগড়া দিলেন। 'তারা যীশু আর অ্যাপসলদের দারিদ্র্যের মহিমা কীর্তন করার মধ্যেই সীমিত থাকে না – যদিও সে-নীতি আমি মানি না – কিন্তু সেটার সাহায্যে এভিনিয়নের ঔদ্ধত্যের একটা কার্যকর জবাব দেয়া যায়। নিজেদের নীতি থেকে ফ্রাতিচেল্লিরা একটা বাস্তবসম্মত ন্যায়ানুমানে পৌঁছেছে, আর তা হলো, বিপ্লব লুটতরাজ ও বিকৃত আচার-আচরণের একটি অধিকার।'

'কিন্তু কোন ফ্রাতিচেল্লি?'

'মোটের ওপর সবাই। আপনি জানেন তারা বর্ণনাতীত অপরাধের কালিমায় কলুষিত। তারা বিয়েতে বিশ্বাস করে না, নরক অস্বীকার করে, তারা সমকামী, তারা বুলগেরীয় সম্প্রদায় আর ড্রাইগোনথি সম্প্রদায়ের বোগোমিল ধর্মদ্বেষিতা স্বীকার করে...'

'ভিন্ন জিনিসগুলো এক সঙ্গে মিশিয়ে ফেলবেন না দয়া ক'রে,' উইলিয়াম বলে উঠলেন। 'আপনি এমনভাবে কথা বলছেন যেন ফ্রাতিচেল্লি, পাতারীয়, ভালদেসীয়, আর কাথারীয়, আর তাদের মধ্যেকার বুলগেরিয়ার বোগোমিল আর ড্রাগোভিস্তার ধর্মদ্বেষীরা, এরা সব একই জিনিস।'

'একই তো,' মোহান্ত তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠলেন। 'এক, কারণ তারা ধর্মদ্বেষী, এক, কারণ তারা ঠিক সভ্য জগতের রীতিটাকেই, আর সেই সঙ্গে, আপনি যে সাম্রাজ্যের প্রতি পক্ষপাত দেখাচ্ছেন বলে আমার মনে হচ্ছে সেটার রীতিনীতিকেও বিপন্ন ক'রে তুলছে। একশো বা তার কয়েক বছর আগে ব্রেসিয়া-র আর্নল্ড-এর অনুসারীরা অভিজাত শ্রেণীর লোকজন ও কার্ডিনালদের বাড়িঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল; তো এই ছিল পাতারীয় ধর্মদ্রোহিতার ফল।'

উইলিয়াম বললেন, 'অ্যাবো, আপনি জগতের পাপপূর্ণতা থেকে বহু দূরে এই দুর্দান্ত ও পবিত্র মঠের বিচ্ছিন্নতার মাঝে বাস করেন। আপনি যেমনটা ভাবেন নগরের জীবন তার চাইতে ঢের বেশি

BanglaBook.org

জটিল, আর আপনি জানেন যে, ভুল ত্রুটি ও মন্দেরও মাত্রাভেদ আছে। লত (Lot) তাঁর নগরবাসীদের চাইতে অনেক কম পাপী ছিলেন, যারা কিনা ঈশ্বরের পাঠানো দেবদূতদের সম্পর্কে নানান আজেবাজে কথা চিন্তা করেছেন, ওদিকে আবার জুডাসের বেঈমানির তুলনায় পিটারের বিশ্বাসঘাতকতা তো ছিল নেহাতই তুচ্ছ; অথচ একটিকে ক্ষমা ক'রে দেয়া হলো, অন্যটি হলো না। পাতারীয় এবং ক্যাথারীয়দেরকে আপনি এক পাল্লায় বিচার করতে পারেন না। পাতারীয়দেরটি ছিল হোলি মাদার চার্চের ভেতর আচার-আচরণ বদলাবার আন্দোলন। তারা সব সময়ই যাজক বা পাদ্রীদের আচরণ সংস্কার করতে চেয়েছে।'

'এই মত পোষণ ক'রে যে মন্দ যাজকদের কাছ থেকে স্যাকরামেন্ট গ্রহণ করা যাবে না।'

'এবং তারা ভুল করেছিল, কিন্তু সেটাই ছিল তাদের একমাত্র মতবাদগত ভুল। ঈশ্বরের আইন বদলাবার কোনো প্রস্তাব কিন্তু তারা করেনি...'

'কিন্তু দুশো বছরেরও আগে রোমে ব্রেসিয়া-র আর্নল্ডের পাতারীয় ধর্মপ্রচারের কারণে গ্রামীণ জনতা অভিজাত শ্রেণীর লোকজন আর কার্ডিনালদের বাড়িঘর পোড়াতে গিয়েছিল।'

'নগরের শাসকদেরকে আর্নল্ড এই সংস্কার আন্দোলনে সম্পৃক্ত করতে চেয়েছিলেন। তারা তাঁর ডাকে সাড়া দেয়নি, দিয়েছিল গরীব-গুর্বো আর পতিত মানুষের দল। তুলনামূলকভাবে কম দুর্নীতিপরায়ণ একটি নগরের জন্য তাঁর আহ্বানে যে সহিংসতা আর ক্রোধের সঙ্গে তারা সাড়া দিয়েছিল সে-জন্য তিনি দায়ী ছিলেন না।'

'শহর সব সময়ই দুর্নীতির আখড়া।'

'শহর হচ্ছে সেই স্থান যেখানে আজ ঈশ্বরসৃষ্ট মানুষজন বাস করে, আপনি, আমরা যাদের রাখাল। এ হচ্ছে সেই কেলেঙ্কারিজনক স্থান যেখানে ধনী, প্রধান ধর্মাধ্যক্ষরা গরীব আর ভুখা মানুষকে নীতিকথা শোনায়। পাতারীয় বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি এখান থেকেই। তারা দুঃখী, কিন্তু তাদের কাজকর্মের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না এমন নয়। কাথারীয়রা আবার অন্যরকম। ওটা গীর্জার মতবাদ বহির্ভূত একটা প্রাচ্য ধর্মদ্বেষিতা। যেসব অপরাধের অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে আনা হয়েছে সেগুলো তারা করে কি না বা করেছে কি না তা আমার জানা নেই। আমি কেবল জানি বিয়েতে তাদের আস্থা নেই, তারা নরক অস্বীকার করে। আমি জানি না ওদের এসব (নিশ্চিতভাবেই বর্ণনার অতীত) বিশ্বাসের কারণেই কেবল ওদের কাঁধে সেসব কাজের দায়ভার চাপানো হয়েছে কি না যেসব কাজ আদতে ওরা মোটেই করেনি।'

'এবং আপনি বলছেন, ক্যাথারীয়রা পাতারীয়দের সঙ্গে মেশেনি এবং এরা একই আসুরিক ব্যাপারের স্রেফ দুটো মুখ, এন্তার মুখ নয়?'

'আমি বলছি এসব ধর্মদ্বেষিতার অনেকগুলোই, তা আলাদা আলাদাভাবে সেগুলো যে-মতবাদই প্রচার করুক না কেন, সাধারণ মানুষের মাঝে এজন্যই সফল হয়েছে যে তারা এসব মানুষের কাছে একটা ভিন্ন জীবনের সম্ভাবনার আভাস দিতে পেরেছে। আমি বলছি, বেশিরভাগ

BanglaBook.org

সময়ই সাধারণ মানুষের মতবাদ টতবাদের কথা খুব একটা জানা থাকে না। আমি বলছি প্রায়ই সাধারণ মানুষের দঙ্গলগুলো ক্যাথারীয়দের মতবাদকে পাতারীয়দের মতবাদের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছে এবং এ-দুটোকে আবার স্পিরিচুয়ালদের মতবাদের সঙ্গে। অ্যাবো, সাধারণ মানুষের জীবন বিদ্যা বা জ্ঞান দিয়ে এবং আমাদেরকে যা জ্ঞানী বলে পরিচিত করে সেই ফারাক নির্ণয়ের তৎপর বোধ দিয়ে আলোকিত হয় না। রোগ-শোক ও দারিদ্র্য সে-জীবনকে তাড়া ক'রে ফেরে, অজ্ঞতা সেটার মুখ বন্ধ ক'রে রাখে। ধর্মদ্রোহী কোনো দলে যোগ দেবার মানে হচ্ছে, প্রায়ই, তাদের অনেকের জন্যই, নিজেদের হতাশার কথা চিৎকার ক'রে বলার একটা পথ। যাজকদের জীবন আপনি ঠিক পথে আনতে চান, এই কারণে একজন কার্ডিনালের বাড়ি আপনি জ্বালিয়ে দিতে পারেন, কিন্তু সেই সঙ্গে তা এই কারণেও যে, আপনি বিশ্বাস করেন যে-নরকের কথা তিনি প্রচার করেন সে-নরকের কোনো অস্তিত্ব নেই। সব সময়ই এমনটি করা হয়, আর তার কারণ হচ্ছে পৃথিবীর বুকেই এক নরক আছে যেখানে এমন এক মোষের পাল বাস করে আমরা যাদের রাখাল নই আর। কিন্তু আপনি ভালো ক'রেই জানেন যে, ঠিক যেমন তারা বুলগেরীয় গির্জা আর যাজক লিপ্রান্দো-র অনুসারীদের মধ্যে ফারাক করে না, সে-রকম রাজ কর্তৃপক্ষ আর তাদের সমর্থককুল স্পিরিচুয়াল ও ধর্মদ্বেষীদের মধ্যে ফারাক করেনি। রাজশক্তিগুলো তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের মোকাবিলা করার জন্য জনসাধারণের মধ্যে প্রায়ই ক্যাথারীয় প্রবণতা উসকে দিয়েছে। আমার মতে, ভুল কাজ করেছে তারা। কিন্তু আমি এখন যা জানি তা হচ্ছে এই শক্তিগুলো এই সমস্ত অস্থির ও বিপজ্জনক এবং খুবই সাধারণ প্রতিদ্বন্দ্বীদের হাত থেকে নিস্তার পেতে এক দলের ওপর অন্য দলের ধর্মদ্বেষিতার অভিযোগ চাপিয়ে দিয়ে তাদের সবাইকে চিতায় ছুড়ে ফেলেছে। আপনাকে আমি দিব্যি দিয়ে বলতে পারি, অ্যাবো, আমি আমার নিজের চোখে দেখেছি যে, পুণ্যবান জীবনের অধিকারী মানুষেরা যারা দারিদ্র্য ও বিশুদ্ধতার একান্ত অনুসারী, যদিও বিশপের শত্রু, যাদেরকে বিশপরা অনাশ্রমিক হাতে ঠেলে দিয়েছে, তা সেটা সাম্রাজ্যের সেবায় রত হোক বা মুক্ত নগরের – তারা এসব মানুষকে বাছবিচারহীন যৌনতা, সমকামিতা, অনুচ্চার্য ও আপত্তিকর নানান কাজ কর্মের অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে, অথচ কিনা সেসবের জন্য তারা নয় বরং অন্যরা দায়ী ছিল। সাধারণ মানুষ হচ্ছে জবাইয়ের মাংস, যাদেরকে বিরুদ্ধ শক্তির জন্য ঝামেলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সুযোগমতো ব্যবহার করা যায়, আর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে বলি দেয়া যায়।'

'তাহলে,' নির্জলা বিদ্বেষপূর্ণ কণ্ঠে মোহান্ত বলে উঠলেন, 'ফ্রা দলচিনো আর তার উন্মাদ লোকজন, গেরার্দি সেগারেল্লি আর সেই শয়তান খুনেরা দুষ্ট ক্যাথারীয় ছিল নাকি পাতারীয় সংস্কারক ছিল, পায়ুকামী বোগোমিল ছিল নাকি পাতারীয় সংস্কারক ছিল? আপনি কি আমাকে বলবেন উইলিয়াম, যিনি ধর্মদ্রোহীদের সম্পর্কে এত কিছু জানেন যেন মনে হয় আপনি তাদেরই একজন, সেই আপনি কি আমাকে জানাবেন, সত্য কোথায় থাকে?'

বিষণ্ণ কণ্ঠে উইলিয়াম বললেন, 'মাঝে মাঝে কোথাও তার দেখা মেলে না।'

'দেখলেন তো? আপনি নিজেই এখন আর এক ধর্মদ্বেষী থেকে আরেকজনের ফারাক করতে পারছেন না। আমার অন্তত একটা নিয়ম আছে। আমি জানি যে যারা ধর্মদ্বেষী তারা ঈশ্বরসৃষ্ট

BanglaBook.org

মানুষগুলোকে রক্ষাকারী সম্প্রদায়ের বিপদ ডেকে আনে। আর আমি সাম্রাজ্যের পেছনে আছি কারণ সাম্রাজ্য আমাকে এই শৃঙ্খলার নিশ্চয়তা দেয়। আমি পোপের সঙ্গে যুদ্ধ করি কারণ পোপ আধ্যাত্মিক ক্ষমতা শহরের বিশপদের হাতে তুলে দিয়েছেন, যারা বণিকদের এবং নানান করপোরেশনের বা সংঘের সঙ্গে মিতালি করেছে এবং, তাঁরা এই শৃঙ্খলা রক্ষা করতে পারবে না। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আমরা তা রক্ষা করেছি। আর ধর্মদ্বেষীদের জন্যও আমার একটা নিয়ম আছে। আর সেটার সার কথা লেখা আছে বেযিয়ার্সের নাগরিকদের নিয়ে কী করা হবে এই প্রশ্নের উত্তরে প্রশ্নকর্তাদের উদ্দেশে সিতা-র বিশপ আর্নাল্ড আমালিরাকাস যে-উত্তর দিয়েছিলেন সেটার মধ্যে : "সব ক'টাকে খুন করো; ঈশ্বর তার নিজের লোকেদের চিনে নেবেন।" '

উইলিয়াম কিছুক্ষণ দৃষ্টি নত ক'রে নীরব রইলেন। তারপর বললেন, 'বেইযার্স নগর ঘেরাও করা হলো এবং আমাদের বাহিনী নর-নারী বা বয়সের কোনো তোয়াক্কা করল না, তরবারিতে কাটা পড়ল বিশ হাজার মানুষ। তারপর, গণহত্যা শেষ হলে, লুটতরাজ চালিয়ে শহরটা পুড়িয়ে দেয়া হলো।'

'পবিত্র যুদ্ধও শেষ পর্যন্ত একটা যুদ্ধই।'

'সম্ভবত সেই কারণে কোনো পবিত্র যুদ্ধ হওয়া উচিত নয়। কিন্তু এসব কী বলছি আমি? আমি এখানে এসেছি লুই-এর অধিকার রক্ষা করতে, যিনি নিজেও ইতালিকে ধ্বংসের মুখে ফেলে দিয়েছেন। আমি নিজেও এক অদ্ভুত মৈত্রীর খেলায় আটকা পড়ে গেছি। স্পিরিচুয়ালদের সঙ্গে সাম্রাজ্যের মৈত্রী অদ্ভুত, আবার সাম্রাজ্যের সঙ্গে মার্সিলিয়াসের মৈত্রী অদ্ভুত, যে কিনা জনসাধারণের সার্বভৌমত্ব কামনা করে, এবং আমাদের ধ্যানধারণা আর ঐতিহ্যের মধ্যে এত ফারাকের পরেও আমাদের দুজনার মধ্যে যে মৈত্রী সেটাও অদ্ভুত। তবে আমাদের দুজনেরই দুটো কাজ আছে যা এক; সভাটার সাফল্য আর এক খুনীকে খুঁজে বের করা। চলুন আমরা শান্ত-সুস্থির হয়ে এগোই।'

মোহান্ত দু'বাহু বাড়িয়ে দিলেন। 'আমাকে শান্তি চুম্বন করুন, ব্রাদার উইলিয়াম। আপনার মতো জ্ঞানী মানুষের সঙ্গে আমি ধর্মতত্ত্ব আর নৈতিকতার সূক্ষ্মসব বিষয় নিয়ে অন্তহীনভাবে তর্ক চালিয়ে যেতে পারব। কিন্তু তাই বলে বিতর্কের সুখের কাছে যেন আমরা বশ না মানি, প্যারিসের পণ্ডিতেরা যেমনটি ক'রে থাকেন। আপনি ঠিকই বলেছেন, আমাদের সামনে একটি জরুরি কাজ আছে এবং আমাদেরকে অবশ্যই একযোগে এগোতে হবে। কিন্তু আমি এসব কথা এজন্য বলছি যে আমার ধারণা, এদের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে। বুঝতে পারছেন? একটা সম্ভাব্য যোগসূত্র বা বরং অন্যরা খুঁজে বের করবে এমন একটা সম্পর্ক—এখানে যেসব অপরাধ ঘটেছে আর আপনার ব্রাদারদের মতবাদগুলোর মধ্যে সম্পর্ক। এ জন্যই আমি সতর্ক ক'রে দিয়েছি, এ জন্যই এভিনিয়নবাসীদের তরফ থেকে আসা যে-কোনো সন্দেহ বা বাঁকা ইঙ্গিত যেন আমরা দূরে সরিয়ে রাখতে পারি।'

'আমি কি এটাও ধরে নেব যে ইওর সাবলিমিটি আমাকে আমার তদন্ত পরিচালনার জন্য একটা পথের আভাস দিয়েছেন? আপনি কি বিশ্বাস করেন যে কোনো এক সন্ন্যাসীর ধর্মদ্রোহী

BanglaBook.org

অতীতের কোনো অস্পষ্ট কাহিনীর ভেতর সাম্প্রতিক ঘটনাবলির উৎস খুঁজে পাওয়া যেতে পারে?'

উইলিয়ামের দিকে তাকিয়ে খানিকক্ষণ নীরব রইলেন মোহান্ত, তবে তাঁর মুখে কোনো অভিব্যক্তি ফুটল না। তারপর তিনি বলে উঠলেন, 'এই দুঃখজনক ঘটনায় আপনি হলেন ইনকুইযিটর বা তদন্তকারী। আপনার কাজই লোককে সন্দেহ করা, এমনকি অন্যায় সন্দেহের ঝুঁকি নিয়েও। এখানে আমার ভূমিকা সাধারণ এক ফাদারের মতো। সেই সঙ্গে আমি এ-ও যোগ করব যে, আমি যদি জানতাম যে আমার কোনো এক সন্ন্যাসীর অতীত কোনো যুক্তিসংগত সন্দেহের জন্ম দিয়েছে, সেক্ষেত্রে এরই মধ্যে আমি ব্যবস্থা নিতাম যাতে সেই বিষবৃক্ষ উপড়ে ফেলা হয় আমি যা জানি আপনিও তাই জানেন। আর আমি যা জানি না, আপনার প্রজ্ঞার তা যথাযথভাবে বের করে আনা উচিত।' আমাদের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে তিনি গীর্জা থেকে বেরিয়ে গেলেন ।

'কাহিনীটা ক্রমেই আরো জটিল হচ্ছে, বৎস আদ্সো,' ভ্রুকুটি ক'রে উইলিয়াম বললেন। 'আমরা একটা পাণ্ডুলিপির পিছু নিলাম, কিছু অতি উৎসাহী সন্ন্যাসীর গালমন্দ আর অন্যান্য অতিকামুকদের কর্মকাণ্ডে উৎসাহী হয়ে পড়লাম, এবং এখন, ক্রমেই আরো বেশি নাছোড়বান্দার মতো, একেবারে ভিন্ন একটা সূত্র বেরিয়ে এসেছে। ভাণ্ডারী লোকটা তাহলে...আর ভাণ্ডারীর সঙ্গে সেই অদ্ভুত জন্তু সালভাতোরেও এসে পৌঁছেছে এখানে...যা-ই হোক, আমাদের এখন গিয়ে বিশ্রাম নেয়া দরকার, কারণ রাত জাগার ইচ্ছে আছে।'

'তার মানে, আজ রাতে পাঠাগারে ঢোকার কথা ভাবছেন আপনি এখনো? প্রথম সূত্রটার পিছু নেয়ার চিন্তাটা বাদ দেননি নিশ্চয়ই?'

'মোটেই না। কিন্তু ভালো কথা, দুটো সূত্র যে আলাদা সেটা কে বলল? আর সবশেষে, এই ভাণ্ডারী লোকটার কাণ্ডকারখানা স্রেফ মোহান্ত লোকটার একটা সন্দেহও হতে পারে।'

তীর্থযাত্রীদের শুশ্রূষালয়ের দিকে এগোলেন তিনি। চৌকাঠের কাছে পৌঁছে থেমে গিয়ে যেন আগের মন্তব্যেরই খেই ধ'রে বললেন, 'শত হলেও তাঁর তরুণ সন্ন্যাসীদের মধ্যে অস্বস্তিকর কিছু একটা চলছে বুঝতে পারার পর মোহান্ত আমাকে আদেল্মোর মৃত্যুও তদন্ত করতে বলেছিলেন। কিন্তু এখন যেহেতু ভেনানশিয়াসের মৃত্যু অন্য সন্দেহ জাগিয়ে তুলছে, সম্ভবত মোহান্ত বুঝতে পেরেছেন যে রহস্যের সমাধানটা পাঠাগারেই আছে এবং সেখানে তিনি কোনো তদন্ত চালাতে দিতে চান না। কাজেই তিনি আমাকে ভাণ্ডারীর ওই আভাসটি দিলেন, আমার নজরটা এডিফিকিয়ুমের দিক থেকে সরাতে।'

'কিন্তু তিনি কেন তা চাইবেন...?'

'এত বেশি প্রশ্ন কোরো না। মোহান্ত গোড়াতেই আমাকে বলে দিয়েছিলেন পাঠাগারটা ধরা-ছোঁয়া যাবে না। সে-কথা বলার নিশ্চয়ই জোরালো কারণ রয়েছে তাঁর। এমনও হতে পারে যে তিনি এমন কিছুর সঙ্গে জড়িত যার সঙ্গে আদেল্মোর মৃত্যুর কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু এখন তিনি বুঝতে পারছেন যে, কেলেঙ্কারিটা বাড়ছে এবং সেটা তাঁকেও ছুঁতে পারে এবং তিনি চান না সত্যটা আবিষ্কৃত হোক, অন্তত এটা চান না যে সেটা আমি আবিষ্কার করি...'

BanglaBook.org

'তার মানে আমরা এমন এক স্থানে আছি যে-স্থান ঈশ্বর পরিত্যাগ করেছেন,' মর্মাহত হয়ে আমি বললাম।

'তুমি কি এমন কোনো স্থানের খোঁজ জানো যেখানে ঈশ্বর খুব স্বস্তিবোধ করতেন?' উইলিয়াম তাঁর বিশাল উচ্চতা থেকে নীচের দিকে তাকিয়ে আমাকে জিগ্যেস করলেন।

এরপর তিনি আমাকে বিশ্রামে পাঠিয়ে দিলেন। নিজের খড়ের বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমার মনে হলো এভাবে আমাকে বাইরের জগতে পাঠানো আমার বাবার উচিত হয়নি, যে-জায়গাটা কিনা যতটা ভেবেছিলাম তার চাইতে ঢের বেশি জটিল। বড্ড বেশি জিনিস জানা হচ্ছে আমার।

'Salva me ab ore leonis[৫]', আমি ঘুমে ঢলে পড়তে পড়তে প্রার্থনা করলাম।

টীকা

১. **চেরুবিম** Cherubim, ইহুদি ও খৃষ্টীয় পুরাণ অনুযায়ী, স্বর্গীয় হায়ারার্কিতে দেবদূতদের সর্বোচ্চ বা সর্বোত্তম প্রজাতিদের অন্যতম, সেরাফদের – Seraph – পর।

২. **সেরাফিম** : Seraphim, হিব্রু একটি শব্দ থেকে এসেছে এটি, যার মানে 'লেলিহান, গনগনে, জ্বলন্ত'। ইহুদি ও খৃষ্টধর্মে একজন দেবদূত, স্বর্গীয় হায়ারার্কিতে সর্বোচ্চ স্থানীয় দেবদূত, ঈশ্বরের সিংহাসনের সবচাইতে কাছে তার অবস্থান, ছয়টি ডানাবিশিষ্ট পুরুষ হিসেবে চিত্রিত তারা, (এই ছ'টি ডানার মধ্যে দুটি তাদের মুখ আবৃত করে রাখে, দুটো ঢেকে রাখে পা, আর দুটো ডানার সাহায্যে তারা ওড়ে) এই সেরাফিমরা নিরন্তর ঈশ্বরের বন্দনায় রত থাকে।

৩. **মোহান্ত সুযের** : Abbot Suger, জন্ম, আনুমানিক ১০৮১, মৃত্যু, ১৩ জানুয়ারি ১১৫১ খৃষ্টাব্দ, ফরাসী মোহান্ত বা মঠাধ্যক্ষ, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, ইতিহাসবিদ এবং গথিক স্থাপত্যের প্রথমদিকের পৃষ্ঠপোষকদের অন্যতম।

৪. **টেক্সট** : ordo monachorum

অনুবাদ : সন্ন্যাসী সম্প্রদায়

৫. **টেক্সট** : 'Salva me ab ore leonis'

অনুবাদ : 'আমাকে সিংহের মুখ হইতে নিস্তার করো' (গীতসংহিতা ২২:১১)

BanglaBook.org

দ্বিতীয় দিন

ভেসপার্স-এর পর

যেখানে, পরিচ্ছেদটি ছোটো হলেও, গোলকধাঁধা এবং কী ক'রে তার ভেতর প্রবেশ করা যায় সে সম্পর্কে কিছু মজার কথা শোনা যাবে আলিনার্দোর মুখ থেকে।

নৈশ ভোজনের ঘণ্টা বাজি বাজি করছে এমন সময় ঘুম থেকে উঠলাম আমি। মাথাটা কাজ করছিল না, ঘুম ঘুম ভাবটা কাটেনি তখনো, কারণ দিবানিদ্রা যৌন অনাচারের মতো; যতই ভোগ করা হয়, কামনা ততই বেড়ে যায়, অথচ তার পরও মনে হয় সুখী হওয়া গেল না, নিজেকে একই সঙ্গে তৃপ্ত এবং অতৃপ্ত বলে মনে হয়। উইলিয়াম নিজের কুঠুরিতে ছিলেন না; স্বভাবতই তিনি অনেক আগে উঠেছেন। খানিক খোঁজার পর দেখতে পেলাম তিনি এডিফিকিয়ুম থেকে বেরিয়ে আসছেন। বললেন, তিনি স্ক্রিপ্টোরিয়ামে ছিলেন, ভেনানশিয়াসের ডেস্কটার দিকে গিয়ে তার পর্যবেক্ষণের কাজটা ফের শুরু করার ফাঁকে ক্যাটালগগুলো নেড়েচেড়ে দেখেছিলেন, খেয়াল করছিলেন সন্ন্যাসীরা কিভাবে কাজ করছে। কিন্তু কী যেন কী কারণে প্রত্যেক সন্ন্যাসীই যেন মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছিল যাতে তিনি ওসব কাগজপত্র খুব একটা ঘাঁটাঘাঁটি করতে না পারেন। প্রথমে মালাকি এলেন তাঁকে কিছু মূল্যবান অলংকরণ দেখাতে। তারপর বেন্নো, তুচ্ছ কিছু ছুতোনাতায় ব্যস্ত রাখল তাঁকে। আরো খানিক পর, যখন তিনি তাঁর পরীক্ষানিরীক্ষা ফের শুরু করতে ঝুঁকে পড়েছেন, তখন, তাঁকে সাহায্য করার ছুতোয় বেরেঙ্গার তাঁর পাশে এসে ঘুরঘুর শুরু করল।

শেষে, মালাকি যখন দেখলেন ভেনানশিয়াসের জিনিসপত্র পরীক্ষা ক'রে দেখার ব্যাপারে আমার গুরুকে রীতিমতো দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বলে মনে হচ্ছে, তখন তিনি তাঁকে সোজাসাপটা বলেই ফেললেন যে, মৃত লোকটির কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করার আগে তাঁর উচিত হবে মোহান্তের অনুমোদন নেয়া; তা ছাড়া, যদিও তিনি গ্রন্থাগারিক, তার পরও তিনি নিজেও কিন্তু শৃঙ্খলা আর সম্মানের খাতিরে ওগুলোর দিকে ঘেঁষেনি, মোহান্তের নির্দেশ ছাড়া কেউ তা করবেও না। উইলিয়াম বুঝতে পারলেন, মালাকির সঙ্গে শক্তিপরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়া কোনো কাজের কাজ হবে না, যদিও ভেনানিশয়াসের কাগজপত্রের ব্যাপারে এতসব উত্তেজনা আর ভয়ভীতি যে সেগুলো ভালো ক'রে দেখবার ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ বাড়িয়ে দিয়েছে সে কথাও সত্যি, তবে সেই রাতেই ওখানে আরেকবার ঢুঁ মারার ব্যাপারে তিনি তখন এতটাই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে – যদিও তা কিভাবে সম্ভব হবে সেটা তখনো জানতেন না – তিনি কোনো হাঙ্গামা করতে চাইলেন না। অবশ্য, এর একটা প্রতিশোধ কিভাবে নেয়া যায় সে চিন্তাও তাঁর মনের মধ্যে খেলছিল, এবং যদি তা সত্যের তৃষ্ণা থেকে উদ্ভূত না হয়ে থাকে তাহলে সেটাকে অত্যন্ত একগুঁয়ে, আর সম্ভবত, নিন্দনীয়ই বলতে হবে।

BanglaBook.org

খাবারঘরে ঢোকার আগে আমরা ক্লয়স্টারে ছোট্ট একটা পাক দিয়ে এলাম, শীতল সান্ধ্য বাতাসে ঘুমের কুয়াশা ঝেড়ে ফেলতে। কিছু সন্ন্যাসী তখনো ওখানে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় হাঁটছিল। ক্লয়স্টার থেকে বাগানে যাওয়ার প্রবেশমুখটায় আমরা গ্রোত্তাফের্‌রাতার বুড়ো আলিনার্দোকে দেখতে পেলাম। শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ায় এখন তিনি দিনের বেশিরভাগ সময়টাই গাছগাছালির মধ্যে কাটান, গীর্জায় প্রার্থনার সময়টুকু ছাড়া। বাইরের পোর্চে বসে থাকা আলিনার্দোকে শীত স্পর্শ করছে না বলেই মনে হলো।

উইলিয়াম তাঁর সঙ্গে কুশল বিনিময়সূচক দু'একটা কথা বললেন; কেউ তাঁর সঙ্গে সময় কাটাবে ভেবে খুশীই মনে হলো বৃদ্ধ মানুষটিকে।

উইলিয়াম বললেন, 'বেশ শান্ত একটা দিন।'

বৃদ্ধ জবাব দিলেন, 'ঈশ্বরের কৃপা।'

'স্বর্গে শান্তি থাকলেও, দুনিয়াতে কিন্তু করাল দশা। ভেনানশিয়াসের সঙ্গে ভালো জানাশোনা ছিল আপনার?'

বৃদ্ধ শুধোলেন, 'ভেনানশিয়াস কে? তারপরই একঝলক আলো জ্বলে উঠল তাঁর চেহারায়। আহা, সেই মৃত ছেলেটা! জানোয়ারটা মঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে...'

'কোন জানোয়ার?'

'সমুদ্র থেকে উঠে-আসা সেই বিশাল জানোয়ার...সাতটা মাথা আর দশটা শিং, শিংগুলোর ওপর দশটা মুকুট, আর তার মাথাগুলোর ওপর ব্লাসফেমির তিন নাম। দেখতে নেকড়ে বাঘের মতো, পা ভালুকের মতো, আর মুখটা সিংহের...দেখেছি আমি ওটাকে।'

'কোথায় দেখেছেন ওটাকে? গ্রন্থাগারে?'

'গ্রন্থাগারে? ওখানে কেন? বহু বছর ধরে স্ক্রিপ্টোরিয়ামে যাওয়া হয় না আমার, আর গ্রন্থাগারটা আমি কোনোদিন দেখিনি। কেউ যায় না ওখানে। তবে, ওপরে, গ্রন্থাগারে যারা গিয়েছে...'

'কে? মালাকি? বেরেঙ্গার?'

'আরে না,' খিক খিক ক'রে হাসতে হাসতে বললেন বৃদ্ধ। 'আরো আগে। মালাকির আগে যে গ্রন্থাগারিক ছিল, বহু বছর আগে...'

'কে ছিল সে?'

'মনে নেই, মালাকি জোয়ান থাকতেই সে মারা গিয়েছিল। আর সেই লোকটা, যে মালাকির গুরুর আগে এসেছিল, আর আমার জোয়ান বয়সে আসা এক তরুণ গ্রন্থাগারিক...তবে আমি কখনো গ্রন্থাগারে, গোলকধাঁধাটায় যাইনি।'

'গ্রন্থাগারটা কি একটা গোলকধাঁধা?'

BanglaBook.org

'Hunc mundum tipice labyrinthus denotat ille. Intranti largus, redeunti sed nimis artus[১],' অন্যমনস্কভাবে আউড়ে গেলেন বৃদ্ধ। 'গ্রন্থাগারটা এক বিরাট গোলকধাঁধা, জগতের গোলকধাঁধার চিহ্ন। একবার ঢুকলে বুঝতেই পারবে না কোথা থেকে বের হবে। হারকিউলিস-এর থামগুলো পার হওয়া তোমার উচিত হবে না...'

'তাহলে, এডিফিকিয়ুমের দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর গ্রন্থাগারে কী ক'রে ঢুকতে হয় সেটা আপনার জানা নেই বলছেন?'

'তা থাকবে না কেন?' হেসে উঠলেন বৃদ্ধ। 'অনেকেই তা জানে। অস্থিশালার (ossarium) পাশ দিয়ে যেতে হবে তোমাকে। অস্থিশালার ভেতর দিয়েও যেতে পারো, কিন্তু সেটা তুমি নিজে থেকেই চাইবে না। মৃত সন্ন্যাসীরা ওখানে পাহারায় থাকে।'

'সেই মৃত সন্ন্যাসীরা, যারা পাহারায় থাকে, তারা নিশ্চয়ই রাতের বেলায় প্রদীপ হাতে গ্রন্থাগারে ঘুরে বেড়ায় না?'

'প্রদীপ হাতে? বৃদ্ধ বেশ অবাক হলেন বলে মনে হলো। 'এমন কোনো কথা তো শুনিনি। মৃত সন্ন্যাসীরা তো অস্থিশালায় থাকে। গোরস্থান থেকে একে একে হাড়গুলো টুপটাপ পড়তে থাকে, তারপর ওখানে জমা হয়, প্যাসেজটা পাহারা দেবার জন্য। তুমি কি চ্যাপেল-এর বেদীটা দেখোনি যেটা দিয়ে অস্থিশালায় যাওয়া যায়?'

'ওটা বাম দিক থেকে তিন নম্বর, ট্রানসেপ্ট-এর পর, তাই না?'

'তৃতীয়? হতে পারে। এটা হলো সেটা যেটার বেদীর পাথরটা হাজারো কঙ্কাল দিয়ে খোদাই করা। ডানের চতুর্থ খুলি : চোখ দুটোয় চাপ দেবে...আর অমনি পৌঁছে যাবে ওসারিয়ামে। তবে যেয়ো না ওখানে; আমি নিজে কখনো যাইনি। মোহান্তের ইচ্ছে নয় যে যাই।'

'আর সেই জন্তু? কোথায় দেখলেন সেই জন্তু?'

'সেই জন্তু? ও, আচ্ছা, খৃষ্টবৈরী...সে এই এলো বলে, সহস্রাব্দ বিগত; আমরা তার জন্য অপেক্ষমাণ...।'

'কিন্তু সহস্রাব্দ শেষ হয়েছে তো তিনশো বছর আগেই, তখন তো সে আসেনি।'

'হাজার বছর পার হলে খৃষ্টবৈরী আসে না। হাজার বছর পার হলে ন্যায়ের রাজত্ব শুরু হয়; তারপর খৃষ্টবৈরী আসে, ন্যায়পরায়ণকে হতবুদ্ধি করতে, আর তারপরই সেই চূড়ান্ত যুদ্ধ ঘটবে...'

'কিন্তু ন্যায়পরায়ণ তো হাজার বছর শাসন করবে,' উইলিয়াম বললেন। 'অথবা, তারা যীশুর মৃত্যুর পর থেকে প্রথম সহস্রাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিল; কাজেই তখনই আসা উচিত ছিল খৃষ্টবৈরীর; আবার এমনও হতে পারে যে, হয়ত, ন্যায়পরায়ণদের রাজত্ব এখনো শুরুই হয়নি, ফলে, খৃষ্টবৈরীর আগমন এখনো অনেক দূরের ব্যাপার।'

'যীশুর মৃত্যুর সময় থেকে মিলেনিয়াম গণনা করা হয় না, হয় তিন শতাব্দী পর কন্সতান্তিনের

BanglaBook.org

দানের[২] সময় থেকে। সেই হিসেবে, এখন হাজার বছর হলো...'

'ন্যায়পরায়ণদের রাজত্ব তাহলে শেষ হলো ব'লে?'

'জানি না আমি...এখন আর কিছু জানি না। আমি ক্লান্ত। হিসেবটা কঠিন। লিয়েবানার বিয়াতাস করেছে; ইয়র্গে-কে জিগ্যেস করো, তার বয়স কম, স্মরণশক্তিও ভালো...। তবে সময় হয়ে এসেছে। সাতটা তূরী শোনোনি তুমি?'

'সাত তূরী কেন?'

'অন্য ছেলেটা, সেই আলংকারিক, কিভাবে মারা গেছে তুমি শোনোনি? "প্রথম স্বর্গদূত তাঁর তূরী বাজালে পর রক্ত মিশানো শিল ও আগুন পৃথিবীতে ফেলা হলো। আর দ্বিতীয় স্বর্গদূত তাঁর তূরী বাজলেন। তাতে সমুদ্রের তিন ভাগের এক ভাগ জল রক্ত হয়ে গেল... দ্বিতীয় ছেলেটা কি রক্তের সমুদ্রে মারা যায়নি? এবার তৃতীয় তূরীর জন্য অপেক্ষা করো! সমুদ্রের তিন ভাগের এক এক ভাগ জীবন্ত প্রাণী মরে যাবে। ঈশ্বর আমাদের শাস্তি দিচ্ছেন! মঠের চারপাশের জগৎ ধর্মদ্বেষিতায় ভ'রে উঠেছে; শুনেছি রোমের সিংহাসনে এক বিপথগামী পোপ বসেছে যে কিনা ডাকিনীবিদ্যা চর্চাতে ইউক্যারিস্টের পূত-পবিত্র রুটি ব্যবহার করে এবং সেগুলোকে তার মোরে মাছগুলোকে খাওয়ায়...আর আমাদের মধ্যে কেউ নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করেছে, গ্রন্থাগারের গোলকধাঁধার সীলমোহর ভেঙেছে...।'

'কে বলল আপনাকে?'

'আমি শুনেছি। সবাই ফিসফিস ক'রে বলছিল, 'পাপ ঢুকেছে মঠে। তোমার কাছে কোনো মটরদানা আছে?'

আমার উদ্দেশে করা প্রশ্নটা অবাক করল আমাকে। খানিকটা হতবুদ্ধি হয়ে বললাম, 'না, আমার কাছে কোনো মটরদানা নেই।'

'এরপরের বার আমার জন্য কিছু মটরদানা নিয়ে এসো। ওগুলো আমি নরম না হওয়া পর্যন্ত দাঁতের ফাঁকে ধরে রাখি – আমার দাঁতহীন মুখটা দেখছো তো? ওতে ক'রে থুতু আসে মুখে, aqua fons vitae[৩]। আনবে তো কালকে মটরদানা আমার জন্য?'

'ঠিক আছে; কাল আমি আপনার জন্য মটরদানা নিয়ে আসব,' আমি তাঁকে বললাম। কিন্তু তিনি ততক্ষণে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন। তাঁকে ওখানে রেখে আমরা খাওয়ার ঘরে চলে এলাম।

BanglaBook.org

টীকা

১. **টেক্সট** 'Hunc mundum tipice labyrinthus denotat ille. Intranti largus, redeunti sed nimis artus,'

অনুবাদ : 'গোলকধাঁধাটি, রূপকার্থে, জগৎটির প্রতিনিধিত্ব করে। প্রবেশকারীর জন্য প্রশস্ত, কিন্তু প্রত্যাবর্তনকারীর জন্য খুবই সংকীর্ণ।'

ভাষ্য পিয়াসেনযা-র সান সেভিনো গীর্জায় ৯০৩ খৃষ্টাব্দে রাশিচক্রের চিহ্নগুলোর সঙ্গে উৎকীর্ণ এই কথাগুলোর মর্মার্থ এই যে যে-মানুষ এই জগতের হাতে বন্দি হয়ে পড়ে এবং নানান কুকর্মে জড়িয়ে পড়ে তার পক্ষে জীবনের নীতিতে ফিরে আসা খুব কষ্টসাধ্য।

২. **কন্সতান্তিনের দান :** রোমক সাম্রাজ্যের একটি জাল ডিক্রি, যেখানে, চতুর্থ শতকে সম্রাট মহান কন্সতান্তিন রোম এবং রোমক সাম্রাজ্যের পশ্চিম অংশের কর্তৃত্ব পোপ প্রথম সিলভেস্টারের হাতে তুলে দেন ব'লে বলা হয়েছে। লরেঞ্জো ভাল্লা নামের এক ইতালীয় যাজক এবং মানবতাবাদী ১৪৩৯-৪০-এর দিকে জোরালো ভাষাতাত্ত্বিক যুক্তির সাহায্যে এই জোচ্চুরি প্রথম ফাঁস করেন।

৩. **টেক্সট :** aqua fons vitae

অনুবাদ : পানি, জীবনের উৎস

BanglaBook.org

দ্বিতীয় দিন

কমপ্লিন

এডিফিকিয়ুমে ঢোকা হলো, এক রহস্যময় আগন্তুককে আবিষ্কার করা গেল, ডাকিনীবিদ্যার চিহ্নসহ একটা গুপ্তবার্তা পাওয়া গেল, সেই সঙ্গে পাওয়া গেল একটা বই, কিন্তু তা চকিতে উধাও-ও হলো, সেটাই খোঁজা হবে পরবর্তী কয়েকটি পরিচ্ছেদে; আর উইলিয়ামের দামি পরকলা হারানোই যে শেষ ভোগান্তি ছিল তা কিন্তু নয়।

নৈশাহার পর্বটি ছিল নিরানন্দ, নিঃশব্দ। ভেনানশিয়াসের মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়েছে বারো ঘন্টার কিছু বেশি হয়েছে। টেবিলে বসে বাকি সবাই তার বসার শূন্য স্থানটির দিকে চোরা দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল। কমপ্লিনের সময় যে মিছিলটি কয়্যারের দিকে হেঁটে গিয়েছিল সেটাকে মনে হলো যেন একটা শোকবিধুর শবযাত্রা। নেইভে দাঁড়িয়ে, তৃতীয় চ্যাপেলটার দিকে একটা চোখ রেখে, উপাসনা অনুষ্ঠানের দিকে খেয়াল রাখলাম। আলো নেই খুব একটা, এবং যখন দেখলাম মালাকি তাঁর কুঠুরিতে যাওয়ার জন্য অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এলেন তখন আমরা দুজনে কেউই ঠাহর করতে পারলাম না তিনি ঠিক কোথা থেকে উদয় হলেন। ছায়ার ভেতর ঢুকে পড়লাম আমরা, সাইড নেইভে লুকোলাম দুজনেই, যাতে ক'রে উপাসনা শেষে কেউই দেখতে না পারে যে আমরা রয়ে গেছি। রাতে খাওয়ার সময় যে-বাতিটা চুরি করেছিলাম সেটা আমার খাটো আলখাল্লার আড়ালে রয়েছে। পরে জ্বালাব সেটা ব্রঞ্জের বিশাল তেপয়ের ওপরে, যেটা সারা রাত জ্বলে। নতুন একটা সলতে আর প্রচুর তেল জোগাড় করেছি, অনেকক্ষণ আলো পাব আমরা।

আমাদের আসন্ন অভিযানের ব্যাপারে আমি এতটাই উত্তেজিত ছিলাম যে উপাসনা অনুষ্ঠানের দিকে নজর রাখতে পারছিলাম না, কখন সেটা শেষ হয়ে গেল খেয়ালই করিনি। সন্ন্যাসীরা নিজেদের মস্তকাবরণ যার যার মাথায় টেনে দিয়ে নিজেদের কুঠুরির উদ্দেশে সার বেঁধে ধীর পায়ে বেরিয়ে গেল। তেপায়ার আলোয় উজ্জ্বল গীর্জাটা ফাঁকা হয়ে গেল।

উইলিয়াম বললেন, 'এবার কাজে নামতে হয়।'

তৃতীয় চ্যাপেলটার দিকে এগোলাম আমরা। বেদীর ভিত্তিমূলটা আসলেই একটা অস্থিশালার মতো, দেখতে জঙ্ঘাস্থি বলে মনে হলো এমন কিছুর একটা স্তূপের ওপর বিস্ময়কর রিলীফ হিসেবে বসানো গভীর, ফাঁপা অক্ষিকোটরসহ বেশ কিছু করোটি, দেখলেই বুক ছম ছম ক'রে ওঠে। আলিনার্দোর কাছ থেকে শোনা শব্দগুলো – ডানের চতুর্থ করোটি, দুই চোখে চাপ দিন – নিচু স্বরে আওড়ালেন উইলিয়াম। সেই মাসহীন মুখাবয়বের কোটরে তাঁর আঙুল ঢুকিয়ে দিতেই আমরা কর্কশমতো একটা ক্যাচ্‌ক্যাচ আওয়াজ শুনতে পেলাম। গুপ্ত কোনো খুঁটির ওপর ভর ক'রে ঘুরে

BanglaBook.org

গেল বেদীটা, আর তাতে ক'রে অন্ধকার একটা ফোকর চোখে পড়ল। আমার তুলে-ধরা প্রদীপটা দিয়ে সেখানে আলো ফেলতে আমরা স্যাঁতস্যাঁতে কয়েকটা ধাপ দেখতে পেলাম। সেই ধাপগুলো বেয়ে নীচে নামব বলে ঠিক করলাম দুজনে; তার আগে বিবেচনা করতে হলো প্যাসেজটা বন্ধ ক'রে রেখে যাব কি না। সেটা না করাই ভালো হবে বলে উইলিয়াম মত দিলেন : পরে আবার ওটা খুলতে পারব কি না কে জানে। আর খোলা প্যাসেজটা কেউ দেখে ফেলতে পারে এমন আশঙ্কার ক্ষেত্রে বলতে হয়, রাতের ওই সময়ে কেউ যদি একই যন্ত্রকৌশল খাটাতে আসে তাহলে তার মানে সে জানে কী ক'রে ঢুকতে হবে, কাজেই বন্ধ প্যাসেজের সাধ্য কী তাকে রোখে।

সম্ভবত ডজনখানেকের মতো ধাপ নেমে আমরা একটা করিডরে পৌঁছলাম, সেটার দু'পাশে কিছু আনুভূমিক কুলুঙ্গি, পরে যা আমি অনেক ভূগর্ভস্থ সমাধিতে দেখব। কিন্তু এখন আমি প্রথমবারের মতো কোনো অস্থিশালায় ঢুকছি, ভয় করছে ভীষণ। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সন্ন্যাসীদের হাড়গোড় জমা ক'রে রাখা হয়েছে সেখানে, মাটি খুঁড়ে তুলে এনে মৃতদের দেহের আকার অনুযায়ী সাজিয়ে রাখার কোনো চেষ্টা না ক'রে কুলুঙ্গিগুলোতে স্তূপাকার ক'রে রাখা হয়েছে। কোনো কোনো কুলুঙ্গিতে কেবল ছোটো ছোটো হাড় রাখা, কিছুতে কেবল খুলি, পিরামিডের মতো সুন্দর ক'রে সাজিয়ে রাখা যাতে ক'রে সেগুলো একটার ওপর আরেকটা গড়িয়ে পড়ে না যায়; আর, সত্যিই বড্ড ভয়ংকর এক দৃশ্য ছিল সেটা, বিশেষ ক'রে আমরা হেঁটে যেতে যেতে প্রদীপটা যে আলো ছায়ার খেলা সৃষ্টি করছিল তাতে। একটা কুলুঙ্গিতে দেখলাম কেবল হাত রাখা আছে, অজস্র হাত, এখন অপরিবর্তনীয়ভাবে নিষ্প্রাণ সব আঙুলের একটা জটপাকানো দশায় বিজড়িত হয়ে আছে সেগুলো। মৃতদের সেই দেশে, ওপরে কিসের যেন মুহূর্তখানেকের একটা উপস্থিতি টের পেয়ে – অন্ধকারে একটা কিচকিচ আওয়াজ, একটা ত্বরিত নড়াচড়া – আমার কণ্ঠ থেকে একটা চিৎকার বেরিয়ে এলো।

'ইঁদুর,' উইলিয়াম আমাকে আশ্বস্ত করলেন।

'ইঁদুর এখানে কী করছে?'

'আমাদের মতোই, যাচ্ছে এখান দিয়ে। অস্থিশালাটা এডিফিকিয়ুমের দিকে গেছে, তারপর রান্নাঘরের দিকে, আর সব শেষে গ্রন্থাগারের সুস্বাদু বইগুলোর দিকে। এখন নিশ্চয়ই তুমি বুঝতে পারছো মালাকির মুখটা কেন অমন কঠোর দেখায় সব সময়? তার ওপর যে-কাজের ভার দেয়া আছে সে-কারণে প্রতিদিন দুবার ক'রে এখান দিয়ে যেতে-আসতে হয় তাকে, সকাল আর সন্ধ্যায়। কাজেই, সত্যি বলতে, হাসবার মতো কোনো কারণ থাকতে পারে না তার।'

'কিন্তু সুসমাচারে কেন এ কথা বলা নেই যে যীশু হাসতেন না?' তেমন কোনো কারণ ছাড়াই জিগ্যেস করলাম আমি। 'তাহলে কি ইয়র্গেই ঠিক বলেছেন?'

'যীশু কোনোদিন হেসেছিলেন কি না তা, নিয়ে বহু পণ্ডিত মাথা ঘামিয়েছেন। আমার এ নিয়ে খুব একটা আগ্রহ নেই। আমার ধারণা, হাসেননি তিনি কখনো; কারণ ঈশ্বরপুত্র হওয়ার সুবাদে তাঁকে যতটা সর্বজ্ঞ হতে হতো তাতে তাঁর জানার কথা আমরা খৃষ্টানেরা কেমন ব্যবহার

BanglaBook.org

করব। যা-ই হোক, চলে এসেছি আমরা।'

আর সত্যি সত্যিই, করিডরটা শেষ হয়ে আসছিল। বাঁচোয়া! নতুন ধাপ শুরু হলো। সেগুলো বেয়ে ওঠার পর আমাদেরকে কেবল একটা লৌহবর্মাবৃত দরজা ঠেলে ঢুকতে হবে, তা হলেই পাকশালার ফায়ারপ্লেস্টার পেছনে, স্ক্রিপ্টোরিয়ামের দিকে চলে-যাওয়া ঘোরানো সিঁড়িটার ঠিক নীচে, নিজেদেরকে আবিষ্কার করবো আমরা। ওঠার সময় মনে হলো যেন একটা আওয়াজ শুনতে পেলাম।

এক মুহূর্ত চুপ থাকলাম আমরা, তারপর আমি বলে উঠলাম, 'এ অসম্ভব! আমাদের আগে কেউ ঢোকেনি...।'

'যদি ধরে নেয়া হয় যে এডিফিকিয়ুমে যাওয়ার এটাই একমাত্র পথ। বহু শতাব্দী আগে একটা দুর্গ ছিল এটা, কাজেই আমাদের চেনা পথ ছাড়াও নিশ্চয়ই এটায় আরো গোপন প্রবেশপথ আছে। আমরা আস্তে-ধীরে ওপরে উঠব। তবে আমাদের হাত-পা বাঁধা। আলো নিভিয়ে দিলে দেখতে পাব না কোথায় যাচ্ছি; আবার যদি জ্বালাই তাহলে ওপরে যদি কেউ থাকে তাকে সতর্ক ক'রে দেয়া হবে। আমাদের একমাত্র আশা হচ্ছে, ওপরে যদি সত্যিই কেউ থেকে থাকে তাহলে সে যেন আমাদের ভয় পায়।'

দক্ষিণ টাওয়ারটা থেকে বেরিয়ে আমরা স্ক্রিপ্টোরিয়ামে পৌছুলাম। ঠিক উলটোদিকেই ভেনানশিয়াসের ডেস্কটা। কামরাটা এতই বিশাল যে আমরা হাঁটার সময় দেওয়ালের কয়েক গজ মাত্র আলোকিত হচ্ছে। আমরা আশা করছিলাম আঙিনায় যেন কেউ না থাকে, তাহলে জানালার ভেতর দিয়ে এই আলোটা কারো নজরে পড়বে না। ডেস্কটা ঠিকঠাকই আছে বলে মনে হলো, কিন্তু উইলিয়াম নীচের তাকের পৃষ্ঠাগুলো পরীক্ষা করার জন্য হঠাৎ ঝুঁকে পড়লেন, আর তারপরই তিনি হতাশাভরে একটা আর্তচিৎকার করে উঠলেন।

আমি জিগ্যেস করলাম, 'কিছু খোয়া গেছে?'

'আজ দুটো বই দেখেছিলাম আমি এখানে, তার মধ্যে একটা গ্রীক। আর সেটাই নেই। কেউ সরিয়ে ফেলেছে সেটা এবং বেশ তাড়াহুড়োর মধ্যে, কারণ মেঝেতে একটা পাতা খুলে পড়ে গেছে এখানে।'

'কিন্তু ডেস্কটার ওপর তো নজর রাখা হয়েছিল...।'

'আলবৎ। সম্ভবত এই একটু আগে কেউ কবজা করেছে ওটা। সম্ভবত এখনো এখানেই আছে সে। ছায়ার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি। তার কণ্ঠ থামগুলোর ভেতর প্রতিধ্বনিত হলো : 'এখানে যদি থেকে থাকো, সাবধান কিন্তু!' ব্যাপারটা বেশ মনে ধরল আমার : উইলিয়াম যেমনটা আগেই বলেছিলেন কোনো এক সময়, যাকে আমরা ভয় পাই আমাদেরকে তার ভয় পাওয়াটা সব সময়ই শ্রেয়তর।

ডেস্কের নীচে পাওয়া পৃষ্ঠাটা মেলে ধরলেন উইলিয়াম, তারপর ঝুঁকে মুখটা এগিয়ে দিলেন

BanglaBook.org

সেটার দিকে। আমাকে বললেন আরো আলোর জন্য। প্রদীপটা আরো কাছে নিয়ে ধরলাম, দেখলাম একটা পৃষ্ঠা, সেটার প্রথম আর্ধেক খালি, বাকিটায় ক্ষুদে ক্ষুদে কিছু অক্ষর, বেশ কষ্টই হলো সেগুলোর উৎস চিনতে।

জিগ্যেস করলাম, 'গ্রীক বুঝি?'

'হুম, কিন্তু বুঝতে পারছি না সব ঠিকমতো।' পোশাকের ভেতর থেকে পরকলাগুলো বের করে নিজের নাকের দু'পাশে শক্তভাবে বসালেন, তারপর মাথা নোয়ালেন আবার।

'লেখাটা গ্রীক, খুবই পাকা হাতে লেখা, তবে কেমন যেন খাপছাড়া, এলোমেলোভাবে। আমার এই পরকলা চোখে দিয়েও সমস্যা হচ্ছে পড়তে। আরো খানিকটা আলো দরকার আমার। আরো কাছে এসো...'

পার্চমেন্টের শীটটা নিজের মুখের কাছে তুলে ধরেছেন তিনি, তার পেছনে গিয়ে প্রদীপটা মাথার ওপর তুলে ধরার বদলে বোকার মতো একেবারে তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে সরে দাঁড়াতে বললেন, আর তা করতে গিয়ে পৃষ্ঠাটার পেছনে আলোর শিখাটার ঘষা লেগে গেল। চকিতে উইলিয়াম আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিলেন, জিগ্যেস করলেন পাণ্ডুলিপিটা আমি পুড়িয়ে ফেলতে চাই কি না। আর তারপরই তিনি চিৎকার ক'রে উঠলেন। আমি পরিষ্কার দেখতে পেলাম পৃষ্ঠাটার ওপরের অংশে হলদে বাদামী রঙের কিছু আবছা চিহ্ন ফুটে উঠেছে। উইলিয়াম আমার কাছ থেকে প্রদীপটা নিয়ে পৃষ্ঠাটার পেছন দিকে ধরলেন, পার্চমেন্টটার গায়ের খুব কাছে নিয়ে গেলেন অগ্নিশিখাটা, আগুন ধরতে না দিয়ে কেবল সেদিকটা গরম ক'রে তুললেন। দেখতে পেলাম – উইলিয়াম ধীরে ধীরে প্রদীপটা সরাতে – ধীরে ধীরে যেন কোনো অদৃশ্য হাত লিখে গেল : Mane, Tekel, Peres[১], আর অগ্নিশিখার ডগা থেকে উঠতে থাকা ধোঁয়া ডান দিকের পাতাটার সাদা দিকটা কালো ক'রে তুলতে খালি পাশে এক এক ক'রে কিছু চিহ্ন ফুটে উঠল; সেসবের সঙ্গে অন্য কোনো বর্ণমালার কোনো মিল নেই, ডাকিনীবিদ্যাচর্চাকারীদের অক্ষরগুলো ছাড়া।

'দুর্দান্ত!' উইলিয়াম বলে উঠলেন। 'ব্যাপারটা ক্রমেই আরো আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে,' চারপাশে তাকালেন তিনি। 'কিন্তু এই আবিষ্কারটা আমাদের রহস্যময় সঙ্গীর জারিজুরির কবলে না পড়লেই বরং ভালো হবে, যদি সে এখনো থেকে থাকে এখানে...।' পরকলাগুলো খুলে তিনি ডেস্কের ওপর রাখলেন, তারপর পার্চমেন্টটা যত্নের সঙ্গে ভাঁজ ক'রে নিজের পোশাকের ভেতর লুকিয়ে রাখলেন।

এই ঘটনাপরম্পরা – যাকে অলৌকিক ছাড়া কিছু বলা যায় না – তাতে একেবারে তাজ্জব বনে গিয়ে আমি আরো কিছু ব্যাখ্যা দাবি করতে যাব, এমন সময় হঠাৎ তীক্ষ্ণ একটা শব্দ আমাদের মনোযোগে বিঘ্ন ঘটাল। গ্রন্থাগারের দিকে যাওয়া পুব সিঁড়ির পাদদেশ থেকে এসেছে শব্দটা

'ওই যে আমাদের উনি! পিছু নাও!' উইলিয়াম চেঁচিয়ে উঠলেন, আর দুজনেই সেদিক লক্ষ্য ক'রে ছুটলাম। উনি দ্রুত বেগে, আমি একটু ধীরে, কারণ আমার হাতে প্রদীপ। কেউ একজন হোঁচট খাওয়ার আর তারপর পড়ে যাওয়ার হুড়মুড় আওয়াজ পেলাম। ছুটলাম আমি, সিঁড়ির মুখে আবিষ্কার করলাম উইলিয়ামকে, ভারী একটা বইয়ের দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি, ধাতব 'স্টাড' দিয়ে সেটার

BanglaBook.org

বাঁধাই পোক্ত করা। ঠিক সেই মুহূর্তে, আমরা যেখান থেকে এসেছি সেদিক থেকে আরেকটা আওয়াজ ভেসে এলো। 'গর্দভ আমি একটা!' চেঁচিয়ে উঠেছেন উইলিয়াম। 'জলদি! ভেনানশিয়াসের ডেস্কের দিকে!'

বুঝে গেলাম আমি আমাদের পেছনের ছায়ার ভেতর থেকে কেউ বইটা ছুড়ে দিয়েছে আমাদেরকে দূরে সরিয়ে দেবার জন্য।

এবারও আমার চাইতে দ্রুত ছিলেন উইলিয়াম এবং তিনিই ডেস্কের কাছে আগে পৌঁছালেন। তাঁকে অনুসরণ ক'রে থামগুলোর মধ্যে একটা পলাতক ছায়া দেখতে পেলাম এক ঝলক, পশ্চিম টাওয়ারের সিঁড়ি ধরে চলে গেল।

রীতিমতো যুদ্ধংদেহী উদ্দীপনা নিয়ে উইলিয়ামের হাতে প্রদীপটা গছিয়ে দিলাম, তারপর অন্ধের মতো ছুটে গেলাম সিঁড়ির দিকে, যেখান দিয়ে পলাতক (ভদ্রলোক) নেমে গেছে। সেই মুহূর্তে আমার মনে হলো আমি যীশুর এক যোদ্ধা, নরকের পুরো সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছি; সেই আগন্তুককে পাকড়াও ক'রে আমার গুরুর কাছে সোপর্দ করার একটা উদগ্র বাসনা পেয়ে বসল আমায়। প্রায় গোটা সিঁড়িটাই হুড়মুড় ক'রে নেমে গেলাম, পোশাকের প্রান্তে পা বেঁধে হোঁচট খেতে খেতে (এবং দিব্যি দিয়ে বলতে পারি সেটাই আমার জীবনের একমাত্র মুহূর্ত যখন আমি সন্ন্যাস জীবন বেছে নেবার জন্য আফসোস করেছিলাম)। কিন্তু সেই একই মুহূর্তে আমি এই বলে নিজেকে সান্ত্বনা দিলাম যে আমার প্রতিদ্বন্দ্বীও একই সমস্যায় রয়েছে – যদিও সেটা ছিল নেহাতই একটা চকিত চিন্তা। আর তা ছাড়া, সে যদি বইটা নিয়ে থাকে তাহলে তার দুই হাতই জোড়া থাকবে। রুটির চুল্লীর পেছন থেকে প্রায় ঝাঁপ দিয়ে পড়লাম আমি রান্নাঘরের মধ্যে, আর সেই প্রকাণ্ড প্রবেশমুখটাকে আবছাভাবে আলোকিত ক'রে রাখা নক্ষত্রের আলোতে দেখতে পেলাম আমার তাড়া ক'রে আসা ছায়াটা খাবারের ঘরের দরজার পাশ দিয়ে চলে গেল, তারপর সেটা বন্ধ ক'রে দিলো। ছুটে গেলাম আমি দরজাটার দিকে, কয়েক সেকেন্ড চেষ্টা চালালাম সেটা খোলার জন্য, তারপর ভেতরে ঢুকলাম, চারদিকে তাকালাম, কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না। বাইরের দরজাটা তখনো আটকানো। ঘুরে দাঁড়ালাম আমি। ছায়া আর নীরবতা। খেয়াল করলাম রান্নাঘর থেকে একটা আলোর দীপ্তি এগিয়ে আসছে, ফলে নিজেকে আমি একটা দেওয়ালের গায়ের সঙ্গে মিশিয়ে দিলাম। দুই কামরার মাঝখানের প্যাসেজটার দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল বাতির আলোয় আলোকিত একটি মূর্তি। আমি চেঁচিয়ে উঠলাম। দেখা গেল লোকটি উইলিয়াম।

'কেউ নেই আশপাশে? আগেই বুঝেছিলাম সেটা। সে নিশ্চয়ই কোনো দরজা দিয়ে বাইরে যায়নি? অস্থিশালার ভেতর দিয়ে যাওয়া প্যাসেজ দিয়েও না?'

'না, সে গেছে আসলে এখান দিয়ে, কিন্তু কোথায় তা জানি না!'

'আমি বলেছিলাম তোমাকে; এখানে আরো কিছু প্যাসেজ আছে, কিন্তু সেগুলো খোঁজা আমাদের জন্য পণ্ডশ্রম। সম্ভবত আমাদের উনি দূর কোনো স্থান থেকে বেরিয়ে আসছেন, আর সেই সঙ্গে আমার পরকলাগুলোও।'

BanglaBook.org

'আপনার পরকলা?'

'হ্যাঁ। আমাদের বন্ধুবর আমার কাছ থেকে পাতাটা নিতে পারেনি, কিন্তু প্রখর উপস্থিতবুদ্ধির সঙ্গে সে আমাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় লেন্সজোড়া ছোঁ মেরে নিয়ে গেছে।'

'কেন?'

'কারণ সে নির্বোধ নয়। সে আমাকে এই নোটগুলো নিয়ে কথা বলতে শুনেছে, বুঝতে পেরেছে ওগুলো গুরুত্বপূর্ণ, অনুমান করেছে যে আমার লেন্সজোড়া ছাড়া আমি ওগুলোর অর্থোদ্ধার করতে পারব না, আর সে এ কথাও ভালো ক'রেই জানে যে আমি সেগুলো বিশ্বাস ক'রে অন্য কারো হাতে দেবো না। সত্যি বলতে কি, ব্যাপারটা এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে, ওগুলো যেন আমার কাছে ছিলই না কখনো।'

'কিন্তু আপনার পরকলার কথা সে কী ক'রে জানল?'

'এই দেখো! প্রধান কাচমিস্ত্রির সঙ্গে গতকাল আমরা জিনিসটা নিয়ে যে কথা বললাম সেটা ছাড়াও, আজ সকালে স্ক্রিপ্টেরিয়ামে ভেনানশিয়াসের কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করার সময় আমি পরেছিলাম ওটা। কাজেই জিনিসটা যে আমার জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা অনেকেই বুঝতে পেরেছিল। সত্যি বলতে কি, সাধারণ একটা পাণ্ডুলিপি হলে আমি পড়তে পারতাম, কিন্তু এটা নয়।' এই বলে আবার তিনি রহস্যময় পাণ্ডুলিপিটার ভাঁজ খুলতে শুরু করলেন। গ্রীক অংশটা খুব সূক্ষ্মভাবে লেখা, আর ওপরের অংশটা বেশ ঝাপসা...।

অগ্নিশিখার উত্তাপে যেন জাদুমন্ত্রবলে উদয় হওয়া রহস্যময় চিহ্নগুলো আমাকে দেখালেন তিনি। 'ভেনানশিয়াস গুরুত্বপূর্ণ একটি রহস্য গোপন রাখতে চেয়েছিল, তাই সে বিশেষ কালির একটা ব্যবহার করেছিল যেগুলো লেখার সময় কোনো দাগ ফেলে না, কিন্তু গরম করলে ফিরে আসে। অথবা সে হয়ত লেবুর রস ব্যবহার করেছিল। কিন্তু আমি যেহেতু জানি না সে কী ব্যবহার করেছিল আর এই চিহ্নগুলো চট ক'রে উবে যেতে পারে তাই, জলদি, তোমার চোখ ভালো, যতটা বিশ্বস্ততার পারো নকল ক'রে ফেলো ওগুলো, সম্ভব হলে খানিকটা বড়ো ক'রে।' আর তা-ই করলাম আমি, কিন্তু কী নকল করছি তা না জেনেই। চার পাঁচ লাইনের একটা সিরিয বা ক্রম, আসলেই ডাকিনীবিদ্যা-সংক্রান্ত এবং আমি কেবল একেবারে প্রথম কয়েকটি চিহ্ন তুলে দিচ্ছি, যাতে ক'রে আমি কী ধরনের ধাঁধার সম্মুখীন হয়েছিলাম সে-ব্যাপারে পাঠক একটা ধারণা পেতে পারেন :

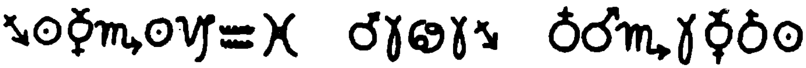

নকল করা শেষ হলে পর, আমার ফলকটা নিজের নাক থেকে খানিকটা দূরে রেখে উইলিয়াম সেগুলোর দিকে তাকালেন, দুর্ভাগ্যক্রমে লেন্সজোড়া ছাড়াই। 'কোনো সন্দেহ নেই এটা একটা গুপ্ত বর্ণমালা এবং এটার পাঠোদ্ধার করতে হবে,' তিনি বললেন। 'চিহ্নগুলো খারাপভাবে আঁকা, আর

BanglaBook.org

সম্ভবত তুমি আরো খারাপভাবে নকল করেছ, তবে এটা নির্ঘাত একটা রাশিচক্রসংক্রান্ত বর্ণমালা দেখতে পাচ্ছ? প্রথম লাইনে আমরা পাচ্ছি', – আবার তিনি পৃষ্ঠাটা নিজের কাছ থেকে দূরে নিয়ে ধরলেন এবং মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করার চেষ্টায় চোখ কোঁচকালেন – 'ধনু, সূর্য, বুধ, বৃশ্চিক।'

'কী মানে এসবের?'

'ভেনানশিয়াস সহজ-সরল লোক হলে সে সবচাইতে সাধারণ রাশিচক্রভিত্তিক বর্ণমালা ব্যবহার করত: *A* হলো সূর্য, *B* বৃহস্পতি...তাহলে প্রথম লাইনটা হবে...এটা ট্রান্সক্রাইব করার চেষ্টা করো : RAIQASVL...' তিনি হাল ছেড়ে দিলেন। 'না, কোনো অর্থ দাঁড়াচ্ছে না, তার মানে ভেনানশিয়াস লোকটা অতটা সহজ-সরল ছিল না। অন্য কোনো সূত্র অনুযায়ী বর্ণমালাটা সে নতুন ক'রে সাজিয়েছিল। সেটাই আবিষ্কার করতে হবে আমাকে।'

'সম্ভব সেটা?' বিস্ময়াভিভূত হয়ে আমি বলে উঠলাম।

'হ্যাঁ, যদি তোমার আরবদের বিদ্যে কিছু জানা থাকে। ক্রিপ্টোগ্রাফির ওপর সবচাইতে ভালো গবেষণামূলক প্রবন্ধ বিধর্মী পণ্ডিতেরাই লিখেছেন, আর অক্সফোর্ডে সেসবের কিছু আমাকে পড়ে শোনানো হয়েছিল। বেকন ঠিক কথাই বলেছিলেন যে ভাষাজ্ঞানের মাধ্যমে বিদ্যার্জনের পথে বিজয় অর্জিত হয়। আবু বকর বিন আলি বিন ওয়াশিয়া আন-নাবাতি একশ বছর আগে একটা বই লিখেছিলেন যেটার নাম *প্রাচীন লেখমালার মধ্যে নিহিত প্রহেলিকাসমূহ শিক্ষা করার ভক্তিমানের উন্মত্ত বাসনা সম্পর্কিত গ্রন্থ* এবং তিনি রহস্যময় সব বর্ণমালা তৈরি আর সেসবের অর্থোদ্ধারের অসংখ্য রীতিনীতির কথা সবিস্তারে বলে গেছেন, যা জাদুবিদ্যা চর্চার জন্য উপকারী কিন্তু সেই সঙ্গে নানান সেনাবাহিনীর বা কোনো রাজা আর তার প্রতিনিধিদলের মধ্যে মধ্যে পত্র যোগাযোগেরও উপযোগী। অন্য কিছু আরবীয় বই-ও দেখেছি যেখানে বেশ উদ্ভাবনকুশল কায়দা-কানুন দেয়া আছে। যেমন ধরো, একটি হরফের বদলে তুমি আরেকটি হরফ ব্যবহার করতে পারো, একটি হরফ পিছিয়ে গিয়ে লিখতে পারো, একটা ক'রে অক্ষর বাদ দিয়ে হরফগুলোকে উলটোক্রমে লিখতে পারো; আবার ধরো, তুমি, এখানে যেমন করা হয়েছে, হরফগুলোর বদলে রাশিচক্রভিত্তিক চিহ্ন ব্যবহার করতে পারো, তবে গোপন হরফগুলোতে সেগুলোর সংখ্যামান প্রয়োগ ক'রে এবং আবার, আরেকটা বর্ণমালা অনুযায়ী, সংখ্যাগুলোকে অন্য হরফে রূপান্তরিত করতে পারো...'

'তা, ভেনানশিয়াস এসবের কোন পদ্ধতিটি ব্যবহার ক'রে থাকতে পারে?'

'সবগুলোই পরীক্ষা ক'রে দেখতে হবে আমাদের, সেই সঙ্গে অন্যগুলোও। তবে অর্থোদ্ধারের বা পাঠোদ্ধারের পয়লা নিয়ম হচ্ছে মানেটা অনুমান করা।'

আমি হেসে বলে উঠলাম, 'তাহলে তো আর অর্থোদ্ধারের দরকার হয় না।'

'ঠিক তা নয়। বার্তাটির সম্ভাব্য প্রথম হরফগুলোর ওপর ভিত্তি ক'রে একটা অনুমান দাঁড় করানো যেতে পারে, আর তারপর তোমাকে দেখতে হবে সেগুলোর ওপর ভিত্তি ক'রে যে নিয়ম বা রীতিটির কথা ভাবছো সেটা বাকি টেক্সটার ক্ষেত্রেও খাটছে কি না। যেমন ধরো, ভেনানশিয়াস

BanglaBook.org

এখানে নিঃসন্দেহে 'ফিনিস আফ্রিকে'-তে (finis Africae) ঢোকার সূত্র লিখে রেখেছে। বার্তাটি এ-বিষয়সংক্রান্ত ভেবে নিয়ে যদি আমি চেষ্টা করি তাহলে হঠাৎ ক'রেই একটা ছন্দ পেয়ে যাবো আমি...প্রথম তিনটে শব্দের দিকে তাকাবার চেষ্টা করো, হরফগুলোকে বিবেচনায় না নিয়ে চিহ্নগুলোর সংখ্যার কথা ভাবো...IIIIIII IIIII IIIIIII...এবার অন্তত দুটো চিহ্নের এক একটা দল বা সিলেবলে ওগুলোকে ভাগ করার চেষ্টা করো, তারপর জোরে জোরে আবৃত্তি করো; টা-টা-টা, টা-টা, টা-টা-টা...মনে পড়ছে কোনো কিছুর কথা?'

'না।'

'আমার পড়ছে। "Secretum finis Africae"[২]...কিন্তু এটা ঠিক হলে শেষ শব্দটাতে সেই একই প্রথম আর ষষ্ঠ হরফটা থাকা উচিত ছিল, আর তাই-ই আছে আসলে; পৃথিবীর চিহ্নটা সেখানে দুবার আছে। আর, প্রথম শব্দটার প্রথম হরফ, *S* ও দ্বিতীয় শব্দটার শেষটা একই হওয়া উচিত; এছাড়া নিশ্চিতভাবেই কুমারীর (ভার্জিন) চিহ্নটা পুনরাবৃত্ত হয়েছে। সম্ভবত এটাই সঠিক পথ। তবে এটা স্রেফ সমাপতনের একটা সিরিজও হতে পারে। সংশ্লিষ্টতার একটি সূত্র পেতেই হবে...'

'কোথায় পেতে হবে?'

'আমাদের মগজে। বের করো। তারপর দেখো সেটা ঠিক কি না। কিন্তু এভাবে একের পর একটা পরীক্ষা ক'রে দেখতে হলে পুরো একটা দিন চলে যাবে আমার। তার বেশি নয় অবশ্য, কারণ – মনে রেখো – একটু ধৈর্য থাকলে এমন কোনো গুপ্তলেখা নেই যার পাঠোদ্ধার করা যায় না। কিন্তু এখন আমাদেরকে সময় নষ্ট করার ঝুঁকি নিতে হচ্ছে, অথচ আমরা পাঠাগারে যেতে চাইছি। বিশেষ ক'রে যেহেতু কলাগুলো ছাড়া বার্তাটার দ্বিতীয় অংশটা আমি পড়তে পারবো না আর তুমিও আমাকে সাহায্য করতে পারবে না কারণ তোমার কাছে এসব চিহ্ন...'

'Graecum est, non legitur[৩],' অপমানিত আমি পাদপূরণ করলাম। 'দুর্বোধ্য।'

'ঠিক তাই; আর বুঝতেই পারছ, বেকন ঠিকই বলেছিলেন। পড়াশোনা করো। কিন্তু তাই বলে মনোবল হারালে চলবে না আমাদের। পার্চমেন্ট আর আমাদের নোট-পত্তর সরিয়ে রেখে আমরা এখন ওপরে, পাঠাগারে যাব। কারণ আজ রাতে নরকের দশ দশটা বাহিনী এলেও আমাদের বাইরে রাখতে পারবে না।'

নিজের বুকে ক্রুশ আঁকলাম আমি। 'কিন্তু লোকটা কে হতে পারে, যে এখানে আমাদের টেক্কা দিয়ে গেল? বেন্নো?'

'ভেনানশিয়াসের কাগজপত্তরের মধ্যে কী আছে তা জানার জন্য বেন্নোর বুক ফেটে যাচ্ছিল ঠিকই, কিন্তু রাত্তির বেলা এডিফিকিয়ুমে ঢোকার মতো সাহসী ব্যক্তি তাকে মনে হয় না আমার।'

'তাহলে কি বেরেঙ্গার মালাকি?'

'এমন কাজ করার সাহস বেরেঙ্গারের আছে বলেই মনে হয় আমার। আর শত হলেও, পাঠাগারের দায়দায়িত্ব তার ওপরও কিছুটা আছে বৈকি। সেটার কিছু গোপন কথা ফাঁস ক'রে

BanglaBook.org

দেবার জন্য সে খুব মনঃকষ্টে আছে; সে মনে করছিল ভেনানশিয়াস বইটা নিয়েছে এবং সম্ভবত সে ওটা যথাস্থানে রেখে আসতে চাইছিল। ওপর তলায় যেতে পারেনি সে, তাই এখন বইটা কোথাও লুকিয়ে রেখেছে।'

'কিন্তু লোকটা তো মালাকিও হতে পারে, ওই একই মোটিভের কারণে।'

'আমি তা বলব না। এডিফিকিয়ুম বন্ধ করার সময় যখন একা ছিল তখন সে ভেনানশিয়াসের ডেস্ক ঘাঁটাঘাঁটি করার মতো যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছিল। আমি সেকথা ভালো ক'রেই জানতাম, কিন্তু তা এড়াবার কোনো উপায় ছিল না। এখন আমরা জানি সে কাজটা করেনি। আর যদি ভালো ক'রে ভেবে দেখো, মালাকি যে জানে ভেনানশিয়াস পাঠাগারে ঢুকে কিছু সরিয়েছে সেকথা মনে করার কোনো কারণ নেই আমাদের। বেরেঙ্গার আর বেন্নো এটা জানে, তুমি আর আমিও জানি। আদেল্‌মোর স্বীকারোক্তির পর ইয়র্গে তা জানতে পারেন, কিন্তু প্যাঁচানো সিঁড়ি বেয়ে এমন উন্মত্তের মতো ছুটে যাওয়া লোকটি নিশ্চয়ই তিনি নন...'

'তাহলে হয় বেরেঙ্গার নয়ত বেন্নো...'

'তাহলে তিভোলির প্যাসিফিকাস নয় কেন বা গতকাল আমরা যেসব সন্ন্যাসীকে দেখেছি তাদের কেউ একজন নয় কেন? বা? কাচমিস্ত্রি নিকোলাস নয় কেন, যে কিনা আমার পরকলা সম্পর্কে জানে? বা সেই অদ্ভুতুড়ে চরিত্র সালভাতোরে, যে কিনা, আমাদেরকে বলা ওদের কথা অনুযায়ী, রাতের বেলায় ঈশ্বর জানেন কিসের খোঁজে যেন ঘুরে বেড়ায়? স্রেফ বেন্নোর বলা কথাগুলো একটি দিকে চালিত করেছে বলে সন্দেহভাজনদের তালিকাটা আমাদের সংকুচিত করলে চলবে না; এমনও হতে পারে বেন্নো আমাদেরকে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছে।'

'তার কথা কিন্তু আপনার বেশ বিশ্বাসযোগ্য বলেই মনে হয়েছিল।'

'আলবৎ। কিন্তু মনে রেখো, একজন ভালো ইনকুইযিটরের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে বিশেষ ক'রে তাদের সন্দেহ করা যাদেরকে তার কাছে আন্তরিক বা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হবে।'

'খতরনাক একটা পেশা, এই ইনকুইযিটর।'

'সেজন্যই তো ছেড়ে দিয়েছি। আর তুমি যেমনটা বলছ, আবার সেটাকে নিতে বাধ্য হয়েছি। সে যাক গে, এখন এসো, গ্রন্থাগারের দিকে যাওয়া যাক।'

BanglaBook.org

টীকা

১. Mane Tekel, Peres

ভাষ্য : দানিয়েল ৫:২৫-২৮ থেকে। দেওয়ালে লেখা এই বিখ্যাত হস্তলিপির কথা বুক অভ্ দানিয়েলে পাওয়া যাবে। রাজা বালথাযার তাঁর এক সহস্র সামন্ত প্রভুর উদ্দেশে এক ভোজের আয়োজন করেন...ঠিক সে-সময় একটি মানুষের হাতের কিছু আঙুলের আবির্ভাব ঘটে এবং প্রদীপদানী বসানো রাজার প্রাসাদের দেওয়ালের প্লাস্টারের গায়ে সেই আঙুলগুলো লিখতে লাগল। দেয়ালের গায়ের লেখাগুলোর অর্থোদ্ধারের জন্য রাজা জ্যোতিষীদের ডেকে পাঠালেন, কিন্তু তাঁরা তা পারলেন না। শেষ পর্যন্ত অর্থোদ্ধারের জন্য দানিয়েলকে ডেকে আনা হলো। 'সেই লেখাটা হলো মিনে মিনে তাকল উপরাসীন। এই কথাগুলোর অর্থ হলো মিনে অর্থাৎ গোনা : ঈশ্বর আপনার রাজত্বের দিনগুলো গুনছেন, এবং তা শেষ করেছেন। তকেল, অর্থ ওজন করা দাঁড়িপাল্লায় আপনাকে ওজন করা হয়েছে এবং আপনি কম পড়েছেন। উপরাসীন, অর্থাৎ ভাগ করা আপনার রাজ্যটা ভাগ ক'রে মাদীয় এবং পারসীকদের দেয়া হয়েছে।...সেই রাতেই ব্যাবিলনীয়দের রাজা বালথাযারকে মেরে ফেলা হলো (৫:২৫-২৮, ৩০)

২. **টেক্সট :** 'Secretum finis Africae'

অনুবাদ : 'আফ্রিকার শেষ-এর রহস্য'

৩. **টেক্সট :** 'Graecum est, non legitur,'

অনুবাদ : 'এটা গ্রীক ভাষায় লেখা, পড়তে পারছি না'।

BanglaBook.org

দ্বিতীয় দিন

রাত

যেখানে অবশেষে গোলকধাঁধায় অনুপ্রবেশ করা হয়, অনুপ্রবেশকারীরা কতিপয় অদ্ভুত দৃশ্য দেখেন করেন এবং, গোলকধাঁধায় যা প্রায়-ই হয়, পথবিভ্রম ঘটে।

ফের আমরা স্ক্রিপ্টোরিয়ামে উঠে এলাম, এবার পুব সিঁড়ি বেয়ে, সেটাও নিষিদ্ধ তলাটিতে উঠে এসেছে। গোলকধাঁধা সম্পর্কে আলিনার্দো কী বলেছিলেন সে-কথা আলোটা আমাদের সামনে উঁচু ক'রে ধরে হাঁটতে হাঁটতে আমার মনে পড়ে গেল, ফলে ভয়ংকর কিছুর আশঙ্কা করছিলাম আমি।

যেখানে আমাদের ঢোকার কথা নয় সেখানে ঢুকে সাতটি পাশ বিশিষ্ট মাঝারি আকারের একটা কামরায় নিজেদের আবিষ্কার ক'রে বেশ অবাক হলাম। জানালা নেই সেটায়, আর পুরো জায়গাটা জুড়ে – সেই অর্থে পুরো তলাটা জুড়ে – বদ্ধ স্থানের বা স্যাঁতসেঁতে জায়গার ছাতাধরা একটা গন্ধ ছড়িয়ে আছে। ভয়ংকর কিছু নয় যদিও।

আগেই বলেছি, সাতটা দেয়াল কামরাটায়। তবে তার মাত্র চারটাতে ফাঁকা জায়গা আছে একটা ক'রে, আর দেওয়ালের গায়ে দুপাশে ছোটো দুটো থাম বসানো একটা অলিন্দ; ফাঁকা জায়গাটা বেশ প্রশস্ত, ওপরে গোলাকার খিলান দিয়ে ঘেরা। যে-দেওয়ালগুলোতে ফাঁকা জায়গা নেই সেগুলোর গায়ে পরিপাটি করে সাজানো বইয়ের বিশাল বিশাল আলমারি রাখা। প্রতিটি আলমারিতে সংখ্যা-লেখা একটা করে স্ক্রল (গোটানো পার্চমেন্ট) লাগানো, প্রতিটি আলাদা তাকেও তাই; স্পষ্টতই, ক্যাটালগে আমরা যে-সংখ্যাগুলো দেখেছিলাম সেই একই সংখ্যা। ঘরের মাঝখানে একটা টেবিল, সেটাও গ্রন্থ-ভারাক্রান্ত। সবগুলো বইয়ের ওপর খুবই পাতলা ধুলোর আস্তর, বোঝা যায় কিছুদিন পরপর সেসব পরিষ্কার করা হয়। মেঝেতেও কোনো ধুলোবালি নেই। একটা আর্চওয়ের ওপরে দেয়ালে-আঁকা বড়ো এক স্ক্রলে লেখা আছে 'Apocalypsis Iesu Christi'; লেখাটা বেশ পুরোনো হলেও হরফগুলো মলিন বলে মনে হলো না। পরে আমরা খেয়াল করেছি, অন্যান্য কামরাতেও, যে, এসব স্ক্রল আসলে পাথরে খোদাই-করা, বেশ গভীর ক'রেই কাটা এবং টোলগুলো পরে রং দিয়ে ভরাট করা হয়েছে, গীর্জায় ফ্রেস্কোর কাজ করার সময় আঁকিয়েরা যেভাবে করেন। একটা ফাঁকা জায়গা দিয়ে আমরা বেরিয়ে এলাম। নিজেদেরকে আরেকটা কামরায় আবিষ্কার করলাম; একটা জানালা সেটায় – তার শার্সিতে কাচের বদলে এলাবাস্টারের স্লাব বসানো – সেই সঙ্গে দুটো নিরেট দেওয়াল আর একটা ফাঁক (apeture), যে-কামরা থেকে সদ্য বেরিয়ে এলাম সেটার মতোই। অন্য আরেক কামরায় নিয়ে গেলো সেটা আমাদের, সেটাতেও দুটো নিরেট দেওয়াল, এক জানালাওয়ালা, আর আমাদের ঠিক উলটোদিকে, আরেকটা অলিন্দ। এই দুই

BanglaBook.org

কামরা স্ক্রল দুটো প্রথম যেটা দেখেছিলাম সেটার মতোই দেখতে, যদিও কথাগুলো ভিন্ন। প্রথম কামরার স্ক্রলে লেখা ছিল 'Super thronos viginti quatuor'[২], আর দ্বিতীয় ঘরে 'Nomen illi mors'[৩]। এ ছাড়া, যে-ঘরটা থেকে আমরা পাঠাগারে ঢুকেছিলাম (আসলে ওটা ছিল সাতকোণা, এই দুটো আয়তাকার) সেটার চাইতে এই কামরা দুটো ছোটো হলেও আসবাবপত্র একই রকম।

তৃতীয় ঘরে ঢুকলাম। কোনো বইপত্র নেই এটায়, নেই কোনো স্ক্রল। জানালার নীচে একটা পাথরের বেদী। তিনটে দরজা; যেটা দিয়ে আমরা ঢুকলাম। আরেকটা চলে গেছে সেই সাতকোনা কামরাটার দিকে যেটায় এর আগেই আমাদের পা পড়েছে, আর তৃতীয়টা, যেটা নতুন একটা কামরার দিকে চলে গেছে – অন্যগুলোর সঙ্গে সেটার কোনো তফাত নেই, কেবল স্ক্রল ছাড়া, যেটা সূর্য আর বাতাসের ক্রমেই আঁধার হয়ে আসার কথা ঘোষণা করছে 'Obscuratus est sol et aer'[৪]। এখান থেকে আরেক কামরায় যাওয়া যায়, যেটার স্ক্রলে বজ্রপাত আর আগুনের হুমকি দিয়ে লেখা আছে 'Facta est grando et ignis'[৫]। এই ঘরটায় অন্য কোনো ফাঁক নেই; একবার ঢোকার পরে আর সামনে এগোনো যায় না, পিছু ফিরতে হয়।

'ব্যাপারটা নিয়ে একটু ভাবা যাক,' উইলিয়াম বললেন। 'পাঁচটা চতুর্ভুজ বা মোটামুটিভাবে ট্র্যাপিজিয়াম আকারের কামরা, প্রতিটিতে একটা ক'রে জানালা, যেগুলোকে আবার সাজানো হয়েছে জানালাবিহীন একটা সপ্তভুজ কামরাকে ঘিরে, এবং সব কটি সিঁড়িই এই কামরা পর্যন্ত উঠে এসেছে। ব্যাপারটা বেশ সরল বলে মনে হয়েছে আমার কাছে। আমরা পুব টাওয়ারে রয়েছি। বাইরে থেকে প্রতিটি টাওয়ারেরই পাঁচটি জানালা আর পাঁচটি ধার দেখা যায়। ব্যাপারটা পরিষ্কার। ফাঁকা ঘরটাই হলো পুবমুখো, গীর্জার কয়্যারটা যেদিকে ভোরের সূর্য বেদীটাকে আলোকিত করে তোলে, যেটাকে আমার যথার্থ আর পবিত্র বলে মনে হলো। একমাত্র যে আইডিয়াটা আমার বেশ চতুর বলে মনে হচ্ছে তা হলো কাচের শার্সির বদলে আলাবাস্টারের স্লাবের ব্যবহার। দিনের বেলা সেটার ভেতর দিয়ে চমৎকার আলো আসে, আর রাতের বেলা এমনকি চাঁদের আলোও ঢুকতে পারে না। চলো এবার দেখা যাক সপ্তভুজ কামরাটার অন্য দুটো দরজা দিয়ে কোথায় যাওয়া যায়।'

ভুল হয়েছিল আমার গুরুর এবং তিনি যতটা ভেবেছিলেন পাঠাগারের নির্মাতারা তার চাইতে ঢের বেশি ধূর্ত ছিল। আমি ঠিক পরিষ্কার ক'রে বলতে পারব না কী ঘটেছিল, কিন্তু টাওয়ারের ঘরটা ত্যাগ করার পর থেকে অন্য ঘরগুলোর বিন্যাস আরো বেশি বিভ্রান্তিকর হয়ে উঠল। দেখা গেল কোনোটার দুটো দরজা রয়েছে, অন্যগুলোর তিনটে প্রতিটাতে একটা ক'রে জানালা, এমনকি আমরা আসলে এডিফিকিয়ুমের পেটের ভেতর ঢুকছি এ কথা চিন্তা ক'রে যেগুলোতে আমরা একটি জানালা বিশিষ্ট কামরা দিয়ে ঢুকলাম সেগুলোতেও। প্রত্যেকটিতেই একই ধরনের আলমারি আর টেবিল রয়েছে; পরিপাটি ক'রে সাজানো বইগুলোকে সব একই রকম বলে মনে হলো এবং নিশ্চিতভাবেই সেগুলো এক নজরে আমাদের অবস্থান শনাক্ত করতে সাহায্য করল না। আমরা বরং স্ক্রলগুলো দেখে আমাদের অবস্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করলাম। এক সময় আমরা একটা ঘর অতিক্রম করলাম যেখানে 'In diebus illis'[৬] লেখা ছিল, এবং খানিকটা ঘোরাঘুরির পর আমাদের মনে হলো আমরা আবার সেটাতেই ফিরে এসেছি। কিন্তু আমরা ভুলিনি

যে জানালাটার উল্টোদিকের দরজাটা দিয়ে আরেকটা কামরায় যাওয়া যায় যেটার স্ক্রল-এ লেখা 'Primogenitus mortuorum'[৭], অথচ আমরা আরেক কামরায় এসেছি যেখানে ফের ওই 'Apocalypsis Iesu Christi' কথাটিই লেখা, যদিও এটা কিন্তু আমরা যে সপ্তভুজ ঘর থেকে যাত্রা শুরু করেছিলাম সেটা নয়। এই ব্যাপারটাতে আমরা নিশ্চিত হলাম যে মাঝে মাঝে ভিন্ন ভিন্ন কামরার স্ক্রলে একই কথা লেখা আছে। পরপর দুটো কামরা পেলাম আমরা যেখানে 'Apocalypsis' লেখা, আর তার ঠিক পরেই পেলাম আরেকটি কামরা যেখানে লেখা রয়েছে 'Cecidit de coelo Stella magna'[৮]।'

স্ক্রলের কথাগুলোর উৎস নিতান্তই স্পষ্ট – ওগুলো 'অ্যাপোক্যালিপ্স অভ্ জন'-এর পঙ্‌ক্তি – কিন্তু যে ব্যাপারটা আদৌ বোঝা গেল না তা হচ্ছে কেন সেগুলো দেওয়ালে অঙ্কিত রয়েছে বা সেগুলোর বিন্যাসের পেছনে কোন যুক্তি কাজ করছে। আর, কিছু স্ক্রল, বেশি না যদিও, কালোর পরিবর্তে লাল রং করা দেখে তো আমাদের বিভ্রান্তি আরো বেড়ে গেল।

একটা সময় নিজেদেরকে আমরা আবার সেই আদি সপ্তভুজ কামরায় দেখতে পেলাম (সেটা খুব সহজেই চেনা গেল কারণ সিঁড়িটা সেখান থেকেই শুরু হয়েছে) এবং আমরা ফের আমাদের ডান দিকে যাওয়া অব্যাহত রাখলাম, চেষ্টা করলাম সরাসরি এক কামরা থেকে আরেক কামরায় যেতে। তিনটে কামরার ভেতর দিয়ে এসে আমরা সামনে একটা ফাঁকা দেওয়ালের মুখোমুখি হলাম। সেটার একমাত্র ফোকর দিয়ে নতুন একটা কামরায় গিয়ে পড়লাম যেটাতে কেবল একটি ফোকর আছে, যেটার ভেতর দিয়ে যাওয়ার পর আরো চারটা কামরার পর আবার আমরা একটা দেওয়ালের মুখোমুখি হলাম। আগের কামরাটায় ফিরে এলাম যেটার দুটো নির্গমন পথ, এবং আগে যেটা দিয়ে আমরা যাইনি সেটার ভেতর দিয়ে একটা নতুন কামরায় এলাম, আর তারপর দেখলাম ফিরে এসেছি আগের সেই সপ্তভুজ কামরাতেই যেখান থেকে দুজনে যাত্রা শুরু করেছিলাম। উইলিয়াম জিগ্যেস করলেন, 'শেষ কামরাটার নাম কী যেন, ওই যে যেখান থেকে আমরা আবার আগের পথ ধরে চলতে শুরু করলাম?'

আমি মনে করার চেষ্টা করলাম এবং চোখের সামনে একটা সাদা ঘোড়ার ছবি দেখতে পেলাম 'Equus albus'[৯]।

'বেশ। চলো সেটা খুঁজে বের করি আবার,' এবং কাজটা সহজই ছিল। সেখান থেকে, যদি ফিরে যেতে না চাইতাম, আগে যেরকম করেছিলাম, তাহলে আমরা কেবল 'Gratia vobis et pax'[১০] লেখা কামরাটার ভেতর দিয়ে যেতে পারতাম, আর তারপর, ডান দিকে, মনে হলো একটা নতুন প্যাসেজ পেলাম বুঝি, আর সেটা আমাদেরকে আগের পথে নিয়ে গেল না। সত্যি বলতে কি, আমরা ফের 'Indiebus illis' আর 'Primogenitus mortuorum'-এর মাঝে এসে পড়লাম (এই কামরাগুলোতেই কি খানিক আগে এসেছিলাম আমরা?); শেষে আমরা এমন একটা কামরা এলাম যেটাতে আগে আসিনি বলেই মনে হলো : 'Tertia pars terrae combusta est'[১১]। কিন্তু পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ যে পুড়ে গেছে সেটা জানার পরেও আমরা পুব টাওয়ারের প্রেক্ষিতে আমাদের অবস্থানটা কোথায় সেটা জানতে পারিনি।

BanglaBook.org

নিজের সামনে লণ্ঠনটা ধরে সাহস ক'রে আমি পাশের কামরাগুলোয় ঢুঁ মারলাম। রীতিমতো ভয় ধরানোর মতো আকার-প্রকারের দোদুল্যমান ও কম্পমান একটা আকৃতি ভূতের মতো আমার দিকে এগিয়ে এলো।

'শয়তান!' আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে উইলিয়ামের বাহুতে আশ্রয় নেবার সময় প্রায় ফেলেই দিয়েছিলাম বাতিটা। উইলিয়াম আমার হাত থেকে বাতিটা কেড়ে নিলেন, তারপর আমাকে একপাশে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে এমন এক স্থিরসংকল্পভাবে এগিয়ে গেলেন যা আমার কাছে অসামান্য বলে মনে হলো। তিনিও কিছু একটা দেখতে পেলেন, কারণ হঠাৎ করেই পিছিয়ে গেলেন তিনি। তারপর ফের ঝুঁকে পড়লেন, আর বাতিটা উঁচু ক'রে ধরলেন। তারপর হাসিতে ফেটে পড়লেন।

'সত্যিই অসাধারণ! আয়না ওটা।'

'আয়না!'

'জি, অকুতোভয় যোদ্ধা আমার। একটু আগে স্ক্রিপ্টোরিয়ামে এক সত্যিকারের শত্রুর বিরুদ্ধে এমন সাহসের সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়লে, আর এখন তুমি তোমার নিজের প্রতিমূর্তি দেখেই ভয় পেয়ে গেছ। আয়না একটা, যেখানে তোমার ছবি অনেক বড়ো আর বিকৃত হয়ে প্রতিফলিত হয়েছে।

তিনি আমাকে হাত ধরে কামরার দরজার সামনের দেওয়ালের কাছে নিয়ে গেলেন। যেহেতু আলোর কারণে সেটা আরো বেশি উজ্জ্বল হয়ে আছে, কাচের একটা ঢেউ তোলা পাতের ওপর আমি উদ্ভট রকমের কদাকার দুটো প্রতিমূর্তি দেখতে পেলাম, আমি কাছে বা পিছিয়ে যেতে যেগুলোর আকার আর উচ্চতা বদলে যাচ্ছিল।

আমুদে গলায় উইলিয়াম বলে উঠলেন, 'আলোকবিদ্যার ওপর লেখা নানান গবেষণা-প্রবন্ধ পড়া উচিত তোমার, যেগুলো কিনা যাঁরা গ্রন্থাগারটা তৈরি করেছিলেন তাঁরা নিশ্চয়ই পড়েছিলেন। সেরা কাজগুলো আরবদের। আলহাযেন *De aspectibus*[১২] নামের একটি গবেষণা-প্রবন্ধ লিখেছিলেন, যেখানে নিখুঁত জ্যামিতিক ডেমনস্ট্রেশনের মাধ্যমে তিনি আয়নার শক্তির কথা বলেছিলেন, যাদের মধ্যে কোনো কোনোটি সেগুলোর তলকে কেমন আকৃতিদান করা হয়েছে সেই সাপেক্ষে একেবারে ছোটো জিনিসগুলোকেও বিবর্ধিত করতে পারে (আর আমার পরকলা জোড়া সেটা ছাড়া আর কী?), আবার অন্যদিকে অন্যগুলো প্রতিমূর্তি বা ছবিগুলোকে উল্টো বা বাঁকা ক'রে বা একটা জিনিসকে দুটো দেখাতে পারে, দুটো জিনিসকে চারটে। আবার এমনও আয়না আছে যেগুলো, এটার মতো, বামনকে দৈত্যকার বা দৈত্যকে বামনে পরিণত করতে পারে।

'প্রভু যীশু!' আমি অবাক হয়ে বলে উঠলাম। 'কেউ কেউ যে বলে পাঠাগারে কীসব দেখেছে সেসব তাহলে এগুলো?'

'সম্ভবত! জবর একটা আইডিয়া বটে।' আয়নার ওপরে, দেওয়ালের স্ক্রলটা পড়লেন তিনি 'Super thronos viginti quatuor।' '"চব্বিশ জন বয়স্ক মানুষ তাঁদের আসনে বসে আছেন।"

BanglaBook.org

এই উৎকীর্ণ লিপিটা আমরা আগেও দেখেছি। কিন্তু সেই কামরায় কোনো আয়না ছিল না। অন্যদিকে আবার, এটায় কোনো জানালা নেই, আর এটা সপ্তভুজাকার নয়। কোথায় আমরা?' চারদিকে তাকালেন তিনি, তারপর একটি আলমারির দিকে এগিয়ে গেলেন। 'আদ্‌সো, আশ্চর্য ওই oculi ad legendum[১৩] ছাড়া এসব বইয়ে কী লেখা আছে তা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। কিছু বইয়ের নাম পড়ে শোনাও তো।'

হাতের কাছে যেটা পেলাম তুলে নিলাম। 'গুরু, লেখা নেই তো!'

'কী বলতে চাও? দিব্যি দেখতে পাচ্ছি লেখা আছে। কী পড়লে?

'আমি পড়ছি না। এগুলো কোনো বর্ণমালার হরফ নয়। এটা গ্রীকও না। হলে চিনতে পারতাম। দেখতে এগুলো পোকামাকড়, সাপ, গোবরের মাছি, এসবের মতন।'

'আহ্‌হা, ওটা আরবী। ওরকম আরো আছে নাকি?'

'হ্যাঁ। অনেক। কিন্তু, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, একটা দেখতে পাচ্ছি লাতিনও আছে। আল...আল-খারিযমি, *Tabulae*[১৪] ।'

'আল-খারিযমির অ্যাস্ট্রোনমিকাল টেবিল। বাথের অ্যাডেলার্ডের অনুবাদ করা। খুবই বিরল একটা কাজ। বলে যাও।'

'ঈসা ইবনে-আলি, *De oculis*[১৫]; আলকিন্দি, *De radiis stellatis*[১৬] ।'

'এবার টেবিলের দিকে তাকাও।'

টেবিলের ওপর প'ড়ে-থাকা বিশাল একটা বই, *De bestiis*[১৭], খুললাম আমি। ঘটনাক্রমে সেটা সূক্ষ্মভাবে চিত্রিত একটা পাতা যেখানে চমৎকার একটা ইউনিকর্ন আঁকা।'

'সুন্দর এঁকেছে,' উইলিয়াম বললেন। অলংকরণটা তিনি দিব্যি দেখতে পাচ্ছিলেন। 'আর ওটা'?

আমি পড়লাম 'Liber monstrorum de diversis generibus[১৮]। এটাতেও চমৎকার সব ছবি আছে, কিন্তু সেগুলো ওটার চাইতে পুরোনো বলে মনে হচ্ছে আমার কাছে।'

উইলিয়াম লেখাটার ওপর ঝুঁকে পড়লেন। 'আইরিশ সন্ন্যাসীরা অন্তত পাঁচ শতাব্দী আগে অলংকরণ করেছিলেন। অন্যদিকে ইউনিকর্ন-এর বইটা আরো অনেক সাম্প্রতিক; আমার মনে হয় এটা ফরাসী কেতায় তৈরি।' আরো একবার আমি আমার গুরুর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হলাম। পরের কামরায় প্রবেশ করলাম আমরা, তারপর পরপর আরো চারটা কামরা পার হয়ে এলাম, সেগুলোর সবক'টিই জানালাসমেত, আর অজানা সব ভাষায় লেখা বইপত্রে ভর্তি, সঙ্গে অকাল্ট বিজ্ঞানের কিছু টেক্সট। এরপর আমরা একটা দেওয়ালের সামনে এসে পড়লাম, যেটা আমাদেরকে ফের উলটো ঘুরতে বাধ্য করলো, কারণ শেষ পাঁচটি কামরার ক্ষেত্রে আমরা সরাসরি একটি থেকে আরেকটিতে ঢুকে গেছি, অন্য আর কোনো দিকে যাওয়া সম্ভব ছিল না।

BanglaBook.org

'দেওয়ালের কোণ দেখে বিচার করলে বলতে হয় আমরা আরেকটা টাওয়ারের পঞ্চভুজে আছি,' উইলিয়াম বললেন। 'কিন্তু মাঝখানের সপ্তভুজাকার ঘরটা অনুপস্থিত। সম্ভবত আমাদের ভুল হয়েছে।'

'কিন্তু জানালাগুলো? আমি জিগ্যেস করলাম। 'এতগুলো জানালা কোথা থেকে এলো? এটা তো অসম্ভব যে সবগুলো কামরা থেকে বাইরেটা দেখা যাবে।'

'মাঝখানের কুয়োটার কথা ভুলে যাচ্ছ তুমি। আমরা যেসব জানালা দেখেছি সেগুলোর অনেকগুলো থেকেই অষ্টভুজাকার অংশটা দেখা যায়। এখন দিন হলে আলোর ভিন্নতা দেখে আমরা বলতে পারতাম কোনগুলো ভেতরের জানালা আর কোনগুলো বাইরের, এবং সম্ভবত এমনকি সূর্যের পরিপ্রেক্ষিতে কামরাটার অবস্থানও বুঝতে পারতাম। কিন্তু সন্ধ্যার পর আর কোনো তফাত বোঝা সম্ভব নয়। চলো ফিরে যাই।'

আয়নাঅলা ঘরটায় ফিরে আমরা তৃতীয় প্রবেশপথটার দিকে এগোলাম, যেটা এর আগে ব্যবহার করিনি বলে আমাদের মনে হয়েছিল। আমাদের সামনে আমরা পরপর তিন বা চারটে কামরার একটা ক্রম দেখতে পেলাম, এবং শেষটার দিকে আলোর একটা দীপ্তি নজরে পড়ল আমাদের।

'কেউ একজন আছে ওখানে,' চাপা গলায় আমি বলে উঠলাম।

'তাই যদি হয় তাহলে সে এরই মধ্যে আমাদের আলোটা দেখে ফেলেছে, উইলিয়াম বললেন, যদিও তার পরও শিখাটাকে হাত দিয়ে আড়াল ক'রে ফেললেন। দুই এক মুহূর্ত ইতস্তত করলাম আমরা। আলোর দীপ্তিটা মৃদুভাবে কেঁপেই চলছিল, কিন্তু আরো উজ্জ্বল হচ্ছিল না বা মিইয়ে যাচ্ছিল না।

'সম্ভবত স্রেফ একটা বাতি ওটা,' উইলিয়াম বললেন। 'পাঠাগারে যে মৃতদের আত্মা বাস করে সেটা সন্ন্যাসীদের বিশ্বাস করাবার জন্য রাখা হয়েছে এখানে। কিন্তু ব্যাপারটা না দেখলে চলছে না। তুমি এখানে থাকো, নজর রাখো আলোটার ওপর। আমি সাবধানে এগোচ্ছি।'

আয়নার সামনে যে-কেলেঙ্কারিটা করেছিলাম সে-লজ্জা আমার তখনো কাটেনি, কাজেই উইলিয়ামের কাছে আমি আমার ভাবমূর্তিটা পুনরুদ্ধার করতে চাইছিলাম। 'না, আমি যাব,' আমি বললাম। 'আপনি এখানে থাকুন। আমি দেখেশুনে এগোব। আমি আপনার চাইতে ছোটোখাটো, ওজনও কম। কোনো ঝুঁকি নেই সে-ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ামাত্র আমি আপনাকে ডাকব।'

আর তা-ই করলাম আমি। দেওয়াল ঘেঁষে কামরা তিনটের ভেতর দিয়ে এগোলাম, বিড়ালের মতো লঘুভার (ভাঁড়ার ঘর থেকে পনির চুরি করার জন্য শিক্ষানবিশ যেমন রান্নাঘরে নেমে যায় তেমনি; মেল্ক-এ থাকার সময় এই কাজটাতে আমি ওস্তাদ ছিলাম)। যে-কামরাটা থেকে বেশ ক্ষীণ দীপ্তিটা আসছিল সেটার দোরগোড়ায় চলে এলাম। ডান বাজু (jamb) হিসেবে কাজ-করা থামটা ঘেঁষা দেওয়াল বরাবর সুড়ুৎ ক'রে ঢুকে পড়ে কামরাটার ভেতরে উঁকি দিলাম। কেউ নেই সেখানে।

BanglaBook.org

টেবিলের ওপর একধরনের জ্বলন্ত বাতি বসানো আছে, ধূমায়মান, কাঁপাকাঁপা। বাতিটা আমাদেরটার মতো নয়; ওটাকে বরং আঢাকা একটা ধুনুচি বলে মনে হলো। কোনো শিখা নেই সেটার, কিন্তু হালকা ছাই কোনো কিছুকে পুড়িয়ে ধিকি ধিকি জ্বলছে বলে মনে হলো। সাহস সঞ্চয় ক'রে ঢুকে পড়লাম আমি। ধুনুচিটার পাশে টেবিলটাতে উজ্জ্বল-রঙা একটা বই খোলা পড়ে আছে। এগিয়ে গিয়ে পৃষ্ঠাটায় চারটে ভিন্ন রঙের স্ট্রিপ দেখতে পেলাম; হলুদ, সিঁদুরবর্ণ, ফিরোজা আর লালচে বাদামি। ভয়ংকরদৃশ্য একটা জন্তুর ছবি রয়েছে সেখানে, দশ মাথাওয়ালা একটা ড্রাগন, আকাশের তারাগুলোকে টেনে নিয়ে আসছে, আর লেজের সাহায্যে সেগুলোকে পৃথিবীতে আছড়ে ফেলছে। হঠাৎ ক'রে দেখলাম ড্রাগনগুলোর সংখ্যায় অনেক হয়ে গেল, আর সেটার চামড়ার আঁশগুলো হয়ে গেল মৃৎপাত্রের একধরনের জ্বলজ্বলে টুকরোর বন যেটা পৃষ্ঠাটা থেকে বেরিয়ে এসে আমার মাথার চারপাশে ঘুরতে শুরু করল। মাথাটা সজোরে পেছন দিকে হেলিয়ে দিলাম, দেখতে পেলাম কামরাটার সিলিংটা বেঁকে আমার দিকে নেমে এলো, আর তারপর আমি এক হাজার সাপের হিসহিস শব্দ শুনতে পেলাম, কিন্তু তা ভয়ংকর নয়, বরং প্রায় প্রলুব্ধকর, আর তারপর আলোকস্নাত এক নারী দেখা দিলো, আমার মুখে মুখ রাখল সে, নিঃশ্বাস ফেলতে থাকল আমার ওপর। দ্রুত দু'হাত ছড়িয়ে দিয়ে আমি তাকে ঠেলে সরিয়ে দিলাম, মনে হলো আমার হাতগুলো যেন উলটো দিকের আলমারিটা স্পর্শ করল বা সৃষ্টিছাড়া রকমের লম্বা হয়ে গেল। আমি আর বুঝতে পারলাম না কোথায় আছি বা না আছি, কোথায় মর্ত্য, কোথায় আকাশ। কামরার মাঝখানে দেখি বেরেঙ্গার আমার দিকে চেয়ে বিদ্বেষপূর্ণ হাসি হাসছে, আর তা থেকে কামুকতা চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে। আমি দুই হাতে মুখ ঢাকলাম, মনে হলো আমার হাতগুলো যেন ব্যাঙের থাবা, চটচটে আর জোড়া-পাতা। আমার ধারণা আমি চেঁচিয়ে উঠেছিলাম; আমার মুখে একটা কটু স্বাদ; অন্তহীন অন্ধকারে ঝাঁপ দিলাম আমি, আর সেই অন্ধকার যেন আমার নীচে ক্রমেই আরো বেশি ক'রে মুখ ব্যাদান ক'রে যাচ্ছিল; তারপর কী হলো আমি বলতে পারবো না।

আমার মনে হলো আমি কয়েক শতাব্দী পর জেগে উঠলাম, মাথায় কিছু আঘাতের শব্দ শুনে। আমাকে মেঝেতে টান টান ক'রে শুইয়ে রাখা হয়েছে, আর উইলিয়াম আমার গালে চড় মেরে যাচ্ছেন। সেই কামরায় আর নেই তখন আমি, আর আমার চোখের সামনে একটা স্ক্রল যেটায় লেখা, 'Requiescant a laboribus suis[১৯]'।

'এই, এই যে, আদ্সো,' উইলিয়াম আমার কানের কাছে ফিসফিস ক'রে বলছিলেন। 'কিছু নেই...'

'সবই আছে,' আমি বললাম, তখনো মাথা ঘুরছে আমার। 'ওই যে ওখানে, জন্তুটা...'

'কোনো জন্তু নেই। আমি গিয়ে দেখি তুমি একটা টেবিলের নীচে শুয়ে প্রলাপ বকছ, টেবিলটার ওপর চমৎকার মোজারাবিক ভাষায় লেখা একটা এপোক্যালিপ্স, mulier amicta sole[২০] যেখানে ড্রাগনটার মোকাবেলা করছে, সেই পাতাটা খোলা। কিন্তু গন্ধটা থেকে আমি বুঝলাম ভয়ংকর কিছু একটা তোমার নিঃশ্বাসের সঙ্গে ফুসফুসে গেছে, ফলে আমি তাড়াতাড়ি তোমাকে ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে আসি। আমার মাথাও ব্যথা করছে।'

BanglaBook.org

'কিন্তু আমি কী দেখেছিলাম?'

'তুমি কিছুই দেখোনি। ঘটনা হচ্ছে, মানুষের মনে কাল্পনিক দৃশ্য তৈরি করার মতো কিছু একটা পুড়ছিল ওখানে। গন্ধটা চিনতে পেরেছিলাম আমি : ওটা আরবীয় একটা জিনিস, সম্ভবত সেই একই জিনিস যেটা "পাহাড়ের বুড়ো" তার ঘাতকদের শুকতে দিত তাদেরকে মিশনে পাঠাবার আগে। কাজেই, ওসব কাল্পনিক দৃশ্যের রহস্যটা খোলাসা হলো আমাদের কাছে। কেউ একজন রাতে ওখানে ওসব জাদুই গুল্ম রাখে যাতে নাছোড়বান্দা কোনো দর্শনার্থীদের বিশ্বাস করানো যায় যে গ্রন্থাগারটা নারকীয় প্রভাবের পাহারায় থাকে। ভালো কথা, তোমার অভিজ্ঞতাটা বলো তো শুনি।'

গোলমাল পাকানো অবস্থায়, যতদূর স্মরণ করতে পারলাম আমার দেখা কাল্পনিক দৃশ্যগুলোর কথা তাঁকে বললাম এবং সব শুনে উইলিয়াম হেসে উঠলেন : 'এর আদ্ধেকটা তুমি বইয়ে যা দেখেছ তা থেকে বানিয়ে নিয়েছো, আর বাকি আদ্ধেকটার জন্য তুমি তোমার নানান আকাঙ্ক্ষা আর ভয়ভীতিকে বের হয়ে আসতে দিয়েছ। কিছু কিছু লতা-গুল্ম এই ব্যাপারটিই ঘটায়। কাল এটা নিয়ে সেভেরিনাসের সঙ্গে কথা বলতে হবে আমাদের; আমার ধারণা, যতটুকু সে জানে বলে আমাদেরকে বিশ্বাস করাতে চায়, তার চাইতে বেশি জানে সে। ওগুলো স্রেফ লতাগুল্ম, কেবলই লতাগুল্ম, কাচমিস্ত্রি যেসব ডাকিনীবিদ্যা-সংক্রান্ত আয়োজনের কথা আমাদের বলেছে তার কিছুরই দরকার নাই। লতাগুল্ম, আয়না...নিষিদ্ধ জ্ঞানের এই স্থানটি নানান এবং খুবই চাতুর্যপূর্ণ যন্ত্রপাতি দিয়ে সুরক্ষিত। জ্ঞান ব্যবহার করা হয়েছে আড়াল করার জন্য, আলোকিত করার জন্য নয়। ব্যাপারটা আমার পছন্দ নয়। গ্রন্থাগারটার পবিত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ওপর একটা বিকৃত মানস আধিপত্য করছে। কিন্তু আজকের রাতটা বড়ো মেহনত গেল; আপাতত এখান থেকে প্রস্থান করতেই হচ্ছে আমাদের। তোমাকে বিধ্বস্ত লাগছে, তোমার পানি আর টাটকা বাতাস দরকার। এই জানালাগুলো খোলার চেষ্টা করা বৃথা; অনেক উঁচু, আর সম্ভবত দশকের পর দশক ধরে খোলা হয় না আদেল্‌মো এখান থেকে লাফিয়ে পড়েছে বলে ওরা ভাবল কী করে?'

প্রস্থান করার কথা বলেছেন উইলিয়াম। যেন ব্যাপারটা সহজ। আমরা জানি, একটাই মাত্র টাওয়ার থেকে গ্রন্থাগারে যাওয়া যায়, পুবেরটা। কিন্তু আমরা এখন কোথায় আছি? পুরোপুরি দিগ্‌ভ্রান্ত আমরা এখন। জায়গাটা থেকে আর কখনোই বের হতে পারব না এই ভয় নিয়েই ঘুরে বেড়াতে থাকলাম আমরা; তখনো হোঁচট খাচ্ছি আমি, আর থেকে থেকে বমি পাচ্ছে আমার; আর, উইলিয়াম, আমার জন্য একটু চিন্তিত, আর নিজের বিদ্যার অপর্যাপ্ততার জন্য বিরক্ত; কিন্তু এই ঘুরপাক খেতে খেতেই পরের দিনের জন্য একটা ভাবনা এলো আমাদের, বা বলা ভালো, তাঁর মাথায়। একটা সময় ঠিকই বের হতে পারব আমরা একথা ধরে নিয়ে ভাবলাম আবার ফিরে আসব আমরা গ্রন্থাগারে, আর তখন পোড়া কাঠকয়লা বা অন্য কোনো জিনিস নিয়ে আসব যা দিয়ে দেওয়ালগুলোতে চিহ্ন এঁকে রাখ যাবে।

উইলিয়াম আওড়ে গেলেন, 'কোনো গোলকধাঁধা থেকে বের হওয়ার পথ খুঁজে পাওয়ার একটাই মাত্র পথ আছে। প্রতিটি নতুন বাঁকে, আগে যেটার দেখা মেলেনি, যে-পথ ধরে আসা

BanglaBook.org

হয়েছে সেটা তিনটে চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করা হবে। বাঁকের কোনো পথে আগের চিহ্নের কারণে যদি সেই বাঁকে আগেই আসা হয়েছে ব'লে মনে হয়, তখন যে পথটা নিয়েছ সেটায় কেবল একটা চিহ্ন দেবে। যদি সবগুলো ফাঁক বা পথই এরই মধ্যে চিহ্নিত হয়ে থাকে তাহলে আবার আগের পথে যেতে হবে তোমাকে। কিন্তু যদি কোনো বাঁকের একটি বা দুটি রন্ধ্র পথ চিহ্নবিহীন থাকে সেক্ষেত্রে যে কোনোটি বেছে নিতে পারো সেটায় দুটো চিহ্ন এঁকে। মাত্র একটি চিহ্ন আছে এমন কোনো পথ ধরে যদি এগোতে থাকো তাহলে সেটাতে দুটো চিহ্ন আঁকবে, যাতে তাতে পথটাতে এখন মোট তিনটে চিহ্ন হয়। কোনো একটা বাঁকে এসে যদি কখনোই আর তিনটে চিহ্ন আছে এমন কোনো পথ না ধরো তাহলে বুঝতে হবে গোলকধাঁধাটার সব অংশতেই পা পড়েছে তোমার, যতক্ষণ না আর কোনো প্যাসেজই চিহ্নরহিত থাকে।'

'আপনি কিভাবে জানলেন? আপনি কি গোলকধাঁধা বিশেষজ্ঞ?'

'না, আগে পড়া একটা প্রাচীন টেক্সট থেকে উদ্ধৃতি দিলাম।'

'আর এই নীতি মেনে চললে বাইরে বেরিয়ে আসা যাবে?'

'প্রায় কখনোই না, আমি যতটুকু জানি। তবে তার পরও আমরা এটা পরীক্ষা ক'রে দেখব। আর তা ছাড়া, কাল বা দিন দুয়েক দিনের মধ্যে বইগুলোর দিকে আরো সময় দেবার জন্য পরকলা আর সময় জুটে যাবে আমার। এমনও হতে পারে যে যেখানে একটার পর একটা স্ক্রল আমাদের বিভ্রান্ত করেছে, সেখানে বইগুলোর বিন্যাস হয়ত আমাদেরকে কোনো শৃঙ্খলা বা রীতির সন্ধান দেবে।'

'আপনার পরকলা জুটে যাবে মানে? পাবেন কী ক'রে আবার সেটা?'

'আমি বলেছি আমার পরকলা জুটে যাবে। নতুন এক জোড়া বানিয়ে নেব। আমার ধারণা, কাচমিস্ত্রি এরকমই একটা সুযোগের অপেক্ষায় উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে, নতুন একটা কিছু তৈরি করতে। যদি সে কাচের টুকরোগুলো পালিশ করার মতো উপযুক্ত হাতিয়ার বা যন্ত্র পায়। তার কামারশালায় কাচের টুকরোর অভাব নেই।'

পথ খুঁজতে খুঁজতে আমরা যখন ঘুরে বেড়াচ্ছি, হঠাৎ ক'রে একটা কামরার মধ্যে আমার মনে হলো যেন একটা অদৃশ্য হাত আমার গালে হাত বুলিয়ে দিলো, অন্যদিকে আবার, একটা গোঙানি, যা কোনো মানুষ বা অন্য প্রাণী কোনো কিছুরই নয়, তা সেই কামরা আর পাশের কামরায় প্রতিধ্বনিত হলো, যেন কোনো ভূত বা অপচ্ছায়া এক কামরা থেকে আরেক কামরায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। পাঠাগারের চমকগুলোর ব্যাপারে আমার তৈরি থাকা উচিত ছিল, কিন্তু আবারও আমি প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেলাম, লাফ দিয়ে সরে এলাম পেছনে। উইলিয়ামেরও নিশ্চয়ই আমার মতোই অভিজ্ঞতা হয়েছিল, কারণ আলোটা উঁচু ক'রে ধরে চারদিকে তাকাতে তাকাতে তিনিও গালে হাত বুলাচ্ছিলেন।

একটা হাত ওঠালেন তিনি, আলোর শিখাটা পরীক্ষা করলেন – সেটাকে এখন আগের চাইতে

BanglaBook.org

বেশি উজ্জ্বল বলে মনে হচ্ছে – তারপর একটা আঙুল ভিজিয়ে সোজা ক'রে নিজের সামনে ধরলেন।

তারপর বললেন 'বোঝা গেল,' এবং আমাকে উলটো দিকের দেওয়ালের ওপর মানুষের মাথা সমান উচ্চতা বরাবর দুটো বিন্দু দেখালেন। দুটো সরু চেরা বা ফাঁকের সৃষ্টি হয়েছে সেখানে, আর সেই ফাঁক দুটোতে হাত রাখলে বাইরে থেকে আসা ঠান্ডা বাতাস টের পাওয়া যায়। কান পাতলে, যেন বাইরে একটা বাতাস বইছে এমন একটা ঝিরঝির আওয়াজ শোনা যায়।

'গ্রন্থাগারে অতি অবশ্যই অবাধ বায়ু চলাচলের একটা উপায় থাকতেই হবে,' উইলিয়াম বললেন। 'তা না হলে পরিবেশটা খুবই শ্বাসরুদ্ধকর হয়ে উঠবে, বিশেষ ক'রে গরমকালে। তা ছাড়া, ওই সরু ফোকরগুলো থেকে সঠিক পরিমাণের আর্দ্রতা আসে, যাতে ক'রে পার্চমেন্টগুলো শুকিয়ে না যায়। কিন্তু স্থপতিদের চাতুরি এখানেই থেমে থাকেনি। চেরা বা ফোকরগুলো একটা বিশেষ কোণে বসিয়ে তারা এ ব্যাপারটি নিশ্চিত করেছেন যে ঝোড়ো হাওয়ার রাতে এসব ফাঁক দিয়ে প্রবেশ-করা বাতাসের ঝাপটা অন্য বাতাসের ঝাপটার মুখোমুখি হবে এবং পাক খেয়ে কামরাগুলোর একেকটায় ঢুকবে, আমরা যে-রকম আওয়াজ শুনেছি সে-রকম আওয়াজ সৃষ্টি করবে। যা কিনা, আয়না আর লতাগুল্মের সঙ্গে, এখানে-ঢোকা দুঃসাহসী কারো ভয় আরো বাড়িয়ে দেয়, যেমন আমাদের বেলায় ঘটেছিল, জায়গাটার ভালোমতো চেনা না থাকায়। আমরা নিজেরাও ক্ষণিকের জন্য মনে করেছিলাম যে অপচ্ছায়া বা ভূতেরা আমাদের মুখের ওপর নিঃশ্বাস ফেলছে। আমরা এই মাত্র সেটা বুঝতে পারলাম কারণ মাত্র এখনই উঠল বাতাসটা। কাজেই, এই রহস্যটারও যা হোক সমাধান হলো। কিন্তু এখান থেকে কী ক'রে বের হতে হবে সেটা আমরা এখনো জানি না!

কথা বলতে বলতে আমরা উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম, হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছি, একইরকম মনে হওয়া স্ক্রলগুলো পড়ার কোনো চেষ্টাই করছি না। নতুন একটা সপ্তভুজ কামরায় এসে পড়লাম আমরা, আশপাশের গুলোতে ঢুঁ মারলাম, কিন্তু বেরোবার কোনো পথ মিলল না। যে-পথে এসেছিলাম আবার সেই পথ ধরলাম, প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে হেঁটে চললাম, কোথায় আছি তা বের করার কোনো চেষ্টাই করলাম না। এক পর্যায়ে এসে উইলিয়াম মেনে নিলেন যে আমরা হেরে গেছি; যা করার ছিল তা হলো কোনো ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়া এবং আশা করা যে পরদিন মালাকি এসে আমাদের আবিষ্কার করবেন। আমাদের এই দুঃসাহসী অভিযানের করুণ পরিণতি নিয়ে আমরা যখন আফসোস করছি তখন হঠাৎ ক'রেই সেই কামরাটা পেয়ে গেলাম যেখান থেকে সিঁড়িটা নেমে গেছে। আন্তরিকভাবে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রবল উদ্দীপনা নিয়ে নীচে আমরা নেমে এলাম আমরা।

রান্নাঘরে পৌঁছে আমরা ফায়ারপ্লেসের কাছে ছুটে গেলাম এবং অস্থিশালার করিডরে গিয়ে ঢুকলাম, এবং দিব্যি দিয়ে বলতে পারি সেই সব মাংসহীন মস্তকগুলোর করাল দেঁতো হাসিগুলো আমার কাছে প্রিয় বন্ধুদের হাসির মতো মনে হলো। আবার আমরা গীর্জায় ঢুকলাম, তারপর উত্তরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলাম এবং শেষে সমাধিফলকগুলোর ওপর হাসিমুখে বসে পড়লাম। চমৎকার নিশীথ বাতাস স্বর্গীয় সান্ত্বনার পরশ বলে মনে হলো। আমাদের চারপাশে তারা জ্বলজ্বল

BanglaBook.org

করছে, এবং গ্রন্থাগারের সেই দৃশ্যগুলোকে আমার কাছে অনেক দূরের বলে মনে হলো।

'পৃথিবীটা কী সুন্দর, আর গোলকধাঁধাগুলো কী জঘন্য,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আমি বললাম।

'পৃথিবীটা কী সুন্দরই না হতো যদি গোলকধাঁধার ভেতর দিয়ে চলাফেরার একটা পদ্ধতি থাকত,' আমার গুরু বললেন।

আমরা গীর্জার বাম পাশ ধরে হাঁটতে লাগলাম, বিশাল ফটকটা পেরিয়ে এলাম (যদিও আমি অন্যদিকে তাকিয়ে রইলাম, যাতে ক'রে অ্যাপোক্যালিপ্স-এর মুরুব্বীদের যেন দেখতে না হয় 'Super thronos viginti quatuor!', তারপর ক্লয়স্টার পার হয়ে তীর্থযাত্রীদের শুশ্রূষালয়ের দিকে চলে এলাম।

দালানের দরজার সামনেই মোহান্ত দাঁড়িয়ে, কঠোরভাবে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি। 'সারা রাত আমি আপনাদের খুঁজেছি,' উইলিয়ামকে বললেন তিনি। 'আপনাদের কুঠুরিতে আমি আপনাদের পাইনি, গীর্জাতেও আপনাদের পাইনি আমি...'

'আমরা একটা জিনিসের খোঁজে বেরিয়েছিলাম...' সুস্পষ্ট অস্বস্তির সঙ্গে উইলিয়াম আলগোছে বললেন। মোহান্ত দীর্ঘক্ষণ তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকলেন, তারপর ধীর, কঠোর গলায় বললেন, 'কমপ্লিনের ঠিক পরপরই আপনাকে খোঁজ করেছি আমি। বেরেঙ্গার কয়্যারে ছিল না।'

'কী বলছেন আপনি,' বেশ আমুদে গলায় উইলিয়াম বললেন। সত্যি বলতে কি, ততক্ষণে তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে স্ক্রিপ্টোরিয়ামে কে ওঁৎ পেতে ছিল।

মোহান্ত আবার বললেন, 'কমপ্লিনের সময় সে কয়্যারে ছিল না এবং এখন পর্যন্ত সে তার কুঠুরিতে ফেরেনি। ম্যাটিন্সের ঘণ্টা বাজল ব'লে, দেখি সে ফিরে আসে কি না। না হলে, ভয় হচ্ছে, নতুন কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে।'

ম্যাটিন্সে বেরেঙ্গারের দেখা মিলল না।

টীকা

১. **টেক্সট** : 'Apocalypsis lesu Christi'

অনুবাদ : 'যীশু খৃষ্টের প্রকাশিত বাক্য বা উদ্‌ঘাটন (The Apocalypse of Jesus Christ)'

২. **টেক্সট** : 'Super thronos viginti quatuor'

অনুবাদ : 'তাদের সিংহাসনের ওপর চব্বিশজন বয়স্ক মানুষ বসেছিলেন'

ভাষ্য : রেভেলিশন বা প্রকাশিত বাক্য ৪:৪ থেকে, এটি এবং বাকি প্রায় সমস্ত উদ্ধৃতি 'বুক অভ্ রেভেলেশন' বা 'প্রকাশিত বাক্য' থেকে নেয়া হয়েছে। 'বুক অভ্ রেভেলেশন'-কে

BanglaBook.org

অ্যাপোক্যালিপ্স-ও বলা হয়ে থাকে।

৩. **টেক্সট** : 'Nomen illi mors'

অনুবাদ : 'তার নাম ছিল মৃত্যু' (রেভেলেশন ৬:৮)

৪. **টেক্সট** : 'Obscuratus est sol et aer'

অনুবাদ : 'সূর্য আর আকাশ অন্ধকার হয়ে গেল' (রেভেলেশন ৯:২)

৫. **টেক্সট** : 'Facta est grando et ignis'

অনুবাদ : 'শিল ও আগুন পৃথিবীতে ফেলা হলো' (রেভেলেশন ৮:৭)

৬. **টেক্সট** : 'In diebus illis'

অনুবাদ : 'সেই দিনগুলোয়' (রেভেলেশন ৯:৬)

৭. **টেক্সট** : 'Primogenitus mortuorum'

অনুবাদ : 'মৃতের প্রথম সন্তান' (রেভেলেশন ১:৫)

৮. **টেক্সট** : 'Cecidit de coelo stella magna'

অনুবাদ : 'একটি বৃহৎ নক্ষত্র আকাশ হইতে পতিত হইল' (রেভেলেশন ৮:১০)

৯. **টেক্সট** : 'Equus albus'

অনুবাদ : 'একটি সাদা ঘোড়া' (রেভেলেশন ৬:২)

১০. **টেক্সট** : 'Gratia vobis et pax'

অনুবাদ : 'যীশুখৃষ্ট তোমাদের দয়া করুন এবং শান্তি দান করুন' (রেভেলেশন ১:৪)

১১. **টেক্সট** : 'Tertia pars terrae combusta est'

অনুবাদ : 'তিন ভাগের এক ভাগ পৃথিবী পুড়ে গেল' (রেভেলেশন ৮:১০)

১২. **টেক্সট** : *De aspectibus*

অনুবাদ : *দৃষ্টিবিদ্যা সম্পর্কে* (আক্ষরিকভাবে, 'প্রতিমূর্তি')

১৩. **টেক্সট** : oculi ad legendum

অনুবাদ : পাঠ করার চোখ

১৪. **টেক্সট** : *Tabulae*

অনুবাদ : *সারণি*

১৫. **টেক্সট** : *De oculis*

BanglaBook.org

অনুবাদ : *চোখ প্রসঙ্গে*

১৬. **টেক্সট :** *De radiis stellatis*

অনুবাদ : *নক্ষত্র থেকে আগত রশ্মি প্রসঙ্গে*

১৭. **টেক্সট :** *De bestiis*

অনুবাদ : *জীবজন্তু প্রসঙ্গে*

১৮. **টেক্সট :** *Liber monstrorum de diversis generibus*

অনুবাদ *বিভিন্ন ধরনের দানব প্রসঙ্গে*

১৯. **টেক্সট :** 'Requiescant a laboribus suis'

অনুবাদ : 'তারা যেন তাদের শ্রম থেকে অব্যাহতি পায়' (রেভেলেশন ১৪:১৩)

২০. **টেক্সট :** mulier amicta sole

অনুবাদ : একজন স্ত্রীলোক, যার পরনে সূর্য ছিল

ভাষ্য : রেভেলেশন ১২:১-৫ থেকে: "পরে স্বর্গে একটা মহান চিহ্ন দেখা গেল – একজন স্ত্রীলোক, যার পরনে ছিল সূর্য আর পায়ের নীচে ছিল চাঁদ। বারোটা তারা দিয়ে গাঁথা একটা মুকুট তার মাথায় ছিল। সে গর্ভবতী ছিল, এবং প্রসববেদনায় চিৎকার করছিল। তারপর স্বর্গে আরেকটা চিহ্ন দেখা গেল – আগুনের মতো লাল একটা বিরাট দানব। তার সাতটা মাথা ও দশটা শিং, আর মাথাগুলোতে সাতটা মুকুট ছিল। তার লেজ দিয়ে সে আকাশের তিন ভাগের এক ভাগ তারা টেনে এনে পৃথিবীতে ছুড়ে ফেলে দিলো। যে স্ত্রীলোকটির সন্তান হতে যাচ্ছিল দানবটা তার সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল, যেন সন্তানের জন্ম হলেই সে তাকে খেয়ে ফেলতে পারে। স্ত্রীলোকটির একটি ছেলে হলো। সেই ছেলেই লোহার দণ্ড দিয়ে জাতিকে শাসন করবেন। সেই সন্তানকে ঈশ্বর আর তার সিংহাসনের কাছে তুলে নেয়া হলো।" একো তাঁর 'Waiting for the millenium' লেখাটিতে আবার এই *mulier* প্রসঙ্গটি এনেছিলেন। সেখানে তিনি বলেন 'এই অ্যাপোক্যালিপ্টিক রূপকটি খুব সুস্পষ্ট। এই নারীটিকে ইভ হিসেবে চিহ্নিত করা গেলেও একোর ধারণা নারীটিকে মাতা মেরি ব'লে ধরে নেয়াটাই সঙ্গত।'

BanglaBook.org

তৃতীয় দিন

লঅডস্ থেকে প্রাইম পর্যন্ত

যেখানে উধাও-হয়ে-যাওয়া বেরেঙ্গারের কুঠুরিতে রক্তের ছোপ লাগা কাপড় পাওয়া যায়; স্রেফ এটুকুই।

এই কথাগুলো লিখতে গিয়ে আমার ক্লান্ত লাগছে, যেমনটা সে-রাতে – বা বলা যেতে পারে, সেই সকালে – লেগেছিল। কী বলা যেতে পারে? ম্যাটিন্সের পর মোহান্ত এখন ভয়ার্ত-হয়ে-ওঠা বেশিরভাগ সন্ন্যাসীকে খোঁজাখুঁজি করতে সব জায়গায় পাঠিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু বৃথাই। লঅডসের দিকে বেরেঙ্গারের কুঠুরিতে খুঁজতে গিয়ে খড়ের গদির (প্যালেট) নীচে এক সন্ন্যাসী রক্তের ছোপ লাগা একটা সাদা কাপড় পেল। সেটা সে মোহান্তকে দেখালে তিনি সেটাকে যারপরনাই ভয়াবহ সব অশুভ ঘটনার ইঙ্গিতবহ বলে বর্ণনা করলেন। ইয়র্গে উপস্থিত ছিলেন, তাঁকে খবরটা দেয়ামাত্র তিনি বলে উঠলেন, 'রক্ত?', যেন ব্যাপারটা ঠিক অসম্ভব না হলেও বিশ্বাস করা কঠিন বলে মনে হয়েছে তাঁর কাছে। আলিনার্দোকে বলল তারা, তিনি মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, 'না না, তৃতীয় তূরীতে মৃত্যু আসে পানির কারণে...'

উইলিয়াম কাপড়টা পরীক্ষা ক'রে দেখে বললেন, 'এবার সব কিছুই পরিষ্কার হলো।'

তারা জিগ্যেস করল, 'বেরেঙ্গার কোথায়?'

তিনি জবাব দিলেন, 'আমি জানি না।' আয়মারো তাঁর কথা শুনতে পেলেন এবং আকাশের দিকে দুচোখ তুলে সন্ত আলবানোর পিটারের উদ্দেশে বিড়বিড় ক'রে বললেন, 'একদম ইংরেজের মতো কথা।'

প্রাইমের দিকে, সূর্য যখন এরি মধ্যে উঠে গেছে, ভৃত্যদেরকে দুরারোহ পর্বতগাত্রের পাদদেশে পাঠানো হলো, দেওয়ালগুলোর চারপাশটা খুঁজে দেখার জন্য। কিছুই না পেয়ে তারা টার্সে ফিরে এলো।

উইলিয়াম আমাকে বললেন আমরাও এর চাইতে ভালো কিছু করতে পারতাম না। ঘটনা ঘটার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। তারপর তিনি কামারশালায় চলে গেলেন, প্রধান কাচনির্মাতার সঙ্গে একটা গভীর আলোচনায় মগ্ন হলেন।

আমি গীর্জাতে বসে রইলাম, প্রধান ফটকের কাছে, ম্যাস্-এর সময়। তারপর এক সময় গভীর ঘুমে ঢলে পড়লাম, দীর্ঘ এক ঘুম, কারণ বুড়োদের চাইতে তরুণদের বেশি ঘুমানো দরকার, যেহেতু বুড়োরা এরই মধ্যে অনেক ঘুমিয়ে নিয়েছে, আর তৈরি হচ্ছে অনন্তকাল ধরে ঘুমোবার জন্য।

BanglaBook.org

তৃতীয় দিন

টার্স

যেখানে আদ্‌সো স্ক্রিপ্টোরিয়ামে তার সম্প্রদায়ের ইতিহাস আর গ্রন্থের পরিণতি নিয়ে ভাবনায় মগ্ন হয়।

আগের চাইতে কম ক্লান্তি নিয়ে গীর্জা থেকে বেরিয়ে এলেও আমার মনটা বিক্ষিপ্ত ছিল : রাত্রি ছাড়া দেহ শান্তিপূর্ণ বিশ্রামলাভ করে না। আমি স্ক্রিপ্টোরিয়ামে উঠে এলাম, তারপর মালাকির অনুমতি নিয়ে ক্যাটালগটার পাতা ওলটাতে লাগলাম। কিন্তু অন্যমনস্কভাবে চোখের সামনে পাতা ওলটাতে ওলটাতে আমি আসলে সন্ন্যাসীদের লক্ষ করছিলাম।

তাদের অবিচলতা, তাদের উদ্বেগহীনতা দেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। নিজের কাজে ব্যস্ত তাদেরকে দেখে মনে হলো তারা ভুলে গেছে যে তাদেরই একজন ব্রাদারকে গোটা এলাকা জুড়ে উদ্বেগাকুল হয়ে খুঁজে ফেরা হচ্ছে, আর অন্য দুজন ভয়ংকর পরিস্থিতির মধ্যে উধাও হয়ে গেছে। আমি আপনমনে বললাম, এখানেই আমাদের সম্প্রদায়ের মহত্ত্ব শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এরকম মানুষেরা বর্বরদেরকে এরকম উদয় হতে, তাঁদের মঠগুলো তছনছ করতে, রাজ্যেগুলোকে অগ্নিগহ্বরে ছুড়ে ফেলতে দেখেছেন, কিন্তু তার পরও তাঁরা পার্চমেন্ট আর কালি সযতনে আগলে রেখেছেন, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তাঁদের কাছে এসে পৌঁছানো শব্দাবলি উচ্চারণ ক'রে পড়াশোনা চালিয়ে গেছেন, যেগুলো আবার তাঁরা অনাগত শতাব্দীগুলোর হাতে তুলে দিয়ে যাবেন। সহস্রাব্দ যখন এগিয়ে এসেছে তখন তাঁরা পাঠ ক'রে গেছেন, তাহলে এখন-ই বা তা তাঁরা করবেন না কেন?

আগের দিন বেন্নো বলেছিল একটা বিরল বই জোগাড় করার জন্য সে পাপ করতেও রাজি আছে। সে মিথ্যে বলছিল না বা রসিকতাও করছিল না। একজন সন্ন্যাসীর বিনম্রচিত্ততার সঙ্গে বই-পুস্তক ভালোবাসা উচিত, সেগুলোর মঙ্গল চেয়ে, নিজের কৌতূহলের মহিমা চেয়ে নয়: সাধারণ মানুষের জন্য ব্যভিচারের উসকানি যেমন, সেকুলার (অনাশ্রমিক) যাজকদের জন্য ধন-সম্পদের আকুতি যেমন, সন্ন্যাসীদের জন্য জ্ঞানের প্রলোভনও তাই।

ক্যাটালগটার পাতা উল্টে চললাম এবং রহস্যময় সব বইয়ের নামের একটা উৎসব যেন নেচে বেড়াতে লাগল আমার চোখের সামনে *Quinti Sereni de medicamentis, Phaenomena; Liber Aesopi de natura animalium, Liber Aethici peronymi de cosmographia, Libri tre quos Arculphus episcopus adamnano escipiente de locis Sanctis ultramarinis designavit conscribendos, Libellus Q. Iulii Hilarionis de origine mundi Solini*

BanglaBook.org

Polyhistor de situ orbis terrarum et mirabilibus, Almagesthus[১]...আমি এতে অবাক হইনি যে অপরাধগুলোর রহস্যের সঙ্গে গ্রন্থাগারটার একটা সংযোগ আছে। কারণ লেখালেখির প্রতি নিবেদিতপ্রাণ এই মানুষগুলোর কাছে পাঠাগারটা একই সঙ্গে স্বর্গীয় জেরুজালেম এবং terra incognita[২] ও পাতালের মাঝখানের সীমান্তে একটা ভূগর্ভস্থ পৃথিবী। তাঁদের ওপর গ্রন্থাগারটা, সেটার সম্ভাবনা আর সেটার বিধিনিষেধগুলো একটা কর্তৃত্ব কায়েম ক'রে আছে। এটার সঙ্গে, এটার জন্য এবং সম্ভবত এটার বিরুদ্ধেই তাঁরা জীবনযাপন করেছেন, এবং তাঁরা পাপপূর্ণভাবে আশা করেছিলেন যে একদিন সেটার সব গুপ্তরহস্য লঙ্ঘন করে ফেলবেন। নিজেদের মনের একটা কৌতূহল মেটাবার জন্য মৃত্যুর ঝুঁকি নেয়া তাঁদের উচিত ছিল না কেন, বা তাদের নিজেদের কোনো ঈর্ষাভরে-সুরক্ষিত গুপ্তকথা আত্মসাৎ করা থেকে বিরত রাখার জন্য কাউকে খুন করা কেন তাঁদের উচিত হবে না?

নিশ্চিত ক'রে বললে, প্রলোভন; বুদ্ধিবৃত্তিক অহমিকা। সন্তের মর্যাদাপ্রাপ্ত আমাদের স্থপতি যে লিপিকর-সন্ন্যাসীর কল্পনা করেছিলেন সেই সন্ন্যাসী একেবারে ভিন্ন ছিল – ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি আত্মসমর্পিত এবং না বুঝেই নকল করার সামর্থ্যধারী, এমনভাবে লিখছে যেন প্রার্থনা করছে, আবার প্রার্থনা করছে যদিও লিখছে। এখন আর তেমন নয় কেন? আহা, এটাই যে আমাদের সম্প্রদায়ের একমাত্র অবক্ষয় তা নয়! এটি মাত্রাতিরিক্ত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল, তার মোহান্তরা রাজাদের সঙ্গে পাল্লা দিতেন; অ্যাবো-র মাঝে কি আমি সম্ভবত এমন এক নৃপতির উদাহরণ দেখিনি যিনি নৃপতির মতো হাবভাব নিয়ে নৃপতিদের মধ্যকার কলহ নিরসনের চেষ্টা করেছিলেন? মঠগুলো যে বিপুল জ্ঞান সঞ্চয় করেছে তা এখন জিনিসপত্র বিনিময়ের জন্য, গরিমার কারণ হিসেবে, হামবড়াই ও মর্যাদার উদ্দেশ্য হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে; নাইটরা যেমন বর্ম আর নিশান প্রদর্শন করে, আমাদের মোহান্তরা দেখিয়ে বেড়ান অলংকৃত পাণ্ডুলিপি...আর এখন তো তা আরো বেশি (কী পাগলামি!), যখন আমাদের মঠগুলো বিদ্যাবত্তার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেবার যোগ্যতা হারিয়েছে; ক্যাথীড্রাল বিদ্যালয়, শহুরে কর্পোরেশন, বিশ্ববিদ্যালয়, সব বই নকল করছিল, সম্ভবত আমাদের চাইতে আরো ভালোভাবে, রচনা করছিল নতুন নতুন সব বইও, আর মনে হয় সেটাই ছিল অগুনতি দুর্দশার কারণ।

বিদ্যার নির্মাণ এবং পুনঃনির্মাণের ক্ষেত্রে গর্ব করার মতো শেষ মঠটি মনে হয় ছিল সেটাই যেটাতে আমি থাকতাম। কিন্তু সম্ভবত সেই কারণেই সন্ন্যাসীরা আর নকল করার পবিত্র কাজে সন্তুষ্ট ছিল না; নতুনত্বের প্রতি এক উদগ্র বাসনায় তাড়িত হয়ে তারাও প্রকৃতির সম্পূরক তৈরি করতে চাইছিল। এবং তারা উপলব্ধি করতে পারেনি, যেটা আমি তখন আবছাভাবে টের পেয়েছিলাম (এবং আজ পুরোপুরিই পাচ্ছি, বয়স ও অভিজ্ঞতায় পরিপক্ক হয়ে) যে এটা ক'রে তারা তাদের উৎকর্ষের বিনাশেই অনুমোদন যুগিয়েছে। কারণ তারা যে নতুন বিদ্যা তৈরি করতে চেয়েছিল সেটা যদি ওই দেয়ালগুলোর বাইরেই স্বাধীনভাবে ছড়িয়ে পড়বে তাহলে একটা ক্যাথীড্রাল স্কুল বা একটি নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সেই পবিত্র স্থানের আর ফারাক রইল কোথায়? অন্যদিকে, বিচ্ছিন্ন থেকে সেটা তার মর্যাদা আর তার শক্তি অক্ষুণ্ন রাখতে সমর্থ হলো, মতবিরোধ, ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক সূক্ষ্ম যুক্তি

BanglaBook.org

সংক্রান্ত চিন্তাভাবনা – যা প্রতিটি রহস্য ও প্রতিটি মহত্ত্বকে sic et non[৩] -এর সূক্ষ্মবিচারের আওতায় আনবে – তা দিয়ে সেই মর্যাদা আর শক্তি কলুষিত হয়নি। আপনমনে আমি বললাম, গ্রন্থাগারটা ঘিরে থাকা আঁধার ও নীরবতার কারণ রয়েছে : এটি বিদ্যা বা জ্ঞানের সংরক্ষিত এলাকা বটে, কিন্তু সেই বিদ্যা বা জ্ঞান এই গ্রন্থাগার কেবল তখনই বিশুদ্ধ রাখতে পারে যদি সেই জ্ঞানের কাছে কারো পৌঁছানোটা বন্ধ করা যায়, এমনকি সন্ন্যাসীদেরও যদি সেই জ্ঞানের কাছে যেতে না দেয়া যায় বিদ্যা মুদ্রার মতো নয় যা এমনকি সবচাইতে কলঙ্কজনক লেনদেনের পরেও বাস্তবিকভাবে অক্ষতই রয়ে যায়; বরং তা খুবই চমৎকার একটি পোশাকের মতো, যা ব্যবহার আর আড়ম্বরে জরাজীর্ণ হয়ে পড়ে। একটা বই কি আসলেই তা নয়? অনেক হাত সেটা স্পর্শ করলে সেটার পৃষ্ঠা ঝুরঝুরে হয়ে যায়, কালি আর স্বর্ণ মলিন হয়ে পড়ে। তিভোলির প্যাসিফিকাসকে দেখলাম প্রাচীন একটা বই উল্টে পালটে দেখছে যেটার পাতাগুলো আর্দ্রতার কারণে পরস্পরের সাথে আটকে গেছে। বইটার পাতা ওলটাতে তাকে জিভ দিয়ে বুড়ো আঙুল আর তর্জনীটা ভিজিয়ে নিতে হচ্ছে, আর তার থুতুর প্রতিটি স্পর্শে পাতাগুলো তাদের দার্ঢ্য হারাচ্ছে; ওগুলো খোলা মানে সেগুলো ভাঁজ করা – বাতাস আর ধূলার নির্মম তৎপরতার মুখে সেগুলোকে ঠেলে দিয়ে – যা পার্চমেন্টের সূক্ষ্ম কুঞ্চনগুলো ক্ষয় ক'রে ফেলবে এবং থুতু যেখানে পৃষ্ঠাগুলোকে নরম ক'রে ফেলার পাশাপাশি সেগুলোর কোনাকে দুর্বল ক'রে ফেলেছে সেখানে ছত্রাকের জন্ম দেবে। অতিরিক্ত মিষ্টতা বা নমনীয়তা যেমন একজন যোদ্ধাকে শ্লথ ও অদক্ষ ক'রে ফেলে, তেমনি যেসব জিনিস বইকে মেরে ফেলবার জন্য নিয়তি-নির্ধারিত হয়ে আছে সেগুলোর সামনে এই দখলী মনোভাবাপন্ন আর কৌতূহলী ভালোবাসা বইকে অসহায় ক'রে ফেলবে।

কী করা যেতে পারে? পড়া বন্ধ ক'রে কেবল সংরক্ষণ ক'রে যেতে হবে? আমার আশংকাগুলো কি সঠিক ছিল? আমার গুরু কী বলতেন?

কাছেই এক পাণ্ডুলিপি আলংকারিককে দেখলাম, আয়োনা-র ম্যাগনাস, ঝামা পাথর দিয়ে তাঁর বাছুরের চামড়ার পার্চমেন্ট ঘষে ফেলার কাজ শেষ করেছেন এবং এখন সেটা চক দিয়ে নরম করছেন, শিগ্‌গিরই রুলার দিয়ে সেটা মসৃণ করবেন। তাঁর পাশে আরেকজন, তলেদো-র রাবানো, পার্চমেন্টটা ডেস্কের সঙ্গে সেঁটে দিয়েছেন, দুই পাশের মার্জিনে ছোটো ছোটো ফুটো তৈরি ক'রে সেগুলোর মাঝখানে একটা ধাতব স্টাইলাস দিয়ে এখন খুবই সূক্ষ্ম রেখা টানছেন। শিগ্‌গিরই এই দুই পৃষ্ঠা নানা রঙে আর আকৃতিতে ভ'রে উঠবে, পাতাটা হয়ে উঠবে এক ধরনের স্মৃতিচিহ্নাধার (রেলিকেরি), জ্বল জ্বল করবে রত্নরাজিতে, আর সেই সব রত্ন খচিত থাকবে তখন যেটা লেখার যথার্থ টেক্সট হয়ে উঠবে তার মধ্যে। আমি নিজেকে বললাম, এই দুই ব্রাদার পৃথিবীতেই তাঁদের স্বর্গের জীবনযাপন করছে। নতুন নতুন বই তৈরি করছেন তাঁরা, ঠিক সেগুলোর মতো যেগুলোকে সময় অমোঘভাবে ধ্বংস ক'রে ফেলবে।... কাজেই কোনো পার্থিব শক্তি গ্রন্থাগারটির হুমকির কারণ হতে পারে না, সেটা একটা জীবন্ত সত্তা। কিন্তু সেটা যদি জীবন্ত হয় তাহলে সেটাকে জ্ঞানের ঝুঁকির সম্মুখে উন্মুক্ত ক'রে দেয়া উচিত হবে না কেন? বেন্নো কি সেটাই চেয়েছিল এবং তার আগে ভেনানশিয়াস-ও কি তাহলে হয়ত সেটাই চেয়েছিলেন?

BanglaBook.org

বিভ্রান্ত লাগল নিজেকে এবং আমার নিজের চিন্তায় নিজেই ভয় পেয়ে গেলাম। সম্ভবত সেগুলো একজন শিক্ষানবিশের উপযুক্ত নয়, যার কেবল নিয়মনিষ্ঠ এবং বিনম্রভাবে 'বিধি'-ই অনুসরণ ক'রে যাওয়া উচিত সামনের দিনগুলোতে – আর ঠিক সেটাই শেষ পর্যন্ত করেছিলাম আমি, নিজেকে আর কোনো প্রশ্ন না ক'রে, যখন আমার চারপাশের দুনিয়া শোনিত আর উন্মত্ততার গভীর থেকে আরো গভীরে ডুবে যাচ্ছে।

আমাদের সকালের খাবারের সময় তখন। আমি রান্নাঘরে গেলাম, এতদিনে সেখানে পাচকদের সঙ্গে সখ্য গড়ে উঠেছে আমার এবং তারা আমাকে সবচাইতে ভালো খাবার থেকে খানিকটা খেতে দিলো।

টীকা

১. **টেক্সট** : *Quinti Sereni de medicamentis, Phaenomena,* ইত্যাদি।

অনুবাদ কুইন্টাস সেরেনুস-এর *মেডিসিনস*, (আরাতুস-এর) *ফেনোমেনা*, ঈশপের *প্রাণীর স্বভাব প্রসঙ্গে, কসমোগ্রাফি: আ বুক অভ্ এথিকাস পেরোনিমাস, অন দ্য হোলি প্লেসেয ওভারসিয: থ্রী বুকস*, বিশপ আর্কলাফ আদাম্নানকে তাঁর লিপিকর হিসেবে নিয়োগ ক'রে বইগুলো লিখবেন ব'লে ভেবেছিলেন; কুইন্টাস জুলিয়াস হিলারিয়াস-এর *জগতের উৎস সম্পর্কিত ক্ষুদ্র পুস্তক*, সলিনাসের *পলিহিস্টর: জগতের ভূগোল এবং সেটার পরম বিস্ময়কর বস্তুসকল* এবং *আলমাজেস্ট*...

২. **টেক্সট** : terra incognita

অনুবাদ : অজানা রাজ্য

৩. **টেক্সট** : sic et non

অনুবাদ : হ্যাঁ এবং না

ভাষ্য : নিশ্চিতভাবেই এখানে পিটার অ্যাবেলার্ডের সবচাইতে বিখ্যাত রচনা *Sic et non* বা *হ্যাঁ এবং না*-র দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এই রচনায় অ্যাবেলার্ড খৃষ্টীয় ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কিত অসংখ্য বিষয়ে চার্চ ফাদারদের লেখা থেকে আপাতদৃষ্টিতে স্ববিরোধিতাসম্পন্ন কথাগুলো পাশাপাশি উদ্ধৃত করেছেন। তিনি সেখানে ১৫৮টি প্রশ্ন উপস্থাপন করেছেন যেগুলো ধর্মতাত্ত্বিক ঘোষণা বা দাবি আর সেগুলোর অস্বীকৃতিরও সুযোগ রেখেছে:

সেসবের মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ:

১. মানুষের (ধর্ম) বিশ্বাসকে যুক্তিবুদ্ধি (reason) পরিপূর্ণতা দান করবে কি না?

২. (ধর্ম) বিশ্বাস কি কেবলই অদেখা জিনিস নিয়েই কাজ করবে, নাকি না?

BanglaBook.org

৩. অদেখা জিনিস সম্পর্কে কি কোনো জ্ঞান সম্ভব নাকি সম্ভব নয়?

৪. মানুষ কি কেবল ঈশ্বরকে বিশ্বাস করবে নাকি করবে না?

পিটার অ্যাবেলার্ড (Peter Abelard, ১০৭৯-১১৪২/৪) ছিলেন ফরাসী দার্শনিক, ধর্মতাত্ত্বিক, অসাধারণ বিতার্কিক এবং Ste Geneviève ও প্যারিসের নত্‌রদেম-এর স্কুলশিক্ষক যেখানে স্যালিসবেরির জন তাঁর ছাত্র ছিলেন। তিনি যুক্তিনিষ্ঠ ধর্মতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের প্রবক্তা ছিলেন। তাঁর গুরুত্ব মূলত এই কারণে যে তিনি 'সামান্য' (Universals)-এর সমস্যার সমাধানে অসামান্য অবদান রেখেছিলেন।

মধ্যযুগীয় স্কলাস্টিসিযমে প্লেটো কথিত ভাব (আইডিয়া) এবং বস্তুজগৎ, সাধারণ এবং বিশেষের মধ্যে সংশ্লিষ্টতার ধারাবাহিকতায় রিয়ালিযম বা বাস্তববাদ ব'লে একটি প্রবণতা বা ধারণা গড়ে ওঠে, যা রোমান ক্যাথলিযিমের দার্শনিক ভিত্তি। দশম থেকে ১৪শ শতকের মধ্যে 'ইউনিভার্সাল' বা 'সামান্য' (সাধারণ ধারণা বা ভাব) বিষয়ক একটি তর্ক বেশ দানা বেঁধে উঠেছিল 'ইউনিভার্সাল' বা 'সামান্য'-র কি আসলেই কোনো অস্তিত্ব রয়েছে, এবং থাকলে সেগুলো কি স্বতন্ত্র জিনিসের পূর্বগামী? তার মানে, আগে কোনো কিছু সম্পর্কে সাধারণ ধারণা বা ভাব তথা 'ইউনিভার্সাল' বা 'সামান্য', তারপর সেই সব স্বতন্ত্র জিনিস, নাকি আগে স্বতন্ত্র জিনিস তারপর সেসব সম্পর্কিত সাধারণ ধারণা বা ভাব' তথা ইউনিভার্সাল' বা 'সামান্য'? পরম বাস্তবতাবাদের প্রবক্তারা (যেমন আইরিশ ধর্মতাত্ত্বিক জোহানেস স্কোটাস এরিজেনা, (৮১৫-৮৭৭) মনে করতেন সামান্য-র অস্তিত্ব রয়েছে জিনিসের আগে, ভাব বা আইডিয়া হিসেবে। আর আধুনিক বাস্তবতাবাদীরা (যেমন সন্ত টমাস একুইনাস) মনে করতেন জিনিসের মধ্যেই সামান্য বা ইউনিভার্সাল বিদ্যমান। আর নমিলালিযম (nomilalism) বা নামবাদের সমর্থকরা মধ্যযুগীয় বাস্তববাদীদের পুরোপুরি বিরুদ্ধ অবস্থান নেন, এবং তাঁরা মনে করতেন আগে জিনিস তার পর সামান্য বা ইউনিভার্সাল, এবং ইউনিভার্সাল স্রেফ নাম ছাড়া কিছু নয়

অ্যাবেলার্ডের *Sic et Non* বা *হ্যাঁ এবং না*-কে স্কলাস্টিক ধর্মতত্ত্বের প্রথম টেক্সট হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। তাঁর আরেকটি বিখ্যাত কাজ হচ্ছে লজিক বিষয়ে রচিত *Dialectica* ধর্মতাত্ত্বিক নয়, তিনি ছিলেন মূলত দ্বন্দ্বতাত্ত্বিক (dialectician), অবশ্য তাঁর ধর্মতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিকে Council of Soissons (১১২১) ও Council of Sens (১১৪০)-এ নিন্দনীয় ব'লে অভিহিত করা হয়েছিল, এবং সন্ত বার্নাড তাঁর প্রবল বিরোধিতা করেছিলেন। নত্‌রদেম-এর ক্যাননফুলবার্ট-এর বাসায় ভাড়া থাকাকালীন প্রথমে তিনি ভদ্রলোকের ভাইঝি ইলোইজার শিক্ষক ছিলেন, পরে প্রেমিক। অত্যন্ত করুণ একটি ঘটনার মধ্যে দিয়ে ১১৩০-এর দশকে তাঁদের বিচ্ছেদ ও প্রেমের সমাপ্তি ঘটে এবং সেই সঙ্গে তাঁদের মধ্যে একটি পত্রযোগাযোগ সূচিত হয় যা ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে। ১১৬৩ সালে ইলোইযা মারা যান এবং অ্যাবেলার্ডের সমাধিতেই তাঁকে কবরস্থ করা হয়। আলেকজান্ডার পোপের কবিতা 'ইলোইযার প্রতি অ্যাবেলার্ড' ১৭১৭ সালে প্রকাশিত হয়।

১১৪২ খৃষ্টাব্দে একটি ক্লুনীয় মঠে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

BanglaBook.org

তৃতীয় দিন

সেক্সট

যেখানে আদ্‌সো সালভাতোরের বিশ্বস্ততা অর্জন করে, যা কিনা অল্প কথায় বলা সম্ভব না, কিন্তু সেই বিশ্বস্ততার জন্য আবার তাকে দীর্ঘ এবং উৎকণ্ঠিত ধ্যানে মগ্ন হতে হয়।

আমি যখন খাচ্ছি, এক কোনায় সালভাতোরেকে দেখতে পেলাম; বোঝা গেল, পাচকের সঙ্গে নিশ্চিতভাবেই একটা রফা হয়েছে তার, কারণ সে মনের আনন্দে একটা মাটন পাই সাবড়ে যাচ্ছে। খাবারের এমনকি একটা কণাও পড়তে না দিয়ে না সে এমনভাবে খাচ্ছিল যেন জীবনে কোনোদিন কিছু খায়নি, আর মনে হলো, এই অসামান্য ঘটনার জন্য সে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছিল।

আমাকে চোখ টিপে তার সেই অদ্ভুতুড়ে ভাষায় সালভাতোরে বলল সে এখন তার জীবনের সেই সব দিনের খাওয়া খাচ্ছে যখন সে খেতে পেত না। আমি তাকে কিছু কথা জিগ্যেস করলাম। জবাবে সে খুবই বেদনাদায়ক এক শৈশবের কথা বলল, এমন এক গ্রামে কাটানো শৈশব যেখানে হাওয়া ছিল বাজে, বৃষ্টি-বাদলা হতো ঘন ঘন, যেখানে মাঠঘাট পচে যেত আর অন্যদিকে মাটি থেকে ওঠা ভয়ংকর বিষবাষ্পে বাতাস দূষিত হয়ে উঠত। মৌসুমের পর মৌসুম ধরে বন্যা হতো সেখানে, অন্তত সে-রকমই বুঝলাম আমি, আর তখন ক্ষেতে হালচষার দাগ দেখা যেত না, আর এক বুশেল বীজ দিয়ে লোকে এক সেক্সটারি ফসল ফলাত, আর তারপর সেই সেক্সটারি ক'মে একেবারে নেই হয়ে যেত। এমনকি ভূস্বামীদের মুখও গরীব-গুর্বোদের মুখের মতো ফ্যাকাশে ছিল, যদিও সালভাতোরের মন্তব্য হলো অভিজাত লোকজনের চাইতে গরীব-গুর্বোরা ঢের বেশি সংখ্যায় মারা গিয়েছিল, সম্ভবত (সে হাসল) এই কারণে যে সংখ্যায় তারা বেশি ছিল...এক সেক্সটারির দাম ছিল ষোলো পেন্স, এক বুশেলের ষাট পেন্স, পাদ্রীরা সবাই ঘোষণা করল দুনিয়ার দিন ফুরিয়েছে, কিন্তু সালভাতোরের মা-বাবা আর পিতামহ-পিতামহীরা অতীতের একই কাহিনী স্মরণ করতে পারল, কাজেই তারা এই সিদ্ধান্তে এলো যে দুনিয়া সব সময়ই ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে রয়েছে এবং তারা সব মরা পাখি আর যেখানে যা অশুচি জন্তু-জানোয়ার পেয়েছিল তার সব খেয়ে ফেলার পর গ্রামে একটা গুজব উঠল যে কে একজন লাশ খুঁড়ে বের করছে। যেন সে অভিনেতা এমনভাবে সালভাতোরে আশ্চর্য অভিনয় দক্ষতার সঙ্গে ব্যাখ্যা ক'রে বলল এইসব 'homeni malissimi'[১] কেমন আচরণ করেছিল; কারো অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পরের দিনই এই বদ লোকগুলো আঙুল দিয়ে গোরস্থানের মাটি খুঁড়তে লেগে যেত। 'ইয়াম', ব'লে উঠে মাটন পাইয়ে কামড় বসাল সে, কিন্তু তার মুখে আমি লাশখেকো সেই মরিয়া মানুষটির মুখবিকৃতিটা ঠিকই দেখতে পেলাম। আর তারপর, পবিত্র ভূমিতে খোঁড়াখুঁড়িতে সন্তুষ্ট না হয়ে অন্যদের চাইতেও বদ কেউ কেউ, যেমন দস্যু-ডাকাত, বনের মধ্যে গুঁড়ি মেরে ঢুকে সফরকারীদের ওপর আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল। ছুরিটা গলার কাছে ধরে

BanglaBook.org

সালভাতোরে বলে উঠল 'ঘ্যাচাং!' আর যে-লোকটা বদচূড়ামণি সে একটা ডিম বা আপেলের লোভ দেখিয়ে বাচ্চা ছেলেদের ডেকে নিয়ে তারপর তাদের সাবাড় করত, যদিও, সালভাতোরের গম্ভীর মুখে আমাকে বুঝিয়ে বলল যে, আগে ঠিকই সেসব রান্না ক'রে নিতো নাকি লোকটা। সালভাতোরে আমাকে এক লোকের কাহিনী বলল যে কয়েক পেন্স দামে রান্না-করা মাংস বিক্রি করতে গ্রামে এসেছিল, কিন্তু কেউ-ই এই বিশাল সৌভাগ্যের কারণ বুঝতে পারেনি, কিন্তু তারপর যাজক বললেন সেটা মানুষের মাংস। আর তখন ক্রোধন্মোত্ত জনতা তাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলল। যদিও সেই রাতেই একজন লোক খুনের শিকার সেই লোকটার কবর খুঁড়ে সেই নরমাংসভোজীরই মাংস খেল, আর লোকে তা দেখে ফেলায় গাঁয়ের লোকেরা তাকেও মেরে ফেলল।

কিন্তু সালভাতোরে শুধু এই কাহিনীই বলেনি আমাকে। নিজের গ্রাম থেকে তার পালানো আর তারপর জগন্ময় ঘুরে বেড়ানোর গল্পও সে বলে গেল তার ভাঙা ভাঙা শব্দের মাধ্যমে, যা কিনা প্রোভেশাঁল ও ইতালীয় উপভাষার ছিটেফোঁটা যা আমার জানা ছিল সেসব আমাকে স্মরণ করতে বাধ্য করল এবং তার সেই গল্পে আমি অনেককেই শনাক্ত করতে পেরেছিলাম যাদের আগে থেকেই চিনতাম বা যাদের সঙ্গে চলতি-পথে দেখা হয়েছিল আমার, আর এখন তো আমি সেই সময় থেকে পরিচিত হওয়া আরো অনেককেই চিনতে পারছি, আর তাতে ক'রে এত বছর পর এমনকি হয়ত সালভাতোরের আগের ও পরের অন্য অনেকের নানান অভিযান ও অপরাধের দায়ও তার ওপর দিয়ে থাকতে পারি, যেসব এখন আমার শ্রান্ত মনের মধ্যে মিশে সমান হয়ে গিয়ে একটি মাত্র ছবিতে পরিণত হয়েছে। এটাই কল্পনার শক্তি যা কিনা সোনা আর পাহাড়ের স্মৃতি এক ক'রে সোনার পাহাড়ের ধারণা তৈরি করতে পারে।

আমাদের সফরের সময় উইলিয়ামকে প্রায়ই 'নিরীহ লোকজন' কথাটা বলতে শুনেছি শব্দটা দিয়ে তাঁর গুরু ভাইয়েরা (ব্রাদার) শুধু প্রাকৃতজনকেই বোঝাত না, সেই সঙ্গে মূর্খদেরও বোঝাত। এই অভিব্যক্তিটা সবসময়ই আমার কাছে সাধারণ বৈশিষ্ট্যসূচক বলে মনে হয়েছে, কারণ ইতালীয় শহরগুলোতে ব্যবসায়ী ও কারিগর শ্রেণীর এমনসব লোকজনের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে যারা যাজকশ্রেণীর না হলেও তাদেরকে মূর্খ বলা যায় না, তা তাদের জ্ঞানের প্রকাশ তাদের স্বদেশী ভাষার সাহায্যে ঘটার পরেও; এবং একইভাবে, এই উপদ্বীপ শাসন-করা স্বৈরাচারীদের কেউ কেউ ধর্মতাত্ত্বিক বিদ্যারহিত ছিল, সেই সঙ্গে চিকিৎসাশাস্ত্রীয় ও হেতুবিদ্যাগত জ্ঞানও অজানা ছিল তাদের, জানত না তারা এমনকি লাতিনও, কিন্তু তাই বলে, নিশ্চিতভাবেই, তারা নিরীহ বা অজ্ঞ ছিল না। কাজেই আমার বিশ্বাস, আমার প্রভুও যখন 'নিরীহদের' কথা বলতেন তখন তিনি বরং একটা সাধারণ ধারণার কথাই বলতেন। তবে সালভাতোরে যে নিরীহই ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। গ্রামীণ একটা এলাকা থেকে এসেছে যে, শতাব্দীর পর শতাব্দী যে-এলাকা ছিল দুর্ভিক্ষ ও সামন্ত প্রভুদের ঔদ্ধত্যের অধীন। সে নিরীহ হতে পারে কিন্তু বোকা নয়। ভিন্ন একটা জগতের প্রতি আকুতি ছিল তার, যে-জগৎ, আমি যতটুকু বুঝতে পারলাম, সে যখন বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছিল তখন 'ককেইন' নামে পরিচিতি লাভ করে, যেখানে মধুবর্ষী গাছগাছালিতে পনিরের চাকা আর সুগন্ধী সসেজ ধরে।

BanglaBook.org

এমন একটি আশায় তাড়িত হয়ে – যেন এই দুনিয়াটা যে অশ্রু-উপত্যকা সে-কথা মেনে নিতে অস্বীকার ক'রে, যে-দুনিয়াতে (যেমনটা তারা আমাকে শিখিয়েছিল) সবকিছুর ভারসাম্য রক্ষার জন্য এমনকি অবিচারও বিধিদত্তভাবে পূর্বনির্ধারিত থাকে, যে-বিধির লীলাখেলা বুঝে ওঠা আমাদের জন্য প্রায়ই ভার হয়ে পড়ে – সালভাতোরে নানান স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছিল, তার স্বদেশ মন্তফেরত্রাত থেকে লিগুরিয়ার দিকে, তারপর উত্তরে প্রোভেন্স হয়ে ফ্রান্সের রাজার দেশের অভ্যন্তরে।

ভিখ মেগে, ছিঁচকে চুরি ক'রে, অসুস্থতার ভান ক'রে, কখনো কখনো (সামন্ত) প্রভুর সাময়িক নোকরিতে নাম লিখিয়ে, তারপর ফের বনের পথ বা বড়ো রাস্তা ধরে জগৎ চষে বেড়িয়েছে সালভাতোরে। সে আমাকে যে কাহিনী শোনাল তাতে আমি তাকে সেই সব ভবঘুরের মধ্যে দিব্যি দেখতে পেলাম যারা পরবর্তী বছরগুলোতে ইউরোপের পথে পথে ক্রমেই আরো বেশি ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছিল; ভুয়ো সন্ন্যাসী, হাতুড়ে, ঠগ, বাটপার, ভবঘুরে, টুটাফাটা জামাকাপড়-পরা লোকজন, কুষ্ঠরোগী ও খোঁড়া-গঞ্জ, দড়াবাজ, অক্ষম ভাড়াটে সৈনিক, ভগ্নমনোরথ অবিশ্বাসীদের কাছ থেকে পালানো ভ্রাম্যমাণ ইহুদি, পাগল, নির্বাসন দণ্ড পাওয়া পলাতক, এক কান কেটে-নেয়া দুষ্টলোক, পায়ুকামী, আর তাদের সঙ্গে কুশলী কারিগর, তাঁতী, ভ্রাম্যমাণ মেরামতকারী, কেদারা সারাইওয়ালা, ছুরি-চাকু ধারওয়ালা, ঝুড়ি বয়নকারী, রাজমিস্তিরি, আর সেই সঙ্গে সব কিসিমের তস্কর, জালিয়াত, বজ্জাত, জোচ্চর, বদমাশ, হামবাগ, দুরাচারী, কাপুরুষ, ধোঁকাবাজ, মাস্তান, ঘুষখোর ও তহবিল তছরুপকারী যাজক ও পাদ্রী, অন্যের সরলতার সুযোগ নিয়ে বেঁচে-থাকা লোকজন, পোপের ঘোষণা ও সীলমোহর জালকারী, ইনডালজেন্স ফেরিওয়ালা, পক্ষাঘাতগ্রস্ততার ভান ক'রে গীর্জার দরজায় শুয়ে-থাকা মানুষ, কনভেন্ট থেকে পলায়নপর ভিক্ষুক, পবিত্র-স্মরণচিহ্ন বিক্রেতা, পাপের মার্জনা বিক্রির অনুজ্ঞাপ্রাপ্ত লোকজন, জ্যোতিষ ও গণক, জাদুবলে মৃতের সঙ্গে যোগাযোগে সক্ষম বলে দাবিকারী, শুশ্রূষাকারী, মিথ্যে ভিক্ষুক, সব কিসিমের জেনাকারী, ছলচাতুরি ও সহিংসতার মাধ্যমে সন্ন্যাসিনী ও কুমারীদের ভ্রষ্টাতে পরিণতকারী, শোথ, মৃগী, অর্শ, বাত, ক্ষত আর বিষাদগ্রস্ত পাগলামির রোগীর ভানকারী। সেখানে তারাও ছিল যারা নিরাময়-অযোগ্য ক্ষতদুষ্টতার ভান করার জন্য গায়ে প্লাস্টার চড়িয়েছিল, ছিল অন্যেরা যারা নিজেদের মুখের ভেতর রক্ত-রঙা কিছু একটা ভ'রে রেখেছিল যক্ষ্মারোগের বাড়াবাড়ি দশার ভান করতে, ছিল সেই সব কমবখত্ যারা বিনা দরকারেই ক্রাচ ব্যবহার ক'রে এমন ভাব করেছিল যেন তাদের কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কমজোরি, আর ভান করছিল ক্রমেই অবনতি হতে থাকা অসুস্থতার, খোস-পাঁচড়ার, কুঁচকির গ্রন্থি ফুলে ওঠার, অন্যদিকে পট্টি আর টিংচার অভ্ স্যাফরন লাগিয়ে, হাতে বালা-চুরি প'রে, মাথায় কাপড়বাঁধা অবস্থায়, গন্ধ ছুটতে থাকা গীর্জায় চুপিসারে ঢুকে পড়ছিল, থুতু ছিটিয়ে, চোখ বিস্ফারিত করে, নাকের ছিদ্র দিয়ে ব্ল্যাকবেরির রস আর সিঁদুরের তৈরি রক্ত ছিটকিয়ে হঠাৎ হঠাৎ জ্ঞান হারিয়ে প'ড়ে যাচ্ছিল চত্বরের মধ্যে, যাতে ক'রে খাবারদাবার বা অর্থকড়ি কেড়ে নেয়া যায় ভয়ার্ত মানুষের কাছ থেকে যাদের তখন মনে পড়ে যায় ভিক্ষা দেবার জন্য গীর্জার পাদ্রীদের সেই উদাত্ত আহ্বান ক্ষুধার্তদের সঙ্গে তোমাদের রুটি ভাগ ক'রে খাও, গৃহহীনকে তোমাদের গৃহে নিয়ে যাও, আমরা যীশুকে দর্শন দিই, আমরা যীশুর কাছে যাই, আমরা যীশুকে গৃহ দিই, আমরা যীশুকে কাপড় পরাই, কারণ জল যেমন অগ্নি নির্বাপণ করে, তেমনি দয়াও আমাদের পাপমোচন করে।

BanglaBook.org

যে-ঘটনার কথা বলছি তার বহুদিন পর দানিয়ুব নদীর গতিপথ ধরে এসব হাতুড়ের অনেককেই দেখেছিলাম আমি, আজও দেখি, যাদের নাম আর উপবিভাগ শয়তানের মতোই অযুত

সেটা ছিল আমাদের জগতের পথগুলোর ওপর ছড়িয়ে থাকা একটা জলাভূমির মতো, আর সেই সব পথের সঙ্গে এসে মিলেছিল শুভ উদ্দেশ্য নিয়ে ধর্মপ্রচারক, নতুন শিকারীর খোঁজে ধর্মদ্রোহী, বিরোধ সৃষ্টিকারী উসকানিদাতা। পোপ জনই – যিনি সারাক্ষণই নিরীহরা কখন দারিদ্র্য প্রচার ও চর্চা করে এই ভয়ে থাকতেন – ভিক্ষাজীবী ধর্মপ্রচারকদের ওপর চড়াও হলেন, কারণ, তিনি বললেন, তারা নানান মূর্তি আঁকা ব্যানার উঁচিয়ে কৌতূহলীদের নজর কাড়ে, নিজেদের মতবাদ প্রচার করে আর জোর ক'রে টাকা আদায় করে। এই 'সিমনিকাল' ও দুর্নীতিপরায়ণ পোপ দারিদ্র্যের পক্ষে প্রচারণাচালনাকারী ভিক্ষাজীবী 'ধর্মপ্রচারকদের'কে নির্বাসিত ও ডাকুর দলের সঙ্গে এক ক'রে দেখে কি উচিত কাজ করেছিলেন? সে-সময় ইতালীয় উপদ্বীপে খানিকটা ভ্রমণ করার ফলে এ-ব্যাপারে আর দৃঢ় কোনো মত আমার ছিল না; আল্‌তোপাস্কিও-সন্ন্যাসীদের কথা আমার জানা ছিল যারা – ধর্মপ্রচার করার সময় – খৃষ্টসমাজ থেকে বহিষ্কারের ভয় দেখাত, ইনডালজেন্সের প্রতিশ্রুতি দিত; যারা দস্যুতা করত, ভাইকে খুন করত, নরহত্যা করত, শপথভঙ্গ করত, তাদের তারা অর্থের বিনিময়ে পাপস্খালন করত। মানুষকে তারা এমনতরো ধারণা দিত যে তাদের ধর্মশালায় দিনে একশোর মতো মাস্ গাওয়া হয়, আর সেজন্য তারা অনুদান জোগাড় করত, এবং তারা বলত এই আয় দিয়ে তারা দুশো কুমারীর বিয়ের যৌতুকের খরচ মেটায়। আর আমি এক ব্রাদার পাওলো যেপ্পোর কাহিনীও শুনেছি যে রিয়েতির জঙ্গলে তপস্বীর মতো থাকত, আর এই বলে বড়াই করত যে সে খোদ পবিত্র আত্মার (হোলি স্পিরিট) এই ওহী পেয়েছে যে কামজ কর্মকাণ্ডে কোনো পাপ নেই – আর তাই সে তার শিকারদের – যাদের সে ভগ্নি বলে সম্বোধন করত – ব্যভিচারে প্রলুব্ধ করত, তাদের বাধ্য করত মাটিতে ক্রুশের আকারে পাঁচবার ডান হাঁটু গেঁড়ে শ্রদ্ধাবনত হয়ে নগ্ন গাত্রে চাবুকের আঘাত সহ্য করতে, আর তারপর ঈশ্বরের সামনে তাদের হাজির ক'রে তাদের কাছে সে যাকে বলত 'শান্তি-চুম্বন' তাই দাবি করত। কিন্তু এসব কি সত্য? আর, আলোকপ্রাপ্ত ব'লে কথিত এসব তপস্বী এবং উপদ্বীপটায় রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়ে প্রকৃত অর্থেই প্রায়শ্চিত্ত করতে-থাকা দারিদ্র্যপূর্ণ জীবনযাপনে ব্রতী সন্ন্যাসীকূল – যাদেরকে যাজক ও বিশপরা পছন্দ করে না কারণ তাদের কুকীর্তি ও চৌর্যবৃত্তির কথা তারা ফাঁস ক'রে দিয়েছে, এই দুই দলের মধ্যে সম্পর্কটা কোথায়?

সালভাতোরের গল্পটা থেকে, যেটা কিনা আমার অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সঙ্গে এসে মিশেছিল, এসব পার্থক্য ঠিক পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠল না; প্রতিটি জিনিসকেই বাদবাকি অন্য সব জিনিসের মতো মনে হচ্ছিল। মাঝে মাঝে তাকে আমার তুরেন-এর (Touraine) সেই সব খোঁড়া-খঞ্জ ভিখেরির একজন বলে মনে হলো যারা, লোকে বলে, সন্ত মার্টিনের অলৌকিক শবদেহটির আগমনের খবর শুনে এই ভয়ে পালাতে শুরু করেছিল যে তিনি তাদের সারিয়ে তুলবেন, আর তার ফলে তারা তাদের আয়-রোজগার থেকে বঞ্চিত হবে, এবং তারা সীমান্তে পৌঁছানোর আগেই সন্ত তাদেরকে অকরুণভাবে রক্ষা করেছিলেন, তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোকে ফের কর্মক্ষম ক'রে দিয়ে

BanglaBook.org

তাদের বাঁদরামির সাজা দিয়েছিলেন। মাঝে মাঝে অবশ্য সন্ন্যাসীটির ভয়ংকর মুখটা মিষ্টি একটি প্রভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল যখন সে আমাকে বলেছিল এসব দলে থাকার সময় সে – নির্বাসিত হওয়া সত্ত্বেও – কেমন ক'রে ফ্রান্সিসকান যাজকদের কথা শুনত এবং সে বুঝতে পেরেছিল যে, সে যে দরিদ্র ও ভবঘুরে জীবন বেছে নিয়েছে তা কোনো কঠোর প্রয়োজনের কারণে বেছে নেয়া উচিত নয়, বরং আত্মনিবেদনের একটি আনন্দময় কাজ হিসেবেই নেয়া উচিত, এবং সে কিছু প্রায়শ্চিত্তকারী সম্প্রদায় ও দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল যদিও সেগুলোর নাম সে ঠিক ক'রে উচ্চারণ করতে পারেনি এবং যথেষ্ট অসম্ভবপর ভাষায় সে তাদের মতবাদের কথা বর্ণনা ক'রে গেল। তার কথা শুনে মনে হলো পাতারীয় (Patarines) ও ভালদেনসীয়দের (Waldenian) সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটেছিল, এবং সম্ভবত ক্যাথারীয় (Catherists), আর্নল্ডীয় (Anoldists), আর উমিলাতীয়দের (Umilati) সঙ্গেও; আর মনে হলো, জগন্ময় ঘুরে বেড়াবার সময় এক দল থেকে সে অন্য দলে গিয়ে ভিড়ে গিয়েছিল, ধীরে ধীরে তার ভবঘুরে দশাটাকেই একটা ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিল এবং যা সে এতদিন তার পেটের জন্য করেছিল তাই করতে লাগল তার প্রভুর জন্য।

কিন্তু কিভাবে এবং কতদিনের জন্য? যতদূর বলতে পারি, বছর তিরিশেক আগে সে তাস্কেনিতে মাইনরাইটদের একটা কনভেন্টে যোগ দিয়েছিল, আর সেখানেই সন্ত ফ্রান্সিসের আলখাল্লা গ্রহণ করেছিল, যদিও যাজকবৃত্তি গ্রহণ করেনি। আমার ধারণা সেখানেই তার মুখের ভাসাভাসা লাতিনটা শিখেছে সে, দরিদ্র ভবঘুরে হিসেবে যেসব জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছে সেসব জায়গার আর পরিচয় হওয়া সব ভবঘুরে সঙ্গী-সাথির ভাষা মিশিয়ে নিয়ে, আমার দেশের ভাড়াটে সৈন্য থেকে শুরু ক'রে ডালমেশিয়ার বোগোমিল পর্যন্ত। মঠে সে প্রায়শ্চিত্ত সাধনের এক জীবনে নিজেকে ব্রত করেছিল, সে বলল (Penitenziagite, উজ্জ্বল এক জোড়া চোখ নিয়ে সে শব্দটা আওড়াল, এবং যে-কথাটা উইলিয়ামকে কৌতূহলী ক'রে তুলেছিল সেটা আবারও শুনলাম আমি), কিন্তু যতদূর মনে হয়, যেসব সন্ন্যাসীর সঙ্গে সে থাকত তাদের ধ্যান-ধারণাও বেশ ঘোলাটে ছিল, কারণ পার্শ্ববর্তী গির্জার যাজকের ওপর ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে – চুরি আর নানান ধরনের অভিযোগ উঠেছিল লোকটার বিরুদ্ধে – একদিন তারা তার বাড়িতে হামলা চালায় এবং সিঁড়ি বেয়ে ছুটে পালানোর সময় পড়ে গিয়ে সেই পাপীর মৃত্যু ঘটে; তারপর তারা সেই বাড়িতে লুটতরাজ চালায়। যে-কারণে বিশপ তাঁর সশস্ত্র রক্ষীদের পাঠান, সন্ন্যাসীদের তাড়িয়ে দেয়া হয় এবং সালভাতোরে শেষ অব্দি একদল ফ্রাতিচেল্লি বা ভিক্ষাজীবী মাইনরাইটদের সঙ্গে উত্তর ইতালিতে ঘুরে বেড়ায়, এবার আর কোনো ধরনের আইনকানুন বা নিয়ম-শৃঙ্খলার তোয়াক্কা না ক'রে।

সেখান থেকে সে তুলুয (Toulouse) এলাকায় আশ্রয় নেয়, আর তখন সালভাতোরে অদ্ভুত এক দুঃসাহসিক ঘটনার মুখোমুখি হয়, কারণ ক্রুসেডারদের অসাধারণ সব কাজের কাহিনী শুনে উজ্জীবিত সে তখন। একদিন, সমুদ্র পার হয়ে ধর্মের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে রাখাল ও সাধারণ মানুষের বিশাল এক দল এসে জড়ো হয়। এদেরকে Pastoureaux বা রাখাল বলা হতো। আসলে, তারা নিজেদের দুর্দশাগ্রস্ত দেশ থেকে পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছিল। তো, সেই দলে ছিল মাথায় ভুল-ভাল কিছু তত্ত্ব ঠাসা দুই নেতা – নিজের আচার-আচরণের জন্য গীর্জা থেকে বরখাস্ত হওয়া এক

BanglaBook.org

পাদ্রী, আর সন্ত বেনেডিক্টের সম্প্রদায়ের এক স্বধর্মত্যাগী সন্ন্যাসী। এই জুটি অজ্ঞ লোকজনকে এমনই ক্ষেপিয়ে তুলল যে তারা দলে দলে এসে দুজনের পিছে জুটল, মায় ষোলো বছর বয়সের ছেলে ছোকরারা পর্যন্ত, মা-বাপের কথার অবাধ্য হয়ে, স্রেফ সফরের পিঠে-বাঁধা ঝোলা আর লাঠি সম্বল ক'রে, কপর্দকহীন সবাই, ক্ষেত-খামারের কাজ ফেলে, পশুর পালের মতো তাদের নেতাদের অনুসরণ করতে, এবং বিশাল একটা জমায়েতে পরিণত হলো তারা। তখন তাদের যুক্তি বা ন্যায়নীতির কথা শোনার সময় নেই, শুধু ক্ষমতা আর তাদের খামখেয়ালের কথা ছাড়া। প্রতিশ্রুত ভূখণ্ডের টিমটিমে আশা নিয়ে জড়ো-হওয়া এবং শেষ অব্দি মুক্ত মানুষগুলো যেন মাতাল। গ্রামের পর গ্রাম, নগরের পর নগর তছনছ ক'রে তারা এগিয়ে চলল, কেড়ে নিল সবকিছু, এবং তাদের কাউকে কখনো আটক করা হলে কয়েদখানায় হামলা চালিয়ে তাকে তারা ছাড়িয়ে আনত। পথে এখানে-সেখানে যত ইহুদি সামনে পড়ল তাদের সবাইকে তারা কচুকাটা ক'রে ছাড়ল, কেড়ে নিল তাদের যথাসর্বস্ব।

আমি সালভাতোরেকে জিগ্যেস করলাম, 'ইহুদিদের কেন?' সে জবাব দিলো, 'কেন নয়?' সে আমাকে খোলাসা ক'রে বলল যে সারা জীবন পাদ্রীরা তাকে বলেছে ইহুদীরা খৃষ্টধর্মের শত্রু এবং দরিদ্র খৃষ্টানদেরকে যেসব ধন-সম্পদ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে তার সবই তারা কুক্ষিগত করেছে। আমি অবশ্য তখন তাকে জিগ্যেস করলাম যে এ-কথাও সত্যি কি না যে সামন্তপ্রভু আর বিশপরা টাইদ করের মাধ্যমে সম্পত্তি গড়ে তুলেছে, আর কাজেই সেই রাখালরা কিন্তু তাদের আসল শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল না। সে তখন জবাব দিলো যখন কারো আসল শত্রু খুব শক্তিশালী হয় তখন তাকে অপেক্ষাকৃত দুর্বল শত্রুকে বেছে নিতে হবে। এ কথা শুনে আমি বললাম এজন্যই নিরীহদেরকে এই নামে ডাকা হয়। কেবল শক্তিমানই সব সময় ভালো ক'রে জানে কে তার আসল শত্রু। সামন্ত রাজারা কখনোই রাখালদের হাতে নিজেদের সম্পদ খোয়াতে চায়নি, আর সেজন্যই এটা তাদের বিরাট ভাগ্যি মানতে হবে যে রাখালদের নেতারা এ কথা ছড়িয়ে দিয়েছিল যে ইহুদিদের হাতেই সবচে বেশি সম্পদ রয়েছে।

আমি তাকে জিগ্যেস করলাম ইহুদিদের ওপর আক্রমণ চালাবার কথাটা সেই লোকগুলোর মাথায় কে ঢুকিয়েছিল। সালভাতোরে মনে করতে পারল না। আমার ধারণা, কোনো প্রতিশ্রুতির লোভে যখন এ-ধরনের লোক জমায়েত হয় আর শিগ্গিরই কিছু চাইতে থাকে তখন তাদের মধ্যে কে যে কথা বলে তা জানার আর উপায় থাকে না। আমার মনে পড়ল তাদের নেতারা ছিল মঠ ও ক্যাথীড্রাল বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত, এবং তারা সামন্তপ্রভুদের ভাষাতেই কথা বলত, যদিও সেসব কথা তারা সেই রাখালদের ভাষায় অনুবাদ ক'রে দিত যাতে তারা তা বুঝতে পারে। পোপের নিবাসের হদিস রাখালদের জানা ছিল না, কিন্তু ইহুদিরা কোথায় থাকে সেটা তারা ভালো ক'রেই জানত। সে যা-ই হোক, তারা ফ্রান্সের রাজার এক উঁচু আর প্রকাণ্ড টাওয়ার অবরোধ করল – ইহুদিরা একজোট হয়ে আশ্রয় নিতে সেখানে ছুটে গিয়েছিল। আর সেই টাওয়ারের দেওয়ালের পাদদেশে থাকা ইহুদিরা অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে, নির্দয়তার সঙ্গে কাঠ আর পাথর ছুড়ে ছুড়ে আত্মরক্ষা ক'রে চলছিল। কিন্তু রাখালরা টাওয়ারের ফটকে আগুন ধরিয়ে দেয় যাতে অবরুদ্ধ ইহুদিরা ধোঁয়া ও

BanglaBook.org

অগ্নিশিখায় জেরবার হয়ে পড়ে। ওদিকে ইহুদিরা, হানাদারগুলোকে ঠেকাতে না পেরে, বিধর্মীদের হাতে মরার চাইতে আত্মহনন শ্রেয় জ্ঞান ক'রে তাদের নিজেদের মধ্যে সাহসী বলে মনে হওয়া একজনকে বলে তাদের সবাইকে তলোয়ার দিয়ে শেষ ক'রে ফেলতে। লোকটা রাজি হয়, তারপর তাদের প্রায় পাঁচশো জনকে হত্যা করে। তারপর সে টাওয়ার থেকে বেরিয়ে আসে ইহুদি সন্তানদের সঙ্গে নিয়ে, রাখালদের বলে তাকে বারিদীক্ষা দিতে। কিন্তু রাখালরা তাকে বলে তুই নিজের লোকগুলোকে কতল করেছিস, এখন নিজে মরণের হাত থেকে রেহাই পেতে চাস?' তারপর তারা তাকে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলে, যদিও শিশুদেরকে রেহাই দেয়, তাদের বারিদীক্ষা দেয় এরপর, পথে নানান রক্তাক্ত রাহাজানির ঘটনার জন্ম দিয়ে তারা কারকাসোন্নোর দিকে এগোয়। ফ্রান্সের রাজা তখন তাদের এই ব'লে শাসায় যে বড্ড বাড় বেড়েছে তাদের এবং তিনি এই হুকুম জারি করেন যে তারা যেসব শহরের ভেতর দিয়ে যাবে সবখানে তাদের প্রতিরোধ করা হবে, আর তিনি ঘোষণা করেন যে এমনকি ইহুদিদেরকেও এমনভাবে রক্ষা করা হবে যেন তারা রাজার নিজেরই লোক...

ঠিক এই সময়টাতে রাজা কেন ইহুদিদের জন্য এত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন? সম্ভবত, রাখালরা গোটা রাজ্য জুড়ে কী করতে পারে সেটা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন; আর তা ছাড়া, রাখালদের সংখ্যা যে খুব দ্রুত বেড়ে যাচ্ছিল সে বিষয়টাও তাঁকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল। এ ছাড়া, ইহুদিদের জন্য তাঁর সহানুভূতিও জন্মেছিল, এই দুই কারণে যে, রাজ্যের ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য তারা খুব সহায়ক ছিল, আর সে-সময়ে রাখালদের ধ্বংস করাও জরুরি হয়ে পড়েছিল, এবং সব সুবোধ খৃষ্টানেরই রাখালদের অন্যায়-অত্যাচারে শোকাকুল হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল। তবে, খৃষ্টানরা কিন্তু রাজার কথা শুনল না। কারণ, ইহুদিরা, যারা বরাবরই খৃষ্টীয় ধর্মীয় বিশ্বাসের বিরোধী, তাদের রক্ষা করা তাদের কাছে অন্যায় বলে মনে হয়েছিল। আর অনেক শহরেই, যেখানে সাধারণ মানুষকে সুদ গুনতে হতো, সেখানে রাখালরা তাদেরকে তাদের ধন-সম্পত্তির জন্য সাজা দিচ্ছে ভেবে খুশী হয়েছিল। রাজা ঘোষণা করলেন, রাখালদের যেন কোনো রকম সাহায্য করা না হয়, যার অন্যথা হলে শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড। বেশ বড়োসড়ো একটা সৈন্যদল জোগাড় ক'রে তিনি তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন, রাখালদের অনেকেই নিহত হলো, অন্যেরা পালিয়ে গিয়ে, বনে আশ্রয় নিয়ে জানে বাঁচল, কিন্তু ওখানে তারা নানান কষ্টে-পরিশ্রমে মারা পড়ল। শিগ্‌গিরই নিকেশ হয়ে গেল তারা সব। রাজার সেনাপতি অনেককেই গ্রেপ্তার করল, ফাঁসিতে লটকাল, এক একবারে বিশ-তিরিশ জনকে, সবচাইতে উঁচু গাছের ডাল থেকে ঝুলিয়ে, যাতে ক'রে তাদের লাশের দৃশ্য চিরকালীন একটা উদাহরণ হয়ে থাকতে পারে, এবং, যাতে, ভবিষ্যতে আর কেউ কখনো কোনো রাজ্যের শান্তিতে বিঘ্ন ঘটাতে না পারে।

অস্বাভাবিক ব্যাপারটা হচ্ছে, সালভাতোরে এমনভাবে কাহিনীটা বলল যেন যারপরনাই পবিত্র কিছু বর্ণনা করছে সে আমার কাছে। আর, আসলে তার দৃঢ়মূল ধারণা ছিল যে তথাকথিত 'রাখাল'দের দঙ্গলের লক্ষ্য ছিল যীশুর সমাধি জয় ক'রে নিয়ে সেটাকে বিধর্মীদের কবল থেকে মুক্ত করা, এবং আমার পক্ষে তাকে বোঝানো সম্ভবই হলো না যে এই চমৎকার বিজয়টি এরই মধ্যে অর্জিত হয়েছে, তপস্বী পিটার ও সন্ত বার্নাডের সময়ে, ফ্রান্সের সন্ত লুই-এর রাজত্বকালে। সে যা-ই

BanglaBook.org

হোক, সালভোতোরে অবিশ্বাসীদের নাগাল পায়নি, কারণ তাকে তড়িঘড়ি ক'রে ফরাসীদের চৌহদ্দী ছাড়তে হয়েছিল। সে আমাকে বলল, সে নোভারা অঞ্চলে গিয়েছিল, তবে এই পর্যায়ে এসে কী ঘটল সেটার খুব একটা পরিষ্কার বর্ণনা সে আমাকে দিতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত সে কাসালিতে গিয়ে পৌঁছয়, মাইনরাইটদের মঠ তাকে সাদরে বরণ করে নেয় (আর আমার ধারণা এখানেই তার সঙ্গে রেমেজিওর সাক্ষাৎ ঘটে), ঠিক সেই মুহূর্তে যখন পোপের নিগ্রহের শিকার হয়ে অনেকেই তাদের লেবাস বদলে ফেলছিল, অন্য সব সম্প্রদায়ের মঠে আশ্রয় নিচ্ছিল যাতে আগুনে পুড়ে মরতে না হয়। যা আসলে উবার্তিনো বলেছিলেন আমাদের। বিভিন্ন কায়িক পরিশ্রমের কাজের সঙ্গে তার দীর্ঘদিনের পরিচয়ের সুবাদে (যা কিনা সে সৎ-অসৎ দুই উদ্দেশ্যেই করেছিল – অসৎ উদ্দেশ্য, যখন সে মুক্তভাবে ঘুরে বেড়িয়েছে; সৎ উদ্দেশ্যে, যখন সে যীশুর প্রেমে ঘুরে বেড়িয়েছে) ভাণ্ডারী অবিলম্বে সালভাতোরেকে নিজের ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে গ্রহণ করেন। আর সেজন্যই বহুদিন ধরে সে এখানে আছে, সম্প্রদায়ের জাঁকজমকের প্রতি তেমন কোনো আগ্রহ ছাড়াই, বরং সেটার ভূ-গর্ভস্থ ভাঁড়ার ঘর আর শস্যগোলা, যেখানে চুরি না ক'রে খেতে আর আগুনে না পুড়ে ঈশ্বরের গুণগান গাইতে তার জন্য কোনো বাধা ছিল না।

বেশ একটা কৌতূহল নিয়ে তার দিকে তাকাই আমি, তার অভিজ্ঞতার বিশেষত্বের জন্য নয়, বরং এই জন্য যে, আমার কাছে মনে হলো ইতালিকে সে-সময় যেসব ঘটনা আর আন্দোলন আকর্ষণীয় ও অনধিগম্য ক'রে তুলেছিল সালভাতোরের জীবনের ঘটনাবলি সেসবের একটি দুর্দান্ত সারসংক্ষেপ।

তো, কী বেরিয়ে এলো এসব গল্প থেকে? একটি মানুষের চিত্র যে কিনা নানান ঘাত-প্রতিঘাতপূর্ণ জীবন কাটিয়েছে, যে কিনা যে-কাউকে খুন-ও ক'রে ফেলতে পারে, নিজের অপরাধের গুরুত্ব অনুধাবন না ক'রেই। কিন্তু ঐশ্বরিক বিধানের বিরুদ্ধে একটি অপরাধকে আরেকটির মতো লাগলেও, যেসব ঘটনা নিয়ে লোকে কথা বলত তার খানিকটা আমি ততদিনে বুঝতে শুরু করেছিলাম, এবং আমি দেখলাম যে প্রায় একটা ভাবাকুল উন্মত্ততার তাড়নায় শয়তানের কানুনকে ঈশ্বরের কানুন বলে ভুল ক'রে কোনো জনতার পক্ষে কোনো একটা গণহত্যা সংঘটিত করা এক কথা, কিন্তু একজন ব্যক্তির পক্ষে ঠান্ডা মাথায়, ভেবে-চিন্তে নীরবে নিভৃতে একটা খুন করা সম্পূর্ণ আলাদা কথা, এবং আমার কাছে মনে হলো না যে এমন একটি অপরাধ ক'রে নিজের আত্মায় কালিমা লেপন করা সালভাতোরের পক্ষে সম্ভব ছিল।

অন্যদিকে, মোহান্তের ওই কটাক্ষের ব্যাপারটা আমি খানিকটা বুঝতে চাইছিলাম, আর সেই সঙ্গে, যার সম্পর্কে আমি প্রায় কিছুই জানতাম না সেই ফ্রা দলচিনোর কথাটা আমার মাথা থেকে কিছুতেই যাচ্ছিল না, যদিও গত ক'দিনে যত আলাপ-আলোচনা শুনলাম সেসবে তার প্রেতাত্মাই ঘুরঘুর করছিল বলে মনে হলো।

কাজেই, সালভাতোরেকে আমি সরাসরি জিগ্যেস করলাম, 'তা, এত যে ঘুরলে, ফ্রা দলচিনোর সঙ্গে কখনো দেখা হয়নি তোমার?'

BanglaBook.org

যারপরনাই বিস্ময়কর প্রতিক্রিয়া হলো সালভাতোরের মধ্যে। চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে গেল, যার চাইতে বড়ো হওয়া আর সম্ভব নয়, মন্ত্রোচ্চারণ ক'রে বারবার নিজের গায়ে ক্রুশ আঁকল সে, এমন এক ভাষায় কিছু ভাঙা ভাঙা শব্দ আওড়াল যে এবার আর কিছুই বুঝলাম না। কিন্তু মনে হলো কথাগুলো নেতিবাচক। এতক্ষণ পর্যন্ত একটা সদ্ভাবপূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে, বলা যায় বন্ধুভাবাপন্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাচ্ছিল সে। কিন্তু সেই মুহূর্তে সে প্রায় বিরক্তিভরে তাকাল আমার দিকে। তারপর একটা ছুতো দেখিয়ে চলে গেল।

এবার আর নিজেকে আমি সামলাতে পারলাম না। কে এই সন্ন্যাসী যার নাম শুনলেই আরেকজন আতঙ্কিত হয়ে ওঠে? ঠিক করলাম, বিষয়টা না জানলে আর চলছে না। একটা বুদ্ধি এলো মাথায়। উবার্তিনো! তিনি নিজেই উচ্চারণ করেছেন নামটা, প্রথম যে-সন্ধ্যায় আলাপ হয়েছিল আমাদের তাঁর সঙ্গে; এই বিগত বছরগুলোর সন্ন্যাসী, ফ্রায়ার আর অন্যান্য প্রজাতিদের উন্মুক্ত-গুপ্ত উত্থান-পতনের সবকিছু তাঁর জানা। এই সময় আমি তাকে কোথায় পেতে পারি? নিশ্চয়ই গীর্জায় আছেন তিনি প্রার্থনায় মগ্ন হয়ে। আর যেহেতু, নিজের মতো ক'রে সময় কাটাবার মতো খানিকটা অবস্থা ছিল আমার, তাই আমি সেখানেই চলে গেলাম।

কিন্তু পেলাম না তাঁকে; সত্যি বলতে কি, সন্ধ্যার আগ পর্যন্ত দেখা মিলল না তাঁর। কাজেই, আমার কৌতূহল নিবৃত্ত হলো না, কারণ ঘটনা আরো ঘটেছিল যা আপনাদেরকে আমার বলতেই হচ্ছে।

টীকা

১. **টেক্সট** : 'homeni malissimi'

অনুবাদ : 'খুব দুষ্ট লোক'

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

তৃতীয় দিন

নোনেয

যেখানে উইলিয়াম আদ্‌সোকে ধর্মদ্রোহিতার এক বিশাল নদীর কথা বলেন, বলেন খৃষ্টধর্মে নিরীহদের ভূমিকার কথা, বিশ্ববিধান সম্পর্কে অবহিত হওয়ার ব্যাপারে তাঁর সন্দেহের কথা, আর প্রায় কথাচ্ছলে তিনি জানান কী ক'রে তিনি ভেনানশিয়াসের রেখে যাওয়া ডাকিনীবিদ্যক চিহ্নের অর্থোদ্ধার করলেন।

কামারশালায় উইলিয়ামকে পেলাম, নিকোলাসের সঙ্গে কাজ করছেন, দু'জনই যার যার কর্তব্যে গভীরভাবে মগ্ন। কাউন্টারের ওপর কাচের বেশ কিছু ক্ষুদে চাকতি ছড়িয়ে রেখেছেন তাঁরা, যেগুলো প্রথমে সম্ভবত কোনো জানালার কাচের অংশ হিসেবে তৈরি হয়েছিল; বিভিন্ন হাতিয়ার ব্যবহার ক'রে তারা ওগুলোর পুরুত্ব কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে নামিয়ে এনেছেন। উইলিয়াম সেগুলো নিজের চোখের সামনে তুলে ধরে পরীক্ষা করছিলেন। ওদিকে নিকোলাস কামারদের নির্দেশ দিচ্ছিলেন 'ফর্ক' তৈরি করার জন্য, ওসব ফর্কেই পরে উপযুক্ত পরকলা বসানো হবে।

উইলিয়াম গজগজ করছিলেন; তাঁর বিরক্তির কারণ হচ্ছে, তখন পর্যন্ত তৈরি-করা সবচে সন্তোষজনক পরকলাটি পান্না রঙের, এবং তাঁর কথা হচ্ছে, পার্চমেন্টগুলো তৃণভূমির মতো দেখাক তা তিনি চান না। নিকোলাস কামারদের কাজের দেখভাল করতে চলে গেলেন। উইলিয়াম নানান চাকতি নিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়লে আমি গিয়ে তাঁকে সালভাতোরের সঙ্গে আমার কী কথা হলো সেকথা বললাম।

'বিচিত্র সব অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে গেছে এই লোকটা,' তিনি বললেন। 'আসলে সম্ভবত সে দলচিনীয়দের সঙ্গে ছিল। মঠটা সত্যিকার অর্থেই একটা অণুবিশ্ব। এখন পোপ জনের দূতেরা আর ব্রাদার মাইকেল এলেই ব্যাপারটা একটা পূর্ণতা পাবে।'

আমি তাঁকে বললাম, 'গুরু, আমি তো কিছুই বুঝছি না।'

'কিসের কী বুঝছো না, আদ্‌সো?'

'প্রথমত, এই ধর্মদ্রোহী দলগুলোর মধ্যে তফাতটা। কিন্তু সে-বিষয়ে পরে আলাপ করব আপনার সঙ্গে। কিন্তু এখন আমি এই পার্থক্যের বিষয়টা নিয়েই জেরবার হয়ে আছি। আপনি যখন উবার্তিনোর সঙ্গে কথা বলছিলেন আমার মনে হয়েছিল আপনি তাঁর কাছে প্রমাণ করতে চাইছিলেন যে, সন্ত আর ধর্মদ্রোহী সবাই আসলে একই। কিন্তু আবার মোহান্তের সঙ্গে কথা বলার সময় এক ধর্মদ্রোহী থেকে আরেক ধর্মদ্রোহী, ধর্মদ্রোহিতামূলকতার সঙ্গে শাস্ত্রনিষ্ঠার মধ্যে ফারাক বোঝানোর

BanglaBook.org

চেষ্টার ত্রুটি করেননি, বা, অন্যভাবে বলতে গেলে, আদতে যারা একই তাদেরকে ভিন্ন জ্ঞান করায় আপনি উবার্তিনোকে ভর্ৎসনা করেছেন, আবার মোহান্তকে করেছেন আদতে যারা ভিন্ন তাদেরকে এক বা ভিন্ন জ্ঞান করায়।'

পরকলাগুলো আপাতত টেবিলের ওপর রাখলেন উইলিয়াম। বললেন, 'বৎস, আদ্‌সো, এবার তাহলে এসো আমরা কিছু ফারাক নির্ণয়ের চেষ্টা করি। আর তা করতে গিয়ে আমাদেরকে প্যারিস ঘরানার শব্দ ব্যবহার করতে হতে পারে। তো, তাদের কথা অনুযায়ী, সব মানুষের মূল কাঠামো এক, ঠিক তো?'

'মানুষ অবশ্যই একটা জন্তু বা প্রাণী, তবে বিচার-বিবেচনাসম্পন্ন প্রাণী,' নিজের জ্ঞানভারে গর্বিত আমি বললাম। 'আর মানুষের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার হাসতে পারার ক্ষমতা।'

'চমৎকার। কিন্তু টমাস বোনাভেনতুরা থেকে আলাদা, টমাস স্থূলকায়, বোনাভেনতুরা কৃশকায়। ব্যাপারটা এমনও হতে পারে যে, হিউ মন্দ লোক কিন্তু ফ্রান্সিস ভালো, এদিকে আলদেমার বদরাগী, অন্যদিকে এজিলাফ বদখত। ভুল বলেছি?'

'না, ব্যাপারটা তো নিঃসন্দেহে তাই।'

'তাহলে বিষয়টা দাঁড়াচ্ছে এই যে, ভিন্ন ভিন্ন মানুষের মূল কাঠামোর ব্যাপারে মিল আছে, আর ভিন্ন ভিন্ন মানুষের আকস্মিকতার ব্যাপারে বা তাদের বাহ্যিক আকৃতিতে বৈচিত্র্য আছে।'

'জি, নিঃসন্দেহে।'

'আমি যখন উবার্তিনোকে বলি যে খোদ মানবপ্রকৃতিই সেটার ক্রিয়াকর্মের (অপারেশনস) জটিলতার মধ্যে শুভপ্রিয়তা ও অশুভপ্রিয়তা দুটোকেই শাসন করে, তখন আমি আসলে উবার্তিনোকে মানব প্রকৃতির পরিচয় সম্পর্কে বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করছি। অবশ্য, আমি যখন মোহান্তকে বলি যে একজন ক্যাথারীয় আর ভালদেনসীয়র মধ্যে তফাত আছে তখন আমি তাদের আকস্মিকতার ভিন্নতার ওপর জোর দিচ্ছি। আর আমি সেটার ওপর জোর দিই কারণ একজন ক্যাথারীয়র আকস্মিকতাগুলো একজন ভালদেনসীয়র ওপর আরোপ করার পর সেই ভালদেনসীয়কে পুড়িয়ে মারা হতে পারে বা তার উলটোটাও হতে পারে। আর, তুমি যখন কাউকে পুড়িয়ে মারো তখন তুমি আসলে তার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যকে পোড়াও এবং যা অস্তিত্বশীল থাকার একটি ব্যাপার ছিল – আর সে কারণে নিজেই ভালো ছিল – অন্তত ঈশ্বরের চোখে, যিনি কিনা সেটাকে অস্তিত্বশীল রেখেছিলেন – সেটাকে শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনো। তা, ভিন্নতার ওপর জোর দেয়ার জন্য এটাকে কি যথেষ্ট কারণ বলে মনে হচ্ছে তোমার কাছে?'

আমি বললাম, 'সমস্যা হচ্ছে, এখন আমি আমার ভালদেনসীয়, ক্যাথারীয়, লিয়ন্স-এর গরীব-গুর্বো, উমিলিয়াতি, বেগার্ড, জোয়াকিমীয়, পাত্তরীয়, অ্যাপোসল, দরিদ্র লম্বার্ড, আর্নল্ডীয়, উইলিমাইট, মুক্ত চৈতন্যের অনুসারীবৃন্দ, আর লুসিফারাইনেদের মধ্যে ফারাক নির্ণয় করতে পারি না। আমার কী করা উচিত?'

BanglaBook.org

আমার ঘাড়ের পেছনে সস্নেহে একটা মৃদু চাপড় দিয়ে উইলিয়াম হাসতে হাসতে বললেন, 'আহা, বেচারা আদ্‌সো, আসলে তোমার দোষ নেই। দেখো, ব্যাপারটা যেন এই যে, গত দু'শো বছর ধরে, বা এমনকি তারো আগে থেকে আমাদের এই দুনিয়াটা অসহিষ্ণুতা, আশা, হতাশা, এই সবকিছুর একটা ঝড়ের মধ্যে পড়েছে...। না, তুলনাটা ঠিক জুতসই হলো না। একটা নদীর কথা চিন্তা করো, যেটা চওড়া আর রাজসিক, মাইলের পরম মাইল ধরে, শক্ত দুই তীর ধরে বয়ে চলেছে, যেখানে জমিনটা শক্ত। যেহেতু নদীটা দীর্ঘদিন ধরে, বিপুল স্থান জুড়ে প্রবাহিত হচ্ছে, যেহেতু সেটা তখন সমুদ্রের কাছে চলে এসেছে, যা কিনা সব নদীকে নিজের ভেতর গ্রাস ক'রে নেয়, আর সে-কারণে, বিশেষ একটা জায়গায় এসে শ্রান্তিবশত নদীটা আর নিজেকে খুঁজে পায় না, তার পরিচয় হারিয়ে ফেলে। সেটা তখন নিজেই নিজের বদ্বীপে পরিণত হয়েছে। প্রধান একটা শাখা হয়ত থেকে যেতে পারে, কিন্তু অনেকগুলোই সেটা থেকে বেরিয়ে গেছে, কিছু কিছু আবার প্রবাহিত হচ্ছে একসঙ্গে মিশে গিয়ে, ফলে তোমার পক্ষে বলা সম্ভব নয় কোনটা থেকে কোনটার জন্ম, আর কখনো কখনো তুমি এমনকি এটাও বলতে পারো না কোনটা তখন নদীই রয়ে গেছে আর কোনটা ততক্ষণে সমুদ্রে পরিণত...'

'আপনার রূপকটা যদি বুঝে থাকি, নদীটা হচ্ছে ঈশ্বরের নগর বা ন্যায়রাজ্য যা সহস্রাব্দের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, আর এই অনিশ্চয়তার মধ্যে তা আর নিরাপদ থাকে না, আর এদিকে ভুয়া এবং খাঁটি পরগম্বরদের জন্ম হয়েছে, আর সবকিছুই সেই বিশাল সমতল ভূমির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে যেখানে আর্মাগেডন সংগঠিত হবে...'

'আমি ঠিক সেকথা ভাবছিলাম না। আমি তোমাকে বোঝাতে চেয়েছিলাম কী ক'রে গির্জার মূল কাঠামোটি, যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সব সমাজেরও মূল কাঠামো বটে, ঈশ্বর-সৃষ্ট মানবকূল, মাত্রাতিরিক্ত সম্পৎশালী হয়ে উঠল, সম্প্রসারিত হলো, আর সেটা যেসব দেশের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে সেসব দেশের সমস্ত ময়লা-আবর্জনা বয়ে নিয়ে চ'লে তার নিজের বিশুদ্ধতা নষ্ট করেছে। বদ্বীপের শাখাগুলো হচ্ছে, তুমি বলতে পারো, সমুদ্রের সঙ্গে যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি মেশার জন্য, মানে, বিশুদ্ধতার মুহূর্তে পৌঁছানোর জন্য নদীটির অসংখ্য প্রচেষ্টা। আমার রূপকটার চেষ্টাটা ছিল তোমাকে এ কথা বলা যে কী ক'রে ধর্মদ্বেষিতার শাখাগুলো আর পুনরারম্ভের আন্দোলনগুলো – যখন নদীটা আর আগের মতো অক্ষত নেই – অসংখ্য এবং পরস্পরের সঙ্গে বিজড়িত। আমার এই দুর্বল রূপকের সঙ্গে তুমি এই লোকটিরও একটি ছবি যোগ করতে পারো যে প্রচণ্ড বল প্রয়োগ ক'রে নদীটির দুই তীর আবার তৈরি করার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না। আর বদ্বীপের কিছু শাখায় পলি পড়ে বুজে যায়, অন্যগুলো কৃত্রিম কিছু চ্যানেল-এর কারণে ফের নদীর দিকে ছুটে যায়, তারপরেও বাকিগুলোকে প্রবাহিত হতে দেয়া হয়, কারণ সবকিছু প্রতিহত করা কঠিন এবং নদীর পক্ষে তার খানিকটা পানি হারানোর পরেও তার ধারা বজায় ভালো, যদি সেটা একটা উল্লেখযোগ্য ধারা পেতে চায়।'

'ক্রমেই আরো কম বুজছি।'

'আমিও। রূপক দিয়ে কথা বলায় খুব একটা ভালো নই আমি। এই নদীর কাহিনী ভুলে যাও।

BanglaBook.org

তার চাইতে বরং এটা বোঝার চেষ্টা করো যে, তুমি যেসব আন্দোলনের কথা বললে সেগুলোর বেশিরভাগেরই জন্ম অন্ততপক্ষে দুশো বছর আগে, আর সেগুলো এরই মধ্যে গতায়ু, যদিও অন্যগুলো সাম্প্রতিক...'

'কিন্তু ধর্মদ্বেষীদের কথা যখন আলাপ হয় তখন এদের সবার কথা একসঙ্গেই বলা হয়।'

'তা ঠিক। আর ধর্মদ্বেষিতা ছড়িয়ে পড়ার এটা একটা পথ, এবং তা ধ্বংস করারও এটা একটা পথ।'

'এবারও বুঝলাম না কথাটা।'

'ঈশ্বর, কী যে শক্ত এই ব্যাপারটা! আচ্ছা, ঠিক আছে। মনে করো তুমি নৈতিকতার একজন সংস্কারক এবং একটা পাহাড়ের চূড়ায় তুমি কিছু সঙ্গী-সাথী জোগাড় করেছ, দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করবে বলে। কিছুদিন পর তুমি দেখলে অনেকেই তোমার কাছে আসছে, এমনকি দূরদূরান্ত থেকে, আর তারা তোমাকে একজন পয়গম্বর বা নতুন একজন অ্যাপসল বলে মনে হয়েছে এবং তারা তোমাকে অনুসরণ করছে। তুমি কি মনে করো তারা আসলেই তোমার জন্য, বা তুমি যা বলো তার জন্য এসেছে?'

'আমি জানি না। তাই হবে সম্ভবত। নয় কেন?'

'কারণ, তাদের বাপ-দাদাদের কাছ থেকে তারা অন্যান্য সংস্কারকদের কথা, আর কম-বেশি নিখুঁত বা বিশুদ্ধ সম্প্রদায়ের কিংবদন্তীর কথা শুনেছে, এবং তারা মনে করে এটাই সেটা, আর সেটাই এটা।'

'আর কাজেই প্রতিটি আন্দোলনেই অন্য আন্দোলনের সন্ততি থাকে?'

'অবশ্যই, কারণ যারা সংস্কারকদের পিছে এসে জড়ো হয় তারা সাধারণ মানুষ, মতবাদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মতা তারা বুঝতে পারে না। আর তার পরও নৈতিক সংস্কার আন্দোলনগুলো বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পদ্ধতিতে এবং বিভিন্ন মতবাদ নিয়ে জন্ম নেয়। এই যেমন, ক্যাথারীয় আর ভালদেনসীয়দের প্রায়ই গুলিয়ে ফেলা হয়। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেক পার্থক্য। ভালদেনসীয়রা গীর্জার ভেতরই একটা নৈতিক সংস্কার প্রচার করত। ক্যাথারীয়রা করত এক ভিন্ন গীর্জার প্রচারণা, ঈশ্বর আর ভিন্ন নৈতিকতার এক ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির কথা। ক্যাথারীয়রা মনে করত দুনিয়াটা শুভ আর অশুভ এই দুই বিরুদ্ধ শক্তিতে বিভক্ত, এবং তারা এমন এক গীর্জা গঠন করেছিল যেখানে একেবারে বিশুদ্ধদেরকে সাধারণ বিশ্বাসীদের থেকে আলাদা করা হয়েছিল, এবং তাদের নিজস্ব স্যাকরামেন্ট, নিজস্ব আচার-অনুষ্ঠান প্রবর্তন করেছিল; খুবই কঠোর এক শ্রেণীকাঠামো তৈরি করেছিল তারা, অনেকটা আমাদের 'পবিত্র মাতার' মতো এবং তারা কিন্তু মুহূর্তের জন্যও কোনো ধরনের ক্ষমতা ধ্বংস করার কথা ভাবেনি। নেতৃত্বদানকারী লোকজন, ভূস্বামী, সামন্ত প্রভু, এরা কেন ক্যাথারীয়দের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল সেটা এবার তুমি বুঝতে পারবে। তারা কিন্তু জগৎটার সংস্কার করতেও চায়নি, কারণ তাদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, শুভ ও অশুভের দ্বন্দ্ব কখনোই নিরসন করা সম্ভব না। অন্যদিকে

ভালদেসীয়রা (আর তাদের সঙ্গে আর্নল্ডীয়রা বা দরিদ্র লম্বার্ডরা) দারিদ্র্যের আদর্শের ওপর ভিত্তি ক'রে এক ভিন্ন পৃথিবী নির্মাণ করতে চেয়েছিল, আর সেই কারণেই তারা সমাজচ্যুতদেরকে নিজেদের মধ্যে জায়গা দিয়েছিল এবং গায়ে গতরে খেটে সমাজের মধ্যে বাস করত।'

'কিন্তু তাহলে তারা বিভ্রান্ত কেন, আর কেনই-বা তাদেরকে একই মন্দ আগাছা বলে বর্ণনা করা হয়?'

'বললাম তো তোমাকে : যা তাদের বাঁচায়, তা-ই তাদের মারে। আন্দোলনগুলো দানা বাঁধে, অন্যান্য আন্দোলনের কারণে উজ্জীবিত হওয়া সাধারণ নিরীহ লোকজনকে জড়ো ক'রে, যারা মনে করে সবারই বিপ্লব করার তাড়না আর আশা রয়েছে; এবং যারা একের দোষ অন্যদের ঘাড়ে চাপায় সেই ইনকুইযিটরদের হাতে তারা নিকেশ হয়ে গেছে, এবং এক আন্দোলনের উপদলের উগ্র সমর্থকেরা কোনো অপরাধ করলে এই অপরাধের দায় চাপানো হবে প্রতিটি আন্দোলনের প্রতিটি উপদলের উগ্র সমর্থকের ওপর। যৌক্তিক বিচারে, ইনকুইযিটররা ভুল করেছে, কারণ তারা পরস্পরবিরুদ্ধ মতবাদগুলো এক জায়গায় গাদা ক'রে রাখে; আবার অন্যদের অযৌক্তিকতা অনুযায়ী, তারা সঠিক, কারণ যখন কোনো আন্দোলন, এই যেমন ধরো আর্নল্ডীয়দের কোনো আন্দোলন এক শহরে দেখা দেয়, তখন সেই লোকগুলো সেটাতে বাতাস দেয় যারা অন্য স্থানে ক্যাথারীয় বা ভালনেসীয় হতে পারত, বা যারা অন্য স্থানের ক্যাথারীয় বা ভালদেনসীয়। ফ্রা দলচিনোর অ্যাপসলেরা যাজক আর সামন্ত প্রভুদের শারীরিক নিপাত চেয়েছিল এবং তারা অসংখ্য সহিংস ঘটনা ঘটিয়েছে। ভালদেনসীয়রা সহিংসতা বিরোধী, ফ্রাতিচেল্লিরাও তাই। কিন্তু আমি নিশ্চিত, ফ্রা দলচিনোর দিনে তার দলে এমন অনেকেই ছিল যারা আগে ফ্রাতিচেল্লি বা ভালদেনসীয়দের ধর্মোপদেশের অনুসারী ছিল। নিরীহ বা সাধারণ মানুষেরা তাদের ব্যক্তিগত ধর্মদ্বেষিতা বেছে নিতে পারে না, আদ্‌সো; তাদের দেশে ধর্মপ্রচার করা মানুষটির সঙ্গেই তারা সেঁটে থাকে, যে তাদের গাঁয়ের ভেতর দিয়ে যায় বা উঠোনে থামে। এটাকেই তাদের শত্রুরা কাজে লাগায়। মানুষের কাছে একটা বিশেষ ধর্মদ্বেষিতাকে হাজির করা – এই যেমন যেখানে হয়ত একই সঙ্গে যৌন আনন্দ পরিহারের কথা আবার ভিন্ন ভিন্ন দেহের সংযোগের কথা বলা হচ্ছে – ধর্মপ্রচারের একটা ভালো কৌশল: যা ধর্মদ্বেষীদেরকে কাণ্ডজ্ঞানকে আহত-করা নারকীয় স্ববিরোধিতার একটা পিণ্ড হিসেবে হাজির করে।'

'তার মানে তাদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই, এবং শয়তানের প্রতারণার কারণেই একজন সাধারণ মানুষ যে কিনা একজন ইয়াকিমীয় বা স্পিরিচুয়াল হতে চায়, সে ক্যাথারীয়দের খপ্পরে পড়ে বা তার উলটোটা?'

'না, আসলে ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। ফের গোড়া থেকে শুরু করা যাক, আদ্‌সো। কিন্তু একটা কথা আমি বলতে পারি যে আমি তোমাকে এমন একটা ব্যাপার খোলাসা ক'রে বলার চেষ্টা করছি যেটা সম্পর্কে সত্য কথাটা আমার নিজেরই জানা আছে বলে আমি মনে করি না। আমার ধারণা এটা ভাবা ভুল যে ধর্মদ্বেষিতা আগে আসে আর তারপর আসে নিরীহ লোকজন, যারা তাতে যোগ দেয় (আর সেজন্য নিজেদেরকে অনন্ত নরকবাসে দণ্ডিত হতে দেয়)। আসলে আগে আসে নিরীহ

BanglaBook.org

হওয়ার দশাটা, আর তারপর ধর্মদ্বেষিতা।'

'ঠিক কী বলতে চাইছেন?'

'ঈশ্বরসৃষ্ট মানুষদের সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা আছে তোমার। বড়োসড়ো একটা দল – যার মধ্যে ভালো মেষ আছে, খারাপ মেষ আছে – বড়ো বড়ো সব পাহারাদার কুকুর যাদের সুশৃঙ্খল অবস্থায় রেখেছে – যোদ্ধা বা জাগতিক শক্তি – রাখালদের, মানে যাজক, স্বর্গীয় বাণীর ব্যাখ্যাদাতাদের তত্ত্বাবধানে থাকা সম্রাট আর যতো ভূস্বামীর দল। ছবিটা পরিষ্কার।'

'কিন্তু মিথ্যে। রাখালেরা কুকুরগুলোর সঙ্গে লড়াই করে কারণ প্রত্যেকেই অন্যের অধিকারগুলোর জন্য লালায়িত।'

'সত্যি, আর ঠিক এই কারণেই (মেষের) দলটার প্রকৃতিটা অনিশ্চিত হয়ে ওঠে একে অন্যকে ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলাই যেহেতু একমাত্র চিন্তা তাদের, এই কুকুর এবং রাখালেরা আর দলটির তত্ত্বাবধান করে না। সেটার একটা অংশ বাইরে ছিটকে যায়।'

'বাইরে বলতে?'

'প্রান্তে। কৃষকে কিন্তু আসলে কৃষক নয়, কারণ তাদের কোনো জমি নেই বা যে জমিটুকু আছে সেটা দিয়ে তাদের অন্নসংস্থান হয় না। আর নাগরিক : কিন্তু আসলে তারা নাগরিক নয়, কারণ তারা কোনো সংঘের বা করপোরেশনের সদস্য নয়; তারা ক্ষুদ্র মানুষ, যে-কারো শিকার। গ্রামাঞ্চলে কুষ্ঠরোগীর দল দেখেছ নিশ্চয়ই?'

'হ্যাঁ, একসঙ্গে একশ জনের একটা দল দেখেছিলাম একবার। বিকলাঙ্গ, তাদের মাংসে পচন ধরেছে, আর সাদাটে চেহারা তাদের সবার। ক্রাচে ভর দিয়ে লেংচে লেংচে হাঁটছিল। কোনো কথা বা চ্যাঁচামেচি নয়, কেবল ইঁদুরের মতো কিচিরমিচির করছিল তারা।'

'খৃষ্টানদের জন্য তারাই হলো "অপর", যারা দঙ্গলের প্রান্তসীমায় থাকে। দঙ্গলটা তাদের ঘেন্না করে, তারা দঙ্গলটাকে ঘেন্না করে, এবং দঙ্গলটা চায় ওদের মতো কুষ্ঠরোগীরা যেন বেঁচে না থাকে।'

'হুম, রাজা মার্ক-এর গল্পটা মনে আছে আমার, সুন্দরী ইসোলডাকে ধিক্কার জানাতে হয়েছিল তাঁকে এবং রাজা যখন তাকে প্রায় চিতায় ওঠাবেন তখন কুষ্ঠরোগীরা এসে রাজাকে বলল চিতা তার জন্য শাস্তি হিসেবে লঘুই হবে বরং তার চাইতে কঠোর শাস্তি আছে। তারা চিৎকার ক'রে তাকে বলল ইসোল্ডাকে আমাদের হাতে তুলে দিন যাতে সে আমাদের সবার হয়; আমাদের রোগ আমাদের কামনাকে জাগিয়ে তোলে, ওকে আপনার এই কুষ্ঠরোগীদের হাতে তুলে দিন। আমাদের যন্ত্রণাক্লিষ্ট ক্ষতর সঙ্গে আঠার মতো সেঁটে থাকা আমাদের ছেঁড়াফাঁড়া কাপড়গুলো দেখুন। আপনার সঙ্গে থেকে যে স্কুইরেল-এর পশম আর মণিমুক্তা খচিত দামি দামি কাপড় পড়ার সুখলাভ করেছে, সে যখন কুষ্ঠরোগীদের উঠোন দেখবে, যখন তাকে আমাদের কুঁড়েঘরে ঢুকে আমাদের সঙ্গে শুতে হবে তখন সে পাপের গুরুত্ব উপলব্ধি করবে আর এই কাঁটাঝোপের চিতার জন্য আফসোস করবে।'

'সন্ত বেনেডিক্ট-এর এক শিক্ষানবিশ বিবেচনায় তুমি কিছু অস্বাভাবিক জিনিসপত্র পড়েছ বলে

মনে হচ্ছে,' উইলিয়াম মন্তব্য করলেন। আমার মুখ লাল হয়ে উঠল, কারণ আমি জানি শিক্ষানবিশদের রোমান্স পড়া উচিত নয়। কিন্তু মেল্ক-এর মঠে আমাদের তরুণদের মধ্যে এসবের বেশ কিছু হাতে হাতে ঘুরত, আর আমরা সেগুলো মোমবাতির আলোয় রাতের বেলা পড়তাম। উইলিয়াম বলে চললেন, 'তাতে কিছু আসে যায় না, আমি কী বলতে চেয়েছি তুমি নিশ্চয়ই সেটা বুঝতে পেরেছ। নির্বাসিত কুষ্ঠরোগীরা পারলে সবকিছু তাদের ধ্বংসস্তূপে টেনে নামাত। এবং যতই তাদেরকে বাইরে ছুড়ে দেয়া হয় ততই তারা মন্দ হয়ে ওঠে, আর যতই তুমি তাদেরকে তোমার ধ্বংসকামী লেমুর হিসেবে চিত্রিত করো ততই তারা আরো নির্বাসিত হয়ে পড়ে। সাধু ফ্রান্সিস ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিলেন, এবং তাঁর প্রথম কাজ ছিল কুষ্ঠরোগীদের মধ্যে গিয়ে থাকা। ঈশ্বরসৃষ্ট মানবকূলকে ততক্ষণ পর্যন্ত বদলানো যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত নির্বাসিত বা অচ্ছুতদেরকে সেটার দেহকাঠামোর মধ্যে ফিরিয়ে আনা না যাচ্ছে।'

'কিন্তু আপনি অন্য সব নির্বাসিতের কথা বলছিলেন; কুষ্ঠরোগীরা তো আর ধর্মদ্বেষী আন্দোলন গড়ে তোলে না।'

'দল বা পালটি ক্রমিক ও সমকেন্দ্রিক কিছু বৃত্তের মতো, পালের সুদূরতম পরিধি থেকে একেবারে কাছের প্রতিবেশ পর্যন্ত। কুষ্ঠরোগীরা সাধারণ অর্থে বর্জনের প্রতীক। সাধু ফ্রান্সিস সেটা বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি কেবল কুষ্ঠরোগীদের সাহায্য করতে চাননি, যদি তা করতেন তাহলে তাঁর কাজটা বদান্যতার খুব বাজে আর অক্ষম একটা অবস্থায় নেমে আসত। তিনি ভিন্ন একটা ব্যাপার বোঝাতে চেয়েছিলেন। পাখিদের উদ্দেশে তার ধর্মপ্রচারের কথা তো জানো?'

'ও, হ্যাঁ। শুনেছি সেই সুন্দর গল্পটা, আর ঈশ্বরের সেই সুকোমল প্রাণীগুলোর সাহচর্য ভালোবাসেন দেখে এই সন্তকে আমার খুব পছন্দ হয়েছিল,' প্রবল উৎসাহভরে আমি বলে উঠলাম।

'আসলে, তোমাকে তারা ভুল বলেছে, বা, বলা যায়, (ফ্রান্সিসকান) সম্প্রদায় গল্পটা খানিকটা বদলে নিয়েছে। শহরের লোকজন আর প্রশাসকদের সঙ্গে কথা বলার পর সন্ত ফ্রান্সিস যখন দেখলেন তারা তাঁর কথা বুঝতে পারছে না, তখন তিনি গোরস্থানে চলে গেলেন, আর তারপর দাঁড়কাক, দোয়েল, বাজপাখি, মড়াখেকো পাখিদের উদ্দেশে ধর্মোপদেশ দিতে লাগলেন।'

আমি বললাম, 'কী ভয়ংকর! তাহলে নিশ্চয়ই ওগুলো ভালো পাখি ছিল না!'

'ওগুলো ছিল শিকারী পাখি, খেদানো পাখি, কুষ্ঠরোগীদের মধ্যে। ফ্রান্সিস নিশ্চয়ই অ্যাপোক্যালিপ্সের সেই কথাটা ভাবছিলেন যেখানে বলা হচ্ছে "পরে আমি একজন স্বর্গদূতকে সূর্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। যেসব পাখি আকাশে উড়ছিল, তিনি তাদের সবাইকে জোরে চিৎকার ক'রে বললেন, এসো, ঈশ্বরের মহা ভোজ খাবারের জন্য একসঙ্গে জড়ো হও, যেন তোমরা রাজা, সেনাপতি, শক্তিশালী লোক, ঘোড়া ও সেই ঘোড়ায় চড়া লোকদের, স্বাধীন ও দাসদের, ছোটো-বড়ো সব মানুষের মাংস খেতে পারো।"১'

'ফ্রান্সিস তাহলে নির্বাসিতদেরকে বিদ্রোহ করতে উসকে দিচ্ছিলেন?'

BanglaBook.org

'না, তা যদি কেউ চেয়ে থাকে তো ফ্রা দলচিনো আর তার অনুসারীরাই সেটা চাইছিল। বিদ্রোহের জন্য তৈরি হয়ে থাকা নির্বাসিতদেরকে ফ্রান্সিস ঈশ্বরের জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ডাক দিতে চেয়েছিলেন। পাল বা দঙ্গলটাকে ফের একত্রিত করতে চাইলে নির্বাসিতদেরকেও আবার খুঁজে পাওয়া দরকার ছিল। ফ্রান্সিস কাজটাতে সফল হননি, এবং আমি খুব তিক্ততার সঙ্গে কথাটা বলছি। নির্বাসিতদেরকে ফিরে পেতে গীর্জার ভেতর থেকে কাজ করতে হতো তাঁকে, গীর্জার ভেতর থেকে কাজ করতে তাঁকে তাঁর "বিধি"র-ও অনুমোদন পেতে হতো, যা থেকে একটা সম্প্রদায় আবির্ভূত হতো, আর আবির্ভূত হওয়ার পর যে-সম্প্রদায় একটা বৃত্তের ছবি নতুন ক'রে আঁকত, যার প্রান্তসীমায় নির্বাসিতদের অবস্থান। তাহলে এখন কি তুমি বুঝতে পারছ কেন ফ্রাতিচেল্লি আর জোচিমাইটদের (Joachimites) দলকে আমরা দেখতে পাই, যারা নিজেদের চারপাশে নির্বাসিতদের জড়ো ক'রে ফেলে?'

'কিন্তু আমরা তো ফ্রান্সিসকে নিয়ে কথা বলছিলাম না; বলছিলাম নিরীহ সাধারণ মানুষকে নিয়ে, আর নির্বাসিতরা কিভাবে ধর্মদ্বেষিতা তৈরি করে সেটা নিয়ে।'

'হ্যাঁ, আমরা তাদের কথা বলছিলাম যাদেরকে ভেড়ার পাল থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পোপ আর সম্রাটরা তাঁদের ক্ষমতার কামড়াকামড়িতে যখন একে অন্যকে ছিঁড়ে খুঁড়ে ফেলেছে, তখন বাদ-পড়ারা বাঁচার জন্য প্রান্তে চলে গেছে, কুষ্ঠরোগীদের মতো, যাদের মধ্যে আসল কুষ্ঠরোগীরাই একমাত্র উদাহরণ যা ঈশ্বর আমাদেরকে এই চমৎকার রূপকটা বুঝবার জন্য দিয়েছেন যাতে ক'রে "কুষ্ঠরোগী" বললে আমরা "নির্বাসিত, গরীব-গুর্বো, গো বেচারা, বাদ-দেয়া, গ্রাম থেকে উন্মূল, শহরে নগরে নির্যাতিত"-কে বুঝব। কিন্তু আমরা তা বুঝিনি; কুষ্ঠরোগের রহস্য আমাদেরকে তাড়া ক'রে বেড়িয়েছে কারণ আমরা চিহ্নটির স্বভাবটিকে বুঝতে পারিনি। পাল বা দঙ্গল থেকে বাদ পড়ে যাওয়ার পরেও তাদের সবাই প্রতিটি হিতোপদেশ শোনার জন্য বা সৃষ্টি করার জন্য তৈরি ছিল যে কথাগুলো যীশুর বলা কথায় ফিরে গিয়ে কুকুর আর রাখালদের আচরণের নিন্দা জানাবে এবং একদিন তাদের শাস্তিবিধানের প্রতিশ্রুতি দেবে। ক্ষমতাধরেরা কথাটা সব সময়ই বুঝত। সমাজচ্যুতদের প্রত্যাবর্তন ক্ষমতাধরদের সুযোগ-সুবিধা হ্রাসের দাবি জানিয়েছিল, কাজেই যেসব বাদ-পড়া মানুষ তাদের বাদ-পড়া দশার ব্যাপারে সচেতন তাদের গায়ে ধর্মদ্বেষীর ছাপ মারতে হয়েছে, তা তাদের মতবাদ যা-ই হোক না কেন। আর তাদের দিক থেকে বলতে গেলে, তারা তাদের ওই বর্জনের ফলে বিচারশক্তিহীন হয়ে পড়াতে সব মতবাদ সম্পর্কেই একবারে বিকারশূন্য হয়ে পড়েছিল। এটা ধর্মদ্বেষিতার মরীচিকা। প্রত্যেকেই ধর্মদ্বেষী, প্রত্যেকেই আচারনিষ্ঠ। একটা আন্দোলন কোন মতবাদ তুলে ধরছে তা (এখানে) অবান্তর; সেটা কী আশা দিতে পারছে সেটাই বিবেচ্য। সব ধর্মদ্বেষিতাই বাস্তবতার একটা নিশান, একটা বর্জন। ধর্মদ্বেষিতার মাটি খোঁড়ো, কুষ্ঠরোগীর দেখা পাবে। ধর্মদ্বেষিতার বিরুদ্ধে লড়াই কেবল এই একটি জিনিসই চায় : কুষ্ঠরোগী যেন তার আগের অবস্থানেই থাকে। আর কুষ্ঠরোগীদের কাছ থেকে তুমি কী আশা করতে পারো? ট্রিনিটারিয়ান ডগমা বা ইউক্যারিস্টের সংজ্ঞার কতটা শুদ্ধ কতটা অশুদ্ধ তা তারা বাতলে দেবে? দেখো আদ্‌সো, এসব আমাদের মতো বিদ্বান মানুষের খেলা। নিরীহ, সাধারণ

BanglaBook.org

মানুষের সমস্যা ভিন্ন। আর মনে রেখো, তারা সেগুলো সব ভুলভাবে সমাধান করে। আর সেজন্যই তারা ধর্মদ্বেষী হয়।'

'তাহলে কিছু মানুষ তাদের সমর্থন করে কেন?'

'কারণ, তাতে তাদের স্বার্থোদ্ধার হয়, যার সঙ্গে বিশ্বাসের সম্পর্ক থাকে না বললেই চলে. বরং প্রায়ই তা থাকে ক্ষমতা দখলের সঙ্গে।'

'সেই কারণেই কি রোমের গীর্জা তার সব প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগ আনে?'

'সেই কারণেই, এবং আবার সেই কারণেই যে-ধর্মদ্বেষিতাকে গীর্জা তার নিয়ন্ত্রণে ফিরিয়ে আনতে পারে বা যে-ধর্মদ্বেষিতা গির্জাকে গ্রহণ করতেই হয় সেটাকে সেটা আচারনিষ্ঠা বা অর্থোডক্সি বলে স্বীকৃতি দেয়, কারণ সেই ধর্মদ্বেষিতা বড্ড বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। তবে এর নির্দিষ্ট কোনো নিয়মনীতি নেই, ব্যক্তির ওপর নির্ভর করে সেটা, পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। কথাটা অ-যাজকীয় লর্ডদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কখনো কখনো নগর-অধিকর্তারা (সিটি ম্যাজিস্ট্রেট) মাতৃভাষায় সুসমাচার অনুবাদ করতে উদ্বুদ্ধ করে: মাতৃভাষাটি ততদিনে নগরগুলোর ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে, আর লাতিন রোম ও মঠগুলোর। আবার, কখনো কখনো ম্যাজিস্ট্রেটরা ভালদেনসীয়দের পেছনে দাঁড়ায় কারণ তারা বলে নারী-পুরুষ, নিরীহ ও ক্ষমতাধর, সব মানুষই শিক্ষাদান করতে পারে, ধর্মপ্রচার করতে পারে এবং যে-শ্রমিক কারো শিষ্য নয় সে দশ দিন পরেই আরেকজনকে খুঁজতে শুরু করে যাকে সে শেখাতে পারবে...'

'তার মানে তারা সেই পার্থক্যটি মুছে দেয় যা যাজকদেরকে অপসারণযোগ্য ক'রে তোলে। তাহলে এমনটি কেন ঘটে যে সেই একই নগর অধিকর্তারা ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় আর তাদেরকে পুড়িয়ে মারার ব্যাপারে গীর্জার সাথে হাত মেলায়?'

'কারণ এটা তারা ঠিকই বোঝে যে ধর্মদ্বেষীদের বাড়-বাড়ন্ত মাতৃভাষায় কথা বলে এমন সাধারণ মানুষদের সুযোগ-সুবিধাগুলোকে বিপন্ন ক'রে তুলবে। সেই ১১৭৯ সালের ল্যাটেরান কাউন্সিলেই (দেখতেই পাচ্ছ এসব প্রসঙ্গ দেড়শো বছরের বেশি পুরোনো) ভালদেনসীয়দের মতো নির্বোধ আর নিরক্ষর মানুষদের মতো কথা বিশ্বাস করলে কী হতে পারে সে-ব্যাপারে ওয়াল্টার ম্যাপ সতর্ক ক'রে দিয়েছিলেন। যদ্দুর মনে পড়ে তিনি বলেছিলেন, তাদের কোনো নির্দিষ্ট বাসস্থান নেই, তারা খালি পায়ে চলে-ফিরে বেড়ায় এবং নিজের বলে তাদের কিছু নেই, তাদের সব কিছুই সবার সম্পত্তি, নগ্ন যীশুকে তারা নগ্ন হয়েই অনুসরণ করে। তারা এরকম দীনহীনভাবেই শুরু করে তার কারণ তারা সমাজচ্যুত, নির্বাসিত, কিন্তু তাদেরকে খুব বেশি জায়গা ছেড়ে দিলে তারা বাদবাকি সবাইকে তাড়িয়ে দেবে। সেজন্যই শহর-নগরগুলো ভিক্ষাজীবী সম্প্রদায়কে এবং বিশেষ ক'রে আমরা যারা ফ্রান্সিসকান তাদেরকে প্রীতির চোখে দেখেছিল: অনুতাপের প্রয়োজনীয়তা আর নগরজীবনের মধ্যে, গীর্জা আর নিজেদের ব্যবসায় নিয়ে উদ্বিগ্ন পুরবাসীদের মধ্যে একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ ভারসাম্য বিধান করেছিলাম আমরা...।'

'ঈশ্বরপ্রেম আর বাণিজ্যপ্রেমের মধ্যে কি ঐক্য ঘটেছিল?'

BanglaBook.org

'না, আধ্যাত্মিক নবরূপায়ণের আন্দোলন প্রচেষ্টাগুলো রুদ্ধ ক'রে দেয়া হয়েছিল; সেগুলোকে পোপ অনুমোদিত একটি সম্প্রদায়ের সীমারেখার ভেতরে প্রবাহিত ক'রে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তার নিচ দিয়ে যা সঞ্চালিত হচ্ছিল তা কোথাও দিয়ে বইয়ে দেয়া হয়নি। সেটা প্রবাহিত হয়েই গেছে, একদিকে – যারা কারো কোনো বিপদের কারণ ছিল না সেই আত্মনিগ্রহকারী কশাকামীদের (flagellnats) আন্দোলনের ভেতর, অথবা ফ্রা দলচিনোর মতো সশস্ত্র দলের আন্দোলনের ভেতর বা উবার্তিনো যার কথা বলছিলেন সেই মন্টেফাস্কোর সন্ন্যাসীদের ডাকিনীবিদ্যার আচার-অনুষ্ঠানের ভেতর...'

'কিন্তু কে সঠিক ছিলেন, কে সঠিক এখন, কে ভ্রান্ত ছিলেন?' হতবুদ্ধি হয়ে আমি শুধোলাম।

'তারা সবাই-ই ঠিক ছিল, তাদের নিজেদের মতো ক'রে; আবার সবাই ভ্রান্ত ছিল।'

আমি প্রায় বিদ্রোহ করার মতো ক'রে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'আর আপনি কোনো অবস্থান নিচ্ছেন না কেন? আপনি আমাকে বলছেন না কেন যে সত্য কোথায়?'

একটা পরকলা নিয়ে কাজ করছিলেন উইলিয়াম, সেটাকে আলোর কাছে তুলে ধরে তিনি কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকলেন। তারপর সেটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখলেন এবং পরকলাটার ভেতর দিয়ে আমাকে একটা হাতিয়ার দেখালেন। বললেন, 'দেখো। কী দেখতে পাচ্ছ?'

'হাতিয়ারটা, আরেকটু বড়ো এই যা।'

'ব্যাপারটা এই : আমরা যা করতে পারি তা হলো আরেকটু ভালো ক'রে তাকাতে পারি।'

'হাতিয়ারটা কিন্তু তার পরেও সব সময় একই থেকে যায়!'

'ভেনশিয়াসের পাণ্ডুলিপিটাও – পরকলাটার বদৌলতে আমি দেখার পর – একই থাকবে। তবে পাণ্ডুলিপিটা পড়ার পর সম্ভবত আমি সত্যের খানিকটা আরো ভালোভাবে জানতে পারবো...এবং সম্ভবত আমরা মঠের জীবনটাকেও আরো ভালো করতে পারব।'

'কিন্তু সেটাই যথেষ্ট নয়।'

'আমার যতটা বলার কথা তার চাইতে বেশি কথা বলে ফেলেছি, আদ্‌সো। এর আগেও রজার বেকনের কথা বলেছি তোমাকে। হয়ত তিনি পৃথিবীর সবচাইতে জ্ঞানী মানুষ ছিলেন না, কিন্তু জ্ঞানের প্রতি তাঁর ভালোবাসা যে আশার সঞ্চার করে তা আমাকে সব সময়ই মুগ্ধ করেছে। বেকন নিরীহ, সাধারণ মানুষের শক্তি, প্রয়োজন-অপ্রয়োজন, আধ্যাত্মিক উদ্ভাবনগুলোর ওপর আস্থাশীল ছিলেন। গরীব-গুর্বো, সমাজচ্যুত, নির্বোধ আর নিরক্ষর মানুষজন যে প্রায়ই আমাদের প্রভুর ভাষায় কথা বলে এ-কথা যদি তিনি মনে না করতেন তাহলে কিন্তু একজন ভালো ফ্রান্সিসকান হতেন না তিনি। যাঁরা তাঁদের সুপরিসর ও নির্বিশেষ সূত্রের খোঁজে নিজেদের হারিয়ে ফেলেন তাঁদের চাইতে নিরীহ, সাধারণ মানুষের কাছে কিছু বেশি জিনিস আছে। নিরীহ, সাধারণ লোকজনের একটা স্বাতন্ত্র্যবোধ আছে, কিন্তু এই বোধটি নিজে নিজে যথেষ্ট নয়। নিরীহ ও সাধারণ মানুষেরা তাদের নিজস্ব কোনো সত্য অনুধাবন করে, যে-সত্য কিনা গীর্জার শিক্ষকদের সত্যের চাইতে বেশি সত্য,

BanglaBook.org

তারপর তারা অবিবেচনাপ্রসূত কাজের মাধ্যমে সেটার বিনাশ ঘটায়। তাহলে কী করা যেতে পারে যা না করলেই নয়? গোবেচারা, নিরীহ লোকগুলোকে বিদ্যাদান করা? খুবই সহজ অথবা খুবই কঠিন। ফ্রান্সিককান শিক্ষকরা এই সমস্যাটিকে বিবেচনায় নিয়েছিলেন। মহান বোনাভেনতুরে বলেছিলেন নিরীহ সাধারণ মানুষের কর্মকাণ্ডে যে সত্য প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে সে সম্পর্কে জ্ঞানীকে অবশ্যই তার ধারণাগত স্বচ্ছতা বাড়াতে হবে...'

'পেরুজিয়া সম্মেলন আর উবার্তিনোর বিদগ্ধ স্মৃতির মতো, যা দারিদ্র্যের প্রতি নিরীহ সাধারণ মানুষের ডাককে ধর্মতাত্ত্বিক সিদ্ধান্তে রূপান্তরিত করে,' আমি বললাম।

'হ্যাঁ, কিন্তু তুমি তো দেখেছ, ব্যাপারটা ঘটে অনেক দেরিতে। আর যখন তা ঘটে ততক্ষণে নিরীহ সাধারণ মানুষদের সত্য ক্ষমতাধরদের সত্যতে বদলে গেছে, "দরিদ্র জীবনের" ফ্রায়ারের জন্য যতটা দরকারী তার চাইতে সম্রাট লুইসের জন্য দরকারী হয়ে গেছে। নিরীহ সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতার কাছাকাছি কিভাবে থাকব আমরা, তাদের, যাকে বলে, কার্যকর সদ্‌গুণ (operative virtue), তাদের জগৎটার রূপান্তর ও মঙ্গলের লক্ষ্যে কাজ করার সামর্থ্য বজায় রেখে? বেকন এই সমস্যাটি নিয়ে মাথা ঘামিয়েছিলেন। 'Quod enim laicali ruditate turgescit non habet effectum nisi fortuito[২],' তিনি বললেন নিরীহ ও সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতার বুনো আর অনিয়ন্ত্রণযোগ্য ফল রয়েছে। 'Sed opera sapientiae certa lege vallantur et in fine debitum efficaciter diriguntur।'[৩] যার মানে হলো এমনকি বাস্তবিক জিনিসগুলো নাড়াচাড়ার ক্ষেত্রেও, তা সে কৃষি হোক, মেকানিকস বা কোনো নগর প্রশাসনই হোক এক ধরনের ধর্মতত্ত্বের প্রয়োজন আছে। তিনি মনে করেছিলেন নতুন প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিদ্বজ্জনদের জন্য একটি নতুন কর্মোদ্যোগ বা প্রয়াস হয়ে উঠবে: প্রাকৃতিক পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে এক নতুন জ্ঞানের মাধ্যমে নিরীহ সাধারণ মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজনগুলো—যা প্রত্যাশার স্তূপগুলোর প্রতিনিধিত্ব করে, যা আবার বিশৃঙ্খল কিন্তু একরকমভাবে সত্য ও সঠিক—সমন্বিত করার প্রয়াস। নতুন বিজ্ঞান, নতুন প্রাকৃতিক জাদু। বেকন বলছেন, এই কর্মোদ্যোগটি গীর্জার পরিচালনা করবার কথা, কিন্তু আমার ধারণা তিনি এ কথা বলেছিলেন কারণ তাঁর সময় যাজক সম্প্রদায়কে বিদ্বানজনের সম্প্রদায়ের সঙ্গে এক ক'রে দেখা হতো। এখন আর ব্যাপারটি তা নেই; মঠ আর ক্যাথীড্রালের বাইরে, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়েরও বাইরে বিদ্বান মানুষজন তৈরি হচ্ছে। কাজেই আমি মনে করি, যেহেতু আমি এবং আমার বন্ধুরা আজ বিশ্বাস করি মানুষসংক্রান্ত ব্যাপার-স্যাপারের ক্ষেত্রে গীর্জা আইনকানুন প্রণয়ন করবে না, বরং তা করবে জনসাধারণের একটি সংসদ বা সমাবেশ, সেক্ষেত্রে ভবিষ্যতে বিদ্বানদের এই সম্প্রদায়কেই এই নতুন ও মানবীয় ধর্মতত্ত্ব প্রস্তাব করতে হবে যা কিনা প্রাকৃতিক দর্শন ও ইতিবাচক জাদু।'

'দুর্দান্ত এক কর্মোদ্যোগ,' আমি বললাম, 'কিন্তু এটা কি বাস্তবসম্মত?'

'বেকন তো তা-ই মনে করতেন।'

'আর আপনি?'

BanglaBook.org

'আমি-ও তাই মনে করি। কিন্তু এতে বিশ্বাস স্থাপন করতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই নিশ্চিত হতে হবে যে নিরীহ সাধারণ মানুষদের সেই স্বতন্ত্র বোধটির অধিকারী হওয়াটা ঠিক কিনা, যা কি না একমাত্র ভালো ধরনের বোধ। অবশ্য সেই স্বতন্ত্রের বোধই যদি একমাত্র বোধ হয়, তাহলে বিজ্ঞান কী ক'রে সর্বজনীন সূত্রাবলি পুনঃসৃষ্টিতে সফল হবে, যেসবের মাধ্যমে এবং যেগুলোর ভাষ্যদান ক'রে, শুভ বা ইতিবাচক জাদু কেজো হয়ে উঠবে?'

'তাই তো, কী ক'রে?'

'এখন আমি আর তা জানি না। অক্সফোর্ডে আমার বন্ধু ওকামের উইলিয়ামের সঙ্গে আমার এ নিয়ে তর্ক হয়েছিল, এখন এভিনিয়নে আছে সে। সে আমার মনে সন্দেহ ঢুকিয়ে দিয়েছে। কারণ যদি স্বতন্ত্রের বোধই কেবল সঠিক হয় তাহলে সমরূপ কারণের যে সমরূপ ফল রয়েছে এই প্রস্তাবনা প্রস্তাব (proposition) প্রমাণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। একটি একক বস্তু এক স্থানে শীতল বা উষ্ণ, মিষ্টি বা তেতো, সিক্ত বা শুষ্ক হতে পারে—এবং অন্য স্থানে নয়। আমি কি ক'রে সেই সর্বজনীন বন্ধন আবিষ্কার করব যা সবকিছুকে সুবিন্যস্ত করে, যদি আমি নতুন নতুন সত্তার এক অসীমতা তৈরি ক'রে একটি আঙুল তুলতে না পারি? কারণ, এ ধরনের একটি নাড়াচাড়াতে আমার আঙুল আর অন্য সব বস্তুর মধ্যেকার স্থানিক সম্পর্ক বদলে যায়। এই সম্পর্কগুলোর মাধ্যমেই আমার মন একক সত্তাগুলোর মধ্যেকার সম্পর্কগুলো অনুধাবন করতে পারে, কিন্তু এমন নিশ্চয়তা কোথায় যে এটি সর্বজনীন ও পাকাপোক্ত?'

'কিন্তু আপনি জানেন যে কাচের একটি বিশেষ পুরুত্বের সঙ্গে দৃষ্টির একটি বিশেষ শক্তির সম্পর্ক আছে, আর যেহেতু আপনি এটা জানেন তাই যে ধরনের পরকলা হারিয়েছেন সে-রকম পরকলা আপনি তৈরি করতে পারবেন; নইলে কি পারতেন?'

'ধারালো জবাব, আদ্সো। সত্যি বলতে কি, আমি এই প্রস্তাবনাটা দাঁড় করিয়েছি একই পুরুত্ব অবধারিতভাবেই একই দৃষ্টিশক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত। আমি এটাকে তর্কের খাতিরে সত্য বলে মেনে নিয়েছি কারণ অন্য কিছু ক্ষেত্রে আমি একই ধরনের ব্যক্তিগত উপলব্ধি অর্জন করেছি। নিশ্চিত ক'রে বলতে গেলে, লতাগুল্মের উপশমকারী বৈশিষ্ট্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক'রে বেড়ায় এমন যে কেউই এটা জানেন যে একই বর্গভুক্ত আলাদা আলাদা লতাগুল্মগুলোর রোগীর ওপর একই ধরনের সমান প্রভাব রয়েছে, আর তাই তদন্তকারী এই প্রস্তাবনা তৈরি করেন যে নির্দিষ্ট ধরনের প্রতিটি লতাগুল্ম জ্বর-জ্বর ভাবে ভোগা রোগীর উপকারে আসে বা একধরনের প্রতিটি পরকলা চোখের দৃষ্টিশক্তি একই পরিমাণে বাড়িয়ে দেয়। বেকন যে-বিদ্যার কথা বলেছেন তা প্রশ্নাতীতভাবে এসব প্রস্তাবের ওপর নির্ভরশীল। বুঝতে পারলে আদ্সো, আমাকে এ কথা বিশ্বাস করতে হবেই যে আমার প্রস্তাবটি কাজ করবে, করবে, কারণ আমি সেটা অভিজ্ঞতা থেকে শিখেছি, কিন্তু সে কথা বিশ্বাস করতে গিয়ে আমাকে অবশ্যই ধরে নিতে হবে যে, সর্বজনীন সূত্রাবলি বলে কিছু আছে। তার পরও আমি সেগুলোর কথা বলতে পারব না, কারণ সর্বজনীন সূত্রাবলি আর একটি প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্খলা যে আছে এই বিশেষ ধারণাটি এ কথা বোঝাবে যে ঈশ্বর তাদের বন্দি ক'রে রেখেছেন, অথচ ঈশ্বর এমন একটা কিছু যা পুরোপুরিভাবে মুক্ত, কাজেই "তিনি" যদি চাইতেন তাহলে তাঁর ইচ্ছার একটি

Banglabook.org

মাত্র কাজের মাধ্যমে তিনি তাঁর বিশ্ব বা জগৎকে অন্যরকম ক'রে ফেলতে পারতেন।'

'আর তার মানে, যদি আমি আপনার কথা ঠিকভাবে বুঝে থাকি, আপনি কাজ করেন এবং আপনি জানেন কেন আপনি কাজটি করছেন, কিন্তু আপনি জানেন না যে কেন আপনি জানেন যে আপনি যা করছেন তা আপনি কেন জানেন?'

আমি গর্বের সঙ্গেই বলব যে উইলিয়াম অপ্রশংস দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। 'হয়ত সেটাই। সে যা-ই হোক, এ-থেকে তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারলে কেন আমি (আমার) সত্য সম্পর্কে এত অনিশ্চিত, এমনকি যখন সেই সত্যের প্রতি আমার আস্থা বা বিশ্বাস থাকে তখনও।'

'আপনি উবার্তিনোর চাইতেও অতিন্দ্রীয়,' আমি বেশ অসন্তোষের সঙ্গে বললাম।

'হয়ত। কিন্তু তুমি দেখতেই পাচ্ছ, আমি প্রকৃতির জিনিস নিয়ে কাজ করি। আর, আমরা যে তদন্ত করছি সেটাতে আমি এটা জানতে চাই না যে কে ভালো বা কে মন্দ বা দুষ্ট, বা গত রাতে স্ক্রিপ্টোরিয়ামে কে ছিল, চশমাজোড়া কে নিল, কে আরেকটা দেহ বরফের ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়ার সময় বরফের ওপর একটা দেহের চিহ্ন রেখে গেছে এবং বেরেঙ্গার কোথায়। এগুলো হলো সত্য বা তথ্য। পরে আমি সেগুলো জোড়া দেবার চেষ্টা করব, যদি সেটা সম্ভব হয়, কারণ কোন কারণে কোন ফল-লাভ হয় সেটা বলা কঠিন। একজন দেবদূতের হস্তক্ষেপই সবকিছু বদলে দেবার জন্য যথেষ্ট (হবে); কাজেই একটা জিনিস যে আরেকটা জিনিসের কারণ হিসেবে প্রমাণ করা যায় না, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তার পরেও, মানুষকে চেষ্টা করতেই হয়, আমি যেমন করছি।

'আপনার জীবনটা বড্ড কঠিন,' আমি বললাম।

'কিন্তু আমি ব্রুনেলাসকে পেয়েছিলাম,' দুদিন আগের অশ্ব পর্বের কথা স্মরণ ক'রে উইলিয়াম চেঁচিয়ে উঠলেন।

'জগতে তাহলে শৃঙ্খলা আছে?' আমি বিজয়োল্লাসে চেঁচিয়ে বলে উঠলাম।

'তার মানে আমার এই গোবেচারা মাথাটাতেও খানিকটা শৃঙ্খলা আছে,' উইলিয়াম জবাব দিলেন।

এই সময়ে প্রায়-সমাপ্ত একটা ফর্ক বিজয়গর্বে উত্তোলিত ক'রে নিকোলাস ফিরে এলেন।

'আর এই কাটাটা যখন আমার গোবেচারা নাকের ওপর বসবে,' উইলিয়াম বললেন, 'তখন হয়ত আমার গোবেচারা মস্তিষ্কে আরো বেশি শৃঙ্খলা থাকবে।'

একজন শিক্ষানবিশ এসে জানাল মোহান্ত উইলিয়ামের সাক্ষাৎপ্রার্থী; তিনি বাগানে অপেক্ষা করছেন। আমরা রওনা হতে উইলিয়াম নিজের কপাল চাপড়ালেন, যেন ভুলে যাওয়া কিছু একটা এই মাত্র মনে পড়ল তার।

তিনি বললেন, 'ভালো কথা, আমি ভেনানশিয়াসের ক্যাবালিস্টিক সংকেতগুলোর অর্থোদ্ধার ক'রে ফেলেছি।'

BanglaBook.org

'সবগুলোর? কখন?

'তুমি যখন ঘুমোচ্ছিলে। আর ব্যাপারটা নির্ভর করে "সব" বলতে তুমি কী বোঝাচ্ছ তার ওপর। অগ্নিশিখার কারণে যে চিহ্নগুলো বেরিয়ে এসেছিল আমি সেগুলোর অর্থোদ্ধার করেছি, যেগুলো তুমি নকল ক'রে রেখেছিলে। গ্রীকে লেখা নোটগুলোকে একটু অপেক্ষা করতে হবে, আমি আমার নতুন চশমা পাওয়া পর্যন্ত।

'তাই? তা, সেখানে কি finis africae-র রহস্য সম্পর্কে কিছু বলা আছে?'

'হ্যাঁ, আর সমাধানের সূত্রটা ছিল বেশ সহজ। ভেনানশিয়াসের কাছে রাশিচক্রের বারোটা এবং অন্য আরো আটটা প্রতীক বা চিহ্ন ছিল : পাঁচটা গ্রহ, দুটো উপগ্রহ, আর পৃথিবীর জন্য। সব মিলিয়ে কুড়িটা প্রতীক বা চিহ্ন। লাতিন বর্ণমালার অক্ষরগুলোর সঙ্গে সেগুলোকে যুক্ত করার জন্য যথেষ্ট ছিল প্রতীকগুলো, কারণ 'unum' আর 'velut[৪]' এর আদ্যক্ষর দুটোর ধ্বনি বোঝাতে তুমি একই অক্ষর ব্যবহার করতে পারো। অক্ষরগুলোর ক্রম আমরা জানি। তাহলে প্রতীক বা চিহ্নগুলোর ক্রম কী হ'তে পারত? জোডিয়াকাল কোয়াড্রান্ট দূর প্রান্তে ঠেলে দিয়ে আমি আকাশের / মহাশূন্যের ক্রমের কথা ভাবলাম। তার মানে হলো, পৃথিবী, শুক্র, সূর্য, আর তারপর সনাতন সিকোয়েন্স রাশিচক্রের চিহ্নগুলো, যেভাবে ইসিডোরের সেভিল সেগুলোকে সাজিয়েছিলেন। শুরুতে মেষরাশি এবং মহাবিষুব, শেষ মীন রাশি দিয়ে। তো এবার তুমি এই সূত্রটি ব্যবহার করলে ভেনানশিয়াসের বার্তাটির একটা মানে পাবে।'

আমাকে তিনি পার্চমেন্টটা দেখালেন, সেটার ওপর তিনি বড়ো হাতের লাতিন হরফে বার্তাটি লিখে রেখেছেন : 'Secretum finis Africae manus supra idolum age primum et septimum de quatuor[৫]'

'পরিষ্কার?' তিনি শুধালেন।

'মূর্তিটার ওপর রাখা হাতটি চারের প্রথম এবং সপ্তমটির ওপর কাজ করে...' আমি আওড়ালাম, মাথা নেড়ে। 'কিচ্ছু বোঝা যাচ্ছে না।'

'জানি। প্রথমেই আমাদেরকে জানতে হবে "idolum" বলতে ভেনানশিয়াস কী বুঝিয়েছে? কোনো ছবি? কোনো ভূত? কোনো মূর্তি?' আর তার পর এই "চার"'টা কী হতে পারে যার একটা "প্রথম" আর একটা "সপ্তম" রয়েছে? আর সেগুলোকে দিয়ে কী করা হবে? নাড়াতে হবে, ঠেলতে হবে, টানতে হবে?'

'তার মানে আমরা কিছুই জানি না এবং যেখানে ছিলাম ঠিক সেখানেই আছি আমরা,' প্রচণ্ড কষ্ট নিয়ে আমি বললাম।

উইলিয়াম থেমে গেলেন, তারপর আমার দিকে এমন এক দৃষ্টিতে তাকালেন যাকে ঠিক সদাশয় বলা যায় না। তিনি বলেন, 'বৎস, তোমার সামনে তুমি এক হতভাগ্য ফ্রান্সিসকানকে দেখতে পাচ্ছ, যে কিনা ঈশ্বরের অসীম ক্ষমতার বদৌলতে সামান্য বিদ্যা-বুদ্ধি আর অল্প দক্ষতা

BanglaBook.org

অর্জন করেছে, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এমন একটা গোপন কোড-এর অর্থোদ্ধারে সক্ষম হয়েছে যেটার নির্মাতা নিশ্চিত ছিলেন যে সেটা তার নিজের ছাড়া আর কারো কাছেই বোধগম্য হবে না...আর তুমি, হতচ্ছাড়া অশিক্ষিত বদমাশ, তোমার কতো বড়ো সাহস যে বলছ আমরা যেখানে ছিলাম সেখানেই আছি?'

আমি খুব অপুটভাবে ক্ষমা চাইলাম। আমি আমার প্রভুর অহমে ঘা দিয়েছি, কিন্তু তার পরও আমি এটা বুঝতে পেরেছিলাম যে তিনি তার ডিডাকশনের গতি ও যথার্থতা নিয়ে কতটা গর্বিত। উইলিয়াম সত্যিই এবং প্রশংসনীয় কাজ করেছেন, এবং কুশলী ভেনানশিয়াস যদি কেবল এক গুপ্ত বর্ণমালার আড়ালে নিজের আবিষ্কার লুকিয়ে রাখাই নয় তারপরে আবার এক অর্থোদ্ধার-অসম্ভব ধাঁধা নির্মাণ ক'রে থাকে তাহলে তো তাঁকে দোষ দেয়া যায় না।

'ও কিছু নয়, ও কিছু নয়, ক্ষমা চাইতে হবে না,' উইলিয়াম আমাকে মাঝপথে বাধা দিলেন। 'শত হলেও ঠিকই বলেছ তুমি। এখনো খুব অল্পই জানি আমরা। এসো।'

টীকা

১. 'পরে আমি একজন স্বর্গদূতকে সূর্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম...' ইত্যাদি (নতুন নিয়ম : প্রকাশিত বাক্য - দ্য রেভেলেশন, ১৯:১৭)

টেক্সট : 'Quod enim laicali ruditate turgescit non habet effectum nisi fortuito[২],'

অনুবাদ : 'কারণ সাধারণ অজ্ঞতা থেকে যার জন্ম তা আকস্মিকভাবে ছাড়া অন্য কোনোভাবে কোনো প্রভাব ফেলতে পারে না।'

৩. **টেক্সট** 'Sed opera sapientiae certa lege vallantur et in fine debitum efficaciter diriguntur।'

অনুবাদ : 'কিন্তু প্রজ্ঞাসমৃদ্ধ কোনো কাজ সুনির্দিষ্ট আইন দ্বারা সুরক্ষিত থাকে এবং কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের দিকে কার্যকরভাবে চালিত হয়।'

৪. **টেক্সট** : 'unum' আর 'velut'

অনুবাদ : 'এক' এবং 'যেমন'

৫. **টেক্সট** : 'Secretum finis Africae manus supra idolum age primum et septimum de quatuor

অনুবাদ : 'আফ্রিকার শেষ-এর জন্য চারের প্রথম এবং সপ্তমটির ওপর প্রতিমায় হাত রাখো।" এই কথাটাই টেক্সটে 'মূর্তিটার ওপর রাখা হাতটা চারের প্রথম এবং সপ্তমটির ওপর কাজ করে...' এভাবে অনুবাদ করা হয়েছে।

BanglaBook.org

তৃতীয় দিন

ভেসপার্স

যেখানে মোহান্ত আবার অতিথিদের সঙ্গে কথা বলেন, এবং উইলিয়াম গোলকধাঁধার রহস্য উদ্‌ঘাটনে কিছু অত্যাশ্চর্য ধারণা লাভ করেন এবং যারপরনাই যুক্তিসিদ্ধ (rational) পদ্ধতিতে সফল হন। তারপর উইলিয়াম আর আদসো দুধ-ডিম-ময়দায় ফ্যাটানো পনির ভক্ষণ করেন।

উদ্বিগ্ন, কঠোর চেহারা নিয়ে মোহান্ত আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তাঁর হাতে একটা কাগজ।

'এইমাত্র কংকোয়েস-এর মোহান্তের কাছ থেকে আসা এই চিঠিটা পেলাম,' তিনি বললেন। 'ফরাসী সৈন্যদের নেতৃত্ব এবং প্রতিনিধিদলের নিরাপত্তার দায়িত্বভার জন যার ওপর অর্পণ করেছেন তাঁর নাম তিনি এই চিঠিতে জানিয়েছেন। তিনি কোনো সৈনিক নন, রাজদরবারেরও লোক নন; এবং তিনি একই সঙ্গে প্রতিনিধিদলের সদস্যও হবেন।'

উইলিয়াম অস্বস্তির সঙ্গে বললেন, 'বিভিন্ন গুণের এক বিরল সমন্বয় দেখছি। কে তিনি?'

'বার্নাদ গুই বা বার্নাদো গিদঅনি, যে নামে ডাকতে পছন্দ আপনার।'

উইলিয়াম তাঁর নিজের ভাষায় এমন একটি অভিব্যক্তি প্রকাশ করলেন যেটা আমি বুঝলাম না, মোহান্তও না, এবং সম্ভবত না-বোঝাটাই ভালো হলো আমাদের জন্য, কারণ যে-শব্দটা উইলিয়াম উচ্চারণ করলেন সেটায় একটা অশ্লীল হিসহিস ধ্বনি ছিল।

সেই সঙ্গে তিনি যোগ করলেন, 'ব্যাপারটা আমার পছন্দ হচ্ছে না। বছরের পর বছর ধরে বানার্দ তুলুজ অঞ্চলে ধর্মদ্রোহীদের মূর্তিমান আতঙ্ক ছিল, এবং যারা ভালদেনসীয়, বেগার্ড, ফ্রাতিচেল্লি আর দলচিনীয়দের তাড়া ক'রে নিশ্চিহ্ন করার শপথ নিয়েছে তাদের জন্য সে একটা *Practica officii inquisitionis heretice pravitatis*[১]-ও লিখেছে।'

'আমি জানি। বইটা আমার পরিচিত; খুবই উচ্চমার্গীয় রচনা।'

'অসাধারণ রকমের উচ্চমার্গীয় রচনা,' উইলিয়াম স্বীকার করলেন। 'সে জনের একান্ত অনুগত, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তিনি তাকে ফ্ল্যান্ডার্স আর এই উত্তর ইতালিতে বেশ কিছু মিশনে পাঠিয়েছেন। আর এমনকি যখন তাকে গ্যালিসিয়ার বিশপ নাম দেয়া হয়, তখনো তাকে তার ডায়োসিজে (বিশপের এলাকায়) দেখা যায়নি, বরং ইনকুইযিটর হিসেবে সে তার কাজ চালিয়ে গেছে। আমি ভেবেছিলাম সে লোদেভেতে তার বিশপ্রিকে (বিশপের এলাকায়) গিয়ে অবসর নিয়েছে, কিন্তু দৃশ্যত জন তাকে আমার কাজে ডেকেছেন, একেবারে এই উত্তর ইতালিতে। কিন্তু এত মানুষ থাকতে বার্নার্ড কেন, এবং সৈনিকদের ওপর কর্তৃত্ব দিয়ে কেন...?'

BanglaBook.org

মোহান্ত বললেন, 'তার একটা জবাব আছে, এবং গতকাল আমি আপনার কাছে যেসব ভয়ের কথা বলেছিলাম সবই সেই জবাবের মাধ্যমে নিশ্চিত হয়েছে। আপনি ভালো ক'রেই জানেন – যদিও সে কথা আপনি স্বীকার করবেন না আমার কাছে – যে, পেরুজিয়া সম্মেলন-সমর্থিত যীশু ও গীর্জার দারিদ্র্যবিষয়ক মত যদিও প্রচুর ধর্মতাত্ত্বিক যুক্তির সহায়তা পেয়েছিল কিন্তু তা আসলে বহু ধর্মদ্বেষিতামূলক আন্দোলন সমর্থিত মতেরই অনুরূপ, যদিও সেসব মতের প্রতি সমর্থন জোগানো হয়েছে অনেক কম বিবেচনার সঙ্গে এবং অনেক কম আচারনিষ্ঠভাবে। সম্রাটের মদত দেয়া চেযেনার মাইকেল-এর অবস্থান এবং উবার্তিনো আর এঞ্জেলাস ক্ল্যারেনাসের অবস্থানের মতোই তা বুঝিয়ে দিতে বেশি কসরত করতে হয় না, এবং এই প্রসঙ্গ পর্যন্ত দুই প্রতিনিধিদল একমত হবে। কিন্তু গুই আরো এগোতে পারে এবং তার সে দক্ষতা আছে; সে এটা জোর দিয়ে বলার চেষ্টা করবে যে, পেরুজিয়ার থিসিসগুলো ফ্রাতিচেল্লিদের বা ছদ্ম অ্যাপসলদের থিসিসের অনুরূপ।'

'এটা আগেভাগেই বোঝা গিয়েছিল। মানে বলতে চাইছি, আমরা জানতাম ব্যাপারগুলোর এই পরিণতি হবে, এমনকি বার্নার্ডের উপস্থিতি ছাড়াও। বড়ো জোর যেটা হতে পারে, বার্নার্ড কিউরিয়া-র (curia) ওইসব অযোগ্য লোকজনের চাইতে বেশি কার্যকরভাবে কাজ করবে, এবং তার সঙ্গে বিতর্কটাও আরো বেশি সূক্ষ্ম হবে।'

মোহান্ত বললেন, 'হ্যাঁ, কিন্তু এই মুহূর্তে আমরা গতকালকের তোলা প্রসঙ্গটায় আসছি। আগামীকালের মধ্যে যদি আমরা দুটো বা সম্ভবত তিনটে অপরাধের দোষে দোষী লোকটিকে আবিষ্কার করতে না পারি, তাহলে মঠের যাবতীয় ব্যাপার-স্যাপারের নিয়ন্ত্রণ আমাকে বার্নার্ডের হাতে তুলে দিতেই হবে। বার্নার্ড যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হবেন সেই ক্ষমতায় ভূষিত একজন মানুষের কাছ থেকে আমি এ কথা লুকোতে পারি না (এবং আমাদের পারস্পরিক অঙ্গীকারের কারণে আমাদের ভুলে যাওয়া চলবে না) যে, এখানে এই মঠে ব্যাখ্যার অযোগ্য কিছু ঘটনা ঘটে গেছে এবং ঘটে চলেছে। তা না হলে, যখনি তিনি ব্যাপারটা জেনে যাবেন, যে মুহূর্তে (ঈশ্বর না করুন) নতুন কোনো রহস্যময় ঘটনা ঘটবে, ব্যাপারটাকে বিশ্বাসঘাতকতা বলে ঘোষণা করার পূর্ণ অধিকার থাকবে তার....'

'কথা সত্য,' বিড়বিড় ক'রে চিন্তিত ভঙ্গিতে উইলিয়াম বললেন। 'কিন্তু কিছুই করার নেই। ব্যাপারটা ভালোই হবে হয়ত   আততায়ীকে নিয়ে ব্যস্ত বার্নার্ড বিতর্কে অংশ নেবার সময় কম পাবে।'

'খুনীকে খুঁজে পাওয়ার কাজে ব্যস্ত বার্নার্ড কিন্তু আমার কর্তৃত্বের পাশে একটা কাঁটা হয়ে থাকবে; মনে রাখবেন। গোলমেলে ব্যাপারটা এই প্রথমবারের মতো মঠের চৌহদ্দীর ভেতর আমার ক্ষমতার একটা অংশ ছেড়ে দিতে বাধ্য করল, এবং এটা কেবল এই মঠেরই নয়, খোদ ক্লুনীয় সম্প্রদায়ের ইতিহাসেই একটা নতুন মোড় নেবার মতো ঘটনা। ব্যাপারটা এড়াতে আমি যেকোনো কিছু করব। বেরেঙ্গার কোথায়? কী ঘটেছে তার কপালে? কী হয়েছে তার? আপনি কী করছেন?'

'আমি নিতান্তই এক সন্ন্যাসী, যে কিনা বহুদিন আগে কিছু কার্যকর ইনকুইযিশন-সংক্রান্ত

BanglaBOOK.org

তদন্ত পরিচালনা করেছিল। আপনি জানেন, দুই দিনে সত্য খুঁজে বের করা যায় না। আর শত হলেও, আপনি আমাকে কোন ক্ষমতাটা দিয়েছেন? আমি কি পাঠাগারে ঢুকতে পারি? আমি কি সর্বক্ষণ আপনার কর্তৃত্ব অনুমোদন সাপেক্ষে ইচ্ছেমতন সব প্রশ্ন জিগ্যেস করতে পারি?'

মোহান্ত ক্রুদ্ধভাবে বললেন, 'এই সব অপরাধ আর গ্রন্থাগারের মধ্যে আমি তো কোনো সম্পর্ক দেখতে পাচ্ছি না।'

'আদেল্‌মো কিন্তু গ্রন্থালংকারিক ছিল, ভেনানশিয়াস অনুবাদক। বেরেঙ্গার সহকারী গ্রন্থাগারিক...' ধৈর্য্যর সঙ্গে ব্যাখ্যা করলেন উইলিয়াম।

'সে হিসেবে তো ষাট জন সন্ন্যাসীর সবারই গ্রন্থাগারের সঙ্গে কোনো না কোনো সম্পর্ক আছে, যেমনটা আছে গীর্জার সঙ্গে। সেক্ষেত্রে, গীর্জাতেও তদন্ত চালাচ্ছেন না কেন? ব্রাদার উইলিয়াম, আপনি আমার অনুরোধে এবং আমার বেঁধে দেয়া গণ্ডির মধ্যে একটা তদন্ত করছেন। বাকি সব কিছুর জন্য, এই দেওয়ালগুলোর চৌহদ্দীর মধ্যে, ঈশ্বরের পর এবং তাঁর অনুগ্রহে আমিই সর্বেসর্বা। আর এটা বার্নার্ডের জন্যেও প্রযোজ্য হবে। যাই হোক না কেন,' অপেক্ষাকৃত শান্ত কণ্ঠে তিনি যোগ করলেন, 'বার্নার্ড যে এখানে বিশেষ ক'রে কেবল সভাটার জন্যই আসছেন তা না-ও হতে পারে। কংকোয়েসের মোহান্ত আমাকে লিখেছেন যে পোপ কার্ডিনাল বাট্রান্ড দেল পোগেত্তোকে বলেছেন যেন তিনি বোলোনিয়া থেকে এসে পোপের প্রতিনিধিদলের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। বার্নার্ড সম্ভবত কার্ডিনালের সঙ্গে দেখা করতে আসছেন।'

'বৃহত্তর প্রেক্ষিতে যা কিনা আরো খারাপ হবে। বার্নার্ড মধ্য ইতালির ধর্মদ্বেষীদের যম। ধর্মদ্বেষীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের এই দুই বীরের মধ্যে টক্করটা দেশে শেষ পর্যন্ত গোটা ফ্রান্সিসকান আন্দোলনের বিরুদ্ধেই আরো বড়োসড়ো আক্রমণের আবির্ভাবের ঘোষণা করতে পারে... ।'

মোহান্ত বললেন, 'এবং আমরা বিষয়টা চটজলদি সম্রাটকে জানাব, কিন্তু এক্ষেত্রে বিপদটা একেবারে তাৎক্ষণিক হবে না। আমরা সতর্ক থাকব। বিদায়।'

মোহান্ত চলে যাওয়ার পর উইলিয়াম কিছুক্ষণ কোনো কথা বললেন না। তারপর তিনি আমাকে বললেন, 'প্রথম কথা, আমাদেরকে যেন তাড়াহুড়োয় পেয়ে না বসে। যখন এত-শত ছোটো ছোটো আলাদা আলাদা অভিজ্ঞতা জোড়া দিতে হয় তখন বিচারগুলো তাড়াতাড়ি সমাধান করা যায় না। আমি গবেষণাগারে ফিরে যাচ্ছি, কারণ পাণ্ডুলিপিটা পড়া থেকে আমাকে বিরত রাখা ছাড়াও, আমার পরকলাজোড়া না থাকার কারণেও আজ রাতে আর আমার গ্রন্থাগারে ফিরে যাওয়ার কোনো মানে হয় না।'

এই সময়ে মরিমন্দো-র নিকোলাস, যাকে এক পুরোদস্তুর দুঃসংবাদদূত বলা যায়, আমাদের দিকে ছুটে এলেন। তিনি যখন সবচেয়ে ভালো পরকলাটা পালিশ করছিলেন, যেটার ওপর উইলিয়াম এত ভরসা করেছিলেন, সেটা ভেঙে গিয়েছিল। এবং আরেকটা, যেটাকে হয়ত আগেরটার বদলে কাজে লাগানো যেত, সেটাকে *fork* মধ্যে ঢোকানোর চেষ্টা করার সময় সেটায় চিড় ধরে গেল। নিকোলাস অসহায়ভাবে আকাশের দিকে ইঙ্গিত করলেন। ভেসপার্স-এর সময় প্রায় হয়ে এসেছে তখন, আঁধার

BanglaBook.org

নেমে আসছে। সেদিনের জন্য আর কোনো কাজ করা যাবে না। যদিও নিকোলাস নিজেই যথেষ্ট রকমের নাজেহাল হয়েছিলেন, তার পরও সেই ওস্তাদ কাচমিস্ত্রিকে গলা টিপে মারার একটা প্রলোভন সংবরণ ক'রে (পরে যেটা তিনি আমার কাছে স্বীকার করেছিলেন) উইলিয়াম তিক্তভাবে মেনে নিলেন যে, আরেকটা দিন নষ্ট হলো। তাঁকে তার নাজেহাল দশাতেই রেখে আমরা বেরেঙ্গারের খোঁজখবর করতে চলে এলাম। স্বভাবতই কেউই খুঁজে পায়নি তাকে।

আমাদের মনে হলো আমরা একটা কানাগলিতে এসে পড়েছি। খানিকটা সময় দুজন ক্লয়স্টারে হাঁটাহাঁটি করলাম, বুঝতে পারছি না ঠিক কী করব এখন। কিন্তু শিগ্‌গিরই দেখলাম উইলিয়াম চিন্তায় ডুবে গেছেন, তাকিয়ে আছেন শূন্যের দিকে, যেন কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না তিনি। কয়েক হপ্তা আগে যেসব লতাগুল্ম তাঁকে সংগ্রহ করতে দেখেছিলাম সেসবের একটি শাখা নিজের পোশাকের ভেতর থেকে বের করেছিলেন তিনি একটু আগে; এখন সেটা চিবোচ্ছেন তিনি, যেন সেটা তাঁকে একটা প্রশান্ত উদ্দীপনা দিচ্ছে। সত্যি বলতে কি, মনে হলো তিনি ওখানে নেই, কিন্তু খানিক পরপর তাঁর চোখজোড়া জ্বলে উঠছে, যেন তাঁর মনের শূন্যতায় নতুন কোনো চিন্তা জ্বলে উঠেছে। তারপর তিনি তাঁর সেই বিশেষ ও সক্রিয় অবসাদে ডুব দিচ্ছেন। হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন, 'অবশ্যই, আমরা পারতাম...'।

'কী?' আমি শুধোলাম।

'গোলকধাঁধাটার মধ্যে পথ খুঁজে পাওয়ার একটা উপায় বের করার চেষ্টা করছিলাম কাজটা সহজ না, কিন্তু বেশ কার্যকর হতো...। শত হলেও বের হওয়ার পথটা পুব টাওয়ারে : এটা আমরা জানি। এখন, ধরো যদি আমাদের কাছে এমন একটা যন্ত্র থাকতো যেটা উত্তর দিক কোন দিকে সেটা বলতো। কী হতো তাহলে?'

'স্বভাবতই, আমাদেরকে কেবল ডান দিকে ঘুরতে হতো আর তাহলেই পুব দিক বরাবর এগোতে থাকতাম আমরা। অথবা, আবার উলটো দিকে গেলেও চলত, তাহলেই আমরা জানতাম যে আমরা দক্ষিণ টাওয়ারের দিকে এগোচ্ছি। কিন্তু যদি ধরিও নিই যে এমন একটা জাদুকরী জিনিসের অস্তিত্ব রয়েছে, গোলকধাঁধাটা শেষ পর্যন্ত সেই গোলকধাঁধাই, এবং যখনই আমরা পুব দিক বরাবর এগোতাম দেখা যেতো একটা দেওয়ালের সামনে এসে পড়েছি যেটা কিনা সোজা এগোতে বাধা দিচ্ছে আমাদের এবং আমরা আবারও পথ হারাতাম আমরা.. ' আমি মন্তব্য করলাম।

'হ্যাঁ, কিন্তু আমি যে যন্ত্রটার কথা বলছি সেটা *সব সময়ই* উত্তর দিকে নির্দেশ করবে, এমনকি আমরা আমাদের পথ পরিবর্তন করলেও, এবং প্রতিটি স্থানে সেটা আমাদের বলে দেবে কোন দিকে মোড় নিতে হবে।'

'তাহলে তো দারুণ হতো। কিন্তু আমাদের তো এই যন্ত্রটা পেতে হবে এবং সেটাকে রাতের বেলা এবং ঘরের মধ্যে উত্তর দিক চিনতে (পারতে) হবে, সূর্য বা তারা না দেখেই...এবং আমার বিশ্বাস, এমনকি রজার বেকনের কাছেও এমন যন্ত্র নেই,' আমি হেসে উঠলাম।

BanglaBook.org

'কিন্তু তোমার ভুল হয়েছে,' উইলিয়াম বললেন, 'কারণ এ ধরনের একটা যন্ত্র তৈরি করা হয়েছে এবং কিছু কিছু নাবিক সেটা ব্যবহার করে। নক্ষত্র বা সূর্যের দরকার পড়ে না সেটার, কারণ যন্ত্রটা একটা অসাধারণ পাথরের শক্তিকে কাজে লাগায়, সেভেরিনাসের শুশ্রূষাগারে আমরা যেটা দেখেছিলাম সেটার মতন, যেটা লোহাকে আকর্ষণ করে। এবং বেকন আর এক পিকার্ড জাদুকর মারিকোর্টের পিয়ের এই পাথর নিয়ে গবেষণা করেছেন, সেটার নানান ব্যবহারের কথাও বলছেন।

'কিন্তু আপনি কি ওটা বানাতে পারেন?'

'এমনিতে ওটা বানানো তেমন কঠিন কিছু হবে না। অনেক আশ্চর্য কাজে ব্যবহার করা যায় পাথরটা, এই যেমন এমন একটা যন্ত্র বানানো যায় সেটা দিয়ে যেটা বাইরের কোনো শক্তি ছাড়াই অনন্তকাল ধরে চলতে পারবে, কিন্তু ওটা দিয়ে সবচেয়ে সরল যে আবিষ্কারটা করা হয়েছিল সেটার কথাও বলে গিয়েছিলেন একজন আরব, নাম তাঁর বায়েলেক আল-কাবায়েকি। পানিতে পূর্ণ একটা পাত্র নাও, তারপর একটা বোতলের ছিপিতে লোহার তৈরি একটু সুচবিদ্ধ ক'রে ছিপিটাকে ওই পানিতে ভাসিয়ে দাও, তারপর পানির তলের ওপর সেই চুম্বকে পাথরটা নাড়তে থাকো যতক্ষণ পর্যন্ত না সুচটা সেই পাথরের গুণ লাভ করে, এবং তখন সুচটা ঘুরে গিয়ে উত্তর দিক নির্দেশ করবে; তবে এ কাজটা সেই পাথরটাও করতে পারত যদি কোনো পিভট-এর চারপাশে সেটাকে ঘোরাবার ব্যবস্থা করা যেত; তো, এ অবস্থায় সেই পাত্রটা নিয়ে চলতে থাকলে সেটা সব সময় উত্তুরে বাতাসের দিকে ঘুরে যাবে। স্পষ্টতই, মনে মনে যদি তুমি জানো উত্তর কোন দিকে এবং পাত্রটার প্রান্তে পুব, দক্ষিণ আর পশ্চিম দিকের অবস্থান চিহ্নিত ক'রে দাও তাহলে গ্রন্থাগারে পুব টাওয়ারে পৌঁছুবার জন্য গ্রন্থাগারের কোন দিকে ঘুরতে হবে সেটা তোমার সব সময় জানা থাকবে

'কী দারুণ জিনিস!' আমি আশ্চর্য হয়ে বলে উঠলাম। 'কিন্তু সুচটা কেন সব সময় উত্তর দিক নির্দেশ করে? পাথরটা লোহা আকর্ষণ করে আমি দেখেছি, এবং ধারণা করি বিপুল পরিমাণ লোহা পাথরটাকে আকর্ষণ করে। কিন্তু তাহলে...তাহলে ধ্রুবতারার দিকে, ভূগোলকের একেবারে প্রান্ত সীমায় নিশ্চয়ই বিশাল সব লোহার খনি আছে।'

'ব্যাপারটা যে এরকম সে-ইঙ্গিত কিন্তু আসলেই দিয়েছেন একজন। শুধু এটুকু ছাড়া যে, সুচটা কিন্তু একদম daystar-এর (ধ্রুবতারার) দিকে মুখ ক'রে থাকে না, বরং সেলেশ্চিয়াল মেরিডিয়ানগুলোর সংযোগবিন্দুর (intersection) দিকে (তাকিয়ে থাকে)। এটা একটা চিহ্ন, যেটা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে সেটা, "hic lapis gerit in se similitudinem coeli", এবং চুম্বকের মেরু দুটো আকাশের মেরু থেকে যার যার আনতি (inclination) লাভ করে, পৃথিবীর মেরুদুটো থকে নয়। যা কিনা দূর থেকে গতি সঞ্চার করার – প্রত্যক্ষ বস্তুগত কার্যকারণের সাহায্যে নয় – একটি চমৎকার উদাহরণ : আর এই সমস্যাটি নিয়েই আমার বন্ধু জানদুন জন কাজ করে, যখন সম্রাট তাকে এভিনিয়নকে পৃথিবীর পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে বলে না...।'

আমি উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলাম, 'তাহলে চলুন, সেভেরিনাসের পাথর এবং একটা পাত্র আর কিছু পানি আর একটা শোলা নেয়া যাক।'

‘একটু দাঁড়াও,’ উইলিয়াম বললেন, ‘আমি জানি না ঠিক কেন, কিন্তু আমি এমন কোনো যন্ত্র দেখিনি যেটা, দার্শনিকের বর্ণনায় যতই নিখুঁত হোক, যান্ত্রিক ক্রিয়াকর্মে নিখুঁত। অথচ চাষীর লম্বা হাতাঅলা কাটারি, কোনো দার্শনিক যে-হাতিয়ারের কোনো বর্ণনা দেননি, সেটার যেমন কাজ করার কথা সব সময় সেটা ঠিক তেমনই কাজ করে... । আমার মনে হয় না যে এক হাতে বাতি আর আরেক হাতে পানি ভর্তি একটা পাত্র নিয়ে গোলকধাঁধার মধ্যে ঘুরে বেড়ানো....না, একটু দাঁড়াও! আরেকটা কথা এসেছে মাথায়। আমরা গোলকধাঁধার বাইরে থাকলেও যন্ত্রটা উত্তর দিকনির্দেশ করবে, ঠিক কি না?’

‘হ্যাঁ, তা করবে, কিন্তু তখন আর সেটা কোনো কাজে আসবে না আমাদের। কারণ আমাদের কাছে তখন সূর্য আর নক্ষত্র থাকবে,’ আমি বললাম।’

‘জানি, জানি। কিন্তু যন্ত্রটা যদি ভেতর-বাহির দু’জায়গায়ই কাজ করে তাহলে আমাদের মাথার বেলাতেই-বা তা একই হবে না কেন?’

‘আমাদের মাথা? অবশ্যই সেটা ভেতরেও কাজ করে, আর সত্যি বলতে কি, বাইরে থেকে আমরা এডিফিকিয়ুমের লে-আউটটা বেশ ভালোই জানি! কিন্তু ভেতরে গেলেই আমরা দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ি।’

‘একদম। কিন্তু যন্ত্রটার কথা আপাতত ভুলে যাও। মেশিনসংক্রান্ত ভাবনা-চিন্তা আমাকে প্রাকৃতিক নিয়মকানুন আর চিন্তার নিয়মকানুনের ভাবনার দিকে নিয়ে গেছে। ব্যাপারটা আসলে এই বাইরে থেকে আমাদেরকে অবশ্যই একটা পথ বের করতে হবে যাতে আমরা এডিফিকিয়ুমটা ভেতরে কেমন সেটা বর্ণনা করতে পারি...’।

‘কিন্তু কিভাবে?’

‘আমরা অঙ্কশাস্ত্র ব্যবহার করব। আবু রুশদ যেমনটি বলেন, “কেবলমাত্র অঙ্কশাস্ত্রেই আমাদের জানা জিনিসকে সেসবের সঙ্গে তুলনা করা হয় যেগুলো পরমভাবে জ্ঞাত।”

‘তার মানে আপনি universal notions-এর কথা স্বীকার করেন দেখছি।’

‘গাণিতিক notion হচ্ছে কিছু প্রস্তাব যেগুলোকে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি এমনভাবে তৈরি করে যা সব সময় সত্য হিসেবে কাজ করে, তার কারণ, হয় তারা সহজাত (innate) অথবা গণিতশাস্ত্র অন্যান্য বিজ্ঞানের আগেই আবিষ্কৃত হয়েছিল। এবং গ্রন্থাগারটা এমন এক মানবমনের তৈরি যা একটা গাণিতিক ধরনের চিন্তা করত। আর কাজেই আমাদের গাণিতিক প্রস্তাবগুলোকে অবশ্যই সেই গ্রন্থাগার নির্মাতার প্রস্তাবগুলোর সঙ্গে তুলনা করতে হবে, এবং এই তুলনা থেকে বিজ্ঞান তৈরি করা যেতে পারে।’ কারণ এটা রাশির ওপর রাশি স্তূপীকৃত করা এক বিজ্ঞান। সে যা-ই হোক, তাই ব’লে আমাকে অধিবিদ্যার আলোচনায় টেনে এনো না যেন। তোমার ওপর আজ কোন শয়তান এসে ভর করল আবার? তার চেয়ে বরং তুমি – যার কিনা চোখ ভালো আছে– একটা পার্চমেন্ট, একটা ফলক – যার ওপর তুমি কিছু চিহ্ন আঁকতে পারবে, আর একটা স্টাইলাস নাও...আছে

BanglaBook.org

ওগুলো তোমার কাছে? বেশ, ভালো হলো তোমার জন্য আদ্‌সো। চলো, এডিফিকিয়ুমটা এক পাক ঘুরে আসা যাক, আলো খানিকটা থাকতে থাকতে।'

কাজেই এডিফিকিয়ুমটা ঘিরে বড়োসড়ো একটা পাক দিলাম আমরা। তার মানে, দূর থেকে আমরা পুব, দক্ষিণ আর পশ্চিম টাওয়ার পর্যবেক্ষণ করলাম, সঙ্গে সেগুলোর সংযোজক দেয়ালগুলো। বাকিটা দুরারোহ পর্বত্রগাত্রের ওপর উঠে গেছে, যদিও আমরা যা দেখছিলাম সেটার চাইতে বাকি অংশটার ভিন্ন হওয়ার সুযোগ ছিল না, সাদৃশ্যতার বিবেচনায়।

আর আমরা যা দেখলাম তা হচ্ছে প্রতিটি দেওয়ালেই দুটো জানালা রয়েছে, আর প্রতিটি টাওয়ারে রয়েছে পাঁচটি ক'রে, এবং উইলিয়াম সবকিছু দেখতে দেখতে আমাকে আমার ফলকে সেগুলো ঠিক ঠিক লিখে রাখতে বাধ্য করলেন।

'এবার ভেবে দেখো,' আমার গুরু আমাকে বললেন, 'আমাদের দেখা প্রতিটি কামরায় একটা করে জানালা ছিল...।'

'কেবল সপ্তভুজ কামরাগুলো ছাড়া,' আমি বললাম।

'এবং স্বাভাবিকভাবেই, সেগুলো হচ্ছে প্রতিটি টাওয়ারের একেবারে মধ্যেখানের গুলো।

'আর অন্য কিছু কামরা ছাড়া যেগুলোতে জানালা না থাকলেও সেগুলো সপ্তভুজাকার নয়।'

'সেগুলোর কথা ভুলে যাও। প্রথমে নিয়মটা বের করা যাক, তারপর আমরা ব্যতিক্রমগুলো ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব। তো, প্রতিটি টাওয়ারে আমরা বাইরের দিকে পাঁচটি কামরা পাব, আর দুটো কামরা পাব প্রতিটি খাড়া দেওয়ালে, সে কামরাগুলোর প্রতিটিতে পাব আবার একটি ক'রে জানালা। কিন্তু একটি জানালাবিশিষ্ট কামরা থেকে আমরা যখন এডিফিকিয়ুমের ভেতরের দিকে অগ্রসর হই তখন আমরা একটি জানালাসহ আরেক কামরার দেখা পাই। যেটা এটা বোঝায় যে ভেতরের কিছু জানালা রয়েছে। তা, এখন রান্নাঘর এবং স্ক্রিপটোরিয়াম থেকে দৃশ্যমান অভ্যন্তরীণ কূপটার আকৃতি তাহলে কেমন দেখাবে?'

'অষ্টভুজাকৃতি,' আমি বললাম।

'চমৎকার। আর, স্ক্রিপ্টোরিয়ামে অষ্টভুজটার প্রতিটি ধারে বা বাহুতে রয়েছে দুটো ক'রে জানালা। তার মানে কি এই যে অষ্টভুজটার প্রতি ধারে বা বাহুতে দুটো ক'রে অভ্যন্তরীণ কামরা রয়েছে? কি, ঠিক বলেছি?'

'হ্যাঁ, কিন্তু জানালাবিহীন কামরাগুলোর কী অবস্থা?'

'সে-রকম কামরা আছে সব মিলিয়ে আটটা। আসলে প্রতিটি টাওয়ারের সপ্তভুজাকার অভ্যন্তরীণ কামরায় পাঁচটি দেওয়াল আছে যেগুলোর প্রতিটি থেকে টাওয়ারের পাঁচটি কামরার একটিতে যাওয়া যায়। অন্য দুটো দেওয়াল কিসের সঙ্গে রয়েছে? বাইরের দেওয়ালগুলোর সঙ্গে বসানো কামরাগুলোর সঙ্গে নয়, সেক্ষেত্রে জানালা থাকত, এবং অষ্টভুজের সঙ্গের কামরাগুলোর

BanglaBook.org

সঙ্গেও নয়, ওই একই কারণে, এবং সেই সঙ্গে এই কারণে যে সেক্ষেত্রে কামরাগুলো অনেক লম্বা হয়ে পড়ত। গ্রন্থাগারটা ওপর থেকে দেখতে কেমন হতে পারে তার একটা মানচিত্র আঁকার চেষ্টা করো। দেখতে পাবে প্রতিটি টাওয়ারে অবশ্যই এমন দুটো কামরা রয়েছে যেগুলো সপ্তভুজাকার কামরাটার সঙ্গে যুক্ত এবং সেখান থেকে সেই দুই কামরায় যাওয়া যায় যেগুলো ভেতরের অষ্টভুজ কূপটার সঙ্গে যুক্ত।'

আমার প্রভু যেরকম বললেন সে-রকম একটা নকশা আঁকার চেষ্টা করলাম আর তারপরে একটা বিজয়োল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলাম। 'এবার আমরা সব জানি। দাঁড়ান গুনে দেখি।...গ্রন্থাগারে ছাপ্পান্নটি কামরা আছে, তার মধ্যে চারটি সপ্তভুজাকার, আর বাকি বায়ান্নটি মোটামুটি বর্গাকার, আর সেগুলোর মধ্যে আটটিতে কোনো জানালা নেই, আর ওদিকে আটাশটি বাইরের দিকে মুখ ক'রে আছে, যেখানে ষোলোটি আছে ভেতরের দিকে মুখ ক'রে!'

'আর চারটি টাওয়ারের প্রতিটিতে রয়েছে চার দেওয়ালবিশিষ্ট পাঁচটি কামরা ও সাত দেওয়ালবিশিষ্ট একটা...। এই গ্রন্থাগারটা এক স্বর্গীয় ঐকতানের সঙ্গে সংগতি রেখে তৈরি হয়েছে যার কিনা বিচিত্র আর চমৎকার সব অর্থ করা সম্ভব।'

'দুর্দান্ত আবিষ্কার,' আমি বলে উঠলাম, 'কিন্তু দিক ঠিক রাখা এত কষ্ট হয়ে পড়ে কেন?'

'কারণ দরজাগুলোর বিন্যাস গণিতশাস্ত্রের কোনো নিয়মে পড়ে না। কোনো কোনো কামরা থেকে তুমি অন্য অনেক ঘরে চলে যেতে পারছ, কোনোটা দিয়ে কেবল একটায়, এবং আমাদের ভাবতেই হচ্ছে এমন কোনো কামরা আছে কি না, যা দিয়ে অন্য কোথাও যাওয়া যায় না। এই ব্যাপারটা, আর সেই সঙ্গে আলোর অভাব বা সূর্য দেখে পাওয়া যেতে পারত, এমন কোনো সূত্রের অভাবের কথা মাথায় রাখো (সেই সঙ্গে যদি সেই সব ভিশন বা স্বপ্নাবেশ আর আয়নার কথা), তাহলেই বুঝতে পারবে গোলকধাঁধার ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময় লোকে কেন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। বিশেষ ক'রে যখন সে আবার একটা অপরাধবোধে ভুগছে। আবার এ কথাও মনে ক'রে দেখো যখন আর পথ খুঁজে পাচ্ছিলাম না তখন কী মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম আমরা। সর্বোচ্চ শৃঙ্খলা থেকে পাওয়া সর্বোচ্চ পরিমাণ বিভ্রান্তি: যেন রীতিমতো একটা মহিমান্বিত হিসেব। গ্রন্থাগারটার নির্মাতারা ওস্তাদই ছিলেন বটে।'

'তো তাহলে, আমরা কিভাবে আমাদের দিক ঠিক রাখব/পথ খুঁজে নেব?'

'এখন আর কাজটা কঠিন নয়। তুমি যে-নকশা এঁকেছ – গ্রন্থাগারটার নকশার সঙ্গে যেটার কম-বেশি মিল থাকার কথা – সেটা সঙ্গে নিয়ে প্রথম সপ্তভুজটায় হাজির হওয়ার পরই আমরা জানালাহীন কামরাগুলোর একটা কামরার দিকে এগিয়ে যাব। তারপর, কেবলই ডানে মোড় নিয়ে, দু'তিনটে কামরার পর আবার একটা টাওয়ারে উপস্থিত হবো আমরা – যেটাকে উত্তর টাওয়ার হতেই হবে – যতক্ষণ না আরেকটা জানালাহীন কামরায় এসে পৌঁছব, বাম দিকে, যেটা সপ্তভুজাকার কামরার সঙ্গে সংলগ্ন থাকবে, এবং ডানে আমরা এমন একটা পথ ফের আবিষ্কার করতে পারব যেটা ঠিক এই মাত্র যেটার কথা বললাম সেটার মতো, যতোক্ষণ না

BanglaBook.org

আমরা পশ্চিম টাওয়ারে পৌঁছব।'

'হ্যাঁ, যদি সব ক'টা কামরা থেকে বাকি সব কামরায় যাওয়া যায়... ।'

'আসলেই। আর এই কারণে তোমার ম্যাপটা দরকার হবে আমাদের, সেটার গায়ে ফোকর শূন্য দেওয়ালগুলো চিহ্নিত করার জন্য, তাতে ক'রে আমরা জানব আমরা কোন *detour* ধরে চলছি। কিন্তু সেটা কঠিন হবে না।'

'কিন্তু আমরা কি নিশ্চিত এতে কাজ হবে?' হতবুদ্ধি হয়ে আমি জিগ্যেস করলাম, 'ব্যাপারটা আমার কাছে খুব সহজ-সরল ব'লে মনে হচ্ছে।'

'কাজ হবে,' উইলিয়াম জবাব দিলেন। 'কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এখনো আমরা সবকিছু জানি না। আমরা শিখলাম কিভাবে পথ ভুল হবে না। এবার আমাদেরকে জানতেই হবে কামরাগুলোয় বইগুলো সাজিয়ে রাখার বা বিন্যাসের কোনো নিয়ম রয়েছে কি না। আর "অ্যাপোকেলিপ্স"-এর পঙ্‌ক্তিগুলো খুব কম তথ্যই দিতে পেরেছে আমাদেরকে, বিশেষ ক'রে বিভিন্ন কামরায় একই কথা বারবার লেখা থাকায়....'

'অথচ বুক অভ্ অ্যাপসলে তাঁরা ছাপান্নটির চাইতেও আরো অনেক বেশি পঙ্‌ক্তি পেতে পারতেন।'

'নিঃসন্দেহে। তার মানে, মাত্র কিছু পঙ্‌ক্তিই ভালো। অদ্ভুত। যেন তাদের কাছে পঞ্চাশেরও কম পঙ্‌ক্তি ছিল। ত্রিশ বা বিশ...ইশ্! মার্লিনের দাড়ির দিব্যি!'

'কার দাড়ি?'

'ভুলে যাও। আমাদের দেশের এক জাদুকর...তারা সে'কটা পঙ্‌ক্তি-ই ব্যবহার করেছে যে-কটা অক্ষর বর্ণমালায় আছে। আলবৎ! সেটাই! পঙ্‌ক্তিতে কী বলা আছে সেটা বিবেচ্য না, আদ্যক্ষরগুলো বিবেচ্য। প্রতিটি কামরাই, বর্ণমালার একটা ক'রে হরফ দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং সব মিলিয়ে তারা এমন একটা টেক্সট তৈরি করেছেন যেটা আমাদের বের করতেই হবে।'

'একটা চিত্রিত কবিতার মতো, একটা ক্রুশ বা মাছের চেহারার মতো!'

'মোটামুটি সে-রকমই এবং সম্ভবত গ্রন্থাগারটা তৈরির সময়ে এ ধরনের কবিতার প্রচলন ছিল।'

'কিন্তু টেক্সটটার শুরু কোথা থেকে?'

'অন্যগুলোর চাইতে বড়ো স্ক্রলটা দিয়ে, এন্ট্রান্স টাওয়ারটার সপ্তভুজাকার কামরায়...আর তা না হলে,...ও, তাই তো; লাল রং-এ লেখা বাক্যটা দিয়ে অবশ্যই।'

'কিন্তু সে-রকম তো অনেক আছে!'

'হুম, তার মানে, অনেকগুলো টেক্সট বা শব্দ আছে। এবার তোমার ম্যাপটার আরো ভালো, আরো বড়ো একটা নকল তৈরি করো। আমরা যখন গ্রন্থাগারে যাব তখন যে যে কামরার ভেতর দিয়ে যাব সেগুলো তুমি স্টাইলাস দিয়ে দাগিয়ে রাখবে, সেই সঙ্গে দরজা আর

BanglaBook.org

দেওয়ালের অবস্থানগুলোও (সেই সঙ্গে জানালাও), আর তা ছাড়া সেখানের পঙ্‌ক্তিগুলোর প্রথম অক্ষরও লিখে রাখবে, এবং একজন ভালো গ্রন্থালংকারিকের মতো, অক্ষরগুলো লিখে রাখবে তুমি বড়ো লাল রঙে।'

আমি মুগ্ধভাবে বললাম, 'কিন্তু এটা কী ক'রে হলো যে আপনি বাইরে থেকে গ্রন্থাগারটার রহস্য সমাধান করলেন, অথচ ভেতরে থেকে তা পারলেন না?'

'এভাবেই ঈশ্বর জগৎটাকে চেনেন, কারণ তিনি তার মনের মধ্যে সেটির জন্ম দিয়েছেন, অনেকটা যেন বাইরে থেকে, যেটা তৈরির আগেই, এবং আমরা সেটার বিধি জানি না, কারণ আমরা সেটার ভেতরে থাকি, তৈরি করা অবস্থায় সেটা পেয়ে।'

'তার মানে বাইরে থেকে দেখে লোকে বিভিন্ন জিনিস বা ব্যাপার জানতে পারে!'

'শিল্পের সৃষ্টিগুলো, কারণ আমরা মনে মনে শিল্পীর ক্রিয়াপদ্ধতির পুরোটা ঘুরে আসি। কিন্তু প্রকৃতির সৃষ্টিগুলো নয়, কারণ সেগুলো আমাদের মনের সৃষ্টি নয়।'

'কিন্তু গ্রন্থাগারটার জন্য এটাই যথেষ্ট, তাই না?'

'হ্যাঁ,' উইলিয়াম বললেন, 'তবে কেবল গ্রন্থাগারটার বেলায়। চলো এখন গিয়ে বিশ্রাম নেয়া যাক। কাল সকালের আগে আর কিছুই করতে পারছি না আমি, যখন কিনা, আশা করছি, আমি আমার পরকলাজোড়া পাব। আমরা ঘুমিয়েও নিতে পারি; তারপর সকাল সকাল উঠে পড়তে পারি। একটু চিন্তাভাবনা করতে হবে আমাকে।'

'আর রাতের খাওয়া?'

'ও, আলবৎ, রাতের খাবার। সে-সময় পার হয়ে গেছে এতক্ষণে। সন্ন্যাসীরা এরইমধ্যে কমপ্লিনে চলে গেছে। কিন্তু রান্নাঘরটা বোধকরি খোলা আছে। দেখো, কিছু পাও কি না।'

'পেলে চুরি করে আনব?'

'বলবে। সালভাতোরেকে বলবে, সে-তো এখন তোমার বন্ধু।'

'কিন্তু সে তো চুরি করবে।'

'এখন কি তুমি তোমার ভাইয়ের রক্ষক?' কেইনের কথা ধার ক'রে উইলিয়াম বললেন। কিন্তু দেখলাম তিনি ঠাট্টা করছেন এবং আসলে বলতে চেয়েছেন যে ঈশ্বর মহান। কাজেই আমি সালভাতোরের খোঁজে চললাম এবং ঘোড়ার আস্তাবলের পাশেই তাকে পেয়ে গেলাম।

'চমৎকার জন্তু একটা,' আলাপ শুরু করার ছলে ব্রুনেলাসের দিকে মাথা ঝাঁকিয়ে বললাম আমি। 'আমি ওটার পিঠে চড়তে চাই।'

'No se puede. Abbonis est। কিন্তু চড়ার জন্য তোমার সুন্দর ঘোড়ার দরকার নাই...' গাট্টাগোট্টা কিন্তু অযত্নে-থাকা একটা ঘোড়ার দিকে ইঙ্গিত করল সে, 'ওটাই যথেষ্ট হবে...vide illuc, tertius equi[৩]...।'

সে আমাকে তৃতীয় ঘোড়াটা দেখাতে চাইছিল। আমি তার হাস্যকর লাতিন শুনে হাসলাম।

BanglaBook.org

'আর তুমি কী করবে ওটা দিয়ে,' আমি তাকে শুধোলাম।

তখন সে আমাকে এক অদ্ভুত গল্প বলল। সে বলল যে, যে-কোনো ঘোড়াকে, এমনকি সবচেয়ে বুড়ো আর সবচে দুর্বল ঘোড়াকেও ব্রুনেলাসের মতো দ্রুতগামী ক'রে তোলা সম্ভব। তোমাকে কেবল সেটার যব-এর মধ্যে স্যাটায়রন নামের একটা ঔষধি কুচি কুচি ক'রে কেটে মিশিয়ে দিতে হবে, আর তারপর মদ্দা হরিণের চর্বি দিয়ে সেটার উরুগুলো মালিশ ক'রে দিতে হবে। তারপর তুমি সেটায় চড়ে বসবে, এবং সেটাকে দাবড়ানোর আগে সেটার মুখটা পুব বরাবর ঘুরিয়ে দিয়ে তার কানে ফিসফিস ক'রে তিনবার এই কথাটা বলবে : 'Nicander, Melchior আর Merchizard'। ব্যস, অমনি ঘোড়াটা ছুটতে শুরু করবে, এবং ব্রুনেলাস আট ঘণ্টায় যতদূর যাবে এই ঘোড়াটা এক ঘণ্টাতেই ততদূর যাবে। আর তুমি যদি সেটার গলায় সেই নেকড়েটার দাঁতগুলো পরিয়ে দিতে পারো যেটাকে ঘোড়াটা নিজে পা মাড়িয়ে হত্যা করেছে, তাহলে তো ঘোড়াটা কোনো এমনকি কোনো কষ্টই অনুভব করবে না।

আমি তাকে জিগ্যেস করলাম কাজটা সে নিজে ক'রে দেখেছে কি না। সে আমার চারদিকে এক পাক ঘুরে তার যারপরনাই দুর্গন্ধময় নিঃশ্বাসের সঙ্গে আমার কানে ফিসফিস ক'রে বলল যে কাজটা খুব কঠিন, কারণ স্যাটায়রন এখন কেবল বিশপরা আর তাঁদের আভিজাত বন্ধুবান্ধবই চাষ করেন, যাঁরা তাঁদের ক্ষমতাবৃদ্ধির জন্য এটাকে ব্যবহার করছেন। তখন আমি এই কথোপকথনের ইতি টেনে বললাম যে আজ রাতে আমার গুরু তাঁর কুঠুরিতে বসে কিছু বই পড়তে চান এবং সেখানেই খাওয়াদাওয়া সারতে চান।

'আমি বানাব,' সে বলল, 'আমি পিঠা পনির বানাবো।'

'কী ক'রে বানায় সেটা?'

'Facilis। খুব antiquum হওয়ার আগেই পনিরটা নেবে, বেশি salis যেন না থাকে, তারপর তোমার পছন্দ অনুযায়ী কিউব বা sicut-এর মতো ক'রে কেটে নেবে। আর postea তুমি খানিকটা butierro বা lardo ঢেলে দেবে জ্বলন্ত অঙ্গারের ওপর গরম করার জন্য। আর তার ভেতর তুমি দুই টুকরো পনির দেবে আর যখন সেইটা tenero হয়ে আসবে zucharum et cinnamon supra positurm du bis। তারপর সঙ্গে সঙ্গে টেবিলে নিয়ে যাবে, কারণ জিনিসটা অবশ্যই cald caldo[8] খেতে হবে।'

'তাহলে এটাই পিঠা পনির,' আমি তাকে বললাম। আর সে আমাকে তার জন্য অপেক্ষা করতে বলে রান্নাঘরের ভেতর উধাও হয়ে গেল। আধ ঘণ্টা পর সে কাপড়ে ঢাকা একটা পাত্র নিয়ে হাজির হলো। ঘ্রাণটা বেশ চমৎকার ছিল।

'এই নাও,' সে বলল আমাকে, আর সেই সঙ্গে সে তেলভর্তি বিশাল একটা বাতিও বাড়িয়ে ধরল আমার দিকে

'কী জন্য?' আমি শুধোলাম।

BanglaBook.org

সে ধূর্তভাবে বলল, 'Sais pas, moi, Peut-être তোমার magister[৫] অন্ধকার ঠাঁইয়ে যেতে চায় esta noche।'

আমি যতটা সন্দেহ করেছিলাম সালভাতোরে দৃশ্যত তার চাইতে বেশি কিছু জানে। আমি আর কোনো কিছু জিগ্যেস করলাম না, বরং উইলিয়ামের কাছে খাবারটা নিয়ে গেলাম। দু'জনে খেলাম আমরা এবং তারপর আমি আমার কুঠুরিতে চলে গেলাম বা অন্তত সে-রকমই বোঝালাম। আমি আবারও উবার্তিনোকে খুঁজে বের করতে চাইছিলাম, এবং চুপিসারে গীর্জায় চলে গেলাম।

টীকা

১. **টেক্সট** : *Practica officii inquisitionis heretice pravitatis*

অনুবাদ : *ধর্মদ্বেষিতামূলক দুষ্কর্ম সম্পর্কে ইনকুইযিশনের কার্যনির্দেশনা বিষয়ক পুস্তিকা*

২. **টেক্সট** : 'hic lapis gerit in se similitudinem coeli'

অনুবাদ : 'এই পাথরটি তার ভেতরে স্বর্গের সঙ্গে সাদৃশ্যতা ধারণা করে।'

৩. **টেক্সট** : 'No se puede. Abbonis est.... vide illuc, tertius equi'

অনুবাদ : 'তা সম্ভব। ঘোড়াটা অ্যাবোর। তবে ঠিকমতো চড়ার জন্য সুন্দর ঘোড়ার দরকার নেই... ওটা দিয়েও কাজ হবে...ওই যে ওখানে...ঘোড়াগুলোর মধ্যে তৃতীয়টা...'

ভাষ্য : সালভাতোরে আবারো ভুল লাতিন বলছে। 'তৃতীয় ঘোড়াটি'-র বদলে সে বলেছে 'ঘোড়াগুলোর মধ্যে তৃতীয়টা'।

৪. **টেক্সট** 'Facilis। খুব antiquum হওয়ার আগেই পনিরটা নেবে, বেশি salis যেন না থাকে... cald caldo খেতে হবে।'

অনুবাদ : 'সহজ। এমন পনির নেবে যা বেশি পুরোনো নয়, এবং সেটায় খুব বেশি লবণ থাকা চলবে না। তারপর সেটাকে কিউবের মতো ক'রে, বা তোমার ইচ্ছা মতো ক'রে কেটে নেবে। তারপর সেটার খানিকটা মাখন বা পশুর চর্বি মাখাবে সেটাকে জ্বলন্ত কয়লার ওপর গরম করার জন্য। তার ভেতর তুমি দু টুকরো পনির ফেলে দেবে, আর যখন তা নরম হয়ে আসবে তখন সেটার মধ্যে দুবার চিনি আর দারচিনি দিতে হবে। আর তারপর সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে টেবিলে নিয়ে যাবে, কারণ জিনিসটা গরম গরম খেতে খেতে হবে।'

৫. **টেক্সট** : 'Sais pas, moi, Peut-être তোমার magister ঠাঁইয়ে যেতে চায় esta noche।'

অনুবাদ 'আমি জানি না...তোমার গুরু সম্ভবত আজ রাতে অন্ধকার কোনোখানে যেতে চায়।'

BanglaBook.org

কমপ্লিনের পর

যেখানে উবার্তিনো আদ্‌সোকে ফ্রা দলচিনোর গল্প বলেন, যার পরে আদ্‌সোর অন্য কিছু গল্পের কথা মনে পড়ে বা নিজে গ্রন্থাগারে সেগুলো পড়ে, আর তারপর তার সঙ্গে সুন্দরী এবং যুদ্ধের জন্য সুসজ্জিত সৈন্যবাহিনীর মতো ভয়ংকর এক কুমারীর দেখা হয়।

কুমারী'র মূর্তির কাছে উবার্তিনোকে পেলাম। নীরবে তাঁর সঙ্গে যোগ দিলাম এবং (স্বীকার করছি), কিছুক্ষণের জন্য প্রার্থনার ভান করলাম, আর তারপর সাহস ক'রে তাঁর সঙ্গে কথা বললাম।

তাঁকে বললাম, 'হোলি ফাদার, আমি কি আপনার কাছে আলোর দিশা এবং কিছু পরামর্শ আশা করতে পারি?'

উবার্তিনো আমার দিকে তাকালেন, তারপর আমার হাত ধরে উঠে আমাকে একটা বেঞ্চির দিকে নিয়ে গেলেন, সেখানে আমরা দু'জনে বসলাম। আমাকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করলেন তিনি এবং আমি তাঁর শ্বাস আমার মুখে অনুভব করতে পারছিলাম

'পুত্র প্রিয়তম,' তিনি বললেন, 'এই হতভাগ্য পাপী তোমার আত্মার জন্য যদি কোনো কিছু করতে পারে তাহলে তা সে আনন্দের সঙ্গেই করবে। কী তোমাকে পীড়া দিচ্ছে? তীব্র আকুলতা?' তিনি নিজেই প্রায় তীব্র আকুলতার সঙ্গে জিগ্যেস করলেন। 'দেহজ কামনা?'

'না,' আমি লাল হয়ে উঠে জবাব দিলাম, 'আমার যদি কোনো তীব্র আকুলতা থাকে তো তাহলে তা মনের কামনা, যা অনেক কিছু জানতে চায়...'

'সেটা তো খারাপ। প্রভু সবকিছু জানেন এবং আমাদেরকে অবশ্যই কেবল তাঁর জ্ঞানের বন্দনা করতে হবে।'

'কিন্তু আমাদেরকে তো ভালো আর মন্দের ফারাক জানতে হবে এবং মানুষের কামনা-বাসনার কথা বুঝতে হবে। আমি শিক্ষানবিশ, কিন্তু আমি সন্ন্যাসী হব, যাজক হব এবং অশুভ বা মন্দ কোথায় থাকে, তার স্বরূপ কী আমাকে তা জানতে হবে, যাতে ক'রে একদিন আমি সেটাকে চিনতে পারি এবং সেটাকে শনাক্ত করতে শেখাতে পারি অন্যদের।'

'সে কথা সত্য, বৎস। তাহলে, তুমি কী জানতে চাও?'

'ধর্মদ্বেষিতার ক্ষতিকর সেই আগাছা সম্পর্কে, ফাদার, প্রথমে যেটাকে শস্যের মতোই মনে হয়,' আমি দৃঢ় প্রত্যয়ে বললাম। আর তারপর এক নিঃশ্বাসে বলে গেলাম,' 'আমি এক দুষ্ট লোকের

BanglaBoi.org

কথা শুনেছি যে অন্যদের ভুল পথে নিয়ে গেছে; তার নাম ফ্রা দলচিনো।'

উবার্তিনো চুপ ক'রে থাকলেন, তারপর বললেন, 'তা ঠিক, সেদিন সন্ধ্যায় ব্রাদার উইলিয়াম আর আমাকে তার কথা আলাপ করতে শুনেছ তুমি। কিন্তু এটা একটা নোংরা কাহিনী, এবং ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলতে আমি কষ্ট পাই, কারণ এই কাহিনী শেখায় (হ্যাঁ, এই অর্থে এটা তোমার জানা উচিত, যাতে এটা থেকে তুমি একটা যথার্থ শিক্ষালাভ করো) – কারণ, আমি বলছিলাম যে অনুতাপের প্রতি প্রেম বা ভালোবাসা এবং জগৎকে বিশুদ্ধ করার ইচ্ছা কী ক'রে রক্তপাত এবং হত্যার জন্ম দেয় সেটা এই কাহিনী শেখায়। বেঞ্চের ওপর তিনি তাঁর অবস্থান পরিবর্তন ক'রে বসলেন, আমার কাঁধের ওপর তাঁর মুষ্টিটা শিথিল ক'রে, তবে আমার ঘাড়ে একটা হাত ঠিকই থাকল তাঁর, যেন তিনি আমার ভেতর তাঁর জ্ঞান অথবা (আমি ঠিক বলতে পারব না) তাঁর তীব্র ঐকান্তিকতা সঞ্চারিত করতে চাইছিলেন।

'গল্পটার শুরু ফ্রা দলচিনোর আগে,' তিনি বললেন, 'ষাট বছরেরও আগে, যখন আমি শিশু ছিলাম। পার্মায়। সেখানে গেরার্দো সেগারেল্লি বলে একজন ধর্ম প্রচার করছিল, সবাইকে অনুতাপময় এক জীবনের উদ্দেশে সনির্বন্ধভাবে আহ্বান জানচ্ছিল, এবং শহরের রাস্তায় রাস্তায় সে "Penitenziagite!" ব'লে চিৎকার করতে করতে হাঁটত, যেটা আসলে অশিক্ষিত মানুষের "Penitentiam agite, appropinquabit enim regnum coelorum" কথাটা বলার একটা কায়দা[১]। সে তার শিষ্যদেরকে উৎসাহ দিত যাতে তারা অ্যাপসলদের অনুকরণ করে, এবং সে তার ধর্মীয়গোষ্ঠীকে "অ্যাপসলদের সম্প্রদায়" বলত, এবং তার লোকদেরকে কেবল ভিক্ষার ওপর জীবিকা নির্বাহ ক'রে দুনিয়ায় হতদরিদ্র ভিক্ষুকদের মতো চলতে হতো।'

'ফ্রাতিচেল্লিদের মতো,' আমি বলে উঠলাম, 'সেটাই কি আমাদের "প্রভু" এবং আপানাদের ফ্রান্সিসের কথা নয়?'

'হ্যাঁ,' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, গলায় খানিকটা ইতস্ততভাবে নিয়ে উবার্তিনো স্বীকার করলেন। 'কিন্তু সম্ভবত গেরার্দো বাড়িয়ে বলেছিল। তার আর তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল তারা যাজকদের কর্তৃত্ব আর "মাস্" ও কনফেশন পালনে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল, তা ছাড়া এ অভিযোগও উঠেছিল যে তারা কুঁড়ে, ভবঘুরে।'

'কিন্তু স্পিরিচুয়াল ফ্রান্সিসকানদের বিরুদ্ধেও তো একই অভিযোগ। তা ছাড়া মাইনরাইটরা কি ইদানীং এ কথা বলছে না যে, পোপের কর্তৃত্ব স্বীকার করা উচিত হবে না?'

'হ্যাঁ, তবে যাজকদের কর্তৃত্ব নয়। আমরা মাইনরাইটরা নিজেরাই যাজক। বৎস, এসব ব্যাপারে ফারাক নির্ণয় খুব কঠিন। ভালো-মন্দের ভেদরেখা খুব সূক্ষ্ম...। একদিক থেকে গেরার্দো ভুল করেছিল এবং ধর্মদ্বেষিতার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিল। সে মাইনরাইট সম্প্রদায়ভুক্ত হতে চেয়েছিল, কিন্তু আমাদের ব্রাদাররা তাকে গ্রহণ করেনি। সে আমাদের ব্রাদারদের গীর্জায় কিছু সময় কাটিয়েছিল এবং সেখানে সে কিছু চিত্রকর্মে পায়ে চপ্পলপরা এবং কাঁধে আলখাল্লা চাপানো অ্যাপসলদের দেখেছে। কাজেই সে তার চুল-দাড়ি বড়ো হতে দিল, পায়ে চপ্পল পরল, ফ্রান্সিস

BanglaBook.org

মাইনর-এর রজ্জু পরিধান করল, কারণ কেউ কোনো নতুন দল তৈরি করতে চাইলে সব সময়ই পবিত্র ফ্রান্সিসের সম্প্রদায় থেকে কিছু না কিছু গ্রহণ করে।'

'তার মানে সে ঠিকই ছিল...'।

'কিন্তু কোথাও সে ভুল করেছিল...সাদা একটা টিউনিকের ওপর একটা সাদা আলখাল্লা চাপিয়ে, বড়ো বড়ো চুল নিয়ে, কিছু নিরীহ লোকের মাঝে সে সন্তের মর্যাদা লাভ করে। সে তার ছোট্ট বাড়িটা বিক্রি ক'রে দেয়, তারপর সেই অর্থ পাওয়ার পর প্রাচীনকালে নগরাধিপতিরা যেখানে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ বক্তৃতা দিতেন সেই পাথরের ওপর গিয়ে উঠে দাঁড়ায় এবং সে তার সোনার টুকরোর ছোট্ট থলিটা ধরে থাকল, আর সেই মোহরগুলো সে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিলো না, বা গরীব-গুর্বোদের দিয়ে দিলো না, বরং কাছেই পাশা খেলছিল কয়েক দস্যু, তাদের মাঝখানে সে অর্থটা ছুঁড়ে দিলো, তারপর বলল, "যার ইচ্ছা সে নিক," আর তখন দস্যুগুলো টাকাটা নিয়ে সেটা জুয়া খেলে উড়িয়ে দেবার জন্য চলে গেল এবং তারা জাগ্রত ঈশ্বরের নিন্দা করল, এবং যে তাদেরকে এসব দিয়েছিল সে সে-কথা শুনল বটে, কিন্তু লজ্জা পেল না।'

'কিন্তু ফ্রান্সিসও সবকিছু ত্যাগ করেছিলেন, আর আজ উইলিয়ামের কাছ থেকে আমি শুনলাম যে তিনি দাঁড়কাক আর বাজপাখিদের কাছে ধর্মপ্রচার করতে গিয়েছিলেন, এবং সেই সঙ্গে কুষ্ঠরোগীদের কাছেও – এই যেমন সমাজের তলানিতে পড়ে থাকা মানুষ যাদেরকে সেইসব লোকজন সমাজচ্যুত করেছিল যারা নিজেদেরকে পুণ্যবান বলে

'হ্যাঁ, কিন্তু জানি না কেন, গেরার্দো ভুল করেছিলেন; ফ্রান্সিস কখনোই পবিত্র গীর্জার সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়াননি এবং সুসমাচারে গরীবদের দেবার কথা বলা আছে, দুর্বৃত্তদের নয়। গেরার্দো দিয়েছিল, কিন্তু বিনিময়ে কিছু পায়নি কারণ সে দিয়েছিল বহু লোকজনকে এবং তার শুরুটা খারাপ ছিল, ধারাবাহিকতা খারাপ ছিল, খারাপ ছিল শেষটাও, কারণ পোপ দশম গ্রেগরি তার ধর্মগোষ্ঠীকে অনুমোদন দেননি।'

আমি বললাম, 'সম্ভবত, ফ্রান্সিসের "বিধি" যে পোপ অনুমোদন করেছিলেন তাঁর চাইতে তিনি কম উদার মানসিকতাসম্পন্ন ছিলেন।'

'তা ছিলেন কিন্তু গেরার্দো কেন জানি না ভুল করেছিলেন। কিন্তু ওদিকে ফ্রান্সিস ভালো ক'রেই জানতেন তিনি কী করছিলেন। আর সবশেষে, বৎস, শূকরের ও গাভীর এই ভিক্ষুকেরা যারা হঠাৎ ছদ্ম-অ্যাপসল হয়ে পড়েছিল তারা পরমসুখে এবং বিনাশ্রমে বাঁচতে চেয়েছিল, তাদের কাছ থেকে ভিক্ষা নিয়ে যাদেরকে ফ্রায়ার মাইনররা এত পরিশ্রমে এবং দারিদ্র্যের এমন বীরোচিত উদাহরণের সঙ্গে শিক্ষিত করেছিলেন। কিন্তু কথা সেটা নয়,' তিনি চট জলদি যোগ করলেন। 'কথা হচ্ছে, অ্যাপসলদের মতো হওয়ার জন্য – যারা কিনা তখনো ইহুদি ছিলেন, গেরার্দো সেগারিলি নিজেই খতনা করিয়েছিলেন যা কিনা গ্যালাতীয়দের উদ্দেশে বলা পলের কথার উলটো – আর তুমি জানো যে অনেক পূতঃপবিত্র লোকই ঘোষণা করেছেন যে ভাবী 'খৃষ্টবৈরী' (antichrist) আসবে খতনাকারীদের জাতি হতে...কিন্তু গেরার্দো তার চাইতে বাজে কাজ করেছিল; সে ঘুরে ঘুরে নিরীহ

BanglaBook.org

গোবেচারাদের জোগাড় করতে থাকল। তাদের বলতে থাকল "আমার সঙ্গে আঙুরবাগানটায় এসো", আর তাকে যারা চিনত না তারা তার সঙ্গে অন্যের আঙুরবাগানে চলে গেল, বাগানটা তার সে কথা ভেবে এবং তারা অন্যের আঙুর ভক্ষণ করল...'

'নিশ্চয়ই মাইনরাইটরা ব্যক্তিগত সম্পত্তির পক্ষে কথা বলেনি.' আমি একগুঁয়ের মতো বললাম।

উবার্তিনো কঠোর দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন, 'মাইনরাইটরা দরিদ্র হতে চেয়েছিল, কিন্তু তারা অন্যদের গরীব হতে বলেনি। সুবোধ খৃষ্টানদের সম্পত্তিতে হামলা চালিয়ে তুমি পার পেয়ে যেতে পারো না; সুবোধ খৃষ্টানরা সেক্ষেত্রে তোমাকে দস্যু আখ্যা দেবে। গেরার্দোর ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল। শেষ অব্দি তারা এ-ও রটাল যে নিজের ইচ্ছাশক্তি আর সংযমের পরীক্ষা দেবার জন্যই নাকি সে নারীদের সঙ্গে বিছানায় গিয়েছিল, কিন্তু যৌনসংসর্গে লিপ্ত হয়নি; কিন্তু তার শিষ্যরা যখন তার অনুকরণ করতে গেল তার ফল কিন্তু ভিন্ন হয়েছিল।...ওহ্, এসব কথা কোনো বালকের শোনা উচিত নয়; নারী শয়তানের পাত্র।...আর তারপর তারা সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব নিয়ে কলহ-বিবাদ শুরু ক'রে দিলো, এবং তখন সব খারাপ ঘটনা ঘটতে থাকল। কিন্তু তার পরও অনেকেই গেরার্দোর কাছে এলো, শুধু কৃষকেরাই নয়, শহরের লোকজন, গিল্ডের সদস্যরাও, আর গেরার্দো তাদেরকে নিজে নিজে নগ্ন হতে বাধ্য করল যাতে তারা নগ্ন যীশুকে অনুসরণ করতে পারে, এবং তাদেরকে সে ধর্মপ্রচারের জন্য এখানে-সেখানে পাঠিয়ে দিলো, অথচ নিজে কিন্তু সে তার নিজের জন্য তৈরি-করা একটা সাদা, শক্ত কাপড়ে তৈরি হাতাছাড়া টিউনিক পরত, আর সেই পোশাকে তাকে ধার্মিকের বদলে একটা ভাঁড়ের মতোই লাগত বেশি। খোলা আকাশের নীচেই থাকত তারা, তবে মাঝে মাঝে গীর্জার বেদীতে উঠে যেত, ভক্তদের জমায়েতে বাগড়া দিত, তাঁদের যাজকদের তাড়িয়ে দিত, আর একবার তো তারা রাভেন্নায় সন্ত ওরসোর গীর্জায় বিশপের চেয়ারে একটা শিশুকেই বসিয়ে দিয়েছিল। এবং নিজেদেরকে তারা ফ্লোরিসের জোয়াকিমের মতবাদের উত্তরাধিকারী বলে দাবি করত...'

'কিন্তু সে তো ফ্রান্সিসকানরাও করে,' আমি বললাম, 'বোর্গো সান দমিনোর জেরার্দ-ও করে, আপনিও করেন,' আমি চেঁচিয়ে বলে উঠলাম।

'শান্ত হও, বৎস। ফ্লোরিসের জোয়াকিম এক মহান পয়গম্বর ছিলেন এবং তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি বুঝেছিলেন যে ফ্রান্সিস গীর্জার এক পুনরুজ্জীবনের সূত্রপাত করবেন। কিন্তু ছদ্ম-অ্যাপসলেরা নিজেদের ভুলভ্রান্তির সাফাই গাইতে তার মতবাদ ব্যবহার করতে লাগল। সেগারেলি এক নারী অ্যাপসলকে সঙ্গিনী হিসেবে গ্রহণ করল, কী যেন ত্রিপিয়া না রিপিয়া নাম, সে দাবি করত ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতা আছে তার। এক নারী, বুঝতে পারছো তুমি?'

'কিন্তু ফাদার,' আমি প্রত্যুত্তর দেবার চেষ্টা করলাম, 'সেদিন সন্ধ্যায় আপনি নিজে মন্তেফাল্কোর ক্লেয়ার আর ফোলিনিয়োর অ্যাঞ্জেলার সাত্ত্বিকতার কথা বলেছেন...'

'তাঁরা সন্ত ছিলেন! বিনয়নম্র জীবনযাপন করতেন, গীর্জার শক্তি সম্পর্কে তাঁদের সম্যক ধারণা

BanglaBook.org

ছিল। তাঁরা কখনো ভবিষ্যদ্বাণীর দাবি করেননি। কিন্তু ছদ্ম-অ্যাপসলরা দাবি করল শহর থেকে শহরে নারীরা ধর্মপ্রচার করতে পারবে, যেমনটা অন্য অনেক ধর্মদ্রোহী বলত। আর তারা বিবাহিত ও নববিবাহিতদের মধ্যে কোনো ফারাক আছে বলে মানত না। চিরস্থায়ী বলে কোনো প্রতিজ্ঞা বা শপথের কথা অস্বীকার করত। সংক্ষেপে, অতি করুণ সব কাহিনী – যেগুলোর সূক্ষ্মতা তুমি ভালো ক'রে বুঝতে পারবে না – সেসবের কথা বলে তোমাকে বেশি ক্লান্ত করতে চাই না, তাই বলছি, পার্মার বিশপ ওবিজ্জো শেষ পর্যন্ত গেরার্দোকে জেলে পুরে রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু এই পর্যায়ে অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটল, আর সেটাই বলে দেয় মানবপ্রকৃতি কী দুর্বল এবং ধর্মদ্বেষিতার আগাছা কতটা কুটিল। কারণ, শেষ অব্দি বিশপ গেরার্দোকে ছেড়ে দিলেন এবং তাঁর নিজের (আহারের) টেবিলে তাকে গ্রহণ করলেন, তার ঠাট্টা-তামাশায় ঠা ঠা ক'রে হাসলেন এবং নিজের ভাঁড় হিসেবে তাকে রেখে দিলেন।

'কিন্তু কেন?'

'জানি না – বা, বলা ভালো, আমার ভয় হচ্ছে যে আমি জানি। বিশপ অভিজাত সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন, শহরের বণিক ও কারুশিল্পীদের তিনি পছন্দ করতেন না। গেরার্দো যে দারিদ্র্যের কথা ব'লে তাদের বিরুদ্ধে প্রচার চালাত সম্ভবত তাতে তিনি আপত্তি করেননি, বা গেরার্দো যে ভিক্ষাবৃত্তি থেকে ডাকাতির দিকে গেছে সেটাও আমলে নেননি। কিন্তু শেষঅব্দি পোপ হস্তক্ষেপ করলেন, এবং বিশপ আবার তার যথাবিহিত কঠোরতা শুরু করলেন, এবং গেরার্দো একজন অনুতাপহীন ধর্মদ্রোহী হিসেবে চিতার আগুনে শেষ হয়ে গেল। ঘটনাটা এই শতকের গোড়ার দিকের।'

'তা এসবের সঙ্গে ফ্রা দলচিনোর সম্পর্ক কোথায়?'

'সম্পর্ক আছে, আর এটাই তোমাকে দেখিয়ে দেবে যে ধর্মদ্রোহীদের বিনাশের পরেও কিভাবে ধর্মদ্বেষিতা টিকে থাকে। এই দলচিনো ছিল এক যাজকের জারজ সন্তান, নোভারার বিশপের এক্তিয়ারভুক্ত এলাকায় থাকত সে, ইতালির এদিকটাতেই, খানিকটা উত্তরে। সে ছিল তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন তরুণ, সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করেছিল, কিন্তু যে-যাজক তাকে নিজ বাড়িতে থাকতে দিয়েছিলেন তাঁর বাড়ি থেকেই চুরি ক'রে সে পুবদিকে পালিয়ে যায়, ট্রেন্ট শহরে। এবং সেখানে সে ফের গেরার্দোর শিক্ষা প্রচার করতে থাকে, কিন্তু আরো বেশি ধর্মদ্বেষিতার সুরে। সে এ কথা ঘোষণা করে যে, একমাত্র সে-ই ঈশ্বরের সত্যিকার অ্যাপসল, এবং প্রেমে সবকিছুই বারোয়ারি হওয়া উচিত, কোনো বাছবিচার না ক'রে সব নারীর সঙ্গেই শোয়া বৈধ, ফলে কাউকেই জেনার অভিযোগে অভিযুক্ত করা যাবে না, তা সে তার স্ত্রী বা আর তার কন্যা এই দু'জনের সাথে শুলেও...

'উনি কি আসলেই এসব কথা প্রচার করেছিলেন, নাকি এসব প্রচার করার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিলেন? আমি শুনেছি, স্পিরিচুয়ালরা মন্তেফাল্কোর সেই সন্ন্যাসীদের মতো, একই অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছিল...'

'De hoc satis[২],' উবার্তিনো আমাকে রূঢ়ভাবে বাধা দিলেন। 'তারা আর সন্ন্যাসী ছিল না তখন। ছিল ধর্মদ্বেষী, এবং খোদ ফ্রা দলচিনোই তাদের কলুষিত করেছিল। আর তা ছাড়া, আমার

BanglaBook.org

কথা শোনো : ফ্রা দলচিনো পরে কী করেছিল সেটুকু জানা-ই তাকে মন্দ লোক বলার জন্য যথেষ্ট। ছদ্ম-অ্যাপসলদের শিক্ষার সঙ্গে তার পরিচয় কী ক'রে ঘটল সেটা আমি জানিই না। সম্ভবত তরুণ বয়েসে সে পার্মা গিয়েছিল, আর সেখানেই গেরার্দোর কথা কানে আসে তার। এটা জানা গেছে যে, সেগারেল্লির মৃত্যুর পর সে বোলোনিয়া অঞ্চলে সেই ধর্মদ্রোহীদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিল। আর এটা নিশ্চিতভাবেই জানা গেছে যে, ত্রেন্ত থেকে সে তার ধর্মপ্রচার শুরু করে। সেখানে অভিজাত পরিবারের এক দারুণ সুন্দরী কুমারী মার্গারেটকে সে ফুসলাতে সক্ষম হয়, বা হয়ত মার্গারেটই তাকে, ইলোইজা যেমন ক'রে অ্যাবেলার্দকে ফুসলিয়েছিল, কারণ – এ কথা কক্ষনো ভুলো না যে – নারীর ভেতর দিয়েই শয়তান পুরুষের হৃদয়ে প্রবেশ করে। এই সময় ত্রেন্ত-এর বিশপ তাঁর এক্তিয়ারভুক্ত এলাকা থেকে তাকে তাড়িয়ে দেন, কিন্তু ততদিনে দলচিনো এক হাজারেরও বেশি অনুসারী জুটিয়ে ফেলেছে, এবং সে এক দীর্ঘ পদযাত্রা শুরু করে যেটা তাকে তার জন্মস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। আর পথিমধ্যে তার কথাবার্তায় প্রলুব্ধ হয়ে আরো কিছু বিভ্রান্ত মানুষ তার সঙ্গে যোগ দেয়, এবং সম্ভবত বেশ কিছু ভালদেনসীয় ধর্মদ্বেষীও তার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল – সে যেসব পাহাড়-পর্বতের ভেতর দিয়ে এগোচ্ছিল সেখানেই থাকত তারা – কিংবা হয়ত সে নিজেই এই উত্তরাঞ্চলের ভালদেনসীয়দের সঙ্গে যোগ দিতে চেয়েছিল। নোভারা এলাকায় পৌঁছানোর পর সে দেখল সেখানের পরিস্থিতি তার বিপ্লবের জন্য অনুকূল, কারণ ভেরেচেল্লির বিশপের নামে গাত্তিনারা নগর শাসন করত যেসব সামন্ত (vassals) তাদেরকে সাধারণ লোকজন তাড়িয়ে দিয়েছিল, আর তারা তখন দলচিনোর দুর্বৃত্তদেরকে তাদের যোগ্য মিত্র হিসেবে স্বাগত জানায়।'

'বিশপের সামন্তদের অপরাধ কী ছিল?'

'সে আমি জানি না, আর সেটা বিচার করা আমার কাজ নয়। কিন্তু দেখতেই পাচ্ছ, অনেক ক্ষেত্রেই ধর্মদ্বেষিতা ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, এবং সে-কারণেই ধর্মদ্বেষীরা "ম্যাডোনা দারিদ্র্য" (Madonna Poverty)-র কথা প্রচারের মাধ্যমে তাদের কাজ শুরু করে। আর তারপর ক্ষমতা, যুদ্ধবিগ্রহ, সহিংসতার সমস্ত প্রলোভনের শিকার হয়ে পড়ে। ভেরেচেল্লিতে বিশেষ কয়েকটা পরিবারের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব ছিল এবং ছদ্ম-অ্যাপসলরা সেটারই সুযোগ নিল, আর এই ছদ্ম-অ্যাপসলদের সৃষ্ট গণ্ডগোলের সুযোগ নিল পরিবারগুলো। সামন্তপ্রভুরা নাগরিকদের ধন-সম্পত্তি লুটপাট করার জন্য ভাড়াটে সৈন্যদের ডেকে আনল, আর তখন নাগরিকেরা নোভারার বিশপদের কাছে নিরাপত্তা চাইল।'

'কী জটিল কাহিনী! কিন্তু দলচিনো কোন পক্ষে ছিল?'

'আমি জানি না; সে নিজেই নিজের মতে সুস্থির ছিল না; এই সব ক'টি বিতর্কে অংশ নিয়েছিল সে এবং সব ক'টিকেই সে দারিদ্র্যের নামে ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সুযোগ হিসেবে দেখেছে। দলচিনো আর তার অনুসারীরা – যাদের সংখ্যা ছিল তখন তিন হাজার – তারা নোভারার কাছে "ন্যাড়া পর্বত" নামের একটা পাহাড়ের ওপর ছাউনি গাড়ল, কুটির বানাল, আত্মরক্ষার্থে প্রাচীর গড়ল, এবং পুরুষ ও নারীর সেই গোটা দলটার ওপর – যারা যারপরনাই বাছবিচারহীন যৌন জীবন যাপন করত – দলচিনো কর্তৃত্ব করল। সেখান থেকে সে *his faithful*-কে চিঠি লিখতে

BanglaBook.org

থাকল যেসব চিঠিতে সে তার ধর্মদ্রোহমূলক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে থাকল। সে বলতে আর লিখে যেতে থাকল যে, দারিদ্র্য তাদের আদর্শ এবং তারা কোনো বাহ্যিক বাধ্যতার শপথে আবদ্ধ নয়, এবং সে, দলচিনো, ভবিষ্যদ্বাণীর সীলমোহর ভাঙতে আর ওল্ড ও নিউ টেস্টামেন্টের লেখার মানে বোঝার জন্য ঈশ্বরপ্রেরিত। এবং সে সেকুলার ক্ল্যারিক্স অর্থাৎ ধর্মপ্রচারক ও মাইনরাইটদেরকে শয়তানের মন্ত্রণাদাতা বলত, এবং তাঁদেরকে মান্য করার দায়িত্ব থেকে সবাইকে অব্যাহতি দিয়েছিল। এবং সে ঈশ্বরের মানুষের জীবনে চারটি যুগকে শনাক্ত করেছিল প্রথমটা হচ্ছে ওল্ড টেস্টামেন্ট, গোত্রপিতাদের আর পয়গম্বরদের যুগ, যীশুখৃষ্টের আগমনের আগে, যখন বিবাহ ভালো ছিল কারণ ঈশ্বরের মানুষগুলোকে সংখ্যাবৃদ্ধি করতে হতো। দ্বিতীয়টি ছিল যীশুখৃষ্ট আর অ্যাপসলদের, আর এটাই ছিল বিশুদ্ধতা ও কৌমার্যের যুগ। এরপর এলো তৃতীয়টি, যখন জনসাধারণকে শাসন করার জন্য পোপদেরকে প্রথমে পার্থিব ধন-সম্পদ গ্রহণ করতে হতো; কিন্তু মানবজাতি যখন ঈশ্বরপ্রেম থেকে বিপথগামী হতে শুরু করল তখন বেনেডিক্ট এলেন, এবং সব ধরনের ক্ষণস্থায়ী মালিকানার বিপক্ষে কথা বলতে শুরু করলেন। বেনেডিক্টের সন্ন্যাসীরাও ধন-সম্পদ জমাতে শুরু করার পর পার্থিব ক্ষমতা ও ধন-সম্পদের বিরুদ্ধে নসিহতে এমনকি বেনেডিক্টের চাইতে বেশি কঠোর সন্ত ফ্রান্সিস আর সন্ত ডমিনিকের সন্ন্যাসীরা এলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এখন যখন আবার এতসব যাজকের জীবন সমস্ত ভালো ভালো কথা আর নীতিবাক্যকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাচ্ছিল, আমরা তৃতীয় যুগের শেষে এসে পৌছলাম এবং অ্যাপসলদের শিক্ষা অনুসরণ করা জরুরি হয়ে পড়ল।'

'দলচিনো তাহলে তা-ই প্রচার করছিল যা ফ্রান্সিসকানরা আগেই প্রচার ক'রে গিয়েছিল, আর ফ্রান্সিসকানদের মধ্যে, বিশেষ ক'রে স্পিরিচুয়ালরা এবং ফাদার আপনি নিজেও।'

'তা ঠিক, কিন্তু সেগুলোর জন্য সে একটা শঠতাপূর্ণ সিলোজিজম বা ন্যায়ানুমানে এসে পৌঁছেছিল। সে বলল, দুর্নীতির এই তৃতীয় যুগটির শেষ টানার জন্য সব যাজক, সন্ন্যাসী আর ফ্রায়ারদের নিষ্ঠুরভাবে মরতে হবে; সে বলল গীর্জার সমস্ত প্রিলেট, সব যাজক, সন্ন্যাসিনী, ধার্মিক নারী-পুরুষ, প্রিচিং অর্ডারভুক্ত সবাই, মাইনরাইট, তপস্বী এবং এমনকি পোপ বনিফেসকে পর্যন্ত তার অর্থাৎ দলচিনোর পছন্দের সম্রাট সমূলে উচ্ছেদ করবে, আর সেই সম্রাটকে হতে হবে সিসিলির ফ্রেডেরিক।'

'কিন্তু সেই একই ফ্রেডেরিক কি আম্ব্রিয়া থেকে বহিষ্কার করা স্পিরিচুয়ালদের সিসিলিতে সাদরে বরণ ক'রে নেননি, আর মাইনররাইটরাই কি চায়নি যে সম্রাট, যদিও তিনি এখন লুইস, পোপ আর কার্ডিনালদের জাগতিক ক্ষমতা বিনাশ করুন?'

'এটাই ধর্মদ্বেষিতার বা পাগলামির বৈশিষ্ট্য যে, সেটা সবচাইতে উন্নত চিন্তাভাবনা বদলে দেয়, এবং ঈশ্বর ও মানুষের আইনের বিরুদ্ধ পরিণতির দিকে সেগুলো চালিত করে। মাইনরাইটরা কখনোই সম্রাটকে অন্য যাজকদের হত্যা করতে বলেনি।'

এখন আমি জানি, তিনি ভুল করেছিলেন। কারণ কয়েক মাস পর বাভারীয় মানুষটি যখন রোমে তাঁর নিজের সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করলেন তখন মার্সিলিয়াস আর অন্য মাইনরাইটরা পোপের

BanglaBook.org

প্রতি বিশ্বস্ত ধার্মিক লোকেজনের প্রতি ঠিক তা-ই করেছিল যা করা হোক বলে দলচিনো চেয়েছিল।

তার মানে এই নয় যে আমি বলছি দলচিনো সঠিক ছিল; সে অর্থে , মার্সিলিয়াসও একই রকম ভ্রান্ত ছিল। কিন্তু আমি ভাবতে শুরু করেছিলাম, বিশেষ ক'রে বিকেলে উইলিয়ামের সঙ্গে আমার কথাবার্তার পর, যে দলচিনোর অনুসারী সাধারণ মানুষের পক্ষে স্পিরিচুয়ালদের প্রতিশ্রুতিগুলো আর দলচিনোর সেগুলো কাজে পরিণত করার মধ্যে ফারাকটা বোঝা সম্ভব ছিল কি না। আপাত আচারনিষ্ঠ মানুষেরা একেবারে মরমী বা অতীন্দ্রিয় ধরনে যা প্রচার করেছিলো সেগুলোই কার্যে পরিণত করার দোষে তিনি কি সম্ভবত একইরকম দোষী নয়? নাকি সম্ভবত সেখানেই ফারাকটা নিহিত ছিল? ঈশ্বরের সন্তরা আমাদেরকে যেসব জিনিস দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেসব পার্থিব উপায়ে পাওয়ার চেষ্টা না ক'রে বরং ঈশ্বর কখন তা আমাদের দেবেন তার অপেক্ষা করাটাই কি পবিত্রতা বা সাধুত্ব (holiness)? আজ আমি জানি আসলেই তাই এবং জানি কেন দলচিনো ভ্রান্ত ছিল: বস্তুর ক্রম কোনোভাবেই পালটাতে হয় না, তা সেই পরিবর্তনের জন্য আমাদেরকে যদি আন্তরিকভাবে আশা করতেই হয় তা-ও। কিন্তু সেই সন্ধ্যায় আমি বিপরীতধর্মী চিন্তাভাবনার কবজায় ছিলাম।

উবার্তিনো আমাকে বলছিলেন, 'সবশেষে, অহংকারের মধ্যে তুমি সবসময় ধর্মদ্বেষিতার চিহ্ন দেখতে পাবে। দ্বিতীয়ত একটি চিঠিতে, ১৩০৩ সালে, দলচিনো নিজেকে অ্যাপস্টলিক ধর্মসমাবেশের (Apostolic congregation) সর্বোচ্চ প্রধান হিসেবে ঘোষণা করল, আর তার কয়েকজন সেনাপতি হিসেবে বিশ্বাসহন্তা মার্গারেট নামের এক নারী আর বেরগামো-র লঙ্গিনাস, নোভারার ফ্রেডেরিক, আলবার্ট কারেন্তিনাস, ব্রেসিকা-র ভালদেরিকের নাম ঘোষণা করল। আর সে ভবিষ্যৎ পোপদের এক পরম্পরার প্রতি পাগলের প্রলাপ বকতে শুরু করল – তাঁদের মধ্যে দু'জন ভালো – প্রথম ও শেষজন – এবং দুজন মন্দ – দ্বিতীয় ও তৃতীয়জন। প্রথম জন সেলেস্তিন, দ্বিতীয়জন অষ্টম বনিফেস, যার সম্পর্কে পয়গম্বররা বলছেন, 'তুমি, যে কিনা উঁচু, খাড়া পাহাড়ের কিনারে থাকো, তোমার অহংকার তোমাকে ঠকিয়েছে।" তৃতীয় পোপ এর নাম উল্লিখিত নেই, কিন্তু তার সম্পর্কে জেরেমিয়ার এটা বলে থাকার কথা, "ওই যে, ওখানে, সিংহের মতো!" আর কী সাংঘাতিক! – দলচিনো সিসিলির ফ্রেডেরিকের মধ্যে সেই সিংহ দেখলেন। দলচিনোর জন্য চতুর্থ পোপ তখনো অপরিচিতই ছিল, আর তার হওয়ার কথা ছিল সন্তঘোষিত পোপ, সেই দেবদূতোপম পোপ (Angelic pope) যার কথা মোহান্ত জোয়াকিম ব'লে গেছেন। ঈশ্বর তাঁকে নির্বাচন করবেন এবং দলচিনো আর তার লোকজন (তখন তাদের সংখ্যা চার হাজার) এক সঙ্গে "পবিত্র আত্মা"র হোলি স্পিরিটের) কৃপা লাভ করবে, আর তাতে ক'রে গীর্জা জগতের বিলয়মুহূর্ত অব্দি নব বলে বলীয়ান হয়ে উঠবে। কিন্তু তার আগমনের পূর্ববর্তী তিন বছরের মধ্যে সব মন্দের বা অশুভের পরিসমাপ্তি ঘটতে হবে। আর যুদ্ধকে সর্বত্র বয়ে নিয়ে গিয়ে দলচিনো ঠিক তাই করতে চেয়েছিল। এবং চতুর্থ পোপ – এই খানে তুমি দেখবে শয়তান কিভাবে তার পরিচিতদের (familiars) উপহাস করেছিলেন – ছিলেন আসলে পঞ্চম ক্লেমেন্ট যিনি দলচিনোর বিরুদ্ধ ক্রুসেড ঘোষণা করেছিলেন। এবং কাজটা সঠিক ছিল, কারণ এই পর্যায়ে দলচিনো সেই সব তত্ত্ব মূলতবি রাখল যেগুলো

আচারনিষ্ঠার (অর্থডক্সি) সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। রোমক গীর্জাকে সে বেশ্যা আখ্যা দিলো, বলল যাজকদের বাধ্যগত থাকার প্রয়োজন নেই, সমস্ত আধ্যাত্মিক শক্তি এতদিনে অ্যাপসল সম্প্রদায়ের হাতে চলে গেছে, কেবল অ্যাপসলরাই নব্য গীর্জার প্রতিনিধি, অ্যাপসলরা বিয়েকে নাকচ ক'রে দিতে পারেন, কেউই পরিত্রাণ পাবে না যদি না সে সম্প্রদায়টির সদস্য না হয়, কোনো পোপ কাউকে তার পাপের দায়মুক্তি দেবেন না, tithes কর দেয়া যাবে না, শপথ গ্রহণ ক'রে যে জীবনযাপন করা যায় তার চাইতে বেশি নিখুঁত জীবনযাপনের ব্যবস্থা করা গিয়েছিল শপথগ্রহণ না ক'রেই এবং আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করা গীর্জা – যার মূল্য আস্তাবলের চাইতে বেশি না – প্রার্থনার জন্য মূল্যহীন, এবং যীশুখৃষ্টকে গীর্জায় যেমন তেমনি বনে-জঙ্গলেও পূজা করা যায়।'

'সে কি আসলেই এসব কথা বলেছিল?'

'আলবৎ। কোনো সন্দেহ নেই। সেগুলো লিখে গেছে যে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে আরো খারাপ কাজ করেছিল। ন্যাড়া পাহাড়ে থিতু হওয়ার পর সে উপত্যকার গ্রামগুলোতে লুটতরাজ চালাতে শুরু করে, খাদ্যদ্রব্য জোগাড় করার জন্য সেগুলো ঘেরাও করে – সোজা কথায়, আশেপাশে সমস্ত শহর-নগরের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করে...'

'সবাই কি তার বিরুদ্ধে ছিল?'

'আমরা জানি না। এমনও হতে পারে যে সে কারো কারো সমর্থন পাচ্ছিল। আমি তোমাকে বলেছি যে, স্থানীয় ভিন্নমতের বিদ্বেষপূর্ণ জটিলতার মধ্যে নিজেকে জড়িয়েছিল সে। এর মধ্যে শীতকালে এসে পড়েছিল, ১৩০৫ খৃষ্টাব্দের শীতকাল, যা ছিল সাম্প্রতিক দশকগুলোর মধ্যে তীব্রতম, এবং তখন চারদিকে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলো। দলচিনো তার অনুসারীদের তৃতীয়বারের মতো পত্র পাঠালো এবং তার সাথে আরো অনেকে যোগ দিলো, কিন্তু সেই পাহাড়ের ওপর জীবন অসহনীয় হয়ে উঠেছিল, এবং লোকজন এতই ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছিল যে তারা ঘোড়া আর অন্যান্য প্রাণীর মাংস ও সিদ্ধ করা খড় খেতে শুরু করেছিল। অনেকেই মারা গিয়েছিল।'

'কিন্তু তখন তারা কাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছিল?'

'ভেরেচেল্লির বিশপ পঞ্চম ক্লেমেন্টের কাছে সাহায্যের আবেদন করেছিলেন, এবং ধর্মদ্বেষীদের বিরুদ্ধে একটা ধর্মযুদ্ধ আহ্বান করা হয়েছিল। তাতে অংশ নিতে ইচ্ছুক যারা তাদেরকে চূড়ান্ত ইন্ডালজেন্স দেয়া হলো, এবং স্যাভয়-এর লুইস, লম্বার্ডির ইনকুইযিটরবৃন্দ, মিলানের বিশপ ত্বরিত পদক্ষেপ নিলেন। ভেরেচেল্লি আর নোভারার লোকজনের সাহায্যার্থে অনেকেই হাতে ক্রুশ তুলে নিলো, এমনকি স্যাভয়, প্রোভেন্স, ফ্রান্স থেকেও; আর ভেরেচেল্লির বিশপ ছিলেন সর্বাধিনায়ক। দুই সেনাদলের অগ্রগামীদের মধ্যে নিরন্তর সংঘর্ষ চলছিল, কিন্তু দলচিনোর প্রাকারগুলো ছিল অভেদ্য এবং দুষ্টলোকেরা কোনোমতে সাহায্য লাভ করল।

'কাদের কাছ থেকে?'

'আমার ধারণা, অন্যান্য দুষ্ট লোকদের কাছ থেকে, যারা এই বিশৃঙ্খলা উসকে দিতে পেরে

BanglaBook.org

খুশী হয়েছিল। যাই হোক, ১৩০৫ খৃষ্টাব্দের শেষ দিকে আহত ও অসুস্থদেরকে পেছনে ফেলে রেখে ধর্মদ্বেষীশ্রেষ্ঠকে ন্যাড়া পর্বত ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়, এবং সে ত্রিভেরো অঞ্চলে সরে যায়, যেখানে সে-সময়ে যে-পর্বতকে যুবেল্লো বলা হতো আর পরে রুবেল্লো বা রেবেলো, কারণ সেটা গীর্জার বিদ্রোহীদের দুর্গ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিল, সেটার ওপর আসন গাড়ে। সে যা-ই হোক, যা ঘটেছিল তার সবকিছু তোমাকে আমি বলতে পারি না। ভয়ংকর সব গণহত্যা হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহীদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করা হয়, দলচিনো আর তার দলকে ধরে ফেলা হয় এবং ন্যায্যতই চিতার ওপর বিলীন হয়ে যায় তারা।'

'সুন্দরী মার্গারেটও?'

উবার্তিনো আমার দিকে তাকালেন। 'তোমার তাহলে মনে আছে যে সে সুন্দরী ছিল? লোকে বলে সে আসলেই সুন্দরী ছিল, এবং স্থানীয় অনেক অভিজাত লোকই তাকে আগুনের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। কিন্তু সে তাতে রাজি হয়নি; সে তার অনুতাপহীন প্রেমিকের সঙ্গে অনুতাপহীনভাবেই মারা গিয়েছিল। আর এটা যেন একটা শিক্ষা হয় তোমার জন্য; ব্যাবিলনের বেশ্যার কাছ থেকে সাবধান, এমনকি সে যখন সবচাইতে চমৎকার প্রাণীর রূপ ধরে আসে তখনো।'

'কিন্তু এখন আপনি একটা কথা বলুন ফাদার আমি শুনেছি মঠের ভাণ্ডারী, আর সম্ভবত সালভাতোরের সঙ্গেও দলচিনোর সাক্ষাৎ ঘটেছিল এবং কোনো একভাবে তারা তার সঙ্গে ছিল...'

'চুপ করো! হঠকারী মন্তব্য করো না। মাইনরাইটদের একটা মঠে ভাণ্ডারীকে পাই আমি। তার আগে রেমেজিও কোথায় ছিল তা আমি জানি না। আমি জানি বরাবরই এক ভালো সন্ন্যাসী ছিল সে, অন্তত আচারনিষ্ঠতার দিক থেকে। আর বাদবাকি ব্যাপার সম্পর্কে বললে বলতে হয়, হায়, মানুষ রিপুর শিকার...'

'তার মানে?'

'এসব ব্যাপার তোমার না জানলেও চলবে,' তিনি ফের আমাকে কাছে টেনে নিলেন, আমাকে জড়িয়ে ধরে কুমারীর মূর্তির দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করলেন। ' "নিষ্কলঙ্ক প্রেম"-এর সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিতেই হচ্ছে। ওই যে তিনি যাঁর মধ্যে নারীত্ব মহিমান্বিত হয়েছে। সে-কারণে তুমি তাকে সুন্দরী বলতে পারো, "Song of Songs"-এর প্রিয়তমার মতো। তাঁর মধ্যে,' তিনি বললেন, একটা অভ্যন্তরীণ বিস্ফারণে আপ্লুত হয়ে গেলেন তিনি, যেমনটা আগের দিন রত্নবাজি আর পাত্রগুলোর স্বর্ণের কথা বলতে গিয়ে মোহান্তের যেমন হয়েছিল, 'তাঁর মধ্যে এমনকি দেহের সুচারু সৌন্দর্য সুরলোকের সৌন্দর্যের একটি চিহ্ন, আর সে জন্যেই ভাস্কর তাঁকে সেই সমস্ত সুচারু সৌন্দর্যের সঙ্গে তুলে ধরেছেন যা কোনো নারীকে গুণান্বিত করার কথা।' তিনি কুমারীর কৃশকায় আবক্ষমূর্তিটির দিকে ইঙ্গিত করলেন, আড়াআড়ি ক'রে বাঁধা একটা কাঁচুলি যেটাকে উঁচু ও দৃঢ়ভাবে ধরে রেখেছে এবং যেখানে কিনা শিশুটির ক্ষুদে হাত খেলে বেড়াচ্ছে। দেখেছো? ডক্টররা যেমনটা বলে গিয়েছেন : স্তনযুগলও সুন্দর, যা অল্প উঁচু হয়ে আছে, স্রেফ যৌন উদ্দীপনার কারণে মৃদুভাবে

স্ফীত হয়ে আছে, কামুকতার সঙ্গে ফুলে নেই, গোপন ক'রে রাখা কিন্তু চাপ দিয়ে নিচু করা নয়...সুমিষ্টতম দৃশ্যের সামনে দাঁড়িয়ে কী মনে হচ্ছে তোমার?'

আমি ভীষণভাবে আরক্ত হয়ে উঠলাম, মনে হলো যেন ভেতরের একটা আগুন আমাকে নাড়িয়ে গেল। উবার্তিনো নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেছিলেন ব্যাপারটা অথবা আমরা আরক্ত গণ্ডদেশ তার নজরে পড়েছিল। কারণ তিনি তৎক্ষণাৎ যোগ করলেন, 'তবে তোমাকে অবশ্যই অতিপ্রাকৃত প্রেম থেকে ইন্দ্রিয়গুলোর প্রচণ্ড আলোড়নের মধ্যে ফারাক নির্ণয় করতে শিখতে হবে। এমনকি সন্তদের জন্যও কাজটা কঠিন।'

'কিন্তু যথার্থ ভালোবাসা কী করে বোঝা যাবে?' আমি কাঁপতে কাঁপতে জিগ্যেস করলাম।

'ভালোবাসা কী? পৃথিবীতে এমন কিছু নেই – মানুষ বা শয়তান বা অন্য যে-কোনো কিছু – যেটাকে আমি ভালোবাসার চাইতে বেশি সন্দেহের চোখে দেখি, কারণ অন্য যে-কোনো কিছুর চাইতে সেটা আত্মার অনেক গভীরে প্রবেশ করে। এমন কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই যা কিনা ভালোবাসার মতো হৃদয়কে এতটা পূর্ণ করে, আবদ্ধ করে। কাজেই, সেটাকে বশীভূত করার মতো অস্ত্রশস্ত্র যদি তোমার কাছে যতক্ষণ না থাকে, থাকে তাহলে ভালোবাসার মধ্যে দিয়ে আত্মা এক প্রকাণ্ড খাদে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এবং আমি মনে করি মার্গারেট প্রলুব্ধ না করলে দলচিনো নিজের সর্বনাশ করত না, আর "ন্যাড়া পাহাড়ের" উদ্দাম ও বাছবিচারহীন যৌনতাপূর্ণ জীবন না থাকলে অনেক কম মানুষ তার বিদ্রোহের টানে আকৃষ্ট হতো। মনে রেখো, আমি এসব কথা তোমাকে কেবল মন্দ বা অশুভ ভালোবাসা সম্পর্কেই বলছি না, যা কিনা অবশ্যই শয়তানের এক্তিয়ারভুক্ত ব'লে আমাদেরকে এড়িয়ে যেতে হবে। তো, সেই সঙ্গে আমি ঈশ্বর আর মানুষ, মানুষ আর তার প্রতিবেশীর মধ্যে ভালোবাসার কথাও বলছি, এবং তা বেশ ভয়ে ভয়েই বলছি। এমনটা প্রায়ই ঘটে যে দুই বা তিনজন মানুষ পুরুষ বা নারী, খুবই আন্তরিকভাবে একে অন্যকে ভালোবাসে, পরস্পরের জন্য তাদের বিশেষ স্নেহ-মমতা আর সব সময় কাছাকাছি থাকার ইচ্ছে থাকে এবং এক পক্ষ যা ইচ্ছা করে অন্য পক্ষও তা-ই কামনা করে এবং আমি স্বীকার করছি, অ্যাঞ্জেলা আর ক্লেয়ারের মতো সবচাইতে সাধ্বী নারীদের প্রতি আমি অনেকটা এ ধরনের কিছু একটা অনুভব করেছিলাম। ইয়ে, মানে, সেটাও দূষণীয়, যদিও তা আধ্যাত্মিক, আর ঈশ্বরের নামে ভাবা হয়েছিল...কারণ এমনকি আত্মাও যে ভালোবাসা অনুভব করে, যদি সেটা আগে থেকেই সাবধান না হয়, যদি তা উষ্ণভাবে অনুভূত হয়, তখন তার পতন ঘটে, বা তা বিশৃঙ্খলার ভেতর দিয়ে এগিয়ে যায়। ওহ্, ভালোবাসা বিচিত্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গোড়ায় আত্মা নরম হয়ে আসে, এরপর অসুস্থ হয়ে পড়ে...কিন্তু এরপর তা স্বর্গীয় প্রেমের সত্যিকার উষ্ণতা অনুভব করে এবং চিৎকার ক'রে ওঠে বিলাপ ক'রে, এবং চুনের মধ্যে গলে যাওয়ার জন্য চুল্লীর ভেতর ছুড়ে দেয়া পাথরের মতো হয়ে ওঠে...'

'তাহলে এটাই হলো যথার্থ ভালোবাসা?'

উবার্তিনো আমার মাথায় হাত বোলালেন এবং আমি তার দিকে তাকাতে দেখতে পেলাম তাঁর চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠেছে। 'হ্যাঁ, এটাই শেষ পর্যন্ত যথার্থ ভালোবাসা।'...কাঁধ থেকে হাত

BanglaBook.org

সরিয়ে নিলেন তিনি। তারপর যোগ করলেন...'কী যে কঠিন, কী যে কঠিন একটি থেকে আরেকটি...আলাদা করা। আর যখন শয়তানেরা তোমার আত্মাকে প্রলুব্ধ করে তখন তোমার ফাঁসি-দেয়া সেই লোকের মতো লাগে, যে তার পেছনে হাত আর চোখে পট্টি বাঁধা অবস্থায় ফাঁসিকাষ্ঠে দাঁড়িয়ে, কিন্তু তার পরও মরে না, কোনো কিছুর সাহায্য ছাড়া উপায়হীনভাবে বাতাসে ঝুলতে থাকে...

তাঁর মুখমণ্ডল কেবল অশ্রুতেই নয় ক্ষীণ ঘাম-এ স্নাত। আমাকে দ্রুত বললেন, 'এখন যাও তুমি। যা জানতে চেয়েছিলে তা বলেছি তোমাকে। এইদিকে দেবদূতদের কয়্যার; অন্যদিকে নরকের হাঁ-করা চোয়াল। যাও, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।' আবারও তিনি কুমারীর সামনে সাষ্টাঙ্গে শায়িত হলেন, এবং আমি শুনতে পেলাম তিনি মৃদুস্বরে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। প্রার্থনা করছিলেন তিনি।

আমি গীর্জাতেই রয়ে গেলাম। উবার্তিনোর সঙ্গে আলাপটা আমার চৈতন্যে আর আমার আন্তরযন্ত্রে এক অদ্ভুত আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে এবং এক অবর্ণনীয় অস্থিরতার সৃষ্টি করেছে সম্ভবত এই কারণে আমি অবাধ্যতার একটা ঝোঁক অনুভব করলাম, এবং একাই গ্রন্থাগারে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমি নিজেও জানতাম না আমি কী খুঁজছি। অজ্ঞাত একটি স্থান আমি নিজে ঢুঁড়ে দেখতে চাই, আমার গুরুর সাহায্য ছাড়াই সেখানে পথ খুঁজে নিতে পারার ধারণাটা চমৎকৃত করল আমাকে। দলচিনো যে-রকম রুবেলো পর্বতে চড়েছিল আমিও তেমনি সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলাম।

বাতিটা আমার কাছে ছিল (কেন আমি ওটা নিয়ে এসেছিলাম আমি – তাহলে কি আমার মনে এরই মধ্যে এই পরিকল্পনাটা বাসা বেঁধেছিল?) এবং প্রায় চোখ বন্ধ ক'রে আমি অস্থিশালায় ঢুকলাম। মুহূর্তের মধ্যে পৌঁছে গেলাম স্ক্রিপ্টোরিয়ামে।

আমার বিশ্বাস, সেটা ছিল এক নিয়তিনির্ধারিত সন্ধ্যা। কারণ আমি যখন ডেস্কগুলোর ভেতর ঘোরাফেরা করছি, তখন চট ক'রে একটা ডেস্কের ওপর আমার নজর পড়ল, সেখানে একটা পাণ্ডুলিপি খোলা পড়ে ছিল – এক সন্ন্যাসী নকল করছিল সেটা *Historia fratris Dulcini Heresiarche*[৩]। আমার ধারণা, ডেস্কটা ছিল সান্ত' আলবানো-র পিতর-এর যিনি, আমাকে বলা হয়েছিল, ধর্মদ্রোহিতার এক বিপুলায়তন ইতিহাস লিখছেন (মঠ-এর ঘটনাবলির পরে, স্বাভাবিকভাবেই আর তা লেখেননি – তবে গল্পের আগে যাওয়া চলবে না আমাদের)। তো, কাজেই এটা স্বাভাবিক যে টেক্সটটা সেখানে থাকবে, আর সেই সঙ্গে একই বিষয়ের অন্য আরো বই, পাতারিন আর কশাকামীদের (flagellants) নিয়ে লেখা। কিন্তু এই পরিস্থিতিটাকে আমি একটা অতিপ্রাকৃত সংকেত হিসেবে গ্রহণ করলাম – যদিও সেটা স্বর্গীয় না নারকীয় তা আমি এখনো বলতে পারি না, এবং প্রবল আগ্রহের সঙ্গে আমি লেখাটা পড়ার জন্য ঝুঁকে পড়লাম। বেশি দীর্ঘ নয় এবং উবার্তিনো আমাকে যা বলেননি সেগুলোও সেখানে পেলাম আমি, স্পষ্টতই এমন কেউ তা লিখেছেন যিনি সবকিছু দেখেছেন এবং যাঁর কল্পনাকে তা তখনো উজ্জীবিত ক'রে রেখেছিল।

এরপর আমি জানতে পারলাম কী ক'রে ১৩০৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে, পবিত্র শনিবার দিন, অবশেষে ধৃত দলচিনো, মার্গারেট আর লঙ্গিনাসকে বিয়েল্লা শহরে নিয়ে গিয়ে পোপের সিদ্ধান্তের

BanglaBook.org

অপেক্ষায়-থাকা বিশপের হাতে তুলে দেয়া হয়। পোপ সে-খবর শুনে ফ্রান্সের রাজা ফিলিপকে জানান এ কথা লিখে : 'আমরা সর্বাপেক্ষা কাঙ্ক্ষিত সংবাদ লাভ করিয়াছি যাহা আনন্দ ও উল্লাসে ভরপুর, কেননা সেই অনৈতিক প্রভাব সম্বলিত শয়তান, বিলায়ালের পুত্র, সর্বাপেক্ষা ভয়ংকর ধর্মদ্বেষীশ্রেষ্ঠ দলচিনো, অগণিত সংকট, দীর্ঘ প্রচেষ্টা, গণহত্যা এবং পুনরাবৃত্ত যুদ্ধের পর অবশেষে আমাদের কারাগারে তাহার অনুসারীগণসমেত ভেরেচেল্লির বিশপ আমাদের শ্রদ্ধেয় ব্রাদার রাইনারের বদান্যতায়, প্রভুর পবিত্র নৈশভোজনের দিন ধৃত হইয়া বন্দি হইয়াছে; সেই সঙ্গে তাহার সহিত থাকা অগণন মানুষ যাহারা এই সংক্রামক ব্যাধির প্রভাব দ্বারা দূষিত হইয়াছিল তাহারা একই দিনে নিহত হইয়াছে।' বন্দিদের প্রতি পোপ ক্ষমাহীন ছিলেন, এবং তিনি বিশপকে হুকুম করেছিলেন যেন তাদের মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকর করা হয়। তারপর, সে-বছরেরই জুলাই মাসে, মায়ের প্রথম দিবসে, ধর্মদ্বেষীদেরকে সেকুলার আর্ম-এর (অ-যাজকীয় সংস্থার) কাছে হস্তান্তর করা হয়। শহরের ঘণ্টাগুলো যখন সোল্লাসে বাজছে, ধর্মদ্বেষীদেরকে তখন একটি ওয়াগনে তোলা হয় যার চারদিক জল্লাদেরা ঘিরে ছিল, আর পেছন পেছন মিলিশিয়া আসছিল, এবং তাদেরকে শহরের ভেতর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, আর প্রতিটি মোড়ে মোড়ে উত্তপ্ত লাল গনগনে সাঁড়াশী দিয়ে লোকে এই দোষীদের মাংস ছিঁড়ে ফেলে। মার্গারেটকেই প্রথম পোড়ানো হয়, দলচিনোর সামনে, কিন্তু তার মুখের একটা পেশীও নড়ল না, ঠিক যেমন সাঁড়াশীগুলো যখন তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভেতর ঢুকে গেল তখনো সে একটা কাতরোক্তি করল না।

এরপর ওয়াগনটা সেটার পথ ধরে চলতে থাকে, ওদিকে ঘাতকেরা গনগনে কয়লায় ভরা পাত্রগুলোতে তাদের লৌহশলাকাগুলো ঠেসে দিতে থাকে। দলচিনো অন্যান্য যন্ত্রণার ভেতর দিয়ে গেলেও নীরব থাকল, যদিও যখন তারা তার নাক কেটে ফেলল তখন সে সামান্য একটু কাঁধ ঝাঁকাল, আর যখন তারা তার পুরুষাঙ্গ টেনে ছিঁড়ে ফেলল তখন সে গোঙানির মতো একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। তার শেষ কথাগুলো খাপছাড়া, অপ্রাসঙ্গিক শোনাল, কারণ সে এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিল সে তৃতীয় দিনে সে উত্থিত হবে। তারপরে তাকে পোড়ানো হলো, বাতাসে ছড়িয়ে দেয়া হলো তার ভস্মরাজি।

কম্পিত হাতে আমি পাণ্ডুলিপিটা ভাঁজ করলাম। দলচিনো অনেক অপরাধ করেছিল, আমাকে বলা হয়েছিল। কিন্তু তাকে ভয়ংকরভাবে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল, আর পুড়ে মরবার সময় (যুপকাষ্ঠে) সে কেমন আচরণ করেছিল? শহীদদের মতো অবিচল ছিল? বা অভিশপ্তদের মতো ঔদ্ধত্যপূর্ণ? আমি যখন টলমল পায়ে সিঁড়ি বেয়ে গ্রন্থাগারে উঠছি আমি বুঝতে পারলাম আমি কেন বিষণ্ন। মাত্র কয়েক মাস আগে, তাস্কেনিতে আমার আসার কিছুদিন পর দেখা একটা দৃশ্যের কথা হঠাৎ ক'রে আমার মনে পড়ে গেল। ভাবলাম, আসলেই সেই মুহূর্তের আগ পর্যন্ত কেন আমি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম ঘটনাটার কথা, যেন দুঃস্বপ্নের মতো আমার ওপর চেপে-বসা একটা স্মৃতিকে আমার অসুস্থ আত্মা মুছে দিতে চেয়েছিল, বা হয়ত আমি সেটা ভুলিনি, কারণ যখনই ফ্রাতিচেল্লি-বিষয়ক আলোচনা শুনতে পেয়েছি, সেই ঘটনার দৃশ্যাবলি আমি আবারও দেখতে পেয়েছি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আমি আমার চৈতন্যের কুঠুরিগুলোতে সেগুলোকে ঠেলে দিয়েছি, যেন

BanglaBook.org

সেই আতঙ্কের দৃশ্য দেখা একটা পাপ ছিল।

ফ্রাতিচেল্লি বিষয়ক কথা আমি সেইসব দিনে প্রথম শুনি, যখন ফ্লোরেন্সে আমি লোকজনকে পুড়িয়ে মারতে দেখি প্রথম। পিসায় ব্রাদার উইলিয়ামের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হওয়ার কিছুদিন আগের কথা সেটা। সেই শহরে পৌঁছতে তিনি দেরি ক'রে ফেলেছিলেন, এবং আমার বাবা আমাকে ফ্লোরেন্সে যাওয়ার ছুটি দিয়েছিলেন, সেখানকার গীর্জাগুলোর প্রশংসা শুনেছিলাম সবচাইতে সুন্দর বলে। তাস্কেনিতে ঘুরে ফিরে বেড়ালাম যাতে ভালগার লাতিন ভাষা আরো ভালো ক'রে শিখে নিতে পারি, এবং শেষ পর্যন্ত এক হপ্তা ফ্লোরেন্সে কাটাই, কারণ সে-শহর সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছিলাম, ইচ্ছে হয়েছিল সেটাকে জানার।

আর কাজেই আমি সেখানে পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই গোটা শহরে হৈ চৈ ফেলে-দেয়া একটা অসামান্য বিচারের কথা আমি জানতে পারি। ধর্মের বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত এবং বিশপ ও অন্যান্য যাজকের সামনে টেনে হিঁচড়ে আনা ফ্রাতিচেল্লো নামের এক ধর্মদ্বেষীকে সে-সময় কঠিন ইনকুইযিশনের মুখোমুখি হতে হচ্ছিল। আর যারা আমাকে সেটা সম্পর্কে বলেছিল তাদেরকে অনুসরণ ক'রে আমি বিচারের স্থানে চলে গেলাম, কারণ আমি শুনেছিলাম লোকে বলাবলি করছে যে, এই ফ্রায়ার, মাইকেল যার নাম, আসলেই এক ধার্মিক মানুষ ছিলেন যিনি সন্ত ফ্রান্সিসের কথার পুনরাবৃত্তি ক'রে অনুতাপ ও দারিদ্র্য প্রচার করেছিলেন, এবং তাকে বিচারকদের সামনে হাজির করা হয়েছিল বিশেষ এক রমণীর ঘৃণার কারণে যে-রমণী তার কাছে স্বীকারোক্তি দেবার ভান ক'রে পরে তাকেই ধর্মদ্বেষিতামূলক ধারণার প্রচারক হিসেবে তুলে ধরে, আর তখন সত্যিই সেই রমণীর বাড়িতে তাকে বিশপের লোকেরা ধরে ফেলে, যে-তথ্যটা আমাকে অবাক করেছিল, কারণ গীর্জার কোনো কর্মকর্তার কখনো এমন অনুপযুক্ত স্থানে স্যাকরামেন্ট পরিচালনা করতে যাওয়া উচিত নয়; কিন্তু দৃশ্যত এটা ছিল ফ্রাতিচেল্লিদের একটা দুর্বলতা, মনে, ঔচিত্যকে যথোপযুক্ত বিবেচনায় আনার এই ব্যর্থতাটা; তা ছাড়া সম্ভবত এই জনবিশ্বাসে খানিকটা সত্য ছিল যা তাদের কেবল ধর্মদ্রোহী বলেই গণ্য করত না বরং সন্দেহজনক আচার-আচরণের অধিকারী বলেও মনে করত (ক্যাথারীয়দের সম্পর্কে যেমন বলা হতো যে তারা ছিল বুলগার এবং পায়ুকামী)।

আমি সান সালভাতোরের গীর্জায় চলে গেলাম, যেখানে ইনকুইযিশন চলছিল, কিন্তু ভেতরের প্রচণ্ড ভিড়ের কারণে ঢুকতে পারলাম না। সে যা-ই হোক, কিছু মানুষ জানালার শিক ধরে ঝুলে ছিল এবং সেখানে ঝুলে থেকে তারা দেখতে এবং শুনতে পাচ্ছিল কী হচ্ছে, এবং যারা নীচে ছিল তাদেরকে সেসব ঘটনা বর্ণনা করছিল। ইনকুইযিটররা ব্রাদার মাইকেলকে পড়ে শোনাচ্ছিল আগের দিন তিনি কী কনফেশন দিয়েছিলেন; সেখানে তিনি বলেছিলেন যে যীশু ও তাঁর অ্যাপসলরা 'ব্যক্তিগতভাবে বা সাধারণভাবে সম্পত্তি হিসেবে কোনো কিছুর অধিকারী নন', কিন্তু মাইকেল এই বলে প্রতিবাদ জানালেন যে নোটারি 'অসংখ্য মিথ্যে সিদ্ধান্ত' ঢুকিয়ে দিয়েছে এবং তিনি চিৎকার ক'রে বলে উঠলেন (এটা আমি বাইরে থেকেই শুনতে পেলাম) 'শেষ বিচারের দিনে তোমাদেরকে এসব কথা প্রমাণ করতে হবে।' কিন্তু ইনকুইযিটররা তাদের লিখে আনা কনফেশন পড়ে গেল এবং শেষ মুহূর্তে তারা তাঁকে জিগ্যেস করল তিনি নম্রভাবে গীর্জার এবং শহরের সব

মানুষের মতামত মেনে চলতে চান কি না, এবং আমি শুনতে পেলাম তিনি জোর গলায় চেঁচিয়ে ব'লে উঠলেন তিনি তাই মানতে চান, তাই অনুসরণ করতে চান যা তিনি বিশ্বাস করেন, যেমন তিনি মনে করেন যীশুখৃষ্ট দরিদ্র ছিলেন এবং ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন, এবং পোপ দ্বাদশ জন একজন ধর্মদ্রোহী কারণ তিনি এর উলটোটাই বলেছেন। এক তুমুল বিতর্ক শুরু হলো, আর ইনকুইযিটররা, তাদের বেশিরভাগই ফ্রান্সিসকান, তাকে এ কথা বোঝাতে চাইল যে তিনি যা বলছেন তা ধর্মপুস্তকে বলা হয়নি, এবং তিনি তাদেরকে তাদের সম্প্রদায়ের 'বিধি' অস্বীকার করার অভিযোগে অভিযুক্ত করলেন এবং তারা তাঁকে এই প্রশ্ন ক'রে জেরবার ক'রে ফেলল যে তিনি তাদের চাইতে ভালো ক'রে বাইবেল বোঝেন ব'লে তিনি মনে করেন কি না, যারা কি না এ ব্যাপারে রীতিমতো পণ্ডিত। এবং সত্যিকার অর্থেই ভীষণ একগুঁয়ে ফ্রা মাইকেল তাদের কথার প্রতিবাদ করল, আর তার ফলে তারা তাঁকে এ-ধরনের দাবি ক'রে তাঁকে উসকে দিতে শুরু করলেন 'তাহলে আমরা চাই আপনি যীশুকে সম্পত্তির অধিকারী হিসেবে এবং পোপ জনকে একজন ক্যাথলিক ও পূতপবিত্র মানুষ বলে গণ্য করুন।' কিন্তু মাইকেল সারাক্ষণ অবিচল থেকে বলে গেলেন, 'না, সে ধর্মদ্রোহী।' আর তারা বলল নিজের বদমাইশির প্রতি এত একগুঁয়ে কাউকে তারা আর দেখেনি কখনো। কিন্তু ভবনটির বাইরে অনেককেই তাঁকে ফ্যারিসীদের সামনে দাঁড়ানো যীশুখৃষ্টের সঙ্গে তুলনা করছে বলে শুনতে পেলাম, এবং আমি উপলব্ধি করলাম লোকজনের মধ্যে অনেকেই ফ্রায়ার মাইকেলের পবিত্রতায় বিশ্বাস করে।

শেষ পর্যন্ত বিশপের লোকজন তাঁকে শেকলবাঁধা অবস্থায় আবার কারাগারে নিয়ে গেল। আর সেই সন্ধ্যায় আমাকে বলা হলো অনেক সন্ন্যাসী, বিশপের বন্ধুবান্ধব, তাঁকে অপমান করতে আর তাঁর কথা প্রত্যাহার করতে তাঁকে বাধ্য করতে গিয়েছিল, কিন্তু নিজের সত্যের ব্যাপারে অবিচল মানুষের মতোই জবাব দিয়েছিলেন তিনি, এবং তিনি তাদের প্রত্যেককে আবারও বললেন যে যীশু দরিদ্র ছিলেন আর সন্ত ফ্রান্সিস ও সন্ত দমিনিকও একই কথা বলেছিলেন, আর মাইকেল এ কথাও বলেছিলেন যে এই সত্যনিষ্ঠ মত প্রকাশ করার জন্য যদি তাকে পুড়িয়েও মারা হয় তো সে-ও ভালো, কারণ শিগ্‌গিরই তিনি দেখতে পাবেন ধর্মপুস্তকে কী বলা আছে, দেখতে পাবেন অ্যাপক্যালিপ্সের চব্বিশ জন বয়োবৃদ্ধ, যীশুখৃষ্ট আর সন্ত ফ্রান্সিস আর গৌরবজনক শহীদদেরকে, এবং আমাকে বলা হয়েছিল যে তিনি বলেছিলেন, 'আমরা যদি সন্ত ব'লে ঘোষিত বিশেষ কিছু মোহান্তের কথা এমন আকুলতা নিয়ে পড়ি তাহলে তাদের মাঝখানে উপস্থিত হওয়ার বাসনার আকুলতা আর আনন্দ কত গুণ বেশি হওয়া উচিত?' এ-ধরনের কথাবার্তার পর ইনকুইযিটররা গম্ভীর মুখে কারাগার ত্যাগ করল, এবং এই ব'লে ঘৃণাভরে চেঁচিয়ে উঠল (আর আমি তা শুনতে পেলাম) 'লোকটার ওপর শয়তান ভর করেছে।'

পরদিন শুনলাম দণ্ড ঘোষিত হয়েছে; আমি বিশপের প্রাসাদে গেলাম, সেখানে পার্চমেন্টটা দেখতে পেলাম আর সেটার খানিকটা আমার ফলকে নকল ক'রে নিয়ে এলাম সেটা এভাবে শুরু হয়েছে 'In nomine Domini amen. Hec est quedam condemnatio corporalis et sententia condemnationis corporalis lata, data et in hiis scriptis sententialiter

BanglaBook.org

pronumptiata et promulgata[8]...,' ইত্যাদি, আর তারপর সেটা সেই কথিত মাইকেলের পাপ-তাপ আর অপরাধের কঠোর বর্ণনা দিয়ে চলতে লাগল; এগুলোর মধ্যে একটাকে আমার কাছে যারপরনাই ঘৃণ্য বলে মনে হলো, যদিও আমি জানি না (বিচার প্রক্রিয়াটাকে বিবেচনায় নিয়ে বলছি) সেটা তিনি স্বীকার করেছিলেন কিনা, তবে সংক্ষেপে এটা বলা হলো যে, পূর্বোল্লেখিত মাইনরাইট ঘোষণা করেছিল সে সন্ত টমাস একুইনাস সন্ত ছিলেন না, এবং তিনি চিরন্তন নির্বাণও লাভ করেননি, উলটো বরং অভিশপ্ত আর চরম সর্বনাশের দশায় পতিত ছিলেন। এবং অভিযুক্ত যেহেতু তাঁর পথ থেকে সরে আসবে না তাই তাঁর শাস্তি ঘোষণা ক'রে বাক্যটি এভাবে শেষ হলো

Idcirco, dictum Johannem vocatum fratrem Micchaelem hereticum et scismaticum quod docatur ad locum iustitie consuetum, et ibidem igne et flammis igneis accensis concremetur et comburatur, ita quod penitus moriatur et anima a corpore separetur[5]

এবং দণ্ডাদেশটি জনসমক্ষে প্রচারিত হওয়ার পর গীর্জার আরো মানুষ কারাগারে এসে হাজির হলো এবং কী ঘটতে পারে সে-ব্যাপারে মাইকেলকে সতর্ক করল, এবং আমি শুনলাম তারা বলছে 'ব্রাদার মাইকেল, বিশপের টুপি আর জামা এরই মধ্যে তৈরি করা হয়ে গেছে, আর সেসবের ওপর ক্ষুদে শয়তান পরিবৃত ফ্রাতিচেল্লিদের ছবি আঁকা আছে।' তাঁকে ভয় দেখানোর এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর কথা প্রত্যাহার করার জন্য। কিন্তু ব্রাদার মাইকেল হাঁটু গেড়ে ব'সে প'ড়ে বললেন, 'আমি বিশ্বাস করি যূপকাষ্ঠের পাশে আমাদের ফাদার ফ্রান্সিস থাকবেন এবং আমি এ-ও বিশ্বাস করি যে সেখানে যীশু আর অ্যাপসলরাও থাকবেন, থাকবেন গৌরবোজ্জ্বল দুই শহীদ বার্থোলোমিউ এবং অ্যান্থনি।' আর তাঁর এ কথাগুলো ছিল আসলে ইনকুইযিটরদের প্রস্তাব শেষবারের মতো প্রত্যাখ্যান করার একটা পথ।

পরদিন সকালে আমিও বিশপের প্রাসাদের সামনের সেতুর ওপর ছিলাম, ইনকুইযিটররাও সেখানে জমায়েত হয়েছিল; তখনো-শেকলবন্দি ব্রাদার মাইকেলকে তাদের সামনে আনা হলো। তাঁর এক বিশ্বস্ত অনুগামী তাঁর আশীর্বাদ গ্রহণ করার জন্য তাঁর সামনে হাঁটু গেড়ে বসল, এবং এই অনুগামীকে সশস্ত্র ব্যক্তিরা পাকড়াও ক'রে তৎক্ষণাৎ কারাগারে নিয়ে গেল। এরপর দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির সামনে ইনকুইযিটররা আবারও দণ্ডাদেশটা প'ড়ে গেল এবং তাঁকে ফের জিগ্যেস করল তিনি অনুতপ্ত কি না। দণ্ডাদেশের যেখানে যেখানে বলা হলো তিনি ধর্মদ্বেষী তার প্রতিটি জায়গায় মাইকেল জবাব দিলেন, 'আমি ধর্মদ্বেষী নই; পাপী, তা বটে, কিন্তু ক্যাথলিক,' এবং টেক্সট-এর যেখানে 'সর্বাপেক্ষা শ্রদ্ধেয় এবং পবিত্র দ্বাদশজনের নাম নেয়া হলো সেখানে মাইকেল ব'লে উঠলেন, 'না, ধর্মদ্বেষী'। তখন মাইকেলকে বিশপ তাঁর সামনে এসে হাঁটু গেঁড়ে বসতে আদেশ করলেন, কিন্তু মাইকেল বললেন ধর্মদ্বেষীদের সামনে কারোরই নতজানু হওয়া উচিত নয়। তারা তাঁকে হাঁটু গেঁড়ে বসতে বাধ্য করল, এবং তিনি বিড়বিড় ক'রে বললেন, 'ঈশ্বর আমাকে মার্জনা করবেন' এবং তাঁকে তাঁর সমস্ত যাজকীয় পরিচ্ছদসহ পথ দেখিয়ে বাইরে নিয়ে যাওয়ার পর একটা কৃত্যানুষ্ঠান শুরু হলো, এবং এক এক ক'রে তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ খুলে নেয়া হলো যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই ছোট্ট পোশাকটি

রইল যেটাকে ফ্লোরেন্টাইনরা 'cioppa' বলে। এবং কারো যাজক পদ কেড়ে নেয়ার সময়ের প্রথা অনুসারে তারা তাঁর আঙুলের নরম মাংসে গরম এক লৌহশলাকা দিয়ে ছ্যাঁকা দিলো এবং তাঁর মাথা মুড়িয়ে দিলো। এরপর কাপ্তান আর তার লোকেদের হাতে তাঁকে সোপর্দ করা হলো; তারা খুবই রূঢ় ব্যবহার করল তাঁর সঙ্গে এবং তাঁকে কারাগারে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁর হাতে পায়ে আবারও শেকল পরিয়ে দিলো, এবং তিনি জনতার উদ্দেশে বলে উঠলেন, 'Per Dominum moriemur[৬]'। আমি বুঝতে পারলাম পরদিনই তাঁকে পুড়িয়ে মারা হবে, এবং সেদিনও তারা তাঁর কাছে গিয়ে জিগ্যেস করল তিনি স্বীকারোক্তি দিতে এবং কমিউনিয়ন গ্রহণ করতে চান কি না, এবং তখন তিনি এই বলে প্রস্তাবটি ফিরিয়ে দিলেন যে পাপপূর্ণ দশায় রয়েছে এমন কারো কাছ থেকে স্যাকরামেন্ট গ্রহণ করা পাপ। আমার ধারণা এখানে তিনি ভুল বলেছেন এবং তিনি দেখিয়ে দিলেন যে পাতারিনদের ধর্মদ্রোহিতার দোষে তিনি দুষ্ট হয়েছিলেন।

শেষ পর্যন্ত মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকর করার দিন এলো, এবং যাজকীয় পতাকাবাহী একজন (gonfalonier) হাসিমুখে তাঁর দিকে এগিয়ে এলো, কারণ সে তাঁকে জিগ্যেস করল মাইকেল কেমন লোক এবং এত একগুঁয়ে কেন, যেখানে তাঁকে কেবল সব নাগরিক যা স্বীকার করেছে, মেনে নিয়েছে তা-ই স্বীকার করতে হবে এবং হোলি মাদার চার্চ-এর মত গ্রহণ করলেই চলবে। কিন্তু মাইকেল খুবই রূঢ়ভাবে বললেন, 'আমি দরিদ্র আর ক্রুশবিদ্ধ যীশুতে বিশ্বাস করি।' যাজকীয় পতাকাবাহক অসহায় একটা ভঙ্গি ক'রে চলে গেল। এরপর নিজের লোকজনসহ কাপ্তান এসে পৌঁছুল এবং মাইকেলকে উঠোনে আঙিনায় নিয়ে গেল, সেখানে বিশপের ভিকার আবারও স্বীকারোক্তি আর দণ্ডাদেশটা তাঁকে প'ড়ে শোনাল। যেসব ধারণা মিথ্যেভাবে তাঁর ব'লে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে সেসবের প্রতিবাদ জানাবার জন্য মাইকেল আবার বাধা দিলেন; এসব আসলে এমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় ছিল যে আমার সেসব মনে নেই, আর সে সময়ে ভালো ক'রে বুঝিওনি ঠিক। কিন্তু নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে এসবই মাইকেলের মৃত্যু আর ফ্রাতিচেল্লিদের নিগ্রহ নিশ্চিত ক'রে দিলো। যেসব মানুষ দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করতে চায় আর বিশ্বাস করে যে যীশুর কোনো জাগতিক সম্পদ ছিল না তাদের বিরুদ্ধে গীর্জার লোকজন আর সেকুলার আর্ম এমন সহিংস আচরণ করল কেন আমি তা বুঝতে পারিনি। কারণ, আমি মনে মনে বললাম, তাদের তো বরং সেসব মানুষকেই ভয় পাওয়ার কথা যারা বিত্ত-বৈভবের মধ্যে বাস করতে চায়, অন্যের টাকাপয়সা কেড়ে নিতে চায়, গীর্জাকে পাপের দিকে এগিয়ে নিতে চায়, সেখানে ঘুষের বিনিময়ে যাজকীয় পদ আদান-প্রদানের চর্চা প্রবর্তন করতে চায়, এবং বিষয়টা নিয়ে আমার কাছে দাঁড়ানো এক লোকের সঙ্গে আমি আলাপ করলাম, কারণ আমি আর চুপ থাকতে পারছিলাম না। তিনি ব্যঙ্গের হাসি হেসে আমাকে বললেন যে দারিদ্র্যের চর্চা যে সন্ন্যাসী করে সে জনসাধারণের জন্য একটা বাজে উদাহরণ সৃষ্টি করে, কারণ যেসব সন্ন্যাসী তা চর্চা করে না তাদেরকে তারা আর গ্রহণ করতে পারে না। আর, তিনি যোগ করলেন, দারিদ্র্যের প্রচারণা লোকের মাথায় ভুল ধারণা ঢুকিয়ে দিচ্ছে, কারণ তারা তাদের দারিদ্র্যকে গর্বের একটি উৎস বলে বিবেচনা করবে এবং গর্ব নানান গর্বোদ্ধত কাজ-কর্মের জন্ম দেবে। আর শেষে তিন বললেন যে, তার কাছেও পরিষ্কার নয় এমন সিলজিজমের বা ন্যায়ানুমানের বদান্যতায় আমার জানা উচিত যে সন্ন্যাসীদের জন্য দারিদ্র্য প্রচারের মানে দাঁড়ায় সম্রাটের পক্ষ

BanglaBook.org

নেয়া আর পোপের সেটা পছন্দ নয়। দুর্দান্ত সব যুক্তি ব'লে মনে হলো এগুলো আমার কাছে, যদিও সেসব যৎসামান্য বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন কারো মুখ থেকে বের হচ্ছে, তবে এই ব্যাপারটা বাদে যে, সম্রাটকে খুশী করতে বা ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোর মধ্যেকার বিতর্কের ফয়সালা করার জন্য ব্রাদার মাইকেল যে কেন এমন ভয়ংকরভাবে মৃত্যুবরণ করতে চাইছিলেন সেটা আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। সত্যি বলতে কি, ওখানে উপস্থিত কয়েকজন বলছিল, 'লোকটা সন্ত না, নাগরিকদের মধ্যে ফ্যাসাদ বাধাতে লুইস ওকে পাঠিয়েছে। আর ফ্রাতিচেল্লিরা তাসকান হলে কী হবে তাদের পেছনে সম্রাটের এজেন্টরা আছে।' অন্যরা বলল, 'লোকটা পাগল, শয়তান ভর করেছে তার ওপর, পায়াভারী হয়েছে খুব; নিজের খতরনাক দেমাকের জন্য এই আত্মবলিদানটাকে উপভোগ করছে যে; এই সন্ন্যাসীদের ওরা বড্ড বেশি সন্তজীবনী পড়ায়। ওরা বরং বিয়ে করলেই ভালো করবে।' কিন্তু তার পরও অন্যরা বলল, 'না, সব খৃষ্টানেরই ওঁর মতো হওয়া উচিত, নিজেদের বিশ্বাসের কথা ঘোষণায় সদাপ্রস্তুত, সেই পেগানদের সময়ের মতো।' আমি যখন এসব কথা শুনছিলাম – যখন আর কিছু ভাবতে পারছিলাম না – তখন ব্যাপারটা এমন ঘটল যে আমি দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত লোকটার মুখের দিকে সরাসরি তাকালাম, যা মাঝে মাঝে আমার সামনের ভিড়ের কারণে ঢাকা পড়ে যাচ্ছিল। এবং আমি এমন এক মানুষের মুখ দেখতে পেলাম যে কিনা অপার্থিব কিছু একটার দিকে তাকিয়ে ছিল, যেমনটা আমি কখনো সখনো পরমানন্দজনক স্বপ্নাবেশে থাকা সন্তদের মূর্তিতে দেখেছিলাম, এবং আমি বুঝতে পারলাম তিনি পাগল বা দ্রষ্টা যা-ই হোন না কেন, জেনেশুনেই মরতে চাইছেন তিনি, কারণ মৃত্যুর মাধ্যমে তিনি তাঁর শত্রুকে পরাস্ত করবেন, তা সে যে-ই হোক না কেন, এবং আমি এ-ও বুঝতে পারলাম যে এই মৃত্যু অন্যদেরকে মৃত্যুর দিকে ধাবিত করবে এবং এ ধরনের অবিচলতার অধিকারীদের প্রতি আমি বিস্ময়াবিষ্ট রয়ে গেছি তার কারণ আমি আজও জানি না যে যা তাঁদের মধ্যে রয়েছে তা-কি তাঁরা যে-সত্যকে বিশ্বাস করেন তার প্রতি এক গর্বিত ভালোবাসা, নাকি মৃত্যুর জন্য এক গর্বিত কামনা যা তাঁদেরকে তাঁদের সত্যের ঘোষণা দেবার দিকে এগিয়ে দেয়, তা সে-সত্য যা-ই হোক না কেন। এবং আমি মুগ্ধতায় ও ভয়ে একেবারে বিহ্বল হয়ে পড়লাম।

কিন্তু চলুন মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকর করার সেই দৃশ্যে ফিরে যাওয়া যাক, কারণ মাইকেলকে যেখানে হত্যা করা হবে সবাই সেদিকে এগিয়ে যাচ্ছিল।

কাপ্তান আর তার লোকেরা তাঁকে ফটকের বাইরে নিয়ে এলো, তাঁর পরনে তাঁর ছোটো স্কার্টটা, সেটার কয়েকটা বোতাম ছেঁড়া, এবং যখন তিনি মাথা নিচু ক'রে বড়ো বড়ো পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন, তাঁর বিশ্বাসমন্ত্র আওড়াতে আওড়াতে, তখন তাঁকে একজন শহীদ বলেই মনে হচ্ছিল। আর লোকজনের জমায়েতটাও ছিল অবিশ্বাস্যরকমের বিপুল, এবং অনেকেই চেঁচিয়ে যাচ্ছিল, 'মোরো না'। আর তিনি জবাব দিচ্ছিলেন এই বলে, 'আমি যীশুর জন্য মৃত্যুবরণ করছি।' তারা বলছিল, 'কিন্তু আপনি তো যীশুর জন্য মরছেন না,' এবং তিনি বলছিলেন, 'না, 'সত্যের জন্য' তারা যখন প্রোকনসাল-এর কোণা নামে একটা জায়গায় এসে পৌঁছাল, এক লোক চেঁচিয়ে উঠে তাঁকে তাদের সবার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে বলল, এবং তখন তিনি জমায়েতটাকে আশীর্বাদ করলেন

BanglaBook.org

ব্যাপ্টিস্ট গীর্জায় তারা তাঁর উদ্দেশে চেঁচিয়ে ব'লে, 'নিজের জীবন বাঁচান!' এবং তার জবাবে তিনি বললেন, 'পাপের কাছ থেকে প্রাণপনে পালাও!'; পুরোনো বাজারে তারা তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠে তাঁকে বলল, 'বাঁচুন! বাঁচুনা!' এবং তিনি জবাব দিলেন, 'নরক থেকে তোমরা নিজেদের বাঁচাও'; 'নতুন বাজার'-এ তারা চিৎকার ক'রে বলল, 'অনুতপ্ত হোন, অনুতপ্ত হোন,' এবং তখন তিনি জবাব দিলেন, 'তোমরা তোমাদের সুদের কারবারের জন্য অনুতপ্ত হও।' এবং সান্তা ক্রোচে পৌঁছে তিনি সিঁড়ির ধাপে তাঁর নিজের সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদেরকে দেখতে পেলেন, এবং তিনি তাদেরকে ভর্ৎসনা করলেন কারণ তারা সন্ত ফ্রান্সিসের 'বিধি' অনুসরণ করেনি এবং তখন কেউ কেউ কাঁধ ঝাঁকাল। কিন্তু অন্যরা লজ্জায় তাদের মস্তকাবারণটা নিজেদের মুখের ওপর টেনে দিলো।

'বিচারের ফটক' এর দিকে যাওয়ার সময় অনেকেই তাঁকে বলল, 'কথা ফিরিয়ে নিন, কথা ফিরিয়ে নিন। মরার জন্য জেদ করবেন না,' এবং তখন তিনি বললেন, 'যীশু আমাদের জন্য মৃত্যুবরণ করেছিলেন,' এবং তখন তারা বলল, 'কিন্তু তুমি তো যীশু নও, আমাদের জন্য তোমাকে মরতে হবে না!' এবং তিনি বললেন, 'কিন্তু আমি তাঁর জন্য মৃত্যুবরণ করতে চাই!' 'ন্যায়বিচারের মাঠ'-এ একজন তাঁকে বলল, তাঁর উচিত তাঁর ঊর্ধ্বতন এক সন্ন্যাসী যা করেছিলেন তা-ই করা, শপথ ক'রে তাঁর পথ থেকে সরে আসা; কিন্তু মাইকেল বললেন তিনি তা করবেন না এবং দেখলাম জমায়েতের অনেকেই তাঁর সঙ্গে একমত প্রকাশ করল আর তাঁকে শক্ত থাকতে বলল : ফলে আমি এবং আরো অনেকে বুঝতে পারলাম তারা তাঁর অনুসারী এবং আমরা তাদের কাছ থেকে সরে এলাম

শেষ পর্যন্ত আমরা শহরের বাইরে চলে এলাম এবং আমাদের সামনে চিতাটাকে দেখতে পেলাম, সেটাকে ওখানে লোকে 'কুঁড়ে' বলে, কারণ একটা কুঁড়েঘরের মতো ক'রে কাঠ সাজানো হয়েছে, এবং লোকজন যাতে খুব কাছে ঘেঁষতে না পারে সেজন্য অশ্বারোহী একদল সশস্ত্র লোক দাঁড়িয়ে গেল। তো, সেখানে তারা খুঁটির সঙ্গে ব্রাদার মাইকেলকে বেঁধে ফেলল। এবং আবারও শুনলাম কে যেন তাঁর উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠল: 'কিন্তু আপনি কিসের জন্য মরছেন?' আর তিনি জবাব দিলেন, 'আমার মনের মধ্যে বাস করে এমন এক সত্যের জন্য।' ওরা কাঠে আগুন ধরিয়ে দিলো। আর ব্রাদার মাইকেল যিনি 'ক্রেডো' (credo[৭]) কথাটা আউড়েছিলেন তিনি এরপর 'Te Deum' পাঠ করলেন। তিনি বোধকরি সেটার আটটা পঙ্‌ক্তি গাইলেন, তারপর ঝুঁকে পড়লেন তিনি যেন হাঁচি এসেছে তাঁর, তারপর মাটিতে পড়ে গেলেন, কারণ তাঁর দড়িদড়া পুড়ে গিয়েছিল। তিনি ততক্ষণে মারা গেছেন : দেহটা একেবারে পুড়ে যাওয়ার আগেই তিনি মারা গেছেন প্রচণ্ড তাপে – যার কারণে হৃৎপিণ্ড ফেটে যায় – আর ধোঁয়ায়, যাতে বুকটা ভর্তি হয়ে যায়।

এরপর 'কুঁড়ে'টা একটা মশালের মতো পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গেল, এবং প্রবল একটা দীপ্তি ছড়িয়ে পড়ল, আর বেচারা মাইকেলের পুড়ে কয়লা হয়ে যাওয়া দেহটা না হলে – যেটা কিনা গনগনে কয়লার ভেতর থেকে তখনো জ্বলছিল – আমি বলতাম যে আমি সেই জ্বলন্ত ঝোপের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। আমি এত কাছে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখতে পাচ্ছিলাম (যেটার কথা গ্রন্থাগারের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে আমার মনে পড়ে গিয়েছিল) যে ভাবাবিষ্ট নিবিড় আনন্দোচ্ছ্বাস সম্পর্কে

BanglaBook.org

কিছু কথা আপনা আপনি-ই আমার ঠোঁটে উঠে এলো; সাধ্বী হিল্ডেগার্ডের বইয়ে এই কথাগুলো পড়েছিলাম আমি: 'অগ্নিশিখায় অসাধারণ প্রাণশক্তি এবং আগ্নেয় সংরাগ সম্পন্ন এক দুর্দান্ত স্বচ্ছতা রয়েছে, কিন্তু সেই অসাধারণ প্রাণশক্তি এজন্য রয়েছে যাতে সেটা সেই অগ্নিশিখা আলোকিত করতে পারে, আর আগ্নেয় সংরাগ রয়েছে যাতে তা পোড়াতে পারে।'

ভালোবাসা বা প্রেম সম্পর্কে উবার্তিনোর কিছু কথা আমার মনে পড়ে গেল। চিতায় মাইকেলের প্রতিচ্ছবি দলচিনোর প্রতিচ্ছবির সঙ্গে গুলিয়ে গেল, আবার দলচিনোরটি গুলিয়ে গেল সুন্দরী মার্গারেটেরটির সঙ্গে। গীর্জায় যে অস্থিরতা পেয়ে বসেছিল আমাকে সেই একই অস্থিরতা অনুভব করলাম আমি।

সেটা নিয়ে চিন্তা করার চেষ্টা না ক'রে সোজা গোলকধাঁধায় চলে গেলাম।

এই প্রথম আমি সেখানে একা প্রবেশ করলাম; বাতি থেকে মেঝেতে-পড়া দীর্ঘ ছায়াগুলো আমাকে ঠিক ততটাই আতঙ্কিত ক'রে তুলল যেমনটি আগের রাতের সেই স্বপ্নাবেশের মধ্যে দেখা দৃশ্যগুলো করেছিল। প্রতি মুহূর্তেই ভয় হচ্ছিল এই বুঝি কোনো আয়নার সামনে গিয়ে পড়ি, কারণ আয়নার জাদু এমনই যে ওগুলো যে আয়না তা জানার পরেও যে কেউই বিচলিত হবে।

অন্যদিকে আমি কিন্তু নিজের অবস্থান সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়ার বা কাল্পনিক দৃশ্য বা স্বপ্নাবেশ তৈরি-করা সুগন্ধী-রাখা কামরাগুলো এড়িয়ে যাওয়ার কোনো চেষ্টা করলাম না। যেন জ্বরগ্রস্তের মতো এগিয়ে চললাম আমি, কোথায় যেতে চাইছি জানা নেই। সত্যি বলতে কি, যাত্রা শুরু করার জায়গা থেকে বেশি দূর যাইনি, কারণ অল্প কিছুক্ষণ পরই আমি নিজেকে সেই সপ্তভুজাকার কামরায় আবিষ্কার করলাম যেটা দিয়ে ঢুকেছিলাম। এখানে একটা টেবিলের ওপর এমন কিছু বই প'ড়ে আছে যেগুলো সম্ভবত আগের রাতে দেখিনি। অনুমান করলাম মালাকি সেগুলো স্ক্রিপ্টোরিয়াম থেকে নিয়ে এসেছিলেন কিন্তু তখনো ফের জায়গামতো রাখেননি। ঠিক বুঝতে পারলাম না সুগন্ধী ঘর থেকে কত দূরে আছি, কারণ কেমন বিহ্বল বোধ হচ্ছিল, হতে পারে সেটা ফুসফুস আক্রান্তকারী কোনো দূষিত বাষ্প বা তখন অব্দি যে সমস্ত ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে চিন্তা করছিলাম, সে সবের কাজ। সুঅলংকৃত একটি বই খুললাম; সেটির শৈলী দেখে মনে হলো বইটি Ultima Thule[৮]-র মঠগুলো থেকে এসেছে।

অ্যাপসল মার্কের সুসমাচার যে পৃষ্ঠা থেকে শুরু হয়েছে সেখানে এক সিংহের ছবি দেখে আমি চমকে উঠলাম, যদিও রক্ত-মাংসের প্রাণীটিকে দেখিনি কখনো, কিন্তু ওটা যে একটা সিংহ সে-ব্যাপারে আমি নিশ্চিত ছিলাম, এবং শিল্পী বিশ্বস্তভাবে সেটার অবয়ব ফুটিয়ে তুলেছেন, সম্ভবত দানবীয় প্রাণীর রাজ্য হাইবারনিয়ার সিংহগুলো দেখে উদ্বুদ্ধ হয়ে, এবং আমি নিশ্চিত যে এই প্রাণীটি, *Physiologues*[৯]-এর বক্তব্য অনুযায়ী, যা কিছু সবচে ভয়ংকর আর রাজকীয় তার সব বৈশিষ্ট্যই নিজের মধ্যে এনে জড়ো করেছে। কাজেই এই ছবিটি আমার কাছে 'শত্রু' আর আমাদের প্রভু যীশু দু'জনেরই ছবির কথা আমাকে মনে করিয়ে দিলো, যদিও আমি জানতাম না কোন সাংকেতিক সূত্র ব্যবহার ক'রে সেটা পড়তে হবে, আর আমার সারা শরীর তখন ভয়ে আর দেয়ালগুলোর ফাটল

BanglaBook.org

দিয়ে আসা বাতাসের কারণে কাঁপতে শুরু করেছে।

যে সিংহটাকে দেখলাম সেটার মুখে দাঁত গিজগিজ করছে, মাথাটা সাপের মাথার মতো চমৎকার খোলস বিশিষ্ট; প্রকাণ্ড দেহটা ধারাল ভয়ংকর নখরঅলা চারটে থাবার ওপর ভর ক'রে আছে, আর সিংহটার গায়ের রোমের সঙ্গে কিছুদিন-পরে-দেখা, প্রাচ্যদেশ-থেকে-আনা একটা গালিচার মিল পেলাম, সেটার লাল, পান্না-সবুজ পরতগুলোর ওপরে প্লেগ বা মহামারীর মতো হলুদ, ভয়াল আর শক্তপোক্ত হাড়ের কাঠামো আঁকা ছিল। আর সেটার লেজটাও ছিল হলুদ, আগাগোড়া প্যাঁচানো, আর সেটার শেষভাগে কালো সাদা রোমের গুচ্ছ গুটি পাকানো।

সিংহটা দেখে ভয়ে ও বিস্ময়ে যখন আমি অভিভূত, এমনকি বারকয়েক নিজের চারপাশে তাকিয়ে ফেলেছি, যেন দেখতে পাব বলে আশঙ্কা করছিলাম যে অমন বর্ণনামতো কোনো জন্তু হঠাৎ ক'রে এসে হাজির হয়েছে, এই সময় অন্য পৃষ্ঠাগুলো দেখব বলে ভাবলাম, এবং ম্যাথু-র সুসমাচারের শুরুতে একজন পুরুষের ছবির দিকে আমার নজর পড়ল। জানি না কেন, সিংহটার চেয়েও বেশি ভয় পেলাম আমি সেটা দেখে – মুখটা এক পুরুষের, কিন্তু পুরুষটির পুরো শরীর এক ধরনের শক্ত হাতাকাটা বহির্বাস দিয়ে পা পর্যন্ত ঢাকা, আর এই বহির্বাসটি বা দেহবর্মটি লাল আর হলুদ মাঝারি দামের পাথরখচিত। মাথাটা – যেটা চুনী আর পোখরাজের একটা প্রাসাদ থেকে রহস্যময়ভাবে বেরিয়ে এসেছে – সেটাকে দেখে মনে হলো (আতঙ্ক আমাকে কতটা ঈশ্বরনিন্দুক বানিয়ে ফেলেছে) যেন সেটা সেই রহস্যময় খুনীর মাথা যার বোধাতীত বিচারের কাহিনীটি আমরা অনুসরণ ক'রে আসছি। আর তখনই উপলব্ধি করলাম সেই জন্তু আর সশস্ত্র মানুষটিকে গোলকধাঁধাটির সঙ্গে কেন আমি এত এক ক'রে দেখছি দুটো অলংকরণই, বইটার অন্য সবগুলোর মতো, পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত কিছু গোলকধাঁধার একটা প্যাটার্ন বা নকশা থেকে উঠে এসেছে, সেগুলোর অনিক্স ও পান্না-সবুজ রেখা, ক্রিসোপ্রেসের সূত্র, বেরিলের ফিতে, সবই যেন নানান কামরা ও করিডরের যে জটাজালের মধ্যে ছিলাম সেটার কথা বলছিল। পৃষ্ঠার ওপরের উজ্জ্বল পথ ধরে আমার দৃষ্টি হারিয়ে গেল, ওদিকে আমার পদযুগল হারিয়ে যাচ্ছিল পুঁথিঘরের কামরাগুলোর বিশৃঙ্খল পরম্পরায়, আর আমার নিজের উদ্দেশ্যহীন ঘোরাঘুরি ওসব পার্চমেন্টে আঁকা রয়েছে দেখে মনটা অস্বস্তিতে ভরে গেল, এবং আমার নিশ্চিত ধারণা হলো যে ওই বইগুলোর প্রতিটি, রহস্যময় অট্টহাসির মাধ্যমে, আমারই গল্প বলে যাচ্ছে। 'De te fabula narratur[১০],' আমি নিজেকে বললাম, এবং ভাবলাম ভবিষ্যতে আমার জীবনে যা ঘটবে সেগুলোতে ওইসব বইয়ের পাতায় লেখা রয়েছে কি না।

আমি আরেকটা বই খুললাম, মনে হলো সেটা হিস্পানী ঘরানার, রংগুলো উগ্র, লালগুলো রক্ত বা আগুন নির্দেশ করছে। ওটা হচ্ছে প্রেরিতদের (apostles) কাছে প্রকাশিত বাক্য বা দ্য বুক অভ্ রেভেলেশন, এবং আরো একবার, গত রাতের মতো mulier amicta sole[১১] পৃষ্ঠাটার ওপর নজর গেল। কিন্তু একই বই ছিল না সেটা। অলংকরণ ভিন্ন। এখানে শিল্পী নারীটির আকার-আকৃতি নিয়ে আগের চাইতে বেশি সময় ব্যয় করেছেন। আমি নারীটির মুখ, তার বুক, তার বাঁক-নেয়া উরুর সঙ্গে উবার্তিনোর কাছে দেখা কুমারীর মূর্তিটির তুলনা করলাম। রেখাটা আলাদা, কিন্তু এই mulier-কেও

BanglaBook.org

খুব সুন্দর লাগল আমার কাছে। ভাবলাম, এসব মতে থিতু হওয়া যাবে না। আরেক নারীকে পেলাম একটু পর, কিন্তু এবার দেখা গেল সে ব্যবিলনের রূপোপজীবনী। তার আকার-আকৃতি দেখে যতটা না তার চাইতে এটা ভেবে চমকিত হলাম যে সে-ও অন্যজনের মতো এক নারী ছিল, অথচ তার পরও সে সব রকমের মন্দের আধার, অথচ অন্যজন সবগুণের, কিন্তু দু'ক্ষেত্রেই ফর্ম বা রূপটা নারীসুলভ এবং একটা পর্যায়ে দু'জনের মধ্যে কোনো ফারাক আর খুঁজে পেলাম না আমি। আবারও ভেতরে ভেতরে একটা অস্থিরতা অনুভব করলাম, গীর্জার কুমারীর প্রতিচ্ছবিটা সুন্দরী মার্গারেটের প্রতিচ্ছবির ওপর এসে বসল। 'আমি অভিশপ্ত,' আমি আপনমনে বলে উঠলাম। 'না হয়, আমি উন্মাদ'। ঠিক করলাম গ্রন্থাগারে আর থাকা যাবে না।

সৌভাগ্যক্রমে, আমি সিঁড়ির কাছেই ছিলাম। হোঁচট খেয়ে পড়ার এবং বাতিটা নিভিয়ে ফেলার ঝুঁকি সত্ত্বেও দৌড়ে নীচে নেমে এলাম। ফের স্ক্রিপ্টোরিয়ামের প্রশস্ত খিলানের নীচে নিজেকে আবিষ্কার করলাম, কিন্তু এমনকি সেখানেও থাকলাম না, বরং খাবার ঘরের দিকে চ'লে গেছে যে সিঁড়িটা সেটার দিকে নামতে লাগলাম ঝটিতে।

এখানে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে থামলাম। জানালাগুলোর ভেতর দিয়ে খুবই উজ্জ্বল আলো আসছে, বাতিটা প্রায় দরকারই হলো না আমার, অথচ কুঠুরিগুলোতে আর গ্রন্থাগারের প্যাসেজগুলোতে ওটা ছাড়া চলা অসম্ভব। তার পরও জ্বালিয়েই রাখলাম সেটাকে, যেন আরামের আশায়। কিন্তু তার পরও আমি হাঁপাচ্ছি তখনো, ভাবলাম উত্তেজনা প্রশমনে একটু পানি খাওয়া দরকার। রান্নাঘরটা যেহেতু কাছেই খাবার ঘরটা পেরিয়ে ধীরে ধীরে সেসব দরজার একটা খুললাম যেগুলো এডিফিকিয়ুমের নিচতলার দ্বিতীয়ার্ধের দিকে গেছে।

আর সে-মুহূর্তে আতঙ্ক আমার কমার চাইতে উলটো বেড়ে গেল। কারণ আমি মুহূর্তে বুঝে গেলাম যে রান্নাঘরে আরেকজন কেউ আছে – রুটির চুল্লীর কাছে, বা অন্তত এটুকু বুঝতে পারলাম যে সেই কোনায় একটা আলো উজ্জ্বলভাবে জ্বলছে। ভীষণ ভয় পেয়ে আমি আমারটা নিভিয়ে দিলাম। আমি ভীত হলেও, আমি নিজেও ভীতি ছড়ালাম, এবং সত্যি বলতে কি, অন্য লোকটিও (বা, লোকেরাও) তাদের আলোটি সঙ্গে সঙ্গে নিভিয়ে দিলো। কিন্তু তাতে কাজ হলো না, কারণ চাঁদটা আমার সামনে এক বা একাধিক অস্পষ্ট ছায়া ফেলবার পক্ষে যথেষ্ট রকমেই আলোকিত ক'রে রেখেছিল রান্নাঘরটাকে।

স্থির হয়ে গেলাম একদম, পিছিয়ে যেতে বা সামনে এগোতে সাহস হলো না। তোতলামির একটা আওয়াজ পেলাম এবং মনে হলো মৃদু একটা নারীকণ্ঠ কানে এলো। তারপর চুল্লীর কাছে আবছামতো-বোঝা-যায় এমন আকৃতিহীন দলটা থেকে একটা কালো, গুঁড়ি-মেরে-থাকা কিছু বেরিয়ে এসে স্পষ্টতই ভেজানো থাকা বাইরের দরজার দিকে পালিয়ে গেল, পেছন থেকে সেটা বন্ধ ক'রে দিয়ে।

আমি খাবার ঘর আর-রান্নাঘরের মাঝখানের চৌকাঠে রয়ে গেলাম, আর চুল্লীর কাছে রয়ে গেল আবছামতন কী একটা। আবছামতন আর – কিভাবে বলা যায় সেটাকে? – গোঙাতে থাকা

BanglaBook.org

কিছু একটা। সত্যি বলতে কি, ছায়ার ভেতর থেকে একটা চাপা কান্না ধরনের, গোঙানি, ভয়ের একটা ছন্দময় ফোঁপানো আর্তরব ভেসে এলো।

অন্য আরেকজনের ভয় একজন ভীত মানুষকে যতটা সাহস জোগাতে পারে তা আর অন্য কিছু পারে না। বরং আমি বলব এমন এক প্রমত্ততা আমাকে তাড়িত করছিল যা আমার সেই স্বপ্নাবেশের মধ্যে থাকাকালীন যে প্রমত্ততা আমাকে পেয়ে বসেছিল সেটারই মতো। রান্নাঘরে এমন কিছু একটা ছিল যা আগের রাতে গ্রন্থাগারে আমাকে যে-ধোঁয়াটা কাবু ক'রে ফেলেছিল সেটার মতো। এটা সম্ভবত একই জিনিস নয়, কিন্তু আমার অতি উত্তেজিত ইন্দ্রিয়গুলোর ওপর এটা একই প্রভাব ফেলেছিল। জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে শুঁকতে ট্রাগান্থ-আঠা, ফিটকিরি আর টারটারের একটা ঝাঁঝালো গন্ধ নাকে এলো আমার, মদকে সুগন্ধী করার জন্য পাচকেরা এগুলো ব্যবহার করে। বা, সম্ভবত, যেটা আমি পরে জেনেছিলাম, সেসময়ে লোকজন বিয়ার বানাত (যেটাকে উপদ্বীপটার এই উত্তরাংশে বেশ সমীহের সঙ্গে দেখা হয়), আর জিনিসটা আমার দেশের পদ্ধতি অনুসরণ ক'রেই হিদার, সোয়াম্প, মার্টল, আর বুনো রোজমেরি দিয়ে বানানো হতো। এই সব মশলাপাতি আমার নাকের চাইতে মনটাকেই বেশি উদ্বেলিত ক'রে দিলো।

আর যখন আমার অপ্রমত্ত প্রকৃতি 'Vade retro'[১২] বলে চেঁচিয়ে উঠতে এবং সেই গোঙানি দেয়া জিনিসটা থেকে সরে আসতে যাবে যা কি না নিশ্চিতভাবেই অশুভ সত্ত্বাটির আমার জন্য ডেকে আনা একটা সাকিবাস ছিল, আমার vis appetitiva[১৩]-র মধ্যেকার কিছু একটা আমাকে এগিয়ে যেতে বলল, যেন কোনো অত্যাশ্চর্য ব্যাপারে বা ঘটনায় আমি অংশ নিতে চেয়েছি।

কাজেই আমি ছায়াটার দিকে এগিয়ে গেলাম, যতক্ষণ পর্যন্ত না উঁচু জানালা গলে আসা চাঁদের আলোয় আমি বুঝতে পারলাম যে সেটা আসলে এক নারী, কাঁপছে সে, বুকের কাছে একটা পোঁটলা আঁকড়ে ধরে আছে এক হাত দিয়ে এবং কাঁদতে কাঁদতে পেছনে চুল্লীর মুখটার কাছে সরে যাচ্ছে।

যা ঘটেছিল তা বলতে ঈশ্বর, নির্মলা কুমারী, এবং স্বর্গের সমস্ত সন্ত যেন আমাকে সাহায্য করেন। বিনয়নম্রতা এবং (শান্তি ও প্রশান্ত চিন্তামগ্নতার এক আশ্রয়স্থল মেল্ক-এর চমৎকার মঠে এক বয়স্ক সন্ন্যাসী হিসেবে এখন) আমার অবস্থান আমাকে পরম ঐকান্তিক সাবধানতা অবলম্বনে মন্ত্রণা দেবে। আমি শুধু এটুকু বলব যে অশুভ একটা ব্যাপার ঘটল এবং সেটা কী তা বলা শোভন হবে না, আর কাজেই, আমার পাঠক বা আমাকে বিচলিত করতে হবে না।

কিন্তু সেসব দূরবর্তী ঘটনা, সম্পূর্ণ সত্যটি বলার জন্য আমি স্থিরপ্রতিজ্ঞ হয়েছি, এবং সত্য অবিভাজ্য, নিজের স্বচ্ছতা নিয়ে তা জ্বলজ্বল করে এবং আমাদের স্বার্থ বা লজ্জার কারণে সে নিজেকে ক্ষয়ে যেতে দেয় না। কিন্তু সমস্যা হলো, আমি ব্যাপারটা এখন যেভাবে দেখছি এবং মনে করছি সেটা বলা নয়, বরং তখন ঠিক কী ঘটেছিল এবং অনুভব করেছিলাম সে কথা বলা। যদিও সব কিছুই আমার অকরুণ উজ্জ্বলতার সঙ্গে মনে আছে, তবে জানি না এ-ঘটনা-পরবর্তী আমার অনুতাপ এসব পরিস্থিতি এবং চিন্তাভাবনা আমার স্মৃতিতে এরকমভাবে গেঁথে দিয়েছে কি না, বা সেই একই অনুতাপের অপ্রতুলতা আমার ভারাক্রান্ত মনে আমার লজ্জার ক্ষুদ্রতম খুঁটিনাটি ফের

BanglaBook.org

জাগিয়ে তুলে আজও আমাকে যন্ত্রণাবিদ্ধ করে কি না)। এবং ইতিহাস রচয়িতার বিশ্বস্ততার সঙ্গে আমি কাজটি করতে পারি, কারণ চোখ বুজলেই যা কিছু আমি করেছিলাম কেবল সেসবেরই নয় বরং সেই সব মুহূর্তে আমি কী ভেবেছিলাম তার সবই আবার বলে যেতে পারি, যেন সে-সময়ে লেখা কোনো পার্চমেন্ট নকল করছি আমি। আর তাই এভাবেই এগোতে হবে আমাকে; সন্ত মাইকেল দেবদূতশ্রেষ্ঠ আমাকে রক্ষা করুন, কারণ ভাবী পাঠকদের নৈতিক উন্নতি সাধন আর আমার অপরাধের নির্মম সমালোচনা করার জন্য আমি এখন বলতে চাই কী ক'রে একজন তরুণ শয়তানের ফাঁদে পড়তে পারে, বলতে চাই যাতে তা প্রকাশিত হয় এবং জানা সুস্পষ্ট হয়, যাতে ক'রে ভবিষ্যতে কেউ এসবের সম্মুখীন হলে যেন সেসবের বিরুদ্ধে জয়ী হতে পারে।

তো, ওটা ছিল এক নারী। বা, বলা ভালো, একটি মেয়ে। সে-সময় পর্যন্ত (আর ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, তারপর থেকে) সেই লিঙ্গের প্রাণীদের সঙ্গে কোনো ঘনিষ্ঠতা প্রায় না থাকার কারণে ঠিক বলতে পারছি না মেয়েটির বয়স কত ছিল। আমি কেবল জানি মেয়েটির বয়স কম ছিল, প্রায় কিশোরী বলা যায়, সম্ভবত ষোলো বা আঠারো বসন্ত পার করেছে, বা হয়ত কুড়িটি; এবং সেই আকৃতিটি থেকে যে মানবীয় বাস্তবতার যে ছাপ বেরিয়ে এলো তা দেখে আমি চমকে গেলাম। এটা কোনো স্বপ্নাবেশজনিত দৃশ্য ছিল না, বরং কী ক'রে যেন এটাকে আমার valde bona[১৪] বলে মনে হলো। সম্ভবত তার কারণ সে ছোট্ট একটা পাখির মতো কাঁপছিল সে, কাঁদছিলও, আর আমাকে ভয় পেয়েছিল।

প্রত্যেক সুবোধ খৃষ্টানেরই প্রতিবেশীকে তার দুঃসময়ে সাহায্য করা কর্তব্য ভেবে আমি খুবই নম্রভাবে তার দিকে এগিয়ে গেলাম এবং উত্তম লাতিনে বললাম তার ভয়ের কারণ নেই, কারণ আমি তার সুহৃদ এবং কোনোভাবেই তার শত্রু নই, বিশেষ ক'রে, সম্ভবত সে যাকে ভয় পাচ্ছিল সেই শত্রু নই।

আমার স্থির দৃষ্টির নম্রতা দেখে, আমার মনে হলো, মেয়েটি শান্ত হলো, আমার দিকে এগিয়ে এলো। মনে হলো আমার লাতিন তার কাছে বোধগম্য হয়নি, এবং স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই আমি তাকে আমার জর্মন মাতৃভাষায় সম্বোধন করলাম এবং সেটা তাকে ভীষণ ভয় পাইয়ে দিলো, কিন্তু সেটা কি ওসব অঞ্চলে অপরিচিত কর্কশ ধ্বনির জন্য নাকি সেসব ধ্বনি আমার এলাকার সৈন্যদের সঙ্গে তার অন্য কোনো অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়িয়ে দিলো ব'লে, সেকথা আমি বলতে পারবনা। তখন অঙ্গভঙ্গি আর মুখমণ্ডলের ভাষা কথার চাইতে বেশি সর্বজনীন ভেবে আমি মৃদু হাসলাম, সে আশ্বস্ত হলো। আমার দিকে তাকিয়ে হাসল, কয়েকটা কথা বলল।

তার মাতৃভাষা খুব সামান্যই জানা ছিল আমার; পিসাতে যে অল্প খানিকটা শিখেছিলাম সেটা থেকে একটু ভিন্ন, কিন্তু তার গলার সুর থেকে বুঝতে পারলাম আমার উদ্দেশে সে মিষ্টি মিষ্টি কথাই বলছে, এবং মনে হলো সে এরকম কিছু বলছিল 'তুমি তরুণ, তুমি সুদর্শন...' একজন শিক্ষানবিশ, যে তার গোটা শৈশব কোনো মঠে কাটিয়েছে তার পক্ষে তার সৌন্দর্যের ঘোষণা শোনা বিরল বৈকি। সত্যি বলতে কি, শারীরিক সৌন্দর্য ক্ষণস্থায়ী এই বলে প্রায়ই আমাদেরকে ভর্ৎসনা করা হয় এবং জিনিসটাকে অবশ্যই হীন বলে গণ্য করতে হবে। কিন্তু শত্রুর ফাঁদের কোনো

BanglaBook.org

সীমা-পরিসীমা নেই, এবং আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে মিথ্যে হলেও আমার সৌন্দর্য সম্পর্কে উল্লেখ আমার কানে মধুবর্ষণ করল, এবং অদম্য আবেগে মন পরিপূর্ণ হয়ে গেল। বিশেষ ক'রে যেহেতু মেয়েটি সে কথা বলার সময় তার হাত বাড়িয়ে দিলো এবং এক পর্যায়ে তার আঙুলের ডগাগুলো তখনো-দাড়ি-না-গজানো আমার গালে বোলাতে লাগল। এক ধরনের চিত্তবিভ্রম ঘটল আমার, কিন্তু সে-মুহূর্তে আমার মনের মধ্যে আমি পাপের কোনো ইঙ্গিত পেতে সক্ষম ছিলাম না। শয়তান যখন আমাদেরকে বাজিয়ে দেখতে চায় এবং আমাদের আত্মা বা চৈতন্য থেকে করুণার চিহ্ন দূর ক'রে দিতে চায় তখন তার এমনই ক্ষমতা দেখা যায়।

আমার কেমন লাগছিল? আমি কী দেখেছিলাম? আমার কেবল এটুকু মনে আছে যে প্রথম মুহূর্তের আবেগগুলোর কোনো রকমের অভিব্যক্তি ছিল না, কারণ এ ধরনের সংবেদনের কী নাম রাখা হতে পারে সে-ব্যাপারে আমার জিহ্বা এবং আমার মন কোনো ধরনের নির্দেশনা পায়নি। যতক্ষণ পর্যন্ত না অন্য সময়ে এবং অন্য কিছু স্থানে নিশ্চিতভাবেই অন্য উদ্দেশ্য বলা কিন্তু যা কি না সেই মুহূর্তে আমি যে-আনন্দ লাভ করছিলাম সেটার সঙ্গে আশ্চর্যজনকভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে হওয়া অন্য কিছু অভ্যন্তরীণ শব্দ আমার মনে পড়ে গেল। আমার স্মৃতির গুহাগুলোর ভেতরে চেপে রাখা কথাগুলো আমার ঠোঁটের (মূক) তলে উঠে এলো এবং আমি ভুলে গেলাম যে এই ঠোঁট দুটো বাইবেলের বা সন্তদের বইয়ের পৃষ্ঠার সেবা করেছে একেবারেই ভিন্ন আরো উজ্জ্বল বাস্তবতাকে প্রকাশ করতে। কিন্তু সন্তরা যেসব আনন্দের কথা বলে গেছেন এবং সেই মুহূর্তে আমার বিক্ষুব্ধ চৈতন্য যে-সমস্ত আনন্দ অনুভব করছিল তার মধ্যে কি আসলেই কোনো পার্থক্য ছিল? সেই মুহূর্তে আমার সেই সতর্ক ভেদজ্ঞান লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। আর আমার কাছে মনে হয়, ঠিক এটাই অভিন্নতার অতলস্পর্শী গহ্বরে ঠিক এটাই অভিন্নতার পরমানন্দের চিহ্ন।

হঠাৎ ক'রে মেয়েটিকে আমার শলোমনের পরমগীত (Songs of Songs)-এ উল্লিখিত সেই কৃষ্ণকায় কিন্তু চারুদর্শনা কুমারী বলে মনে হলো। তার পরনে অমসৃণ বস্ত্রের জরাজীর্ণ একটা ছোটো পোশাক যা বুকের কাছে যথেষ্ট অশোভনভাবে উন্মুক্ত হয়ে আছে, আর তার গলায় আমার ধারণা খুবই সাধারণ হালকা রঙের পাথরের একটা হার। কিন্তু একটা গজদন্ত মিনারের মতো সাদা কাঁধের ওপর মাথাটা উঁচু হয়ে আছে, আর তার চোখ দুটো হেশবনের (Heshbon) জলাশয়ের মতো পরিষ্কার; নাকটা লেবাননের বুরুজের মতো, তার চুল নীলাভ লাল রঙের মতো হ্যাঁ, তার অলকগুচ্ছ আমার ছাগলের পাল বলে মনে হলো, তার দাঁতগুলোকে মনে হলো স্নান সেরে উঠে আসা ভেড়ার পাল, সবাই জোড়ায় জোড়ায়, যাতে কেউই তার সঙ্গীকে ছেড়ে আগে যেতে না পারে। আমি বিড়বিড় ক'রে বলে উঠতে বাধ্য হলাম; 'দেখো, তুমি সুন্দর, প্রিয়া আমার; তোমার চুল গিলিয়াদ পর্বতের গায়ে শুয়ে থাকা ছাগলের পালের মতো; তোমার ঠোঁটজোড়া কমলা-লালের সুতার মতো, কপালের দুপাশ ডালিমের টুকরোর মতো, তোমার কাঁধ ডেভিডের বুরুজের মতো যেখানে ঝুলে থাকে সহস্র ঢাল।' ভীত ও আত্মহারা আমি নিজেই প্রশ্ন করলাম, কে এই মেয়ে যে প্রভাতের মতো আমার সামনে উদিত হলো, চাঁদের মতো সুন্দর, সূর্যের মতো উজ্জ্বল terribilis ut castorum acies ordinata[১৫]।

BanglaBook.org

এরপর, তখন পর্যন্ত বুকে চেপে ধরে-থাকা কালো পোঁটলাটা এক কোনায় ছুড়ে ফেলে প্রাণীটি আমার আরো কাছে চলে এলো; আমার মুখে হাত বোলাবার জন্য মুখ তুলল এবং এরই মধ্যে আমার শোনা কথাটার পুনরাবৃত্তি করল। এদিকে যখন আমি বুঝতে পারছি না তার কাছ থেকে ছুটে পালাবো না তার কাছে এগিয়ে যাব, যখন আমার মাথা এমন দপদপ করছে যেন জোশুয়ার তূরী জেরিকোর দেওয়ালগুলো ধসিয়ে দিলো ব'লে, যখন আমি তাকে স্পর্শ করবার জন্য আকুলি-বিকুলি করছি, আবার একই সঙ্গে ভয়ও পাচ্ছি, সে প্রবল খুশীর সঙ্গে হাসল, সুখী ছাগীর মতো একটা চাপা গোঙানি বের হলো তার মুখ থেকে, যে সুতোগুলো তার পোশাকটাকে বুকের ওপর আটকে রেখেছিল সেগুলো খুলে দিলো, গা থেকে পোশাকটা টিউনিকের মতো খসিয়ে ফেলল, আমার সামনে দণ্ডায়মান হলো এবং যেভাবে আমার সামনে দাঁড়াল সেভাবেই নিশ্চয়ই হাওয়া স্বর্গোদ্যানে আদমের সামনে দাঁড়িয়েছিল। 'Pulchra sunt ubera quae paululum supereminent et tument modice[১৬]', উবার্তিনোর কাছ থেকে শোনা কথাগুলোরই পুনরাবৃত্তি করলাম, কারণ তার স্তন দুটোকে এক হরিণের এক বছরের কম বয়েসি যমজ বাচ্চা বলে মনে হলো আমার কাছে, লিলি ফুলের মধ্যে চরে বেড়াচ্ছে, তার নাভি এমন এক পানপাত্র যেখানে কোনো মিশ্রিত সুরারই অভাব নেই, তার পেট লিলিফুটের পটভূমিতে বসানো গমের স্তূপের মতো।

আর্তস্বরে আমি তাকে বললাম, 'O sidus clarum puellarum. O porta clausa, fons hortorum, cella custos unguentorum, cella pigmentaria![১৭]' কখন যেন আমি নিজেকে তার দেহের সঙ্গে জড়ানো অবস্থায় আবিষ্কার করলাম, সেটার উষ্ণতা আর অপরিচিত অনুলেপনের তীব্র সুবাস অনুভব করলাম। মনে পড়ে গেল, 'বৎসসকল, যখন উন্মত্ত প্রেম আসে, মানুষের তখন কিছুই করার শক্তি থাকে না' এবং আমি বুঝতে পারলাম যে আমি যা অনুভব করছিলাম তা শত্রুর ছলনা বা স্বর্গের উপহার যা-ই হোক না কেন যে ঝোঁক আমাকে তাড়িত করল সেটার বিরুদ্ধে আমি তখন নিতান্তই অসহায়, এবং আমি এই ব'লে আর্তচিৎকার ক'রে উঠলাম, 'O langues' এবং 'Causam languoris video nec caveo![১৮]', এবং সেটা এ কারণেও যে তার ঠোঁট দুটো থেকে গোলাপের মতো সুগন্ধ বের হচ্ছিল, আর চপ্পল পরিহিত তার পায়ের পাতা দুটো সুন্দর দেখাচ্ছিল, পা দুটো মনে হচ্ছিল যেন দুটো স্তম্ভ, আর তার উরুসন্ধি ছিল মণিমুক্তো, এক কুশলী কারিগরের হাতের কাজ। আমি আপন মনে বিড়বিড় ক'রে বলে উঠলাম, 'হে প্রেম, আনন্দের কন্যা, তোমার অলকগুচ্ছে নৃপতিরাও বন্দি হয়ে যায়, এবং আমি তার বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হলাম, রান্নাঘরের নগ্ন মেঝেতে পড়ে গেলাম দু'জনে এবং নিজেরই উদ্যোগে হোক বা মেয়েটিরই কারসাজিতে হোক, দেখলাম আমার শিক্ষানবিশের পোশাক থেকে মুক্ত হয়ে গেছি এবং আমাদের শরীর আর cuncta erant bona[১৯] নিয়ে আমাদের আর কোনো লাজ শরম নেই।

সে চুম্বনে চুম্বনে আমাকে ভরিয়ে দিলো, আর তার প্রেম ছিল আঙুর-রসের চাইতেও ভালো, তার তেলের সুগন্ধ ছিল চমৎকার, তার কাঁধ মুক্তোর মধ্যে সেরা, আর তার গণ্ডদেশ কানের দুলের মধ্যে। কী সুন্দরী তুমি, প্রিয়া আমার, কী সুন্দরী তুমি; (আমি বললাম) তোমার চোখ দুটো ঘুঘু পাখির মতো, আমাকে তোমার মুখ দেখতে দাও, শুনতে দাও তোমার কণ্ঠ, কারণ তোমার কণ্ঠ

banglabook.org

মিষ্টিমধুর, আর তোমার মুখ মনোমুগ্ধকর, তুমি আমার মন চুরি করেছ, প্রিয়া আমার, তোমার এক পলকের চাহনি দিয়ে তুমি আমার মন চুরি করেছ, তোমার গলার একটি হার দিয়ে, তোমার ঠোঁট থেকে ফোঁটা ফোঁটা মধু ঝরে, তোমার জিভের নীচে মধু আর দুধ, তোমার নিঃশ্বাসের ঘ্রাণ আপেলের মতো, তোমার দুই স্তন আঙুরের থোকা, তোমার মুখ সবচেয়ে ভালো আঙুর-রস, সেই রস আমার প্রিয়ার কাছে চলে যাক এবং আমার ঠোঁট আর দাঁতের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হোক, আমি আমার মৌচাক ও মধু খেয়েছি, আমি আমার আঙুর-রস ও দুধ খেয়েছি। কে সে, কে সে যে প্রভাতের মতো উদিত হয়েছিল, যে চাঁদের মতো সুন্দর, সূর্যের মতো উজ্জ্বল (clear), ঝাণ্ডাশোভিত সেনাদলের মতো ভয়ংকর?

হে ঈশ্বর, আত্মা যখন আবেগে আত্মহারা হয়ে পড়ে তখন মানুষ যা দেখতে পায় সেটাকে ভালোবাসার মধ্যেই একমাত্র সদ্‌গুণ নিহিত থাকে (ঠিক নয় কি?), যা আছে তা নিয়ে থাকাতেই পরম সুখ থাকে. সেখানে আশীষধন্য জীবনকে সেটার উৎসেই পান করা হয় (বলা কি হয়নি এ কথা?), সেখানে তুমি সেই সত্য জীবনের স্বাদ গ্রহণ করবে যে-জীবন তুমি এই নশ্বর জীবনের পর শাশ্বতকালের জন্য দেবকুলের মাঝে যাপন করবে...ঠিক এ কথাই আমি ভাবছিলাম এবং আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে ভবিষ্যদ্বাণীগুলো বুঝি শেষ পর্যন্ত ফলে যাচ্ছে, আর তখন মেয়েটি আমার ওপর অবর্ণনীয় মধুরতা অকাতরে বর্ষণ ক'রে যাচ্ছিল এবং যেন আমার পুরো শরীরটাই একটা চোখ, সামনে, পিছনে, দুদিকেই, এবং হঠাৎ ক'রেই আমি চারপাশের সবকিছু দেখতে পাচ্ছিলাম আর আমি বুঝতে পারছিলাম যে এটা থেকে, প্রেম থেকে, ঐক্য আর নম্রতা একসঙ্গে তৈরি হয়েছে. যেমনটি হয়েছে শুভ, আর চুম্বন আর পরিপূর্ণতা, যেমনটি আমি এরই মধ্যে শুনেছি. এ কথা বিশ্বাস ক'রে যে আমাকে অন্য কিছুর কথা বলা হচ্ছে। আর আমার আনন্দ যখন একেবারে তুঙ্গে পৌঁছুচ্ছে প্রায়, তখন এক মুহূর্তের জন্য আমার মনে প'ড়ে গেল যে সম্ভবত দ্বিপ্রাহরিক শয়তান আমার ওপর ভর করছে এবং সেটা রাতের বেলাতেই, যে-শয়তান এই সাজাপ্রাপ্ত যে সে তার প্রকৃত নারকীয় চেহারা শেষ পর্যন্ত আত্মপ্রকাশ করবে তূরীয় দশায় অবস্থানরত আত্মার কাছে, যে-আত্মা জিগ্যেস করে, 'কে তুমি?' যে-শয়তান জানে কী ক'রে আত্মাকে কবজা করতে এবং দেহকে বিভ্রান্ত করতে হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আমি নিশ্চিত হয়ে গেলাম যে আমার এই সংকোচ আসলে শয়তানোচিত, কারণ আমি যে অভিজ্ঞতা লাভ করছিলাম তার চাইতে সঠিক ও পবিত্র আর কিছুই হতে পারে না, প্রতি মুহূর্তেই যার মধুরতা বেড়ে যাচ্ছিল। পানির একটা ছোট্ট ফোঁটা খানিকটা সুরার মধ্যে যোগ করলে যেমন তা পুরোপুরি ছড়িয়ে পড়ে এবং সুরার রং ও স্বাদ গ্রহণ করে, অগ্নিগনে লাল লোহা যেমন তার আদি রূপ হারিয়ে গিয়ে গলিত আগুনে পরিণত হয়, বাতাস যেমন সূর্যের কিরণে প্লাবিত হয়ে হয়ে এমন সার্বিক উজ্জ্বলদীপ্তি আর স্পষ্টতায় রূপান্তরিত হয় যে সেটাকে আর আলোকিত বা উদ্ভাসিত বলে মনে হয় না, বরং খোদ সেটাকেই আলো বলে মনে হয়, তেমনিভাবে মনে হলো আমি নিজে কোমল তরলীকরণে মারা যাচ্ছি এবং আমার শরীরে স্তোত্রের এই কথাগুলো বিড়াবড় ক'রে বলারই শক্তি অবশিষ্ট ছিল কেবল : 'দেখো আমার ভেতরটা থলিতে ভরা আঙুর রসে ফেটে যাওয়ার মতো হয়েছে, নতুন চামড়ার থলির মতোই ফেটে যাওয়ার মতো হয়েছে,' এবং হঠাৎ ক'রে আমি একটা চোখ ধাঁধানো আলো দেখতে পেলাম, আর তার মধ্যে জাফরান-রঙের একটা আকৃতি, যা

BanglaBook.org

এক মিষ্টি আর দেদীপ্যমান আগুন হয়ে হঠাৎ ক'রে জ্বলে উঠল, আর সেই উজ্জ্বল আলো, সমস্ত দেদীপ্যমান আগুনের ভেতর দিয়ে ছড়িয়ে পড়ল, এবং এই দেদীপ্যমান আগুন সেই সোনালী আকৃতির ভেতর দিয়ে ছড়িয়ে পড়ল আর সেই চোখ ধাঁধানো আলো আর সেই দেদীপ্যমান আগুন পুরো আকৃতিটার ভেতর দিয়ে।

প্রায় মূর্ছা গিয়ে, আমি সেই দেহটির ওপর পড়ে যেতে, যে-দেহের সঙ্গে আমি নিজেকে সংযুক্ত ক'রে ফেলেছিলাম, আমি এক শেষ চরম প্রাণোচ্ছল সবেগ নিঃসরণের মধ্যে দিয়ে বুঝে গেলাম যে সেই অগ্নিশিখা এক দুর্দান্ত স্পষ্টতা, এক অসাধারণ ওজস্বিতা, এবং এক আগ্নেয় আকুলতা দিয়ে তৈরি, কিন্তু সেটা সেই দুর্দান্ত স্পষ্টতা ধারণ করে যাতে সে আলোকিত করতে পারে, আর সেই আগ্নেয় আকুলতা ধারণ করে, যাতে সে পোড়াতে পারে। আর তারপর আমি সেই অতলস্পর্শী গহ্বর এবং গভীরতর গহ্বরগুলোকে বুঝতে পারলাম যেগুলোকে সেই অগ্নিশিখা এনে হাজির করেছিল।

এখন যেহেতু কম্পমান হাতে (হয়, যে পাপের কথা আমি বলে যাচ্ছি তার আতঙ্কে, আর নয় যে ঘটনার স্মৃতিচারণ করছি সেটার অপরাধী স্মৃতিকারতায়) আমি এই বাক্যগুলো লিখছি, আমি উপলব্ধি করলাম যে আমার সেই মুহূর্তের নীতিবিগর্হিত পরমানন্দের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে আমি ঠিক সেসব শব্দ ব্যবহার করেছি যেগুলো আমি, খুব বেশি পৃষ্ঠা আগে না, ফ্রাতিচেল্লি মাইকেলের শহীদি দেহকে পোড়ানো আগুনকে বর্ণনা করার জন্য ব্যবহার করেছিলাম। আর এটাও কোনো দুর্ঘটনা নয় যে আমার আত্মার নিষ্ক্রিয় প্রতিনিধি আমার হাত এমন অসম দুটো অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে একই অভিব্যক্তির কথা লিখে গেছে। কারণ, সম্ভবত যখন আমি সেসব অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে গেছি তখন এবং এখন, যখন আমি এই চর্মপটে সেগুলোকে জীবন্ত ক'রে তুলতে চেয়েছি, এই দুই সময়েই সেগুলোকে আমি একইভাবে প্রত্যক্ষ করেছি।

এক রহস্যময় প্রজ্ঞা রয়েছে যার বলে পরস্পর অসদৃশ প্রপঞ্চগুলোকে সদৃশ নামে ডাকা যেতে পারত, ঠিক যেমন স্বর্গীয় জিনিসগুলোকে পার্থিব নামে ডাকা যেতে পারে এবং দ্ব্যর্থবোধক প্রতীকের মাধ্যমে ঈশ্বরকে সিংহ বা চিতা বলা যেতে পারে এবং মৃত্যুকে তরবারি বলা যেতে পারে; আনন্দকে, অগ্নিশিখা, অগ্নিশিখাকে মৃত্যু মৃত্যুকে অতলস্পর্শী গহ্বর, অতলস্পর্শী গহ্বরকে সর্বনাশ; সর্বনাশকে, উদগ্র প্রশংসা, উদগ্র প্রশংসাকে, প্রবল অনুরাগ।

শহীদ মাইকেলের মধ্যে যা আমাকে মুগ্ধ করেছিল সেই মৃত্যুর পরমানন্দকে আমি এক তরুণ হিসেবে কেন সেই সন্তের কথার মাধ্যমে প্রকাশ করলাম যা তিনি (স্বর্গীয়) জীবনের পরমানন্দের বেলায় ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু তার পরও পার্থিব সুখের (দূষণীয় ও ক্ষণিক) পরমানন্দ – যা এর ঠিক পরপরই মৃত্যু ও ধ্বংসের এক সংবেদন হিসেবে আমার কাছে এসেছিল – কেন সেই একই ভাষায় প্রকাশ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারলাম না? এবার আমি গভীরভাবে ভেবে দেখার চেষ্টা করব কয়েক মাসের ব্যবধানে একই সঙ্গে আধ্যাত্মিকভাবে উন্নতিসাধনকারী এবং দুঃখজনক দুটো অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রেই আমার কেমন মনে হয়েছিল, আর সেই সঙ্গে সেই কথাও যে, সে-রাতে মঠে আমি কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে সচেতনভাবেই কেমন ক'রে একটির কথা স্মরণ করেছিলাম এবং

BanglaBook.org

আমার ইন্দ্রিয়গুলো দিয়ে অন্যটি অনুভব করেছিলাম এবং সেই সঙ্গে, কিভাবে এই কথাগুলো লিখতে লিখতে সেগুলোর ভারমুক্ত হয়েছি, এবং ভাবব কী ক'রে এই তিন ক্ষেত্রেই আমি সেই স্বর্গীয় স্বপ্নদৃশ্যে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে-যাওয়া পবিত্র আত্মার বিভিন্ন অভিজ্ঞতার কথাগুলোই নিজের উদ্দেশে আবৃত্তি আউড়ে গেছি। আমি কি তাহলে সম্ভবত ঈশ্বর নিন্দা করেছি (তখন? এখন?)? মাইকেলকে গ্রাস-করা আগুন দেখে আমার গভীর ভাবাবেশে আত্মহারা হওয়ার মধ্যে, মেয়েটির সঙ্গে কামজ মিলনের যে ইচ্ছা আমি অনুভব করেছিলাম তার মধ্যে, যে অতীন্দ্রিয় কলঙ্কের সঙ্গে আমি সেটাকে রূপকার্থে অনুবাদ করেছিলাম এবং যা সেই সন্তকে নিজের প্রেমেই মৃত্যুবরণ করতে তাড়িত করেছিল যাতে তিনি আরো বেশিদিন, অনন্তকাল বাঁচতে পারেন সেই পরমানন্দপূর্ণ বিলয়ের মধ্যে মাইকেলের মৃত্যুকামনার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ কী ছিল? এমন দ্ব্যর্থক ব্যাপারগুলো কি এত দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রকাশ করা সম্ভব? ধর্মশাস্ত্রবিদশ্রেষ্ঠ সন্ত টমাস সে-রকম কথাই সম্ভবত বলে গেছেন আমাদের জন্য : যত খোলামেলাভাবে কোনো কিছু একটি রূপালংকার (metaphor) বা রূপক থাকবে, কোনো কিছু যতই অসদৃশরকমের সদৃশ্য থাকবে, অনাক্ষরিক থাকবে, ততই বেশি ক'রে সত্য প্রকাশ করবে সেই রূপালংকার বা রূপক (metaphor)। কিন্তু অগ্নিশিখা এবং অতলস্পর্শী গহ্বর-এর প্রতি প্রেম যদি ঈশ্বর প্রেমের রূপক হয় তবে তা কি মৃত্যুপ্রেম আর পাপপ্রেমের রূপক হতে পারে? হ্যাঁ, পারে, ঠিক যেমন সিংহ আর সাপ যীশু আর শয়তান দু'জনেরই প্রতিনিধিত্ব করে। আসল কথা হচ্ছে, ফাদারদের পাণ্ডিত্যের ওপর ভিত্তি ক'রেই কেবল সঠিক ভাষ্য বা ব্যাখ্যা নির্ধারণ করা যেতে পারে, আর যে-ব্যাপারটি আমাকে যন্ত্রণা দেয়, সেটার বেলায় আমার এমন কোনো auctoritas নেই যার শরণ আমার বাধ্য মন নিতে পারে এবং আমি সন্দেহে পুড়তে থাকি (এবং আবারও, আমাকে যা পুরোপুরি ধ্বংস করে সেই সত্যের শূন্যতা আর ভুলের পূর্ণতার সংজ্ঞা নির্ধারণে আগুনের প্রতিচ্ছবি উপস্থিত হয়েছে!)। এখন যখন আমি নিজেকে স্মৃতির ঘূর্ণির কবজাবন্দি হতে দিয়েছি এবং বিভিন্ন সময়কে একসঙ্গে জ্বলে উঠতে দিয়েছি, যেন নক্ষত্ররাজির ক্রম আর তাদের গাগনিক চলাফেরার পরম্পরা আমাকে নিপুণভাবে পরিচালনা করতে হবে, তখন হে প্রভু, আমার চৈতন্যে কী ঘটেছে? আলবত আমি আমার পাপপূর্ণ এবং রুগ্‌ন বুদ্ধিমত্তার সীমা লঙ্ঘন করছি। এবার তবে আমাদের আরব্ধ কাজে ফিরে যাওয়া যাক যেকাজ আমি আমার জন্য বিনম্রভাবে নির্ধারণ করেছি। আমি সেই দিনটার কথা এবং ইন্দ্রিয়গুলোর যে হতবুদ্ধিকর দশার মধ্যে আমি নিমজ্জিত হয়েছিলাম সে-কথা বললাম। সেই ঘটনার যা-কিছু আমার মনে আছে আমি বলেছি সেখানে এবং আমার বিশ্বস্ত ও সত্যনিষ্ঠ ধারাবিবরণীকার কলম তবে সেখানেই থামুক।

মেয়েটিকে পাশে নিয়ে শুয়ে রইলাম আমি – কতক্ষণ তা বলতে পারব না। তার হাত আলতোভাবে আমার শরীর স্পর্শ ক'রে চলল, এখন সেটা ঘামে ভেজা। আমি একটা অন্তঃস্থিত পরমানন্দ লাভ করলাম, যা শান্তি নয়, বরং নিভে আসা জ্বলন্ত অঙ্গারের নীচে নিভে যেতে কালক্ষেপণ-করা আগুনের শেষ কোমল জ্বলা-নেভার মতো, যখন অগ্নিশিখা এরই মধ্যে নির্বাপিত। (যেন ঘুমের মধ্যে বিড়বিড় করছি এমনভাবে আমি বলে উঠলাম) এই জীবনে যাকে এরকম কোনো অভিজ্ঞতা লাভ করার সুযোগ দেয়া হয়েছে, তা সেটা কৃচিৎ কদাচিৎ হলেও এমনকি তা যদি কালেভদ্রেও হয় (আর, সত্যি বলতে কি, অভিজ্ঞতাটা আমার কেবল তখনই হয়েছিল) এবং খুব

BanglaBook.org

ত্বরিতভাবে, মুহূর্তখানেক সময়ের জন্য হলেও, আমি সেই মানুষটিকে ধন্য বলতে ইতস্তত করব না। যেন তার আর কোনো অস্তিত্বই নেই, তার ব্যক্তিগত পরিচয় সে একেবারেই বুঝতে পারছে না, বা মনে করছে সে অবনমিত হয়েছে, প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে কোনো মানুষ যদি (আমি নিজেকে বললাম) এক মুহূর্তের জন্য এবং যারপরনাই দ্রুততার সঙ্গে ঠিক তাই উপভোগ করতে পারে যা আমি উপভোগ করেছি তাহলে সে এই সত্যভ্রষ্ট জগতের দিকে ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকাবে, দৈনন্দিন জীবনের দুঃখ-দুর্দশা দেখে মনমরা হয়ে যাবে, মৃত্যুর দেহকাণ্ডের ভার অনুভব করবে...এমনটাই কি শেখানো হয়নি আমাকে? পরমানন্দে সব স্মৃতিভ্রষ্ট হতে আমার সমস্ত চৈতন্যের সেই আমন্ত্রণ ছিল নিশ্চিতভাবেই (আজ আমি বুঝতে পেরেছি) সেই চিরন্তন সূর্যের দীপ্তি; আর সেটা যে আনন্দ সৃষ্টি করে তা মানুষকে উন্মুক্ত, প্রসারিত এবং বৃহৎ করে, এবং মানুষ তার ভেতরে মুখ ব্যাদান ক'রে থাকা যে-গহ্বর ধারণ করে তা আর এত সহজে বন্ধ হয় না, কারণ তা আসলে ভালোবাসার বা প্রেমের তরবারির আঘাতে কাটা ক্ষত এবং তার চাইতে মধুর ও ভয়ংকর কিছু-ও আর তার নীচে নেই (এখানে)। কিন্তু সূর্যের এমনই অধিকার আহত মানুষকে সেটা এভাবেই তার রশ্মি-জর্জরিত ক'রে ফেলে, আর তখন সব ক্ষত উন্মুক্ত হয়ে পড়ে. মানুষটির বন্ধন ঘুচে যায়, সে প্রসারিত হয়। তার সব শিরা-উপশিরা বেরিয়ে পড়ে, যেসব নির্দেশ সে পায় তা পালনে তার শক্তি অক্ষম, কেবল ইচ্ছের জোরেই এগিয়ে চলে সে, এখন সেটা যা স্পর্শ করছে সেটার অতল গহ্বরে নিমজ্জিত অবস্থায় চৈতন্য পুড়ে যায়, যে বাস্তবতায় সেটা বাস করেছে, এবং এখন করছে সেটা তার নিজের কামনা এবং তার নিজের সত্যকে ছাপিয়ে গেছে তা দেখতে দেখতে। এবং হতবুদ্ধি হয়ে সে প্রত্যক্ষ করে তার নিজের প্রলাপবচন।

এবং অনির্বচনীয় মানসিক আনন্দের এসব অনুভূতির দৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে রইলাম।

খানিক পর চোখ মেললাম আমি এবং সম্ভবত কোনো মেঘের কারণে চাঁদের আলো তখন অনেক আবছা হয়ে এসেছে। পাশে হাত বাড়ালাম, কিন্তু মেয়েটির দেহটি আর অনুভব করলাম না। মাথা ঘোরালাম চলে গেছে সে।

আমার কামনার রাশ আলগা এবং আমার তৃষ্ণা নিবারণ করা বস্তুটির অনুপস্থিতিতে হঠাৎ ক'রেই আমি সেই কামনার দর্প আর সেই তৃষ্ণার বিকৃতিটা উপলব্ধি করলাম। Omne animal triste post coitum[২০]। বুঝতে পারলাম আমি পাপ করেছি। এখন, বছরের পর বছর পরে, যখন আমি আমার ভুল নিয়ে বিলাপ করছি, তখনো সেই সন্ধ্যায় অসীম যে আনন্দ লাভ করেছিলাম সে কথা আমি ভুলতে পারি না, এবং যিনি ধার্মিকতা আর সৌন্দর্যের নিমিত্তে সবকিছু তৈরি করেছেন সেই সর্বশক্তিমানের প্রতি আমি অন্যায় করব যদি আমি এ কথা স্বীকার না করি যে সেই দুই পাপীর মধ্যেও এমন কিছু ঘটেছিল যেটা কোনো কিছুর সাপেক্ষ ছাড়াই, naturaliter, শুভ ও সুন্দর ছিল। কিন্তু সম্ভবত আমার বর্তমান বৃদ্ধ বয়সের কারণেই আমি নিন্দনীয়ভাবে অনুভব করছি আমার সমস্ত যৌবনকাল কতটা সুন্দর আর চমৎকার ছিল। ঠিক যখন আমার উচিত এগিয়ে আসতে থাকা মৃত্যুর

কথা ভাববার। তখন, যখন আমি তরুণ, আমি মৃত্যুর কথা ভাবিনি বরং অঝোরে এবং আন্তরিকভাবে আমি আমার পাপের জন্য কাঁদলাম।

কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালাম আমি, এ-কারণেও যে রান্নাঘরের ঠান্ডা পাথরের ওপর দীর্ঘক্ষণ শুয়েছিলাম আমি, সারা শরীর অসাড় হয়ে গিয়েছিল। প্রায় জ্বরজ্বর ভাব নিয়ে আমি পোশাক পরে নিলাম। মেয়েটি পালিয়ে যাবার সময় যে পোঁটলাটা ছেড়ে গিয়েছিল সেটা নজরে পড়ল এক কোনায়। জিনিসটা কী তাই দেখতে ঝুঁকে পড়লাম : একটা বান্ডিলের মতো, মনে হলো রান্নাঘর থেকে আসা একটা পেঁচানো কাপড়ের মতো। কাপড়টা খুলে ফেললাম, কিন্তু প্রথমে ঠিক বুঝতে পারলাম না ভেতরে কী আছে, অল্প আলো আর ভেতরের জিনিসের আকৃতিহীন আকৃতি. দুটোর জন্যই। তারপরই বুঝতে পারলাম। রক্তের দলা এবং আরো থলথলে সাদাটে মাংসের ছোটো ছোটো টুকরোর মধ্যে, একেবারে আমার চোখের সামনেই, নীলচে ধূসর রঙের স্নায়ুতন্ত্রীর রেখাটানা নিষ্প্রাণ আন্তরযন্ত্রের থকথকে আঠার মতো প্রাণ নিয়ে তখনো স্পন্দমান বিপুলাকারের একটি হৃৎপিণ্ড।

আমার চোখের ওপর কালো একটা পর্দা নেমে এলো, মুখে টকটক থুতু উঠে এলো। একটা আর্তচিৎকার ক'রে মৃতদেহের মতো আমি পড়ে গেলাম।

টীকা

১. **টেক্সট** 'Penitenziagite' ব'লে চিৎকার করতে করতে হাঁটত, যেটা আসলে অশিক্ষিত মানুষের 'Penitentiam agite, appropinquabit enim regnum coelorum' কথাটা বলার একটা কায়দা।

অনুবাদ : 'অনুতপ্ত হও' বা, 'অনুতাপ করো।'

ভাষ্য অশিক্ষিত লোকজন সন্ত মথি লিখিত সুসমাচারের এই কথাটা – 'পাপ থেকে মন ফেরাও, কারণ স্বর্গরাজ্য কাছে এসে গেছে' – এভাবেই, ওই একটি শব্দের মাধ্যমে বলত।

২. **টেক্সট :** 'De hoc satis'

অনুবাদ : 'যথেষ্ট হয়েছে।'

৩. **টেক্সট :** *Historia fratris Dulcini Heresiarche*

অনুবাদ : *ধর্মদ্বেষীশ্রেষ্ঠ ফ্রা দলচিনো-র ইতিহাস*

৪. **টেক্সট** 'In nomine Domini amen. Hec est quedam condemnatio corporalis et sententia condemnationis corporalis lata, data et in hiis scriptis sententialiter pronumptiata et promulgata...'

BanglaBook.org

অনুবাদ 'সদাপ্রভুর নামে, আমেন। এটা হচ্ছে দেহের বিরুদ্ধে দোষারোপ এবং শারীরিক দোষারোপের দণ্ডাজ্ঞা যা উপস্থিত করা হয়েছে আরোপ করা হয়েছে, এই ডিক্রির মাধ্যমে সংক্ষেপে ঘোষিত হয়েছে এবং সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ক'রে দেয়া হয়েছে...'

৫. **টেক্সট** Idcirco, dictum Johannem vocatum fratrem Micchaelem hereticum et scismaticum quod ducatur ad locum iustitie consuetum, et ibidem igne et flammis igneis accensis concremetur et comburatur, ita quod penitus moriatur et anima a corpore separetur।

অনুবাদ : সে কারণে, এই ডিক্রি জারি করা হইতেছে যে (ব্রাদার মাইকেল নামে পরিচিত) ধর্মদ্বেষী এবং বিভেদকামী জন-কে (John) ন্যায়-বিচারের পরিচিত স্থানে হাজির করা হউক, এবং ঠিক সেইখানেই তাহাকে এমনভাবে পোড়ানো হউক যাহাতে প্রজ্বলিত আগুনে এবং দেদীপ্যমান শিখায় সে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়া যায়, এবং তাহার আত্মা তাহার দেহ হইতে পৃথক হইয়া পড়ে।

৬. **টেক্সট :** 'Per Dominum moriemur'

অনুবাদ : 'আমরা সদাপ্রভুর মাধ্যমে মৃত্যুবরণ করিব।'

৭. **টেক্সট :** 'Credo'

অনুবাদ 'আমি বিশ্বাস করি'

৮. **টেক্সট :** Ultima Thule

অনুবাদ : দূর উত্তর

ভাষ্য সাবেক কালের নাবিকেরা বিশ্বাস করতেন যে, পৃথিবীর উত্তরাঞ্চলের শেষ মাথা হচ্ছে 'তুলে' (Thule) নামের একটা দ্বীপ, ব্রিটেন থেকে ছয় দিনের সমুদ্র যাত্রায় যেখানে পৌঁছান সম্ভব। তুলে-র সঠিক অবস্থান আজ আর জানা যায় না ঠিকই, কিন্তু যে-স্থান বা জায়গা দেখলে কারো মনে হয় যে সেটি পৃথিবীর একেবারে শেষ মাথায় দাঁড়িয়ে আছে সে-রকম কোনো স্থানের বর্ণনার ক্ষেত্রে ভার্জিলের *জর্জিক্স* গ্রন্থে উল্লিখিত 'এই Ultima Thule' কথাটি এখনো খুবই কার্যকর বলেই বিবেচিত। রেখা-নাসির উদ্দীন শাহের 'উমরাওজান'-এর শেষ, মর্মস্পর্শী গানটির (ইয়ে ক্যা যাগা, হে দোস্তো) কথা কেন যেন মনে পড়ে যেতে পারে কারো এ-প্রসঙ্গে।

৯. **টেক্সট :** *Physiologues*

অনুবাদ : *প্রকৃতিবিদ*

ভাষ্য : সত্যিকারের এবং কাল্পনিক কিছু জীব-জন্তু, পাখি, এবং এমনকি খনিজ পদার্থের বর্ণনা দেয়া, মধ্য যুগের সবচাইতে বিখ্যাত শিক্ষামূলক বই। এসব বর্ণনার মাধ্যমে খৃষ্টীয় মতবাদের

BanglaBook.org

ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। *Physiologues* নামটা সম্ভবত গোড়াতে ছদ্মবৈজ্ঞানিক কোনো রচনার অনামা কোনো পেগান লেখককে বোঝাত, যে রচনায় স্রেফ কিছু জন্তু জানোয়ারের বৈশিষ্ট্য দেয়া ছিল। কালক্রমে নামটা দিয়ে কাজটাকেই বোঝাতে হতে থাকে। শেষ অব্দি একজন খৃষ্টান লেখক – যিনি নিজেও তাঁর সেই পেগান পূর্বসূরির চাইতে কম অজ্ঞাতপরিচয় ছিলেন না – রূপকধর্মী উপাদান যুক্ত করেন। বর্তমান রূপে সেটায় সেভিলের ইসিডর, সোলিনাস এবং জ্যেষ্ঠ প্লিনি-র প্রভাব লক্ষ করা যায়।

১০. **টেক্সট** : 'De te fabula narratur

অনুবাদ : 'গল্পটা তোমাকে নিয়ে'

ভাষ্য রোমক কবি হোরেসের (৬৫-৮ খৃষ্টপূর্ব) *স্যাটায়ার থেকে এই কথাগুলো নেয়া হয়েছে* (১.১. ৬৯ ৭০)। এখানে তিনি মানুষকে তাদের লোভের জন্য সমালোচনা করছেন, যে লোভ তাদের সমস্ত অ-সুখের কারণ। হোরেস বলছেন, 'ট্যান্টালাস তৃষ্ণার্তভাবে নদীর দিকে এগিয়ে যায়, কিন্তু সেটা তার ঠোঁটের কাছ থেকে দূরে স'রে যায়। আপনি হাসছেন? কেবল নামটা বদলে দিন, দেখবেন গল্পটা আসলে আপনাকে নিয়ে। উমবেরতো একো এই লাইনটি তাঁর 'Waiting for the millennium' নামক লেখায় আবারও উদ্ধৃত করেন। সেখানে তিনি দশম শতকের মানুষের জীবনে অ্যাপক্যালিপ্সের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করেন। হতভম্ব সন্ন্যাসী এবং প্যারিশ প্রিস্টদের কাছে অ্যাপক্যালিপ্সের বর্ণনা শুনে স্তম্ভিত হয়ে যাওয়া জনসাধারণদের কাছে অ্যাপক্যালিপ্স এবং সেটার অশ্বারোহীদেরকে বর্তমান সময়ের বিবরণ ব'লে মনে হয়। প্রত্যেকটা সীলের উন্মোচন মধ্যযুগের কোনো শ্রোতার কাছে নিশ্চয়ই সে-রকম মনে হতো যেমনটা আমাদের কাছে সকালের খবরের কাগজকে মনে হয়। *গল্পটা তোমাকে নিয়ে*।

১১. **টেক্সট** : mulier amicta sole

অনুবাদ : একজন স্ত্রীলোক, যার পরনে ছিল সূর্য

ভাষ্য : রেভেলেশন ১২:১-৫ থেকে 'পরে স্বর্গে একটা মহান চিহ্ন দেখা গেল – একজন স্ত্রীলোক, যার পরনে ছিল সূর্য আর পায়ের নীচে ছিল চাঁদ। বারোটা তারা দিয়ে গাঁথা একটা মুকুট তার মাথায় ছিল। সে গর্ভবতী ছিল, এবং প্রসব বেদনায় চিৎকার করছিল। তারপর স্বর্গে আরেকটা চিহ্ন দেখা গেল – আগুনের মতো লাল একটা বিরাট দানব। তার সাতটা মাথা ও দশটা শিং, আর মাথাগুলোতে সাতটা মুকুট ছিল। তার লেজ দিয়ে সে আকাশের তিন ভাগের এক ভাগ তারা টেনে এনে পৃথিবীতে ছুড়ে ফেলে দিলো। যে স্ত্রীলোকটির সন্তান হতে যাচ্ছিল দানবটা তার সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল, যাতে সন্তানের জন্ম হলেই সে তাকে খেয়ে ফেলতে পারে। স্ত্রীলোকটির একটি ছেলে হলো। সেই ছেলেই লোহার দণ্ড দিয়ে জাতিকে শাসন করবেন। সেই সন্তানকে ঈশ্বর আর তার সিংহাসনের কাছে তুলে নেয়া হলো।' একো তাঁর 'Waiting for the millenium' লেখাটিতে আবার এই *mulier* প্রসঙ্গটি এনেছিলেন।

সেখানে তিনি বলেন এই অ্যাপোক্যালিপ্টিক রূপকটি খুব সুস্পষ্ট। এই নারীটিকে ইভ্ হিসেবে চিহ্নিত করা গেলেও নারীটিকে মাতা মেরি ব'লে ধরে নেয়াটাই সংগত।

১২. **টেক্সট** : 'Vade retro!'

অনুবাদ : 'আমার পেছনে দাঁড়াও!'

ভাষ্য : বাইবেল-এর নিউ টেস্টামেন্ট বা নতুন নিয়মের মার্কলিখিত সুসমাচার ৮:৩১-৩৩ বা The Gospel According to Saint Mark ৮:৩১-৩৩ থেকে। 'পরে তিনি (যীশু) তাহাদিগকে এই শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন যে মনুষ্যপুত্রকে অনেক দুঃখ ভোগ করিতে হইবে এবং প্রাচীনবর্গ, প্রধান যাজক ও অধ্যাপকগণ কর্তৃক অগ্রাহ্য হইতে হইবে, হত হইতে হইবে, আর তিন দিন পরে আবার উঠিতে হইবে। এই কথা তিনি স্পষ্টরূপেই কহিলেন। তাহাতে পিতর (Peter) তাঁহাকে কাছে লইয়া অনুযোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি মুখ ফিরাইয়া আপন শিষ্যগণের প্রতি দৃষ্টি করিয়া পিতরকে অনুযোগ করিলেন, বলিলেন, আমার সম্মুখ হইতে দূর হও, শয়তান; কেননা যাহা ঈশ্বরের, তাহা নয়, কিন্তু যাহা মনুষ্যের, তাহাই তুমি ভাবিতেছ।'

এটি আমাদেরকে বাইবেল-এর নিউ টেস্টামেন্ট বা নতুন নিয়মের মথিলিখিত সুসমাচার চতুর্থ অধ্যায়ের বা The Gospel According to Saint Matthew ৪-এর কথা মনে করিয়ে দেয়, যেখানে যীশুখৃষ্টকে নির্জনস্থানে নিয়ে গিয়ে তিনবার প্রলোভন দেখানো হয়েছিল। শেষ মুহূর্তে যীশু বলেছিলেন, 'দূর হও, শয়তান *(vade, Satanas)*; কেননা লেখা আছে, তোমার ঈশ্বর প্রভুকেই প্রণাম করিবে, কেবল তাহারই আরাধনা করিবে। (৪.১০)'

১৩. **টেক্সট** : vis appetitive

অনুবাদ : প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক কামনা-বাসনা (শারীরিক কামনা-বাসনার তাড়না)

১৪. **টেক্সট** : valde bona

অনুবাদ : অত্যন্ত চমৎকার

ভাষ্য : আদিপুস্তক বা Genesis ১:৩১ থেকে ষষ্ঠ দিনের শেষে, পুরুষ ও নারীর সৃষ্টির পর, 'পরে ঈশ্বর আপনার নির্মিত বস্তু সকলের প্রতি দৃষ্টি করিলেন, আর দেখ, সে সকলই অতি উত্তম (valde bona)'

১৫. **টেক্সট** : terribilis ut castorum acies ordinata

অনুবাদ : অপাপবিদ্ধদের ক্রমবদ্ধ ধাপের মতো ভয়ংকর

১৬. **টেক্সট** : 'Pulchra sunt ubera quae paulular supereminent et tument modice'

অনুবাদ : 'সেই সব স্তন সুন্দর যেগুলো অল্প বের হয়ে থাকে, খুব হালকাভাবে স্ফীত।'

BanglaBook.org

ভাষ্য এই কথাগুলো হয়েট-এর গিলবার্ট রচিত *Sermons on the Songs of Solomon* থেকে নেয়া হয়েছে। *Songs of Songs*-এর রূপকধর্মী ব্যাখ্যা দেয়া থেকে সরে এসে গিলবার্ট নারী স্তনের সবচাইতে মনোরম শারীরিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে জ্ঞান দিতে শুরু করেন।

১৭. **টেক্সট** 'O sidus clarum puellarum. O porta clausa, fons hortorum, cella custos unguentorum, cella pigmentaria!'

অনুবাদ 'হে কুমারীদের উজ্জ্বল তারকা... হে বদ্ধ ফটক, আমার বাগানগুলোর ঝরনা, অনুলেপনের অভিভাবকস্বরূপ পাত্র!'

১৮. **টেক্সট** : 'O langues' এবং 'Causam languoris video nec caveo!'

অনুবাদ : 'আমি মূর্ছা গেছি...আমি আমার দুর্বলতার কারণ দেখতে পাচ্ছি, আর, আমি সেটা এড়িয়ে যাচ্ছি না।'

ভাষ্য এটা একটা কবিতার ধুয়ো (refrain)। কবিতাটাকে কখনো কখনো 'ব্রিটিশ মিউযিয়ামের কবিতা' বলা হয় (এমএস আরুন্ডেল ৩৮৪)। কবি এখানে তাঁর মনের ভেতরের একটা দ্বন্দ্বের কথা বলছেন, যে-দ্বন্দ্বের কারণে তিনি একদিকে প্রণয় আর অন্য দিকে যুক্তিবুদ্ধির দোলাচলে থাকেন। (এটা *Carmina Burana*-তেও পাওয়া যাবে)

১৯. **টেক্সট** : cuncta erant bona

অনুবাদ : সবকিছুই ভালো ছিল

ভাষ্য : আদিপুস্তক ১:৩১ (জেনেসিস) থেকে

২০. **টেক্সট** : Omne animal triste post coitum

অনুবাদ : সব প্রাণীই যৌন সঙ্গমের পর ক্লান্ত হয়।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

তৃতীয় দিন

রাত

যেখানে মানসিক যন্ত্রণাদীর্ণ আদ্‌সো তার গোপন কথা উইলিয়ামের কাছে খুলে বলে এবং সৃষ্টির পরিকল্পনায় নারীর ভূমিকা নিয়ে চিন্তামগ্ন হয়, কিন্তু তার পরপরই আবিষ্কার ক'রে বসে একজন মানুষের মৃতদেহ।

জ্ঞান ফিরে আসতে দেখি কেউ একজন আমার মুখ ধুইয়ে দিচ্ছে। হাতে একটা বাতি নিয়ে সেখানে ব্রাদার উইলিয়ামও আছেন, কিছু একটা গুঁজে দিয়েছিলেন তিনি আমার মাথার নীচে।

'কী হয়েছিল আদ্‌সো?' আমাকে জিগ্যেস করেন তিনি। 'সারা রাত ঘুরে ঘুরে তুমি নাড়িভুঁড়ি চুরি করলে নাকি রান্নাঘর থেকে?'

সংক্ষেপে বললে, ঘুম ভেঙে গিয়েছিল উইলিয়ামের, এখন ভুলে গেছি কিন্তু কেন যেন আমার খোঁজ করেছিলেন তিনি, এবং আমাকে না পেয়ে সন্দেহ করেছিলেন আমি বোধহয় গ্রন্থাগারে ছোটোখাটো কোনো দুঃসাহসিক কাজ সারতে গিয়েছি। রান্নাঘরের ধার দিয়ে এডিফিকিয়ুমের দিকে এগিয়ে তিনি দেখতে পান দরজার কাছ থেকে সবজি বাগানের দিকে একটা ছায়া যেন চুপিচুপি চলে গেল (ওটা ছিল সেই মেয়েটি, যে সম্ভবত এই কারণে চলে যাচ্ছিল যে সে শুনতে পেয়েছিল কেউ এগিয়ে আসছে)। তিনি বুঝতে চেয়েছিলেন সে কে, তারপর মেয়েটিকে অনুসরণ করেছিলেন, কিন্তু মেয়েটি (বা, ছায়াটি – কেননা উইলিয়ামের কাছে সে তা-ই ছিল) কম্পাউন্ডের বাইরের দেওয়ালের দিকে এগিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। তারপর উইলিয়াম চারদিকটা পর্যবেক্ষণ করার পর রান্নাঘরে ঢোকেন এবং দেখেন আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছি।

তখনো আতঙ্কিত আমি যখন তাঁকে সেই হৃৎপিণ্ডের পোঁটলাটার কথা বললাম, তখন আরেকটা অপরাধের কথাও মুখ ফসকে বলে ফেললাম, আর তাই শুনে তিনি হাসতে শুরু করলেন। 'আদ্‌সো, কোনো মানুষের এত বড়ো হৃৎপিণ্ড হয়? ওটা কোনো গাভির বা ষাঁড়ের; আসলে আজই ওটা জবাই করেছে ওরা। কিন্তু আমাকে বলো তো তুমি, জিনিসটা তোমার হাতে এলো কী ক'রে?'

এ কথা শুনে বিষাদভারাক্রান্ত এবং তখনো সেই আতঙ্কে হতভম্ব আমি কান্নায় ভেঙে পড়লাম এবং তাঁকে বললাম তিনি যেন আমার স্বীকারোক্তি নেয়ার ব্যবস্থা করেন। তিনি তা করলেন এবং কোনো কিছু গোপন না ক'রে তাঁকে সব খুলে বললাম। খুবই আগ্রহভরে, তবে খানিকটা প্রশ্রয়সূচক প্রসন্নতার সঙ্গে আমার কথা শুনে গেলেন তিনি। আমি শেষ করতে তার মুখটা গম্ভীর হয়ে উঠল এবং তিনি বললেন   ব্যভিচার না করার অনুজ্ঞা অমান্য ক'রে পাপ তো তুমি করেছই, সেই সঙ্গে শিক্ষানবিশের কর্তব্য ভঙ্গ ক'রেও পাপ করেছ তুমি। তোমার পক্ষে কেবল এই বিষয়টি রয়েছে যে,

BanglaBook.org

যে-পরিস্থিতিতে তুমি পড়েছিলে তাতে মরুভূমির মধ্যে একজন ফাদারও নিজেকে রক্ষা করতে পারতেন না। আর প্রলোভনের উৎস হিসেবে নারীর কথা বাইবেলে যথেষ্টই বলা হয়েছে। যাজকেরা নারীর সম্পর্কে বলেন তাদের কথাবার্তা হচ্ছে প্রজ্বলিত আগুনের মতো। আর প্রবাদে বলে নারী পুরুষের মূল্যবান আত্মার দখল নিয়ে নেয় এবং এমনকি সবচাইতে শক্তিশালী পুরুষকেও ধ্বংস ক'রে ছাড়ে। এক্লেযিয়াস্টস আরো বলেছেন; "নারীকে আমি মৃত্যুর চাইতেও তেতো বলে মনে করি, কারণ তার মন ছলচাতুরীর জালে ভরা আর তার হাত যেন শৃঙ্খল।" আর অন্যরা বলেছেন, নারী হলো শয়তানের বাহন। প্রিয় বৎস আদ্‌সো, এসব কথা স্বীকার করার পরেও আমি নিজেকে বিশ্বাস করাতে পারি না যে এমন একটি নিকৃষ্ট সত্তাকে কোনো না কোনো গুণে গুণান্বিত না ক'রেই ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন, সেই সঙ্গে আমি এ কথাও না ভেবে পারি না যে তিনি নিশ্চয়ই তাকে (নারীকে) নানান সুবিধে এবং সম্মানজনক উদ্দেশ্য বা প্রেরণা দান করেছেন। তার মধ্যে তিনটি তো রীতিমতো মহৎ। সত্যি বলতে কি, তিনি মানুষকে এই ঘৃণ্য জগতে তৈরি করেছেন এবং কাদা থেকে সৃষ্টি করেছেন; নারীকে তৈরি করেছেন তিনি পরে, স্বর্গে এবং উচ্চতর মানবীয় উপাদান দিয়ে এবং নারীকে তিনি আদমের পা বা নাড়িভুঁড়ি দিয়ে তৈরি করেননি, করেছেন তার পাঁজরের হাড় দিয়ে। অন্যদিকে, প্রভু, যিনি কিনা সর্বশক্তিমান, তিনি কোনো অলৌকিক উপায়ে সরাসরি মানুষ হিসেবে সাকার (ইনকার্নেট) হতে পারতেন, কিন্তু তার বদলে তিনি নারীর গর্ভাবাসই বেছে নিলেন, যা এই ইঙ্গিতবহ যে সেটা আদৌ অশুভ কিছু নয় এবং তিনি যখন পুনরুজ্জীবনের পরে আবির্ভূত হলেন, তিনি কিন্তু এক নারীর সামনেই উপস্থিত হলেন। আর শেষ কথা হলো, স্বর্গীয় মহত্ত্ববশত কোনো পুরুষই সেই রাজ্যের রাজা হবে না, কিন্তু রাণী হবে সেই নারী যে অপাপবিদ্ধা। তো, প্রভু স্বয়ং যদি ইভ্ আর তার কন্যাদের এই আনুকূল্য দেখাতে পারেন, তাহলে এটা কি খুব অস্বাভাবিক যে আমরাও নারী জাতির মাধুর্যে আর মহত্ত্বে আকৃষ্ট হব? আদ্‌সো, আমি তোমাকে যা বলতে চাই তা হলো, অবশ্যই এমন কাজ আর কখনো কোরো না। কিন্তু তুমি যে-কাজটি করতে প্রলুব্ধ হয়েছিলে সেটা এমন কোনো দানবিক ব্যাপার নয়, আর একজন সন্ন্যাসীর জীবনে অন্তত একবার এই তীব্র কামজ আবেগের অভিজ্ঞতা থাকা দরকার, যাতে ক'রে ভবিষ্যতে যেসব পাপীতাপীকে সে সুমন্ত্রণা ও সান্ত্বনা দেবে তাদের অবস্থা সে বুঝতে পারে, তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে পারে। কিন্তু প্রিয় আদ্‌সো, এটা এমন বিষয় নয় যেটা না-ঘটা পর্যন্ত আশা করা উচিত হবে, তবে ঘটে যাওয়ার পর এটা নিয়ে বেশি চিন্তাভাবনা করাটাও জরুরি না। এটা খুব কঠোর ভাষায় নিন্দা করার মতো ব্যাপারও নয়। কাজেই, ঈশ্বরের পথেই থাকো এবং আমরা এ নিয়ে আর কথা না বলি। সত্যি বলতে কি, এমন কিছু নিয়ে বেশি না ভেবে বরং ব্যাপারটা ভুলে গেলেই সবচে ভালো হতো...' এখানে এসে, আমার মনে হলো, কোনো এক গোপন আবেগে তাঁর কণ্ঠ নরম হয়ে এলো – 'আমরা বরং গত রাতের ঘটনার মানে খুঁজি। কে এই মেয়ে, আর কার সঙ্গেই-বা দেখা করতে এসেছিল সে?'

'আমি তা জানি না, আর তার সঙ্গে কে ছিল সেটাও আমি দেখিনি,' আমি বললাম।

'বেশ। কিন্তু অগুনতি নিশ্চিত সূত্র থেকে আমরা সেটা বের ক'রে ফেলতে পারি। প্রথমত,

BanglaBook.org

লোকটি বৃদ্ধ আর কুৎসিত, এমন কেউ যার সঙ্গে কোনো মেয়ে স্বেচ্ছায় মিলিত হবে না, বিশেষ ক'রে সে নিজে যদি সুন্দরী হয়, যেমনটা তুমি বললে, যদিও আমার কাছে মনে হয় প্রিয় নেকড়ে শাবক আমার, যে-কোনো খাদ্যই তুমি সুস্বাদু হিসেবে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলে।'

'বৃদ্ধ আর কুৎসিত কেন?'

'কারণ মেয়েটি ভালোবেসে তার কাছে যায়নি, বরং গিয়েছিল এক দলা উচ্ছিষ্টের জন্য। গাঁ থেকে আসা নিশ্চয়ই মেয়েটি, যে কিনা ক্ষুধার তাড়নায় সম্ভবত এই প্রথমবারের মতো কোনো কামুক সন্ন্যাসীকে তার অনুগ্রহ বিতরণ এবং ক্ষতিপূরণ হিসেবে তার আর তার পরিবারের জন্য আহার্য গ্রহণ করেনি।'

'বেশ্যা একটা,' আমি আতঙ্কিত হয়ে বলে উঠলাম।

'এক দরিদ্র কৃষক কন্যা, আদ্‌সো। সম্ভবত ছোটো ছোটো ভাই রয়েছে তার, যাদের অন্ন তাকে জোগাতে হয়। যে কিনা, তার সাধ্যে কুলালে, নিজেকে প্রেমের জন্যই নিবেদন করত, বৈষয়িক লাভের জন্য নয়, যেটা সে গতরাতে করেছিল। সত্যি বলতে কি, তোমার কথা শুনে বুঝেছি, তোমাকে তরুণ আর সুদর্শন দেখে সে তোমাকে উপঢৌকন দিয়েছে, আর সেটা ভালোবেসেই দিয়েছে, অথচ অন্যকে সেটা দিত ষাঁড়ের কলিজা বা ফুসফুসের খানিকটার জন্য এবং নিজেকেই সেই বিনা মূল্যের উপহার হিসেবে দিয়ে নিজেকে তার এতটাই পবিত্র আর উচ্চাঙ্গের বলে মনে হয়েছে যে, তার বদলে কিছু না নিয়েই সে পালিয়ে গেছে। আর সেজন্যই আমার মনে হয় যে অন্যজন তোমার তুলনায় বেশি তরুণও নয়, সুদর্শনও নয়।'

স্বীকার করছি যে আমার অনুতাপ গভীর হওয়ার পরেও এই ব্যাখ্যাতে মনটা আমার এক মিষ্টি গর্বে ভরে উঠল, কিন্তু আমি নীরব রইলাম এবং আমার গুরুকে তার কথা চালিয়ে যেতে দিলাম।

'এই কুৎসিত বৃদ্ধের নিশ্চয়ই গ্রামে গিয়ে চাষীদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ আছে, তার পদ সংশ্লিষ্ট কাজের কারণে, সে নিশ্চয়ই জানে মঠে কী ক'রে লোক ঢোকাতে হয়, মঠ থেকে বের করতে হয়, এবং জানে রান্নাঘরে এই নাড়িভুঁড়ি রয়েছে (সম্ভবত আগামীকাল বলা হবে যে দরজাটা খোলা ছিল এবং কোনো কুকুর এসে আজেবাজে জিনিস খেয়ে চলে গেছে) আর শেষ কথা, তার নিশ্চয়ই মিতব্যয়িতার একটি বিশেষ বোধ আছে, এবং রান্নাঘরটা যাতে আরো দামি রসদ থেকে বঞ্চিত না হয় সেদিকেও নজর আছে; নইলে সে তাকে কোনো স্টেক বা পছন্দসই কোনো অংশ দিয়ে দিত। কাজেই তুমি দেখতে পাচ্ছ যে আমাদের আগন্তুকের ছবিটা বেশ স্পষ্ট ক'রেই আঁকা হয়েছে এবং এ সমস্ত বৈশিষ্ট্য বা দুর্ঘটনা সবই একটি সত্তার সঙ্গে মানানসই থাকে, আমি আমাদের ভাণ্ডারী ভ্যারেইনের রেমেজিও বলে সংজ্ঞায়িত করতে মোটেই কুণ্ঠিত হব না। বা আমার ভুল হয়ে থাকলে, আমাদের রহস্যময় সালভাতোরে, যে কিনা একইভাবে, যেহেতু সে এসব এলাকা থেকেই এসেছে, খুব সহজেই স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে আলাপ জমাতে পারে এবং সে জানবে কী ক'রে কোনো মেয়েকে এরকম কোনো কাজে রাজি করানো যেত, যদি না তুমি এসে পড়তে।'

'এগুলো সবই যে সত্যি তাতে কোনো সন্দেহ নাই,' তার কথার যুক্তি মেনে নিয়ে আমি

বললাম। 'কিন্তু এখন এসব জেনে কী উপকার হবে?'

'কিছুই না। বা হয়ত, অনেকেই,' উইলিয়াম বললেন। 'আমরা যে অপরাধ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি তার সঙ্গে এই কাহিনীর কোনো সংযোগ থাকতেও পারে, আবার না-ও পারে। আবার অন্যদিকে ভাণ্ডারী দলচিনীয় হলে এর একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। কথাটা উলটো দিক থেকেও সত্যি। আর শেষ পর্যন্ত এখন আমরা জানি যে এই মঠে রাতের বেলা অনেক উদ্ভট ঘটনা ঘটে। কে বলতে পারে যে আমাদের ভাণ্ডারী আর সালভাতোরে, যারা কিনা অন্ধকারে এত স্বচ্ছন্দে ঘুরে ফিরে বেড়ায়, তারা যত যা-ই হোক, যতটা তারা জানে ব'লে প্রচার করে তার চাইতে বেশি জানে না?'

'কিন্তু সেসব কথা কি তারা আমাদের কাছে বলবে?

'না, যদি আমরা তাদের পাপ উপেক্ষা ক'রে সহানুভূতি দেখানো আচরণ করি, তাহলে বলবে না। কিন্তু আমাদের যদি কিছু জানতেই হয় তাহলে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাদেরকে কথা বলাতে রাজি করানোর কোনো একটা উপায় আমাদের বের করতে হবে। অন্য কথায় বলতে গেলে, প্রয়োজন পড়লে ভাণ্ডারী আর সালভাতোরেকে আমাদের মুঠোয় আনতে হবে এবং ঈশ্বর যেন আমাদের এই ছলনা ক্ষমা করেন, কারণ তিনি অন্য অনেক কিছুই ক্ষমা করেন,' আমার দিকে ধূর্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন তিনি; তাঁর এই মতের বৈধতা সম্পর্কে মন্তব্য করার সাহস হলো না আমার।

'কিন্তু এখন আমাদের শুতে যেতে হবে। এক ঘণ্টা পরেই ম্যাটিন্স। কিন্তু দেখতে পাচ্ছি, বেচারা প্রিয় আদ্সো আমার, তুমি এখনো বিচলিত হয়ে আছ, তোমার পাপের কারণে এখনো ভীত হয়ে আছ। আত্মাকে শান্ত করার জন্য গীর্জায় কিছুটা সময় কাটানোর মতো ভালো আর কিছু হয় না। আমি তোমাকে পাপের দায় থেকে নিষ্কৃতি দিচ্ছি, কিন্তু সাবধানের মার নেই, যাও, গিয়ে প্রভুর অনুমোদন প্রার্থনা করো।' এই বলে তিনি আমার মাথায় মৃদু একটি চাপড় দিলেন, সম্ভবত পিতৃসুলভ ও পুরুষোচিত স্নেহের প্রকাশ হিসেবে, সম্ভবত এক প্রশ্রয়শীল প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে। বা হয়তো (আমার কলুষিত মন তখন ভাবল) এক ধরনের নির্দোষ ঈর্ষাবশত, কারণ তিনি ছিলেন নতুন ও প্রাণপূর্ণ অভিজ্ঞতার জন্য তৃষ্ণাকাতর একজন মানুষ।

গীর্জার দিকে পা বাড়ালাম আমরা, সচরাচর যে-পথ দিয়ে যাই সে-পথ দিয়েই, জোর কদমে, চোখ বুজে, কারণ আমি যে কতটা ধুলোমাটি আর আমার ইন্দ্রিয়ভোগাকাঙ্ক্ষার গৌরব যে কতটা হাস্যকর, ছেঁদো, সে-কথা সেই রাতে ওইসব হাড়গোড় আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল।

নেইভে পৌঁছে দেখি প্রধান বেদীর সামনে ছায়াময় কে একটা যেন। আমি ভাবলাম, ফের উবার্তিনো বুঝি, কিন্তু না, আলিনার্দো। প্রথমে তিনি আমাদের চিনতে পারলেন না। বললেন, ঘুমোতে পারেননি তিনি, ফলে ঠিক করেছেন উধাও হয়ে যাওয়া তরুণ সন্ন্যাসীর জন্য প্রার্থনা করে রাত কাটিয়ে দেবেন (তিনি এমনকি তার নামও মনে করতে পারলেন না)। তিনি তার আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করেছেন (যেন মারা গেছে সে, যদি সে মারা গিয়ে থাকে) এবং তার দেহের জন্যও করেছিলেন (যদি সে অসুস্থ হয়ে একা পড়ে থাকে কোথাও)।

'বড্ড বেশি মৃত লোকজন,' তিনি বললেন, 'বড্ড বেশি মৃত মানুষজন...কিন্তু সেটা তো বুক

BanglaBook.org

অভ্ অ্যাপসলেই লেখা ছিল। প্রথম ভেরির সঙ্গে এসেছিল শিলাবৃষ্টি, দ্বিতীয় তূরীর সঙ্গে সাগরের তৃতীয় একটা অংশ রক্ত হয়ে গেল; একটা লাশ তোমরা শিলার মধ্যে পেয়েছ, অন্যটা রক্তের মধ্যে, তৃতীয় তূরীটা সতর্ক ক'রে দিচ্ছে যে জ্বলন্ত একটা নক্ষত্র নদনদী আর পানির উৎসের তৃতীয় ভাগে গিয়ে পড়বে। কাজেই আমি তোমাদের বলছি, চতুর্থ জনের জন্য শঙ্কিত হও, কারণ সূর্যের তৃতীয় ভাগটির ওপর আঘাত হানা হবে এবং চন্দ্রের আর নক্ষত্রগুলোর ওপরে, আর তাতে ক'রে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার নেমে আসবে...'

ট্রান্সেপ্ট থেকে বের হয়ে আসার পর উইলিয়াম আপন মনে বিড়বিড় ক'রে বললেন বৃদ্ধের কথায় আসলেই সত্যের কোনো উপাদান ছিল কি না।

'কিন্তু,' আমি তাঁকে মনে করিয়ে দিলাম, 'তাঁর মানে এটা মনে করা হবে যে কোনো একটি বিশেষ শয়তানসুলভ মন অ্যাপকেলিপসকে বা রহস্যোদ্ঘাটনকে নির্দেশনা হিসেবে মেনে নিয়ে তিন তিনটে মানুষকে নিকেশ ক'রে ফেলার ব্যবস্থা করেছে। সেই সঙ্গে এটাও ধরে নেয়া যায় যে, বেরেঙ্গার আর বেঁচে নেই। অথচ উলটো দিকে আমরা জানি আদেল্‌মো তার নিজের ইচ্ছেতেই মৃত্যুবরণ করেছে।'

'ঠিক,' উইলিয়াম বললেন, 'কিন্তু সেই একই শয়তানসুলভ বা অসুস্থ মনই আদেল্‌মোর মৃত্যুতে উদ্বুদ্ধ হয়ে আরো দুটো মৃত্যুর ব্যবস্থা করতে পারত, কোনো প্রতীকীভাবে। আর তাই যদি হয়ে থাকে, তাহলে বেরেঙ্গারকে কোনো নদী বা ঝরনায় পাওয়া যাওয়ার কথা। কিন্তু মঠে তো কোনো নদী বা ঝরনা নেই, অন্তত এমন কিছু নেই যেখানে কেউ ডুবে মরতে পারে বা কাউকে ডুবিয়ে মারা যেতে পারে।'

'আছে কেবল কিছু বাথ,' আমি মন্তব্য করলাম, অনেকটা আকস্মিকভাবেই।

'আদ্‌সো,' ব'লে চেঁচিয়ে উঠলেন উইলিয়াম। 'দারুণ একটা কথা মনে করালে তুমি, জানো! স্নানঘর।'

'কিন্তু ওরা নিশ্চয়ই খুঁজে দেখেছে ওখানে...'

'আজ সকালে ভৃত্যদের দেখেছি ওখানে খোঁজাখুঁজি করতে ওরা স্নানঘরের দরজা খুলল তারপর এক নজর ভেতরে তাকাল, যদিও সে-রকম কোনো তত্ত্ব-তালাশ করল না। ভালো ক'রে লুকিয়ে রাখা কোনো কিছু খুঁজে পাওয়ার আশা করেনি তারা। ওরা এমন একটা লাশ খুঁজছিল যেটাকে সেই পিপার মধ্যে ভেনানশিয়াসের লাশের মতো নাটকীয়ভাবে লুকিয়ে রাখা হয়েছে...চলো গিয়ে দেখা যাক। এমনিতেই এখন আঁধার হয়ে এসেছে, আর আমাদের বাতিটাও মনে হচ্ছে ফুর্তির সঙ্গেই জ্বলছে।

তা-ই করলাম আমরা এবং আরোগ্য নিকেতনের পাশে অবস্থিত স্নানঘরের দরজাটা খুলতে কোনো অসুবিধাই হলো না।

পুরু পর্দা দিয়ে আড়াল করা আছে কিছু স্নানাধার। ক'টা তা মনে নাই। মঠে যেদিন 'বিধি'

BanglaBook.org

প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সন্ন্যাসীরা সেদিন আচমনের জন্য এসব ব্যবহার করেছিল, আর সেভেরিনাস ব্যবহার করত থেরাপির কাজে, কারণ দেহ-মনের অবসাদ দূর করতে স্নানের চেয়ে ভালো আর কিছু নেই। এক কোণে রাখা অগ্নিকুণ্ড পানিকে সহজেই গরম করার কাজে লাগে। দেখলাম নোংরা হয়ে আছে সেটা টাটকা ছাইয়ে, আর তার সামনে বড়ো একটা কড়াই উপুড় ক'রে রাখা। অন্য কোনায় রাখা একটা উৎস থেকে পানি নেবার ব্যবস্থা আছে।

প্রথম স্নানাধারগুলোতে খুঁজলাম আমরা, খালি সেগুলো, কেবল শেষটা, একটা পর্দাটানা, ভর্তি। আর সেটার পাশে, স্তূপাকৃতি হয়ে আছে একটা পোশাক। প্রথম দর্শনে আমাদের বাতির আলোয় তরলপৃষ্ঠটাকে মসৃণ বলে মনে হলো, কিন্তু আলো আরো ভালোভাবে পড়তে তলার দিকে নজর গেল আমাদের, দেখলাম সেখানে নিস্প্রাণ একটি মানবদেহ শায়িত। ধীরে ধীরে সেটাকে বের ক'রে আনলাম আমরা। বেরেঙ্গার। উইলিয়াম বললেন, এর মুখটা আসলেই পানিতে ডুবে মরা মানুষের মতো। চোখ-মুখ ফোলা। ঢলঢল পুরুষাঙ্গটার অশ্লীল দৃশ্যটুকু না থাকলে সাদা, থলথলে রোমশূন্য দেহটাকে দেখে একটা নারীদেহ বলেই মনে হতো। গণ্ডদেশ লাল হয়ে উঠল আমার। তারপর কেঁপে উঠলাম ভয়ে। আমি নিজের বুকে ক্রুশ আঁকলাম, আর উইলিয়াম মৃতদেহটির গায়ে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

চতুর্থ দিন

চতুর্থ দিন

লঅড্‌স

যেখানে উইলিয়াম ও সেভেরিনাস বেরেঙ্গারের মৃতদেহ পরীক্ষা ক'রে আবিষ্কার করেন যে জিভটি কালো, যা পানিতে ডুবে মারা যাওয়া কোনো মানুষের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক। এরপর তাঁরা সবচাইতে যন্ত্রণাদায়ক সমস্ত বিষ আর অতীতে সংঘটিত একটি চুরির ঘটনা নিয়ে আলাপ করেন।

মোহান্তকে আমরা কিভাবে খবরটা জানালাম, ক্যাননিকাল সময়ের আগে গোটা মঠ কিভাবে জেগে উঠল, আতঙ্কিত সমস্ত আর্তরব, প্রতিটি মুখে দেখা-দেয়া ভয় আর দুঃখের ছাপ, খবরটা কী ক'রে কম্পাউন্ডের সব লোকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল, অশুভ দৃষ্টি প্রতিহত করার সূত্রাবলি আওড়াতে আওড়াতে চাকর-বাকরেরা নিজেদের গায়ে কিভাবে ক্রুশ চিহ্ন আঁকল, সেসব আমি বলতে যাচ্ছি না। আমি জানি না সকালে সেদিনের প্রথম আচার-অনুষ্ঠান যথাবিহিত অনুষ্ঠিত হয়েছিল কি না, বা সেটাতে কারা অংশ নিয়েছিল। আমি উইলিয়াম এবং সেভেরিনাসকে অনুসরণ করলাম, সেভেরিনাস বেরেঙ্গারের মৃতদেহ কাপড়ে পেঁচিয়ে শুশ্রূষালয়ের একটা টেবিলের ওপর শুইয়ে রাখার ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দিলেন।

মোহান্ত এবং অন্যান্য সন্ন্যাসী চ'লে যেতে ভেষজবিদ (herbalist) এবং আমার গুরু বেশ সময় নিয়ে মরদেহটা পরীক্ষা করলেন – চিকিৎসকসুলভ শীতল নিস্পৃহতা বজায় রেখে।

সেভেরিনাস বললেন, 'পানিতে ডুবে মারা গেছে, কোনো সন্দেহ নেই। মুখটা ফোলা, পেট টানটান...'

উইলিয়াম মন্তব্য করলেন, 'কিন্তু অন্য কেউ তাকে চুবিয়ে মারেনি, সেক্ষেত্রে সে খুনীর আগ্রাসন প্রতিরোধ করার চেষ্টা করত, কিন্তু সবকিছু ছিমছাম আর পরিষ্কার ছিল, যেন বেরেঙ্গার পানি গরম করেছে, বাথটা পানি-ভর্তি করেছে, আর তারপর একান্তই নিজের ইচ্ছেয় সেটার ভেতর পা ডুবিয়ে দিয়েছে।'

সেভেরিনাস বললেন, 'তাতে অবাক হচ্ছি না। বেরেঙ্গার খিঁচুনি রোগে ভুগত এবং আমি নিজে তাকে প্রায়ই বলতাম যে গরম পানিতে গোসল করলে দেহ আর মনের উত্তেজনা দূর হয়। বেশ কয়েকবার সে স্নানাগারের আলো জ্বালিয়ে দিতে বলেছে। গত রাতেও এমনটা ক'রে থাকবে সে...।'

উইলিয়াম বললেন, 'গত রাতের আগের রাতে, কারণ, দেখতেই পাচ্ছেন, এই দেহটা অন্তত এক দিন পানিতে ছিল...'

BanglaBook.org

সে রাতের কিছু ঘটনার কথা উইলিয়াম তাঁকে বললেন। আমরা যে চুপিসারে স্ক্রিপ্টোরিয়ামে ঢুকেছিলাম সে কথা অবশ্য তিনি তাঁকে বললেন না, কিন্তু বেশ কিছু ঘটনার কথা গোপন ক'রে তিনি তাকে বললেন যে আমাদের কাছ থেকে একটা বই নিয়ে যাওয়া এক রহস্যময় লোকের পিছু নিয়েছিলাম আমরা। সেভেরিনাস বুঝতে পারলেন উইলিয়াম তাঁকে কেবল সত্যের একটা অংশ বলছেন মাত্র, কিন্তু তিনি আর কোনো প্রশ্ন করলেন না। তিনি মন্তব্য করলেন যে বেরেঙ্গারই যদি সেই রহস্যময় চোর হয়ে থাকে তাহলে সেটা তাকে একটা শ্রান্তিদায়ক স্নান ক'রে শান্তি খুঁজতে উদ্বুদ্ধ ক'রে থাকতে পারে। তিনি বললেন, বেরেঙ্গার খুব সংবেদনশীল প্রকৃতির ছিল এবং মাঝে মাঝে বিরক্তিকর কিছু বা কোনো আবেগে তার শরীর কাঁপতে থাকত, ঠান্ডা ঘাম বইত, চোখ দুটো বড়ো বড়ো হয়ে যেত, আর তখন সে মুখ দিয়ে সাদাটে আঠালো রস বের করতে করতে মাটিতে পড়ে যেত।

উইলিয়াম বললেন, 'সে যা-ই হোক, এখানে আসার আগে সে অন্য কোথাও গিয়েছিল, কারণ স্নানাগারে আমি তার চুরি করা বইটা দেখিনি। কাজেই, সে অন্য কোথাও ছিল এবং তারপর, আমরা অনুমান ক'রে নিচ্ছি, সে তার আবেগকে শান্ত করতে এবং সম্ভবত আমাদের তালাশ এড়তে চট ক'রে স্নানাগারে ঢুকে পড়ে এবং তারপর জলে গা ডুবিয়ে দেয়।'

দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে সেভেরিনাস বললেন, 'সেটা সম্ভব। কিছুক্ষণ ধ'রে তিনি মৃতদেহটির হাতগুলো পরীক্ষা ক'রে দেখছিলেন। একটা অদ্ভুত জিনিস দেখুন...' তিনি বলে উঠলেন।

'কী?'

'সেদিন ভেনানশিয়াসের হাত খেয়াল করেছিলাম আমি, রক্ত-টক্ত ধুয়ে ফেলার পর, এবং তখন ছোট্ট একটা ব্যাপার দেখে খানিকটা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছিল। ভেনানশিয়াসের ডান হাতের দুটো আঙুলের ডগা কালো ছিল, যেন কালচে কিছু দিয়ে কালো ক'রে দেয়া হয়েছে। দেখেছেন? একদম বেরেঙ্গারের এখনকার দুই আঙুলের ডগার মতো। সত্যি বলতে কি, তৃতীয় আঙুলটাতেও একটা চিহ্ন পাচ্ছি আমরা। আমি তখন ভেবেছিলাম ভেনানশিয়াস স্ক্রিপ্টেরিয়ামে কোনো কালিটালি ধরেছিল বোধহয়।'

'দারুণ তো,' বেরেঙ্গারের আঙুলগুলো আরো কাছ থেকে দেখে চিন্তিত ভঙ্গিতে উইলিয়াম বললেন। সকাল হয়ে আসছে, ঘরের ভেতরের আলো আবছা তখনো এবং আমার গুরুর নিশ্চয়ই তাঁর পরকলা জোড়ার অভাবে বেশ অসুবিধে হচ্ছিল। 'দারুণ তো,' আবারও বললেন উইলিয়াম। 'তবে বাম হাতেও আরো আবছা চিহ্ন রয়েছে, অন্তত বুড়ো আঙুলে আর তর্জনীতে।'

'শুধু ডান হাতে হলে বলা যেত সেটা এমন কারো আঙুল যে ছোটোখাটো কিছু বা লম্বা আর পাতলা কিছু ধরে...'

'স্টাইলাসের মতো কিছু বা কোনো খাবার। পোকা বা সাপ বা একটা monstrance বা লাঠি। হাজারটা জিনিস। তবে অন্য হাতেও চিহ্ন থাকলে সেটা একটা পানপাত্রও হতে পারে; ডান হাতে সেটা শক্তভাবে ধরা থাকে, আর বাম হাতটা অল্প শক্তি প্রয়োগ ক'রে সাহায্য করে...'

BanglaBook.org

এদিকে সেভেরিনাস তখন মৃত মানুষটির আঙুলগুলো আলতো ক'রে ঘষছেন, কিন্তু কালো রংটা যাচ্ছে না। খেয়াল করলাম, এক জোড়া দস্তানা প'রে আছেন তিনি, বিষাক্ত দ্রব্য নাড়াচাড়া করার সময় সম্ভবত তিনি ওগুলো ব্যবহার করেন। গন্ধ শুঁকলেন তিনি, কিন্তু কোনো ভাবান্তর ঘটল না তাঁর। 'আমি অনেক ভেষজ (আর সেই সঙ্গে খনিজ) বস্তুর নাম করতে পারব, যেগুলো এমন চিহ্ন রেখে যায়। সেগুলোর কিছু কিছু মারাত্মক, প্রাণঘাতী, অন্যগুলো তেমন নয়। আলংকারিকদের আঙুলে মাঝে মাঝে স্বর্ণের গুঁড়ো লেগে থাকে...'

'আদেল্‌মো আলংকারিক ছিল,' উইলিয়াম বললেন। 'আমি ভেবেই নিতে পারি যে, তার শরীরটা যেহেতু বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল আপনি তাই সেটার আঙুলগুলো পরীক্ষা ক'রে দেখার কথা ভাবেননি।'

সেভেরিনাস বললেন, 'আমি জানি না আসলে। দু'জন মৃত মানুষ, তাদের দু'জনেরই আঙুলে কালো দাগ। কী বলবেন একে?'

'কিছুই না nihil sequitur geminis ex particularibus unquam[১]। দুটো ব্যাপারকেই একটা নিয়ম বা বিধির আওতায় আসতে হবে। এই যেমন : এমন একটা বস্তু রয়েছে যেটা ছুঁলে স্পর্শকারীর আঙুল কালো হয়ে যায়...'

উল্লাসের সঙ্গে আমি ন্যায়ানুমান বা সিলজিজমটা পূরণ করলাম '...ভেনানশিয়াস আর বেরেঙ্গারের আঙুল কালো হয়েছে, কাজেই, আগে তারা এই জিনিসটি ধরেছিল।'

উইলিয়াম বললেন, 'ভালো বলেছ, আদ্‌সো। কিন্তু দুঃখের কথা হচ্ছে তোমার ন্যায়ানুমানটা সিদ্ধ নয়, কারণ aut semel aut iterum medium generaliter esto[২] এবং এই ন্যায়ানুমান মাঝের টার্মটা কখনোই সাধারণ (general) হিসেবে আসে না। এই লক্ষণটা দিয়ে বোঝা যায়, আমরা আমাদের আসল আশ্রয়বাক্যটা (premise) ঠিকমতো বেছে নিইনি। এ কথা আমার বলা উচিত হয়নি যে যারা একটি বিশেষ জিনিস স্পর্শ করেছে তাদের আঙুল কালো হয়েছে, কারণ কালো আঙুলবিশিষ্ট এমন মানুষ থাকতে পারে, যারা সেই জিনিসটি ছোঁয়নি। আমার বলা উচিত ছিল যে যাদের এবং কেবল যাদেরই আঙুল কালো তারা নিশ্চিতভাবেই একটি নির্দিষ্ট বস্তু ধরেছে। যেমন, ভেনানশিয়াস, বেরেঙ্গার, এরা। যেটা দিয়ে আমরা একটা Darii[৩] পাব, যেটা ন্যায়ানুমানের প্রথম ফিগারের একটি চমৎকার তৃতীয় প্রত্যংশ[৪]।'

'আর তখন আমরা উত্তরটা পেয়ে যাব,' খুশী হয়ে আমি বলে উঠলাম।

'ইশ্‌, আদ্‌সো, ন্যায়ানুমানের ওপর তোমার ভরসাটা বড্ড বেশি। আমাদের হাতে যা আছে, আরো একবার, তা হলো স্রেফ প্রশ্নটা। আর সেটা হচ্ছে : আমরা এই প্রকল্প বা হাইপোথিসিসটায় আসতে পেরেছি যে ভেনানশিয়াস আর বেরেঙ্গার একই জিনিস ধরেছিল, যা কিনা প্রশ্নাতীত রকমের যুক্তিগ্রাহ্য একটা তত্ত্ব প্রকল্প বা হাইপেথিসিস। কিন্তু যখন আমরা এমন একটা জিনিসের কথা ভেবেছি – সব জিনিসের মধ্যে থেকে আলাদা ক'রে, যেটার ফলে এরকম ঘটে (যেটা কিনা এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি), আমরা কিন্তু তখনো জানি না জিনিসটা কী বা তারা এটা কোথায় পেয়েছিল বা

BanglaBook.org

কেন তারা সেটা ধরেছিল। এ ছাড়া, আরেকটা কথা মনে রেখো, আমরা এমনকি এটাও জানি না যে এই জিনিসটা ধরার কারণেই তাদের মৃত্যু ঘটেছিল কি না। একজন পাগল লোকের কথা ভাবতে পারো, যে কিনা তাদেরই খুন করতে চায়, যারা সোনার গুঁড়ো ধরে। সেক্ষেত্রে কি আমরা বলব যে সোনার গুঁড়ো মৃত্যু ঘটায়?'

আমার মন খারাপ হয়ে গেল। আমি সব সময়ই ভেবে এসেছি যে তর্কশাস্ত্র বা লজিক একটি সর্বজনীন হাতিয়ার এবং এবার আমি উপলব্ধি করলাম সেটার কার্যকারিতা নির্ভর করবে কিভাবে সেটা প্রয়োগ করা হচ্ছে তার ওপর। তা ছাড়া, যেহেতু আমি আমার গুরুর সঙ্গে কিছুদিন ধরে ছিলাম, তাই এ ব্যাপারে সচেতন ছিলাম এবং সামনের দিনগুলোতে আরো বেশি সচেতন হয়েছিলাম যে একবার তর্কশাস্ত্রের শরণ নেবার পরে সেটা পরিত্যাগ করলে জিনিসটা বিশেষ কাজে দেয়।

সেভেরিনাস, নিশ্চিতভাবেই যিনি তর্কশাস্ত্রবিদ ছিলেন না, তিনি এই অবসরে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি ক'রে বলে চললেন, 'বিষের জগৎ প্রকৃতির রহস্যের মতোই বিচিত্র।' এরই মধ্যে আমদের বেশ পছন্দ হয়েছে এমন বেশ কিছু পাত্র আর শিশি দেখালেন তিনি হাত বাড়িয়ে, চমৎকারভাবে তাকগুলোর ওপর সাজানো আছে সেগুলো দেওয়াল বরাবর, সঙ্গে কিছু বই-পত্তরও। 'আগেই বলেছি আপনাদের, এসব লতা-গুল্মের অনেকগুলোই ঠিকমতো মেশানো গেলে আর সঠিক মাত্রায় প্রয়োগ করা হলে, সেগুলো প্রাণঘাতী পানীয় আর মলম তৈরিতে ব্যবহার করা যেতে পারে। ওই যে ওখানে, datura stramonium, belladona, hemlock এগুলো ঝিমুনি বা উত্তেজনা বা দুটোই আনতে পারে; ঠিকমতো দেখেশুনে নেয়া গেলে এগুলো দারুণ ওষুধের কাজ করে; কিন্তু অপরিমিত মাত্রায় নিলে মৃত্যু ডেকে আনে।'

'কিন্তু এসবের কোনোটিই নিশ্চয়ই আঙুলে দাগ ফেলে না?'

'না, অন্তত আমার তাই ধারণা। তো, এরপর এমন কিছু জিনিস আছে যেগুলো কেবল পেটে গেলেই মারাত্মক হয়ে ওঠে, ওদিকে আর কিছু আছে যেগুলো ত্বকের ওপর কাজ করে। কেউ যদি hellebore গাছটা ওপড়াতে যায় তখন তার বমি হতে পারে। Dittany আর fraxinella যখন ফুলের মধ্যে থাকে তখন মালীরা ওগুলো ছুঁলে তারা নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারে, যেন মদ খেয়েছে। কালো hellebore কেবল ছুঁলেই উদারাময়ের উদ্রেক হতে পারে। কিছু উদ্ভিদ আছে সেগুলো বুক ধড়ফড়ানি সৃষ্টি করে, অন্য কিছু আছে যেগুলোতে মাথা দপদপ করে। আবার কিছু কিছু কণ্ঠরোধ করে। কিন্তু ভাইপারের বিষ যদি সারা গায়ের ত্বকে মাখানো হয় এবং বিষটাকে রক্তের সঙ্গে মিশতে দেয়া না হয়, তাহলে সেটা সামান্য একটু জ্বলুনি তৈরি করে কেবল... আর একবার আমাকে একটা যৌগ দেখানো হয়েছিল, সেটা কুকুরের উরুর ভেতর দিকে যৌনাঙ্গের কাছাকাছি লাগালে, ভয়ংকর খিঁচুনি তুলে জন্তুটা মারা যাবে, কারণ সেটার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি ধীরে ধীরে শক্ত হয়ে যায়...'

'বিষ সম্পর্কে আপনি অনেক কিছু জানেন দেখছি,' উইলিয়াম বলে উঠলেন, তাঁর কণ্ঠে প্রশংসার ছোঁয়া।

সেভেরিনাস তাঁর দিকে কঠিন দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকলেন। 'একজন চিকিৎসক,

BanglaBook.org

ভেষজবিদ, আর মানবস্বাস্থ্যবিজ্ঞানের ছাত্রের যতটুকু অবশ্যই জানা দরকার আমি ততটুকু জানি।'

উইলিয়াম কিছুক্ষণ চিন্তামগ্ন রইলেন। এরপর তিনি মৃতদেহটার মুখ খুলে সেভেরিনাসকে সেটার জিভটা দেখতে বললেন। উৎসুক হয়ে উঠে, সেভেরিনাস তাঁর চিকিৎসাশাস্ত্রীয় একটি হাতিয়ার, পাতলা একটা স্পিটুলা তুলে নিলেন, তারপর উইলিয়ামের আজ্ঞা পালন করলেন। পরম বিস্ময়ের একটা চিৎকার ক'রে উঠলেন তিনি : 'জিভটা কালো।'

উইলিয়াম বললেন, 'তার মানে সে হাত দিয়ে কিছু একটা ধ'রে সেটা খেয়ে নিয়েছিল...এতে ক'রে তোমার বলা সেসব বিষ খারিজ হয়ে গেল যেগুলো চামড়া ভেদ ক'রে হত্যা করে। কিন্তু তাতে যে ডিডাকশনটা আরো সহজ হলো তা নয়। কারণ এখন, তার আর ভেনানশিয়াসের জন্য একটা স্বেচ্ছাকৃত কাজের কথা ভাবতে হবে। কিছু একটা হাতে নিয়ে তারা তাদের মুখে পুরেছিল, কী করছে সেটা না জেনেই...'

'কিছু খাওয়ার জন্য? পান করার জন্য?'

'হয়ত। কিম্বা হয়ত – না-ই বা কেন – কোনো বাদ্যযন্ত্র, এই যেমন বাঁশী...'

'উদ্ভট,' সেভেরিনাস বললেন।

'অবশ্যই উদ্ভট। কিন্তু কোনো তত্ত্ব প্রকল্পই বাদ দেয়া চলবে না আমাদের, তা সেটা যতই কষ্টকল্পিত হোক। এবার তাহলে সেই বিষাক্ত পদার্থটায় ফিরে যাওয়া যাক। বিষ সম্পর্কে আপনি যতটা জানেন সে-রকম জ্ঞান রাখে এমন কেউ যদি এখানে চুপিসারে ঢুকে পড়ত তাহলে সে কি এমন কোনো মারাত্মক মলম বানাতে পারত, যা আঙুলে আর জিভে ওসব দাগ তৈরি করতে পারে? যা কিনা খাবার বা দুধের সঙ্গে মিশে যেতে পারে, চামচে মাখিয়ে দেয়া যায়, এমন কিছুর ওপরে যা মুখে পোরা বা রাখা হয়?'

সেভেরিনাস স্বীকার করলেন, 'তা পারা যেতে পারে। কিন্তু কে? আর তা ছাড়া, আমরা যদি এই তত্ত্ব প্রকল্প বা হাইপোথিসিস মেনেও নিই, তাহলে সে আমাদের এই দুই হতভাগ্য ব্রাদারের ওপর সেটা কী ক'রে প্রয়োগ ক'রে থাকতে পারে?'

সত্যি বলতে কি, এটা আমার কল্পনায় এলো না যে ভেনানশিয়াস বা বেরেঙ্গার এমন কাউকে তার কাছে আসতে দিচ্ছে যে একটা রহস্যময় জিনিস তার হাতে তুলে দিয়ে সেটা খেতে বা পান করতে সাধাসাধি করছে। কিন্তু এই অসম্ভবপরতা উইলিয়ামের মন খারাপ করতে পারল না। তিনি বললেন, 'ব্যাপারটা নিয়ে পরে ভাবব আমরা, কারণ, এবার আমি আপনাকে একটা ঘটনা স্মরণ করার চেষ্টা করতে বলব, যেটা সম্ভবত আপনি আগে করেননি। এই যেমন এমন কেউ যে আপনাকে আপনার লতাগুল্ম নিয়ে জানতে টানতে চেয়েছে; এমন কেউ যে সহজেই শুশ্রূষাগারে আসা যাওয়া করতে পারে...'

BanglaBook.org

'এক মিনিট,' সেভেরিনাস বললেন, 'অনেকদিন আগে, তা সে বেশ কয়েক বছর হবে, ওই তাকগুলোর একটায় আমি খুব শক্তিশালী একটা জিনিস রেখেছিলাম, নানান দেশ-বিদেশ ভ্রমণ

করেছে এমন এক ব্রাদার সেটা আমাকে দিয়েছিলেন। জিনিসটা কী দিয়ে তৈরি সেটা তিনি আমাকে বলতে পারেননি, লতা-গুল্ম দিয়ে তা নিশ্চিত, কিন্তু সেগুলোর সব ক'টি ঠিক পরিচিত নয়। দেখতে সেটা থকথকে আঠালো, হলদেটে, কিন্তু আমাকে পরামর্শ দেয়া হয়েছিল যেন আমি ওটা না ছুঁই, কারণ কোনো রকমে সেটা আমার ঠোঁটের সংস্পর্শে এলেই অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে মারা পড়ব আমি। সেই ব্রাদার আমাকে বলেছিলেন যে এমনকি খুব অল্প মাত্রায় গ্রহণ করলেও আধা ঘন্টার মধ্যে সেটা ভীষণ ক্লান্তির একটা অনুভূতি তৈরি করে, তারপর সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অবশ ক'রে ফেলে। আর শেষ পর্যন্ত মৃত্যু ঘটায়। জিনিসটা তিনি বহন করতে চাননি। তাই আমাকে উপহার দিয়েছিলেন। অনেকদিন আমি সেটা রেখে দিয়েছিলাম কারণ আমি ওটা কোনোভাবে পরীক্ষা ক'রে দেখতে চেয়েছিলাম। তারপর একদিন প্রবল ঝড় হলো এখানে। আমার সহকারীদের মধ্যে একজন, এক শিক্ষানবিশ, শুশ্রূষাগারের দরজা খোলা রেখেছিল এবং এই ঘরে, আমরা সেখানে আছি, এক ঘূর্ণিঝড় তার তাণ্ডব চালায়। বোতল-টোতল ভেঙে মেঝেতে নানান তরল পদার্থ পড়ে সয়লাব হয়ে যায়, লতা-গুল্ম আর চূর্ণ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে একশা হয়ে পড়ে। সবকিছু গোছগাছ ক'রে আবার ঠিক করতে গোটা একটা দিন কাজ করতে হয় আমাকে, এবং ভাঙা পাত্রগুলো আর ছিন্নভিন্ন লতাগুল্ম – যেগুলো আর আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যাবে না – এরকম জিনিস সরিয়ে ফেলতেই কেবল অন্যদের সাহায্য নিয়েছিলাম আমি। কাজ শেষে আমি খেয়াল করি, যে অ্যাম্পুলটার কথা আপনাকে বললাম, সেটা পাওয়া যাচ্ছে না। প্রথমে তো বেশ চিন্তায় পড়ে গেলাম, তারপর ভাবলাম সেটা নিশ্চয়ই ভেঙে গিয়ে বাদবাকি আজেবাজে জিনিসের সঙ্গে মিশেটিশে গেছে। খুব ভালো ক'রে শুশ্রূষাঘরের মেঝে আর তাকগুলো ধুয়ে মুছে ফেললাম লোক দিয়ে...'

'এবং ঝড় হওয়ার ঘন্টাখানেক আগেও আপনি বোতলটা দেখেছিলেন?'

'হ্যাঁ,...বা, বলা ভালো, না; এখন ভাবতে গিয়ে মনে হচ্ছে। এক সারি পাত্রের পেছনে সযত্নে লুকানো ছিল সেটা এবং প্রত্যেক দিন আমি দেখতে যেতাম না যে সেটা ঠিকমতো আছে কি না...'

'তার মানে, আপনার জানা মতে, ঝড়ের অনেক আগেই জিনিসটা চুরি করা সম্ভব ছিল, আপনারই অজান্তে?'

'এখন ভাবলে তো মনে হচ্ছে, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই?'

'এবং আপনার সেই শিক্ষানবিশ হয়ত চুরি করেছিল জিনিসটা এবং তারপর ঝড়ের সুযোগটা নিয়েছিল যাতে ইচ্ছে ক'রেই দরজাটা খোলা রেখে আপনার জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড করা যায়?'

সেভেরিনাসকে বেশ উত্তেজিত দেখাল। হ্যাঁ, অবশ্যই।' শুধু তাই নয়, কিন্তু ঘটনাগুলোর কথা স্মরণ ক'রে মনে পড়ছে, ঘূর্ণিঝড়টা প্রচণ্ড হলেও সেটা এত কিছু তছনছ করেছে দেখে বেশ অবাক হয়েছিলাম আমি। এটা হতেই পারে যে ঘরটা লণ্ডভণ্ড করতে এবং ঝড়-বাতাস সেটার যতটা ক্ষতি করতে পারে তার চাইতে বেশি করার জন্য কেউ ঝড়ের সুযোগটা গ্রহণ করেছিল।'

'সেই শিক্ষানবিশটি কে ছিল?'

BanglaBook.org

'অগাস্তিন নাম ছিল তার। কিন্তু গত বছর অন্যান্য সন্ন্যাসী আর ভৃত্যরা গীর্জার সামনের অংশের ভাস্কর্যগুলো ঝাড়পোছ করার সময় সে মাচা থেকে পড়ে মারা গেছে। আসলে, এখন ভাবতে গিয়ে মনে পড়ছে, সে স্বর্গ-মর্ত্যের দিব্যি দিয়ে বলেছিল যে ঝড়ের আগে সে দরজাটা খোলা রেখে যায়নি। রেগে গিয়ে আমিই তাকে দুর্ঘটনাটার জন্য দায়ী করেছিলাম। হয়ত আসলে সে দোষী ছিল না।'

'তো (এবার) আমরা তৃতীয় একজনকে পাচ্ছি, সম্ভবত যে কোনো শিক্ষানবিশের চাইতে বেশি দক্ষ, সে আপনার এই বিরল বিষটার কথা জানত। কাকে কাকে এটার কথা বলেছেন আপনি?'

'সেটা আসলে আমার মনে নেই। মোহান্তকে অবশ্যই, এমন একটা বিষাক্ত জিনিস রাখার অনুমতি চাইবার জন্য এবং আরো অল্প কয়েকজনকে; গ্রন্থাগারের তারা, কারণ কিছু লতাগুল্ম (herberia) খুঁজছিলাম আমি কয়েকটা তথ্যের জন্য।'

'কিন্তু আপনি তো আমাকে বলেছিলেন আপনার বিদ্যার জন্য সবচাইতে জরুরি বইপত্তর আপনি এখানেই রাখেন?'

'বলেছিলাম, বেশ কিছু বই,' ব'লে ঘরের এক কোনার দিকে নির্দেশ করলেন তিনি, সেখানে কয়েকটা তাকের ওপর ডজনখানেক বই রাখা আছে।

'কিন্তু এরপর আমার কিছু বইয়ের দরকার পড়ে যেগুলো ওখানে রাখা সম্ভব ছিল না; সেগুলো আমাকে দেখতে দেয়ার ব্যাপারে মালাকিয়া খুব নিমরাজি ছিলেন আসলে। সত্যি বলতে কি, মোহান্তের সুপারিশের জন্য বলতে হয়েছিল আমাকে।' তাঁর কণ্ঠ খুব নিচু হয়ে এলো এবং আমরা তাঁর কথা শুনতে পাব ভেবে প্রায় লজ্জিতই মনে হলো তাকে। 'জানেন, পুঁথিঘরের একটা গুপ্ত অংশে তারা ডাকিনীবিদ্যা আর নারকীয় কামোদ্দীপক পানীয়সংক্রান্ত বইপত্তর রাখে। প্রয়োজন পড়ায়, এসব বইয়ের কয়েকটা দেখার অনুমতি দেয়া হয়েছিল আমাকে এবং আমি আশা করছিলাম সেই বিষের কোনো বর্ণনা এবং বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কোনো কিছু পাব সেখানে। বৃথাই।'

'তার মানে এটা নিয়ে আপনি মালাকির সঙ্গে কথা বলেছেন?'

'অবশ্যই। তাঁর সঙ্গে তো বটেই, এবং সম্ভবত তাঁর সহকারী বেরেঙ্গারের সঙ্গেও। কিন্তু চট ক'রে কোনো সিদ্ধান্তে পৌছানো উচিত হবে না আপনার : ঠিক মনে নেই আমার, আমি যখন কথা বলছিলাম তখন সম্ভবত অন্য সন্ন্যাসীরাও উপস্থিত ছিল, আপনি তো জানেনই, মাঝে মাঝে স্ক্রিপ্টোরিয়ামে অনেক লোক থাকে...'

'আমি কাউকে সন্দেহ করছি না। কী ঘটে থাকতে পারে আমি শুধু সেটাই বোঝার চেষ্টা করছি। সে যা-ই হোক, আপনি বলছেন ঘটনাটা কয়েক বছর আগের, কিন্তু এটা বেশ অস্বাভাবিক যে কেউ একটা বিষ চুরি করল অথচ এতদিনের আগে সেটা ব্যবহার করল না। তাতে মনে হচ্ছে কুচিন্তার অধিকারী কোনো লোক কোনো খুনে পরিকল্পনা নিয়ে অন্ধকারে বসে বসে দীর্ঘদিন ধ'রে ভাবনাচিন্তা করছে।'

BanglaBook.org

সেভেরিনাস বুকে ক্রুশ আকলেন, তাঁর মুখে আতঙ্কের ছাপ। 'ঈশ্বর আমাদের সবাইকে ক্ষমা করুন,' তিনি ব'লে উঠলেন।

আর কোনো মন্তব্য করার ছিল না। বেরেঙ্গারের মৃতদেহটা আবারও ঢেকে দিলাম আমরা। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য প্রস্তুত করতে হবে সেটাকে।

টীকা

১. **টেক্সট** : nihil sequitur geminis ex particularibus unquam

অনুবাদ : দুটো বিশেষ (particulars) থেকে কখনো কোনো কিছু উৎপন্ন হয় না

২. **টেক্সট** : aut semel aut iterum medium generaliter esto

অনুবাদ : একবার বা দুবার মাঝের পদ বা টার্মটা সাধারণ হতে হবে।

৩. **টেক্সট** : Darii

ভাষ্য : উইলিয়াম এখানে লজিক্যাল যুক্তিপ্রয়োগের একটি প্রধান ভুলের কথা বলতে চাইছেন যেটাকে 'অব্যাপ্ত মধ্যম পদদোষ' (fallacy of the undistributed middle) বলা হয়।

distributed – ব্যাপ্ত, মানে কোনো সমষ্টির সব সদস্য সম্পর্কে উক্তি। অব্যাপ্ত উক্তির ক্ষেত্রে কিছুসংখ্যক সদস্যকে বাদ দিয়ে উক্তিটি করা হয়। যেমন 'সব অ হচ্ছে আ' এই উক্তিটি ব্যাপ্ত; কিন্তু 'কিছু অ হচ্ছে আ' এই উক্তিটি অব্যাপ্ত।

গাণিতিক সমীকরণ 'ক = খ, খ = গ, অতএব, গ = ক'-এর মতো, প্রতিটি সিলজিজম-ই তিনটি বচন {proposition - দুটো আশ্রয়বাক্য (premise / premiss) আর একটি সিদ্ধান্ত (conclusion)} দিয়ে তৈরি যার সঙ্গে তিনটি পদ বা টার্ম জড়িত :

সব জলদস্যুই চোর।

কোনো কোনো নাবিক জলদস্যু।

কাজেই, কিছু নাবিক চোর।

এই সিলজিজম বা ন্যায়ানুমানে জলদস্যু হচ্ছে 'মধ্য' পদ, এবং প্রথম বচনে এটি ব্যাপ্ত বা সাধারণ, তার মানে, একটি শ্রেণীর সবার কথাই এখানে বলা হচ্ছে : সব জলদস্যুই চোর– এমন কোনো জলদস্যু নেই যে চোর নয়।

সেভেরিনাস যখন বলে, 'দুজন মৃত মানুষ, তাদের দুজনেরই আঙুল কালো। এটা দিয়ে কী বুঝছেন?', তখন উইলিয়াম বলেন, 'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না *nihil sequitur geminis ex particularibus unquam* (দুটো বিশেষ বা particulars থেকে কখনো

Banglabook.org

কোনো কিছু উৎপন্ন হয় না)। কারণ, যদিও ভেনানশিয়াসের আঙুল কালো ছিল, এবং সে মৃত, এবং যদিও বেরেঙ্গারের হাত কালো ছিল এবং সে মৃত, তার পরও ভেনানশিয়াস আর বেরেঙ্গার ছাড়া এমন কিছু লোক থাকতে পারে বা পারত যার আঙুল কালো ছিল এবং তারা জীবিত বা মৃত।

উইলিয়াম এরপর আরেকটি প্রধান আশ্রয়বাক্যের কথা বলেন 'এমন একটা জিনিস আছে যা আঙুল কালো করে।' কথাটা ঘুরিয়ে এভাবে বলা যায় 'অ নামের একটি জিনিস আঙুল কালো করে।' আদ্সো তখন ন্যায়ানুমান বা সিলজজিমটাকে এগিয়ে নিয়ে যায় :

অ নামের একটি জিনিস আঙুল কালো করে।
ভেনানশিয়াস এবং বেরেঙ্গারের আঙুল কালো।
কাজেই, ভেনানশিয়াস এবং বেরেঙ্গার অ নামের জিনিসটি স্পর্শ করেছিল।

কিন্তু আদ্সোর ন্যায়ানুমান বা সিলজিজিম তখনো অকার্যকর; কারণ, মধ্য পদ 'কালো আঙুল', দুটো আশ্রয় বাক্যেই অব্যাপ্ত (বিশেষ)। অন্য কিছু জিনিসও থাকতে পারে যা আঙুল কালো করতে পারে। '*Aut semel aut iterum medium generaliter esto* (একবার বা দুবার মাঝের পদ বা টার্মটা সাধারণ হতে হবে)।'

উইলিয়াম তখন তৃতীয় একটা ন্যায়ানুমানের কথা বলেন
'যাদের আঙুল কালো তারা সবাই এবং কেবল যাদের আঙুল কালো তারা নিশ্চিতভাবেই একটা নির্দিষ্ট জিনিস স্পর্শ করেছিল।' এখান থেকে আসে এই ন্যায়ানুমানটি :

সব কালো আঙুল অ নামের জিনিসটি থেকে এসেছে।
ভেনানশিয়াস এবং বেরেঙ্গারের আঙুল কালো।
কাজেই, ভেনানশিয়াস এবং বেরেঙ্গার অ নামের জিনিসটি স্পর্শ করেছে।

মধ্য পদ – কালো আঙুলগুলো – প্রধান আশ্রয়বাক্যে সাধারণ (ব্যাপ্ত)। আর এভাবেই উইলিয়াম 'অব্যাপ্ত মধ্যম পদদোষ' পরিহার করতে সক্ষম হলেন।

এখন উইলিয়াম বললেন যে, এই ন্যায়ানুমান বা সিলজিমের মাধ্যমে আমরা 'একটা দারি (Darii) পাই, যেটা প্রথম ন্যায়ানুমানিক আকারের (syllogistic figure) একটি দুর্দান্ত তৃতীয় প্রত্যংশ (third mode)। তার মানে, ন্যায়ানুমানের আকার এবং প্রত্যংশ থাকে।

ন্যায়ানুমানের চারটে আকার বা ফিগার রয়েছে, এবং সেই আকারগুলো দুটো আশ্রয়বাক্যে প্রধান (major, প্র), অপ্রধান (minor, অপ্র) এবং মধ্য (middle, ম) পদের অবস্থান দ্বারা নির্ধারিত হয়।

BanglaBook.org

প্রধান আশ্রয় বাক্য (major premise); অপ্রধান আশ্রয় বাক্য (minor premise)

(১) ম-প্র, অপ্র-ম; (২) প্র-ম, অপ্র-ম; (৩) ম-প্র, ম-অপ্র (৪) প্র-ম, ম-অপ্র

(১) সব জলদস্যু (ম) চোর (প্র)।
কিছু নাবিক (অপ্র) জলদস্যু (ম)।
কিছু নাবিক চোর।

(২) কোনো টিউলিপেরই (প্র) কাঁটা (ম) নেই।
নব গোলাপের (অপ্র) কাঁটা (ম) আছে।
কোনো গোলাপ-ই টিউলিপ নয়।

(৩) কিছু পুড্ল বা লম্বা কোঁকড়ানো লোমওয়ালা এক বিশেষ জাতের কুকুর (ম) কালো (প্র)।
সব পুডল-ই (প্র) কুকুর (অপ্র)
কিছু কুকুর কালো।

(৪) কিছু নাবিক (প্র) জলদস্যু (অপ্র)।
সব জলদস্যু (ম) চোর (অপ্র)।
কাজেই, কিছু চোর হচ্ছে নাবিক।

দুর্ভাগ্যক্রমে, উপরের প্রতিটি ফিগার বা আকারেই অসংখ্য মোড বা প্রত্যংশ রয়েছে যেখানে বচনগুলোকে কিছু অক্ষর দিয়ে চিহ্নিত করা কয়েছে।

একটি 'সই' বচন সর্বজনীন এবং ইতিবাচক : সব কুকুরই জ্যান্ত।
একট 'সনে' বচন সর্বজনীন এবং নেতিবাচক : কোনো কুকুরেরই শিং নেই।
একটি 'বিই' বচন বিশেষ এবং ইতিবাচক : কিছু কুকুর বড়ো।
একটি 'বিনে' বচন বিশেষ এবং নেতিবাচক : কিছু কুকুর ছোটো নয়।

উইলিয়ামের ন্যায়ানুমান প্রথম ফিগার বা আকারের ন্যায়ানুমান ম-প্র, অপ্র-ম, অপ্র-প্র। এধরনের আকারের ন্যায়ানুমানে চারটি প্রত্যংশ বা মোড সম্ভব :

'সই' সব উদ্ভিদ জীবন্ত।
'সই' সব গাছই উদ্ভিদ।
'সই' সব গাছ জীবন্ত।

'সনে' কোনো কুকুরেরই শিং নেই
'সই' সব গরুর শিং আছে।
'সনে' কোনো গরু কুকুর নয়।

'সই' সব বীর সাহসী।
'বিই' কিছু গ্রীক বীর।
'বিই' কিছু গ্রীক সাহসী।

'সনে' কোনো বীরই কাপুরুষ নয়।
'বিই' কিছু রাজনীতিবিদ বীর।

BanglaBook.org

‘বিনে’ কিছু রাজনীতিবিদ কাপুরুষ নয়।

এসব প্রত্যংশ যাতে সহজে মনে থাকে সেজন্য সেগুলোকে নাম দেয়া হয়েছে। প্রথম ফিগার বা আকারের চারটে মোড বা প্রত্যংশকে বলা হয় BArbArA, CEIArEnt, DArII, এবং FErIO। আর কাজেই, উইলিয়ামের ন্যায়ানুমানটা একটা Darii

‘সই’ সব কালো আঙুলেরই কারণ অ নামের জিনিস (ম-প্র)।
‘বিই’ কিছু সন্ন্যাসীর (ভোনানশিয়াস এবং বেরেঙ্গার) আঙুল কালো (অপ্র-ম)।
‘বিই’ কিছু সন্ন্যাসী (ভোনানশিয়াস এবং বেরেঙ্গার) অ নামের জিনিস স্পর্শ করেছে (অপ্র-প্র)।

উইলিয়ামের কথা এতদূর অব্দি শুনে আদ্‌সো বলে, ‘তাহলেও তো আমরা উত্তরটা পেয়েই যাব!’ তার জবাবে উইলিয়াম বলেন, ‘হায় আদ্‌সো, ন্যায়ানুমানে তোমার ভরসা বড্ড বেশি!’ যুক্তিপ্রয়োগটা সঠিক, লজিকটা নিখুঁত, কিন্তু প্রধান আশ্রয় বাক্যটিই অপ্রমাণিত, কাজেই পুরো ন্যায়ানুমানটাই মুখ থুবড়ে পড়ছে। আদ্‌সোর শেষ মন্তব্যটা তর্কশাস্ত্রের বা লজিকের গোলকধাঁধাময় গুণটিকেই তুলে ধরে: “লজিকের শরণ নেবার পরে সেটা পরিত্যাগ করলে জিনিসটা বিশেষ কাজে দেয়।”

৪. **টেক্সট** : প্রত্যংশ, (mode) অ্যারিস্টটলের ভাষায়, আকার ও বস্তুর সমন্বয়। *দর্শন অভিধান*, লোপামুদ্রা চৌধুরী, গাঙচিল

BanglaBook.org

চতুর্থ দিন

প্রাইম

যেখানে উইলিয়াম প্রথমে সালভাতোরেকে এবং পরে ভাণ্ডারীকে তাঁদের অতীত জীবনের কথা খুলে বলতে রাজি করান, সেভেরিনাস চুরি যাওয়া পরকলাজোড়া খুঁজে পান, নিকোলাস নতুনগুলো নিয়ে আসেন, এবং উইলিয়াম এবার ছ'চোখ বিশিষ্ট হয়ে ভেনানশিয়াসের পাণ্ডুলিপির পাঠোদ্ধার করতে চলেন।

আমরা যখন বের হয়ে আসছিলাম তখন মালাকি ঢুকলেন। মনে হলো ভীষণ বিরক্ত হয়েছেন তিনি আমাদেরকে ওখানে দেখে, এবং তিনি বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম করলেন। ভেতর থেকে সেভেরিনাস তাঁকে দেখতে পেয়ে বললেন, 'আপনি কি আমার খোঁজ করছিলেন? সেটা কি...?' আমাদের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ থেমে গেলেন তিনি। বোঝা যায় কি যায় না – এমন আবছাভাবে একটা ইশারা করলেন মালকি সেভেরেনাসকে উদ্দেশ্য ক'রে, যেন বলতে চাইলেন, 'ব্যাপারটা নিয়ে আমরা পরে কথা বলব...' তিনি যখন ঢুকছিলেন আমরা তখন বেরিয়ে যাচ্ছিলাম, কাজেই দেখা গেল আমরা তিনজনই দেউড়ীতে রয়েছি।

মালাকি খানিকটা অপ্রয়োজনীয়ভাবেই বললেন, 'আমি ভেষজবিদ ব্রাদারকে খুঁজছিলাম...আমার...আমার মাথাটা ধরেছে।'

'নিশ্চয়ই পুঁথিঘরের বদ্ধ বাতাসের কারণে,' বেশ বিবেচনাবোধসম্পন্ন সহানুভূতির সঙ্গে উইলিয়াম বললেন। 'কিছু একটা সেবন করা উচিত আপনার।'

মালাকির ঠোঁটজোড়া বেঁকে গেল, যেন তিনি আরো কিছু বলতে চাইছিলেন। কিন্তু তারপর চিন্তাটা বাদ দিলেন, মাথা ঝাঁকিয়ে ভেতরে চলে গেলেন, আমরাও চলে এলাম।

আমি জিগ্যেস করলাম, 'সেভেরিনাসের সঙ্গে কেন দেখা করছেন উনি?'

আমার গুরু অধৈর্যের সঙ্গে বললেন, 'আদ্‌সো, তুমি তোমার মাথাটা ব্যবহার করতে শেখো, চিন্তা করতে শেখো।' এরপর তিনি প্রসঙ্গ বদল করলেন, 'কয়েকজন মানুষকে এখন জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে আমাদের। অন্তত,' তার চোখ চারপাশের জমিতে ঘোরাঘুরি করার পর তিনি যোগ করলেন, 'তারা বেঁচে থাকতে থাকতে। ভালো কথা; এবার থেকে আমাদেরকে খাদ্য আর পানীয়র ব্যাপারে অবশ্যই সতর্ক হতে হবে। সব সময় এমন কোনো থালা বা পাত্র থেকে খাবার নেবে, যেখান থেকে সবাই নিচ্ছে, এবং সেই কুঁজো থেকে পানীয় নেবে যেখান থেকে অন্যরাও তাদের পেয়ালা ভরে নিয়েছে। বেরেঙ্গারের পর আমরাই সবচাইতে বেশি জানি। স্বাভাবিকভাবেই, খুনী নিজে ছাড়া অবশ্য।'

BanglaBook.org

'কিন্তু এখন আপনি কাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চান?'

উইলিয়াম বললেন, 'আদ্সো, তুমি নিশ্চয়ই খেয়াল ক'রে থাকবে যে এখানে সবচাইতে আকর্ষণীয় ঘটনাটা রাতে ঘটে। তারা রাতে মারা যায়, তারা রাতে স্ক্রিপ্টোরিয়ামে ঘুরে বেড়ায়, নারীদেরকে রাতে মঠে আনা হয়...আমাদের কাছে একটা দিবসকালীন মঠ আর একটা রাত্রিকালীন মঠ রয়েছে, আর দুঃখজনক ব্যাপার হলো, রাত্রিকালীন মঠটাই বেশি মজার বা আকর্ষণীয় কাজেই রাতের বেলায় ঘুরে বেড়ায় এমন প্রতিটি ব্যক্তি আমাদের আগ্রহের বিষয়, এই যেমন, যে মানুষটিকে তুমি গত রাতে মেয়েটির সঙ্গে দেখেছ সে-সহ। সম্ভবত মেয়েটার কাজকর্মের সঙ্গে বিষ প্রয়োগের ঘটনাগুলোর কোনো সম্পর্ক নেই, আবার হয়ত আছে। আমার কথা যদি বলো, গত রাতের লোকটির ব্যাপারে আমার নিজস্ব কিছু ধারণা আছে এবং এই পবিত্র স্থানটির নৈশ জীবন সম্পর্কে আরো কিছু জানে এমন মানুষই হবে সে নিশ্চয়ই। আর কী আশ্চর্য, সে দেখি এদিকেই আসছে।'

তিনি সালভাতোরের দিকে তর্জনী নির্দেশ করলেন, সে-ও আমাদেরকে দেখতে পেয়েছে। তার পদক্ষেপে আমি সামান্য ইতস্ততভাব লক্ষ করলাম, যেন আমাদেরকে এড়াবার জন্য সে ঘুরে দাঁড়াতে যাচ্ছিল। কিন্তু সেটা এক মুহূর্তের জন্য মাত্র। স্পষ্টতই, সে বুঝতে পেরেছিল সাক্ষাৎটা এড়াতে পারছে না সে, কাজেই আমাদের দিকেই এগোতে থাকল। এক গাল হেসে এবং নির্জলা একটা মেকি গদগদভাবপূর্ণ 'Benedicte' সহকারে সে আমাদেরকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাল। তার কথা শুরু হতে না হতেই আমার গুরু তাকে থামিয়ে দিয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে তার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলেন।

তিনি তাঁকে জিগ্যেস করলেন, 'কাল ইনকুইযিশন এসে পৌঁছুচ্ছে এখানে, জানো?' খবরটা শুনে যে সালভাতোরে খুশী হয়েছে তা মনে হলো না। দুর্বল গলায় সে জিগ্যেস করল, 'আমি?'

'এবং যাদেরকে তুমি ভালো ক'রেই চেনো তাদেরকে কাল বলার চাইতে আমাকে, যে কিনা তোমার বন্ধু আর তুমি একসময় যা ছিলে, সেই ফ্রায়ার মাইনর, তাকে সত্যি কথাটা বললে বিচক্ষণের কাজ করবে তুমি।'

এভাবে আচমকা আঘাতে সালভাতোরের সব প্রতিরোধ যেন ভেঙে পড়ল। সুবোধের মতো উইলিয়ামের দিকে তাকাল সে, যেন এ কথা বোঝাতে যে, সে সব প্রশ্নের জবাব দিতে তৈরি আছে।

'গত রাতে রান্নাঘরে একটা মেয়ে এসেছিল। কে ছিল তার সঙ্গে?'

'আহ্, যে মেয়ে নিজেকে mercandia-র মতো বিক্রি করে সে bona হতে পারে না, cortesia-ও পেতে পারে না[১],' সালভাতোরে বিড়বিড় ক'রে বলল।

'মেয়েটা ভালো কি না আমি তা জানতে চাই না, আমি জানতে চাই তার সঙ্গে কে ছিল।'

'Deu, এই মন্দ মেয়েছেলেরা সব বেজায় চালাক! তারা ভাবে di e noche কী ক'রে পুরুষগুলোকে ফাঁদে ফেলা যায়[২]...'

উইলিয়াম তাকে বুকের কাছটায় সাপটে ধরলেন, 'কে ছিল তার সঙ্গে? তুমি, নাকি ভাণ্ডারী?'

BanglaBook.org

সালভাতোরে টের পেয়ে গেল মিথ্যে ব'লে সে পার পাবে না। অদ্ভুত একটা গল্প বলতে শুরু করল সে, যে গল্প থেকে বিপুল করসত ক'রে আমরা বুঝতে পারলাম যে, ভাণ্ডারীকে খুশী করতে সে গ্রাম থেকে মেয়ে জোগাড় ক'রে নিয়ে আসে, রাতের বেলা এমন একটা পথ দিয়ে তাদেরকে মঠের ভেতরে ঢোকায়, যেটার কথা সে আমাদের কাছে প্রকাশ করতে নারাজ। কিন্তু সে হলফ ক'রে বলল নিতান্তই সৎ উদ্দেশ্যে সরল প্রাণে সে কাজটা করেছে, যদিও সে এই হাস্যকর আক্ষেপটা লুকোতে পারল না যে তার নিজের আনন্দ উপভোগের কোনো রাস্তা সে বের করতে পারেনি, এবং ভাণ্ডারীকে সন্তুষ্ট করার পর মেয়েটি তাকেও খানিকটা তুষ্টি দেবে এটা নিশ্চিত করতে পারেনি। কথাগুলো সে তোষামুদে, লম্পট হাসি হেসে আর চোখ টিপুনি দিয়ে এমনভাবে বলল যেন বোঝাতে চাইল যে, এ ধরনের কাজে অভ্যস্ত রক্ত-মাংসের মানুষের সঙ্গেই কথা বলছে সে। বার কয়েক সে আমার দিকে চকিত চোরা দৃষ্টি হানল, আর আমিও ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তার দিকে ভালো ক'রে তাকাতে পারছিলাম না, কারণ আমার কাছে মনে হচ্ছিল আমি আর সে একটা সাধারণ গুপ্ত রহস্যের সূত্রে বাঁধা।

এই সময়ে উইলিয়াম সবকিছু বাজি রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি হঠাৎ ক'রে জিগ্যেস ক'রে বসলেন, 'দলচিনোর সাথে যোগ দেবার আগে না পরে রেমেজিওর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল তোমার?'

হাঁটু গেঁড়ে ব'সে পড়ল সালভাতোরে, ফোঁপানো কান্নার ফাঁকে ফাঁকে অনুনয়-বিনয় ক'রে বলতে লাগল তাকে যেন শেষ ক'রে না দেয়া হয়, যেন ইনকুইযিশনের হাত থেকে তিনি তাঁকে বাঁচান। উইলিয়াম গম্ভীরভাবে দিব্যি দিয়ে তাকে বললেন যা শুনবেন তিনি তা কাউকে বলবেন না, এবং সালভাতোরে ভাণ্ডারীকে আমাদের হাতে তুলে দিতে দ্বিধা করল না। নেড়া পাহাড়ে দেখা হয়েছিল দুজনের, দুজনেই দলচিনোর দলে ছিলেন; সালভাতোরে ও ভাণ্ডারী দুজনে একসঙ্গেই পালিয়ে গিয়ে কাসালির মঠে গিয়ে যোগ দিয়েছিল, আর তারপর, দুজনে মিলেই ক্লুনিয়াকদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। সে যখন তোতলাতে তোতলাতে ক্ষমাপ্রার্থনা করছিল তখনই বোঝা যাচ্ছিল তার কাছ থেকে আর কিছু জানার নেই। উইলিয়াম সিদ্ধান্ত নিলেন রেমেজিওকে অপ্রস্তুত অবস্থায় পাকড়াও করলে কাজে দেবে; তিনি সালভাতোরেকে ছেড়ে দিলেন, সে ছুটে গিয়ে গীর্জায় আশ্রয় নিল।

ভাণ্ডারী ছিলেন মঠের উলটো দিকটায়, শস্যগোলাগুলোর সামনে, উপত্যকা থেকে আসা কিছু চাষীর সঙ্গে জিনিসপত্রের দামদস্তুর করছিলেন। কেমন একটা শঙ্কিত দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকালেন তিনি, তারপর খুব ব্যস্ততার ভান করার চেষ্টা করলেন, কিন্তু উইলিয়াম তাঁর সঙ্গে কথা বলার জন্য তাঁকে চেপে ধরলেন।

উইলিয়াম বললেন, 'আমার ধারণা, আপনার পদমর্যাদার কারণে আপনাকে মঠের ভেতর ঘুরে বেড়াতে হয়, এমনকি অন্যরা যখন ঘুমিয়ে থাকে তখনো।'

জবাবে রেমেজিও বললেন, 'সেটা পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে। কখনো কখনো দেখাশোনা করার মতো তেমন কোনো কাজ থাকে না বললেই চলে, এবং আমাকে অল্প কয়েক ঘণ্টার ঘুম বিসর্জন দিতে হয়।'

BanglaBook.org

'সে-রকম ক্ষেত্রে এমন কিছু কি ঘটেনি, যাতে মনে হয় রান্নাঘর আর গ্রন্থাগারের মাঝখানে আপনার অনুমোদন ছাড়া অন্য কিছু ঘুরে বেড়াচ্ছে?'

'সে-রকম কিছু দেখলে আমি মোহান্তকে বলতাম।'

'অবশ্যই,' উইলিয়াম সহমত প্রকাশ করলেন, তারপর হঠাৎ ক'রে প্রসঙ্গান্তরে গেলেন। 'নীচের গ্রামটা তো বোধহয় ততটা সম্পন্ন নয়, তাই না?'

'হ্যাঁ এবং না দুটোই,' রেমেজিও জবাব দিলেন। 'ওখানে গীর্জার আয় থেকে ভাতা-পাওয়া কিছু যাজক (প্রিবেন্ডার) থাকেন, মঠের ওপর নির্ভরশীল লোকজন, এবং সুসময়ে তারা আমাদের সম্পদের ভাগ পান। এই যেমন, সেন্ট জন'স ডে'তে তারা বারো বুশেল মল্ট, একটা ঘোড়া, সাতটা ষাঁড়, চারটে বকনা বাছুর, পাঁচটা বাছুর, কুড়িটা ভেড়া, পনেরোটা শুয়োর, পঞ্চাশটা মুরগি আর সতেরোটা মৌচাক পেয়েছিল। সেই সঙ্গে বিশটা স্মোকড শুয়োর, সাতাশ পাত্র ভর্তি লার্ড, আধা জোর মধু পেয়েছিল, তিন মেজার সাবান, মাছ-ধরার একটা জাল...

'বুঝতে পারছি, বুঝতে পারছি, উইলিয়াম তাঁকে বাধা দিয়ে ব'লে উঠলেন। 'কিন্তু আপনাকে এটা মানতেই হবে যে তার পরও এটা গ্রামের পরিস্থিতির কথা কিছুই বলে না, বলে না যে এর অধিবাসীদের মধ্যে কত জন গীর্জার আয় থেকে ভাতা পায়, এবং যারা তা পায় না তাদের কাছে চাষবাস করার জন্য কতটা জমি আছে...'

'ও, আচ্ছা, সে কথা বলতে গেলে বলতে হয়,' রেমেজিও বললেন, 'নীচে ওখানে একটা সাধারণ পরিবারের পঞ্চাশ ট্যাবলেট জমি আছে।'

'এক ট্যাবলেটে কতটা জমি?'

'কেন, চার স্কয়ার ত্রাবুচ্চি।'

'স্কয়ার ত্রাবুচ্চি? কতটা সেটা?'

'ছত্রিশ বর্গফুটে এক স্কয়ার ত্রাবুচ্চি। অথবা, দেখুন এটা আপনার পছন্দ হয় কি না। আটশো সরল ত্রাবুচ্চিতে এক পাইডমন্ট মাইল। তারপর হিসাব ক'রে দেখেন, একটি পরিবার – উত্তরাঞ্চলের দিকে – অন্তত আধা স্যাক তেল পাওয়ার মতো জলপাই ফলাতে পারে।'

'আধা স্যাক?'

'জি, পাঁচ এমিনেতে এক স্যাক, আর আট কাপে এক এমিনা।'

'বটে,' হতোদ্যম হয়ে আমার গুরু বললেন। 'প্রত্যেক এলাকারই যার যার পরিমাপের একক আছে। আপনারা কি মদ ট্যাংকার্ডে পরিমাপ করেন?'

'রুব্বিওতেও করি। ছয় রুব্বিওতে এক ব্রেন্তা, আর আট ব্রেন্তাতে এক কেগ। বলতে পারেন, এক রুব্বিও হচ্ছে দুই ট্যাংকার্ডের চাইতে ছয় পাইন্ট কম।'

BanglaBook.org

'আমার বিশ্বাস, আমার ধারণাগুলো পরিষ্কার হয়েছে,' উইলিয়াম ক্ষান্ত দিয়ে বললেন।

'আপনি কি আর কিছু জানতে চান?' রেমেজিও এমন এক স্বরে কথাটা বললেন যেটাকে আমার খানিকটা স্পর্ধাসূচক ব'লে মনে হলো।

'হ্যাঁ, আমি আপনাকে জিগ্যেস করতে চাইছিলাম যে ওখানে তারা কিভাবে বাস করে, কারণ আজ আমি গ্রন্থাগারে রোমক হামবার্টের নারীদের প্রতি হিতোপদেশের কথা ভাবছিলাম, বিশেষ ক'রে সেই অধ্যায়টা, "Ad mulieres paupers in villulis,[৩]" যেখানে তিনি বলছেন যে, অন্যদের চাইতে তারা, দারিদ্র্যের কারণে যৌন অনাচার করতে বেশি প্রলুব্ধ হয়, এবং তিনি বিজ্ঞের মতোই বলেছেন যে, এবং যখন তারা কোনো সাধারণ মানুষের সঙ্গে কাজটা করে তখন তারা নিদারুণ পাপে পাপী হয়, কিন্তু পাপের সেই নিদারুণত্ব আরো বড়ো হয়ে যায় যখন সেই পাপটা কোনো যাজকের সঙ্গে করা হয়, আর সবচাইতে মারাত্মক হয়ে ওঠে যখন তা কোনো সন্ন্যাসীর সঙ্গে ঘটে, যে কিনা এই জগতের কাছে মৃত। এ কথা আপনি আমার চাইতে ভালো জানেন যে, মঠের মতো পবিত্র জায়গাতেও মধ্যাহ্নের শয়তানের প্রলোভনের কোনো অভাব ঘটে না। আমি ভাবছিলাম, আপনার তো গ্রামের লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা আছে, তো, ঈশ্বর না করুন, কিছু সন্ন্যাসী কিছু মেয়েকে ব্যাভিচারে প্রলুব্ধ করেছে এমন কোনো কথা আপনার কানে গেছে কি না।'

আমার গুরু যদিও বেশ উদাসীন, নৈর্ব্যক্তিক স্বরে কথাগুলো বলছিলেন, কিন্তু সেগুলো বেচারা ভাণ্ডারীকে কতটা বিচলিত করেছিল তা নিশ্চয়ই আমার পাঠকবৃন্দ বুঝতে পারছেন। এমনটা বলতে পারছি না যে তার মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল, কিন্তু আমি বলব যে আমি এত ক'রে আশা করছিলাম যে তাঁকে পাণ্ডুর দেখাক যে আমি দেখলাম তাঁকে আরো বেশি সাদা দেখাচ্ছে।

'আপনি আমার কাছে এমন কিছু বিষয়ের কথা জানতে চাইছেন যেসব সম্পর্কে জানলে আমি মোহান্তকে বলতাম,' তিনি নরম গলায় বললেন। 'সে যা-ই হোক, যদি, যেহেতু বুঝতে পারছি এই তথ্য আপনার তদন্তে কাজে লাগছে, কোনো কিছু জানতে পারি তখন আমি চুপ থাকব না। আর সত্যি বলতে কি, আপনি যেহেতু মনে করিয়ে দিলেন, আপনার প্রথম প্রশ্নের সূত্রে বলছি...বেচারা আদেল্‌মো মারা যাওয়ার আগের রাতে, আমি আঙিনায় ঘোরাফেরা করছিলাম...ওই মুরগির-টুরগির ব্যাপার, বুঝলেন...আমার কানে একটা কথা এসেছিল যে, কোনো এক কামার রাতের বেলা মুরগির খোয়াড় থেকে চুরি করছিল...হ্যাঁ, সেই রাতে আমি দেখেছিলাম – খানিকটা দূর থেকে অবশ্য, তাই দিব্যি দিয়ে বলতে পারব না – বেরেঙ্গার, কয়ারের পাশ ঘেঁষে, ডরমিটরিতে ফেরত যাচ্ছে, মনে হলো যেন সে এডিফিকিয়ুম থেকে আসছিল...আমি অবাক হইনি, সন্ন্যাসীদের মধ্যে কিছুদিন ধ'রে বেরেঙ্গারকে নিয়ে কানাঘুষা চলছিল। সম্ভবত আপনি শুনেছেন...'

'না।...বলুন আমাকে।'

'ইয়ে...কিভাবে যে বলি। সন্দেহ করা হতো যে বেরেঙ্গারের এমন কিছু সুতীব্র যৌন আবেগ ছিল, যা থাকা একজন সন্ন্যাসীর পক্ষে সংগত নয়।'

'গ্রামের মেয়েদের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল, আপনি হয়ত তাহলে আমাকে এ কথা বলার চেষ্টা

BanglaBook.org

করছেন, তাই না, যে কথা আমি জিগ্যেস করেছিলাম?'

ভাণ্ডারী অস্বস্তির সঙ্গে কেশে উঠলেন, এবং তার মুখে খানিকটা অশ্লীল এক হাসি খেলে গেল। 'না, তা নয়...এমনকি তার চাইতেও অসংগত আবেগ...'

'তাহলে কি একজন সন্ন্যাসী যে তার সুতীব্র যৌন আবেগের বশবর্তী হয়ে গ্রামের এক মেয়ের সঙ্গে যৌন অনাচার করে, সেটা সংগত?'

'আমি সে কথা বলিনি, কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে একমত হবেন যে, সদ্‌গুণের যেমন উঁচু-নিচু স্তরভেদ আছে তেমনি ভ্রষ্টাচারেরও আছে...মানুষের ইন্দ্রিয় প্রকৃতি অনুযায়ী প্রলুব্ধ হতে পারে, প্রকৃতিবিরুদ্ধভাবেও সাড়া দিতে পারে।'

'তার মানে আপনি বলছেন, বেরেঙ্গার তার নিজ লিঙ্গের মানুষের প্রতি যৌন কামনাতাড়িত হয়েছিল?'

'আমি বলেছি যে এমনটাই কানাঘুষা চলছিল...আমি কথাগুলো আমার আন্তরিকতা আর সদিচ্ছার প্রমাণ হিসেবে বলছি...'

'এবং আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর আমি আপনার এ কথার সঙ্গে একমত যে সমকামিতা অন্যসব ধরনের কামুকতার চাইতে খারাপ, কিন্তু সত্যি বলতে কি, সেটা আমি তদন্ত করতে যাচ্ছি না।'

ভাণ্ডারী দার্শনিকের মতো ব'লে উঠলেন, 'মন খারাপ করা জঘন্য সব বিষয়, যদি ঘটেছে ব'লে প্রমাণও হয়।'

'হ্যাঁ, রেমেজিও, আমরা সবাই জঘন্য পাপী। আমি কখনোই আমার ভাইয়ের চোখে কোনো ধূলিকণা আবিষ্কার করতে যাব না, কারণ আমি এই ভয়েই অস্থির যে আমার নিজের চোখে হয়ত একটা কড়িকাঠ রয়েছে। তবে যদি আপনি যদি ভবিষ্যতে আমাকে কোনো কড়িকাঠের সন্ধান দিতে পারেন, আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। তখন আমরা বনের বড়ো বড়ো শক্তপোক্ত গাছের গুঁড়ি নিয়ে কথা বলব আর ধূলিকণাগুলোকে বাতাসে উড়ে বেড়াতে বাধা দেবো না। তা, এক স্কোয়ার ত্রাবুচ্চোতে কত কী যেন বলছিলেন আপনি?'

'ছত্রিশ বর্গফুট। কিন্তু সময় নষ্ট করা উচিত হবে না আপনার। সুনির্দিষ্ট কিছু জানার থাকলে আমার কাছে আসবেন। আমাকে একজন বিশ্বস্ত বন্ধু ব'লে মনে করুন।'

উইলিয়াম হৃদ্যতার সঙ্গে বললেন, 'আপনাকে আমি সেটাই মনে করি। উবার্তিনো বলেছিলেন, একসময় আপনি আমার নিজের সম্প্রদায়েই ছিলেন। প্রাক্তন কোনো ব্রাদারের সঙ্গে আমি বেঈমানি করব না, বিশেষ ক'রে এই সময়ে, যখন আমরা অগুনতি দুর্জনিচায়কে পুড়িয়ে মারার জন্য বিখ্যাত এক বিশিষ্ট ইনকুইযিটরের নেতৃত্বে পোপের এক বিশেষ প্রতিনিধিদলের আগমনের জন্য অপেক্ষা করছি। তাহলে আপনি বলছেন এক স্কোয়ার ত্রাবুচ্চো ছত্রিশ বর্গফুটের সমান?'

BanglaBook.org

ভাণ্ডারী নির্বোধ নন। তিনি বুঝে গেলেন আর ইঁদুর-বেড়াল খেলে পোষাবে না, বিশেষ ক'রে যখন তিনি উপলব্ধি করলেন যে ইঁদুরটা তিনি।

তিনি বললেন, 'ব্রাদার উইলিয়াম, বুঝতে পারছি আমি যতটা মনে করেছিলাম আপনি তার চাইতে ঢের বেশি জানেন। আমাকে সাহায্য করুন, আমি আপনাকে সাহায্য করব। এ কথা সত্য, আমি একজন হতভাগ্য ইন্দ্রিয়পরায়ণ লোক, এবং আমি ইন্দ্রিয়ের প্রলোভনে সাড়া না দিয়ে পারি না। সালভাতোরে আমাকে বলেছে যে আপনি আর আপনার নবিশ গতরাতে ওদেরকে রান্নাঘরে ধ'রে ফেলেছেন। উইলিয়াম, আপনি অনেক জায়গায় ঘুরেছেন : আপনি খুব ভালো ক'রেই জানেন যে এমনকি এভিনিয়নের কার্ডিনালরাও সদ্‌গুণের আধার নয়। আমি জানি আপনি আমাকে এসব ছোটোখাটো জঘন্য পাপের জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করছেন না। কিন্তু সেই সঙ্গে আমি এটাও বুঝতে পেরেছি আপনি আমার অতীত সম্পর্কে কিছু জেনেছেন। আমাদের মাইনরাইটদের অনেকের মতোই একটা অদ্ভুত জীবন ছিল আমার। বেশ কয়েক বছর আগে আমি দারিদ্র্যের আদর্শে বিশ্বাস করতাম, এবং ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়াবার জন্য আমি সম্প্রদায়টা ছেড়ে দিই। আমি দলচিনোর মতাদর্শে বিশ্বাস করতাম, যেমনটা আমার মতো আরো অনেকেই করত। আমি শিক্ষিত লোক নই। আমাকে আনুষ্ঠানিকভাবে ধর্মযাজকের ভার দেয়া হয়েছিল, কিন্তু আমি একটা মাস্-ও ঠিক মতো পরিচালনা করতে পারি না। ধর্মতত্ত্বের আমি খুব কমই জানি। এবং সম্ভবত কোনো মত বা বিশ্বাস আমাকে সেভাবে টানে না। একবার, বুঝলেন, আমি ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলাম; এখন আমি তাদের অধীনে কাজ করি, আর এই ভূমি অধিপতিদের হয়ে আমার মতো মানুষদেরই হুকুম দেই। বেঈমানি বা বিদ্রোহ কোনো ব্যাপারেই আমাদের মতো সাধারণ মানুষ নিজের ইচ্ছায় কিছু করতে পারি না বললেই চলে।'

উইলিয়াম বললেন, 'কখনো কখনো সাধারণ লোকেরা নানান ব্যাপার-স্যাপার জ্ঞানীদের চাইতে ভালো বুঝতে পারে।'

'হয়ত,' ভাণ্ডারী কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন। 'কিন্তু আমি এমনকি এ-ও জানি না যে তখন আমি যা করেছি তা কেন করেছি। সালভাতোরের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা বোধগম্য ছিল, বুঝলেন : তার বাপ-মা ছিল ভূমিদাস, তার শৈশব ছিল কঠিন পরিশ্রম আর অসুস্থতায় ভরা...দলচিনো ছিলেন বিদ্রোহের, ভূস্বামীদের ধ্বংসের প্রতিনিধি। আমার জন্য ব্যাপারটা ভিন্ন ছিল : আমি এসেছিলাম শহরের একটা পরিবার থেকে, আমি ক্ষুধা থেকে পালাচ্ছিলাম না। এটা ছিল – আমি জানি না কিভাবে বলব কথাটা – নির্বোধদের এক পরব, এক দুর্দান্ত কার্নিভাল...। দলচিনোর সঙ্গে পাহাড়ে, যুদ্ধে নিহত আমাদের সঙ্গীদের মাংস খাওয়ার পর্যায়ে নেমে আসার আগে, প্রচণ্ড পরিশ্রমে যখন এত মানুষ মারা গিয়েছিল যে আমরা তাদের মাংস খেয়ে শেষ করতে পারিনি এবং তাদেরকে রেবেল্লোর ঢালে ছুড়ে ফেলা হয়েছিল পাখি আর বুনো প্রাণীদের মুখে – সেই ঘটনারও আগে...অথবা হয়ত সেসব মুহূর্তেও...একটা পরিবেশ ছিল... সেটাকে কি আমরা স্বাধীনতার সময় বলব? আমি আগে জানতাম না স্বাধীনতা কী; ধর্মপ্রচারকেরা আমাদেরকে বলেছিল "সত্য তোমাদের মুক্ত করবে।" নিজেদেরকে আমাদের মুক্ত ব'লে মনে হয়েছিল, আমরা ভেবেছিলাম সেটা সত্য। আমরা

BanglaBook.org

ভেবেছিলাম আমরা যা করছি তার সব ঠিক।'

'আর সে-সময়েই আপনারা...স্বাধীনভাবে মেয়েদের সঙ্গে মিলিত হতে শুরু করলেন?' আমি জিগ্যেস করলাম, এবং আমি এমনকি জানিও না কেন, কিন্তু তার আগের রাত থেকে উবার্তিনোর কথাগুলো আর সেই সঙ্গে স্ক্রিপ্টোরিয়ামে আমি যা যা পড়েছিলাম এবং আমি যেসব ঘটনার শিকার হয়েছিলাম সব আমাকে তাড়া ক'রে ফিরছিল। চোখে কৌতূহল নিয়ে উইলিয়াম আমার দিকে তাকালেন; সম্ভবত তিনি আশা করেননি যে আমি এত সাহসী আর স্পষ্ট বক্তার মতো আচরণ করব। ভাণ্ডারী আমার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে রইলেন যেন আমি একটা অদ্ভুত প্রাণী।

তিনি বললেন, 'রেবেল্লোতে এমন লোকজন ছিল যারা তাদের সমস্ত শিশুকাল কয়েক কিউবিটের একটা কামরায় শুয়েছে – ভাই, বাবা, মেয়ে, দশ জন বা তারও বেশি হবে। তাদের কাছে এই নতুন পরিস্থিতিটার মানে কী ছিল ব'লে মনে হয়ে আপনাদের কাছে? আগে যেটা তারা প্রয়োজনের কারণে করেছিল এবার সেটা তারা ইচ্ছে ক'রে, স্বাধীনভাবে করল। আর তারপরে, রাতের বেলা, আপনি শত্রুসেনা এসে পড়বে ব'লে ভয় পাচ্ছেন এবং যাতে শীত না লাগে সেজন্য মাটিতে শুয়ে আপনার পার্শ্ববর্তী জনের শরীর আঁকড়ে ধরছেন...। ধর্মদ্বেষীরা আপনারা এই করুণদর্শন সন্ন্যাসীরা, যারা কোনো দুর্গ থেকে আসেন এবং শেষ অব্দি একটা মঠে গিয়ে আপনাদের ঠাঁই মেলে, আপনারা মনে করেন এটা এক ধরনের বিশ্বাস, শয়তান যাতে ইন্ধন জুগিয়েছে। কিন্তু এটা আসলে জীবনযাপনের একটা পথ, আর এটা হচ্ছে...এটা ছিল...একটা নতুন অভিজ্ঞতা। সেখানে আর কোনো প্রভু ছিল না : তবে, আমাদেরকে বলা হয়েছিল, ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে আছেন। উইলিয়াম, আমি বলছি না আমরা ঠিক ছিলাম, আর সত্যি বলতে কি, আপনি আমাকে এখানে দেখছেন কারণ অল্প কিছুদিন পরেই আমি তাদের ছেড়ে চ'লে আসি। কিন্তু আমি আসলে কখনোই যীশুর দারিদ্র্য, মালিকানা আর অধিকার নিয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিতর্কটা বুঝতে পারিনি। আমি আপনাকে বলেছি সেটা ছিল একটা বিরাট কার্নিভাল, আর কার্নিভালের সময় সবকিছুই উলটোভাবে করা হয়। আপনি যখন বুড়ো হন তখন আপনি জ্ঞানী হন না, লোভী হন। আর এই তো আমাকে আজ এখানে দেখছেন...এক পেটুক। আপনি একজন ধর্মদ্রোহীকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করতে পারেন, কিন্তু আপনি কি একজন পেটুককে শাস্তি দেবেন?'

'যথেষ্ট হয়েছে, রেমেজিও,' উইলিয়াম ব'লে উঠলেন। 'তখন কী ঘটেছিল তাই নিয়ে আমি আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছি না, করছি সম্প্রতি কী ঘটেছে সে ব্যাপারে। আমার সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলুন, এবং আমি অবশ্যই আপনার সর্বনাশ চাইব না। আমি আপনার সমালোচনা করতে পারি না, করতে চাইবও না। কিন্তু মঠে কী কী ঘটেছে সে কথা আপনাকে আপনার বলতেই হবে। রাতে-দিনে আপনি মঠে এত ঘোরাফেরা করেন যে কিছু না কিছু আপনি না জেনেই পারেন না। ভেনানশিয়াসকে কে খুন করেছে?'

'আমি জানি না, আমি দিব্যি দিয়ে বলছি। আমি কেবল জানি সে কখন মারা গিয়েছিল, এবং কোথায়।'

BanglaBook.org

'কখন? কোথায়?'

'বলছি আপনাকে। সেই রাতে, কমপ্লিনের এক ঘণ্টা পরে, আমি রান্নাঘরে গিয়েছিলাম...'

'কিভাবে ঢুকলেন, আর কেনই-বা গিয়েছিলেন সেখান?'

'সবজি বাগানের দরজাটা দিয়ে। অনেক আগে চাবিঅলার কাছ থেকে একটা চাবি বানিয়ে নিয়েছিলাম। রান্নাঘরের দরজাটাই একমাত্র দরজা, যেটা ভেতর থেকে আটকানো যায় না। আর সেখানে আমার যাওয়ার কারণ...সেটা তেমন জরুরী নয়; আর আপনি আমাকে নিজে বলেছেন আপনি আমার ইন্দ্রিয়ের দুর্বলতার জন্য আমাকে শাস্তি দিতে চান না...' তিনি হাসলেন, অস্বস্তির হাসি। 'কিন্তু সেই সঙ্গে আমি এটাও চাই না যে আপনি মনে করুন যে আমি আমার দিনগুলো ব্যভিচার ক'রে কাটিয়েছি। সেই রাতে আমি রান্নাঘরে যে মেয়েটাকে সালভাতোরের আনার কথা ছিল তাকে কিছু খাবার দিতে সেখানে গিয়েছিলাম...?'

'কোথা থেকে আনার কথা ছিল?'

'বাইরের দেওয়ালগুলোয় ফটকটা ছাড়াও আরো প্রবেশপথ আছে। মোহান্ত সেসব চেনেন, আমিও চিনি।...কিন্তু সে-রাতে মেয়েটা ভেতরে আসেনি আমি যা আবিষ্কার করেছিলাম ঠিক সেটার কারণেই আমি তাকে ফেরত পাঠিয়েছিলাম, আর কী আবিষ্কার করেছিলাম সেটাই বলছি আপনাকে। এই কারণেই আমি তাকে গত রাতে ফেরত পাঠাতে চেয়েছিলাম। আপনি যদি আরেকটু পরে আসতেন, তাহলে সালভাতোরের বদলে সেখানে আমাকে পেতেন; সে-ই আমাকে এই ব'লে সতর্ক ক'রে দিয়েছিল যে এডিফিকিয়ুমে লোক আছে। কাজেই আমি আমার কুঠুরিতে ফিরে যাই...'

'আমরা বরং রোববার আর সোমবারের মাঝের রাতটায় ফিরে যাই।'

'ঠিক আছে তাহলে। আমি রান্নাঘরে ঢুকি, তারপর দেখতে পাই ভেনানশিয়াস মেঝেতে প'ড়ে আছে; মৃত।'

'রান্নাঘরে?'

'হ্যাঁ, সিংকটার পাশে। সম্ভবত সে মাত্রই স্ক্রিপ্টোরিয়াম থেকে নেমে এসেছিল।'

'ধ্বস্তাধস্তির কোনো চিহ্ন ছিল না?'

'একটুও না। অবশ্য লাশের পাশে একটা ভাঙা কাপ প'ড়ে ছিল, আর মেঝেতে পানির চিহ্ন ছিল।'

'ওটা যে পানি কী ক'রে বুঝলেন?'

'জানি না। আমার কাছে মনে হয়েছিল পানি। আর কী হতে পারত?'

পরে উইলিয়াম আমাকে খুলে বলেছিলেন যে, সেই কাপটা দুটো ভিন্ন জিনিস বোঝাতে পারত। হয়, ভেনানশিয়াসকে রান্নাঘরে ঠিক সেখানেই বিষ দেয়া কোনো তরল খেতে দেয়া

BanglaBook.org

হয়েছিল, কিংবা হতভাগ্য তরুণটি হয়ত এরই মধ্যে বিষ পান করেছিলেন (কিন্তু কোথায়? এবং কখন?), এবং নীচে এসেছিল পানি খেতে, আকস্মিক জ্বালাপোড়া, খিঁচুনি, তার নাড়িভুঁড়ি বা জিভ অসাড় ক'রে দেয়া ব্যথাটা কমাতে (কারণ তার জিভও নিশ্চয়ই বেরেঙ্গারেরটার মতোই কালো হয়ে গিয়েছিল।)

সে যা-ই হোক, আপাতত আর কিছু জানা গেল না। মৃতদেহটার দিকে তাকিয়ে আতঙ্কিত রেমেজিও ভাবলেন তাঁর কী করা উচিত, এবং ঠিক করলেন যে তিনি কিছুই করবেন না। সাহায্য চাইলে তাঁকে স্বীকার করতে হবে যে তিনি রাতের বেলা এডিফিকিয়ুমে ঘোরাফেরা করছিলেন, আর সেটা তার বর্তমানে মৃত ব্রাদারের কোনো কাজেই আসবে না। কাজেই তিনি ঠিক করলেন, যা যেরকম আছে তা সেভাবেই থাকুক, সকালে যখন দরজা খোলা হবে তখন অন্য কেউ মৃতদেহটা আবিষ্কার করবে এই অপেক্ষায় রইলেন। তিনি সালভাতোরেকে আটকাতে ছুটলেন, ততক্ষণে সে মঠের ভেতর মেয়েটাকে নিয়ে আসছিল, এরপর তিনি আর তার দোসর মিলে ঘুমাতে গেলেন, অবশ্য যদি ম্যাটিন্স অব্দি উত্তেজিত অতন্দ্র পাহারায় থাকাকে ঘুম বলা যায়। এবং ম্যাটিন্সের সময় শুয়োরপালকেরা যখন মোহন্তের কাছে খবরটা আনল, রেমেজিও বুঝতে পারল তিনি যেখানে দেখে এসেছিলেন সেখানেই মৃতদেহটা আবিষ্কৃত হয়েছে কিন্তু তিনি সেটাকে পিপাটার মধ্যে দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান। মৃতদেহটাকে কে এত দ্রুত আর গোপনে রান্নাঘরের বাইরে নিয়ে গেল। এ ব্যাপারে রেমেজিওর কাছে কোনো ব্যাখ্যা ছিল না।

উইলিয়াম বললেন, 'এডিফিকিয়ুমে কেবল মালাকিই স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করতে পারে।

ভাণ্ডারী প্রবলভাবে প্রতিবাদ ক'রে উঠলেন। 'না, মালাকি না। মানে, আমি বিশ্বাস করি না।...যাই হোক, আমি কিন্তু মালাকির বিরুদ্ধে আপনার কাছে কিছুই বলিনি।'

'মালাকির কাছে আপনি যতভাবেই বাঁধা থাকুন, আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন। সে কি আপনার সম্পর্কে কিছু জানে?'

লাল হয়ে উঠে ভাণ্ডারী বললেন, 'হ্যাঁ। এবং তিনি আমার সঙ্গে বিবেচনাসম্পন্ন মানুষের মতোই আচরণ করেছেন। আমি আপনি হলে, বেন্নোর ওপর একটা চোখ রাখতাম। বেরেঙ্গার এবং ভেনানশিয়াসের সঙ্গে তার অদ্ভুত সম্পর্ক ছিল। তবে আমি আপনার কাছে শপথ ক'রে বলছি যে আমি আর কিছু দেখিনি। যদি কিছু জানতে পারি, আমি আপনাকে জানাব।'

'আপাতত এটুকুতেই চলবে। দরকার পড়লে আমি আপনাকে আবার খুঁজে বের করব স্পষ্টতই হাঁফ ছেড়ে বেঁচে, ভাণ্ডারী তাঁর কাজে চ'লে গেলেন, তীক্ষ্ণ গলায় চাষীদের বকাঝকা করতে করতে, দৃশ্যত যারা এরই মধ্যে কয়েক বস্তা বীজ সরিয়ে ফেলেছিল।

এই সময়ে সেভেরিনাস আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। তাঁর হাতে দুরাত আগে চুরি হয়ে যাওয়া উইলিয়ামের পরকলা জোড়া। তিনি বললেন, 'বেরেঙ্গারের পোশাকের ভেতর পেলাম। সেদিন গ্রন্থাগারে আপনার নাকের ডগায় দেখেছিলাম। আপনারই তো, তাই না?'

BanglaBook.org

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ,' উইলিয়াম উল্লাসভরে চেঁচিয়ে উঠলেন। 'দুটো সমস্যার সমাধান ক'রে ফেলেছি আমরা। আমার পরকলাজোড়া পেলাম, আর এখন আমি শেষ অব্দি নিশ্চিতভাবে জানি যে সেদিন বেরেঙ্গারই স্ক্রিপ্টোরিয়ামে আমাদের জিনিস মেরে দিয়েছিল!'

আমরা কথা শেষ করেছি কি করিনি, এমন সময় মরিমন্দোর নিকোলাস এমনকি উইলিয়ামের চাইতেও হর্ষোৎফুল্লভাবে আমাদের দিকে ছুটে এলো। তার হাতে এক জোড়া সদ্য প্রস্তুত পরকলা, কাঁটার ওপর বসানো। সে চেঁচিয়ে ব'লে উঠল, 'উইলিয়াম, এটা আমি একদম একাই বানিয়েছি। শেষ করেছি। আমার বিশ্বাস জিনিসটা কাজ করবে!' তখন সে খেয়াল করল উইলিয়ামের নাকের ডগায় অন্য পরকলা, এবং সে হতভম্ব হয়ে গেল। উইলিয়াম তাঁকে অপদস্ত করতে চাইলেন না : তিনি তাঁর পুরোনো পরকলা জোড়া খুলে ফেললেন এবং নতুন জোড়া পরলেন। 'এটা অন্যটার চাইতেও ভালো,' তিনি বললেন। 'কাজেই পুরোনোটা আমি বিকল্প হিসেবে রেখে দেবো, আর সব সময় তোমারটা ব্যবহার করব।' এরপর তিনি আমার দিকে ঘুরলেন। 'আদ্‌সো, এবার আমি আমার কুঠুরিতে যাব, তুমি যেসব কাগজপত্রর কথা বলেছিলে সেগুলো পড়তে। অবশেষে! কোথাও অপেক্ষা করো আমার জন্য। আর, ধন্যবাদ, প্রিয়তম ব্রাদাররা আমার, তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ।'

টার্‌সের ঘণ্টা বাজছিল, অন্য সবার সঙ্গে স্তোত্র, গীতসংহিতা, ভার্স আর 'Kyrie[৪]' গাইবার জন্য আমি কয়ারে চ'লে গেলাম। অন্যরা মৃত বেরেঙ্গারের আত্মার জন্য প্রার্থনা করছিল। আর আমি একটার জায়গায় দুই জোড়া পরকলা পাইয়ে দেবার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিচ্ছিলাম।

সেই মহা শান্তির মধ্যে, যেসব কুৎসিত জিনিস দেখেছি আর শুনেছি সেগুলোর কথা ভুলে গিয়ে, আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম। ঘুমিয়ে পড়লাম, প্রার্থনা অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পরেই কেবল জেগে উঠলাম। বুঝতে পারলাম সেই রাতে আমার ঘুম হয়নি, এবং আমি আমার শক্তির অনেকটা কিভাবে খরচ করেছি সে-কথা ভেবে আমার মন খারাপ হলো। এই সময়ে, নির্মল বাতাসে এসে বুঝতে শুরু করলাম যে আমার ভাবনা-চিন্তা সেই মেয়েটির স্মৃতিতে আচ্ছন্ন হয়ে আছে।

মনটা অন্য দিকে সরাবার জন্য, আমি মাটিতে লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটতে লাগলাম। সামান্য মাথা ঘুরছিল আমার। আমি আমার দুই অবশ হাত দিয়ে তালি বাজালাম। মাটিতে পা দিয়ে আঘাত করলাম। কিন্তু তার পরও ঘুম ঘুম ভাবটা গেল না, অথচ তার পরও মনে হচ্ছিল আমি জেগে আছি এবং প্রাণবন্ত চনমনে। বুঝতে পারছিলাম না কী হচ্ছিল আমার ভেতর।

BanglaBook.org

টীকা

১. **টেক্সট** : 'আহ্, যে মেয়ে নিজেকে mercandia-র মতো বিক্রি করে সে bona হতে পারে না, cortesia-ও পেতে পারে না,'

অনুবাদ 'আহ, যে মেয়ে নিজেকে পণ্যের মতো বিক্রি করে সে ভালো হতে পারে না, সম্মানও পেতে পারে না,'

২. **টেক্সট** : 'Deu, এই মন্দ মেয়েছেলেরা সব বেজায় চালাক! তারা ভাবে di e noche কী ক'রে পুরুষগুলোকে ফাঁদে ফেলা যায়...'

অনুবাদ : 'ঈশ্বর...তারা দিন রাত ভাবে কী ক'রে পুরুষগুলোকে ফাঁদে ফেলা যায়...'

৩. **টেক্সট** : 'Ad milieres paupers in villulis'

অনুবাদ : 'গাঁয়ের দরিদ্র নারীদের প্রতি'

৪. **টেক্সট** : 'Kyrie'

অনুবাদ : 'সদাপ্রভু' বা 'ঈশ্বর'

BanglaBook.org

চতুর্থ দিন

টার্স

যেখানে আদ্‌সো প্রেমযন্ত্রণায় ছটফট করে, তারপর উইলিয়াম ভেনানশিয়াসের টেক্সট নিয়ে হাজির হন যা কিনা পাঠোদ্ধার হয়ে যাওয়ার পরেও অপাঠোদ্ধারণীয় রয়ে যায়।

সত্যি বলতে কি, মেয়েটির সঙ্গে আমার পাপপূর্ণ অপ্রত্যাশিত সাক্ষাতের পর যে ভয়ংকর ঘটনাগুলো ঘটেছিল সেসবের কারণে ব্যাপারটা আমি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম, এবং আমার কলুষিত পদস্খলনের পর জেগে উঠে আমি যে প্রবল মনস্তাপ অনুভব করছিলাম, ব্রাদার উইলিয়ামের কাছে স্বীকারোক্তি দিতে পেরে সেটা থেকে আমার চৈতন্য মুক্তি পেয়েছিল; কাজেই, ব্যাপারটা ছিল এমন যে আমি যেন আমার কথা দিয়ে সন্ন্যাসী ভদ্রলোকের কাছে খোদ সেই বোঝাটিকে চালান ক'রে দিয়েছিলাম, আর এই কথাগুলো ছিল সেই বোঝাটিরই ইঙ্গিতবাহী কণ্ঠ। নষ্টামি লাঞ্ছিত দেহটাকে যাতে ভুলে থাকা যায় সেজন্য পাপমুক্তির মাধ্যমে আত্মার এক নতুন ও বায়বীয় লঘুত্ব অর্জন ক'রে পাপাচার এবং তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা বিবেকদংশনের ভার যদি খোদ প্রভুর বুকে মোচনই না করা গেল তাহলে পাপস্বীকার (কনফেশন)-এর পুণ্য শুদ্ধীকরণের উদ্দেশ্য কী? কিন্তু আমি সবকিছু থেকে মুক্তিলাভ করিনি। এখন যখন শীতের সকালের ঠান্ডা পাণ্ডুর রোদের মধ্যে মানুষ ও জন্তু জানোয়ারের উদ্দীপনার মধ্যে হেঁটে বেড়াচ্ছি তখন আমি (একটু) ভিন্নভাবে আমার অভিজ্ঞতাগুলোর কথা স্মরণ করতে শুরু করলাম। যেন, যা কিছু ঘটেছে তাতে আমার অনুশোচনা ও অনুতাপজনিত শুদ্ধীকরণের সান্ত্বনাদায়ক কথাগুলো আর নেই, আছে কেবল নানান মৃতদেহ আর মানব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। আমার জ্বরগ্রস্ত মনে হঠাৎ ক'রেই বেরেঙ্গারের পানিতে দুলতে থাকা অপমূর্তি এসে হানা দিলো, বিতৃষ্ণা আর করুণায় আমার সারা শরীর কেঁপে উঠল। এরপর, যেন সেই লেমুরটাকে তাড়িয়ে দিতে আমার মন অন্য সব প্রতিচ্ছবির শরণ নিল, যে ছবিগুলোর অভিনব আধার হচ্ছে স্মৃতি, এবং আমার চোখের সামনে (আত্মার চোখ, কিন্তু যেন-বা প্রায় আমার রক্তমাংসের চোখ) একেবারে পরিষ্কার দেখতে পেলাম – না দেখে উপায়ই ছিল না – অনিন্দ্যসুন্দর আর যুদ্ধের জন্য সজ্জিত সৈন্যদলের মতো ভয়ংকর মেয়েটির প্রতিচ্ছবিটি।

আমি যে এক বিশ্বস্ত ধারাবিবরণীকার হব বলে প্রতিজ্ঞা করেছি (যে আমি এখন অব্দি না-লেখা একটি টেক্সট-এর বয়োবৃদ্ধ লিপিকর, যদিও বহু দশক ধ'রেই তা আমার মনের মাঝে কথা বলে গেছে), সেটা কেবল সত্যের প্রতি ভালোবাসা থেকে নয় বা আমার ভাবী পাঠকদেরকে শিক্ষাদান করার ইচ্ছে থেকেও নয় (যদিও সেটা হলে মন্দ হতো না), বরং আমার স্মৃতিকে মুক্ত করার প্রয়োজন থেকে, যে স্মৃতি শুকিয়ে গেছে এবং যা নানান স্বপ্নাবেশভারক্লান্ত, যেসব স্বপ্নাবেশ গোটা

BanglaBook.org

জীবনভর স্মৃতিটাকে বিড়ম্বিত ক'রে গেছে। কাজেই সবকিছু আমাকে সুন্দরভাবে এবং কোনো লজ্জা না ক'রে বলতেই হবে। আর, প্রাঙ্গণে হাঁটতে হাঁটতে এবং মাঝে মাঝে ছুট লাগিয়ে – যাতে ক'রে আমার হৃৎপিণ্ডের বেমক্কা ধড়ফড়ানির জন্য আমার শরীরের গতিকে দায়ী করতে পারি – বা ভূমিদাসদের কাজ দেখার জন্য থেমে প'ড়ে, নিজেকে এই ভেবে ভোলাতে ভোলাতে যে এমন একটা চিত্তবিক্ষেপকারী ঘটনার কারণে আমার মনোযোগ ব্যাহত হচ্ছিল, এবং ভয় বা দুঃখ ভুলতে মানুষ যেমন সুরা পান করে তেমনি ফুসফুসে গভীরভাবে ঠান্ডা বাতাস টেনে নিতে নিতে আমাকে বলতেই হবে – এবং বেশ পষ্ট ক'রেই যে – তখন আমি কী মনে করেছিলাম আর নিজের কাছ থেকেই-বা কী লুকোবার চেষ্টা করেছিলাম খানিকটা।

বৃথাই। মেয়েটির কথাই ভেবে চললাম আমি। মেয়েটির সঙ্গে আমার মিলন আমাকে যে পাপপূর্ণ ও ক্ষণস্থায়ী (যা এক জঘন্য ব্যাপার) কিন্তু সুতীব্র আনন্দ দিয়েছিল, আমার দেহ তা ভুলে গিয়েছিল; কিন্তু আমার আত্মা তার মুখটি ভোলেনি এবং এটাও অনুভব করতে পারেনি যে এই স্মৃতিটি বিকৃত বরং তা এমনভাবে স্পন্দিত হতে লাগল যেন সেই মুখটি সৃষ্টির পরমানন্দে জ্বলজ্বল করছে।

একটা বিক্ষিপ্ত দশার মধ্যে আমি উপলব্ধি করলাম যে – এবং আমি যা উপলব্ধি করলাম তার সত্যটা নিজের কাছে প্রায় অস্বীকার ক'রেই – সেই দরিদ্র, নোংরা, প্রগল্ভ প্রাণীটি, যে নিজেকে (কে জানে কোন একগুঁয়ে দৃঢ়চিত্ততায়) অন্যান্য পাপীদের কাছে নিজেকে বিক্রি করত – বিবি হাওয়ার সেই কন্যা, যে তার সব বোনের মতোই দুর্বল, নিজেকে কতবারই-না বিকিয়ে দিয়েছে – সে, এত কিছুর পরেও দুর্দান্ত আর চমৎকার একটা কিছু। আমার ধীশক্তি তাকে পাপের এক উপলক্ষ্য হিসেবে জানত, আর আমার সংবেদনশীল ক্ষুধা তাকে প্রত্যক্ষ করেছে প্রতিটি ঐশ্বরিক করুণার আধার হিসেবে। আমার কেমন লাগছিল তা বলা কঠিন। আমি এ কথা বলার চেষ্টা করতে পারি যে তখনো সেই পাপের নাগপাশে বন্দি অবস্থায়, নিন্দনীয়ভাবেই, আমি সারাক্ষণই চাইলাম যেন সে এসে হাজির হয়, এবং যে মানুষটি আমাকে প্রলুব্ধ করেছিল সে কোনো কুঁড়েঘরের কোনাঘুপচি থেকে বা গোলাঘরের কোনো অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসে কি না, তা দেখার জন্য আমি শ্রমিকদের কাজকর্মের ওপর চুপিচুপি নজর রাখলাম। কিন্তু ব্যাপারটার জোর আর স্বচ্ছতা কমাতে গেলে আমার সত্য কথা লেখা হবে না, বা বলা যায় সেক্ষেত্রে সত্যের ওপর একটা আবরণ পরিয়ে দেয়া হবে। কারণ সত্য হচ্ছে, আমি মেয়েটিকে 'দেখেছিলাম', একটা দুর্বল চড়ুই যখন আশ্রয় নেবার জন্য একটা ফাঁকা গাছের মৃদু মৃদু দুলতে থাকা ডালগুলোর কাছে উড়ে গেল তখন আমি সেখানে মেয়েটিকে দেখেছিলাম; গোলা থেকে যে বকনা বাছুরগুলো বেরিয়ে আসছিল সেগুলোর চোখে মেয়েটাকে দেখেছিলাম আমি, এবং যে ভেড়াগুলো আমাকে চলার পথে অতিক্রম ক'রে গেল তাদের ডাকের মধ্যে আমি মেয়েটার গলা শুনতে পেলাম। ব্যাপারটা যেন এমন যে সব সৃষ্টিই আমাকে তার কথা বলছিল, এবং আমি আবার তাকে দেখতে চেয়েছিলাম, সত্যি কথা, কিন্তু তাকে যে আর কখনোই আমি দেখতে পাব না, তার সঙ্গে শুতে পারব না, সে-ব্যাপারটা মেনে

BanglaBook.org

নিতেও আমি তৈরি ছিলাম, কেবল এই শর্তে যে সেই সকালে আমার মন যে-আনন্দে ভরে উঠেছিল সেই আনন্দ আমি তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতে পারব এবং চিরজীবনের জন্য সে দূরে থাকলেও তাকে কাছে পাব! ব্যাপারটা ছিল যেন – এখন আমি বুঝবার চেষ্টা করছি – গোটা মহাবিশ্ব নিশ্চিতভাবেই যেমন ঈশ্বরের আঙুল দিয়ে লেখা একটা বই, যেখানে সবকিছুই আমাদেরকে সেসবের 'স্রষ্টার' অপরিমেয় মহত্ত্বের কথা বলে, যেখানে প্রতিটি জিনিসই জীবন ও মৃত্যুর বর্ণনা ও আয়না, যেখানে নিতান্তই সাধারণ একটি গোলাপ আমাদের জাগতিক প্রগতির টীকা-ভাষ্য হয়ে ওঠে – অন্য কথায় বলতে গেলে, তেমনি সবকিছুই আমাকে কেবল সেই মুখটির কথাই বলছিল যে-মুখটিকে আমি রান্নাঘরের সুগন্ধী ছায়ায় কোনোরকমে এক ঝলক দেখেছিলাম কেবল। আমি এসব অলীক কল্পনা করতে সম্ভবত থাকলাম, কারণ, আমি নিজেকে বললাম (বা, বরঞ্চ বলিনি : সে মুহূর্তে আমি শব্দে অনুবাদ করা যায় এমন হয়ত কোনো কিছুই ভেবে উঠিনি) যে, যদি গোটা জগৎই আমার কাছে স্রষ্টার ক্ষমতা, মহত্ত্ব আর প্রজ্ঞার কথা বলার জন্য নিয়তি-নির্দিষ্ট হয়ে থাকে, এবং যদি সেই সকালে গোটা জগৎই আমার কাছে সেই মেয়েটির কথা বলত, যে কিনা (পাপী হওয়ার পরেও) সৃষ্টির মহৎ গ্রন্থের একটা অধ্যায় তো বটেই, মহাবিশ্ব-উচ্চারিত মহৎ স্তোত্রের একটি পঙ্‌ক্তি ও বটে – আমি নিজেকে বললাম (এখনো বলছি) যে, যদি এমনটা ঘটতও তাহলে তা কেবল মহাবিশ্বকে টিকিয়ে রাখা থিওফেনিক পরিকল্পনার বা মানুষের সামনে দেবতা হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার পরিকল্পনার একটা অংশই কেবল হতে পারত, যে মহাবিশ্ব বীণার মতো সন্নিবেশিত, সুষমতা আর ঐকতানের এক অলৌকিক নিদর্শন। তখন, যেসব জিনিস আমার নজরে পড়ল সেসবের ভেতর আমি তার উপস্থিতি উপভোগ করতে থাকলাম, যেন মদমত্ত হয়ে, এবং সেগুলোর মধ্যে তাকে কামনা ক'রে সেগুলো দেখে পরিতৃপ্ত হলাম।

কিন্তু তার পরও কেমন যেন দুঃখ হলো আমার – কারণ ঠিক একই সময়ে আমি একটা অনুপস্থিতিতে আক্রান্ত হলাম, যদিও একটি উপস্থিতির অসংখ্য অপচ্ছায়া পেয়ে আমি সুখী ছিলাম। এই পরস্পরবিরোধিতার রহস্য ব্যাখ্যা করা আমার জন্য বেশ কষ্টসাধ্য – এবং ব্যাপারটা তারই একটা চিহ্ন যে মানবাত্মা (human spirit) ভঙ্গুর এবং কখনোই তা ঐশ্বরিক প্রজ্ঞা বা যুক্তিবুদ্ধির পথে সরাসরি চলে না – যে যুক্তিবুদ্ধি বা প্রজ্ঞা জগৎকে একটা নিখুঁত ন্যায়ানুমান বা সিলজিযম (syllogism) হিসেবে তৈরি করেছে, বরং তার বদলে এই ন্যায়ানুমানের কেবল বিচ্ছিন্ন এবং প্রায়শই পরস্পরবিচ্ছিন প্রস্তাবগুলোকে আঁকড়ে ধরে, যেখান থেকে সেই আরোপ উৎসারিত হয় যার কারণে আমরা 'মন্দ জন'-এর ছলনার শিকার হই। সেদিন সকালে আমাকে যা এতটা আলোড়িত করল সেটা কি সেই 'মন্দ জন'-এর কোনো ছলনা? আজ আমার মনে হয় আসলেই তাই ছিল সেটা, কারণ আমি ছিলাম এক শিক্ষানবিশ, কিন্তু আমি মনে করি যে যে-মানব-অনুভূতি সেদিন আমাকে আন্দোলিত করেছিল সেটা এমনিতে খারাপ ছিল না, তবে আমার অবস্থার বিচারে সেটা খারাপ ছিল। কারণ এমনিতে এটা সেই অনুভূতি যেটা পুরুষকে নারীর কাছে নিয়ে যায়, যাতে ক'রে একজন আরেকজনের সঙ্গে জুটি বাঁধে, মিলিত হয়, যেটা কিনা অ-ইহুদিদের অ্যাপসল চান এবং

BanglaBook.org

যাতে ক'রে তারা দু'জনে একটি দেহে পরিণত হয় ও দু'জনে মিলে নতুন মানুষ তৈরি করে এবং একে অপরকে যৌবন থেকে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত কাঁধ দিয়ে যায়। যারা কামুকতার প্রতিকার খোঁজে এবং যারা আগুনে পুড়তে চায় না তাদের জন্য কেবল অ্যাপসলই এভাবে কথা বলেছিলেন, এবং বলেছিলেন এ কথা স্মরণ ক'রে যে বিশুদ্ধতার দশা বরং তার চাইতে অনেক বেশি কাম্য, সেই অবস্থা যে অবস্থার প্রতি আমি সন্ন্যাসী হিসেবে নিজেকে ন্যস্ত করেছি। কাজেই সেদিন সকালে আমি যে-যন্ত্রণা পেলাম তা আমার জন্য মন্দ ছিল, কিন্তু অন্যদের জন্য সম্ভবত তা ভালোই ছিল, ভালো ব্যাপারগুলো মধ্যে সবচে মধুর; আর তাই আমি এখন বুঝতে পারি আমার দুঃখকষ্টের কারণ আমার চিন্তা-ভাবনার নৈতিক বিচ্যুতি নয়, যে চিন্তাভাবনা কিনা অন্তর্নিহিতভাবে উল্লেখযোগ্য ও মধুর, বরং আমার চিন্তাভাবনা আর আমি যে শপথ উচ্চারণ করেছি তার মধ্যে ফারাকের নৈতিক বিচ্যুতিই সেই কষ্টের কারণ। কাজেই, যা এক পরিস্থিতিতে ভালো কিন্তু আরেকটিতে খারাপ তা উপভোগ ক'রে আমি একটা মন্দ কাজ করেছি; এবং প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক ক্ষুধা আর অপ্রমত্ত, বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন আত্মার আজ্ঞার মধ্যে পুনর্মিলন ঘটানোর চেষ্টা করাটাই দোষ হয়েছে আমার। এখন আমি জানি, আমি বুদ্ধিমত্তার ব্যক্ত ক্ষুধা – যেখানে ইচ্ছার নিয়মরীতি প্রদর্শিত থাকার কথা ছিল – এবং ইন্দ্রিয়গুলোর ব্যক্ত ক্ষুধা, যা মানুষের সুতীব্র আবেগের ওপর নির্ভরশীল, এই দুইয়ের দ্বন্দ্বে ভুগছিলাম। সত্যি বলতে কি, সেই যে অ্যাকুইনাস বলেছিলেন, সংবেদনশীল ক্ষুধার (sensitive appetite) কাজগুলোকেই সুতীব্র আবেগ বলে, আর সেটা ঠিক এই কারণে যে তার সঙ্গে একটা শারীরিক পরিবর্তনের সম্পৃক্ততা আছে। আর যেটা ঘটেছিল, আমার কামজ কর্মটির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল গোটা শরীরের এক থরথর কম্পন, আর সেই সঙ্গে, আর্তনাদ ক'রে ওঠার ও যন্ত্রণায় ছটফট করার একটা প্রবল আকস্মিক শারীরিক তাগিদ। দেবদূতজ্ঞ শিক্ষক (অ্যাকুইনাস) বলেন, সুতীব্র আবেগ বা সংরাগ এমনিতে সে-রকম খারাপ কিছু নয়। কিন্তু সেটা যেন অবশ্যই অপ্রমত্ত, বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন আত্মা পরিচালিত ইচ্ছের দ্বারা শাসিত হয়। কিন্তু সেই সকালে আমার অপ্রমত্ত, বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন আত্মা ক্লান্তিতে বিহ্বল ছিল, যে ক্লান্তি কোপনস্বভাব প্রবণতার (irascible appetite) রাশ টেনে ধরে রেখেছিল, যে প্রবণতা অধিকারের শর্ত হিসেবে শুভ ও অশুভর উদ্দেশে নিয়োজিত, কিন্তু আসঙ্গলিপ্সার প্রবণতার নয়, যা কিনা পরিচিত সত্তা হিসেবে ভালো ও মন্দের প্রতি নিবেদিত। আমার সেই সময়ের দায়িত্বজ্ঞানহীন হঠকারিতার সাফাই গাইবার জন্য আমাকে এখন বলতে হচ্ছে যে নিঃসন্দেহে আমি প্রেমাবিষ্ট হয়েছিলাম, যা এক সুতীব্র আবেগ এবং এক মহাবৈশ্বিক বিধি। কারণ দেহসমূহের ওজনই প্রাকৃতিক প্রেম এবং খুব স্বাভাবিকভাবেই, এই সুতীব্র আবেগ আমাকে প্রলুব্ধ করেছিল এবং আমি বুঝতে পারলাম দেবদূতজ্ঞ শিক্ষক কেন বলেছেন amor est magis cognitivus quam cognito[১], নানান জিনিসকে আমরা জ্ঞান দিয়ে যতটা জানতে পারি তার চাইতে বেশি ভালো ক'রে জানতে পারি ভালোবাসার মাধ্যমে, সত্যি বলতে কি, এখন আমি তাকে আগের রাতের চাইতে ভালো ক'রে দেখতে পেলাম এবং আমি তাকে intus et in cute[২] বুঝতে পারলাম, কারণ তার ভেতর আমি নিজেকে বুঝতে পারলাম, আর আমার ভেতরে তাকে। আমি এখন ভাবি, আমি যা অনুভব করেছিলাম তা বন্ধুত্বের ভালোবাসা ছিল কি না, যে ভালোবাসায় সদৃশ্য

BanglaBook.org

ব্যক্তিরা পরস্পরকে ভালোবাসে এবং কেবল অন্যের মঙ্গল কামনা করে, নাকি সেটা আঙ্গললিপ্সার ভালোবাসা ছিল, যেখানে একজন কেবল নিজেরই মঙ্গল চায় এবং অপূর্ণতা কেবল তাই কামনা করে, যা তাকে সম্পূর্ণ করে। এবং আমার ধারণা সেই নৈশপ্রণয় আসঙ্গললিপ্সার ভালোবাসা ছিল, কারণ সেই মেয়েটির কাছ থেকে আমি তা-ই চেয়েছিলাম যা আমার কখনোই ছিল না; অন্যদিকে, সেই সকালে মেয়েটির কাছ থেকে আমি কিছুই চাইনি, শুধু তার মঙ্গল কামনা করছিলাম এবং চেয়েছিলাম সেই নির্মম প্রয়োজন থেকে সে মুক্ত হোক যে-প্রয়োজন তাকে যৎসামান্য খাদ্যের জন্য নিজেকে বিনিময়যোগ্য করতে বাধ্য করেছিল, এবং আমি চেয়েছিলাম সে সুখী হোক; এবং তার কাছ থেকে আমি আর কিছুই চাইনি, শুধু তার কথা ভাবতে চেয়েছিলাম, এবং ভেড়ার মধ্যে, মেষগুলোর মধ্যে, বৃষদলের মধ্যে, বৃক্ষরাজিতে, মঠটির আঙিনা সুখস্নাত ক'রে দেয়া অমল আলোর মধ্যে তাকে দেখতে চেয়েছিলাম।

এখন আমি জানি যে মঙ্গল বা শুভই প্রেমের কারণ এবং যা ভালো বা শুভ, জ্ঞান তার সংজ্ঞা নির্ধারণ করে, এবং লোকে কেবল তা-ই ভালোবাসতে পারে যা তারা ভালো বলে জেনেছে, অথচ অন্যদিকে, আমি আসলেই জেনেছিলাম যে মেয়েটি সেই কোপনস্বভাব প্রবণতার একটা ভালো উদাহরণ, কিন্তু ইচ্ছার পক্ষে মন্দ। কিন্তু আমি অসংখ্য সব দ্বন্দ্বমুখর আবেগের কবজাতে ছিলাম, কারণ আমি যা অনুভব করেছিলাম তা ছিল সেই শিক্ষকেরা যে পবিত্রতম ভালোবাসার কথা বলেন ঠিক তা-ই সেটা আমার মধ্যে এমন একটা পরমানন্দ সৃষ্টি করেছিল যেখানে আশুক ও মাশুক একই জিনিস কামনা করে (এবং রহস্যময় অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে আমি সে-মুহূর্তে জানতাম যে মেয়েটি তা সে যে-ই হোক না কেন ঠিক সেসব জিনিসই চাইছিল যা আমি চাইছিলাম) এবং তার প্রতি আমার ঈর্ষা হলো, তবে সেটা প্রথম করিন্থীয়তে পল যেটার নিন্দা করেছেন সেই মন্দ ধরনের ঈর্ষা নয়, বরং *The Divine Names*-এ ডায়োনিসিয়াস যেটার কথা বলেছিলেন সে-রকম, যেখানে ঈশ্বরকে ঈর্ষাতুর বলা হয়েছে, কারণ তিনি তাঁর সব সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা অনুভব করেন (এবং মেয়েটিকে আমি ঠিক এই জন্যই ভালোবেসেছিলাম, কারণ মেয়েটির অস্তিত্ব ছিল এবং সে ছিল বলেই আমি সুখী ছিলাম, হিংসুক নয়)। আমি সে-রকমভাবে ঈর্ষাতুর ছিলাম, অ্যাঞ্জেলিক ডক্টরদের কাছে যে ঈর্ষাপরায়ণতা motus in amatum[৩], বন্ধুত্বের ঈর্ষাকাতরতা, যা আমাদেরকে সেই সব ক্ষতির বিরুদ্ধে চলতে প্রেরণা জোগায় যা প্রেমিকার ক্ষতি করতে পারে (এবং মেয়েটি তখন সে পুরুষের করায়ত্তে ছিল, যে কিনা মেয়েটির দেহ কিনছিল এবং নিজের জঘন্য যৌনকামনা দিয়ে সেটা দূষিত করছিল, সেই লোকের শক্তির হাত থেকে তাকে বাঁচাবার স্বপ্ন দেখছিলাম)।

এখন আমি জানি, সেই পবিত্র শিক্ষক যেমনটা বলেছিলেন, প্রেম যদি অত্যধিক হয় তবে তা প্রেমাস্পদের ক্ষতির কারণ হতে পারে। এবং আমারটি অত্যধিকই ছিল বটে। তখন আমার মনে কী অনুভূতি হয়েছিল সে কথা আমি বোঝাবার চেষ্টা করেছি, যা অনুভব করেছি তার সাফাই গাওয়ার চেষ্টা করিনি। আমার যৌবনের পাপপূর্ণ নিবিড় সংরাগ কী ছিল, সে কথাই বলছি আমি। নিঃসন্দেহে মন্দই ছিল সেসব, কিন্তু সত্য আমাকে এ কথা বলতে বাধ্য করছে যে সে-সময় আমার কাছে

BanglaBook.org

সেটাকে খুবই ভালো ব'লে মনে হয়েছিল। এবং যে ব্যক্তি প্রলোভনের জালে ধরা পড়তে পারে, যেমনটা আমি পড়েছিলাম, তার জন্য এটা একটা সতর্কবাণী হয়ে থাক। আজ এই বৃদ্ধ মানুষটি এ ধরনের প্ররোচনা এড়াবার হাজারটা উপায় জানে। এবং আমি ভাবি, কতই-না গর্ব করতে পারতাম আমি সেসব নিয়ে; কারণ, দুপুরবেলার শয়তানের প্ররোচনা থেকে আমি মুক্ত; যদিও অন্যগুলোর কাছ থেকে নয়, আর তাই আজ নিজেকে শুধাই যে আমি এখন যা করছি তা কি স্মরণ-এর জাগতিক সংরাগের বশীভূত হয়ে পড়া নয়, সময়ের প্রবাহ আর মৃত্যুকে ফাঁকি দেবার নির্বোধ প্রচেষ্টা নয়?

এরপর, যেন একটা জাদুকরী প্রবৃত্তির সাহায্যে আমি নিজেকে রক্ষা করলাম প্রকৃতি এবং আমার চারপাশে মানুষের যেসব সৃষ্টিকর্ম রয়েছে সেসবের মধ্যে মেয়েটি এসে আমার সামনে আবির্ভূত হলো। আমার আত্মার এক তৃপ্ত স্বজ্ঞার সুবাদে আমি তখন সেসব সৃষ্টি নিয়ে এক নির্ভার চিন্তায় মগ্ন হতে চাইলাম। দেখলাম, রাখালেরা গোয়াল থেকে গরুগুলোকে বের ক'রে আনছে, শুয়োরপালকেরা শুয়োরগুলোকে খাবার দিচ্ছে, মেষপালকেরা কুকুরগুলোর উদ্দেশে হাঁক পাড়ছে ভেড়াগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে আসার জন্য; চাষীরা ভাঙানো গম আর যব নিয়ে কলে যাচ্ছে, তারপর উপযুক্ত খাবারের বস্তা নিয়ে বেরিয়ে আসছে। আমি প্রকৃতির ধ্যানে হারিয়ে গেলাম, আমার যত চিন্তাভাবনা সব ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করলাম, এবং যে জিনিস যেমন সেটাকে সেভাবেই দেখার চেষ্টা করলাম, চেষ্টা করলাম মনের আনন্দে সেগুলোকে দেখে নিজেকে ভুলে যেতে।

মানুষের প্রায়শ-বিকৃত জ্ঞানের ছোঁয়া এখন অব্দি না-পাওয়া প্রকৃতির দৃশ্য কতই-না চমৎকার!

আমি সেই মেষশাবকটিকে দেখতে পেলাম, সেটাকে যেন সেটার পবিত্রতা এবং সদ্‌গুণের স্বীকৃতি হিসেবেই নামটি দেয়া হয়েছে। সত্যি বলতে কি, বিশেষ্য 'agnus' এই কথা থেকে এসেছে যে এই প্রাণীটি 'agnoscit[৪]'; সেটা তার মাকে চিনতে পারে, মেষের পালের মধ্যেও তার মায়ের গলা চিনতে পারে, আবার অন্যদিকে তার মা-ও একই আকৃতি-প্রকৃতির অসংখ্য মেষের মধ্যে একই রকম ডাকাডাকির মধ্যে সব সময়ই তার বাচ্চার ডাক চিনতে পারে, তাকে আদর-যত্ন করে। মেষটিকে দেখতে পেলাম আমি, যেটাকে 'ovis' বলা হয় 'ab oblatione[৫]' থেকে, কারণ সেই একেবারে আদি আমল থেকে বিসর্জনমূলক কৃত্যানুষ্ঠানে সেটা কাজে লেগেছে; সেই মেষ শীতকাল এলে যেটা ঘাসের জন্য লোভাতুর হয়ে ওঠে এবং তৃণভূমিগুলো তুষারে বিশীর্ণ হয়ে যাওয়ার আগেই নিজের পেটে জাবনা ঠেসে উদরপূর্তি ঘটায়। আর কুকুর মেষের পালের ওপর নজর রাখে এবং কুকুরগুলোকে 'canes' বলা হয়, এসেছে ক্রিয়াপদ 'canor[৬]' (ঘেউ ঘেউ করা) থেকে, সেগুলোর ঘেউ ঘেউ ডাকের জন্য। প্রাণীদের মধ্যে সেরা প্রাণী, প্রত্যক্ষণের এক উৎকৃষ্ট প্রকৃতিদত্ত গুণের অধিকারী কুকুর তার প্রভুকে চিনতে পারে, এবং বনের মধ্যে হিংস্র জীবজন্তু শিকারের জন্য, মেষের পালকে নেকড়ের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়; প্রাণীটি তার প্রভুর বাড়ি-ঘর আর বাচ্চাকাচ্চাদের দেখে রাখে, এবং মাঝেমধ্যে (এই) প্রতিরক্ষার কাজ করতে গিয়ে মারা পড়ে। রাজা গারামান্ট, যাঁকে তাঁর শত্রুরা বন্দি ক'রে কারাগারে নিক্ষেপ করেছিল, তাঁকে দুশো কুকুরের একটা পাল তাঁর শত্রুসৈন্যের পাশ দিয়েই নিজের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিল; জেসন লিসিয়াসের

কুকুর তার প্রভুর মৃত্যুর পর আমৃত্যু কোনো খাদ্য গ্রহণ করেনি এবং রাজা লাইসিমেকাসের কুকুর সহমরণে যাওয়ার জন্য তার চিতায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। নিজের ক্ষত জিভ দিয়ে চেটে সারিয়ে তোলার ক্ষমতা আছে কুকুরের এবং তার ছানাগুলোর জিভ আন্ত্রিক ক্ষত সারিয়ে তুলতে পারে। প্রাকৃতিকভাবেই কুকুর ভক্ষণকৃত খাদ্য খাবার খেতে পারে, বমি ক'রে ফেলে দেবার পর। কুকুরের স্থৈর্য চৈতন্যের নিখুঁতত্বের প্রতীক, সেটার জিভের অলৌকিক শক্তি যেমন স্বীকারোক্তি ও অনুতাপের মাধ্যমে পাপমুক্তির প্রতীক। কিন্তু নিজের বমির কাছে কুকুরের ফিরে যাওয়াও একটা চিহ্ন যে স্বীকারোক্তির পর আমরা আবার আমাদের আগের পাপেই লিপ্ত হই, আর সেদিন সকালে, যখন আমি প্রকৃতির বিস্ময়গুলো উপভোগ করছিলাম আমার মনকে সতর্ক ক'রে দেয়ার ক্ষেত্রে এই নীতিটি খুব কাজে দিয়েছিল আমার।

এদিকে আমার পদক্ষেপ আমাকে গরুর গোয়ালের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল, সেখান থেকে সেগুলো তাদের রাখালের নেতৃত্বে দলে দলে বের হয়ে আসছিল। সেগুলো যেমন ছিল এবং আছে ঠিক সেভাবেই সেগুলোকে দেখলাম আমি তৎক্ষণাৎ, বন্ধুত্বের আর শুভত্বের প্রতীক হিসেবে, কারণ প্রতিটি ষাঁড়ই কাজের ক্ষেত্রে জোয়ালে তার সঙ্গীর শরণাপন্ন; যদি কোনো কারণে তার সঙ্গী অনুপস্থিত থাকে, তখন ষাঁড়টি তাকে খুব স্নেহভরা কণ্ঠে হাম্বা রবে ডাকে। বৃষ্টির সময় নিজেরাই গোয়ালে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারটা গবাদি পশুগুলো বাধ্যগতভাবে শিখে নেয়। আর যখন তারা জাবনা খাওয়ার বড়ো গামলায় আশ্রয় নেয় তখন তারা বারবার তাদের গলা বাড়িয়ে দেখতে চায় আবহাওয়া ভালো হলো কি না। কারণ তারা ফের কাজে লেগে পড়তে উৎসাহী থাকে। সেই সময় গোয়ালঘর থেকে গবাদি পশুগুলোর সঙ্গে সেগুলোর বাছুরও এসেছিল, যাদের নাম 'vituli' (বাছুর) এসেছে 'viriditas' (তারুণ্য) বা 'virgo'[৭] (কুমারী) থেকে, কারণ সেই বয়সে তারা তখনো তরতাজা (fresh), তরুণ আর পবিত্র, এবং তাদের সেই মনোহর চলাফেরার মধ্যে মেয়েটির ছবি দেখে – যে মেয়েটি পবিত্র ছিল না – আমি নিজেকে বললাম যে আমি আগেও ভুল করেছিলাম, এখনো ভুলই ছিলাম। ততক্ষণে জগৎ আর নিজের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া ক'রে নিয়ে এবং সেই প্রভাতকালের আনন্দঘন কাজকর্ম দেখতে দেখতে আমি এসব কথা ভাবলাম। এবং তারপর আর আমি সেই মেয়েটির কথা ভাবলাম না, বা, বলা যায়, তার জন্যে আমি যে আকুলতা অনুভব করেছিলাম সেটাকে আমি অভ্যন্তরীণ একটি সুখ এবং ভক্তিজড়িত শান্তিতে রূপান্তরিত করার একটা চেষ্টা করেছিলাম।

আমি আপনমনে ভাবলাম দুনিয়াটা বেশ সুন্দর আর চমৎকার। এ-ও মনে হলো যে অনোরিয়াস অগাস্টোডুনিয়েনসিস[৮] যেমন বলেছিলেন, ঈশ্বরের মহত্ত্ব সবচেয়ে ভয়ংকর জীবজন্তুর মধ্যেও প্রকাশিত হয়েছে। এ কথা তো সত্যিই যে বিশাল বিশাল এমন সাপও আছে সেগুলো মদ্দা হরিণও গিলে ফেলে, সাঁতরে সমুদ্র পার হয়ে যায়, রয়েছে bestia cenocroca যার শরীরটা গাধার, শিং আইবেক্স-এর, বুক ও থাবা সিংহের, খুর ঘোড়ার কিন্তু তা ষাঁড়ের মতো বিভাজিত, মুখের জায়গাটা এমন একটা চেরা যা দু'কান অব্দি পৌঁছেছে, কণ্ঠ প্রায় মানুষের মতো, আর দাঁতের

BanglaBook.org

জায়গায় রয়েছে স্রেফ একটা। নিরেট হাড়। এ ছাড়াও রয়েছে ম্যান্টিকোর (manticore) যার মুখটা মানুষের মতো, দাঁত তিন সারি, দেহটা সিংহের, লেজ কাঁকড়াবিছের, রক্তচক্ষু, কণ্ঠস্বর যেন সাপের হিসহিস ধ্বনি, নরমাংসের জন্য লোভাতুর। আর আছে পায়ের আট আঙুলঅলা সব দৈত্য-দানো, নেকড়ের মতো নাক ও মুখের সামনে সামনের দিকে বেরিয়ে-থাকা অংশ, বাঁকা নখর, ভেড়ার গাত্রচর্ম, আর কুকুরের পিঠ, বয়সকালে যে প্রাণী সাদা না হয়ে কালো হয়ে যায় এবং আমাদের চাইতে বহু বছর বেশি বাঁচে। এ ছাড়াও আছে কাঁধে চোখবিশিষ্ট এবং নাসারন্ধ্রের বদলে বুকে দুই গর্তবিশিষ্ট প্রাণী, কারণ তাদের মাথা নেই, আর গঙ্গা নদীর ধার ঘেঁষে বাস করা কিছু প্রাণী, যারা একটা বিশেষ ধরনের আপেলের গন্ধ শুঁকে প্রাণ ধারণ করে এবং সেই গন্ধের কাছ থেকে দূরে গেলে মরে যায়। কিন্তু এসব বদখত প্রাণীও তাদের এই বিচিত্রতা নিয়ে স্রষ্টার আর তাঁর প্রজ্ঞার গুণগান করে। যেমন করে কুকুর, ষাঁড়, মেষের দল, ভেড়া আর লিংক্স। ভিনসেন্ট বেলোভাসেনসিস[৯]-এর কথার পুনরাবৃত্তি ক'রে আমি আপনমনে বললাম, এই জগতের সবচেয়ে অকিঞ্চিৎকর সৌন্দর্য কতই-না অসাধারণ, এবং গোটা মহাবিশ্বের জন্য এমন সুরুচিসম্মতভাবে সাজিয়ে রাখা বস্তুসমূহের প্রকার, সংখ্যা আর ক্রমই কেবল নয়, বরং সেই সঙ্গে নানান সময়ের পুনরাবর্তন যা প্রতিনিয়তই নানান ক্রম ও অধঃপতনের মধ্যে দিয়ে উদ্‌ঘাটিত হয়, যা জন্মেছে তার মৃত্যুচিহ্নিত হয়ে, এসবের বিবেচনা যুক্তিবুদ্ধির দৃষ্টির কাছে কতই-না মনোরম। স্বীকার করছি, আমি পাপী হলেও, আমার আত্মা এখনো যৎকিঞ্চিৎ সময়ের জন্য ভোগাকাঙ্ক্ষায় বন্দি হলেও, আমি তখন স্রষ্টার প্রতি আধ্যাত্মিক মধুরতায় তাড়িত হয়েছিলাম, এবং আনন্দপূর্ণ শ্রদ্ধাভরে আমি সৃষ্টির মহত্ত্ব আর অবিচলতার প্রশংসা করলাম।

এমন একটা চমৎকার মানসিক অবস্থায় আছি, এই সময় হঠাৎ আমার গুরুকে দেখতে পেলাম। নিজের অজান্তে পায়ে পায়ে চলতে চলতে কখন যেন মঠটাকে প্রায় এক পাক খেয়ে ফেলেছি, দেখি দু'ঘণ্টা আগে দু'জন যেখান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলাম সেখানেই এসে পৌঁছেছি। উইলিয়াম সেখানেই দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং তিনি যা বললেন তা আমাকে আমার চিন্তার জগৎ থেকে ঝাঁকি দিয়ে আমার মনকে আবার মঠের আবছায়া রহস্যের দিকে টেনে নিল।

উইলিয়ামকে বেশ হাসিখুশী আর সন্তুষ্ট বলে মনে হলো। তার হাতে ভেনানশিয়াসের পার্চমেন্ট, শেষ অব্দি তিনি সেটার পাঠোদ্ধার করতে পেরেছেন। অবিবেচক কানগুলো থেকে দূরে, তার কুঠুরিতে গেলাম আমরা, এবং তিনি যা পড়েছেন সেটা তিনি আমাকে অনুবাদ ক'রে শোনালেন। (রাশিচক্র ভিত্তিক বর্ণমালায় লেখা বাক্যটির পর (Secretum finis africae manus supra idolum primum et septimum de quatuor[১০]) গ্রীক টেক্সটটি যা বলছিল তার মানে এই :

ভয়ংকর বিষ, যা বিশুদ্ধতা দেয়...

BanglaBook.org

শত্রু বিনাশের সর্বোত্তম আয়ুধ...

সাদামাটা হীন ও কুৎসিত মানুষদের ব্যবহার করো, তাদের দোষত্রুটি থেকে আনন্দ নাও...তাদেরকে মরতে দেয়া চলবে না...অভিজাত এবং ক্ষমতাবানদের বাড়িতে নয়, বরং চাষীদের গ্রামে, প্রচুর খানাপিনার পর... গুঁড়ি মেরে বসা দেহ, বিকৃত সব মুখ।

তারা কুমারীদের ধর্ষণ করে এবং বেশ্যাদের সাথে শোয়, মন্দের সঙ্গে নয়, নির্ভয়ে।

একটা ভিন্ন সত্য, সত্যের এক ভিন্ন ছবি...

শ্রদ্ধাস্পদ ডুমুর

নির্লজ্জ পাথর সমতল ভূমির ওপর দিয়ে গড়িয়ে যায়...চোখের সামনে দিয়ে।

ছলনা প্রয়োজনীয় এবং দরকার প্রতারণায় আকস্মিকতা (surprise), যা বিশ্বাস করা হয় তার ঠিক উলটোটা বলা দরকার, দরকার একটা কথা ব'লে তার উল্টোটা বোঝানো।

উচ্চিংড়ে তাদের উদ্দেশে মাটি থেকে গান গিয়ে উঠবে।

এ-ই সব। আমার মতে, খুবই কম, প্রায় শূন্য। কথাগুলো প'ড়ে কোনো পাগলের প্রলাপ বলে মনে হলো এবং উইলিয়ামকে আমি সে কথা বললামও।

'হতে পারে। আর আমার অনুবাদের কারণে এটাকে আরো উদ্ভট বলে মনে হচ্ছে। গ্রীক ভাষাটা সম্পর্কে আমার জ্ঞান খুব কম। কিন্তু তারপরেও। এমনকি এটা যদি ধরেও নিই যে ভেনানশিয়াস পাগল ছিল বা সেটার লেখক পাগল ছিল, তাতেও এ কথা জানা যাবে না যে কেন এত লোক – তাদের মধ্যে সবাই পাগল নয় – প্রথমে বইটা লুকোতে আর তার পরে সেটা পুনরুদ্ধার করতে গিয়ে মহা ঝামেলায় জড়িয়েছিল...'

'কিন্তু এখানের লেখা কথাগুলো কি সেই রহস্যময় বই থেকে আসা?'

'কোনো সন্দেহ নেই সেগুলো ভেনানশিয়াসের লেখা। তুমি নিজেই তা দেখতে পাবে : এটা কোনো প্রাচীন পার্চমেন্ট নয়, এবং এগুলো নিশ্চয়ই বইটা পড়ার সময় তার লেখা নোটই হবে, না হলে ভেনানশিয়াস গ্রীকে লিখত না। সে নিশ্চয়ই finis Africae থেকে চুরি করা বইটায় পাওয়া কিছু কথা নকল করেছিল, সেগুলোর একটা সারসংক্ষেপ ক'রে। স্ক্রিপ্টোরিয়ামে নিয়ে গিয়ে লেখাটা সে পড়তে থাকে এবং যেগুলো তার কাছে জরুরি বলে মনে হয় সেগুলো টুকে রাখে। এরপর কিছু একটা ঘটে। হয় সে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল অথবা সে শুনতে পেয়েছিল কেউ ওপরে উঠে আসছে। কাজেই তখন সে নোটপত্তরসহ বইটা ডেস্কের নীচে লুকিয়ে রাখে, সম্ভবত পরদিন সন্ধ্যায় সেটা আবার নিয়ে যাবে এ কথা ভেবে। সে যা-ই হোক, রহস্যময় বইটার স্বরূপ বা প্রকৃতি পুনর্নির্মাণ করার জন্য এই পৃষ্ঠাটাই আমাদের সম্ভাব্য যাত্রাবিন্দু, আর বইটার স্বরূপের মধ্যে দিয়েই কেবল

আমরা খুনীর স্বরূপ অনুমান করতে পারব। কারণ, কোনো কিছু অর্জন করার জন্য যে-অপরাধ করা হয় সেই জিনিসটির স্বরূপ সেই আততায়ীর স্বরূপ সম্পর্কে আমাদের একটা ধারণা দেয়, তা সেটা যত আবছাই হোক। কেউ যদি সামান্য কিছু সোনাদানার জন্য খুন করে তাহলে সে নিশ্চয়ই লোভী কেউ হবে; যদি বইয়ের জন্য খুন করে সেক্ষেত্রে সে নিশ্চয়ই সেই বইটার রহস্য যাতে আর কারো কাছে প্রকাশ না পায় সে ব্যাপারে উৎকণ্ঠিত। কাজেই যে-বইটা আমাদের কাছে নেই সেটায় কী আছে সেটা আমাদের জানতেই হবে।'

'আর এ অল্প ক'টি লাইন থেকে আপনি বুঝে ফেলতে পারবেন বইটা কী নিয়ে লেখা?

'প্রিয় আদ্‌সো, মনে হচ্ছে এগুলো কোনো পবিত্র গ্রন্থের কথা, যেটার মানে আক্ষরিক নয়। ভাণ্ডারীর সঙ্গে কথা বলার পর, আজ সকালে এগুলো পড়ে আমি এটা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম যে এখানেও সাধারণ গোবেচারা মানুষজন আর চাষীদেরকে জ্ঞানী লোকেরা যেটাকে সত্য বলে মনে করেন তার চাইতে ভিন্ন কোনো সত্যের ধ্বজাধারী ব'লে ইঙ্গিত করা হয়েছে। ভাণ্ডারী এ-ব্যাপারে একটা ইঙ্গিত দিয়েছিল যে মালাকির সঙ্গে তার অদ্ভুত একটা যোগসাজশ আছে। এমন কী হতে পারে যে মালাকি এমন কোনো ভয়ংকর ধর্মদ্বেষিতামূলক লেখা লুকিয়ে রেখেছে যেটা রেমেজিও তাকে বিশ্বাস ক'রে রাখতে দিয়েছিল? সেক্ষেত্রে ভেনানশিয়াস হয়ত তা পড়ে থাকতে পারে এবং সবকিছুর বিরুদ্ধে, সবার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-করা অভব্য আর নীচু কিছু লোকের একটা সম্প্রদায় সম্পর্কে কিছু রহস্যময় নির্দেশ সেই বইয়ে লিখে রেখেছিল?'

'কিন্তু?'

'কিন্তু দুটো ব্যাপার আমার এই তত্ত্ব প্রকল্প বা হাইপোথিসিসটার সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না। প্রথমটা হলো, ভেনানশিয়াসের যে এসব ব্যাপারে উৎসাহ ছিল তা মনে হয়নি। সে ছিল গ্রীক টেক্সটের অনুবাদক, ধর্মদ্বেষিতার প্রচারক নয়। অন্যটা হচ্ছে, ডুমুর, পাথর আর উচ্চিংড়ে-সংক্রান্ত বাক্যগুলো ওই প্রথম তত্ত্ব প্রকল্প দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না।'

'হতে পারে ওগুলো কোনো ধাঁধা, অন্য কোনো মানে আছে সেসবের,' আমি সাহস ক'রে বললাম, 'নাকি আপনার অন্য কোনো তত্ত্ব প্রকল্প আছে?'

'তা আছে, কিন্তু সেটা এখনো বেশ ভাসা-ভাসা। এই পৃষ্ঠাটা পড়ার সময় আমার মনে হয়েছে এখানের কিছু কিছু কথা আমি আগে যেন কোথাও পড়েছি, এবং কিছু কিছু শব্দবন্ধ যেগুলো প্রায় একই রকম, যেগুলো আমি অন্য কোথাও পড়েছি, সেগুলো বারবার আমার মনে পড়ে যাচ্ছে। আসলে, আমার কাছে মনে হচ্ছে, এই পৃষ্ঠায় এমন কিছু সম্পর্কে বলা হয়েছে যেগুলো নিয়ে গত কয়েক দিনে কথা হয়েছে...কিন্তু ঠিক মনে পড়ছে না কী। আমাকে ভেবে দেখতে হবে। সম্ভবত আমাকে অন্য কিছু বইপত্র ঘাঁটতে হবে।'

'কেন? এক বইয়ে কী আছে তা জানার জন্য আপনাকে অন্য বই পড়তে হবে?'

BanglaBoi.org

'মাঝে মাঝে এমন হয়। প্রায়ই এক বই অন্য বইয়ের কথা বলে। মাঝে মাঝে নির্দোষ একটা বই এমন একটা বীজের মতো হয় যেটা অন্য কোনো বিপজ্জনক বই হয়ে ফুটে উঠবে, অথবা এর উলটোটাও হয় : তখন সেটা হয় কোনো তিক্ত কাণ্ডের মিষ্টি ফল। অ্যালবার্ট পড়তে গিয়ে কি আমি জানতে পারি না টমাস কী বলে থাকতে পারেন? বা টমাস (এর লেখা) পড়ে কি আমি জানতে পারি না আবু রুশদ কী বলেছিলেন?

'তা ঠিক,' বিস্ময়াভিভূত হয়ে আমি বলে উঠলাম। 'এতদিন আমি ভাবতাম প্রতিটি বই নানান জিনিস, মানুষজন বা স্বর্গীয় ব্যাপার নিয়ে কথা বলে, যেগুলো সেই বইয়ের বাইরের জিনিস। এখন আমি উপলব্ধি করলাম, বইগুলো প্রায়ই অন্য বইয়ের কথা বলে : যেন তারা নিজেদের মধ্যে কথা বলে। আর এই ভাবনার আলোয় গ্রন্থাগারটাকে আমার আগের চাইতে আরো উদ্বেগজনক ব'লে মনে হলো। এটা তাহলে দীর্ঘ, বহু শতাব্দী পুরোনো কলতানের, এক পার্চমেন্টের সঙ্গে আরেক পার্চমেন্টের বোধাতীত সংলাপের একটি স্থান, একটা জীবন্ত জিনিস, ক্ষমতার এমনই এক আধার যা কোনো মানব মন শাসন করতে পারবে না, বহু মন থেকে উৎসারিত নানান রহস্যের এক সম্পদ, যা তাঁদের মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকে যাঁরা সেসব পার্চমেন্ট সৃষ্টি করেছিলেন বা যাঁরা সেসবের বার্তাবহ ছিলেন।'

'কিন্তু সেক্ষেত্রে,' আমি বললাম, 'যদি না-লুকিয়ে রাখা বইগুলো থেকে আপনি লুকিয়ে-রাখা বইগুলোর কথা জানতে পারেন তাহলে বইগুলো লুকানোর দরকার কী?'

'কয়েক শতাব্দীর বেলায় এটা কোনো কাজেই দেয়নি। একদিন দুদিনের জন্য দরকার হয়েছে খানিকটা। দেখলেই তো, আমরা কেমন হতভম্ব হয়ে পড়েছি।'

'কিন্তু তাহলে একটা গ্রন্থাগার কি সত্য ছড়িয়ে দেবার উপায়, নাকি সেই সত্যের আবির্ভাব বিলম্বিত করার উপায়?' হতভম্ব হয়ে আমি জিগ্যেস করলাম।

'সব সময় নয়, সব ক্ষেত্রে নয়। কিন্তু এক্ষেত্রে তো বটেই।'

টীকা

১. **টেক্সট** : amor est magis cognitivus quam cognito

অনুবাদ : প্রেম প্রজ্ঞার চাইতে জ্ঞানী।

২. **টেক্সট** : intus et in cute

BanglaBook.org

অনুবাদ : ভেতরে এবং বাইরে

৩. **টেক্সট :** motus in amatum

অনুবাদ : প্রেমাস্পদের জন্য (একটা) অনুভূতি

৪. **টেক্সট :** 'agnus'... 'agnoscit'

অনুবাদ : 'মেষশাবক'...'চিনতে পারে'

ভাষ্য : সেভিলের ইসিডোর রচিত থেকে *Etymologies* ১২.১.১২

৫. **টেক্সট :** 'ovis' 'ab oblatione'

অনুবাদ : 'মেষ বা ভেড়া' 'নৈবেদ্য থেকে'

ভাষ্য : সেভিলের ইসিডোর রচিত থেকে *Etymologies* ১২.১.৯

৬. **টেক্সট :** 'canes' বলা হয়, এসেছে ক্রিয়াপদ 'canor'

অনুবাদ : 'কুকুর'...'ঘেউ ঘেউ করা'

ভাষ্য : সেভিলের ইসিডোর রচিত থেকে *Etymologies* ১২.২.২৫

৭. **টেক্সট :** 'vituli'... 'viriditas' 'virgo'

অনুবাদ : 'বাছুর' 'তারুণ্য... 'কুমারী'

ভাষ্য : সেভিলের ইসিডোর রচিত থেকে *Etymologies* ১২.১.৩২

৮. **অনোরিয়াস অগাস্টোডুনিয়েনসিস :** Honorius Augustoduniensis, জন্ম আনুমানিক ১০৮৫ মৃত্যু আনুমানিক ১১৫৬ খৃষ্টাব্দ। জনপ্রিয় বেনেডিক্টীয় দার্শনিক এবং ধর্মতাত্ত্বিক। তিনি রেজেন্সবার্গ-এর আইরিশ বেনেডিক্টীয়দের সঙ্গে যোগ দেন। বিভিন্ন বিষয়ের ওপর অনেক লেখালেখি করেছেন তিনি। তাঁর লেখার ধরনটা ভারিক্কি নয়, বেশ প্রাঞ্জল, এবং মোটামুটিভাবে সাধারণ মানুষের পক্ষে বোধগম্য। ফলে বলা যায়, যাজকীয় ধরনের লেখা জনপ্রিয় করার ব্যাপারে তাঁর একটা ঝোঁক ছিল। তাঁর সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে *Imago mundi* – পপুলার কসমোলজি এবং ভূগোলের একটা বিশ্বকোষ, যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পৃথিবীর এক কালানুক্রমিক ইতিহাস। ইউক্যারিস্টে যীশুর প্রকৃত বা বাস্তব উপস্থিতি এবং যাজকমণ্ডলীর অত্যন্ত শক্ত নৈতিক অবস্থানের কট্টর সমর্থক হনোরিয়াসের দাবি – অত্যন্ত গর্হিত কোনো অপরাধে সংশ্লিষ্ট অবস্থাতেও কোনো যাজকের পরিচালিত স্যাকরামেন্ট সিদ্ধই থাকে; তবে তাঁকে যদি বহিষ্কার করা হয়ে থাকে, তাহলে অবশ্য সেই স্যাকরামেন্ট অসিদ্ধ ব'লে গণ্য হবে। তিনি আরো বলতেন, 'ঈশ্বরই হচ্ছে সবকিছু সারাৎসার (substance),' যদিও তা কোনো প্রাণীর পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব নয়, যদিও তারা সবাই

BanglaBook.org

সেই সারাৎসারে উপস্থিত। যা-কিছু সৃষ্টি হয়েছে তার সবই 'ভালো বা শুভ'; এ শব্দটি এবং সারাৎসার অভিন্ন। আর, 'মন্দ বা অশুভ' সারাৎসারের প্রতিপক্ষ বা বিপরীত কিছু নয়। ঈশ্বর যে মন্দ বা অশুভকে জগতে অবস্থানের অনুমোদন দিয়েছেন তার কারণ নান্দনিক। তিনি হচ্ছেন পরম শিল্পী, যিনি মন্দ বা অশুভকে ভালো বা শুভর বিপরীতে দাঁড় করিয়ে ভালোর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন এবং সেটাকে আরো দেদীপ্যমান ক'রে তোলেন।

৯. **Vincent Bellovacensis** (মৃত্যু আনুমানিক ১২৬৪ খৃষ্টাব্দ) ফরাসী ডমিনিকান মধ্যযুগীয় বিশ্বকোষ রচয়িতা।

১০. **টেক্সট** (Secretum finis africae manus supra idolum primum et septimum de quatuor)

অনুবাদ : 'আফ্রিকার শেষ-এর জন্য চারের প্রথম এবং সপ্তমটির ওপর প্রতিমায় হাত রাখো।" এই কথাটাই টেক্সটে 'প্রতিমার ওপর রাখা হাতটা চারের প্রথম এবং সপ্তমটির ওপর কাজ করে...' এভাবে অনুবাদ করা হয়েছে।

BanglaBook.org

চতুর্থ দিন

সেক্সট

যেখানে আদ্‌সো ট্রাফল (কন্দ) খুঁজতে যায় এবং মাইনরাইটদের পৌঁছাতে দেখে, তাঁরা উইলিয়াম আর উবার্তিনোর সঙ্গে খানিকক্ষণ আলাপ করেন, এবং বাইশতম (John) সম্পর্কে মন খারাপ করা কিছু কথা জানা যায়।

এসব বিবেচনার পর আমার প্রভু আর এগোতে চাইলেন না। আগেই বলেছি, মাঝে মাঝে তিনি একেবারে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়তেন, যেন নক্ষত্রদের অন্তহীন পুনরাবর্তন থেমে গেছে, আর তিনিও সেটার সঙ্গে আর সেগুলোর সঙ্গে নিশ্চল হয়ে পড়েছেন। তো, সে-রকমই ঘটেছিল সেই সকালে। শূন্যের দিকে তাকিয়ে তিনি তাঁর খড়ের গদির ওপর সটান হয়ে শুয়ে পড়লেন, তাঁর হাত দুটো ভাঁজ হয়ে বুকের কাছে পড়া, ঠোঁট দুটো নড়ছে না বললেই চলে, যেন তিনি কোনো প্রার্থনা করছেন কিন্তু অনিয়মিতভাবে, কোনো রকম আত্মনিবেদন ছাড়াই।

আমার মনে হলো তিনি কিছু চিন্তা করছেন এবং আমি তাঁর সেই তন্ময় চিন্তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলাম। আঙিনার দিকে চলে এলাম আমি, দেখলাম সূর্যটা মিইয়ে এসেছে। গোড়ার দিকে সুন্দর আর পরিষ্কার থাকলেও – দিনটার প্রথমার্ধের শেষ পর্যায় ঘনিয়ে আসতে আসতে – সকালটা স্যাঁতসেঁতে আর কুয়াশাচ্ছন্ন হতে শুরু করেছিল। উত্তর থেকে ভারী ভারী মেঘ সরে আসতে শুরু করছিল এবং পাহাড়চূড়োর ওপর আগ্রাসন চালাচ্ছিল, সেটাকে হালকা কুয়াশায় ঢেকে ফেলছিল। কুয়াশা-ই মনে হচ্ছিল সেটাকে, এবং সম্ভবত সেই কুয়াশাও মাটি থেকে উঠে আসছিল, কিন্তু ওই উচ্চতায় নিচ থেকে আসা আর উপরের দিক থেকে নীচে নেমে আসা কুয়াশা আলাদা ক'রে চিনতে পারাটা কঠিন ছিল। আরো দূরের ভবনগুলোর আকার ঠাহর করা মুশকিল হয়ে উঠছিল।

দেখতে পেলাম সেভেরিনাস বেশ উৎফুল্লভাবে শুয়োরপালকদের আর তাদের জন্তুগুলোর বেশ কিছুকে জড়ো করছেন। তিনি আমাকে বললেন, তিনি পাহাড়ে ঢাল বেয়ে নামতে যাচ্ছেন, উপত্যকায়, ট্রাফলের খোঁজে। বড়ো বড়ো গাছের নীচে ছোটো ছোটো গাছওলা ঝোপে লভ্য এই অতি উৎকৃষ্ট ফলটির সঙ্গে আমি পরিচিত ছিলাম না, উপদ্বীপটায় পাওয়া যায় সেটা এবং বিশেষ ক'রে বেনেডিক্টীয় আস্তানাগুলোতে হরহামেশাই সেগুলোর দেখা পাওয়া যায় বলে মনে হয়. তা সে নর্সিয়ার কালোগুলোই হোক, অথবা এই সব এলাকার সাদা এবং আরো সুগন্ধীময়গুলোই হোক। সেভেরিনাস আমাকে বোঝাল ট্রাফল কী, এবং যখন তা যারপরনাই বিচিত্র উপায়ে রান্না করা হয় তখন তা কেমন সুস্বাদু হয়। এবং তিনি আমাকে বললেন, জিনিসটা পাওয়া খুব কঠিন, কারণ ওটা মাটির নীচে লুকানো থাকে, ব্যাঙের ছাতার চাইতে গোপনে, কেবল শুয়োরই ঘ্রাণ শুঁকে শুঁকে

BanglaBook.org

এগুলোকে মাটি খুঁড়ে বের করতে পারে। কিন্তু খুঁজে পাওয়ার পর তারা নিজেরাই সেটা খেয়ে ফেলতে চায়, কাজেই সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে তাড়িয়ে দিতে হয় যাতে ক'রে সেখানে গিয়ে তা খুঁড়ে তোলা যায়। আমি পরে জানতে পেরেছিলাম যে সামন্তপ্রভুদের অনেকেই এই ট্রাফল শিকারকে সমীহের চোখে দেখত, এমনভাবে শুয়োরগুলোকে অনুসরণ করত যেন সেগুলো চরম অভিজাতীয় কুকুর এবং তারপর কোদাল নিয়ে চাকর-বাকররা আবার তাদের পিছু পিছু আসত। আর সত্যি বলতে কি, পরের বছরগুলোর কোনো একসময় আমার দেশের এক সামন্ত প্রভু আমি ইতালি চিনি সে-কথা জানার পর আমাকে জিগ্যেস করেছিল যে কিছু কিছু সামন্ত প্রভু শুয়োরগুলোকে চরাতে তৃণভূমিতে নিয়ে যায় কেন; এবং সে-কথা শুনে আমি হেসে ফেলেছিলাম কারণ তারা আসলে যায় ট্রাফল খুঁজতে, কিন্তু আমি যখন এই সামন্ত প্রভুকে ট্রাফলের কথা বললাম, তা খেতে বললাম, তখন তিনি মনে করলেন আমি বলেছি যে তারা 'der Teufel,' শয়তানকে, খুঁজছিল এবং তখন তিনি আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে বেশ ভক্তি ভ'রে নিজের বুকে ক্রুশ আঁকলেন। তারপর, ভুল-বোঝাবুঝিটা নিরসন হলে, আমরা দু'জনেই হেসে উঠলাম। মানুষের ভাষা এমন একটা জাদু যে মানুষের কাছে কখনো কখনো একই ধ্বনি ভিন্ন কথা বোঝায়।

সেভেরিনাসের প্রস্তুতি দেখে আমার কৌতূহল জেগে উঠল। ঠিক করলাম তাঁকে অনুসরণ করব, অবশ্য সেটা এজন্যও যে, দুঃখজনক যে ঘটনাগুলো সবাইকে পীড়িত ক'রে রেখেছে সেগুলো ভুলে থাকাও তাঁর এই শিকারে প্রবৃত্ত হওয়ার একটা কারণ; এবং আমি ভাবলাম তাঁর দুশ্চিন্তা ভুলিয়ে দিতে সাহায্য করতে গিয়ে আমি হয়ত আমারগুলো ভুলতে না পারলেও সংযত করতে পারব। সেই সঙ্গে, যেহেতু আমি সব সময় এবং কেবল সত্য বলব বলেই মনস্থির করেছি তাই এ-কথাও অস্বীকার করব না যে আমি এই গোপন চিন্তাতেও প্রলুব্ধ হয়েছিলাম যে, নীচে সেই উপত্যকায় আমি হয়ত এমন কারো এক নজর দেখা পাব যার কথা উল্লেখ করা উচিত হবে না। কিন্তু নিজের কাছে এবং প্রায় সশব্দে আমি ঘোষণা করলাম যে সেখানে যেহেতু দুটো প্রতিনিধিদল এসে পৌঁছবে বলে আশা করা যায় আমি হয়ত তাদের একটিকে দেখতে পাব।

আমরা যখন পাহাড়টার বাঁকগুলো ধরে নীচে নেমে আসছিলাম, বাগানটা আগের চাইতে পরিষ্কার হয়ে এলো। এমন নয় যে সূর্যটা আবার বেরিয়ে এসেছিল, কারণ আকাশের উপরিভাগ ঘন মেঘাচ্ছন্ন ছিল, কিন্তু জিনিসপত্তর বেশ পরিষ্কারই দেখা যাচ্ছিল, এমনকি আমাদের মাথার ওপর কুয়াশা থাকা সত্ত্বেও। সত্যি বলতে কি, খানিকটা পথ চলে আসার পরে আমি পাহাড়চূড়ার দিকে মুখ তুলে তাকালাম, কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না। উপরের দিকে, মাঝামাঝি থেকে চূড়াটা, মালভূমি, এডিফিকিয়ুম সব মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে।

যে-সকালে দুজনে এসে পৌঁছেছিলাম তখন আমরা রীতিমতো পাহাড়গুলোর মধ্যে ছিলাম, কিছু বাঁক থেকে তখনো সমুদ্র দেখা সম্ভব ছিল, অনধিক দশ মাইল বা সম্ভবত এমনকি আরো কম দূর থেকে। আমাদের ভ্রমণটা নানান চমকে ভরা ছিল, কারণ হঠাৎ ক'রেই হয়ত আমরা পাহাড়ের গায়ে ধাপবিশিষ্ট চত্বর ধরনের কোনো জায়গায় নিজেদের আবিষ্কার করলাম, যেটা হয়ত চমৎকার উপসাগরের দিকে খাড়া নেমে গেছে, তার খানিক পরেই ঢুকে পড়লাম গভীর কোনো ফাটলের

BanglaBook.org

মধ্যে, যেখানে পাহাড়ের গায়ের ভেতর থেকে পাহাড় উঠে গেছে এবং একটি পাহাড় অন্য পাহাড়ের কাছ থেকে দূরবর্তী তীরের দৃশ্যটা থেকে আড়াল ক'রে ফেলেছে, ওদিকে সূর্যের আলো গভীর উপত্যকাগুলোর ভেতর উঁকি মারতে পারছে না বললেই চলে। আগে কখনো সমুদ্র ও পাহাড়ের এমন সব সরু আর হঠাৎ হঠাৎ বেরিয়ে আসা অংশ, আল্পসীয় ভূদৃশ্যাবলি অনুবর্তী উপকূল দেখিনি আমি, যেমনটা ইতালির সেই অংশে দেখেছিলাম, আর তা ছাড়া গিরিখাতগুলোর ভেতর দিয়ে বয়ে যাওয়া বাতাসে শীতল পাহাড়ি বাত্যার সঙ্গে সমুদ্র সুগন্ধের পালাক্রমিক দ্বন্দ্বের উপস্থিতি টের পাওয়া যাচ্ছিল।

সেই সকালে অবশ্য সবই ছিল ধোঁয়াটে, প্রায় দুধ-সাদা, এবং এমনকি গিরিখাতগুলো যখন দূরবর্তী উপকূলের দিকে উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে তখনো কোনো দিগন্ত দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু আমি যেসব স্মৃতির কথা ভাবছি সেগুলোর সঙ্গে আমাদের গল্পের তেমন কোনো সম্পর্ক নেই, ধৈর্যশীল পাঠক। আর তাই আমাদের 'der Teufel' অনুসন্ধানের সাফল্য-ব্যর্থতা নিয়ে আমি কোনো বর্ণনায় যাচ্ছি না। আমি বরং ফ্রায়ার মাইনরদের প্রতিনিধিদলের কথা বলব, যাদেরকে আমিই প্রথম দেখেছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে মঠে গিয়ে হাজির হলাম উইলিয়ামকে খবরটা দিতে।

নবাগতরা ভেতরে প্রবেশ করলেন, আচার-অনুযায়ী মোহান্ত তাঁদের অভ্যর্থনা জানালেন, সে-অব্দি আমার গুরু অপেক্ষা করলেন। তারপর তিনি দলটির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন, আর তখন বেশ কিছু ভ্রাতৃপ্রতিম আলিঙ্গন ও সম্ভাষণ বিনিময় হলো।

ততক্ষণে ভোজনের সময় অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল, তবে অতিথিদের জন্য একটা টেবিল পাতা হয়েছিল, এবং মোহান্ত বেশ চিন্তিতভাবে তাঁদের মধ্যে আমাদের ছেড়ে গেলেন: উইলিয়ামের সঙ্গে একা অবস্থায়, 'বিধি'র বাধ্যবাধকতামুক্ত হয়ে, তাঁরা নির্ভাবনায় খাদ্য গ্রহণ আর সেই সঙ্গে তাঁদের চিন্তাভাবনা বিনিময়ে রত হলেন। শত হলেও এটা ছিল – ঈশ্বর আমাকে এই অস্বস্তিকর উপমাটার জন্য ক্ষমা করুন – একটা যুদ্ধের মন্ত্রণাসভার মতো, যেটা শত্রুপক্ষীয় নিমন্ত্রণকর্তা অর্থাৎ অ্যাভিনিয়নের প্রতিনিধিদল এসে পৌঁছুবার আগেই সম্পন্ন করতে হবে।

বলাই বাহুল্য, নবাগতরা অবিলম্বে উবার্তিনোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং সবাই তাঁকে চমক, আনন্দ এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে অভিনন্দন জানালেন, যা কেবল তাঁর দীর্ঘ অনুপস্থিতি এবং তাঁর অন্তর্ধানজনিত ভীতি থেকেই উৎসারিত হয়নি বরং সাহসী সেই যোদ্ধার গুণাবলি থেকেও উৎসারিত হয়েছিল যে-যোদ্ধা দশকের পর দশক ধরে একই যুদ্ধে শামিল ছিলেন।

যেসব ফ্রায়ার এই দলে ছিলেন তাঁদের কথা পরে বলব, যখন আমি পরের দিনের সভার কথা জানাব। তা ছাড়া, তাঁদের সঙ্গে প্রথমে খুব কম কথা বলেছিলাম, যদিও আমি উইলিয়াম, উবার্তিনো আর চেযেনা-র মাইকেল-এর মধ্যে অবিলম্বে শুরু হওয়া ত্রিপক্ষীয় আলোচনায় জড়িয়ে গিয়েছিলাম।

নিঃসন্দেহে মাইকেল ছিলেন একেবারে আশ্চর্য এক মানুষ : ফ্রান্সিসকান সংরাগে পরম আকুল (মাঝেমধ্যে, অতীন্দ্রিয় ভাবাবেশে আত্মহারা অবস্থায়, তাঁর মধ্যে উবার্তিনোর মতো অঙ্গভঙ্গি আর কথা বলার ধরন লক্ষ করা যেতো); বাহ্যিক প্রকৃতিতে বেশ মানবিক আর হাসিখুশী উৎফুল্ল,

BanglaBook.org

রোমানার মানুষ, ভোজনরসিক, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে সময় কাটাতে পছন্দ করেন। সুকৌশলী এবং গা-বাঁচিয়ে চলায় পটু, হঠাৎ ক'রেই শেয়ালের মতো ধূর্ত ও চালাক বনে যাওয়ার সামর্থ্য রয়েছে তাঁর, আর ক্ষমতাধরের সঙ্গে সম্পর্কের সমস্যার প্রসঙ্গ উঠলে তিনি ছুঁচোর মতো পলায়নপটু হয়ে ওঠেন; অট্টহাসিতে ফেটে পড়তে পারেন, চাপা উত্তেজনায় প্রদীপ্ত থাকতে পারেন, বাঙ্ময় নীরবতা রক্ষা করতে পারেন, তাঁর সঙ্গে কথোপকথনকারীর প্রশ্নের উত্তর দিতে চান না এমন মনোভাব লুকোনো দরকার পড়লে, যেন অন্যমনস্কভাবে, প্রশ্নকারীর ওপর থেকে স্থিরদৃষ্টি সরিয়ে নিতেও তিনি দক্ষ ভীষণ।

আগের পৃষ্ঠাগুলোতে এরই মধ্যে আমি তাঁর সম্পর্কে অল্প কিছু কথা বলেছি, তবে সেগুলো ছিল শোনা কথা – তাদের মুখের কথা যাদেরকে সেসব কথা বলা হয়েছিল। অন্যদিকে আবার এখন তাঁর স্ববিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি এবং রাজনৈতিক কৌশলের আকস্মিক পরিবর্তন – যেগুলো সাম্প্রতিক সময়ে তাঁর নিজের বন্ধুবান্ধব এবং অনুসারীদের অবাক করেছে – তার অনেকগুলোই আমি বুঝতে পারলাম। ফ্রায়ার মাইনর সম্প্রদায়ের মিনিস্টার জেনারেল তিনি, নীতিগতভাবে সন্ত ফ্রান্সিসের উত্তরাধিকারী এবং প্রকৃতপক্ষে তাঁর ভাষ্যকারদের উত্তরাধিকারী; বাগনোরেজিও-র বোনাভেনতুরের মতো একজন পূর্বসূরির পবিত্রতা আর প্রজ্ঞার সঙ্গে তাঁকে প্রতিযোগিতা করতে হয়েছে; 'বিধি'র জন্য সম্মান বা শ্রদ্ধা তাঁকে নিশ্চিত করতে হয়েছে এবং সেই সঙ্গে এমন শক্তিশালী ও সুবিপুল সম্প্রদায়ের ধন-সম্পদও; রাজদরবারগুলো এবং নগর অধিকর্তাদের ওপর তাঁকে নজর রাখতে হয়েছে যাদের কাছ থেকে সম্প্রদায়টা, নানান উপহার আর উপঢৌকন নিয়েছে – যদিও ভিক্ষার আড়ালে – যে উপহার আর উপঢৌকন তাদের উন্নতি ও সম্পদের উৎস; এবং একই সঙ্গে তাঁকে এটা নিশ্চিত করতে হয়েছে যে অনুতাপ বা প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজনে আরো নিবেদিতপ্রাণ স্পিরিচুয়ালদেরকে সম্প্রদায়টা ছেড়ে যেতে হয়নি, যে সম্প্রদায়ের তিনি মাথা ছিলেন সেটাকে ধর্মদ্রোহীদের দলের নক্ষত্রপুঞ্জে ছত্রখান করতে হয়নি। তাঁকে পোপ, সম্রাট, দরিদ্র জীবনের ভিক্ষুদের এবং সন্ত ফ্রান্সিসকে খুশী করতে হয়েছিল – যিনি নিশ্চিতভাবেই স্বর্গ থেকে তাঁর ওপর নজর রাখছিলেন – আর সেই সঙ্গে খৃষ্টান লোকজনকেও, যাঁরা দুনিয়াতেই তাঁর ওপর নজর রাখছিল। রাজ জন সব স্পিরিচুয়ালকে ধর্মদ্রোহী হিসেবে ঘোষণা দিলে পরে মাইকেল তাঁর হাতে প্রোভেন্সের ফ্রায়ারদের মধ্যে সবচাইতে অবাধ্য পাঁচ জনকে তাঁর হাতে তুলে নিতে দ্বিধা করেননি, আর তাঁর ফলে পনটিফকে সুযোগ ক'রে দিয়েছিলেন তাদেরকে যুপকাষ্ঠে পুড়িয়ে মারার। কিন্তু সম্প্রদায়ের অনেকেই যাজকীয় সরলতার অনুসারীদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন সে কথা উপলব্ধি ক'রে (উবার্তিনোর এতে খানিকটা ভূমিকা থাকতে পারে) মাইকেল তখন এমনভাবে কাজ করেছিলেন যে চার বছর পর পেরুজিয়া সম্মেলনে সেই পুড়িয়ে মারা মানুষগুলোর দাবিই তুলে ধরা হলো, স্বভাবতই একটা অভাব মোচনের প্রচেষ্টায় – যা সম্প্রদায়টির পথ ও প্রতিষ্ঠানগুলোর বিচারে ধর্মদ্রোহিতামূলক হতে পারত – এবং সম্প্রদায় আর পোপ এই দুই পক্ষের আকাঙ্ক্ষার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আনার জন্য। তবে, মাইকেল যখন পোপকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে রাজি করাতে ব্যস্ত ছিলেন, যার সম্মতি ছাড়া তাঁর পক্ষে এগোনো সম্ভব ছিল না, তিনি সেই সঙ্গে সম্রাট আর রাজদরবারের ধর্মতাত্ত্বিকদের আনুকূল্য গ্রহণেও অনিচ্ছুক ছিলেন না। তাঁকে আমি যেদিন দেখি তার দু'বছর

BanglaBook.org

আগেও তিনি লিয়ন্স-এর সাধারণ সম্মেলনে সন্ন্যাসীদেরকে পোপের সম্পর্কে সংযম আর সম্মানের সঙ্গে কথা বলার নির্দেশ দিয়েছিলেন (আর সেটা মাইনরাইটদের সম্পর্কে পোপের কেঁউ কেঁউ করে চ্যাঁচানো, তাদের ভুলভ্রান্তি আর তাদের পাগলামির অভিযোগ আনার মাত্র কয়েক মাস পরের কথা)। কিন্তু এখন এখানে যাঁরা পোপের সম্পর্কে তমিজের কোনো বালাই না রেখেই কথা বলছেন তাঁদের সঙ্গে তিনি বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণই করছেন।

গল্পের বাকি অংশটা আমি এরই মধ্যে বলে ফেলেছি। জন তাঁকে অ্যাভিনিয়নে ডেকে পাঠিয়েছেন। তিনি নিজেই যেতে চেয়েছেন, আবার চানও নি, এবং পরের দিনের সভাতেই সেই সফরের কাঠামো আর নিশ্চয়তা নিয়ে সিদ্ধান্ত হওয়ার কথা, যে-সফরকে নতিস্বীকার হিসেবে বা স্পর্ধাসূচক কোনো কাজ ব'লে মনে হওয়া উচিত হবে না। আমার মনে হয় না মাইকেল কখনো জন-এর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করেছিলেন, অন্তত পোপ হিসেবে নয়। সে যা-ই হোক, বহুদিন তাঁদের সাক্ষাৎ হয়নি এবং মাইকেলের বন্ধুরা তড়িঘড়ি ক'রে ঘুষের বিনিময়ে যাজকীয় পদ গ্রহণকারী এই ব্যক্তির ছবি ঘোর কালো রঙে আঁকতে লেগে গেলেন।

উইলিয়াম তাঁকে বললেন, 'একটা জিনিস আপনাদের বুঝতেই হবে, আর তা হলো তাঁর শপথে আস্থা রাখা যাবে না। সারবস্তু উপেক্ষা ক'রে সেগুলো তিনি কেবল আক্ষরিকভাবে অনুসরণ করেন।'

উবার্তিনো বললেন, 'তাঁর নির্বাচনের সময় কী ঘটেছিল তা সবাই জানে...'

'আমি ওটাকে নির্বাচন বলব না, বলব আরোপ!' টেবিলের কেউ একজন চেঁচিয়ে উঠলেন; পরে শুনেছিলাম একজন তাঁকে নিউ ক্যাসল-এর হিউ ব'লে ডাকছেন এবং তাঁর উচ্চারণ আমার প্রভুর উচ্চারণের মতো। 'একইভাবে পঞ্চম ক্লেমেন্টের মৃত্যুর ব্যাপারটাও কখনো পরিষ্কার ক'রে বোঝা যায়নি। অষ্টম বনিফেসকে মরণোত্তর সাজা দেবার ওয়াদা করায় এবং তারপর তাঁর পূর্বসূরিকে পরিত্যাগ করা এড়ানোর জন্য সব উপায় অবলম্বনের জন্য রাজা তাঁকে কখনোই ক্ষমা করেননি। কারপেনত্রাস-এ ক্লেমেন্ট কী ক'রে মারা গেলেন তা কেউই জানে না। সত্য কথা হলো, রুদ্ধদ্বার সভার জন্য কার্ডিনালরা যখন কারপেনত্রাসে মিলিত হলেন পোপ সেখানে হাজির হলেন না, কারণ (বেশ সংগতভাবেই) বিতর্কটা অ্যাভিনিয়ন না রোম এই বাছাইয়ের ওপর সরে এলো। আমি জানি না তখন ঠিক কী ঘটেছিল – আমাকে বলা হয়েছে এটা একটা গণহত্যা ছিল – কার্ডিনালদেরকে মৃত পোপের ভাইপো হুমকি দিলো, তাদের চাকরবাকরদের জবাই করা হলো, প্রাসাদে আগুন ধরিয়ে দেয়া হলো, কার্ডিনালরা রাজার কাছে বিচার চাইলেন, রাজা বললেন তিনি কখনোই চাননি পোপ রোম ত্যাগ করুন এবং তাঁদের উচিত ধৈর্য ধরে একটা ভালো কিছু বেছে নেয়া...এরপর ন্যায়পরায়ণ ফিলিপ মারা গেলেন, আবারও সেই ঈশ্বরই জানেন কিভাবে...

'কিংবা, শয়তান জানে,' নিজের গায়ে ক্রুশ এঁকে উবার্তিনো বললেন, অন্যেরা তাদের অনুকরণ করলেন।

'কিংবা, শয়তান জানে,' হিউ মুখ বাঁকিয়ে তাঁর সঙ্গে একমত প্রকাশ করলেন।

'সে যা-ই হোক, আরেক রাজা তার স্থলাভিষিক্ত হলেন, আঠারো মাস বেঁচে রইলেন, তারপর মারা গেলেন। তাঁর সদ্যোজাত উত্তরাধিকারীও কয়েক দিনের মধ্যে মারা গেলেন এবং তখন রিজেন্ট, রাজার ভাই, সিংহাসনে বসলেন...'

'আর তিনিই পঞ্চম ফিলিপ। তিনিই সেই ব্যক্তি, যিনি পইতিয়ার্সের রাজদরবারে থাকাকালীন কারপেনত্রাস থেকে পালাতে থাকা কার্ডিনালদের থামিয়েছিলেন,' মাইকেল বললেন।

'হুম,' হিউ বলে চললেন, 'তিনি তাঁদের আবার লিয়নের সেই গুপ্তসভায় পাঠালেন, ডমিনিকানদের কনভেন্টে, শপথ ক'রে এ কথা ব'লে যে তিনি তাঁদের নিরাপত্তার দিকটা দেখবেন এবং তাঁদের বন্দি ক'রে রাখবেন না। কিন্তু তাঁরা তাঁর কবজায় আসামাত্র তিনি যে কেবল তাঁদেরকে বন্দি করারই ব্যবস্থা করলেন তা নয় (আর শত হলেও, সেটাই রীতি), বরং প্রতিদিন তাঁদের খাবারের বরাদ্দ কমাতে থাকলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁরা একটা সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য হন, এবং প্রত্যেকেই সিংহাসনের ওপর তাঁর দাবির প্রতি সমর্থন জানাতে রাজি হন। তিনি সিংহাসনে বসার দু'বছর এর মধ্যে কার্ডিনালরা কারাবন্দি থেকে এতই মুষড়ে পড়লেন, এবং বাকি জীবন বন্দিদশায় কাটানোর ও আজে বাজে জিনিস খাওয়ার ভয়ে এমনই কাতর হয়ে গেলেন যে তাঁরা সবকিছুতেই সম্মতি দিলেন, এই পেটুকেরা, আর পিটারের সিংহাসনে তাঁরা এই বামনভূতটা বসালেন এখন যাঁর বয়স সত্তর...'

'বামনভূত, হ্যাঁ, সত্যি,' হাসতে হাসতে উবার্তিনো বললেন, 'এবং বরং ক্ষয়রোগীর মতো দেখতে, তবে লোকজন যতটা ভেবেছিল তার চাইতে বেশি শক্ত আর ধূর্ত।

'মুচিপুত্র,' একজন লিগেট গজগজ ক'রে বলে উঠলেন।

'যীশুও কিন্তু ছুতোরের পুত্র ছিলেন,' উবার্তিনো তাঁকে ভর্ৎসনার সুরে বললেন। 'কথা সেটা নয়। উনি একজন রুচিমান মানুষ, মঁপেলিয়ে (Montpellier)-তে আইন আর প্যারিসে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন, যাজকীয় আসন আর কার্ডিনালের টুপি জয় করবার জন্য সবচাইতে যুতসই উপায়ে নিজের সুবিধেমতো মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছেন, এবং নেপলস্-এ জ্ঞানী রবার্টের পরামর্শদাতা হিসেবে তিনি তাঁর বিচক্ষণতা দিয়ে অনেককেই বিস্মিত করেছেন। যখন এভিনিয়নের বিশপ ছিলেন, তখন তিনি টেম্পলারদের কী ক'রে ধ্বংস ক'রে দেয়া যায় সে-ব্যাপারে ন্যায়পরায়ণ ফিলিপকে সঠিক সমস্ত পরামর্শ দিয়েছেন (সঠিক, তার মানে, সেই নির্বোধ উদ্যোগ থেকে কী ক'রে সবচাইতে ভালোটা আদায় করা যায়, সে ব্যাপারে) এবং তাঁর নির্বাচনের পর তিনি তাঁকে হত্যা করতে ইচ্ছুক এমন কিছু কার্ডিনালের একটা ষড়যন্ত্র বানচাল ক'রে দিতে সমর্থ হন।...কিন্তু আমি এ নিয়ে কথা বলতে আসিনি আমি বলছিলাম, মিথ্যা শপথ নিয়েছেন এমন অভিযোগে অভিযুক্ত না হয়ে শপথভঙ্গ করার ব্যাপারে তার সক্ষমতার কথা। নির্বাচিত হওয়ার জন্য তিনি কার্ডিনাল অর্সিনিকে কথা দিয়েছিলেন যে তিনি পোপের আসন রোমকে ফিরিয়ে দেবেন, এবং নির্বাচিত হওয়ার পর তখন তিনি পবিত্র রুটির (consecrated host) শপথ ক'রে বললেন যে প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করতে পারলে তিনি আর কখনো ঘোড়া বা খচ্চরের পিঠে চড়বেন না। তা, আপনারা জানেন

BanglaBook.org

সেই শেয়ালটা কী করেছিল? লিয়নস-এ নিজেকে মুকুট পরাবার ব্যবস্থা করাবার পর (রাজার ইচ্ছের বিরুদ্ধে, যিনি চেয়েছিলেন অনুষ্ঠানটি এভিনিয়নে হোক) সে নৌকায় ক'রে লিয়নস থেকে অ্যাভিনিয়নে হাজির হলো।'

সন্ন্যাসীরা সবাই হেসে উঠলেন। পোপ একজন শপথ ভঙ্গকারী ঠিকই, কিন্তু এ কথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে তার একটা বিশেষ দক্ষতা ছিল।

'লোকটা নির্লজ্জ,' উইলিয়াম মন্তব্য করলেন। 'হিউ কি বলেননি যে জন তাঁর মন্দ বিশ্বাস গোপন করার কোনো চেষ্টা করেননি? এভিনিয়নে পৌঁছে তিনি অরসিনিকে কী বলেছিল সে কথা কি আপনি বলেননি, উবার্তিনো?'

উবার্তিনো বললেন, 'আসলে তিনি তাঁকে বলেছিলেন ফ্রান্সের আকাশ এত চমৎকার যে তিনি বুঝতে পারেন না কেন তিনি রোমের মতো ধ্বংসস্তূপে পূর্ণ একটা শহরে পা দেবেন। আর, পোপের যেহেতু পিটারের মতো বন্দি করার এবং আবার ছেড়ে দেবার শক্তি রয়েছে, তিনি এখন সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করছেন : এবং যেখানে ছিলেন সেখানেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি, যেখানে থাকতে তিনি ভালোবাসতেন। আর অরসিনি যখন তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন যে ভ্যাটিকান পাহাড়ে থাকা তাঁর কর্তব্য, তিনি তাঁকে কড়া ভাষায় আনুগত্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আলাপটা বন্ধ করতে বললেন। কিন্তু শপথের গল্প আমি এখনো শেষ করিনি। নৌকা থেকে নামার পর, সনাতন ঐতিহ্য অনুযায়ী, জনের একটা সাদা ঘোড়ায় চেপে বসার কথা ছিল, তাঁর পেছন পেছন কালো ঘোড়ায় আসার কথা ছিল কার্ডিনালদের। তার বদলে তিনি হেঁটে যাজকীয় প্রসাদে গেলেন। এরপর তিনি আর কোনোদিন ঘোড়ায় চড়েছেন বলে আমার জানা নেই। আর এই লোককে, মাইকেল, তুমি তাঁর নিজের দেয়া নিশ্চয়তা মেনে চলার আশা করো?'

মাইকেল বেশ খানিকক্ষণ নীরব রইলেন। তারপর বলে উঠলেন, 'পোপ কেন অ্যাভিনিয়নে থাকতে চান সেটা আমি বুঝতে পারি, এবং তা নিয়ে কোনো বিসংবাদ সৃষ্টি করতে চাই না। কিন্তু দারিদ্র্যের প্রতি আমাদের ইচ্ছাকে এবং যীশুর উদাহরণ সম্পর্কে আমাদের ব্যাখ্যাকে তিনি বিতর্কিত করতে পারেন না।'

'অতি সরল হবেন না, মাইকেল,' উইলিয়াম বলে উঠলেন, 'আপনার ইচ্ছে, আমাদের ইচ্ছে, সব মিলিয়ে তাঁর ইচ্ছাটিকে ভয়ংকর ক'রে তুলেছে। এই ব্যাপারটা আপনাকে উপলব্ধি করতে হবে যে গত একশো বছরে তাঁর চাইতে বেশি লোভী কেউ পোপের সিংহাসনে বসেননি। ব্যাবিলনের বেশ্যা – যাঁর বিরুদ্ধে উবার্তিনো একসময় বিষোদ্‌গার করতেন, এবং আপনার দেশের আলিগিয়েরি[১]-র মতো কবিরা যাদের বর্ণনা দিয়েছেন সেইসব দুর্নীতিবাজ পোপ জনের তুলনায় রীতিমতো নম্রসম্র মেষশাবক এবং অপ্রমত্ত। উনি একটা তস্কর ম্যাগপাই পাখি, ইহুদী সুদখোর; ফ্লোরেন্সের চাইতে অ্যাভিনিয়নে বেশি বেআইনী ব্যবসা চলে! গথের বার্ট্রান্ড অর্থাৎ ক্লেমেন্ট-এর ভাইপোর সঙ্গে একটা অসম্মানজনক লেনদেনের খবর পেয়েছি আমি; কারপেনত্রাসের গণহত্যা করেছিল যে, সেই লোকের সঙ্গে (ঘটনাক্রমে তখন নাকি কার্ডিনালদের গায়ের সব মণিমাণিক্য খুলে

BanglaBook.org

রাখা হয়েছিল)। সে তার চাচার ধনসম্পদে হাত দিয়েছিল, আর সেই ধনসম্পদের পরিমাণ নেহাত তুচ্ছ ছিল না, এবং বার্ট্রান্ড যা চুরি করেছিল তা জনের নজর এড়ায়নি : *Cum venerabile*[২]-এ জন এবারে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা দিয়েছেন সোনা আর রুপোর পাত্র, বইপত্র, শতরঞ্চি, মূল্যবান পাথরের অলংকার ইত্যাদির...জন অবশ্য ভান করেছিলেন যে কারপেনত্রাসের লুটতরাজের সময় বার্ট্রান্ড যে পাঁচ লক্ষেরও বেশি সোনার ফ্লোরিন হাতিয়ে নিয়েছিল সেটা তিনি জানতেন না; তবে একটা 'ধর্মীয় কাজে', অর্থাৎ ক্রুসেডের জন্য বার্ট্রান্ড তার চাচার কাছ থেকে যে ত্রিশ হাজার ফ্লোরিন পেয়েছিল সেটা নিয়ে জন প্রশ্ন তুলেছিলেন। ঠিক হয়েছিল বার্ট্রান্ড অর্ধেক টাকা ক্রুসেডের জন্য রাখবে, আর বাকিটা পোপের সিংহাসনে দান ক'রে দেবে। কিন্তু বার্ট্রান্ড ক্রুসেডে গেল না, বা এখন অব্দি যায়নি, আর পোপও কোনো ফ্লোরিন চোখে দেখলেন না...'

'লোকটা তাহলে ততটা চালাক নয়,' মাইকেল মন্তব্য করলেন।

উবার্তিনো বললেন, 'ওই একবারই তিনি অর্থ-কড়ির ব্যাপারে ঠকে গিয়েছিলেন। যে ধরনের বণিকের সঙ্গে তোমাকে লেনদেন করতে হবে তারা কেমন সেটা তোমার ভালো ক'রে জেনে রাখা উচিত। অন্য সব ধরনের পরিস্থিতিতেই তিনি অর্থ-কড়ি জোগাড়ের ব্যাপারে পৈশাচিক পারঙ্গমতা দেখিয়েছেন। লোকটা একটা মাইডাস : যা কিছু ধরেন সোনা হয়ে যায়, তারপর তা গড়িয়ে চলে যায় অ্যাভিনিয়নের কোষাগারে। যখনই তাঁর বাড়ি গেছি প্রচুর ব্যাংকার, মানি চেঞ্জার দেখেছি, দেখেছি যাজকরা ফ্লোরিন গুনছে, একটার ওপর আরেকটা সুন্দর ক'রে স্তূপাকার ক'রে রাখছে...আর তুমি দেখবে যে, যে-প্রাসাদটা তিনি নিজে থাকার জন্য বানিয়েছেন সেটাতে যে-পয়সা খরচ করেছেন তা একসময় কেবল বাইযেন্টিয়ামের সম্রাট বা তাতার বংশোদ্ভূত খানদের ছিল ব'লে বলা হতো। এখন বোঝো দারিদ্র্যের আদর্শের বিরুদ্ধে কেন তিনি একের পর এক "বুল" বা হুকুমনামা জারী ক'রে গেছেন। কিন্তু তুমি কি জানো আমাদের সম্প্রদায়ের প্রতি ঘৃণাবশত তিনি ডমিনিকানদের তাড়িয়ে দিয়েছেন, রাজমুকুট, পার্পল আর স্বর্ণখচিত টিউনিক এবং জমকালো চপ্পল পরানো যীশুর মূর্তি গড়াবার জন্য? অ্যাভিনিয়নে তারা ক্রুশবিদ্ধ যীশুমূর্তি ঝুলিয়ে রেখেছে, যেখানে যীশুকে এক হাতে পেরেকবিদ্ধ করা রাখা হয়েছে, আরেক হাত তাঁর কোমরবন্ধের নীচে ঝুলে-থাকা টাকার থলি ছুঁয়ে আছে, এটা বোঝাতে যে তিনি ধর্মীয় কারণে অর্থকড়ির ব্যবহার অনুমোদন করেন...

'ইশ্! কী নির্লজ্জ!' মাইকেল আর্তনাদ ক'রে উঠলেন। 'কিন্তু এটা তো স্রেফ ব্লাসফেমি।'

উইলিয়াম ব'লে চললেন, 'পোপ তাঁর টায়রায় তৃতীয় একটা মুকুট যোগ করেছেন, তাই না উবার্তিনো?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। সহস্রাব্দের গোড়াতে পোপ হিল্ডেব্র্যান্ড একটা মুকুট পরেছিলেন, তাতে এই কথাগুলো খোদাই ক'রে লেখা ছিল "Corona regni de manu Dei"; আর কুখ্যাত বনিফেস পরে আরেকটা যোগ করেছিলেন যেটায় লেখা ছিল, "Diadema imperii de manu Petri[৩]"; জন স্রেফ প্রতীকটা নিখুঁত ক'রে দিয়েছিলেন তিনটে মুকুট, আধ্যাত্মিক, জাগতিক আর যাজকীয় শক্তি। পারসিক রাজাদের উপযুক্ত একটা প্রতীক, একটা পেগান প্রতীক...'

BanglaBook.org

ওখানে একজন সন্ন্যাসী ছিলেন, যিনি তখনো কোনো কথা বলেননি, টেবিলে মোহান্তের পাঠানো উৎকৃষ্ট সব পদ তিনি বেশ ব্যস্তসমস্তভাবে আর একাগ্রতা নিয়ে উদরসাৎ ক'রে যাচ্ছিলেন। চোখে একটা আনমনা, ফাঁকা দৃষ্টি নিয়ে তিনি এই বিচিত্র আলাপ-আলোচনা শুনে যাচ্ছিলেন আর মাঝেমধ্যেই পোপের উদ্দেশে ব্যঙ্গের হাসি হাসছিলেন, বা অন্যান্য সন্ন্যাসীর রুষ্ট মন্তব্যের প্রতি অনুমোদনসূচক ঘোঁৎ-ঘোঁৎ আওয়াজ করছিলেন। ওই পর্যন্তই। এ ছাড়া বাদ-বাকি সময়টা তিনি তাঁর দন্তহীন কিন্তু সর্বগ্রাসী মুখ থেকে পালিয়ে আসা ফলের রস বা মাংসের সামান্য পরিমাণ নিজের চিবুক থেকে মুছে নিতেই ব্যস্ত রইলেন, এবং মাত্র একবারই তিনি তাঁর এক প্রতিবেশীর উদ্দেশে একটা কথা উচ্চারণ করলেন আর সেটাও ছিল উপাদেয় কোনো বিশেষ খাবারের গুণসূচক। পরে জানলাম, তিনি মাস্টার জেরোমে, কাফ্‌ফা-র সেই বিশপ, যাঁকে কিছুদিন আগে উবার্তিনো মৃত মনে করেছিলেন। (এখানে আমার এই কথাটা যোগ করা অবশ্যকর্তব্য যে, দু'বছর আগে তাঁর মৃত্যুসংবাদ একটা সত্য খবর হিসেবে বেশ কিছুদিন ধ'রে গোটা খৃষ্টজগতে ছড়িয়ে পড়ছিল, কারণ কথাটা আমি পরেও শুনেছিলাম। আসলে, তিনি মারা গিয়েছিলেন আমাদের সাক্ষাতের কয়েক মাস পর, এবং আমার এখনো মনে হয় পরের দিনের সভাতে তিনি যে ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন সেই বিষম ক্রোধই তাঁর মৃত্যুর কারণ। তিনি এতই পলকা শরীরের আর খিটখিটে মেজাজের ছিলেন যে আমার তো প্রায় মনেই হয়েছিল যে তিনি তখনই বিস্ফোরিত হলেন বুঝি)।

এই পর্যায়ে তিনি মুখভর্তি খাবার নিয়ে আলোচনায় বাগড়া দিয়ে কথা বলে উঠলেন : 'আর তখন, বুঝলে, সেই শয়তান taxae sacrae poenitentiariae[8]-সংক্রান্ত একটা গঠনতন্ত্র প্রকাশ করেছিল, যেটাকে সে ধার্মিক লোকজনের পাপকে নিজের স্বার্থসাধনে ব্যবহার করেছিল, তাঁদের কাছ থেকে আরো টাকাপয়সা আদায় করার একটা ব্যবস্থা হিসেবে। একজন যাজক যদি কোনো সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে, কোনো আত্মীয়ের সঙ্গে, বা কোনো সাধারণ নারীর সঙ্গে (কারণ সেটাও মাঝে মাঝে ঘটে) কোনো যৌন পাপে জড়িয়ে পড়ে, তখন সাতষট্টি সোনার মোহর আর বারো পেন্স খরচা করলেই সে পাপমুক্ত হতে পারবে। আর যদি সে সমকামিতা করে তখন সেটা দুশো মোহরের বেশি, তবে যদি সে সেটা কেবল তরুণ বা পশুর সঙ্গে ক'রে থাকে, কিন্তু কোনো মাদী প্রাণীর সঙ্গে নয়, তাহলে জরিমানাটা কমে মাত্র একশো হবে। আর কোনো সন্ন্যাসিনী যে বহু পুরুষের শয্যাসঙ্গী হয়েছে, তা সে একসঙ্গেই হোক বা বিভিন্ন সময়ে, মঠের ভেতরে বা বাইরে, তখন তার মঠাধ্যক্ষা হওয়ার খায়েশ হলে তাকে একশো একত্রিশ সোনার মোহর আর পনেরো পেন্স দিলেই চলবে...

উবার্তিনো বাধা দিয়ে বললেন, 'আহা, মেসার জেরোমে, তুমি তো জানোই, পোপকে আমি কত অপছন্দ করি, কিন্তু এই বিষয়ে আমাকে তার পক্ষ নিতেই হচ্ছে। আভিনিয়নে এই কুৎসাটা রটানো হয়েছিল। আমি নিজে এ ধরনের কোনো গঠনতন্ত্র দেখিনি।'

জেরোমে সতেজে বলে উঠলেন, 'আছে ওটা। আমি দেখিনি, কিন্তু ওটা আছে।'

উবার্তিনো মাথা নাড়লেন, অন্যরা কেউ কোনো কথা বললেন না। আমি বুঝতে পারলাম, উইলিয়াম গতকাল যাঁকে নির্বোধ বলেছিলেন, সেই মাস্টার জেরোমের কথায় তাঁরা সচরাচর তেমন একটা গা করেন না। উইলিয়াম আলাপটা চালিয়ে নেবার চেষ্টা করলেন : 'সত্য বা মিথ্যা যা-ই

হোক, এই গুজবটাই অ্যাভিনিয়নের নৈতিক আবহাওয়াটার কথা বলে দিচ্ছে, যেখানে, অত্যাচারিত আর অত্যাচারী সবাই জানে যে তারা যতটা না যীশুর ভিকার-এর দরবারে বাস করছে, তার চাইতে বেশি বাস করছে একটা বাজারের মধ্যে। জন যখন পোপ হন, তখন সত্তর হাজার ফ্লোরিনের সম্পদের কথা শোনা গিয়েছিল, আর এখন এমন লোকও আছে যারা বলে তিনি দশ মিলিয়নেরও বেশি জমিয়ে ফেলেছেন।'

উবার্তিনো বললেন, 'কথাটা সত্য। আহ্, মাইকেল, মাইকেল, অ্যাভিনিয়নে আমাকে যে কত লজ্জাকর ব্যাপার দেখতে হবে সে-সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণাই নেই।'

মাইকেল বললেন, 'পরস্পরের প্রতি সৎ হওয়ার চেষ্টা করি আমরা বরং। আমরা জানি যে আমাদের নিজেদের লোকেরাও বাড়াবাড়ি করেছে। আমাকে বলা হয়েছে ফ্রান্সিকানরা ডমিনিকান কনভেন্টগুলোর ওপর অস্ত্র হাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, তারপর তাদের বিরুদ্ধপক্ষীয় সন্ন্যাসীদের ওপর দারিদ্র্য চাপিয়ে দেবার জন্য তাদের ওপর লুটতরাজ চালিয়েছে...প্রোভাঁস-এর ঘটনাগুলোর সময় এ কারণেই আমি জনের বিরুদ্ধাচরণ করতে সাহস পাইনি। তাঁর সঙ্গে আমি একটা সমঝোতায় পৌঁছাতে চাই। আমি তাঁর গর্ব ক্ষুণ্ণ করব না, স্রেফ তাঁকে বলব, তিনি যেন আমাদের দীনতাকে, আমাদের নম্রতাকে অপমান না করেন। তাঁর সঙ্গে আমি অর্থকড়ি নিয়ে কথা বলব না, আমি শুধু তাঁকে বাইবেলের একটা যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যার ব্যাপারে একমত হতে বলব। আর, তাঁর প্রতিনিধিদলের সঙ্গে কাল আমরা ঠিক এটাই করব। শত হলেও, তাঁরা ধর্মতত্ত্বের কারবারি, এবং তাঁদের সবাই লোভী হবেন না। যখন কিছু জ্ঞানী মানুষ বাইবেলের একটা ব্যাখ্যায় পৌঁছবেন তখন আর...'

'তিনি?' উবার্তিনো তাঁকে থামিয়ে দিলেন। 'না, ধর্মতত্ত্বের ক্ষেত্রে তাঁর মারাত্মক ভুলগুলোর কথা তুমি জানো না! এই দুনিয়ায়, আর স্বর্গে তিনি সবকিছুই নিজের কুক্ষিগত ক'রে র'খতে চান। পৃথিবীতে তো দেখলাম তিনি কী করেন। স্বর্গের বেলায়...ইয়ে সে-ব্যাপারে তিনি তাঁর ধারণাগুলো এখনো প্রকাশ করেননি, আর তোমাকেও আমি সেসব বলতে পারব না, অন্তত জনসমক্ষে, কিন্তু আমি নিশ্চিত সে-কথা তিনি তাঁর চেলাচামুণ্ডাদের কানে কানে ঠিকই বলেছেন। তিনি এমন কিছু প্রস্তাবের কথা ভাবছেন যেটা উন্মত্ত না হলেও বিকৃত কিছু একটা, যা মতবাদটার সারবস্তুটাকে বদলে দেবে এবং আমাদের ধর্মপ্রচারের সমস্ত শক্তি নাশ করবে!'

'কী প্রস্তাব সেসব?' অনেকেই জিগ্যেস করল।

'বেরেঙ্গারকে জিগ্যেস করো; সে জানে।' উবার্তিনো ততক্ষণে বেরেঙ্গার তাল্লোনির দিকে ঘুরে তাকিয়েছেন, বেশ কয়েক বছর ধরেই তাল্লোনি খোদ পোপের দরবারেই পোপের সবচাইতে বড়ো প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। অ্যাভিনিয়ন থেকে এসে গত কয়েক দিন আগে তিনি অন্যান্য ফ্রান্সিসকানদের দলে যোগ দিয়েছিলেন, এবং তাঁদের সঙ্গেই তিনি এঠে এসেছেন।

বেরেঙ্গার বললেন, 'সে এক নোংরা আর অবিশ্বাস্য কাহিনী। মনে হচ্ছে জন এ কথা ঘোষণা করার পকিল্পনা করছেন যে ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি শেষ বিচারের আগে বিয়াটিফিক ভিশন-এর বা ঈশ্বরের সঙ্গে সরাসরি নিজেই যোগাযোগের ক্ষমতার অধিকারী হবে না। বেশ কিছুদিন ধরেই তিনি

BanglaBook.org

"অ্যাপোক্যালিপ্স"-এর ষষ্ঠ অধ্যায়ের নবম পঙ্‌ক্তিটা নিয়ে চিন্তামগ্ন ছিলেন, যেখানে পঞ্চম সিলটা খোলার ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে, যেখানে, ঈশ্বরের কথায় সাক্ষ্য দেবার জন্য যাদের হত্যা করা হয়েছিল তারা বেদীর নীচে এসে জড়ো হয় এবং ন্যায়বিচার দাবি করে। তাদের প্রত্যেককে একটা ক'রে সাদা আলখাল্লা দেয়া হলো, বলা হলো তাঁরা যেন আরো খানিকটা ধৈর্য ধরে...জন যুক্তি দেখাচ্ছেন যে শেষ বিচার সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত যে তারা ঈশ্বরকে তাঁর স্বরূপে দেখতে পাবে না, এটাই তার চিহ্ন।'

আতঙ্কিত মাইকেল জিগ্যেস করলেন, 'কাদের কাছে এ কথা বলেছেন তিনি?'

'আপাতত, কেবল অল্প কিছু ঘনিষ্ঠ লোকজনদের; কিন্তু কথাটা ছড়িয়ে গেছে; তারা বলছে তিনি একটা উন্মুক্ত ঘোষণা দেবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, এখনই নয়, হয়ত কয়েক বছরের মধ্যে। তিনি তাঁর ধর্মতাত্ত্বিকদের সঙ্গে এ ব্যাপারে সলাপরামর্শ করছেন...'

'হা হা!' জেরোমে খেতে খেতে নাক সিটকালেন।

'এবং আরো কী, মনে হচ্ছে তিনি আরো খানিকটা এগিয়ে গিয়ে দাবি করবেন যে সেই দিনের আগে নরকের দ্বার উন্মুক্ত হবে না...এমনকি শয়তানগুলোর জন্যও না!'

জেরোমে আর্তনাদ ক'রে উঠলেন, 'প্রভু, যীশু! আমাদের সাহায্য করো! পাপীদের যদি তাদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই নরকে যাওয়ার ভয় দেখাতে না পারি, তাহলে তাদের আমরা কী বলব?'

উবার্তিনো বললেন, 'একটা পাগলের হাতে বন্দি আমরা। কিন্তু বুঝতে পারছি না কেন তিনি এসব দাবি করছেন...'

জেরোমে অনুযোগ করলেন, 'ইনডালজেন্সের পুরো মতবাদটাই ভেস্তে গেল, এবং এরপর এমনকি তিনিও আর একটাও বিক্রি করতে পারবেন না। পশুকামের পাপ করেছে এমন একজন যাজক এত দূরবর্তী শাস্তি এড়াবার জন্য এতগুলো সোনার মোহর খরচা করবে কেন!'

উবার্তিনো দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, 'তত দূরের নয় কিন্তু। সময় ঘনিয়ে এসেছে।'

'প্রিয় ভ্রাতা, সেটা তুমি জানো। কিন্তু সাধারণ লোকজন তা জানে না। এই হলো পরিস্থিতি!' জেরোমে চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, মনে হলো না যে খাবারটা তিনি আর উপভোগ করছেন। 'কী অশুভ একটা আইডিয়া ওই ডমিনিকান সম্প্রদায়ের সদস্যরা নিশ্চয়ই এসব তার মাথায় ঢুকিয়েছে...আহ্!' এই বলে তিনি মাথা ঝাঁকালেন।

'কিন্তু কেন?' চেযেনার মাইকেল এই প্রশ্নে ফিরে এলেন।

উইলিয়াম বললেন, 'আমার মনে হয় না সে-রকম কোনো কারণ আছে। তিনি নিজে নিজের একটা পরীক্ষা নিচ্ছেন, এটা একটা অ্যান অ্যাক্ট অভ্ প্রাইড। তিনি আসলে এমন একজন হতে চান যিনি ইহকাল আর পরকাল দুই ব্যাপারেই সিদ্ধান্ত দেবেন। এসব কানাঘুষার কথা আমার জানা আছে – ওকামের উইলিয়াম আমাকে চিঠিতে জানিয়েছেন। আমরা এটা দেখার অপেক্ষায় আছি যে

BanglaBook.org

শেষ হাসিটা কে হাসে, পোপ না ধর্মতাত্ত্বিকরা, সমস্ত গীর্জার কণ্ঠস্বর, ঈশ্বরের জনগণ নাকি বিশপরা...'

বিষণ্ন কণ্ঠে মাইকেল বললেন, 'মতবাদসংক্রান্ত বিষয়ে তিনি এমনকি ধর্মতাত্ত্বিকদেরকেও নিজের ইচ্ছে অনুযায়ী ওঠ-বস করাতে পারেন।'

'সব সময় নয়,' উইলিয়াম বললেন। আমরা এমন সময়ে বাস করছি যখন ঐশ্বরিক বিষয়ে জ্ঞানী লোকজন পোপকে ধর্মদ্বেষী হিসেবে ঘোষণা করবেন এমন ভয় নেই। ঐশ্বরিক বিষয়ে জ্ঞানী লোকজন আসলে – তাঁদের নিজেদের মতো ক'রে – খৃষ্টধর্মাবলম্বী মানুষের কণ্ঠস্বর। এমনকি পোপও এখন তাঁদের বিরুদ্ধে যেতে পারেন না।'

মাইকেল ভয়ার্তভাবে বিড়বিড় ক'রে বললেন, 'আরো খারাপ, ব্যাপারটা তাহলে আরো বেশি খারাপ। একদিকে এক উন্মাদ পোপ, অন্যদিকে ঈশ্বরের লোকজন, যারা এমনকি "তাঁর" ধর্মতাত্ত্বিকদের মাধ্যমেই নিজেদের ইচ্ছেমতো বাইবেলের ব্যাখ্যা করার দাবি জানাবে...'

উইলিয়াম জিগ্যেস করলেন, 'কেন? পেরুজিয়াতে আপনার লোকজন যা করেছিল তা কি এর থেকে আলাদা ছিল?'

যেন মৌমাছি দংশন করেছে, এমনভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন মাইকেল। 'এজন্যই আমি পোপের সঙ্গে দেখা করতে চাই। তিনি সম্মত না হলে আমরা কিছুই করতে পারব না।'

'দেখা যাবে, দেখা যাবে,' রহস্যপূর্ণ কণ্ঠে উইলিয়াম বললেন।

আমার গুরু আসলেই খুব বুদ্ধি ধরতেন। তিনি কী ক'রে বুঝতে পেরেছিলেন যে মাইকেল নিজে পরে সাম্রাজ্যের ধর্মতাত্ত্বিকদের সমর্থন করার এবং পোপকে নিন্দা জানানোয় জনগণকে সমর্থনের সিদ্ধান্ত নেবেন? উইলিয়াম কী ক'রে চার বছর আগেই বুঝতে পেরেছিলেন যে জন যখন তাঁর সেই অবিশ্বাস্য মতবাদটি প্রথম ঘোষণা করতে যাবেন তখন সমস্ত খৃষ্টধর্মের পক্ষ থেকে একটা বিদ্রোহ হবে? বিয়টিফিক ভিশন যদি এভাবে মুলতবি থাকত তাহলে মৃতমানুষেরা কী ক'রে জীবিতদের জন্য মধ্যস্থতা করত? এবং সন্তদের কাল্ট-এর কী হতো? খোদ মাইনরাইটরাই পোপের নিন্দার বিরোধিতা শুরু করবে এবং তার একেবারে সামনের কাতারেই থাকবেন কঠোর আর নিজের যুক্তিতে অনমনীয় ওকামের উইলিয়াম। দ্বন্দ্বটা তিন বছর স্থায়ী হয়েছিল, যতক্ষণ পর্যন্ত না মৃত্যু পথযাত্রী পোপ জন সেটার আংশিক সমাধান করেন। বেশ কয়েক বছর পরে যখন তিনি ১৩৩৪ সালের যাজকদের সংসদে এসেছিলেন – আগের চাইতে আকারে আরো আরো ছোটো হয়ে গেছেন তখন, বয়সের ভারে জীর্ণ হয়ে পঁচাশি বছর বয়েসে মুমূর্ষু অবস্থায়, মুখটা পাণ্ডুর – তখন তাঁকে বলতে শুনেছিলাম (শেয়ালের মতো, যে কিনা কেবল নিজের ওয়াদার বরখেলাপের জন্যই কথার মারপ্যাঁচে ওস্তাদ তা নয়, বরং নিজের একগুঁয়েমি অস্বীকার করার জন্যও বটে) : 'আমর' স্বীকার ও বিশ্বাস করি যে, শরীর থেকে পুরোপুরি বিচ্যুত এবং বিশুদ্ধিকৃত আত্মা স্বর্গে রয়েছে, দেবদূতদের সঙ্গে, যীশুর সঙ্গে, এবং তারা ঈশ্বরকে তাঁর স্বর্গীয় সারাৎসারে পরিষ্কারভাবে সামনাসামনি দেখতে পায়...' আর তারপর, একটা বিরতি দিয়ে, যে বিরতির কারণ তাঁর শ্বাসকষ্ট নাকি শেষ

BanglaBook.org

বাক্যাংশটাকে একটা অ্যান্টি ক্লাইম্যাক্স হিসেবে জোর দেবার বিকৃত ইচ্ছে, সেটা কোনোদিনই জানা যায়নি – 'দেখতে পায় ততদূর পর্যন্ত যতদূর সেই বিচ্যুত আত্মার অবস্থান এবং শর্তাবলি দেখার অনুমতি দেয়।' পরদিন সকালে, এক রোববারে তাঁকে হেলানো পিঠঅলা একটা লম্বা চেয়ারে শোয়ানো হলো, আর সেই অবস্থাতেই তিনি কার্ডিনালদের অভ্যর্থনা জানালেন, তাঁরা তাঁর হস্ত চুম্বন করল, এবং তিনি মারা গেলেন।

কিন্তু আবারও আমি মূল প্রসঙ্গ থেকে সরে যাচ্ছি, যা বলা উচিত সেসব না বলে অন্য কথা বলছি। কিন্তু তার পরও, যত যা-ই বলুন, টেবিলে বাকি যেসব কথাবার্তা হলো সেসব আমি যে ঘটনার বলছি তা বোঝার জন্য তেমন কোনো কাজে আসবে না। পরের দিন যে অবস্থান নিতে হবে সে-ব্যাপারে মাইনরাইটরা একমত হলেন। তাঁরা তাঁদের শত্রুদের একের পর এক কুপোকাত করলেন। উইলিয়াম বার্নাড গুইয়ের আগমনের কথা ঘোষণা করলে তাঁরা বেশ উদ্বেগের সঙ্গে সে-খবরের ওপর মন্তব্য করলো। এবং তার চাইতেও বেশি এই খবরে যে, কার্ডিনাল বার্ট্রান্ড দেল পোজেত্তো অ্যাভিনিয়নীয় দলের সভাপতিত্ব করবেন। দু-দুটো ইনকুইযিশন বড্ড বাড়াবাড়ি : এতেই বোঝা যায় যে তারা মাইনরাইটদের বিরুদ্ধে ধর্মদ্রোহিতার যুক্তি ব্যবহার করবে।'

উইলিয়াম বললেন, 'সেটা তাদের জন্য খারাপ হবে। আমরা তাদেরকে ধর্মদ্বেষী হিসেবে গণ্য করব।'

মাইকেল বললেন, 'না না। সাবধানে এগোতে হবে আমাদের; সম্ভাব্য কোনো চুক্তি যেন আমরা হুমকির মুখে না ফেলে দিই।'

উইলিয়াম বললেন, 'আমি যতদূর বুঝতে পারছি, এই সভাটি যাতে অনুষ্ঠিত হয় সেজন্য আমি কাজ করেছি বটে, আর আপনিও সেটি জানেন, মাইকেল, কিন্তু অ্যাভিনিয়নের লোকজন কোনো ইতিবাচক ফলাফলের জন্য এখানে আসছেন বলে আমি মনে করি না। জন আপনাকে অ্যাভিনিয়নে একা পেতে চান, এবং কোনো ধরনের নিশ্চয়তা ছাড়া। তবে সভাটা অন্তত একটা কাজে দেবে : আপনাকে সেটা বুঝিয়ে দেবে। এই অভিজ্ঞতা না নিয়েই ওখানে যাওয়াটা আপনার জন্য আরো খারাপ হতো।'

মাইকেল তিক্ত কণ্ঠে বললেন, 'তার মানে, তুমি নিজে নিরর্থক বলে মনে করো এমন একটা ব্যাপার ঘটাবার জন্য তুমি খুব খেটেছ, আর বহুদিন ধরে বহু খেটেছ।'

'সম্রাট আর আপনি আমাকে কাজটি করতে বলেছিলেন,' উইলিয়াম বললেন। 'আর শেষ অব্দি, নিজের শত্রুকে আরো ভালোভাবে জানাটা কখনোই নিরর্থক কিছু নয়।'

সেই মুহূর্তে ওরা আমাদের বলল দ্বিতীয় প্রতিনিধিদলটা মঠের প্রাকারের ভেতর ঢুকছে। মাইনরাইটরা উঠে পোপের লোকজনের সঙ্গে দেখা করার জন্য বেরিয়ে গেলেন।

BanglaBook.org

টীকা

১. **আলিগিয়েরি** : কবি দান্তে (আনুমানিক ১২৫৬-১৩২১)

২. **টেক্সট** : *Cum venerabiles*

অনুবাদ : *যখন শ্রদ্ধেয় মানুষেরা*

ভাষ্য : বাইশতম জন-এর লেখা। কারপেন্ত্রাস-এর হত্যা সংঘটিত হয়েছিল দক্ষিণ ফ্রান্সে, অ্যাভিনিয়ন থেকে কাছেই। কনক্লেভ চলার সময়। ফরাসী, ইতালীয় আর গ্যাসকন কার্ডিনালদের মধ্যে দ্বন্দ্বসংকুল, দীর্ঘ – ১৩১৪ থেকে ১৩১৬ অব্দি চলা – আর বেশ জটিল সেই কনক্লেভেই বাইশতম জন পোপ নির্বাচিত হন।

৩. **টেক্সট** : "Corona regni de manu Dei" "Diadema imperii de manu Petri"

অনুবাদ : 'ঈশ্বরের হাত থেকে রাজ্যের মুকুট' 'পিটারের হাত থেকে সাম্রাজ্যের রাজমুকুট'

ভাষ্য : এটা ইসায়া: ৬২.৩-এর অনুরূপ।

৪. **টেক্সট** : **taxae sacrae poenitentiariae**

অনুবাদ : অনুতাপ বা অনুশোচনা করার জন্য পবিত্র কর

BanglaBook.org

চতুর্থ দিন

নোনেয

যেখানে বার্নার্ড গুই এবং অ্যাভিনিয়নের অন্যান্যদের নিয়ে কার্ডিনাল দেল পোজ্জেত্তো পৌঁছোন, কিন্তু তাঁরা প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন কাজ করেন

যেসব মানুষ কিছুদিন ধরে এক অন্যকে চেনেন, যেসব মানুষ এক অন্যকে না চিনলেও প্রত্যেকেই অন্যের কথা লোকমুখে শুনেছেন, তাঁরা আঙিনায় দাঁড়িয়ে আপাত নম্রতার সঙ্গে একে অন্যের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করলেন। মোহান্তের পাশে কার্ডিনাল বর্ট্রান্ড দেল পোজ্জেত্তো ক্ষমতায় অভ্যস্ত একজন মানুষের মতো এমনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন যেন কার্যত তিনিই দ্বিতীয় পোপ, এবং সবাইকে, বিশেষ ক'রে মাইনরাইটদের তিনি আন্তরিক হাসি উপহার দিচ্ছেন, পরের দিনের সভায় দুর্দান্ত চুক্তির পূর্বাভাস দিচ্ছেন, এবং দ্বাবিংশ জনের তরফ থেকে শান্তি এবং মঙ্গলের দ্ব্যর্থহীন শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছেন (ফ্রান্সিসকানদের প্রিয় এই কথাগুলো ইচ্ছে ক'রেই ব্যবহার করছিলেন তিনি)

উইলিয়াম আমাকে তাঁর লিপিকর ও বিদ্যার্থী হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিতে তিনি বলে উঠলেন, 'চমৎকার!' এরপর তিনি আমাকে জিগ্যেস করলেন আমি বোলিওনা চিনি কি না, এবং আমার কাছে সেখানের সৌন্দর্য, চমৎকার খাবারদাবার আর শহরটার দারুণ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশংসা করলেন, এবং তার ভাষায়, যারা পোপকে এত যন্ত্রণা দিচ্ছে, আমার সেই জার্মান মানুষগুলোর কাছে একদিন ফিরে যাওয়ার চাইতে সেই শহরে বেড়াতে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানালেন আমাকে। এরপর আরেকজনের দিকে তাকিয়ে একটা হাসি উপহার দিতে দিতে তিনি তাঁর আংটিটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন যাতে আমি সেটাতে চুমু খাই।

ওদিকে, লোকের মুখে সম্প্রতি আমি যার কথা সবচাইতে বেশি শুনেছি সেই বার্নাদ গুইয়ের দিকে মুহূর্তে দৃষ্টি চলে গেল আমার। ফরাসীরা তাকে এই নামে ডাকে, অন্যত্র তিনি বার্নাদো গিদোনি বা বার্নার্দো গিদো নামে পরিচিত।

তিনি ছিলেন একজন ডমিনিকান, বছর সত্তরের মতন বয়েস, হালকা-পাতলা এবং ঋজু। আমার নজর কেড়েছিল ভাবলেশহীনভাবে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে সক্ষম তাঁর ধূসর চোখজোড়া। ভাবনা-চিন্তা আর সুতীব্র আবেগ লুকিয়ে রাখায়, এবং ইচ্ছাকৃতভাবে সে-সবই ব্যক্ত করার মতো ধুরন্ধর এই চোখ দুটোকে আমি প্রায়ই দুর্বোধ্য আলোতে জ্বলে উঠতে দেখব পরে।

সাধারণ সৌজন্য বিনিময়ের সময় তিনি অন্যান্যদের মতো প্রীতিপূর্ণ বা আন্তরিক ছিলেন না, বরং সারাক্ষণই এবং নেহাতই একটা ভদ্র আচরণ করলেন। উবার্তিনোকে দেখার পর, যিনি তাঁর পূর্বপরিচিত, তাঁকে খুবই শ্রদ্ধাপূর্ণ দেখাল, কিন্তু তিনি তাঁর দিকে এমনভাবে তাকিয়ে থাকলেন যে

BanglaBook.org

আমি অস্বস্তিতে শিউরে উঠলাম। চেয়েনার মাইকেলকে শুভেচ্ছা জানাবার সময় তাঁর মুখে যে হাসি দেখা গেল তার অর্থোদ্ধার করা কঠিন, এবং উষ্ণতাহীন কণ্ঠে তিনি বিড়বিড় ক'রে বললেন, 'বেশ কিছুদিন ধরে আপনার অপেক্ষা করা হচ্ছে ওখানে,' যে-বাক্যটিতে ঔৎসুক্যের কোনো ইঙ্গিত বা শ্লেষের কোনো ছায়া, কোনো কর্তৃপক্ষীয় নিষেধাজ্ঞা বা সেই অর্থে কোনো স্বার্থের আভাস আবিষ্কার করা আমার পক্ষে সম্ভব হলো না। উইলিয়ামের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো তাঁর, এবং তিনি কে সেটা জানার পর ভদ্র একটা বৈরিতা নিয়ে তিনি আমার গুরুর দিকে তাকালেন; এমন নয় যে তাঁর গূঢ় অনুভূতি তাঁর মুখে ফুটে উঠেছিল, সে-ব্যাপার আমি নিশ্চিত (যদিও তাঁর ভেতর আদৌ কোনো অনুভূতি ছিল কি না সে-ব্যাপারে ঠিক নিশ্চিত ছিলাম না), কিন্তু সেটা এই কারণে যে তিনি উইলিয়ামকে বোঝাতেই চেয়েছিলেন যে তিনি তাঁর প্রতি বৈরী। উইলিয়াম তাঁর দিকে তাকিয়ে মাত্রা ছাড়ানো আন্তরিকতাপূর্ণ এক হাসি হেসে আর এই কথা বলে বার্নার্ড গুইয়ের বৈরিতা ফিরিয়ে দিলেন : 'বেশ কিছু দিন ধ'রে আমি একজন মানুষের সঙ্গে দেখা করতে চাইছি যাঁর খ্যাতি আমার জন্য একটি শিক্ষা হয়ে রয়েছে, এবং আমার জীবনকে উদ্দীপ্ত-করা অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে একটা সতর্কবার্তা হয়ে আছে।' বার্নার্ড খুব ভালো ক'রেই জানেন, কিন্তু যিনি জানেন না যে উইলিয়ামের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলোর উল্লেখযোগ্যটি হচ্ছে ইনকুইযিটর-এর পদ ছেড়ে আসা, তার জন্য এগুলো প্রশংসাসূচক কথাই নিঃসন্দেহে, প্রায় তোষামুদে। আমার কাছে মনে হলো, উইলিয়াম যদি হাসিমুখে সাম্রাজ্যের কোনো অন্ধকূপে বার্নাডের সঙ্গে গিয়ে দেখা করেন, বার্নার্ড তখন খুবই খুশী হতেন যদি দেখতে পেতেন উইলিয়াম হঠাৎ কোনো দুর্ঘটনার শিকার হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন; এবং সে-সময় যেহেতু অস্ত্রধারী লোকজন বার্নাডের আজ্ঞাধীন ছিল, তাই আমি আমার ভালোমানুষ প্রভুর জীবনের ব্যাপারে শঙ্কিত হয়ে উঠলাম।

মোহান্ত নিশ্চয়ই মঠে ঘটে যাওয়া অপরাধগুলোর কথা বার্নার্ডকে এরই মধ্যে জানিয়ে দিয়েছিলেন। আর সত্যিই, উইলিয়ামের কথার বিষ উপেক্ষা ক'রে তিনি তাঁকে বললেন, 'এখন মনে হচ্ছে, মোহান্তের অনুরোধে এবং যে বোঝাপড়ার ভিত্তিতে আমরা সবাই এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি তার শর্ত অনুযায়ী আমাকে দেয়া দায়িত্ব পালনের জন্য খুব দুঃখজনক কিছু ঘটনার ব্যাপারে আমাকে মনোযোগ দিতেই হচ্ছে, যেসব ঘটনার মধ্যে শয়তানের জঘন্য বদগন্ধ একবারে সুস্পষ্ট। আমি কথাটা আপনাকে বলছি কারণ, আমি জানি অনেক আগে, যখন আপনি আমার আরো কাছের মানুষ ছিলেন, আপনি সেই মঠে আমার মতো, এবং আমার মতো আরো অনেকের মতো, যুদ্ধ করেছিলেন, যেখানে শুভ শক্তিগুলো মন্দের শক্তিগুলোর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল।'

উইলিয়াম শান্তভাবে বললেন, 'সত্যি, কিন্তু আমি তখন অন্যপক্ষে চলে গিয়েছিলাম।'

আঘাতটা বার্নাড বেশ ভালোই সামাল দিলেন। 'এসব অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আপনি কি আমাকে কাজের কিছু বলতে পারেন?'

উইলিয়াম ভদ্রভাবে বললেন, 'দুর্ভাগ্যক্রমে, না। আপনার ওই অপরাধঘটিত কর্মকাণ্ডের অভিজ্ঞতা আমার নেই।'

BanglaBook.org

এরপর আমি আর কারোরই কথার বা কাজকর্ম অনুসরণ করতে পারিনি। মাইকেল ও উবার্তিনোর সঙ্গে আরেক দফা কথাবার্তার পর উইলিয়াম স্ক্রিপ্টোরিয়ামে চলে গেলেন। কয়েকটা বই ভালোভাবে দেখবার জন্য তিনি মালাকির অনুমতি চাইলেন, যদিও বইগুলোর নাম আমি শুনতে পেলাম না। মালাকি তাঁর দিকে একটু অদ্ভুতভাবে তাকালেন, কিন্তু অনুমতি না দিয়ে পারলেন না। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, বইগুলো পুঁথিঘর থেকে আনাতে হলো না। ভেনানশিয়াসের ডেস্কেই ছিল সেগুলো, প্রত্যেকটা। আমার গুরু সেগুলোতে ডুবে গেলেন, এবং তাঁকে বিরক্ত না করাই আমি সমীচীন মনে করলাম।

নীচে, রান্নাঘরে চলে এলাম। সেখানে বার্নার্ড গুইকে দেখতে পেলাম। সম্ভবত তিনি মঠের বিন্যাসটা বুঝতে চাইছিলেন, আর সেজন্য সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। শুনতে পেলাম তিনি পাচক এবং অন্য ভৃত্যদের জিজ্ঞাসাবাদ করছেন, একটা বিশেষ ঢঙে স্থানীয় দেশীয় ভাষা ব্যবহার ক'রে (মনে পড়ে গেল তিনি উত্তর ইতালিতে ইনকুইযিটর হিসেবে কাজ করেছেন)। মনে হলো তিনি ফসলের, আর, মঠে কাজকর্মের বন্দোবস্তের খোঁজখবর নিচ্ছেন। কিন্তু একেবারে নির্দোষ প্রশ্ন করার সময়ও তিনি তাঁর সঙ্গীর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলেন, এবং তারপর হঠাৎ ক'রেই তাকে আরেকটা প্রশ্ন জিগ্যেস করছিলেন, এবং তখন তাঁর শিকার ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গিয়ে তোতলাতে শুরু করছিল। আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছুলাম যে, কোনো বিশেষ ধরনে তিনি আসলে একটা ইনকুইযিশন পরিচালনা করছেন, এবং একটা ভয়ংকর অস্ত্র ব্যবহার করছেন যে-অস্ত্র প্রতিটি ইনকুইযিটরই তার কর্মসাধনের সময় সঙ্গে রাখেন এবং কাজে লাগান : অন্য মানুষের ভয়। কারণ, জিজ্ঞাসাবাদের সময় প্রত্যেকেই – তাকে কোনো কিছুর ব্যাপারে সন্দেহ করা হচ্ছে এই ভয়ের বশবর্তী হয়ে – সাধারণত ইনকুইযিটরকে এমন কিছু বলে, যা অন্যকে সন্দেহভাজন হিসেবে প্রতিপন্ন করতে পারে।

বিকেলের বাকি সময়টা ধীরেসুস্থে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে দেখলাম বার্নার্ড সেই এইভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন, তা সে মিলের পাশেই হোক বা ক্লয়স্টারেই হোক। কিন্তু তিনি কোনো সন্ন্যাসীর মুখোমুখি হলেন না বললেই চলে; সব সময় হয় লে ব্রাদার না হলে কৃষক। এ পর্যন্ত, উইলিয়ামের উলটো কৌশল।

BanglaBook.org

চতুর্থ দিন

ভেসপার্স

যেখানে আলিনার্দো দৃশ্যত মূল্যবান কিছু তথ্য দেন, এবং উইলিয়াম কিছু প্রশ্নাতীত ভুলের মধ্যে দিয়ে সম্ভাব্য সত্যে উপনীত হওয়ার তাঁর পদ্ধতিটি প্রকাশ করেন।

পরে উইলিয়াম খোশ মেজাজেই স্ক্রিপ্টোরিয়াম থেকে নেমে এলেন। রাতের খাবারের সময়ের জন্য যখন অপেক্ষা করছি তখন ক্লয়স্টারে আলিনার্দোর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল আমাদের। তাঁর অনুরোধের কথা খেয়াল রেখে আগের দিন রান্নাঘর থেকে আমি কিছু ছোলামটর জোগাড় ক'রে রেখেছিলাম, সেগুলো তাঁকে দিলাম। তিনি আমাকে ধন্যবাদ জানালেন, এবং তাঁর দন্তহীন, লালা-ঝরা মুখে সেগুলো পুরে দিলেন। তারপর বললেন, 'দেখেছ, বৎস? অন্য লাশটাও কিন্তু বাইবেল সেটা যেখানে থাকবে বলে ঘোষণা করেছে সেখানেই পড়ে ছিল...এবার চতুর্থ তূরীর জন্য অপেক্ষা করো!'

আমি তাঁকে জিগ্যেস করলাম, কেন তিনি মনে করছেন যে অপরাধগুলোর ঘটনাক্রমের সূত্র "জনের কাছে প্রকাশিত বাক্য" (the Book of Revelation)-র মধ্যেই আছে। তিনি অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালেন। "জনের কাছে প্রকাশিত বাক্যে"র মধ্যেই সবকিছুর সমাধান আছে!' তারপর তিক্তভাবে মুখ বাঁকিয়ে যোগ করলেন, 'আমি জানতাম, বেশ কিছু দিন ধরে এ কথা বলে আসছি আমি... জানো, আমিই মোহান্তকে পরামর্শ দিয়েছিলাম...মানে তখন যে ছিল তাকে... "প্রকাশিত বাক্য" (অ্যাপক্যলিপ্স) সম্পর্কে যত টীকা-ভাষ্য পাওয়া যায় সব জোগাড় করতে। আমারই গ্রন্থাগারিক হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তখন অন্যজন নিজে সাইলস (Silos) যাওয়ার ব্যবস্থা ক'রে ফেলল, সেখানে সে একেবারে সেরা সব পাণ্ডুলিপি পেয়ে গেল, আর তারপর সেই দুর্দান্ত লুটের জিনিস নিয়ে ফিরে এলো...লোকটা ভালোই জানত কোথায় কী খোঁজ করতে হবে; তা ছাড়া সে অবিশ্বাসীদের ভাষা জানত... কাজেই, আমার বদলে গ্রন্থাগারটা তার এক্তিয়ারেই দেয়া হলো। কিন্তু ঈশ্বর তাকে তার শাস্তি দিয়েছিল, সময় হওয়ার আগেই তাকে অন্ধকার জগতে পাঠিয়ে দিয়েছিল...' এই ব'লে তিনি জঘন্যভাবে হেসে উঠলেন, যে বৃদ্ধ মানুষটি একটু আগে পর্যন্ত বৃদ্ধ বয়েসের প্রশান্ততায় বিলীন ছিলেন, তাঁকে এক নির্দোষ শিশু বলে মনে হলো আমার কাছে।

উইলিয়াম জিগ্যেস করলেন, 'আপনি কোন সন্ন্যাসীর কথা বলছেন?'

স্তম্ভিত হয়ে তিনি আমাদের দিকে তাকালেন। 'আমি কার কথা বলছিলাম?... মনে পড়ছে না...অনেক দিন আগের কথা। কিন্তু ঈশ্বর সাজা দেন, ঈশ্বর রদ করেন, ঈশ্বর এমনকি স্মৃতিও দুর্বল ক'রে দেন। গর্বোদ্ধত অনেক কাজ এই গ্রন্থাগারে সংঘটিত হয়েছে। বিশেষ ক'রে সেটা বিদেশীদের হাতে পড়ার পর। ঈশ্বর এখনো সাজা দেন...।'

BanglaBook.org

তাঁর কাছ থেকে এর বেশি আর কিছু বের করতে পারলাম না আমরা, এবং তাঁকে তাঁর সেই প্রশান্ত, তিক্ত চিত্তবিভ্রমে রেখেই চলে এলাম। উইলিয়াম জানালেন, তিনি সেই কথোপকথনে বেশ মজা পেয়েছেন : 'আলিনার্দো মানুষটার কথা না শুনে উপায় থাকে না; সব সময়ই তিনি এমন মজার মজার কথা বলেন।'

'তা, এবার তিনি সে-রকম কী বললেন?'

উইলিয়াম বললেন, 'আদ্‌সো, কোনো রহস্য ভেদ করা আর প্রথম নীতিগুলো (ফার্স্ট প্রিন্সিপলস)[১] থেকে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো (ডিডিউসিং) কিন্তু এক নয়। বা, এটা স্রেফ বিশেষ কিছু উপাত্ত জোগাড় ক'রে সেখান থেকে একটা সাধারণ সূত্র বের করার নামান্তরও নয়। এর অর্থ বরং, পরস্পর সাদৃশ্যহীন এক বা দুই বা তিনটি বিশেষ উপাত্তের মুখোমুখি হওয়া, এবং এটা ভাবা যে সেগুলো এমন কোনো অজানা সাধারণ বিধির (general law) বেশ কয়েকটির উদাহরণ কি না যে-বিধিটি সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণা নেই, এবং যেটার কথা সম্ভবত কেউ কখনো বলেনি। সত্যি বলতে কি, দার্শনিকরা যেমন বলে, তুমি যদি জানো যে মানুষ, ঘোড়া এবং খচ্চরের পিত্তরস নাই, এবং তারা দীর্ঘ আয়ুসম্পন্ন, তখন তুমি সাহসভরে এই তত্ত্ব দিতে পারবে যে পিত্তরসহীন প্রাণী দীর্ঘায়ু হয়। কিন্তু শিংঅলা জন্তুগুলোর কথা চিন্তা ক'রে দেখো। কেন ওদের শিং থাকে? হঠাৎ তোমার খেয়াল হবে যে শিংঅলা কোনো জন্তুরই ওপরের চোয়ালে দাঁত থাকে না। এটা বেশ একটা মজার আবিষ্কারই হবে কিন্তু, যদি তুমি উপলব্ধি না করো যে, হায়, ওপরের চোয়ালে দাঁতহীন কিছু জন্তু আছে যাদের শিং নেই এই যেমন উট। এবং শেষ অব্দি তুমি উপলব্ধি করো যে ওপরের চোয়ালে দাঁত নেই এমন সব জন্তুরই চারটে পাকস্থলী রয়েছে। তখন তুমি ধরে নিতে পারো যে, যে চিবুতে পারে না তারই তো খাবার ভালো ক'রে হজমের জন্য চারটে পাকস্থলী প্রয়োজন কিন্তু শিঙের ব্যাপারটা কী? তখন তুমি শিঙের জন্য একটা উপাদান কারণের[২] কথা ভাবতে থাকো – এই যেমন, দাঁতের অভাবে প্রাণীটাতে অস্থিজাতীয় জিনিসের আধিক্য দেখা দেয়, যেটাকে অন্য কোথাও থেকে বেরিয়ে আসতেই হয়। কিন্তু এটা ব্যাখাটা কি যথেষ্ট হলো? না, তার কারণ, উটের ওপরের দাঁত নেই, পাকস্থলী চারটে, কিন্তু তার শিং নেই। তা ছাড়া তোমাকে একটা পরিণতি কারণের কথাও ভাবতে হবে। অস্থিজাতীয় বস্তু কেবল সেসব প্রাণীর ক্ষেত্রেই শিং হয়ে বের হয়, যাদের আত্মরক্ষার অন্য কোনো উপায় বা উপকরণ নেই। উটের চামড়া খুব শক্ত, সুতরাং তার শিঙের প্রয়োজন নেই। কাজেই বিধিটা এই হতে পারে যে...'

'কিন্তু এসবের সঙ্গে শিঙের সম্পর্ক কোথায়?' অস্থিরভাবে জিগ্যেস করলাম আমি। 'আর তা ছাড়া, আপনি শিংঅলা প্রাণী নিয়ে এত চিন্তিত কেন?'

'আমি কখনো এসব প্রাণী নিয়ে মাথা ঘামাইনি, বরং, অ্যারিস্টটলের একটা ধারণার অনুগামী হয়ে লিংকনের বিশপই এ ব্যাপারে খুব আগ্রহী ছিলেন। সত্যি বলছি, আমি ঠিক জানি না তাঁর সিদ্ধান্তগুলো ঠিক কি না, আর উটের দাঁত কোথায় থাকে বা তার কয়টা পাকস্থলী সেটাও আমি দেখতে যাইনি। আমি কেবল তোমাকে বলার চেষ্টা করছি যে প্রাকৃতিক ব্যাপারে ব্যাখ্যামূলক বিধি খোঁজার চেষ্টা একটা প্যাঁচালো পথে এগোয়। মাথামুণ্ডু কিছু বোঝা যাচ্ছে না – এমনসব তথ্য বা

BanglaBook.org

ঘটনার মুখোমুখি হলে তোমাকে অবশ্যই বেশ কিছু সাধারণ বিধি বা সূত্রের কথা কল্পনা করতে হবে, যেগুলোর সঙ্গে ওসব তথ্য বা ঘটনার যোগসূত্র তোমার জানা নেই। তারপর হঠাৎ একটা ফলাফল, বিশেষ একটা ঘটনা, আর সেই সব বিধির কোনো একটির মধ্যে কোনো অপ্রত্যাশিত যোগাযোগের ফলে তুমি একটা চিন্তাসূত্র পেয়ে যাও যেটাকে অন্যগুলোর চাইতে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়। (তখন) তুমি সেটা একই রকম সবগুলো ঘটনার বা তথ্যের ব্যাপারে প্রয়োগ করো, ভবিষ্যদ্বাণী করার চেষ্টা করো, এবং তুমি আবিষ্কার করো যে তোমার স্বজ্ঞা বা ইনটুইশিনই ঠিক ছিল। কিন্তু শেষ মাথায় না পৌঁছানো পর্যন্ত তুমি বুঝতে পারবে না যে কোন বিধেয়গুলো (predicates) তোমার যুক্তিপ্রণালীতে তুমি প্রয়োগ করবে, এবং কোনগুলোকে বাদ দেবে। আর এখন আমি ঠিক সেটাই করছি। অনেকগুলো বিচ্ছিন্ন উপাদান পাশাপাশি সাজিয়ে রাখছি এবং সাহসভরে কিছু প্রকল্প (হাইপোথিসিস) দাঁড় করাচ্ছি। অনেকগুলো দাঁড় করাতে হবে আমাকে, আর সেসবের অনেকগুলোই এত উদ্ভট যে তোমাকে বলতে লজ্জাই লাগবে আমার। যেমন দেখো, ব্রুনেলাস নামের সেই ঘোড়ার বেলাতে, সূত্রগুলো দেখার পর বেশ কিছু পরিপূরক আর পরস্পরবিরোধী হাইপোথিসিস বা প্রকল্পের কথা ভেবেছিলাম হতে পারে ওটা একটা পালিয়ে যাওয়া ঘোড়া, হতে পারে যে চমৎকার সেই ঘোড়ার পিঠে ক'রে মোহান্ত ঢাল বেয়ে নেমে গিয়েছিলেন, এমন হতে পারত যে একটা ঘোড়া, ব্রুনেলাস, হয়ত তুষারের ওপর তার চলার পথের চিহ্ন রেখে গেছে, এবং আরেকটা ঘোড়া, Favellus[৩], আগের দিন, ঝোপে তার কেশরের চিহ্ন রেখে গেছে, আর গাছের ডালগুলো কিছু লোকও ভেঙে থাকতে পারত। ভাণ্ডারী আর তার ভৃত্যদেরকে উদ্বিগ্নভাবে খোঁজাখুঁজি করতে না দেখলে আমি বুঝতেও পারতাম না কোন হাইপোথিসিস বা তত্ত্ব প্রকল্পটা সত্যি। তো, তখন আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, ব্রুনেলাস প্রকল্পটাই ঠিক কেবল, এবং সন্ন্যাসীদের সঙ্গে যেভাবে কথা বলেছিলাম সেভাবে কথা বলে সেটাকে আমি সত্য প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলাম। আমি জিতে গিয়েছিলাম, কিন্তু আমি হেরেও যেতে পারতাম। আমি জিতে গিয়েছিলাম বলে অন্যরা মনে করল আমি জ্ঞানী, কিন্তু তারা সেসব ঘটনার বা উদাহরণের কথা জানত না যেখানে আমি নির্বোধ ছিলাম, কারণ আমি হেরে গিয়েছিলাম, এবং তারা জানতে পারেনি যে জিতে যাওয়ার কয়েক সেকেন্ড আগে আমি নিশ্চিত ছিলাম না যে আমি হেরে যাব না। তো, মঠের ঘটনাগুলোর ব্যাপারেও আমি বেশ কিছু চমৎকার তত্ত্ব প্রকল্পের কথা ভেবেছি, কিন্তু আমার হাতে এমন কোনো সুস্পষ্ট তথ্য নেই যা আমাকে বলতে দেবে সেসবের মধ্যে কোনটা সবচেয়ে ভালো। কাজেই পরে বোকা প্রতিপন্ন হওয়ার চাইতে আমি বরং এখন চালাক মনে হওয়ার ব্যাপারটা ছেড়ে দিচ্ছি। আর কোনো চিন্তা-টিন্তা করতে বোলো না আমাকে, অন্তত কালকে পর্যন্ত।'

আমি তখন আমার গুরুর চিন্তাপদ্ধতিটা বুঝতে পারলাম, এবং এটাকে আমার কাছে সেই দার্শনিকের চিন্তাপদ্ধতিটার চাইতে একেবারে ভিন্ন বলে মনে হলো যিনি প্রথম সূত্র বা নীতি (first principles) থেকে যুক্তি প্রয়োগ করেন, যাতে ক'রে তাঁর বুদ্ধিমত্তা ঐশী বুদ্ধিমত্তার ধরনধারণের মতো হয়ে ওঠে। বুঝতে পারলাম যে যখন তাঁর কাছে কোনো উত্তর থাকে না, তখন উইলিয়াম নিজের কাছে বেশ কিছু উত্তর তুলে ধরেন, যার একটার সঙ্গে আরেকটা প্রায় আকাশ-পাতাল ফারাক। আমি হতভম্ভ হয়ে গেলাম।

BanglaBook.org

সাহস ক'রে বলে উঠলাম, 'তার মানে, আপনি এখনো রহস্যটার সমাধান থেকে অনেক দূরে...'

উইলিয়াম বললেন, 'একটার খুব কাছে পৌঁছে গেছি। কিন্তু কোনটার যে তা জানি না।'

'আর তাই আপনার প্রশ্নগুলোর কোনো একটা নির্দিষ্ট জবাব আপনার কাছে নেই বলছেন?'

'আদ্সো, তা যদি থাকত তাহলে আজ আমি প্যারিসে ধর্মতত্ত্ব পড়াতাম।'

'প্যারিসে লোকজনের কাছে কি সব সময় সঠিক উত্তর থকে?'

উইলিয়াম বললেন, 'কক্ষনো না। তবে তাঁরা তাঁদের ভুলের ব্যাপারে বড্ড নিশ্চিত।'

আমি বালখিল্য একগুঁয়েমির সঙ্গে বললাম, 'আর আপনার কখনো ভুল হয় না?'

উইলিয়াম বললেন, 'হরহামেশাই হয়। কিন্তু মাত্র একটা ভুল কথা ভাবার বদলে আমি অনেকগুলোর কথা ভাবি। ফলে আমাকে কোনোটারই দাসত্ব করতে হয় না।'

আমার কাছে মনে হলো, উইলিয়াম সত্যের ব্যাপারে আদৌ আগ্রহী নন, যা কিনা কোনো জিনিস আর বুদ্ধিমত্তার মধ্যে বোঝাপড়ার ব্যাপার। উলটো, বরং ক'টি সম্ভাবনা সম্ভবপর সেটা ভেবেই মজা পান তিনি।

স্বীকার করছি, সেই মুহূর্তে আমি আমার গুরুকে নিয়ে হতাশ হয়ে পড়েছিলাম, এবং দেখলাম এ কথা ভাবছি যে, 'ভালোই হয়েছে যে ইনকুইযিটররা এসে পড়েছেন।' সত্যের জন্য যে তৃষ্ণা বার্নার্ড গুইকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল আমি সেই পক্ষে দাঁড়ালাম।

আর এরকম একটা অপরাধবোধ নিয়ে, পুণ্য বিষ্যুদবারে জুডাস যতটা ছিল তার চাইতেও বিদীর্ণ অবস্থায় নৈশাহার সারতে উইলিয়ামের সঙ্গে খাবার ঘরে গেলাম।

টীকা

১. উপাদান কারণের (material cause – যা থেকে বস্তু উৎপন্ন হয়, অ্যারিস্টটলের চার কারণের প্রথমটি, বাকি তিন কারণ হচ্ছে রূপগত, নিমিত্ত ও পরিণতি, ইংরেজিতে যথাক্রমে formal, efficient ও final

২. **টেক্সট** : Favellus

অনুবাদ : তামাটে বা মেটে বা কপিশ রঙের

BanglaBook.org

চতুর্থ দিন

কমপ্লিন

যেখানে সালভাতোরে এক আশ্চর্য জাদুমন্ত্রের কথা বলে।

প্রতিনিধিদলের নৈশাহারটা দুর্দান্ত ছিল। মোহান্ত নিশ্চয়ই মানব দুর্বলতা এবং পোপের দরবারের রীতি-নীতি সম্পর্কে ভালোই জ্ঞান রাখতেন (যা, আমাকে বলতেই হচ্ছে, ব্রাদার মাইকেলের মাইনরাইটদেরও অসুখী করেনি)। সদ্য-জবাই-করা শূকর দিয়ে মন্তে ক্যাসিনোর রন্ধনপ্রণালী মোতাবেক রক্তের পুডিং তৈরি হওয়ার কথা ছিল, পাচক আমাদেরকে সে-রকমই বলেছিল। কিন্তু ভেনানশিয়াসের করুণ পরিণতিতে তারা শুয়োরের সব রক্ত ফেলে দিতে বাধ্য হয়েছিল, যদিও শেষ অব্দি তাদেরকে আরো কিছু শূকর জবাই করতে হবে। আমার মনে হয় সে-সময় প্রভুর প্রাণীগুলোকে হত্যা করাটাকে সবাই ঘৃণার চোখে দেখত। তার পরও, আমরা যা যা খেলাম তার মধ্যে ছিল স্থানীয় ওয়াইনে চুবিয়ে রাখা কবুতরের র‍্যাগু[1], খরগোশের রোস্ট, সেন্ট ক্লেয়ারের প্যাস্ট্রি, ওইসব পাহাড়ে জন্মানো আমন্ডসহ ভাত – যা কিনা উপবাসের দিনগুলোর ব্লেমাঁজ (blancmange), তারা ফুলের টার্ট, (borage tart), পুর দেয়া জলপাই, ফ্রায়েড চীয, না-রাঁধা মরিচের সস দেয়া খাসির মাংস, সাদা চ্যাপ্টা বীন, সেইন্ট বার্নাডের কেক, সেইন্ট নিকোলাসের পাই, সেইন্ট লুসির ডাম্পলিং, আর ওয়াইন, লতা-গুল্মের লিকার (liqueur) যা সবার, এমনকি বার্নার্ড গুইয়ের-ও খোশ মেজাজ এনে দেয়, এমনিতে যিনি খুবই কঠোরভাবাপন্ন লেমন ভারবেনা-র একটা এলিক্সার, ওয়ালনাট ওয়াইন, বাত-নিরোধী ওয়াইন, আর জেনশিয়ান ওয়াইন। মনে হচ্ছিল যেন পেটুকদের কোনো সম্মেলন, তফাৎ শুধু, প্রতিটি চুমুক বা গরাস-এর সঙ্গেই চলছিল উপাসনামূলক পাঠ।

শেষে সবাই বেশ প্রসন্ন চিত্তে গাত্রোত্থান করলেন, কেউ কেউ কমপ্লিনের জন্য নীচে না যাওয়া অজুহাত হিসেবে মৃদু অসুস্থতার উল্লেখ করলেন। অবশ্য মোহান্ত তাতে কিছু মনে করলেন না। আমাদের সম্প্রদায়ে পবিত্র বা সম্মানিতদের আমরা যে বিশেষাধিকার এবং বাধ্যবাধকতা দান করি তা সবাই পান না।

সন্ন্যাসীরা বিদায় নিতে কৌতূহল বশে আরো কিছুক্ষণ রান্নাঘরে রয়ে গেলাম, রাতের জন্য সেটা তালা মারার জন্য তৈরি হচ্ছিল ওরা। দেখলাম, বস্ত্রের আড়ালে একটা পোঁটলা নিয়ে সালভাতোরে বাগানের দিকে সটকে পড়ল। আমার কৌতূহল আরো বেড়ে গেল, ফলে আমি তার পিছু পিছু গিয়ে তাকে ডাক দিলাম। সে আমাকে এড়িয়ে যেতে চাইল, কিন্তু তাকে প্রশ্ন করতে সে জবাব দিলো যে পোঁটলাটায় (সেটা এমনভাবে নড়ছিল যে বোঝা-ই যাচ্ছিল তার ভেতর জ্যান্ত

BanglaBook.org

কোনো কিছু আছে) সে একটা গিরগিটি নিয়ে যাচ্ছে।

'Cave basilischium[২]! serpenti-র rex, বিষের এমন tant pleno যে একেবারে dehors চকচকে! Che dicam, il veleno, এমনকি গন্ধ dehors বের হয়ে আসে, তারপর তোমাকে মেরে ফেলে! বিষ দিয়ে মেরে ফেলে তোমাকে! আর এটার পিঠে কালো কালো দাগ আছে, আর মাথাটা coq-এর মতো, আর শরীরের আদ্ধেকটা terra-র ওপর দিয়ে খাড়া হয়ে চলে, বাকি আদ্ধেকটা terra-র ওপর দিয়ে সাপের মতো চলে। bellula-র জান খতম ক'রে দেয়...'

'bellula?'

'Oc! Parvissimum জন্তু। ইঁদুরের চাইতে অল্প একটু longue, ছুছুন্দরী-ও বলে কেউ কেউ। serpe আর botta-ও তাই। আর এটাকে যখন সবাই মিলে কামড়ায় bellula fenicula-র দিকে নাহলে cicerbita-র দিকে দৌড় দেয়। তারপর সেটাকে চিবায় আর তারপর আবার battaglia করতে আসে। লোকে বলে ওটার জন্ম oculi থেকে, কিন্তু বেশিরভাগ মানুষই বলে যে কথাটা ঠিক নয়।'

আমি তাকে জিগ্যেস করলাম গিরগিটি দিয়ে সে কী করছে; জবাবে সে বলল সেটা তার ব্যাপার। ততক্ষণে কৌতূহলে একবারে জেরবার হয়ে আমি বললাম এই সময়ে, যখন এতগুলো মৃত্যু ঘটে গেছে তখন আর গোপন কোনো ব্যাপার থাকতে পারে না, এবং ব্যাপারটা আমি উইলিয়ামকে জানাব। তখন সালভাতোরে অনুনয়-বিনয় করতে শুরু করল যেন আমি চুপ থাকি, তারপর পোঁটলাটা খুলে আমাকে একটা কালো বিড়াল দেখাল। আমাকে আরো কাছে টেনে নিয়ে জঘন্য এক হাসি হেসে বলল সে চায় ক্ষমতাধর ভাণ্ডারী বা তরুণ ও সুদর্শন আমি যেন গ্রামের মেয়েদের প্রেম-ভালোবাসা আর না পাই, কুৎসিত আর গরিব হতভাগ্য হওয়ার কারণে সে যেহেতু তা পাচ্ছে না। কিন্তু সে এমন এক জাদুমন্ত্রের কথা জানে যা দিয়ে যে-কোনো নারীকে বশ করা যায়। প্রথমে একটা কালো বিড়াল মারতে হবে, তারপর সেটার চোখ দুটো বের ক'রে নিতে হবে, আর একটা কালো মুরগির দুটো ডিমের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হবে, একটার ভেতর একটা চোখ, আরেকটার ভেতর আরেকটা চোখ (এবং সে আমাকে দুটো ডিম দেখিয়ে দিব্যি দিয়ে বলল সেগুলো জুতসই মুরগিরই পাড়া)। এরপর ঘোড়ার গোবরের গাদায় সেই ডিম দুটোকে পচতে দিতে হবে (এবং বাগানের এক কোনায়, যেখানে কেউ কখনো যায় না, সেখানে সে এরই মধ্যে সে-রকম একটা গোবরগাদার ব্যবস্থা ক'রে রেখেছে), আর, সেখানে প্রতিটি ডিম থেকে একটা ক'রে ক্ষুদে শয়তান জন্ম নেবে, এবং আপনার সেবায় লেগে পড়বে, জগতের যাবতীয় আনন্দ-উপভোগ-এর ব্যবস্থা করবে। কিন্তু, দুঃখের কথা হলো, সে বলল, জাদুমন্ত্রটা কেবল তখনই কাজ করবে যখন যে-নারীর প্রেম তার আরাধ্য সে গোবরগাদায় পুঁতে রাখার আগে ডিমগুলোর ওপর থুতু নিক্ষেপ করবে, আর এই সমস্যাটাই তাকে ভোগাচ্ছে, কারণ সে যাতে তাকে বিশেষ সেই নারীকে পেতে হবে এবং তাকে সেই কৃত্যটা সারতে হবে, সেটার উদ্দেশ্য কী তা না জেনে।

আমার মুখ, বা অন্ত্র, বা আমার গোটা শরীর এক হঠাৎ তাত-এ আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল, এবং আমি

BanglaBook.org

দুর্বল গলায় জিগ্যেস করলাম সে-রাতে সে সেই একই মেয়েকে মঠের চৌহদ্দীর ভেতর নিয়ে আসবে কি না। ব্যঙ্গের একটা হাসি হাসল সে আমার দিকে চেয়ে, বলল আমি নিশ্চয়ই ভীষণ কামে জরজর হয়ে পড়েছি (আমি বললাম না, নেহাতই কৌতূহলবশত জিগ্যেস করছি), এবং তখন সে বলল গাঁয়ে এন্তার মেয়ে আছে, এবং সে আরেকজনকে নিয়ে আসবে, আমি যাকে পছন্দ করি এমনকি তার চাইতে সুন্দরী কাউকে। আমার ধারণা আমাকে তাড়িয়ে দেবার জন্য মিথ্যে বলছিল সে। অবশ্য, এমনিতেও, কীই-বা করতে পারতাম আমি? সারা রাত তাকে অনুসরণ করতাম, যখন উইলিয়াম একেবারেই অন্য একটা কাজের জন্য আমার অপেক্ষায় ছিলেন? আর, আবার মেয়েটাকে দেখতাম (যদি সে সেই মেয়ে হয়), যার দিকে আমার ক্ষুধা ধেয়ে গিয়েছিল, যখন আমার যুক্তি আমাকে অন্য দিকে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল – এবং যাকে আমি আর কখনোই দেখতে পারব না তা সে আমি তাকে যতই দেখতে চাই? নিশ্চয়ই না। কাজেই নিজেকে আমি বোঝাতে চাইলাম যে সালভাতোরে ওই মেয়েটা সম্পর্কে সত্যি কথাই বলছে। অথবা সে সবার সম্পর্কেই মিথ্যা বলছে, এবং সে যে জাদুমন্ত্রের কথা বলছে সেটা তার সরল, কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনের অলীক কল্পনা, এবং সে আসলে কিছুই করবে না।

বিরক্ত হয়ে উঠলাম তার ওপর, দুর্ব্যবহার করলাম তার সঙ্গে, তাকে বললাম যে সে-রাতের জন্য সে ঘুমাতে গেলেই ভালো করবে, কারণ তীরন্দাজরা মঠ পাহারা দিচ্ছে। সে জবাব দিলো যে মঠটা সে তীরন্দাজদের চাইতে ভালো চেনে, এবং এই কুয়াশায় কেউ কাউকে দেখতে পাবে না। এবং আসলেই সে আমাকে বলল যে সে এখন ছুট লাগাবে এবং আমি তাকে দেখতে পাব না, তা আমি এমনকি তোমার কামনার মেয়েটিকে নিয়ে তোমার কাছ থেকে দুই ফুট তফাতে ফুর্তি করতে থাকলেও। বিভিন্ন ভাষায় কথা বলছিল সে, কিন্তু যা বলেছিল সেটার মানে এ-ই। রুষ্ট হয়ে আমি চলে এলাম, কারণ অভিজাত শ্রেণীভুক্ত আর শিক্ষানবিশ আমার পক্ষে এসব ইতর শ্রেণীর লোকজনের সঙ্গে তর্কাতর্কিতে জড়ানো আমাকে মানায় না।

উইলিয়ামের সঙ্গে দেখা করলাম, এবং (আমাদের) যা করার কথা ছিল তা-ই করলাম। অর্থাৎ, নেইভের একেবারে কোনায় গিয়ে কমপ্লিনের আচার-অনুষ্ঠানের দিকে চোখ রাখার প্রস্তুতি নিলাম, যাতে ক'রে উপাসনা শেষ হয়ে গেলে আমরা গোলকধাঁধার পেটের ভেতর আমাদের দ্বিতীয় (আমার তৃতীয়) অভিযানের জন্য তৈরি হয়ে যেতে পারি।

টীকা

১. **র‍্যাগু** ragout, বেশি মশলা দেয়া ছোটো ছোটো মাংসের টুকরো আর সেদ্ধ তরকারির ডালনা।

টেক্সট : 'Cave basilischium!, ইত্যাদি

BanglaBook.org

অনুবাদ : ব্যাসিলিস্ক থেকে সাবধান! সাপেদের রাজা, বিষে এমন ভর্তি যে গা চকচক করে! মানে, বিষটা, এমনকি সেটার গন্ধ বেরিয়ে এসে তোমাকে মেরে ফেলবে! বিষ দিয়ে মেরে ফেলবে তোমাকে! আর এটার পিঠে কালো কালো দাগ আছে, মাথাটা মোরগের মতো, আর শরীরের আদ্ধেকটা মাটির ওপর দিয়ে খাড়া হয়ে চলে, বাকি আদ্ধেকটা মাটির ওপর দিয়ে সাপের মতো চলে। বেজীর জান খতম ক'রে দেয়...

'বেজী!'

'হ্যাঁ, খুবই ছোট্ট একটা প্রাণী, ইঁদুরের চাইতে সামান্য বড়। ছুছুন্দরী-ও বলে কেউ কেউ। সাপ আর ব্যাঙও। আর এটাকে যখন সবাই মিলে কামড়ায় তখন বেজীটা মৌরী শাকের দিকে নাহলে শেয়ালকাঁটার দিকে দৌড় দেয়। তারপর সেটাকে চিবায় আর তারপর আবার যুদ্ধ করতে আসে। লোকে বলে ওটার জন্ম চোখ থেকে, কিন্তু বেশিরভাগ মানুষই বলে যে কথাটা ঠিক নয়।'

ভাষ্য : মজার ব্যাপার হচ্ছে, সালভাতোরের এই অসাধারণ বর্ণনাটার উৎসগুলোর (ইসিডোর রচিত *Etymologies* ১২.৪.৬, সোলিনাসের *Collectania* ২৭.৫১ এবং প্লিনির *Natural Histories* ৮.২১.৩৩) সবখানেই বলা আছে যে একমাত্র ব্যাসিলিস্ক বেজীকে হত্যা করে, এবং একমাত্র ব্যাসিলিস্ক-ই তা পারে!

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

কমপ্লিন-এর পর

যেখানে তাঁরা ফের সেই গোলকধাঁধায় যান, finis Africae-এর দোরগোড়া পর্যন্ত পৌঁছোন, কিন্তু ভেতরে ঢুকতে পারেন না কারণ চতুর্থটির প্রথম এবং সপ্তমটি যে কী সেটা তাঁদের জানা নেই, এবং শেষে, আদ্‌সোর প্রেমরোগের খুব পাণ্ডিত্যপূর্ণ একটা পুনরাবৃত্তি ঘটে।

গ্রন্থাগার অভিযানে গিয়ে বেশ কয়েক ঘণ্টা কাজে ব্যয় হলো। আমাদের যা যাচাই করার উদ্দেশ্য ছিল তা মুখে বললে সরলই শোনায়, কিন্তু ম্যাপের নির্দেশনামূলক কথাগুলো পড়তে পড়তে, প্যাসেজ আর দরজা বা দরজা-জানলাহীন দেওয়ালগুলো ম্যাপে চিহ্নিত ক'রে ক'রে, আদ্যক্ষরগুলো লিখে রাখতে রাখতে, ফাঁকা আর বদ্ধস্থানগুলোর খেলা আমাদেরকে যতটুকু অনুমতি দিলো সে-অনুযায়ী বিভিন্ন পথে বাতির আলোয় আমাদের পথচলা ছিল দীর্ঘ। এবং একঘেয়ে

ভয়ংকর ঠাণ্ডা পড়েছিল। রাতটা ঝোড়ো ছিল না, এবং প্রথম সন্ধ্যায় যে আবছা শিসধ্বনি আমাদেরকে মনমরা ক'রে দিয়েছিল সে-রকম কিছু শুনতে পাইনি, বরং একটা ভেজা-ভেজা, বরফশীতল বাতাস ঢুকছিল শর-গবাক্ষ (arrow slit) দিয়ে। আমরা কাঠের দস্তানা প'রে নিয়েছিলাম, যাতে বইগুলো ধরতে গিয়ে আমাদের হাত অবশ হয়ে না আসে। কিন্তু সেগুলো ছিল শীতকালে লেখার জন্য, আঙুলের ডগাগুলো খোলা-রাখা, এবং মাঝে মাঝে আমাদেরকে হাত আগুনের শিখার কাছে ধরতে হয়েছিল, বা আমাদের বুকে চেপে ধরতে হয়েছিল, বা আধা জমে যাওয়া অবস্থায় লাফাতে লাফাতে করতালি দিতে হচ্ছিল।

এই কারণে পুরো কাজটা আমরা একটানা ক'রে যেতে করতে পারিনি। বই-এর কেসগুলোতে কী আছে তা নেড়েচেড়ে দেখার জন্য দাঁড়িয়েছিলাম আমরা, এবং এখন যেহেতু উইলিয়াম তাঁর নতুন চমশাজোড়া নাকে নিয়ে কিছুক্ষণের জন্য থেমে বইগুলো পড়তে পারছিলেন, একেকটা বই আবিষ্কার ক'রেই তিনি খুশীর চিৎকার জুড়ে দিচ্ছিলেন, কারণ, হয় বইটা তাঁর চেনা, বা হয়ত অনেক দিন ধ'রে তিনি সেটা খুঁজছিলেন, বা, নিতান্তই এইজন্য যে, বইটির কথা কখনো কোথাও উল্লিখিত হতে শোনেননি তিনি এবং ফলে, তিনি মহা উত্তেজিত, মহাউদ্দীপিত, সংক্ষেপে বলতে গেলে, প্রত্যেকটা বই তার কাছে এক আজব দেশে দেখা হয়ে যাওয়া দুর্দান্ত একটা প্রাণীর মতন। এবং একটা পাণ্ডুলিপির পাতা ওলটাতে ওলটাতে তিনি আমাকে অন্যগুলো খুঁজতে বললেন

'এই দেখো, এই আলমারিটায় কী আছে!'

এবং আমি, ভল্যুমগুলোর পাঠোদ্ধার করতে করতে এবং সরিয়ে রাখতে রাখতে বললাম, 'বিডি-র *Historia anglorum*'...আবারও বিডি-রই *De aedificatione templi, De*

BanglaBook.org

tabernaculo, De temporibus et computo et chronica et circuli Dionysi, Ortographia, De ratione metrorum, Vita Sancti Cuthberti, Ars metrica...

'স্বভাবতই শ্রদ্ধাভাজনের সম্পূর্ণ রচনাবলি...এদিকে দেখো! *De rhetorica cognatione, Locorum rhetoricorum distinctio*[২], আর এখানে অসংখ্য ব্যাকরণবিদ – প্রিসিয়ান, অনরোতাস, দেনোতাস, ভিক্তোরিনাস, মেত্রোরিয়াস, ইউথিকেস, সার্ভিয়াস, ফোকাস, অ্যাসপার..' অদ্ভুত, আমি ভেবেছিলাম এখানে অ্যাংলিয়ার লেখকরা আছেন। নীচে দেখা যাক...'

'*Hisperica ... famina*[৩] । এটা কী ?'

'একটা হাইবারনীয় কবিতা। শোনো :

Hoc spumans mundanas obvallat Pelagus oras
terrestres amniosis fluctibus cudit margines.
Saxeas undosis molibus irruit avionias.
Infima bomboso vertice miscet glareas
Asprifero spergit spumas sulco,
Sonoreis frequenter quatitur flabris...'[৪]

আমি মানে বুঝতে পারলাম না, কিন্তু পড়ার সময় উইলিয়াম এমন ক'রে শব্দগুলো আওড়াচ্ছিলেন যে মনে হচ্ছিল ঢেউ আর সাগরের ফেনার শব্দ শোনা যাচ্ছে।

'আর এটা? মাল্মসবেরির অ্যান্ডহেল্ম। এই পাতাটা শুনুন : "Primitus pantorum procerum poematorum pio potissimum paternoque presertim privilegio panegiricum poemataque passim prosatori sub polo promulgatas[৫]"...সবগুলো শব্দ একই অক্ষর দিয়ে শুরু হয়েছে।'

'আমার দেশের মানুষগুলো সবাই একটু ক্ষ্যাপাটে,' উইলিয়াম গর্বের সঙ্গে বললেন। 'চলো অন্য কেসটায় দেখা যাক।'

'ভার্জিল।'

'এখানে কী করছেন উনি? কোন ভার্জিল? *Georgics*?'

'না। *Epitomae*[৬]। এটার কথা কখনো শুনিনি আমি।'

'ইনি তুলুযের ভার্জিল। অলংকারশাস্ত্রবিদ। আমাদের প্রভুর জন্মের ছয় শতক পরের। তিনি মহাবিজ্ঞ হিসেবে পরিচিত ছিলেন...'

'এখান বলছে যে বিদ্যা হচ্ছে poema, rhetoria, grama, leporia, dialecta, geometria[৭] কিন্তু তিনি কোন ভাষায় লিখতেন?'

'লাতিন। তাঁর নিজের উদ্ভাবন-করা এক লাতিন যদিও, যেটাকে তিনি আরো অনেক সুন্দর

BanglaBook.org

বলে মনে করতেন। এটা পড়ো; তিনি বলছেন জ্যোতির্বিদ্যা রাশিচক্রের চিহ্নগুলো অধ্যয়নের বিদ্যা, যে চিহ্নগুলো হচ্ছে mon, man, tonte, piron, dameth, perfellea, belgalic, margaleth, lutamiron, taminon, আর raphalut[৮]।'

'পাগল নাকি?'

'জানি না তিনি আমার দ্বীপাঞ্চলের লোক নন। আর এটা শোনো : তিনি বলছেন, আগুন কথাটা বোঝাবার বারোটা উপায় আছে ignis, coquihabin (quia incocta coquendi habet dictionem), ardo, clax ex calore, fragon ex fragore flammae, rusin de rubore, fumaton, ustrax de urendo, vitius quia pene mortua membra suo vivificat, siluleus, quod de silice siliat, unde et silex non recte dicitur, nisi ex qua scintilla silit। আর aeneon, de Aenea deo, qui in eo habitat, sive a quo dementis flatus fertur।'

'কিন্তু এভাবে তো কেউ কথা বলে না!'

'সৌভাগ্যক্রমে! কিন্তু সেটা ছিল সেই সময় যখন অশুভ জগৎটাকে ভুলে থাকবার জন্য ব্যাকরণবিদেরা যতসব দুর্জ্ঞেয় প্রশ্ন নিয়ে ভাবনা চিন্তা ক'রে আনন্দ পেতেন। আমি শুনেছিলাম সে-সময়ে অলংকারশাস্ত্রবিদ গাবুন্দুস এবং তেরেন্তিয়ুস 'ego[১০]' শব্দটার সম্বোধনসূচক কারক কী হবে তাই নিয়ে পনেরো দিন এবং পনেরো রাত ধরে তর্ক করেছিলেন, এবং শেষে অস্ত্র হাতে এক অপরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।'

'কিন্তু এটাও। শুনুন...' আমি একটা বই পেয়ে গিয়েছিলাম, যেটায় গাছপালার এক গোলকধাঁধা অলংকৃত-করা আর সেই গোলকধাঁধার ভেতর দিয়ে কতকগুলো বানর ও সাপ উঁকি দিচ্ছে। 'এই শব্দগুলো শুনুন : cantamen, collamen, gongelamen, stemiamen, plasmamem, sonerus, alborcus, gaudifluus, glaucicomus[১১]'

'আমার দ্বীপগুলো,' কোমলভাবে উইলিয়াম বললেন। 'বহু দূরের হাইবারনিয়ার ওই সন্ন্যাসীদের প্রতি বেশি কঠোর হোয়ো না। হয়ত, মঠটা যে টিকে আছে, আর এখনো যে আমরা পবিত্র রোমক সাম্রাজ্যের কথা বলতে পারছি সেজন্য আমরা তাঁদের কাছে ঋণী। সে-সময়ে ইউরোপের বাকি অংশ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল; একদিন তাঁরা গঅলের কিছু যাজকের দেয়া বারিদীক্ষা (ব্যাপ্টিযম) বাতিল বলে ঘোষণা করলেন, কারণ তারা "in nomine patris et filiae[১২]" – এজন্য নয় যে তারা নতুন কোনো ধর্মদ্বেষিতার চর্চা করেছে এবং যীশুকে একজন নারী বলে গণ্য করেছে, বরং এই জন্য যে তারা তখন আর লাতিন জানত না।'

'সালভাতোরের মতো?'

'কমবেশি তাই। ভাইকিংরা রোমে লুটতরাজ চালাবার জন্য সুদূর উত্তর থেকে নদীপথ ধরে দক্ষিণে এসেছিল। পেগান মন্দিরগুলো একে একে ভেঙে পড়ছিল, এবং তখনো খৃষ্টীয় কোনো মন্দির বা উপাসনালয় ছিল না। তখন কেবল হাইবারনিয়ার সন্ন্যাসীরাই লিখতেন আর পড়তেন, পড়তেন

BanglaBook.org

আর লিখতেন, এবং পাণ্ডুলিপি অলংকরণ করতেন, আর তারপর পশুর চামড়া দিয়ে তৈরি ছোটো ছোটো নৌকায় চড়ে বসতেন, এবং এসব দ্বীপের দিকে এসে লোকজনকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করেন, যেন তোমরা অবিশ্বাসী, বুঝতে পেরেছে? তুমি তো বব্বিওতে গেছ; তাদেরই একজন সন্ত কলাম্বা সেটা স্থাপন করেছিলেন। কাজেই তাঁরা যদি একটা নতুন লাতিন ভাষা আবিষ্কার ক'রে থাকেন, তাতে মন খারাপ করার কিছু নেই, এই কারণে যে ইউরোপে তখন কেউ আর পুরোনো লাতিন জানত না। মহৎ সব মানুষ ছিলেন তাঁরা। সন্ত ব্রেন্ডান ব্লেস্ট দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছেছিলেন, এবং নরকের উপকূল ধরে জাহাজ ভাসিয়েছিলেন, যেখানে তিনি জুডাসকে একটা পাথরের সঙ্গে বাঁধা অবস্থায় দেখতে পান, এবং একদিন তিনি একটা দ্বীপে নামেন, এবং ডাঙায় গিয়ে একটা সমুদ্র-দানো দেখতে পান। স্বভাবতই তাঁরা সবাই পাগল ছিলেন,' পরম তৃপ্ত স্বরে কথাটা পুনরাবৃত্তি করলেন তিনি।

'এই ছবিগুলো...নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে আমার! এত শত রং!' নিজের ভেতরে সব শুষে নিতে নিতে আমি বলে উঠলাম।

'এ হচ্ছে সেই দেশের জিনিস যে-দেশে রং খুব বেশি নেই, একটুখানি নীল আর বেশ খানিকটা সবুজ কেবল। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাইবারনীয় সন্ন্যাসীদের নিয়ে আলাপ করলে চলবে না আমাদের। আমি যা জানতে চাই তা হলো এখানে তারা অ্যাঙলীয়দের নিয়ে আর নানান দেশের ব্যাকরণবিদদের নিয়ে কেন এসেছে। নিজের মনের কাছে প্রশ্ন করো কোথায় থাকা উচিত আমাদের?'

'পশ্চিম টাওয়ারের ঘরগুলোয়। আমি স্ক্রলগুলোও নকল ক'রে রেখেছি। কাজেই, কানা ঘর থেকে বেরিয়ে আমরা সপ্তভুজাকার ঘরে গিয়ে ঢুকি, এবং টাওয়ারের একটি ঘরে ঢোকার জন্য কেবল একটি প্যাসেজই আছে; লাল রঙে লেখা অক্ষরটা *H*। এরপর টাওয়ারের চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে আমরা এক ঘর থেকে আরেক ঘরে যেতে যেতে আবার সেই কানা ঘরে ফিরে আসব। অক্ষরগুলোর ক্রমটার বানান হয়...ঠিক বলেছেন আপনি! HIBERNI!'

'HIBERNIA[১৩], যদি আমরা কানা ঘরটা থেকে রওনা হয়ে সপ্তভুজাকার ঘরটায় ফিরে আসি, যেটায় অন্যগুলোর মতো Apocalypse-এর *A* অক্ষরটি রয়েছে। কাজেই, সেখানে Ultima Thule[১৪]-এর লেখকদের রচনা আছে, সেই সঙ্গে ব্যাকরণবিদদের আর অলংকারশাস্ত্রবিদদেরও, কারণ যেসব মানুষ এই গ্রন্থাগারের বইগুলো সাজিয়েছেন তাঁরা মনে করেছেন যে একজন ব্যাকরণবিদের হাইবারনীয় ব্যাকরণবিদদের সঙ্গে থাকা উচিত, তা তিনি তুলুস থেকে এলেও। এটা একটা মানদণ্ড। বুঝতে পেরেছ? আমরা কিছু একটা বুঝতে শুরু করেছি।'

'কিন্তু, পুব টাওয়ারের ঘরগুলোতে আমরা যেখানে যাত্রা শেষ করেছিলাম সেখানে FONS কথাটা লেখা ছিল দেখেছিলাম...সেটার মানে কী?'

'তোমার ম্যাপটা ভালো ক'রে দেখো। প্রবেশের ক্রম ধ'রে এর পরের ঘরগুলোর অক্ষরগুলো প'ড়ে যাও।'

'FONS ADAEU...'

BanglaBook.org

'না, Fons Adae[১৫]; *U* হচ্ছে পুবের দ্বিতীয় কানা ঘর, আমার মনে আছে; সম্ভবত এটা আরেকটা ক্রমের সঙ্গে খাপ খায়। তা, Fons Adae-তে, মানে পার্থিব স্বর্গে আমরা কী পেয়েছিলাম? (মনে রেখো যে উদীয়মান সূর্যের দিকে মুখ-করা বেদীটা যে ঘরে সেটা ওখানে)?'

'অনেকগুলো বাইবেল ছিল সেখানে, আর বাইবেলের ওপর টীকা-ভাষ্য, পবিত্র বাইবেল সম্পর্কিত বইপত্তর।'

'কাজেই, বুঝতে পারছো, পার্থিব স্বর্গ, যেটা কিনা সবাই বলে, পুবে অনেক দূরে অবস্থিত, সেটা সংশ্লিষ্ট ঈশ্বরের কথা। আর এখানে, পশ্চিম বরাবর, Hibernia।'

'তার মানে গ্রন্থাগারের নকশাটা পৃথিবীর মানচিত্রটারই পুনঃনির্মাণ?'

'সেটা হতে পারে। আর বইগুলোকে সেগুলো যে দেশের, বা সেসবের লেখকরা যে স্থানে জন্মগ্রহণ করেছেন, অথবা, এই উদাহরণটার যেমন, যেখানে তাদের জন্ম হওয়া উচিত ছিল, সে-অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। গ্রন্থাগারিকরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিলেন যে ব্যাকরণবিদ ভার্জিল ভুল ক'রে তুলুযে জন্ম নিয়েছিলেন; পশ্চিম দেশীয় দ্বীপাঞ্চলে জন্মগ্রহণ করা উচিত ছিল তাঁর। তাঁরা প্রকৃতির ভুল শুধরে দিয়েছিলেন।'

ফের আমাদের পথ ধরলাম। দুর্দান্ত সব অ্যাপক্যালিপ্সে ঠাসা এক সারি ঘর পেরিয়ে এলাম, এসব ঘরেরই কোনো একটিতে ঘোরের মধ্যে নানান সব কাল্পনিক দৃশ্য দেখেছিলাম আমি। আর সত্যি বলতে, দূর থেকে আবার সেই আলোটা দেখতে পেলাম আমরা। উইলিয়াম নিজের নাক ধ'রে, ছাইয়ের ওপর থুতু দিয়ে সেটা নেভাবার জন্য দৌড় দিলেন। নিরাপত্তার খাতিরে, ঘরটার ভেতর দিয়ে তাড়াতাড়ি পা চালালাম আমরা, কিন্তু আমার মনে পড়ে গেল যে আমি সেখানে mulier amicta sole[১৬] আর ড্রাগনসহ সুন্দর, বহুবর্ণ অ্যাপোক্যালিপ্স দেখেছিলাম। এই ঘরগুলোর ক্রমটাকে নতুন ক'রে ঠিক করলাম আমরা, যে ঘরটায় সবার শেষে ঢুকেছিলাম – যেটায় লাল আদ্যক্ষর হিসেবে *Y* ছিল – সেটা দিয়ে শুরু ক'রে। উলটো দিক থেকে প'ড়ে আমরা YSPANIA[১৭] শব্দটা পেলাম, কিন্তু সেটার শেষ *A* ছিল ঠিক সেটা যেটা দিয়ে HIBERNIA শেষ হয়েছে। উইলিয়াম বললেন, এটা একটা ইঙ্গিত (সাইন) যে এমন কিছু ঘর ছিল যেখানে বিভিন্ন বিষয়ের কাজ বা বই রাখা ছিল।

সে যা-ই হোক, মনে হলো YSPANIA নাম দেয়া অংশটা অ্যাপোক্যালিপ্সের অসংখ্য হাতে-লেখা পুঁথিতে ভর্তি, সেগুলোর সবই দুর্দান্তভাবে তৈরি, এবং উইলিয়াম সেটাকে হিস্পানী শিল্প ব'লে শনাক্ত করলেন। আমাদের এই ধারণা জন্মাল যে, গ্রন্থাগারটায় সম্ভবত খৃষ্টজগতে সে-সময় অ্যাপসল (জন)-এর বইটির বিদ্যমান কপিগুলোর সবচাইতে বড়ো সংগ্রহ আর টেক্সটটির ওপর বিপুল টীকা-ভাষ্য ছিল। লিয়েবানার বিয়েটাস অ্যাপোক্যালিপ্স-এর টীকা-ভাষ্যের বিশাল বিশাল সব বই লিখে গেছেন। টেক্সটগুলো সব সময় কমবেশি একই রকম হলেও, চিত্রগুলোতে আমরা একটা সমৃদ্ধ, অসাধারণ বৈচিত্র্য আবিষ্কার করলাম, এবং উইলিয়াম সেগুলোর মধ্যে তাঁর বিবেচনায় আস্তুরিয়াস রাজ্যের সবচেয়ে বড়ো আলংকারিকদের শনাক্ত

BanglaBook.org

করলেন : ম্যাগিয়াস, ফাকুন্দুস এবং অন্যান্য আরো কয়েকজন।

এসব, এবং অন্যান্য পর্যবেক্ষণের এক পর্যায়ে আমরা দক্ষিণ টাওয়ারে এসে পৌঁছুলাম, গত রাতে যেখানে আমরা আগেই গিয়েছিলাম। Yspania-র *S* ঘরটা – জানালাবিহীন – *E* ঘরের দিকে চলে গেছে, এবং ধীরে ধীরে টাওয়ারটার পাঁচটা ঘরে যাওয়ার পর, আমরা শেষ ঘরটায় চলে এলাম, সেটায় কোনো প্যাসেজ-ট্যাসেজ নেই, এবং একটা লাল *L* রয়েছে। আবারও পেছন দিক থেকে প'ড়ে আমরা পেলাম LEONES।

'Leones : দক্ষিণ। আমাদের মানচিত্র অনুযায়ী আমরা আফ্রিকায় আছি, hic sunt leones[১৮]। এখন বোঝা যাচ্ছে আমরা কেন নাস্তিক লেখকদের এত বই পেয়েছি।'

'এবং আরো আছে,' বইয়ের কেসগুলো হাতাতে হাতাতে আমি বললাম। 'ইবনে সিনার *Canon*[১৯] আর, আমি চিনতে পারছি না – চমৎকার ক্যালিগ্রাফিসমৃদ্ধ এই হাতে-লেখা পুঁথিটা...'

'অলংকরণ দেখে বলতে হচ্ছে একটা কোরান, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, আমি আরবী জানি না।'

'কোরান, বিধর্মীদের বাইবেল, একটা সত্যভ্রষ্ট বই...'

'এটা এমন একটা বই যেখানে আমাদের প্রজ্ঞার চাইতে ভিন্ন এক প্রজ্ঞার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যেখানে সব সিংহ, দানব রয়েছে সেখানে এই বইটি কেন রাখা হয়েছে। সে-কারণেই আমরা দানবীয় প্রাণীদের ওপর লেখা বইটা দেখেছিলাম যে-বইয়ে তুমি ইউনিকর্ন-ও পেয়েছিলে। LEONES নামের এই অংশে সে-ধরনের বই আছে যে বইগুলোকে এই গ্রন্থাগারের নির্মাতারা মিথ্যেপূর্ণ বই ব'লে গণ্য করতেন। ওখানে ওটা কী?'

'ওগুলো লাতিনে লেখা, যদিও আরবী থেকে। আইয়ুব আল-রুহাবি, জলাতঙ্ক সম্পর্কে একটা গবেষণামূলক প্রবন্ধ। আর এটা হলো ধনস্পদের ওপর লেখা একটা বই। আর এটা আলহায়েন-এর *De aspectibus*[২০]

'দেখো, দানব আর মিথ্যের মধ্যে তারা বিজ্ঞানবিষয়ক এমন বইও রেখেছেন যেগুলো থেকে খৃষ্টানদের অনেক কিছু শেখার আছে। গ্রন্থাগারটা যখন তৈরি করা হয়েছিল সে-সময়ে তাঁরা এরকমই ভাবতেন...'

'কিন্তু মিথ্যার মধ্যে তাঁরা ইউনিকর্নের ওপর লেখা বইও কেন রাখলেন?' আমি শুধোলাম।

'এ কথা পরিষ্কার বোঝা যায় যে এই গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠাতাদের মাথায় অদ্ভুত সব চিন্তাভাবনা কাজ করত। তাঁরা নিশ্চয়ই এ কথা বিশ্বাস করতেন যে এই বইটা, যেটায় দূরদূরান্তের আশ্চর্য সব জীব-জন্তুর কথা লেখা আছে সেটা বিধর্মীদের প্রচার-করা মিথ্যের তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল...'

'কিন্তু ইউনিকর্ন কি কোনো মিথ্যে? প্রাণীদের মধ্যে সবচাইতে মিষ্টি আর মহৎ একটা প্রতীক। প্রাণীটা দিয়ে যীশুকে বোঝানো হয়, বিশুদ্ধতা বোঝানো হয়; একজন কুমারী নারীকে বনের ভেতর ছেড়ে দিয়েই কেবল ইউনিকর্নকে ধরা যায়, কারণ তখন প্রাণীটা সেই কুমারীর বিশুদ্ধতম ঘ্রাণ পেয়ে

BanglaBook.org

তার কাছে গিয়ে তার কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে থাকে, আর শিকারীর ফাঁদে নিজেকে তুলে দেয়।'

'লোকে ও-রকম বলে, আদ্সো। কিন্তু অনেকেই মনে করেন ওটা একটা কল্পকথা, পেগানদের উর্বর মস্তিষ্কের ফসল।'

আমি বললাম, 'কী হতাশাজনক ব্যাপার! কখনো একটার সঙ্গে দেখা হলে ভালো লাগত। না হলে আর কোনো বনে গিয়ে কী লাভ?'

'প্রাণীটার যে অস্তিত্ব আছে সে কথা নিশ্চিত ক'রে বলা যা না। সম্ভবত, এসব বইয়ে যেভাবে ওটার ছবি আঁকা রয়েছে প্রাণীটা তার চাইতে অন্যরকম। ভেনিসের এক অভিযাত্রী একবার অনেক দূরদেশে গিয়েছিলেন, মানচিত্রে যে fons paradisi[২১]-এর কথা বলা হয়েছে তার বেশ কাছে, এবং সেখানে তিনি ইউনিকর্ন দেখতে পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি দেখেছিলেন যে সেগুলো বেয়াড়া আর জবড়জং, খুব বদখত আর কালো। আমার ধারণা, ভুরুর ওপর এক শিংঅলা কোনো আসল প্রাণী দেখেছিলেন তিনি। প্রাচীনকালের গুরুরা প্রথম যে-প্রাণীটির বিশ্বস্ত বর্ণনা দিয়েছিলেন, আমার ধারণা, সম্ভবত, ওটাই ছিল সেই প্রাণী। এমন কখনো হয়নি যে তাঁরা যা বলেছেন তার পুরোটাই ভুল, এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে তাঁরা সেসব জিনিস দেখার সুযোগ বা সুবিধে লাভ করেছিলেন যা আমরা দেখিনি। তারপর এই বর্ণনাটি এক auctoritas (কর্তৃপক্ষ) থেকে আরেক auctoritas-এর কাছে যাওয়ার ধারাবাহিক কল্পনাপ্রবণ চর্চার মধ্যে দিয়ে বদলে গিয়েছে, এবং ইউনিকর্নগুলো সাদা এবং ভব্যসভ্য অদ্ভুতদর্শন প্রাণীতে পরিণত হয়েছে। কাজেই যদি কখনো শুনতে পাও যে কোনো বনে কোনো ইউনিকর্ন আছে, কুমারী কোনো মেয়েকে নিয়ে সেখানে হাজির হোয়ো না যেন আবার; এমনও হতে পারে যে সেই প্রাণীটির সঙ্গে ভেনিসের সেই ভদ্রলোকের বর্ণনারই বেশি মিল পেলে, বইয়ের বর্ণনার চাইতে।'

'কিন্তু প্রাচীনকালের গুরুরা কি ইউনিকর্নের সত্যিকারের প্রকৃতি সম্পর্কে ঈশ্বরের কাছ থেকে কোনো রহস্যোদ্ঘাটনমূলক প্রত্যাদেশ পেয়েছিলেন?'

'প্রত্যাদেশ নয়, অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। তাঁদের সৌভাগ্য, ইউনিকর্ন বাস করে এমন ভূখণ্ডে বা আমাদের নিজেদের দেশে যখন ইউনিকর্ন বাস করত তখন তাঁরা জন্মগ্রহণ করেছিলেন।'

'কিন্তু তাহলে আমরা কী ক'রে সেই প্রাচীন প্রজ্ঞার ওপর আস্থা রাখতে পারি যার চিহ্ন আপনি সব সময় খুঁজে ফেরেন – যদি এমন বাড়াবাড়ি রকমের স্বাধীনতা নিয়ে ব্যাপারটার বিশেষ মানে দাঁড় করিয়েছে এমন মিথ্যায় ভরা বইপত্রের মাধ্যমে সেই প্রজ্ঞা আমাদের কাছে পৌঁছোয়?'

'বই এজন্য লেখা হয় না যে সেটার কথা বিশ্বাস করতে হবে, বরং কথাগুলো যাতে লোকে পরীক্ষা ক'রে দেখতে পারে সেজন্যই বই লেখা হয়। আমরা যখন একটা বইকে বিচার করি তখন সেটা কী বলে সে-কথা জিগ্যেস করলে আমাদের চলবে না, জিগ্যেস করতে হবে সেটা কী বোঝাচ্ছে, আর এই নীতিটা পবিত্র গ্রন্থাবলিগুলোর টীকা-ভাষ্যকারদের ঠিকই মাথায় ছিল। এই বইগুলোর ভাষ্যমতে, ইউনিকর্ন একটি নৈতিক বা রূপকধর্মী বা সাদৃশ্যভিত্তিক সত্যের মূর্ত রূপ, কিন্তু সেটা এমন একটি সত্য যেরকম "বিশুদ্ধতা একটি মহৎ গুণ" এই ধারণাটি সত্য রয়েছে। কিন্তু

BanglaBook.org

আক্ষরিক সত্য, যা অন্য তিনটি সত্যকে টিকিয়ে রাখে, সেটার ক্ষেত্রে বলতে হয় যে আমরা এখনো জানি না মৌলিক অভিজ্ঞতার কারণে আক্ষরিক মানের সৃষ্টি হয় কি না। প্রকৃত বা যথার্থ বস্তু নিয়ে আলাপ করতেই হবে, এমনকি সেটার উচ্চতর মানে বহাল থাকলেও। একটি বইয়ে লেখা ছিল মদ্দা ছাগলের রক্ত দিয়ে হীরে কাটা যায়। আমার মহাগুরু রজার বেকন বললেন যে কথাটা সত্য নয়, স্রেফ এই কারণে যে তিনি কাজটা করতে চেষ্টা ক'রে ব্যর্থ হয়েছেন। কিন্তু হীরে আর ছাগলের রক্তের মধ্যে সম্পর্কের যদি কোনো মহত্তর মানে থাকে, তাহলে সেটা অক্ষুণ্ন থাকার কথা।'

'তার মানে, আক্ষরিক মানে মিথ্যে কথা বললেও উত্তমাঙ্গের সত্য প্রকাশিত হতে পারে।' আমি বললাম। 'তার পরও, এই ইউনিকর্ন-এর যে অস্তিত্ব নেই, বা কখনো ছিল না, বা কোনো দিন থাকতে পারে না এই ব্যাপারটা আমাকে কষ্ট দেয়।'

'স্বর্গীয় সর্বশক্তিমানতার ওপর সীমাবদ্ধতা আরোপ করা সংগত নয়, আর ঈশ্বর ইচ্ছে করলে ইউনিকর্নও থাকতে পারত। তবে এই ভেবে নিজেকে সান্ত্বনা দাও যে এই বইগুলোতে অন্তত সেগুলোর অস্তিত্ব আছে, যে বইগুলো তাদের প্রকৃত অস্তিত্বের কথা না বললেও সম্ভাব্য অস্তিত্বের কথা বলে।'

'তাহলে আমাদের কি বিশ্বাস সরিয়ে রেখেই বই পড়তে হবে, যে-বিশ্বাস নাকি একটা ধর্মতাত্ত্বিক গুণ?'

'আরো দুটো ধর্মতাত্ত্বিক গুণও তো রয়েছে। এই আশা যে সম্ভবপরতা রয়েছে। আর দয়া, তাদের প্রতি যারা এই পুণ্য বিশ্বাসে বিশ্বাস করেছিল যে সম্ভবপরতার অস্তিত্ব রয়েছে।'

'কিন্তু ইউনিকর্ন দিয়ে আপনার লাভটা কী যদি আপনার বুদ্ধিমত্তা সেটাতে বিশ্বাসই না করে?'

'শুয়োরের পিপের দিকে তাকে টেনে আনার পর তুষারের ওপর ভেনানশিয়াসের পায়ের ছাপে যে লাভ হয়েছিল এটাতেও আমার সেই লাভ। বইয়ের ইউনিকর্ন একটা ছাপের মতো। যদি ছাপ থাকে, তাহলে সেটা যার ছাপ সে-ও নিশ্চয়ই ছিল বা আছে।'

'কিন্তু আপনি বলেছেন, ছাপের চাইতে ভিন্ন।'

'অবশ্যই। ছাপটার আকৃতি যে সব সময় সেটা যে-শরীরের সৃষ্টি তার মতো একই আকৃতিবিশিষ্ট তা নয়, আর ছাপ যে সব সময় কোনো দেহের চাপের ফলেই পড়ে তা-ও নয়। একটি দেহ বা সত্তা আমাদের মনের ওপর যে ছাপ ফেলেছে, কখনো কখনো, সেই ছাপে আমরা সেটারই প্রতিরূপ দেখতে পাই; এটা হচ্ছে একটা ধরণা বা ভাবের ছাপ। ধারণা বা ভাব হচ্ছে নানান জিনিসের ইঙ্গিত বা চিহ্ন, আর প্রতিচ্ছবি হলো ভাব বা ধারণার ইঙ্গিত বা চিহ্ন, চিহ্নের চিহ্ন। তবে সেই প্রতিচ্ছবি থেকে আমি সেই দেহ বা সত্তাটিকে না হলেও অন্যেরা সেটা সম্পর্কে যে ধারণা বা ভাব পোষণ করে সেটা ফের তৈরি করি।'

'আর সেটাই আপনার জন্য যথেষ্ট?'

'না, কারণ প্রকৃত শিক্ষা বা বিদ্যাকে (কেবল) ধারণা বা ভাব নিয়ে সন্তুষ্ট থাকলে চলবে না –

BanglaBook.org

যে ধারণা বা ভাব আসলে ইঙ্গিত বা চিহ্ন; বরং জিনিসগুলোকে তাদের স্বতন্ত্র বা পৃথক সত্যের ভেতর আবিষ্কার করতে হবে। আর কাজেই, এই ছাপের ছাপ থেকে আমি এই শেকলের একবারে শুরুতে যে স্বতন্ত্র ইউনিকর্ন রয়েছে সেটাতে ফিরে যেতে চাই। যেমন আমি ভেনানশিয়াসের খুনীর রেখে যাওয়া আবছা চিহ্নগুলো থেকে (যেসব চিহ্ন অনেক কিছু বোঝাতে পারে) একটিমাত্র ব্যক্তি, খোদ খুনীর কাছে ফিরে যেতে চাই। কিন্তু অল্প সময়ে, এবং অন্যান্য চিহ্ন বা ইঙ্গিত ছাড়া সেটা সব সময় সম্ভব হয় না।'

'তাহলে আমি সব সময় এবং একমাত্র এমন কিছুর কথা বলতে পারছি যা আমাকে অন্য কিছুর কথা বলে, আবার সেই অন্য কিছু আরেকটা কিছুর কথা বলে, ইত্যাদি। কিন্তু সেই অন্তিম কিছু, সত্যিকারের জিনিসটা – সেটার কি আসলেই অস্তিত্ব রয়েছে?'

'সম্ভবত রয়েছে; এটা হলো সেই স্বতন্ত্র ইউনিকর্ন। কিন্তু চিন্তা কোরো না, কিছু দিনের মধ্যেই তুমি সেটার দেখা পাবে, তা সেটা যতই কুৎসিত বা কালো হোক না কেন।'

'ইউনিকর্ন, সিংহ, আরব লেখক, আর সাধারণ অর্থে মুরেরা,' আমি বললাম, 'কোনো সন্দেহ নেই এই সেই আফ্রিকা যেটার সম্পর্কে সন্ন্যাসীর বলাবলি করছিল।'

'কোনো সন্দেহ নেই যে এটাই সেটা। আর তাই যদি হয়, তাহলে তিভোলি-র প্যাসিফিকাস আফ্রিকার যেসব কবির কথা বলেছিলেন তাঁদেরকে আমাদের খুঁজে বের করা উচিত।'

আর সত্যি বলতে কি, যখন আমরা আগের পথ অনুসরণ ক'রে ফিরে যাচ্ছিলাম এবং L ঘরে ছিলাম তখন একটা কেসে Floro, Fronto, Apuleius, Martianus, Capella এবং Fulgentius এঁদের বইয়ের একটা সংগ্রহ দেখতে পেয়েছিলাম।

'তাহলে এটাই সেই জায়গা যেখানে বিশেষ একটা গুপ্তরহস্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে ব'লে বেরেঙ্গার জানিয়েছিল।'

'প্রায় এখানেই। সে *finis Africae* ব'লে একটা কথা ব্যবহার করেছিল, আর এই কথাটি শুনেই মালাকি ভীষণ চটে গিয়েছিলেন। *finis* এই শেষ ঘর হতে পারে যদি না...' এরপর তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন : ক্লোনম্যাকনইস-এর সাত গীর্জার পাশে! একটা জিনিস খেয়াল করোনি তুমি?'

'কী?'

'চলো সেই *S* ঘরটায় যাওয়া যাক, যেখান থেকে শুরু করেছিলাম!'

সেই প্রথম কানা ঘরটায় চলে এলাম আমরা, যে-ঘরটায় এই পংক্তি লেখা রয়েছে : 'Super thronos viginti quatuor[২২]'। চারটা দরজা ছিল সেটায়, একটা দিয়ে Y ঘরে যাওয়া যায়, যেটার অভ্যন্তরীণ অষ্টভুজে একটা জানালা ছিল। আরেকটা দিয়ে P ঘরে যাওয়া যায়, যেটা বাইরের ফাসাদ (façade) বরাবর YSPANIA ক্রম ধ'রে এগিয়ে গেছে। টাওয়ারের দিকের দরজাটা দিয়ে যাওয়া যায় E ঘরের দিকে, যেটার ভেতর দিয়ে এইমাত্র এলাম আমরা। এরপর ছিল একটা কানা দেওয়াল, আর তারপর একটা দরজা যেটা দিয়ে *U* আদ্যক্ষর দিয়ে চিহ্নিত করা দ্বিতীয় একটা কানা ঘরে

BanglaBook.org

যাওয়া যায়। S ঘরটাতেই আয়নাটা ছিল – সৌভাগ্যক্রমে ঠিক আমার ডান দিকে, দেওয়ালে, নাহলে আমি আবারো ভীষণ ভয় পেতাম।

আমার মানচিত্রটা ভালো ক'রে দেখে এই ঘরটার বিশেষত্ব উপলব্ধি করলাম। অন্য তিন টাওয়ারের কানা ঘরগুলোর মতন এটা দিয়েও মাঝের সপ্তভুজাকার ঘরটায় যেতে পারার কথা ছিল। না পারা গেলে সপ্তভুজাকার ঘরটার প্রবেশমুখ হতে হতো লাগোয়া কানা ঘর *U*-তে। কিন্তু এই ঘরটা – যেখান থেকে একটা দরজা দিয়ে অষ্টভুজাকার অংশে জানালাসহ T ঘরের দিকে যাওয়া যায় এবং যেটা আরেকটা দরজার মাধ্যমে S ঘরটার সঙ্গে যুক্ত – সেটার তিনটে দেওয়াল বুককেসে ভর্তি। চারদিকে তাকিয়ে মানচিত্রে যেটা জলের মতো স্পষ্ট সেটা সম্পর্কে নিশ্চিত হলাম তর্কশাস্ত্রের (লজিক) দিক থেকে এবং কঠোর সুসামঞ্জস্যের প্রয়োজনে ওই টাওয়ারটায় সপ্তভুজাকার একটা ঘর থাকা উচিত ছিল, কিন্তু নেই।

'একটাও নেই,' আমি বললাম। 'এরকম কোনো ঘর নেই।'

'না, ব্যাপারটা তা নয়। যদি সপ্তভুজাকার ঘর না থাকত, তাহলে অন্য ঘরগুলো অপেক্ষাকৃতভাবে বড়ো হতো, অথচ সেগুলো একদম অন্য প্রান্তের ঘরগুলোর মতো কমবেশি একই আকৃতির। ঘরটা আছে, কিন্তু সেটাতে যাওয়া যায় না।'

'চারদিকে দেওয়াল ঘেরা?'

'সম্ভবত। তা ছাড়া, এই finis Africae রয়েছে, ওখানেই সেই সন্ন্যাসীরা – যারা আজকে গতায়ু – তারা তাদের কৌতূহল নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওটা দেওয়াল ঘেরা, কিন্তু তার মানে এই নয় যে সেটাতে কোনো প্রবেশমুখ নেই। সত্যি বলতে কি, একটা প্রবেশপথ নিশ্চয়ই আছে, এবং ভেনানশিয়াস সেটা খুঁজে পেয়েছিল, অথবা আদেল্‌মো তাকে সেটার বর্ণনা দিয়েছিল এবং সে আবার জেনেছিল বেরেঙ্গারের কাছ থেকে। চলো তার নোটটা আরেকবার পড়া যাক।' ভেনানশিয়াসের কাগজটা তিনি তার পোশাকের ভেতর থেকে বের ক'রে আবারও পড়লেন : 'মূর্তির ওপরের হাতটা চারের প্রথম এবং সাতে কাজ করে।' তিনি চারদিকে তাকালেন। আরে, 'তাই তো! অবশ্যই! "idiolum" হচ্ছে আয়নার ভেতরের ছবিটা! ভেনানশিয়াস আসলে গ্রীক ভাষায় চিন্তা করছিল, আর সেই ভাষায়, এমনকি আমাদের ভাষার চাইতে বেশি ক'রে, "eidolon" মানে প্রতিচ্ছবি এবং অপচ্ছায়া বা ভূত, দুইই, এবং আয়নাটায় আমাদের নিজেদের প্রতিচ্ছবি বিকৃতভাবে প্রতিফলিত হয়; আমরা নিজেরাই সে-রাতে প্রতিচ্ছবিটাকে ভূত ভেবে ভুল করেছিলাম! কিন্তু, তাহলে, চারটে "supra idolum" কী হতে পারে? প্রতিফলনকারী তলের ওপরের কিছু? সেক্ষেত্রে আমাদেরেকে বিশেষ একটা কোণে অবস্থান নিতে হবে যাতে ক'রে ভেনানশিয়াসের বর্ণনার সঙ্গে মেলে এমন কিছু আয়নায় প্রতিফলিত হলে আমরা দেখতে বা বুঝতে পারি।'

সব অবস্থান থেকেই চেষ্টা ক'রে দেখলাম আমরা, কিন্তু কোনো ফল হলো না আমাদের প্রতিচ্ছবিগুলোর পাশে আয়নাটিতে বাতিটার মৃদু আলোয় আলোকিত ঘরের বাকি অংশের কিছু আবছা পরিকাঠামোর প্রতিফলন দেখা গেল।

BanglaBook.org

উইলিয়াম চিন্তামগ্ন কণ্ঠে বললেন, 'তাহলে "supra idolum" কথাটি দিয়ে সে হয়ত আয়নার ওপাশের কথা বলেছে...যা আমাদেরকে পরের ঘরে নিয়ে যাবে, কারণ স্পষ্টতই আয়না একটা দরজাও বটে...'

আয়নাটা প্রমাণ আকারের একজন মানুষের চাইতে লম্বা, শক্তপোক্ত এক ওক কাঠের ফ্রেমে দেওয়ালের সঙ্গে আটকানো। সব রকমভাবেই সেটাকে ছুঁয়েটুয়ে দেখলাম আমরা, সেটার ভেতর আঙুল ঢুকিয়ে দিতে চাইলাম, নখ ঢুকিয়ে দিতে চাইলাম ফ্রেম আর দেওয়ালের মাঝখান দিয়ে, কিন্তু আয়নাটা এমন অটল হয়ে রইল যেন সেটা দেওয়ালেরই অংশ, পাথরের মধ্যে পাথর।

'আর, ওপারে না হলে, ওটা "super idolum" হতে পারে,' উইলিয়াম বিড়বিড় ক'রে বলতে বলতে এরই মধ্যে পায়ের আঙুলের ডগার ওপর দাঁড়িয়ে পড়লেন, এবং তাঁর হাত ফ্রেমটার ওপরের প্রান্তের ওপর চালিয়ে দিলেন। ধুলো ছাড়া কিছু পেলেন না তিনি।

উইলিয়াম গম্ভীরমুখে বললেন, 'কিন্তু আবার, আয়নাটার ওপারে যদি কোনো ঘর থেকেও থাকে, সেক্ষেত্রেও, আমরা যে-বইটা খুঁজছি এবং অন্যরা খুঁজেছিল, সেটা কিন্তু এখন আর সেই ঘরে নেই, কারণ প্রথমে ভেনানশিয়াস আর তার পরে বেরেঙ্গার, ঈশ্বর জানে কোথায় সেটা সরিয়ে ফেলেছে।'

'কিন্তু এমন যদি হয় বেরেঙ্গার আবার সেটা ওখানে এনে রেখেছে?'

'না, সেই সন্ধ্যায় আমরা গ্রন্থাগারে ছিলাম, এবং সবকিছুই এই ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, চুরির কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই রাতে সে স্নানাগারে মারা গিয়েছিল। নইলে পরদিন সকালে আমরা আবার তাকে দেখতে পেতাম। সে যা-ই হোক...আপাতত, finis Africae কোথায় সেটা আমরা নির্ণয় করতে পেরেছি, আর, গ্রন্থাগারের নকশাটা নিখুঁত করার জন্য যত তথ্য দরকার তার প্রায় সব আমাদের কাছে আছে। তুমি নিশ্চয়ই এটা মানবে যে গোলকধাঁধাটার অনেক রহস্যই এখন পরিষ্কার হয়ে এসেছে।'

আমাদের আবিষ্কারগুলো আমার নকশায় টুকে রাখতে রাখতে আমরা অন্য ঘরগুলোর ভেতর দিয়ে চলতে থাকলাম। কিছু ঘরে গিয়ে পড়লাম যেগুলো পুরোপুরি গণিতশাস্ত্র এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের জন্য সংরক্ষিত, অন্য কিছু ঘরে আরামায়িক হরফে লেখা সব বই, যে-হরফ দু'জনের কেউই চিনি না আমরা, অন্যগুলোতো এমনকি আরো কম চেনা হরফে লেখা, সম্ভবত সেগুলো ভারতের টেক্সট। সমাপতিত দুটো ক্রম IUDAEA এবং AEGYPTUS-এর ভেতর দিয়ে হেঁটে গেলাম আমরা। আমাদের পাঠোদ্ধারের একঘেয়ে ঘটনাপঞ্জি দিয়ে পাঠককে বিরক্ত না ক'রে সংক্ষেপে বলি, পরে যখন আমরা আমাদের নকশাটা চূড়ান্তভাবে ঠিক করতে গেলাম তখন আমরা নিশ্চিত হলাম যে গ্রন্থাগারটা terraqueous orb[২৪]-এর ছবি অনুযায়ী সাজানো। উত্তরে পেলাম ANGLIA আর GERMANI, যে-দুটো পশ্চিম দেওয়াল বরাবর GALLIA দিয়ে যুক্ত, একেবারে পশ্চিমে গিয়ে যেটা HIBERNIA-তে রূপ নিয়েছে, আর দক্ষিণ দেওয়ালের দিকে গিয়ে ROMA (লাতিন ক্লাসিক্‌সের স্বর্গ!) ও YASPANIA-তে। এরপর দক্ষিণে এলো LEONES এবং AEGYPTUS,

BanglaBook.org

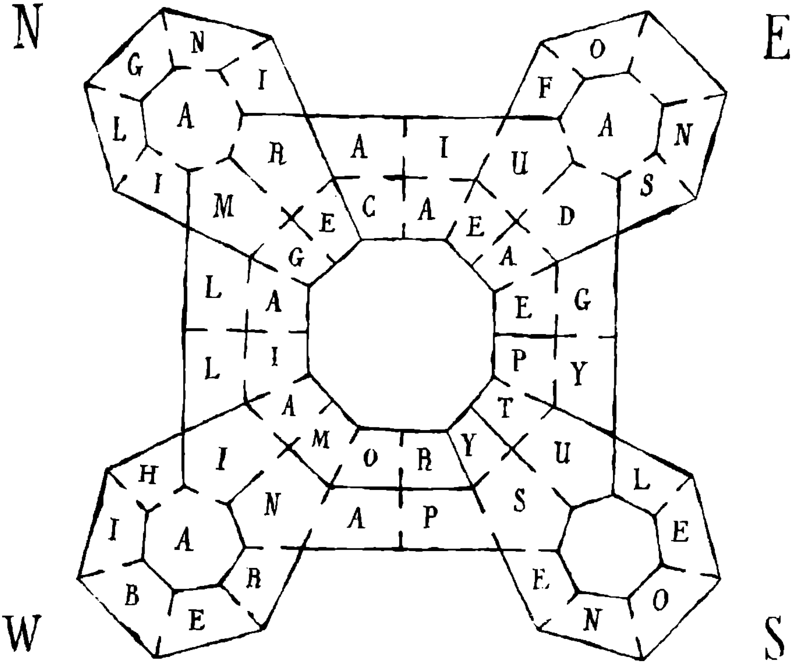

পুব দিকে যেটা IUDAEA আর FONS ADAE হয়ে গেছে। পুব আর উত্তরের মাঝে, দেওয়াল বরাবর রয়েছে ACAIA, উইলিয়ামের ভাষায়, একটা চমৎকার একটা সিনেকডকি (synecdoche, প্রতিরূপক), যেটা গ্রীসের দিকে ইঙ্গিত করে, আর অবশেষে সেই চার ঘরে রয়েছে প্রাচীন পেগান কবি ও দার্শনিকদের একটা বিশাল সংগ্রহ।

শব্দগুলোর বিন্যাস খামখেয়ালী ধরনের। মাঝে মাঝে সেগুলো একটা বিশেষ দিকে এগিয়েছে, আবার অন্য সময় পেছন বরাবর গেছে, আবার কখনো গেছে বৃত্তাকারে; প্রায়ই, আগে যেমনটা বলেছি, একই হরফ দুটো আলাদা শব্দ গঠনে সাহায্য করেছে (এবং এসব ক্ষেত্রে ঘরগুলোতে একটা বুককেস ভর্তি ছিল কেবল এক বিষয়ের বইয়ে, আরেকটা আরেক বিষয়ের)। কিন্তু স্পষ্টতই, এই বিন্যাস বা আয়োজনটির পেছনে বিশেষ কোনো রীতি বা সূত্রসন্ধান ক'রে ফায়দা হতো না। এটা ছিল বিশেষ কোনো বই খুঁজে বের করার জন্য স্মৃতিকে সহায়তা করতে পারে এমন একটা কৌশল।

BanglaBook.org

একটা বই quarta Acaiae[২৫]-তে পাওয়া গেছে বলার অর্থ সেটা *A*-আদ্যক্ষর চিহ্নিত ঘরটি থেকে গুনতে শুরু ক'রে চতুর্থটিতে ছিল, আর তারপর, সেটাকে খুঁজে বের করতে তাঁকে বৃত্তাকার না সোজা পথ ধরে যেতে হবে সেটা সম্ভবত গ্রন্থাগারিকের মুখস্থ ছিল, যেহেতু বর্গাকারে সাজানো চারটি ঘরে ACAIA ভাগ ক'রে দেয়া হয়েছে। কাজেই আমরা চট ক'রে কানা দেওয়ালগুলোর খেলাটা বুঝে ফেললাম। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পুব দিক থেকে ACAIA-র দিকে এগিয়ে আপনি আবিষ্কার করবেন যে পরের ঘরগুলোর দিকে যাওয়া যায় এমন কোনো ঘর নেই গোলকধাঁধাটা এইখানে এসে শেষ হয়ে গেছে, এবং উত্তরের টাওয়ারটায় পৌঁছুবার জন্য আপনাকে অন্য তিনটে টাওয়ার অতিক্রম করতে হচ্ছে। কিন্তু স্বভাবতই, গ্রন্থাগারিকেরা FONS দিয়ে প্রবেশ করতেন, এ কথা খুব ভালো ক'রেই জেনে যে, এই ধরুন ANGLIA যাওয়ার জন্য তাদেরকে AEGYPTUS YASPANIA, GALLIA আর GERMANI-র ভেতর দিয়েই যেতে হবে।

এসব এবং অন্য আরো কিছু চমৎকার আবিষ্কারের মধ্যে দিয়ে গ্রন্থাগারে আমাদের ফলপ্রসূ অভিযান শেষ হলো। কিন্তু আমরা যে সন্তুষ্ট মনে গ্রন্থাগারটি ত্যাগ করার প্রস্তুতি নিলাম (যদিও তার একটু পরেই আমরা অন্য কিছু ঘটনায় জড়িয়ে পড়ব, আর সেসবের কথা আমি একটু পরেই বলছি আপনাদের) সে কথা বলবার আগে পাঠকের কাছে একটা স্বীকারোক্তি না করলেই নয়। আমি বলেছি যে মূলত সেই রহস্যময় স্থানটার রহস্যভেদের জন্যেই আমাদের অভিযানটা চালানো হয়েছিল, কিন্তু এটা বলা হয়নি যে, পথে, যে-ঘরগুলোকে বিষয় আর বিন্যাস অনুযায়ী আমরা চিহ্নিত করছিলাম, সেখানে বিভিন্ন ধরনের বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছিলাম আমরা, যেন একটা রহস্যময় মহাদেশে বা terra incognita[২৬]-তে অনুসন্ধান চালাচ্ছিলাম দু'জনে। আর, এই দ্বিতীয় অভিযানটি চলছিল, সাধারণত, পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে, উইলিয়াম এবং আমি যখন একই বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছিলাম তখন আমি সবচাইতে অদ্ভুতটার দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করছিলাম, এবং তিনি আমার বুঝতে না-পারা অসংখ্য ব্যাপার বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন।

কিন্তু একটা পর্যায়ে, আমরা যখন ঠিক দক্ষিণ টাওয়ারের LEONES নামের ঘরগুলোর ভেতর ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, তখন আমার গুরু অদ্ভুত-সব অপটিকাল ড্রইংসমেত আরবী বইয়ে ঠাসা একটা কামরায় এসে থমকে দাঁড়ালেন; আর সে-সন্ধ্যায় আমরা যেহেতু একটা নয়, বরং দু-দুটো বাতির অধিকারী ছিলাম, কৌতূহলবশত আমি পাশের ঘরে ঢুঁ মারলাম, এ কথা উপলব্ধি ক'রে যে, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে গ্রন্থাগারটি পরিকল্পনা ক'রে সেটার একটা দেওয়াল বরাবর সেই বইগুলো জমা ক'রে রাখা হয়েছে যেগুলো কাউকে পড়তে দেয়া হতো না, কারণ সেগুলোতে দেহ ও চৈতন্য বা আত্মার রোগ-বালাই নিয়ে নানান কথা বলা আছে, এবং প্রায় সব ক্ষেত্রে বিধর্মী পণ্ডিতেরাই সেগুলো রচনা করেছেন। এবং একটা বইয়ের ওপর আমার নজর গিয়ে পড়ল, যেটা তেমন বড়ো নয়, কিন্তু তাতে বেশ কিছু মিনিয়েচার রয়েছে যেগুলোর সঙ্গে (সৌভাগ্যক্রমে!) বইটার বিষয়বস্তুর তেমন কোনো সম্পর্ক নেই : ফুল, লতাপাতা, যুগল প্রাণী, কিছু ভেষজ লতাগুল্ম। বইটার নাম *Speculum amoris*[২৭], বোলোনিয়ার ম্যাক্সিমাসের লেখা, এবং বইটি নানান সব বইয়ের উদ্ধৃতিতে পরিপূর্ণ,

BanglaBoi.org

তার সবই প্রেমরোগ সম্পর্কে। পাঠক নিশ্চয়ই অনুধাবন করতে পারবেন যে আমার মনে আবার আগুন ধরিয়ে দিতে, আবার সেটাকে মেয়েটির ছবি দিয়ে উত্তেজিত ক'রে তুলতে বেশি কিছুর আর দরকার ছিল না, অথচ সকাল থেকে সেটা অসাড়ই ছিল।

সারাটা দিন নিজেকে তাড়িয়ে বেড়িয়েছিলাম আমি আমার সকালবেলার চিন্তাভাবনাগুলো হঠিয়ে দেবার জন্য, বারবার এ কথা আউড়ে যে সেগুলো কোনো মিতাচারী, ধীরস্থির শিক্ষানবিশের ছিল না, আর তা ছাড়া, যেহেতু সেদিন ঘটনার ঘনঘটার কমতি ছিল না, এবং সেসব যথেষ্ট মারাত্মকও ছিল, তাই আমার প্রবৃত্তি সুপ্ত ছিল, আর তাই আমি ভেবেছি আমি বুঝি ততক্ষণে যা একটা ক্ষণস্থায়ী অস্থিরতা ছিল সেটা কাটিয়ে উঠতে পেরেছি। কিন্তু তার বদলে, আমাকে স্রেফ বইটা দেখামাত্র বলে উঠতে হলো : De te fabula narratur[২৮], এবং আবিষ্কার করলাম যে যতটা মনে করেছিলাম তার চাইতে বেশি প্রেমরোগাক্রান্ত আমি। পরে আমি জেনেছি, চিকিৎসাশাস্ত্রের বই পড়লে সব সময় আপনার এই স্থিরবিশ্বাস জন্মাবে যে সেখানে যেসব ব্যথা-বেদনার কথা বলা হচ্ছে আপনার শরীরেও আপনি সেই ব্যথা-বেদনা অনুভব করছেন। কাজেই, স্রেফ সেই পৃষ্ঠাগুলো পড়েই, যেগুলো আমি এই ভয়ে দ্রুত চোখ বুলিয়ে গেছি যে উইলিয়াম হঠাৎ এসে পড়তে পারেন এবং তখন আমাকে জিগ্যেস করবেন এত মনোযোগ দিয়ে আমি কী পড়ছি, আমার ধারণা জন্মাল যে আমি ঠিক সেই রোগে আক্রান্ত যেটার লক্ষণ এত চমৎকারভাবে বলা হয়েছে যে একদিকে নিজেকে অসুস্থ হিসেবে আবিষ্কার ক'রে যদি আমি বিপন্ন বোধ ক'রে থাকি (এবং এত শত ওয়াকিফহাল মহলের অভ্রান্ততায়) অন্য দিকে বেশ উৎফুল্লও হলাম যে সেখানে আমার নিজের পরিস্থিতি এমন প্রাঞ্জলভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, নিশ্চিত হলাম যে আমি যদি অসুস্থও হই, এক অর্থে আমার অসুখ স্বাভাবিক, যেহেতু আরো এন্তার লোক এইভাবে যন্ত্রণাভোগ করেছে, এবং উল্লিখিত লেখকরা হয়ত আমাকে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের বর্ণনার নমুনা হিসেবে ধরে নিয়েছেন।

কাজেই ইবনে হাজামের লেখাগুলো আমার মন কেড়ে নিল; প্রেমকে যিনি একটি বেয়াড়া বিমার হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছেন, এবং সেটার প্রতিকার রয়েছে খোদ রোগটারই মধ্যে, কারণ, রোগী নিজের আরোগ্য চায় না, এবং যে এই রোগে আক্রান্ত সে সুস্থ হতে অনিচ্ছুক (ঈশ্বর জানেন কথাটা সত্যি কি-না)। সেদিন আমি উপলব্ধি করলাম কেন সেই সকালে আমি যা দেখেছি তাতেই অমন উদ্বেলিত হয়ে পড়েছিলাম   মনে হচ্ছে প্রেম চোখ দিয়ে প্রবেশ করে, আনসিরা-র বাসিল যেমন বলেছেন, এবং, এটা একটা প্রশ্নাতীত উপসর্গ যে, এ ধরনের কোনো রোগ যাকে পেয়ে বসে তার মধ্যে মাত্রাতিরিক্ত প্রফুল্লতা লক্ষ করা যায়, যদিও একই সঙ্গে সে আত্মমগ্নই থাকতে চায়, নিঃসঙ্গতাই তার কাম্য হয়ে ওঠে (যেমনটা আমার হয়েছিল সে-সকালে), আবার ওদিকে অন্য যে ব্যাপারগুলো তার ওপর প্রভাব ফেলে তা হলো একটা প্রচণ্ড অস্থিরতা আর একটা ভয় মেশানো সমীহা, যা তাকে একেবারে রুদ্ধবাক ক'রে ফেলে। আমি পড়তে ভয় পাচ্ছিলাম যে একনিষ্ঠ প্রেমিক যখন তার প্রেমাস্পদের দর্শন লাভ করতে পারে না তখন সে অতি অবশ্যই এমন একটা শীর্ণ দশার ভেতর পতিত হয় যে প্রায় ক্ষেত্রেই সে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে, এবং কখনো কখনো রোগটা তার মস্তিষ্ককে কহিল ক'রে ফেলে, এবং সে পাগল হয়ে যায়, প্রলাপ বকতে থাকে (যদিও আমি সেই

BanglaBook.org

স্তরে পৌঁছুইনি, কারণ আমি গ্রন্থাগার অভিযান নিয়ে তৎপর ছিলাম)। কিন্তু পড়তে পড়তে আমি এটা জেনে ভীত হয়ে গেলাম যে অসুস্থ অবস্থার অবনতি হলে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে, এবং ভাবলাম মেয়েটার কথা ভেবে আমি যে আনন্দ পাই সেটা দেহের চরম উৎসর্গের যোগ্য কি না, আত্মার স্বাস্থ্যের যথাযথ বিবেচনার কথা যদি একপাশে সরিয়েও রাখি।

এ ছাড়াও, সন্ত হিল্ডেগার্ডের লেখা থেকে জানা গেল, সেদিন সারা দিনমান যে বিষণ্ন মেজাজে ছিলাম – মেয়েটির অনুপস্থিতিজনিত এক মধুর যন্ত্রণাকেই যার কারণ হিসেবে সাব্যস্ত করেছিলাম – সেটা ছিল স্বর্গে মানুষ যে সুসংগতিপূর্ণ এবং অনবদ্য দশার অভিজ্ঞতা লাভ করে তা থেকে দূরে সরে যাওয়া লোকের অনুভূতির খুব বিপজ্জনক রকমের কাছাকাছি, এবং সাপের নিঃশ্বাস ও শয়তানের প্রভাবেই এই "nigra et amara[২৯] " বিষাদ তৈরি হয়। একই মাপের প্রজ্ঞার অধিকারী বিধর্মীরাও এমনই কথা বলেছেন, কারণ দেখলাম আবু-বকর মুহাম্মদ ইবন-যাকারিয়া আর-রাযির লেখা ব'লে পরিচিত কিছু কথার দিকে আমার নজর পড়ল; ভদ্রলোক তাঁর *Liber continens*[৩০] নামের একটি রচনায় প্রণয়জনিত বিষাদকে লাইকেনথ্রপি-র (lycanthropy) সঙ্গে এক ক'রে দেখেছেন, যে-রোগ হ'লে লোকে নেকড়ের মতো আচরণ করে। তাঁর বর্ণনা পড়ে মনে হলো কেউ আমার টুঁটি চেপে ধরেছে : গোড়াতে, প্রণয়ীদের বাহ্যিক চেহারা বদলে যায়, তাদের দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে যায়, চোখ দুটো ফাঁপা, অশ্রুশূন্য হয়ে পড়ে, জিভ ধীরে ধীরে শুকিয়ে যায়, সেখানে ব্রণ বা ফুসকুড়ির মতো ওঠে, তাদের গোটা শরীর শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়, এবং খালি তেষ্টা পেতে থাকে; এই পর্যায়ে তারা উপুড় হয়ে শুয়ে দিন কাটাতে থাকে, এবং তাদের মুখে ও জঙ্ঘাস্থিতে কুকুরের কামড়ের মতো দাগ দেখা দেয়, আর শেষ অব্দি, এই রোগের শিকারেরা রাতের বেলা এক কবরখানা থেকে আরেকটায় নেকড়ের মতো ঘোরাঘুরি করতে থাকে।

মহান ইবনে সিনার লেখার কিছু উদ্ধৃতি প'ড়ে আমার অবস্থার গুরুতর দশা সম্পর্কে আর কোনো সন্দেহ-ই রইল না; প্রেমকে তিনি বিষাদগ্রস্ত ধরনের একটা একাগ্র চিন্তা বলে সংজ্ঞায়িত করেছেন, যা বিপরীত লিঙ্গের কারো মুখাবয়ব, অঙ্গভঙ্গি, বা আচার-আচরণ সম্পর্কে ক্রমাগতভাবে চিন্তা করা থেকে জন্ম নেয় (ইবনে সিনা কী প্রাঞ্জল বিশ্বস্ততার সঙ্গেই-না আমার নজিরটার বর্ণনা দিয়েছেন!) কোনো রোগ হিসেবে এটার সৃষ্টি হয় না, বরং যখন অতৃপ্ত থেকে থেকে সেটা একটা আচ্ছন্নকারী চিন্তায় পরিণত হয় তখনই সেটা একটা রোগে রূপান্তরিত হয় (কিন্তু চিন্তাটা আমাকে কেন এত আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল, যে-আমি কিনা – ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করুন – এত তৃপ্ত ছিলাম? নাকি, আগের রাতে যা ঘটেছিল তা, সম্ভবত, প্রেমের পরিতৃপ্তি ছিল না? কিন্তু তাহলে এই অসুখের উপশম কী ক'রে হয়?), আর তখন চোখের পাতা অবিরাম কাঁপতে থাকে, শ্বাসপ্রশ্বাস অনিয়মিত হয়ে যায়; রোগী এই হাসে, এই কাঁদে, নাড়ী বেদম লাফাতে থাকে (আর সত্যি বলতে কি, আমার নাড়ীও লাফাচ্ছিল, এবং এই লাইনগুলো পড়তে পড়তে আমার শ্বাস বন্ধ হয়ে গিয়েছিল!) কেউ প্রেমে পড়েছে কি না, তা আবিষ্কার করার জন্য ইবনে সিনা এক অভ্রান্ত পদ্ধতির কথা বলেছেন, যেটার কথা অবশ্য গ্যালেন আগেই বলে গিয়েছেন যে কষ্ট পাচ্ছে তার কবজিটা আঁকড়ে ধ'রে বিপরীত লিঙ্গের সদস্যদের নাম আউড়ে যেতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না বিশেষ কোনো নাম নাড়ীর

BanglaBook.org

গড়ি বাড়িয়ে দিচ্ছে কি না সেটা বোঝা যাবে। আমি ভয় পাচ্ছিলাম আমার গুরু হয়ত হঠাৎ ঘরে ঢুকে আমার বাহু পাকড়াও ক'রে আমার শিরার ধড়ফড়ানিতে আমার গোপন রহস্য ধ'রে ফেলবেন, যে রহস্যের কারণে আমি ভীষণভাবে লজ্জিত ছিলাম...কিন্তু হায়, এর প্রতিকার হিসেবে ইবনে সিনা বিয়ের মাধ্যমে প্রণয়ীযুগলের মিলন ঘটিয়ে দিতে বলেছেন, তাতে নাকি রোগটা সেরে যাবে যাবে। আসলেই তিনি বিধর্মী, যদিও খুবই ধূর্ত একজন, কারণ বেনেডিক্টীয় শিক্ষানবিশটি যাতে আর কখনো এই রোগে পতিত না হয় সে দিকটা তিনি বিবেচনা করেননি, ফলে তিনি এই সাজাপ্রাপ্ত যে সে আর কোনোদিনই আরোগ্য লাভ করবে না, বা তাঁর নিজের বা তার আত্মীয়স্বজনের বিচক্ষণ ইচ্ছায় ধর্মের সেবায় উৎসর্গীকৃত হতে পারবে না। সৌভাগ্যক্রমে, আভিসিনা, মিলিত হতে পারছে না এমন প্রণয়ীদের কথা বিবেচনা করেছিলেন, এবং রোগটা থেকে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভের জন্য গরম জলে স্নানের পরামর্শ দিয়েছেন, যদিও ক্লুনীয় সম্প্রদায়ের কথা না ভেবেই তিনি কথাটা বলেছিলেন। (বেরেঙ্গার কি মৃত আদেল্‌মোর প্রতি তার প্রেমরোগ সারাবার চেষ্টা করছিল? কিন্তু কেউ কি তার সমলিঙ্গের কারো জন্য প্রেমরোগে কাতর হতে পারে, নাকি সেটা স্রেফ একটা জান্তব ইন্দ্রিয়লালসা? আর আমি যে রাত্রি যাপন করেছিলাম সেটা কি সম্ভবত জান্তব এবং ইন্দ্রিয়লালসা পূর্ণ ছিল না? না, অবশ্যই না, সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে বললাম আমি, সেটা ছিল মধুরতম একটা রাত – আর তারপর যোগ করালাম: না, তুমি ভুল করছো, আদ্‌সো, সেটা ছিল শয়তানের একটা মতিভ্রম, চরম জান্তব ছিল সেটা, আর, জন্তু হয়ে তুমি যদি পাপ ক'রে থাকো. তাহলে সেটা স্বীকার করতে না চেয়ে আরো বেশি পাপ করছো!) কিন্তু তারপরে আমি সেই ইবনে সিনার লেখাতেই আবার পড়লাম যে, আরো কিছু চিকিৎসা আছে এই যেমন, বৃদ্ধা এবং অভিজ্ঞ রমণীর সাহায্য নেয় যারা সেই প্রেমাস্পদের বদনাম গাইতে থাকবে – এবং যতদূর মনে হয়, পুরুষদের চাইতে বৃদ্ধা নারীরা এ কাজে বেশি পটু। সম্ভবত ওটাই সমাধান, কিন্তু মঠে আমি কোনো বৃদ্ধার দেখা পেলাম না (কম বয়সী নারীও পাইনি, আসলে), আর কাজেই মেয়েটার দুর্নাম গাইবার জন্য একজন সন্ন্যাসী খুঁজে বের করতে হবে আমাকে, কিন্তু কাকে? আর তার ওপর, একজন কুৎসারটনাকারী বৃদ্ধা নারীদের যতটা ভালোভাবে জানবে সন্ন্যাসীরা কি তাদের তত ভালোভাবে চিনতে পারবে? সারাসিন শেষ যে সমাধান দিয়েছেন সেটা আসলেই বেশ অশালীন, কারণ সেখানে অসুখী প্রেমিককে এন্তার দাসীর সঙ্গে মিলিত হতে পরামর্শ দেয়া হয়েছে, এমন এক সমাধান যা একজন সন্ন্যাসীর পক্ষে নিতান্তই বেমানান। আর তাই শেষ অব্দি আমি নিজেকে জিগ্যেস করলাম, একজন সন্ন্যাসী কী ক'রে প্রেমরোগ মুক্ত হতে পারে? তার মুক্তির কি আসলেই কোনোই উপায় নেই? তাহলে কি আমি সেভেরিনাস আর তাঁর লতাগুল্মের শরণ নেব? উইলিয়াম খুবই সমীহের সঙ্গে উচ্চারণ করেছিলেন এমন একজন লেখক ভিল্লানোভার আরনল্ড-এর একটা রচনাংশের ওপর নজর পড়েছিল আমার একবার, সেখানে তিনি বলেছেন অত্যধিক দেহরস আর বায়ু (pneuma) থেকে প্রেমরোগের জন্ম হয়, যখন মানবসত্তা অতিরিক্ত স্যাঁতসেঁতে দশা এবং উত্তাপের মধ্যে থাকে, কারণ রক্ত (যা প্রজননক্ষম বীজ তৈরি করে), অমিতাচারের কারণে বৃদ্ধি পেয়ে, অতিরিক্ত বীজ – একটা 'complexio venera[৩১]' – উৎপাদন করে, আর সেই সঙ্গে পুরুষ ও নারীর মধ্যে মিলনের একটা সুতীব্র কামনার জন্ম দেয়। মস্তিষ্কের মধ্য নিলয়ের পেছনের অংশে একটা অনুমানভিত্তিক সদ্‌গুণ

রয়েছে (সেটা আবার কী? আমি নিজেকে শুধোলাম), সেটার কাজ হলো ইন্দ্রিয়গুলো যে-সমস্ত অসংবেদনশীল ইচ্ছে বা সংকল্প প্রত্যক্ষ করে সেসব প্রত্যক্ষ করা, আর যখন ইন্দ্রিয়গুলোর প্রত্যক্ষ-করা বস্তুগুলো সম্পর্কে কামনা খুব জোরালো হয়ে ওঠে, সেই অনুমাননির্ভর ক্ষমতাটি খর্ব হয়, এবং সেটা তখন প্রিয় ব্যক্তিটির অপচ্ছায়াই কেবল তাতে পুষ্টি জোগায়; এরপর, বিষণ্নতা যখন আনন্দের জায়গা নেয়, তখন গোটা আত্মা ও দেহে একটা জ্বলুনি দেখা দেয়, কারণ উত্তাপ (যা হতাশার মুহূর্তগুলোতে দেহের গভীরতম প্রদেশে তলিয়ে যায় এবং ত্বককে শীতল করে) আনন্দের মুহূর্তে, মুখটায় আগুন জ্বেলে উপরিতলে চ'লে আসে।

কিন্তু, সে-অর্থে তো আমি সেরে উঠেছি বা প্রায় সেরে উঠেছি, নিজেকে বললাম আমি। আমার চিন্তার বস্তুটিকে আবার দেখবার প্রায় বা কোনোই আশা নেই আমার, আর দেখতে পেলেও তা পাবার কোনো আশা নেই, আর পেলেও, আমার কাছে রাখার কোনো আশা নেই, আমার এই আশ্রমিক অবস্থা আর আমার পরিবারের সামাজিক অবস্থান আমার ওপর যে কর্তব্যভার চাপিয়েছে, এই দুইয়ের কারণে।...আমি বেঁচে গেছি, নিজেকে বললাম আমি। এবং বইটা বন্ধ ক'রে নিজেকে সংযত করলাম, আর তখনই উইলিয়াম ঘরে ঢুকলেন।

টীকা

১. **টেক্সট** : বিডি-র *Historia anglorum* ইত্যাদি

অনুবাদ শ্রদ্ধাভাজন বিডি রচিত *ইংরেজ জাতির ইতিহাস*...সেই সঙ্গে, বিডি রচিত *The Building of the Temple, The Tabernacle, The Times and Computations and Chronicle of Dionysiuss' Circle, Orthography The System of Measures, The Life of Saint Cuthbert, The Art of Meters*...

২. **টেক্সট** : *De rhetorica cognatione, Locorum rhetoricorum distinctio*

অনুবাদ *On Rhetorical Affinity, The Division of Rhetorical Arguments*

৩. **টেক্সট** : '*Hisperica ... famina*

অনুবাদ : '*আইরিশ...প্রবাদ*

৪. **টেক্সট** : *Hoc spumans mundanas obvallat Pelagus oras*
terrestres amniosis fluctibus cudit margines.
Saxeas undosis molibus irruit avionias.
Infima bomboso vertice miscet glareas
asprifero spergit spumas sulco,
sonoreis frequenter quqtitur flabris...

BanglaBook.org

অনুবাদ : *এই ফেনায়িত সাগর পৃথিবীর তটগুলো ঘিরে আছে,*
প্রবাহিত ঊর্মিমালা ভূমির সীমান্তে এসে আঘাত হানে,
সবেগে ঢুকে পড়ে তা জলের দেওয়াল-শোভিত পাথুরে খাড়িতে,
মথিত করে গহনতা তার অনুরণন জাগানো চূড়ো দিয়ে,
নুড়িভর্তি পানি ছড়িয়ে দেয় নক্ষত্রের ভাঁজে,
ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে ওঠে বজ্রনির্ঘোষে

৫. **টেক্সট :** 'Primitus pantorum procerum poematorum pio potissimum paternoque presertim privilegio panegiricum poemataque passim prosatori sub polo promulgatas.'

ভাষ্য মালমসবেরির অ্যান্ডহেম-এর (আনুমানিক ৬৪০-৭০৯ খৃষ্টাব্দ) লেখা একটি চিঠি। তিনি ছিলেন মঠাধ্যক্ষ, বিশপ এবং সম্ভবত প্রথম গুরুত্বপূর্ণ অ্যাংলো-স্যাক্সন লেখক। মালমসবেরির মঠাধ্যক্ষ হিসেবে তাঁর ওপর গীর্জা এবং মঠ পুনর্নির্মাণের দায়িত্ব ছিল। তাঁর রচনাবলির মধ্যে রয়েছে *Carmina ecclessiastica* (যাজকীয় সংগীত) – ধর্মীয় সংগীতের একটি সংগ্রহ, *De laudibus virginum* (কুমারীদের প্রশংসা প্রসঙ্গে) – হেক্সামিটারে লেখা একটি দীর্ঘ, উপদেশাত্মক কবিতা। শ্রোতাদের গীর্জার প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য তাঁর লেখা অসংখ্য অ্যাংলো-স্যাক্সন কবিতা বীণা সহকারে গাওয়া হতো। উদ্ধৃত অংশটুকু অ্যান্ডহেম রচিত একটি চিঠি থেকে নেয়া হয়েছে যেখানে তিনি জনৈক এহক্‌রিথ্‌কে আয়ারল্যান্ডের বদলে ইংল্যান্ডে পড়াশোনা করার জন্য রাজি করাবার চেষ্টা করছেন।

৬. **টেক্সট :** *Georgics... Epitomae*

অনুবাদ : *পশুপালনের কবিতা... Epitomes (সারসংক্ষেপ)*

৭. **টেক্সট :** poema, rhetoria, grama, leporia, dialecta, geometria

ভাষ্য : এই টার্মগুলো তুলুযের ভার্জিল রচিত *Epitomae*-এর শেষ অংশ *De metris* থেকে নেয়া হয়েছে।

সপ্তম শতকের তুলুযের ভার্জিল ব্যাকরণবিদ ভার্জিলিয়াস ম্যারো নামেও পরিচিত। মধ্যযুগের লাতিন সাহিত্যের অন্যতম রহস্যময় ও খামখেয়ালি চরিত্র তিনি। ঔদ্ধত্যপূর্ণ আবেগের বশে, নিজের পরিচয় লুকোবার জন্য তিনি রোমের মহত্তম কবির নাম ধারণ করেছিলেন, এবং নিজের শিক্ষক ও বন্ধুদের নাম দিয়েছিলেন সিসেরো ও ঈনিয়াস। তাঁর যে দুটো কাজ আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে তা হচ্ছে বারোটি *Epitomae* ব্যাকরণ নিয়ে রচিত সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ, এবং জুলিয়াস জারমানাস নামের এক প্রধান ধর্মাধ্যক্ষের (ডীকন) কাছে লেখা আটটি চিঠি। ভার্জিল যুক্তি দেখিয়ে বলেছিলেন লাতিন বিশেষ্যগুলোকে চারটি সুস্পষ্ট জেন্ডারে ভাগ করা যায়। বিভিন্ন বাচিক উপাদানকে পৃথক এবং পুনর্বিন্যস্ত ক'রে তিনি এমন একটি ভাষা আবিষ্কার করেছিলেন যে-ভাষা কেবল তিনি আর তাঁর বন্ধুরাই বুঝতেন। এসবকে তিনি

banglabook.org

ব্যাকরণ বিষয়ক প্রবন্ধের একটা বিশদ প্যারডি হিসেবে গণ্য করতেন, নাকি সেগুলো সংস্কৃতির অধোগমনের কালে এক স্বেচ্ছাচারী বুদ্ধিবৃত্তিক ঐকান্তিকতা দ্বারা তাড়িত হয়েছিল তা রহস্যই রয়ে গেছে। তবে, আয়ারল্যান্ডে তাঁকে বেশ সমীহের সঙ্গে দেখা হতো।

নানান শিল্পবিদ্যার মধ্যে ছয়টি প্রধান অধ্যয়ন ক্ষেত্র হিসেবে এই তালিকাটি করেছেন ভার্জিল। এরপর তিনি ব্যাখা করেছেন এগুলো দিয়ে তিনি কী বোঝাচ্ছেন : *poema* আর *rhetoria*-র মধ্যে একটা তফাৎ আছে। আর সেটা হলো, বিষয়বস্তুর দিক থেকে poema সংকীর্ণ ও দুর্বোধ্য, কিন্তু *rhetoria* অসাধারণ সংখ্যক মিটার, ফিট, অ্যাকসেন্ট, টোন আর সিলেবলের সাহায্যে তার মনোরমতা বা প্রাঞ্জলতার মধ্যে তার প্রশস্ততা এবং সৌন্দর্য প্রদর্শন করে

৮. **টেক্সট** : mon, man, tonte, piron, dameth, perfellea, belgalic, margaleth, lutamiron, taminon, এবং raphalut

ভাষ্য : এটাও তুলুযের ভার্জিল রচিত *Epitomae* ৪-এর শেষ অংশ *De metris* থেকে হুবহু নেয়া হয়েছে এবং এর অনুবাদ কার্যত অসম্ভব। গুপ্ত ভাষার এই অংশে তিনি তিনি তাঁর ঘনিষ্ঠতম বন্ধুদের সঙ্গে কিছু বার্তাবিনিময় করতে চেয়েছেন, যে প্রসঙ্গের উল্লেখ ৭ নম্বর টীকায় রয়েছে।

৯. **টেক্সট** : ignis, coquihabin (quia incocta coquendi habet dictionem), ardo, calax ex calore, fragon ex fragore flammae, rusin de rubore, fumaton, ustrax de urendo, vitius quia pene mortua membra sua vivificat, siluleus, quod de silice siliat, unde et silex non recte dicitur, nisi ex qua scintilla silit। আর aeneon, de Aenea deo. qui in eo habitat, sive a quo elementis flatus fertur

অনুবাদ *ignis* [আগুন], *coquihabin* (কারণ এর কাঁচা জিনিস রান্না করার শক্তি আছে), *ardo* (প্রগাঢ় অনুরাগ বা সংরাগ, উত্তাপ), *calax* উত্তাপ থেকে, *fragon* অগ্নিশিখার পটপট আওয়াজ থেকে, *rusin* লোহিতত্ব থেকে, *fumaton* [ধোঁয়াটে], ustrax পোড়া(ন) থেকে, *vitius* কারণ তা নিজে নিজেই মৃতপ্রায় অংশগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করে, *siluleus* কারণ তা চকমকি পাথর থেকে লাফ দিয়ে বের হয়ে আসে...। আর *aeneon* দেবতা ঈনীয়াস থেকে যিনি এটার মধ্যে বাস করেন, বা যার মাধ্যমে প্রচণ্ড শব্দটা পঞ্চভূতে ছড়িয়ে পড়ে।

ভাষ্য তুলুযের ভার্জিলের *Epitomae* ১ *De Sapientia* থেকে। ঈনীয়াসের দেবতায় পরিণত হওয়ার গল্প ওভিদ শুনিয়েছেন তাঁর *মেটামরফসিস*-এ (১৪, ৫৮১...)

১০. **টেক্সট** : ego

অনুবাদ : আমি

ভাষ্য : 'ego'-র vocative বা সম্বোধনসূচক কারক হচ্ছে 'ego' বা 'আমি'।

১১. **টেক্সট** cantamen, collamen, gongelamen, stemiamen, plasmamem, sonerus, alboreus, gaudifluus, glaucicomus...

BanglaBook.org

অনুবাদ গান, সংগ্রহ, একত্রিত হওয়া, গঠন, সৃষ্টি, গমগমে, সাদা, উৎফুল্ল, নীল-ধূসর রোমযুক্ত

১২. **টেক্সট** : in nomine partis et filiae

অনুবাদ : পিতা আর কন্যার নামে

১৩. **টেক্সট** : HIBERNI!...HIBERNIA

অনুবাদ : আয়ারল্যান্ড!

১৪. **টেক্সট** : Ultima Thule

অনুবাদ : দূর উত্তর

১৫. **টেক্সট** : FONS ...FONS ADAEU... FONS ADAE

অনুবাদ : আদমের জন্মস্থান

১৬. **টেক্সট** : mulier amicta sole

অনুবাদ : একজন স্ত্রীলোক, যার পরনে ছিল সূর্য – প্রকাশিত বাক্য : ১২:১

১৭. **টেক্সট** : YSPANIA (HISPANIA)

অনুবাদ : স্পেন

১৮. **টেক্সট** : LEONES । 'Leones : দক্ষিণ...hic sunt leones

অনুবাদ : সিংহ – এখানে রয়েছে সিংহ

১৯. **টেক্সট** : *Canon*

অনুবাদ : *Canon (বিধি)*

২০. **টেক্সট** : *De aspectibus*

অনুবাদ : *দৃষ্টি বা আলোকবিদ্যা সম্পর্কে (আক্ষরিক অর্থে, 'প্রতিমূর্তি')*

২১. **টেক্সট** : fons paradisi

অনুবাদ : স্বর্গের ঝরনা

২২. **টেক্সট** : 'Super thronos viginti quatuor'

অনুবাদ : 'আর সেই সিংহাসনগুলোতে কুড়ি জন নেতা ব'সে ছিলেন' – প্রকাশিত বাক্য ৪:৪

২৩. **টেক্সট** : IUDAEA এবং AEGYPTUS

অনুবাদ : যুডিয়া এবং মিশর

২৪. **টেক্সট** terraqueous orb...ANGLIA আর GERMANI...GALLIA...HIBERNIA, ইত্যাদি

অনুবাদ মাটি ও জলের গোলক...ইংল্যান্ড আর জার্মানি...ফ্রান্স...আয়ারল্যান্ড...

BanglaBook.org

রোম...স্পেন...আফ্রিকা এবং মিশর...জুডিয়া এবং আদমের জন্মস্থান...গ্রীস

ভাষ্য একো এক অসাধারণ সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার নির্মাণ করেছেন। এই গ্রন্থাগার নির্মাণের অনুপ্রেরণা তিনি লাভ করেছেন মধ্যযুগীয় নানান মানচিত্র এবং গোলকধাঁধা আর সেই সঙ্গে আর্জেন্টিনার প্রবাদপ্রতিম লেখক হোর্হে লুইস বোর্হেসের কাছ থেকে। জগৎ সম্পর্কে মধ্যযুগের এই মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গিগুলো একো এভাবেই এক অসাধারণ উপায়ে একত্রিত করেছেন।

প্রথমত এই গ্রন্থাগারটি খৃষ্টীয় মধ্যযুগে সবচাইতে জনপ্রিয় বিশ্বমানচিত্রটিকে পুনর্নির্মাণ করেছে, যে মানচিত্রটি তথাকথিত টি-ও (T-O) মানচিত্র নামে পরিচিত। এই মানচিত্র অনুযায়ী বিশ্ব হচ্ছে পুরোপুরি মহাসাগর দিয়ে ঘেরা একটি চ্যাপটা চাকতি। একদম ওপরের দিকে, আজ যেখানে উত্তর দিক ধরা হয়, সেখানে মধ্যযুগীয় মানচিত্র নির্মাতা পূর্ব বা East বসিয়েছেন (সেখান থেকেই এসেছে ইংরেজী শব্দ 'orientation'), যাতে ক'রে স্বর্গ সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে থাকে (গ্রন্থাগারের *FONS ADAE*, যেখান থেকে প্রবেশ করতে হয়) T-O মানচিত্রের O এসেছে মহাসাগরের বৃত্তটা থেকে, আর T এসেছে প্রধান প্রধান জলপথ – ভূমধ্যসাগর, নীল নদ আর দন নদীর ছেদবিন্দু বা ইন্টারসেকশন থেকে। T আবার ভূভাগকে তিনটে মহাদেশেও ভাগ করেছে : একেবারে ওপরে এশিয়া (পূর্ব), নীচে ডান দিকে আফ্রিকা (দক্ষিণ-পশ্চিম), আর নীচের বাম দিকে (উত্তর-পশ্চিমে) ইউরোপ।

'সংক্ষেপে,' আদসো বলে, 'আমরা যখন পরে চূড়ান্তভাবে মানচিত্রটাকে ঠিকঠাক করলাম তখন আমরা নিশ্চিত হলাম যে গ্রন্থাগারটা আসলেই terraqueous orb-এর ছবি অনুযায়ী সাজানো হয়েছিল।'

একোর গ্রন্থাগারটার আরেক উৎস, আগেই বলা হয়েছে, মধ্যযুগীয় গোলকধাঁধাও বটে। ফ্রান্সের রেইমন ক্যাথীড্রালে, ১২১১ খৃষ্টাব্দে বাস্তবেই মেঝেতে ৩৫ ফুট ডায়ামিটারের একটা গোলকধাঁধা ছিল, যেটা ঠিক একটা গ্রন্থাগারের আকারের ছিল। গ্রন্থাগারটি ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে ধ্বংস হয়ে যায়, যখন একজন উদ্ধত যাজক এই ব'লে আপত্তি তোলেন যে তিনি আচার অনুষ্ঠান পালন করার সময় সেই গোলকধাঁধার পথ ধরে যেসব লোকজন হেঁটে চ'লে বেড়ায় তাদের সেই আওয়াজে তাঁর অসুবিধা হয়।

এই গোলকধাঁধা আর T-O মানচিত্রের ধারণাটা একো আপুলিয়াতে ত্রয়োদশ শতকে তৈরি ক্যাসেল দে লা মন্তের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ একটা স্ট্রাকচারের ওপর স্থাপন করেন। অ্যাড্রিয়াটিক সাগরের একটি অন্তরীপে দ্বিতীয় ফ্রেডেরিক দুর্গটি নির্মাণ করেছিলেন। একোর এডিফিকিয়ুমের মতো সেটা একটা অষ্টকোণী কাঠামো, তবে আট কোণের সব কটি কোণে অষ্টকোণী টাওয়ার বিশিষ্ট। সেটা অবশ্য ভেতরে আটকোণা উঠোনসহ একটা রাজকীয় বাসস্থান ছিল, গ্রন্থাগার নয়। সাদা পাথরের তৈরি কাঠামোটিকে বিশেষ ক'রে চাঁদের আলোয় বেশ ভৌতিক ব'লে মনে হয়।

BanglaBook.org

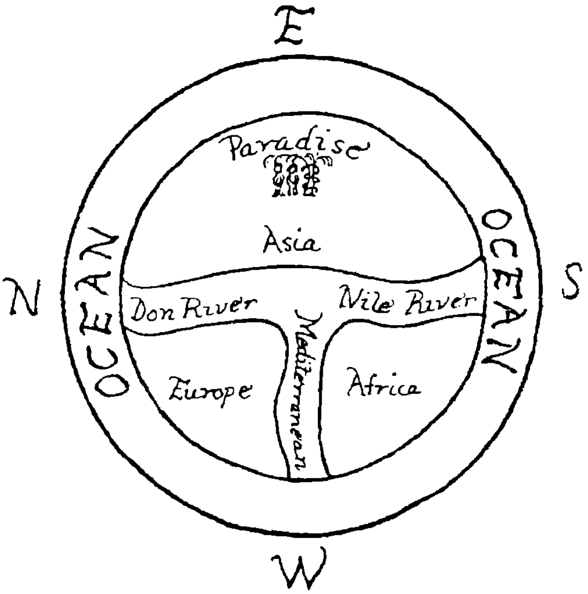
E
Paradise
Asia
OCEAN
N
Don River
Nile River
OCEAN
S
Mediterranean
Europe
Africa
W

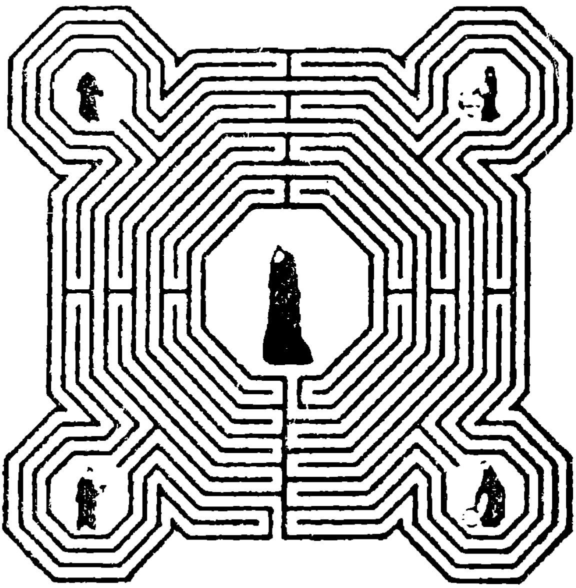

২৫. **টেক্সট** : 'quarta Acaiae'

অনুবাদ : 'গ্রীসের চতুর্থ কামরা'

ভাষ্য : 'গ্রীসের মানুষ' বোঝাতে হোমারের '*ইলিয়াড*' এবং '*ওডিসি*'-তে যে তিনটি নাম ব্যবহার করা হয়েছে 'Achaean' সেগুলোর অন্যতম; ক্লাসিকাল সময়ে 'Achaea' ('Acaia') বলতে দক্ষিণ গ্রীসের একটি নির্দিষ্ট জেলা বা অঞ্চলকে বোঝানো হতো। 'গ্রীসীয়' বা 'গ্রীক' ('Greek') এই নামটাও ঘটনাক্রমে একটি প্রতিরূপক (synecdoche) – একটি বাক্যালংকার, যেখানে সম্পূর্ণকে বোঝাতে সেটার কোনো অংশকে ব্যবহার বা উল্লেখ করা হয় ইতালীয়রা ইতালিতে বসবাসরত একটি উপজাতি '*Graeci*'-র সঙ্গে পরিচিত ছিল, আর সেই নামেই তারা সব গ্রীককে ডাকত।

২৬. **টেক্সট** : terra incognita

অনুবাদ : অজানা দেশ

২৭. **টেক্সট** : *Speculum amoris*

অনুবাদ : প্রণয়ের আয়না

২৮. **টেক্সট** : 'De te fabula narratur'

অনুবাদ : 'গল্পটা তোমাকে নিয়েই'

২৯. **টেক্সট** : 'nigra et amara'

অনুবাদ : 'কালো ও তিক্ত'

৩০. **টেক্সট** : *Liber continens*

অনুবাদ : *Comprehensive Book*

৩১. **টেক্সট** : 'complexio venera'

অনুবাদ : 'যৌনতার অবস্থার (দোলাচল)'

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

চতুর্থ দিন

রাত

যেখানে সালভাতোরে একরকম নিষ্করুণভাবে নিজেকে বার্নার্ড গুইয়ের হাতে তুলে দেবার বন্দোবস্ত করে, আদ্‌সোর প্রেমিকা ডাইনী হিসেবে গ্রেফতার হয়, এবং সবাই আগের চাইতে বেশি অসুখী আর উদ্বিগ্ন হয়ে ঘুমাতে যায়।

খাওয়ার ঘরে নেমে আসছি আবার, এমন সময় বেশ শোরগোল শুনতে পেলাম আমরা, এবং রান্নাঘরের দিক থেকে আসা কিছু ক্ষীণ আলোর রেখা দেখতে পেলাম। উইলিয়াম তড়িঘড়ি বাতি নিভিয়ে দিলেন। দেওয়ালের গায়ে গা লাগিয়ে আমরা রান্নাঘরের দরজার দিকে এগোতে লাগলাম : দুজনেই বুঝতে পারলাম শব্দটা বাইরে থেকে আসছে, তবে দরজাটা খোলা। তখন গলার স্বরগুলো আর আলো সরে গেল, এবং কেউ একজন দড়াম ক'রে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলো। বেশ হই-হট্টগোল, বোঝা গেল, অপ্রীতিকর কিছু। অস্থিশালার ভেতর দিয়ে দ্রুত পায়ে ফিরে চললাম, বর্তমানে জনশূন্য গীর্জায় ফের হাজির হয়ে দক্ষিণ দরজা দিয়ে বের হয়ে এলাম, এবং তখন ক্লুয়েস্টারে কিছু মশালের ধিকি ধিকি আলো নজরে পড়ল।

আমরা এগিয়ে গেলাম, এবং সেই ডামাডোলের ভেতর আমরা নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে সেখানটায় থাকা আরো অনেকের মতোই বাইরে ছুটে গিয়েছিলাম যারা হয় ডরমিটরি বা তীর্থযাত্রীদের বিশ্রামাগার থেকে এসেছিল। দেখলাম ধনুর্ধারীরা সালভাতোরেকে আর একটা মেয়েকে বজ্রমুঠিতে ধরে আছে, প্রথমজন তার চোখের সাদা অংশের মতোই সাদা হয়ে গেছে, দ্বিতীয়জন কাঁদছে। আমার বুক দমে গেল এই সেই মেয়ে যে আমার ধ্যানজ্ঞান। আমাকে দেখে চিনতে পারল সে, মরিয়া, অনুনয়পূর্ণ একটা দৃষ্টিতে তাকাল। ঝোঁকের মধ্যে মনে হলো এক দৌড়ে ছুটে গিয়ে তাকে মুক্ত করি, কিন্তু উইলিয়াম ফিসফিস ক'রে এমন ভাষায় ভর্ৎসনা ক'রে আমাকে নিরস্ত করলেন যা মোটেই স্নেহপূর্ণ নয়। চারদিক থেকে সন্ন্যাসী আর অতিথিরা ছুটে আসছে তখন।

মোহান্ত এসে পৌঁছলেন, বার্নার্ড গুই-ও, এবং তাঁর কাছে ধনুর্ধারীদের প্রধান এসে সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করল। যা ঘটেছিল তা এই :

ইনিকুইযিটরের হুকুমে রাতে গোটা কম্পাউন্ডে টহল দিয়েছিল তারা, বিশেষ নজর রাখা হয়েছিল প্রধান ফটক থেকে গীর্জার দিকে চ'লে যাওয়া রাস্তা, বাগান, এডিফিকিয়ুমের সম্মুখভাগের ওপর। (কেন? আমি ভাবলাম। তারপর বুঝলাম : নিশ্চয়ই বার্নার্ড ভৃত্য বা পাচকদের কাছ থেকে বাইরের প্রাচীর আর রান্নাঘরের মধ্যে আনাগোনার গুজব শুনেছিলেন, যদিও সম্ভবত কে তার জন্য দায়ী তা ঠিক জানতে পারেননি, এবং সম্ভবত নির্বোধ সালভাতোরে আমার কাছে যেমন তার

BanglaBook.org

উদ্দেশ্যের কথা ফাঁস ক'রে দিয়েছিল তেমনি রান্নাঘরে বা গোলাঘরের কোনো হতভাগার কাছে আগেই এ নিয়ে কথা বলেছিল, এবং সে-বিকেলে জেরার মুখে কেঁচো হয়ে গিয়ে বার্নাডের হাত থেকে নিস্তার পেতে তার দিকে এই গুজবের টোপটা ছুড়ে দিয়েছিল) অন্ধকারে কুয়াশার মধ্যে সাবধানে ঘুরতে ঘুরতে ধনুর্ধারীরা সেই মেয়েটার সঙ্গে থাকা অবস্থায় সালভাতোরেকে ধরে ফেলে, যখন সে রান্নাঘরের দরজাটা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছিল।

'এমন পুণ্য স্থানে নারী! তা-ও আবার এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে!' মোহান্তকে লক্ষ ক'রে বার্নার্ড কঠিন গলায় বলে উঠলেন। 'পরম রাজসিক প্রভু, এটা যদি শুধু কৌমার্যের শপথভঙ্গের বিষয় হতো তাহলে এই মানুষটির শাস্তির বিষয়টি আপনার বিবেচনার এক্তিয়ারেই থাকত। কিন্তু এই দুই ছুঁচোর যোগাযোগের সঙ্গে সব অতিথির মঙ্গলের সম্পর্ক রয়েছে কি না, সে ব্যাপারে যেহেতু আমরা এখনো নিশ্চিত নই, সেজন্য প্রথমেই আমাদেরকে এই রহস্যের ওপর আলোকপাত করতে হবে। এই যে, বদমাশ কোথাকার!' এই ব'লে, স্পষ্টত দৃশ্যমান যে-পোঁটলাটা সালভাতোরে তার বুকের ভেতর লুকোতে চাইছিল সেটা তিনি বেচারার কাছ থেকে কেড়ে নিলেন। 'কী আছে তোমার এটার মধ্যে?'

এরই মধ্যে আমার জানা হয়ে গেছে : একটা ছুরি; একটা কালো বিড়াল, পোঁটলাটা খোলামাত্র যেটা কিনা সুতীব্র আর্তচিৎকার ক'রে পালিয়ে গেল; দুটো ডিম, এখন সেগুলো ভাঙা এবং চটচটে, বাকি সবার কাছে সেটাকে রক্ত বা হলুদ পিত্তরস বা সে-রকম কোনো বিশ্রী জিনিসের মতন বলে মনে হলো। সালভাতোরে রান্নাঘরে ঢুকে, বিড়ালটাকে মেরে, সেটার চোখ দুটো কেটে নিতে যাচ্ছিল; এবং কে জানে সে কোন কথা দিয়েছিল যাতে মেয়েটা তার পিছু পিছু যেতে রাজি হয়েছিল। শিগ্‌গিরই জানতে পারলাম কী সে-কথা। ধূর্ত হাসি হেসে আর আদিরসাত্মক কথাবার্তা বলতে বলতে ধনুর্ধারীরা মেয়েটার শরীর তল্লাশি করল, এবং তার কাছে তারা পাখনা না-ছাড়ানো একটা মরা মোরগ পেলো। আর দুর্ভাগ্যক্রমে, রাতের বেলা যখন সব বিড়ালকেই ধূসর দেখায় তখন মোরগটাকে বিড়ালের মতোই কালো মনে হলো। অবশ্য আমি ভাবছিলাম, এই মেয়েটাকে প্রলুব্ধ করতে খুব বেশি কিছুর দরকার পড়েনি, বেচারী ভুখা মেয়ে একটা, যে কিনা আগের রাতেই তার মহার্ঘ ষাঁড়ের কলিজাটা (আমার প্রতি ভালোবাসার কারণে) ফেলে যেতে বাধ্য হয়েছিল।

'বটে!' ভীষণ উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বার্নার্ড চেঁচিয়ে উঠলেন। 'কালো বিড়াল আর মোরগ!... হুম, আমি এসব উপকরণের কথা জানি...' সমবেত লোকজনের মধ্যে উইলিয়ামকে খেয়াল করলেন তিনি। 'ব্রাদার উইলিয়াম, আপনিও কি এসব চেনেন না? তিন বছর আগে কি আপনি কিলকার্নিতে ইনকুইযিটর ছিলেন না, যেখানে মেয়েটা শয়তানের সঙ্গে সহবাস করেছিল, যে-শয়তান তার কাছে একটা কালো বিড়ালের রূপ ধ'রে এসেছিল?'

আমার কাছে মনে হলো আমার প্রভু কাপুরুষজনোচিতভাবে চুপ ক'রে রইলেন।

আমি তাঁর আস্তিন টেনে ধরলাম, তাঁকে নাড়া দিলাম, তারপর হতাশাভরে ফিসফিসিয়ে বললাম, 'বলুন, ওঁকে বলুন যে ওটা খাওয়ার জন্য...'

তিনি আমার মুষ্টি থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলেন, তারপর ভদ্রভাবে বার্নার্ডকে বললেন,

BanglaBook.org

'আমার মনে হয় না যে সিদ্ধান্ত নেবার জন্য আমার অতীত অভিজ্ঞতা আপনার দরকার পড়বে।' তিনি বললেন।'

'ও, না, সেজন্য আরো বেশি কর্তৃত্বসম্পন্ন সাক্ষী রয়েছে এখানে,' মুচকি হসে বার্নার্ড বললেন 'বুরবন-এর স্টেফেন হোলি স্পিরিট বা পবিত্র আত্মার সাতটি উপহার বিষয়ে রচিত তাঁর গবেষণ প্রবন্ধে বলেছেন কিভাবে সন্ত ডমিনিক, ফেনজৌ ধর্মদ্বেষীদের বিরুদ্ধে বাণী প্রচার করার পর, কিছু রমণীর উদ্দেশে ঘোষণা করেছিলেন যে এতদিন তারা যে প্রভুর সেবা করেছে তাঁকে তারা দেখতে পাবে। তখন তড়াক ক'রে লাফ দিয়ে বিরাট কুকুরের আকারের একটা বিড়াল হাজির হয়েছিল তাদের মধ্যে, সেটার বিশাল দুই চোখ জ্বলজ্বল করছিল, রক্তমাখা জিভটা নাভির কাছে নেমে এসেছিল, ছোটো লেজটা উঁচিয়ে ছিল বাতাসে, আর তাতে ক'রে জন্তুটা যেদিকেই ঘুরছিল সেটা তার পশ্চাদ্দেশের বদ্‌টাকে দেখিয়ে দিচ্ছিল, যা কিনা অন্য যে-কোনো কিছুর চাইতে পূতিগন্ধময় এবং তাদের মিলনের সময়ে শয়তানের অনুরক্তরা, বিশেষ ক'রে নাইটস টেম্পলাররা, যে-পায়ুতে চুম্বন করতে সব সময় অভ্যস্ত সে-জায়গাটার জন্য উপযুক্তই বটে। এবং রমণীদের চারপাশে এক ঘণ্টা ঘুরঘুর করার পর, বিড়ালটা লাফিয়ে ঘণ্টার দড়িতে উঠে পড়ল, তারপর সেটার দুর্গন্ধময় বর্জ্য পেছনে ফেলে, সেই দড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল। আর, বিড়াল কি ক্যাথারিস্টদের প্রিয় জন্তু নয়, যাদেরকে কিনা – অ্যালানুস ডি ইনসুলিস যেমনটা বলেছেন – "catus[১]" ব'লে ডাকা হয়, এই জন্তুটার কারণে, যেটার পশ্চাদ্দেশে তারা চুমো খায়, কারণ সেটাকে তারা লুসিফারের অবতার বলে মনে করে? তা ছাড়া, লা ভার্নার উইলিয়াম কি এই জঘন্য চর্চা বা অভ্যাসটার কথা *De legibus*[২]-এ বলেননি? আর, আলবার্টাস ম্যাগনাস কি বলেননি যে বিড়াল মানে প্রচ্ছন্ন শয়তান? আমার শ্রদ্ধাস্পদ ব্রাদার জ্যাক ফুর্নিয়ে কি এ কথা স্মরণ করেননি যে ইনকিউযিটর কারকাসোন্নের জিওফ্রের মৃত্যুশয্যায় দুটো কালো বেড়াল এসে হাজির হয়েছিল, যেগুলো আসলে সেই শবদেহটাকে জ্বালাতে আসা শয়তান ছাড়া কিছু নয়?'

সন্ন্যাসীদের মধ্যে একটা আতঙ্কের রব ছড়িয়ে পড়ল, এবং তাদের অনেকেই বুকে ক্রুশ আঁকল।

'প্রভু মোহান্ত আমার! প্রভু মোহান্ত আমার!' মুখে একটা সাধু সাধু ভাব ক'রে বার্নার্ড এর মধ্যে ব'লে চলছিলেন, 'এসব উপকরণ দিয়ে পাপীরা কী করতে অভ্যস্ত সে-কথা সম্ভবত ইওর ম্যাগনিফিকেন্স-এর জানা নেই। কিন্তু আমি খুব ভালো ক'রেই জানি, ঈশ্বর আমাকে সাহায্য করুন! চরম বদ লোকজনকে আমি ঘুটঘুটে অন্ধকার রাতে তাদের মতোই লোকজনের সঙ্গে কালো বিড়াল ব্যবহার ক'রে এমন সব অবাক-করা জিনিস করতে দেখেছি যেগুলো তারা অস্বীকার করতে পারেনি কিছু প্রাণীর পিঠে চেপে তারা কামুক ইনকিউবিতে পরিণত তাদের দাসদের সঙ্গে নিয়ে রাতের আড়ালে বহু দূর অব্দি সফর করেছে...এবং শয়তান তাদেরকে মোরগের বা অন্য কোনো কালো জন্তুর বেশে দেখা দেয়, বা সে-রকমই তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, আর তার সঙ্গে তারা এমনকি শোয়ও, কিন্তু আমার কাছে জিগ্যেস করবেন না কিভাবে তারা তা করে। এবং আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে অল্প কিছুদিন আগে, খোদ অ্যাভিনিয়নে, এ ধরনের ডাকিনীবিদ্যার সাহায্যে স্বয়ং আমাদের

প্রভু পোপের খাবারে বিষ দিয়ে তাঁর জীবননাশের চেষ্টায় প্রেম-আরক আর মলম তৈরি করা হয়েছিল। স্রেফ তাঁকে সাপের জিভের আকারের অলৌকিক কিছু রত্ন দেয়া হয়েছিল ব'লে – যেগুলো আবার এমন অত্যাশ্চর্য সব পান্না আর রুবি দিয়ে আরো পোক্ত করা হয়েছিল যেগুলো স্বর্গীয় ক্ষমতাবলে খাবার-দাবারের বিষ শনাক্ত করতে পারে – পোপ নিজেকে রক্ষা করতে পেরেছিলেন, বিষটা চিনতে পেরেছিলেন। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, ফ্রান্সের রাজা তাঁকে এসব মহামূল্য জিভের এগারোটা উপহার দিয়েছিলেন বলেই আমাদের প্রভু পোপ মৃত্যু এড়াতে পেরেছিলেন! এ কথা সত্য যে, পন্টিফের শত্রুরা আরো অনেক খানিকটা গিয়েছিল, এবং দশ বছর আগে গ্রেফতারকৃত ধর্মদ্বেষী বার্নার্ড দেলিসু সম্পর্কে কী জানা গিয়েছিল সেটাও সবার জানা : তার বাড়িতে ডাকিনীবিদ্যার নানান বই পাওয়া গিয়েছিল, সেগুলোর সবচাইতে জঘন্য পৃষ্ঠাতে শত্রুর ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে মোমের মূর্তি বানাবার জন্য কী কী করতে হবে তার নির্দেশাবলি লেখা নোট ছিল। এবং সবাই জানে যে সুতো দিয়ে ঝোলানো এরকম একটা মূর্তি আয়নার সামনে রাখা হয়, তারপর সেটার প্রধান অঙ্গপ্রত্যঙ্গ একটা পিন দিয়ে ফুটো করা হয়...ওহ্! কিন্তু আমি কেন এসব নোংরা জঘন্য কাজকর্ম নিয়ে কথা বলছি? এই তো গত বছর পোপ নিজে তাঁর কন্সটিটিউশন *Super illus specula*[৩]-তে এসব নিয়ে কথা বলেছেন, সেগুলোর বর্ণনা দিয়েছেন, এবং তার নিন্দা করেছেন! এবং আমি সত্যিই মনে করি আপনার এই সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারে সেটার একটা অনুলিপি রয়েছে যেটা দেখে ব্যাপারটা নিয়ে যথার্থভাবে ভাবনা-চিন্তা করা যেতে পারে...'

'আছে আমাদের, আছে আমাদের,' মোহান্ত উৎসাহভরে গভীর দুঃখের সঙ্গে নিশ্চিত করলেন

'অতি উত্তম,' বার্নার্ড ইতি টানলেন। 'এবার ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে এসেছে আমার কাছে। প্রলুব্ধ এক সন্ন্যাসী, একটা ডাইনী, এবং কিছু কৃত্যানুষ্ঠান, সৌভাগ্যক্রমে যেগুলো অনুষ্ঠিত হয়নি। উদ্দেশ্য কী? ঠিক সেটাই আমরা জানব, আর তা জানার জন্য কয়েক ঘণ্টার ঘুম বিসর্জন দিতে আমি রাজি আছি। মহামান্য মোহান্ত কি আমার এক্তিয়ারে একটা জায়গার বন্দোবস্ত করতে পারেন যেখানে এদের আটকে রাখা হবে?'

মোহান্ত বললেন, 'কামারশালার তলঘরে কয়েকটা প্রকোষ্ঠ রয়েছে; সৌভাগ্যক্রমে সেগুলো কাজে লাগে না বললেই চলে, এবং বছরের পর বছর ধরে খালি প'ড়ে আছে...'

'সৌভাগ্যক্রমে বা দুর্ভাগ্যক্রমে,' বার্নার্ড মন্তব্য করলেন। এবং তিনি ধনুর্ধারীদের আদেশ দিলেন যেন তারা পথটা চেনে এমন কাউকে জোগাড় করে, এবং বন্দিদের পৃথক দুটো প্রকোষ্ঠে নিয়ে যায়; তা ছাড়া, তিনি বললেন, সন্ন্যাসীকে দেওয়ালে বসানো কোনো আংটার সঙ্গে ভালো ক'রে বেঁধে রাখতে, যাতে বার্নার্ড অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে সেখানে গিয়ে একেবারে তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাঁকে জেরা করতে পারেন। আর মেয়েটার বেলাতে, তিনি যোগ করলেন, বোঝাই যাচ্ছে সে কে, এবং তাকে সে-রাতে জেরা ক'রে লাভ নেই। ডাইনী হিসেবে তাকে পুড়িয়ে মারার আগে তার জন্য অন্য কিছু বিচার অপেক্ষা করছে। আর সত্যিই যদি সে ডাইনী হয় তাহলে সে সহজে কথা বলবে না। তবে সন্ন্যাসীটি হয়ত এখনো অনুতপ্ত হতে পারে, সম্ভবত (এবং কম্পমান সালভাতোরের দিকে তিনি একটা অগ্নিদৃষ্টি হানলেন, যেন তাকে এটা বুঝিয়ে দিতে যে তাকে একটা শেষ সুযোগ দেয়া

BanglaBook.org

হচ্ছে) সত্য কথা ব'লে, এবং বার্নার্ড যোগ করলেন, তার সহযোগীদের পরিত্যাগ ক'রে।

দু'জনকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হলো, একজন নীরব ও চূর্ণ-বিচূর্ণ, প্রায় জ্বর এসে গিয়েছে তার, অন্যজন কেঁদে চলেছে এবং কসাইখানার দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এমন কোনো প্রাণীর মতো পা ছুড়ে যাচ্ছে, চ্যাঁচাচ্ছে। কিন্তু মেয়েটা তার গেঁয়ো ভাষায় যে কী ব'লে যাচ্ছিল সেটা বার্নার্ড বা ধনুর্ধারীরা বা আমি নিজে কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। তার এত চ্যাঁচামেচি সত্ত্বেও সে যেন মূক। কিছু শব্দ আছে যা শক্তি জোগায়, অন্যগুলো আমাদেরকে আরো বেশি রিক্ত ক'রে ফেলে, এবং এই দ্বিতীয় ভাগেই পড়ে নিরীহ সাধারণ বা গোবেচারাদের ভাষা যাদেরকে প্রভু জ্ঞান ও ক্ষমতার বিশ্বজনীন আত্মপ্রকাশের উপহারটি দেননি।

আরো একবার মেয়েটিকে অনুসরণ করতে প্রবৃত্ত হলাম; আরো একবার করালদর্শন উইলিয়াম আমাকে নিরস্ত করলেন। 'স্থির হও, নির্বোধ,' তিনি বললেন। 'মেয়েটা মৃত; সে এখন পোড়া মাংস।'

আতঙ্ক নিয়ে যখন দৃশ্যটা দেখছিলাম, এন্তার পরস্পরবিরোধী চিন্তার ভেতর যখন মেয়েটির দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলাম, টের পেলাম কে যেন আমার কাঁধ ছুঁয়েছেন। জানি না কেন, কিন্তু ঘুরে তাকাবার আগেই আমি উবার্তিনোর স্পর্শ চিনতে পারলাম।

তিনি আমাকে জিগ্যেস করলেন, 'ডাইনীটার দিকে তাকিয়ে আছো তুমি, তাই না?' আমি জানতাম আমার কাহিনীটি তাঁর জানতে পারার কথা নয়; কথাটা তিনি এই কারণে বলেছেন যে, মানব সংরাগের ব্যাপারে তাঁর প্রখর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তিনি আমার স্থিরদৃষ্টির তীব্রতা বুঝে ফেলেছেন।

আমি নিজের সমর্থনে বললাম, 'না, আমি তার দিকে তাকিয়ে নেই...অথবা হয়ত, আমি তার দিকেই তাকিয়ে আছি, কিন্তু সে ডাইনী নয়...আমরা জানি না এমনও হতে পারে সে নির্দোষ...।'

'এবং তুমি তার দিকে তাকিয়ে আছো কারণ সে সুন্দরী। মেয়েটা সুন্দরী, তাই না?' আমার বাহু চেপে ধ'রে অনুভূতির অসাধারণ তীব্রতা নিয়ে তিনি আমাকে জিগ্যেস করলেন। 'মেয়েটা সুন্দরী এজন্য যদি তার দিকে তাকিয়ে থাকো, এবং তাকে দেখে যদি তোমার মন খারাপ হয়ে থাকে (আমি জানি, তোমার মন খারাপ, কারণ যে-পাপের জন্য তাকে সন্দেহ করা হচ্ছে তা তাকে তোমার চোখে আরো রূপসী ক'রে তুলেছে), যদি তুমি তার দিকে তাকাও এবং কামনা অনুভব করো, কেবল সেটাই তাকে ডাইনী ক'রে তোলে। সতর্ক হও, বৎস...দেহের সৌন্দর্য ত্বক পর্যন্ত এসে থেমে যায়। মানুষ যদি দেখতে পেত ত্বকের নীচে কী আছে – বোওতিয়ার লিংক্স-এর মতো – তাহলে নারীকে দেখে তারা ভয়ে কেঁপে উঠত। এই সমস্ত মাধুর্যই শ্লেষ্মা, রক্ত, বেহুঁরস আর পিত্তরসে তৈরি। নাসারন্ধ্রের ভেতর, গলার ভেতর, পেটের ভেতর কী লুকিয়ে আছে সে কথা ভাবলে কেবল নোংরা জিনিসই পাবে। আঙুলের ডগা দিয়ে শ্লেষ্মা বা গোময় ধরতে যদি ঘৃণা লাগে, তাহলে সেই গোময়ের বস্তাকে আলিঙ্গন করার ইচ্ছে আমাদের হয় কেমন ক'রে?'

মাত্রাতিরিক্ত বিবমিষা পেয়ে বসল আমাকে। আমি আর কিছু শুনতে চাইছিলাম না। আমার গুরু, যিনি নিজেও কথাগুলো শুনেছিলেন, তিনি আমার উদ্ধারে এগিয়ে এলেন। রূঢ় ভঙ্গিতে

উবার্তিনোর দিকে এগিয়ে এলেন তিনি, খপ ক'রে তাঁর বাহু পাকড়ে ধরলেন, এবং সেটাকে আমারটা থেকে ছাড়িয়ে নিলেন।

বললেন, 'যথেষ্ট হয়েছে, উবার্তিনো। মেয়েটা শিগ্‌গিরই প্রচণ্ড শারীরিক উৎপীড়নের শিকার হবে, তারপরে তাকে যূপকাষ্ঠে নেয়া হবে। আপনি যা বলছেন ঠিক সে-সবেই পরিণত হবে সে, শ্লেষ্মা, রক্ত, দেহরস আর পিত্তরস। কিন্তু যেসব জিনিস সুরক্ষিত থাকুক এবং সেই ত্বক দিয়ে সুশোভিত হোক ব'লে প্রভু চান, সেগুলোকে আমাদের মতো পুরুষেরাই মেয়েটার ত্বকের নীচ থেকে ঠিক খুঁড়ে বের ক'রে আনি। আর, প্রাইম ম্যাটারের কথা যদি বলেন, আপনি নিজেও মেয়েটার চাইতে বেশি ভালো কিছু নন। ছেলেটাকে নিস্তার দিন।'

উবার্তিনো বিচলিত হয়ে পড়লেন। 'সম্ভবত আমি পাপ করেছি,' তিনি বিড়বিড় ক'রে বললন। 'আমি নিশ্চিত আমি পাপ করেছি। একজন পাপী আর কী করতে পারে?'

এ সময় সবাই ঘটনাটার ব্যাপারে নানান মন্তব্য করতে করতে ভেতরে চলে যাচ্ছিল। মাইকেল এবং অন্যান্য মাইনরাইটদের সঙ্গে খানিকটা সময় কাটালেন উইলিয়াম, তাঁরা তাঁকে তাঁর অনুভূতি বা ধারণার কথা জিগ্যেস করছিলে।

'বার্নার্ড এবার একটা যুক্তি পেল, তা সেটা অস্পষ্ট হলেও। মঠের ভেতর ডাকিনীবিদ্যার চর্চাকারীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, এবং তারা ঠিক তা-ই করছে, যা অ্যাভিনিয়নে পোপের বিরুদ্ধে করা হয়েছিল। নিশ্চিতভাবেই, এটা কোনো প্রমাণ নয়, আর, প্রথমত, আগামীকালের সভায় বাগড়া দেবার জন্য এটাকে ব্যবহার করা যাবে না। আজ রাতে সেই হতভাগ্য লোকটার কাছ থেকে সে অন্য কোনে সূত্র বার করার চেষ্টা করবে, যেটা কিনা, আমি নিশ্চিত জানি, বার্নার্ড ঠিক একেবারে আগামীকাল সকালেই ব্যবহার করবে না। ওটাকে সে তুলে রাখবে; পরে, আলোচনার অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত করার জন্য সেটা ব্যবহার করা হবে, যদি সেই আলোচনার গতিপথ তার কাছে অপ্রীতিকর কোনোদিকে মোড় নেয়।'

'সন্ন্যাসীটিকে কি সে এমন কোনো কথা বলার জন্য জোর খাটাতে পারে যা আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হতে পারে?' চেযেনার মাইকেল জিগ্যেস করলেন।

উইলিয়ামকে দ্বিধান্বিত দেখাল। 'আশা করা যাক, তেমনটি যাতে না হয়,' তিনি বললেন। আমি বুঝে গেলাম, সালভাতোরে আমাদের যা বলেছিল তাই যদি সে বার্নার্ডকে বলত – তার নিজের এবং ভাণ্ডারীর অতীত সম্পর্কে, আর যদি সে উবার্তিনোর সঙ্গে তাদের সম্পর্কের ব্যাপারে কোনো আভাস ইঙ্গিত দিয়ে থাকত, তা সেটা আবছাভাবে হলেও, সেক্ষেত্রে খুবই অস্বস্তিকর একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো।

উইলিয়াম প্রশান্তভাবে বললেন, 'সে যা-ই হোক, অপেক্ষা করাই যাক না; দেখি কী হয়। এক অর্থে, মাইকেল, সবকিছু আগেই ঠিক করা ছিল। কিন্তু আপনি তো চেষ্টা ক'রে দেখতে চান। তাই না?'

BanglaBook.org

'চাই,' মাইকেল বললেন। 'এবং প্রভু আমাকে সাহায্য করবেন। সন্ত ফ্রান্সিস যেন আমাদের হয়ে ব্যাপারটায় একটু হস্তক্ষেপ করেন।'

'আমেন,' সবাই প্রত্যুত্তর করলেন।

'কিন্তু সেটা সব সময় সম্ভব নয়,' উইলিয়াম উপেক্ষাপূর্ণভাবে জবাব দিলেন। 'প্রভুকে মুখোমুখি দেখার বদলে সন্ত ফ্রান্সিসকে তাহলে শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত অপেক্ষা কররার জন্য কোথাও চ'লে যেতে হবে।'

'ধর্মদ্রোহী জনের প্রতি অভিশাপ!' সবাই তাদের শয্যায় ফিরে যেতে গুরু জেরোমে বিড়বিড় ক'রে বললেন, শুনতে পেলাম। 'তিনি যদি সন্তের সাহায্যটাও আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেন, আমরা যারা হতভাগ্য পাপী-তাপী আছি তাদের কী হবে?'

টীকা

১. **টেক্সট** : 'catus'

অনুবাদ : 'বিড়াল'

২. **টেক্সট** : *De legibus*

অনুবাদ : *আইন প্রসঙ্গে*

৩. **টেক্সট** : *Super illus specula*

অনুবাদ : তাঁর *প্রতিমূর্তি প্রসঙ্গে*

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

পঞ্চম দিন

পঞ্চম দিন

প্রাইম

যেখানে যীশুর দারিদ্র্য নিয়ে ভ্রাতৃপ্রতিম এক বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়।

উইলিয়াম আমাকে রূঢ়ভাবে ধাক্কা দিয়ে দুই প্রতিনিধিদল শিগ্‌গিরই সভায় বসছে এই ব'লে তাড়া দিতে আমি যখন রাতের ঘটনার পর হাজারো দুশ্চিন্তায় যন্ত্রণাদীর্ণ মন নিয়ে পঞ্চম দিন সকালে ঘুম থেকে উঠলাম তখন প্রাইমের ঘণ্টা বাজছে। প্রকোষ্ঠের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে কিছুই চোখে পড়ল না। গত দিনের কুয়াশা এখন একটা দুধেল কম্বল হয়ে উচ্চ পার্বত্য ভূমিটাকে পুরোপুরি মুড়ে দিয়েছে।

যখন বাইরে এলাম তখন মঠটাকে যেমন দেখা গেল তেমনটা আর সেটাকে দেখিনি কখনো। অল্প কয়েকটা প্রধান ভবন – গীর্জা, এডিফিকিয়ুম, চ্যাপটার হাউস – দূর থেকেও চেনা যাচ্ছে, যদিও আবছাভাবে, ছায়ার ভেতর ছায়ার মতো, কিন্তু বাকি কাঠামোগুলো খুব কাছে না গেলে দেখা যাচ্ছে না। নানান জিনিস-পত্তর আর জন্তু-জানোয়ারের আকৃতিগুলো যেন হঠাৎ ক'রে শূন্য থেকে উদয় হচ্ছিল; কুয়াশার ভেতর থেকে আবির্ভূত হচ্ছিল মানুষজন, প্রথমটায় ধূসর, ভূতের মতো, তারপর ধীরে ধীরে, যদিও ঠিক সহজে চেনার মতো নয়।

উত্তর ভূখণ্ডে জন্ম নেয়ার কারণে আমি এই প্রাকৃতিক উপাদানের সঙ্গে অপরিচিত নই; অন্য সময় হলে তা আমাকে আমার জন্মস্থানের সমভূমিগুলো আর দুর্গ বা প্রাসাদটার কথা আনন্দের সঙ্গে মনে করিয়ে দিত। কিন্তু সেই প্রভাতে আবহাওয়ার অবস্থা এবং আমার আত্মার অবস্থা বেদনার্তভাবে সদৃশ ব'লে মনে হলো, এবং যখন আমি ধীরে ধীরে সভাকক্ষের (চ্যাপটার হাউস) দিকে এগোতে থাকলাম তখন যে-বিষণ্নতা নিয়ে আমি ঘুম থেকে জেগে উঠেছিলাম সেটা ক্রমেই বেড়ে চলল

দেখতে পেলাম বার্নার্ড গুই ভবনটার কয়েক ফুট দূরে কোনো এক লোকের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছেন, কিন্তু ঠিক তখনই তাকে চিনতে পারলাম না। তারপর, আমার পাশ দিয়ে চলে যাওয়ার সময় বুঝলাম তিনি মালাকি। অপরাধ করার সময় কারো চোখে ধরা পড়তে চাইছে না এমন লোকের মতো চারদিকে তাকাচ্ছিলেন তিনি।

তিনি আমাকে চিনতে পারলেন না, চ'লে গেলেন। কৌতূহলতাড়িত হয়ে আমি বার্নার্ডকে অনুসরণ করলাম এবং দেখতে পেলাম তিনি কিছু কাগজে চোখ বোলাচ্ছেন; সম্ভবত মালাকিই সেগুলো এনে দিয়েছেন তাঁকে। সভাকক্ষের দরজায় এসে তিনি কাছেই দাঁড়িয়ে থাকা ধনুর্ধারীদের নেতাকে ইশারায় ডাকলেন, এবং বিড়বিড় ক'রে তাকে কিছু বললেন। এরপর তিনি ভেতরে ঢুকে গেলেন। এবারও আমি তাঁকে অনুসরণ করলাম।

BanglaBook.org

এই প্রথমবারের মতো ওখানে পা রাখলাম আমি। বাইরে থেকে সেটা আকারে প্রকারে তেমন বড়ো নয়, এবং মনোরম নকশারবিশিষ্ট। আমি বুঝতে পারলাম, আগুনে আংশিক ধ্বংস হয়ে যাওয়া আদি কোনো মঠভিত্তিক গীর্জার ওপর এটা তৈরি করা হয়েছে। বাইরে থেকে ভেতরে ঢোকার সময় নতুন ঢঙে তৈরি-করা কোনো ধরনের অলংকারহীন একটা সুচালো আর্চ বা খিলানসহ একটা ফটকের নীচ দিয়ে যেতে হবে আপনাকে, আর সেই খিলানের ওপর রয়েছে একটা গোলাপ আকৃতির জানালা (রোজ উইন্ডো)। কিন্তু ভেতরে আপনি নিজেকে একটা বহির্বাটী বা প্রবেশ-প্রকোষ্ঠর মধ্যে আবিষ্কার করবেন, যেটা একটা পুরোনো নারথেক্স বা সমাবেশ ঘরের ওপর গ'ড়ে তোলা হয়েছে। তারপর সামনেই আরেকটা প্রবেশপথ দেখতে পাবেন আপনি, সেটার খিলানটা পুরোনো ধাঁচের, চমৎকারভাবে খোদাই-করা একটা অর্ধচন্দ্রাকৃতির টিম্পানামসহ। এটা নিশ্চয়ই বর্তমানে অপসৃত হয়ে-যাওয়া গীর্জাটার প্রবেশপথ ছিল।

টিম্পানামের ভাস্কর্যগুলো সব একই রকম সুন্দর, কিন্তু অপেক্ষাকৃত নতুন গীর্জারটির মতো ভয়ংকর নয়। এখানেও, টিম্পানামে এক কীরিটশোভিত যীশুই প্রধান্য বিস্তার ক'রে আছেন : কিন্তু তার পাশে, বিভিন্ন ভঙ্গিমায় এবং হাতে বিভিন্ন জিনিস নিয়ে, বারো জন অ্যাপসল বা সুসমাচার প্রচারকারী রয়েছেন, যাঁরা তাঁর কাছ থেকে বেরিয়ে পড়ার এবং সব জাতির কাছে খৃষ্টধর্ম প্রচারের বিশেষ কর্মভার লাভ করেছেন। যীশুর মাথার ওপরে, বারোটি প্যানেলে বিভক্ত একটি বৃত্তপরিধির অংশে (arc), এবং যীশুর পায়ের নীচে, কিছু ফিগারের ছেদহীন একটি মিছিলে পৃথিবীর নানান জাতির মানুষকে তুলে ধরা হয়েছে, 'বাণী' গ্রহণের জন্য যারা নিয়তিনির্দিষ্ট : তাদের পোশাক দেখে আমি হিব্রু, কাপ্পাদোসীয়, আরব, ভারতীয়, ফ্রিজীয়, বাইজান্টীয়, আর্মেনীয়, সাইদীয়, রোমকদের চিনতে পারলাম। কিন্তু তাদের সঙ্গে, তিরিশটি গোলাকার ফ্রেমে, যেগুলো আবার বারোটা প্যানেলের আর্ক (বৃত্তপরিধির অংশ)-এর ওপর আরেকটা আর্ক বা বৃত্তপরিধির অংশ তৈরি করেছে, সেখানে রয়েছে অজানা জগতের বাসিন্দারা, যাদের সম্পর্কে কেবল *Physiologues*-এ এবং পরিব্রাজকদের আবছা প্রতিবেদনে অল্প কিছু কথা লেখা আছে। তাদের অনেকেই আমার অপরিচিত, বাকিদের চেনা গেল। উদাহরণস্বরূপ, প্রতি হাতে ছয় আঙুলঅলা পশু, গাছের বাকল আর শাঁসের মধ্যে তৈরি হওয়া পোকামাকড় থেকে তৈরি হওয়া ফঅন (faun); আঁশযুক্ত লেজঅলা সাইরেন যারা নাবিকদের ফুঁসলায়; এথিওপ, আপাদমস্তক কালো শরীরের যারা সূর্যের উত্তাপ থেকে রক্ষা পেতে মাটির তলায় গুহা খুঁড়ে চলেছে; গর্দভ-সেন্টর, যারা নাভি অব্দি মানুষ, বাকিটা গাধা; সাইক্লোপ, যাদের প্রত্যেকের রয়েছে বক্ষস্ত্রাণের আকারের একটি মাত্র চোখ; স্কাইলা, যাদের মাথা ও বুক বালিকাদের মতো, পেট স্ত্রী নেকড়ের মতন, আর লেজটা ডলফিনের; ভারতের লোমশ পুরুষ, বাস জলাভূমিতে, এবং এপিগ্রামিদেস নদীর ওপরে; সাইনোসেফলি, যারা ঘেউ ঘেউ না ক'রে কথা বলতে পারে না, স্কিওপোড, যারা তাদের একটি পায়ে ভর দিয়ে দ্রুতবেগে দৌড়োয়, এবং যখন তারা রোদ থেকে বাঁচতে চায় তখন তারা তাদের বিরাটকায় পাখানি বাড়িয়ে ছাতার মতো উঁচু ক'রে ধরে; গ্রীসের আসতোমা, যাদের কোনো মুখ নেই, কিন্তু তারা নাসারন্ধ্র দিয়ে শ্বাস নেয় এবং কেবলি বাতাস খেয়ে বাঁচে; আর্মেনিয়ার শ্মশ্রুমণ্ডিত নারী; পিগমি; ব্লেমায়া, যাদের জন্ম মস্তকহীনভাবে, মুখটা পেটে, আর চোখগুলো কাঁধে; লোহিতসাগরের দানব রমণী, লম্বায় বারো ফুট, পায়ের গুল্ফ

BanglaBook.org

পর্যন্ত চুল, মেরুদণ্ডের গোড়ায় গরুর মতো চুল, আর উটের খুর; সেই সঙ্গে তারা যাদের পায়ের পাতা (sole) ওলটানো, ফলে তাদের পায়ের ছাপ ধ'রে অনুসরণ করলে তারা যেখান থেকে এসেছে সেখানেই পৌঁছে যাবে লোকে, তারা যেখানে যাচ্ছে সেখানে কখনো নয়; তিনমাথাওয়ালা মানুষ, এবং অন্যরা, যাদের চোখ বাতির মতো জ্বলে, এবং সার্সি দ্বীপের দানব, রীতমতো উদ্ভট প্রাণীর মতো মাথাবিশিষ্ট মানব দেহসব...।

এসব এবং চমকপ্রদ আরো নানান জিনিস সেই প্রবেশপথে খোদাই করা ছিল। কিন্তু সেগুলোর কোনেটিই অস্বস্তি তৈরি করল করেনি, কারণ সেসব এই পৃথিবীর অশুভ জিনিসগুলোকে বা নরকের যন্ত্রণাকে চিহ্নিত করেনি, বরং এই সাক্ষ্য দিয়েছে যে সেই 'বাণী' পরিচিত জগতের সর্বত্র পৌঁছে গেছে, এবং অপরিচিত অংশেও ছড়িয়ে পড়ছে; কাজেই সেই প্রবেশপথটা ছিল ঐক্যের, যীশুর বাণীর মাধ্যমে অর্জিত একতার এক আনন্দময় প্রতিশ্রুতি, দুর্দান্ত একীভূত আধুনিক সভ্যতা (splendid oecumen)।

আমি নিজেকে বললাম, এই চৌকাঠের ওপারে – যেখানে সুসমাচারের (গসপেলের) পরস্পরবিরোধী ভাষ্যের কারণে একে অপরের শত্রুতে পরিণত হওয়া মানুষগুলো আজ হয়ত তাদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব নিরসনে সফল হবেন – সেখানে এই সভাটি অনুষ্ঠিত হওয়া একটা শুভলক্ষণ। এবং, নিজেকে আমি এই বলে ভর্ৎসনা করলাম যে, খৃষ্টধর্মের ইতিহাসে যখন এসব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটতে চলেছে তখন আমি, এক দুর্বল পাপী, নিজের ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে আহ জারি ক'রে চলেছি। আমার দুঃখ-যন্ত্রণার ক্ষুদ্রত্বকে আমি টিম্পানামটির পাথরে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত মহান প্রতিশ্রুতি ও প্রশান্তির বিপরীতে দাঁড় করালাম। আমার দুর্বলতার জন্য ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চাইলাম, এবং এক নতুন প্রশান্তির সঙ্গে আমি চৌকাঠটি পার হলাম।

ভেতরে ঢুকতেই আমি দুই প্রতিনিধিদলকে দেখতে পেলাম, অর্ধবৃত্তাকারে সাজানো পরস্পর মুখোমুখি একসারি চেয়ারে বসে আছেন সবাই, দু'দলের মাঝখানে একটা টেবিলে মোহান্ত আর কার্ডিনাল বার্ট্রান্ড।

নোট নেয়ার জন্য উলিয়ামের সঙ্গে এসেছি আমি, তিনি আমাকে মাইনরাইটদের সঙ্গে বসালেন, যেখানে মাইকেল তাঁর অনুসারীবৃন্দ এবং অ্যাভিনিয়ন-এর পোপের দরবারের অন্যান্য ফ্রান্সিসকানদের নিয়ে বসেছেন, কারণ সভাটি ইতালীয় আর ফরাসীদের মধ্যে একটা দ্বৈরথ ব'লে মনে হোক সেজন্য আয়োজিত হয়নি, হয়েছে এজন্য যেন সেটাকে ফ্রান্সিসকান বিধিগুলোর সমর্থকদল আর সেসবের সমালোচকবৃন্দ – যাঁরা সবাই পোপের দরবারের প্রতি খাঁটি ক্যাথলিক বিশ্বস্ততার মাধ্যমে একতাবদ্ধ – তাঁদের মধ্যে একটা বিতর্ক বলে মনে হয়।

চেযেনার মাইকেলের সঙ্গে ছিলেন আকুতেইনের ব্রাদার আরনল্ড, নিউক্যাসল-এর ব্রাদার হিউ এবং ব্রাদার উইলিয়াম আল্‌নউইক, যিনি পেরুজিয়া সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন, এবং সেই সঙ্গে কাফ্‌ফার বিশপ, ও বেরেঙ্গার তাল্লোনি, ব্যারগামো-র বোনাগ্রাতিয়া, এবং অ্যাভিনিয়ন

banglabook.org

দরবারের অন্যান্য মাইনরাইটগণ। উলটো দিকে বসেছেন লরেন্স ডেকয়ন, অ্যাভিনিয়নের ব্যাচেলর (তরুণ নাইট যে অন্যের ব্যানার বহন করে), পাদুয়ার বিশপ, এবং জাঁ দা'নো, প্যারিসের ধর্মতত্ত্বের শিক্ষক। বার্নার্ড গুইয়ের পাশেই নীরব এবং গম্ভীরভাবে বসে আছেন জাঁ দে বোনি, ইতালিতে তাঁকে জিওভান্নি দালবেনো নামে ডাকা হয়। উইলিয়াম আমাকে বললেন, বহু বছর আগে তিনি নারবোন-এ ইনকুইযিটর ছিলেন, এবং সেখানে তিনি অনেক বেগার্ড-এর বিচার করেছেন; কিন্তু যখন তিনি যীশুর দারিদ্র্যসংক্রান্ত একটা প্রস্তাবে ধর্মদ্বেষিতা আবিষ্কার করলেন, তখন বেরেঙ্গার তাল্লোনি, সেই শহরের কনভেন্টের রিডার, তাঁর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান, এবং পোপের কাছে আবেদন জানান। জন সে-সময় ব্যাপারটা নিয়ে সংশয়ে ছিলেন, তাই তিনি দু'জনকেই তাঁর দরবারে ডেকে পাঠান, যেখানে তাঁরা বিষয়টা নিয়ে একটা বিতর্কে অবতীর্ণ হন, কিন্তু কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেননি। কাজেই, কিছুদিন পর পেরুজিয়া সম্মেলনে ফ্রান্সিসকানেরা তাঁদের অবস্থান ব্যক্ত করেন, যে কথা আমি বর্ণনা করেছি। আর সবশেষে, আলবোরিয়ার বিশপসহ অ্যাভিনিয়নীয়দের পক্ষের আরো অনেকেই ছিলেন।

অ্যাবো অধিবেশনটা শুরু করলেন, এবং তিনি সাম্প্রতিক কিছু ঘটনা সংক্ষেপে জানানো উপযুক্ত বলে মনে করলেন। তিনি স্মরণ করলেন কিভাবে আমাদের প্রভুর বছর ১৩২২-এ চেযেনার মাইকেলের নেতৃত্বে পেরুজিয়াতে অনুষ্ঠিত ফ্রায়ার মাইনরদের সাধারণ সভা পরিণত ও অধ্যবসায়ী বিবেচনার সঙ্গে এই বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত করেছিল যে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনের উদাহরণ সৃষ্টি করার জন্য যীশুকে এবং, তাঁর শিক্ষা অনুসর ক'রে, অ্যাপসল বা সুসমাচার প্রচারকারীদের যৌথ মালিকানাভিত্তিক কিছুই ছিল না, তা সেটা সম্পত্তি বা কোনো দ্বন্দ্ব-সংঘাত যা-ই হোক না কেন, আর এই সত্যটি ছিল ক্যাথলিক বিশ্বাস ও মতবাদের বিষয়, যা পাওয়া গিয়েছিল যাজকীয় বিধিসম্মত নানান গ্রন্থ থেকে। যে-কারণে, সবকিছুর মালিকানা পরিত্যাগ করা ছিল প্রশংসনীয় ও পবিত্র; এবং অন্যায়, অশুভ, পাপ ইত্যাদির বিরুদ্ধে সংগ্রামরত মর্ত্যভূমির খৃষ্টসমাজের প্রথম দিককার ফাদাররা এই পুণ্যবিধি মেনে চলতেন। ১৩১২ খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত ভিয়েন কাউন্সিল-ও এই সত্যের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিল, এবং খোদ পোপ জন, ১৩১৭ খৃষ্টাব্দে, 'ফ্রায়ার মাইনর'-সংক্রান্ত গঠনতন্ত্রে – যা 'Quorundam exigit'[১] কথাটা দিয়ে শুরু হয়েছে – কাউন্সিলের সেই বিবেচনাকে ভক্তিভরে রচিত, প্রাঞ্জল, যথার্থ, এবং পরিণত ব'লে উল্লেখ করেছিলেন। যে-কারণে, বিশপানুশাসিত এলাকা বা এপস্টলিক সি যেটাকে সব সময় যথার্থ মতবাদ হিসেবে অনুমোদন করেছে সেটাকে সব সময় গৃহীত বলে ধরে নিতে হবে, কোনোভাবেই সেটা থেকে দূরে সরে যাওয়া চলবে না – এই বিবেচনায় পেরুজিয়া সম্মেলন সেই কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণভাবে মেনে নিয়েছিল, এবং ইংল্যান্ডের ব্রাদার উইলিয়াম, জার্মানীর ব্রাদার হেনরি, আকুতেইনের ব্রাদার আরনল্ড-এর মতো শুদ্ধ ধর্মতত্ত্ববিদগণ, প্রাদেশিক ধর্ম সংস্থার প্রধান এবং ধর্মযাজকেরা তাতে সই করেছিলেন, আর সেই সঙ্গে ব্রাদার নিকোলাস, ফ্রান্সের ধর্মযাজক; ব্রাদার উইলিয়াম ব্লক, ব্যাচেলর; মিনিস্টার জেনারেল এবং চার জন মিনিস্টার প্রোভেন্সাল; বোলোনিয়ার ব্রাদার টমাস, সন্ত ফ্রান্সিস প্রদেশের ব্রাদার পিটার, কাসতেল্লো-র ব্রাদার ফার্ডিনান্ড; এবং তুরেইন-এর ব্রাদার সায়মনের সীলমোহর-ও পড়েছিল সেটায়। সে যা-ই হোক, অ্যাবো যোগ করলেন, পরের বছর পোপ *Ad conditorem canonum*[২]

BanglaBook.org

ডিক্রি জারী করলেন, যেটার বিরুদ্ধে বেরগামোর ব্রাদার বোনাগ্রাতিয়া এই বিবেচনায় আপীল করলেন যে সেটা সম্প্রদায়ের স্বার্থবিরুদ্ধ। পোপ তখন সেই ডিক্রীটা যেখানে সেঁটে দেয়া হয়েছিল সেই অ্যাভিনিয়নের গীর্জার দরজা থেকে সেটা সরিয়ে ফেললেন, এবং সেটার বেশ কয়েকটি স্থান সংশোধন করলেন। কিন্তু কার্যত তিনি সেটাকে আরো বেশি কঠোর ক'রে ফেলেন, এবং সেটা এই ঘটনায় প্রমাণিত হয়েছিল যে সেটার তাৎক্ষণিক ফল হিসেবে ব্রাদার বোনাগ্রাতিয়া এক বছর কারাগারে বন্দি ছিলেন। পন্টিফের কঠোরতার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ ছিল না, কারণ, একই বছরে তিনি বর্তমানে সুপরিচিত *Cum inter nonnullos*[৩] জারী করেন, যেখানে পেরুজিয়া সম্মেলনের বক্তব্যকে সুস্পষ্টভাবে নিন্দা জানানো হয়েছিল।

এখানে অ্যাবোকে নম্রভাবে বাধা দিয়ে কার্ডিনাল বার্ট্রান্ড ব'লে উঠলেন যে আমাদের স্মরণ করা উচিত কিভাবে ব্যাপারটাকে আরো জটিল ক'রে তোলার জন্য এবং পন্টিফ বা পোপকে বিরক্ত করার উদ্দেশ্যে ১৩২৪ খৃষ্টাব্দে বাভারীয় লুইস 'সাচসেনহাউসেন-এর ঘোষণা'-র মাধ্যমে বাগড়া দিয়েছিলেন, যেখানে তেমন কোনো কারণ ছাড়াই তিনি পেরুজিয়া সম্মেলনের বক্তব্য সমর্থন করেছিলেন (একটা পাতলা হাসি হেসে বার্ট্রান্ড মন্তব্য করলেন যে এটাও বোঝা যায়নি যে সম্রাট এত উৎসাহের সঙ্গে এমন এক দারিদ্র্যকে সমর্থন করবেন যা অন্তত তিনি চর্চা করেননি), এবং পোপকে inimicus pacis[৪] অভিহিত ক'রে, আর তিনি কেলেঙ্কারী ও বিরোধ উসকে দিচ্ছেন, এ কথা ব'লে, এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে ধর্মদ্বেষী, বা সত্যি ক'রে বললে, 'ধর্মদ্বেষী শিরোমণি' আখ্যা দিয়ে তিনি অর্থাৎ বাভারীয় লুইস নিজেকে পোপের বিরুদ্ধ অবস্থানে নিয়ে গিয়েছিলেন।

'ঠিক তা নয়,' তাঁর কথার মাঝখানে বাধা দিতে গিয়ে অ্যাবো বলে উঠলেন।

'কার্যত, তাই,' বার্ট্রান্ড কঠিন সুরে বললেন। এবং তিনি যোগ করলেন যে সম্রাটের অসময়োচিত নাক গলানোর কারণেই আসলে পোপ *Quia quorundam*[৫] ডিক্রী জারী করতে বাধ্য হয়েছিলেন, এবং শেষ পর্যন্ত তিনি চেযেনার মাইকেলকে তাঁর সামনে হাজির হওয়ার কঠোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। অপারগতা জানিয়ে মাইকেল চিঠি পাঠান, অজুহাত দেখান তিনি অসুস্থ, যে-ব্যাপারে কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেনি, এবং বিকল্প হিসেবে তিনি ব্রাদার জন ফিদান্‌যা এবং পেরুজিয়ার ব্রাদার উমিলে কাস্তোদিও-কে পাঠান। কিন্তু ব্যাপারটা এমন ঘটল যে – কার্ডিনাল ব'লে চললেন – পেরুজিয়ার গুয়েল্‌ফ্‌স্‌ পোপকে জানিয়ে দিলেন ব্রাদার মাইকেল অসুস্থ হওয়া তো দূরের কথা, উলটো তিনি বাভারিয়ার লুইসের সঙ্গে যোগাযোগ চালিয়ে যাচ্ছেন। সে যা-ই হোক, অতীতে যা ঘটে গেছে তা ঘটে গেছে, এবং ব্রাদার মাইকেলকে এখন চমৎকার এবং প্রশান্ত দেখাচ্ছে, এবং তাকে অ্যাভিনিয়নে আশা করা হচ্ছে। অবশ্য – কার্ডিনাল স্বীকার করলেন – মাইকেল শেষ পর্যন্ত পোপকে কী বলবেন সেটা আগে থেকেই ঠিক ক'রে নিতে হবে – দু'পক্ষের বিচক্ষণ মানুষেরা তখন যেটা করছিলেন – যেহেতু তখনো প্রত্যেকেরই লক্ষ্য ছিল এক প্রেমময় পিতা ও তাঁর নিবেদিতপ্রাণ পুত্রদের মধ্যে যে-দ্বন্দ্ব কোনো কারণেই থাকার কথা নয় সেটা ভ্রাতৃপ্রতিমভাবে মিটিয়ে ফেলা, সেটাকে আরো জটিল করা নয়, এবং দ্বন্দ্বটি তখন পর্যন্ত জিইয়ে রেখেছিল কেবল সম্রাট বা ভাইসরয়দের মতো অ-যাজকীয় মানুষদের

BanglaBook.org

অযাচিত হস্তক্ষেপ, যাঁদের সঙ্গে হোলি মাদার চার্চ-এর কোনো সংশ্রব নেই।

অ্যাবো তখন বললেন যে যদিও তিনি গীর্জার লোক এবং এমন একটি সম্প্রদায়ের মোহান্ত যেটার কাছে গীর্জার অনেক ঋণ (অর্ধবৃত্তের দুপাশ থেকে সমীহ এবং পরম আনুগত্যসূচক গুঞ্জনধ্বনি শোনা গেল), তার পরও তিনি এখনো মনে করেন না যে এসব প্রশ্ন থেকে সম্রাটের নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখা উচিত, এবং তার কারণে বাস্কারভিলের ব্রাদার উইলিয়াম যথাসময়ে উপস্থাপন করবেন। কিন্তু – অ্যাবো বলে চললেন – তার পরও, বিতর্কটির প্রথম অংশ যে পোপের দূতবৃন্দ এবং সন্ত ফ্রান্সিসের সে-সব সন্তানের প্রতিনিধিদের মধ্যে শুরু হয়েছে যাঁরা এই সভাতে তাঁদের অংশগ্রহণের মাধ্যমেই পোপের সবচাইতে নিবেদিতপ্রাণ পুত্র হিসেবে নিজেদের তুলে ধরতে পেরেছেন, এটা বেশ সংগতই হয়েছে। এরপর তিনি বললেন ব্রাদার মাইকেল বা তাঁর মনোনীত কেউ যেন অ্যাভিনিয়নে তিনি যে অবস্থান তুলে ধরবেন সেটা জানান।

মাইকেল বললেন তাঁর জন্য এটা একটি মহৎ এবং আনন্দপূর্ণ অনুভূতির ব্যাপার যে তাঁদের মাঝে কাসালির উবার্তিনো রয়েছেন, যাঁর কাছ থেকে ১৩২২ খৃষ্টাব্দে পোপ নিজে দারিদ্র্য প্রসঙ্গে একটি বিশদ প্রতিবেদন চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। এবং উবার্তিনো যে প্রাঞ্জলতা, পাণ্ডিত্য, এবং একান্ত বিশ্বাসের জন্য সবার কাছে পরিচিত তার সাহায্যে তিনি সবার চাইতে ভালোভাবে সংক্ষেপে সেই সব ধারণার মূল বিষয়গুলো বলতে পারবেন যেগুলো এখন ফ্রান্সিসকান সম্প্রদায়েরও বটে।

উবার্তিনো উঠে দাঁড়ালেন, এবং তিনি কথা শুরু করতেই আমি বুঝে গেলাম কেন তিনি মানুষের মধ্যে ধর্মপ্রচারক এবং রাজপুরুষ এই দুই হিসেবেই এত উৎসাহ-উদ্দীপনা জাগাতে পেরেছেন। তিনি তাঁর আবেগমথিত অঙ্গভঙ্গিমা, প্রেরণা-সঞ্চারী কণ্ঠ, আকর্ষণীয় হাসি, এবং সুস্পষ্ট ও পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ যুক্তি দিয়ে যতক্ষণ কথা বললেন ততক্ষণ শ্রোতাদের একবারে মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে রাখলেন। পেরুজিয়া থিসিস বা বক্তব্যকে সমর্থন করে এমন একটি অত্যন্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ দীর্ঘ ও বিশদ প্রতিবেদন দিয়ে শুরু করলেন তিনি। তিনি বললেন, প্রথমত এটা স্বীকার করতে হবে যে যীশু এবং তাঁর অ্যাপসল বা সুসমাচার প্রচারকারীরা একটি দ্বৈত পরিস্থিতির মধ্যে ছিলেন, কারণ তাঁরা নিউ টেস্টামেন্টের গীর্জার যাজক বা প্রিলেট ছিলেন, আর সে-হিসেবে বিলিবন্দোবস্ত করার এক্তিয়ারের দিক থেকে তাঁরা নানান জিনিসের স্বত্বাধিকারী ছিলেন, যাতে ক'রে তা তাঁরা দরিদ্রদের এবং গীর্জার মিনিস্টারদের দিতে পারেন, যেমনটা অ্যাক্ট অভ্ দ্য অ্যাপসলস-এর চতুর্থ অধ্যায়ে লিখিত রয়েছে, এবং এই প্রসঙ্গে কারো সঙ্গে কোনো বিসংবাদ নেই। কিন্তু দ্বিতীয়ত, যীশু এবং অ্যাপসলদেরকে অবশ্যই স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসেবে দেখতে হবে – যা কিনা প্রতিটি ধর্মীয় যথার্থতার ভিত্তি – এবং সেই সঙ্গে জগৎকে যারপরনাই ঘৃণাকারী হিসেবে দেখতে হবে। আর সেদিক থেকে দু'ধরনের সহায়-সম্পত্তির কথা তর্কের খাতিরে সত্য বলে মেনে নেয়া হয়েছে, যার একটি বেসামরিক এবং জাগতিক, সাম্রাজ্যের আইনে যেটাকে 'in bonis nostris'[৬] কথাটা দিয়ে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, কারণ আমরা সেসব জিনিসকেই আমাদের বলি যেগুলো আমরা আগলে রাখতে চাই, যেগুলো আমাদের কাছ থেকে নিয়ে নেয়া হলে আমরা সেগুলো দাবি করার অধিকার রাখি। কাজেই, যে কারো জিনিস কেড়ে নিতে চায় তার কাছ থেকে – সাম্রাজ্যের বিচারকের কাছে আবেদন জানিয়ে

BanglaBook.org

– বেসামরিক এবং জাগতিক অর্থে নিজের জিনিস রক্ষা করতে চাওয়া এক কথা, (এই অর্থে যীশু এবং অ্যাপসলরা জিনিসপত্রের মালিক ছিলেন এ-কথাটা দাবি করা ধর্মদ্বেষিতামূলক, কারণ, ৫ম অধ্যায়ে ম্যাথু-র কথা অনুযায়ী, কেউ যদি তোমার নামে মামলা ক'রে তোমার গায়ের কোটটা কেড়ে নেয়, তাহলে তাকে তোমার আলখাল্লাটাও নিতে দাও; ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে লুক-ও এর অন্যথা কিছু বলেননি যেখানে যীশু নিজের কাছ থেকে সমস্ত ক্ষমতা এবং প্রভুত্ব কেড়ে নিচ্ছেন, এবং একই কাজ সুসমাচার প্রচারকদেরও করতে বাধ্য করছেন; তারপর, ম্যাথুর সুসমাচারেরই ১৯শ অধ্যায়ের কথা বিবেচনা করুন, যেখানে পিটার প্রভুকে বলছেন যে তাঁকে অনুসরণ করতে গিয়ে তাঁরা সবকিছু পরিত্যাগ করেছেন); কিন্তু অন্যভাবে, এরপরেও জাগতিক জিনিসের অধিকারী হওয়া সম্ভব, সাধারণ ভ্রাতৃপ্রতিম দানধ্যানের উদ্দেশ্যে, আর এভাবে যীশু ও তাঁর শিষ্যকুল স্বাভাবিক অধিকারবশতই কিছু জিনিসপত্রের অধিকারী হয়েছিলেন, যে-অধিকারকে কেউ কেউ ius poli[৭] অর্থাৎ ঐশী বিধান ব'লে থাকেন, যা প্রকৃতিকে রক্ষা করার বা টিকিয়ে রাখার জন্য প্রণীত, এবং যা মানব হস্তক্ষেপ ছাড়াই যথার্থ যুক্তিবুদ্ধির (reason) সঙ্গে সংগতিপূর্ণ, আর অন্য দিকে ius fori হচ্ছে ক্ষমতা যা মানুষের সঙ্গে বা ইহুদিদের ঈশ্বরের অঙ্গীকার (human covenant) থেকে প্রাপ্ত। জিনিসপত্রের প্রথম ভাগাভাগির আগে, মালিকানার ব্যাপারটা ছিল আজকালকার সেইসব জিনিসের মতো যেগুলো কারো মালিকানায় নেই, এবং যে তা নেয় তাকেই তা দেয়া হয়; এক অর্থে জিনিসপত্র ছিল সবার, কিন্তু আদি পাপের পরই আমাদের সন্তান-সন্ততিরা জিনিসপত্রের মালিকানা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি ক'রে নিতে শুরু করে, শুরু হয় আমরা যে আমাদের চেনা জাগতিক রাজ্য দেখি সেই জিনিসটির। কিন্তু যীশু ও তাঁর সুসমাচার প্রচারকরা প্রথম উপায়ে জিনিসপত্রের অধিকারী ছিলেন। কাজেই তাঁদের জামাকাপড়, রুটি আর মাছ ছিল, এবং পঅল টিমোথি ১-এ যেমন বলেছেন : খাদ্য আর বস্ত্র নিয়েই আমরা বরং তুষ্ট থাকি। যে-কারণে যীশু এবং তাঁর শিষ্যদের ব্যবহার্য ছাড়া কোনো জিনিসপত্র ছিল না, তাঁদের পরম দারিদ্র্য পুরোপুরিই অক্ষুণ্ন রয়েছে। আর সেটা পোপ ২য় নিকোলাস তাঁর *Exiit qui seminat*[৮] ডিক্রীতে স্বীকার করেছেন।

কিন্তু বিপরীত দিক থেকে জাঁ দ'আনো উঠে দাঁড়িয়ে বললেন যে উবার্তিনোর প্রস্তাবগুলো তাঁর কাছে যথার্থ যুক্তিবুদ্ধি এবং বাইবেলের কথার যথাযথ ভাষ্য এই দুইয়েরই পরিপন্থী ব'লে মনে হয়েছে। কারণ, রুটি এবং অন্যান্য খাবারের মতো ব্যবহারে – ক্ষয়যোগ্য জিনিসের ওপর ব্যবহারের সাধারণ অধিকার জন্মাতে পারে না, ডি ফ্যাক্টো ব্যবহারও সেসবের ওপর বর্তাতে পারে না, কেবল অপব্যবহার; অ্যাক্ট ২ এবং ৩ থেকে যা বোঝা যায়, আদি গীর্জায় বিশ্বাসীরা যা-কিছুই যৌথভাবে স্বত্বাধিকারী হয়ে থাকুন না কেন, তা তাঁরা হয়েছিলেন ধর্মান্তরিত হওয়ার আগে তাঁরা যে ধরনের মালিকানায় ছিলেন ঠিক সে-রকমই মালিকানার ভিত্তিতে; অ্যাপসলরা, পবিত্র আত্মার অবতরণের পর, জুডীয়াতে খামারের মালিক হয়েছিলেন; সম্পত্তিহীনভাবে জীবন যাপন করার শপথের সঙ্গে জীবন ধারণের জন্য মানুষের যা প্রয়োজন সে সবের কোনো সম্পর্ক নেই, এবং পিটার যখন বলেন তিনি সবকিছু পরিত্যাগ করেছেন তখন তিনি যে সহায়-সম্পত্তি বর্জন করেছেন সেকথা বোঝায় না; জিনিসের ওপর মালিকানা স্বত্ব আদমেরও ছিল; যে ভৃত্য তাঁর প্রভুর কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করে সে নিশ্চয়ই সেটার ব্যবহার বা অপব্যবহার করছে না; *Exiit qui seminat*-এর

BanglaBook.org

কথাগুলো, যেসবের কথা মাইনরাইটরা সব সময় বলছে এবং যা এটা প্রতিষ্ঠিত করেছে যে ফ্রায়ার মাইনররা কেবল তাদের কাজে লাগে এমন জিনিস নিয়েই আছে, নিয়ন্ত্রণহীনভাবে এবং মালিকানাহীনভাবে, এখানে নিশ্চয়ই কেবল সেসব জিনিসের কথা বলা হয়েছে যেগুলো ব্যবহার করলে ক্ষয়ে বা শেষ হয়ে যায় না; আর সত্যি বলতে কি, *Exiit* যদি পচনশীল জিনিস অন্তর্ভুক্ত করত তাহলে তা অসম্ভবকেও ধরে রাখতে পারত; ডি ফ্যাক্টো ব্যবহারকে বিচারসংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণ থেকে আলাদা করা যাবে না; প্রতিটি মানবাধিকার, যার ভিত্তিতে জিনিস-পত্তরের মালিকানা স্থির হয়, তা রাজাদের আইনের আওতায় থাকে; মরণশীল মানুষ হিসেবে যীশু – যে-মুহূর্তে তিনি গর্ভে এসেছিলেন তখন থেকেই – পার্থিব জিনিসের স্বত্বাধিকারী ছিলেন, এবং ঈশ্বর হিসেবে তিনি 'পিতার' কাছ থেকে সবকিছুর ওপর সর্বজনীন নিয়ন্ত্রণ লাভ করেছিলেন; তিনি পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য, দান-ধ্যানের জন্য অর্থ, এবং বিশ্বাসীর জন্য নৈবেদ্যর মালিক ছিলেন; এবং তিনি যদি দরিদ্র হয়ে থাকেন তার কারণ এই না যে তাঁর কোনো সয়-সম্পত্তি ছিল না, বরং তা এ জন্য যে তিনি সেগুলোর ফল লাভ করেননি; কারণ আইন বা বিচার সম্বন্ধীয় নিয়ন্ত্রণ, সুদ আদায়ের বা সংগ্রহ থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায়, মালিকের ধনবৃদ্ধি ঘটায় না; আর, সবশেষে, *Exiit* যদি অন্যরকম কোনোকিছু ব'লেও থাকে, রোমক পন্টিফ বিশ্বাস ও নৈতিকতা বিষয়ক সবকিছুতে তাঁর পূর্বসূরিদের সিদ্ধান্ত বাতিল ক'রে দিতে পারেন, এবং এমনকি একেবারে উলটো সিদ্ধান্তও দিতে পারেন।

এই সময়েই কাফ্ফার বিশপ ব্রাদার জেরোমে সতেজে উঠে দাঁড়ালেন, ক্রোধে তাঁর দাঁড়ি কাঁপছিল, যদিও তিনি আপসের সুরেই কথা বলতে চাইলেন। তিনি এমন একটা যুক্তি পেশ করতে শুরু করলেন যা আমার কাছে বেশ গোলমেলে ব'লে ঠেকল : 'হোলি ফাদারের কাছে আমি যা বলব, এবং আমার নিজের কাছে যে কিনা এই কথাটা বলবে যে তাঁর শাসনের কাছে নিজেকে আমি সমর্পণ করি, কারণ আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি জন-ই যীশুর ভিকার[৯], আর এ কথা কবুল করার কারণে সারাসিনরা আমাকে বন্দি করেছিল। এবং মেলকিযেদেকের[১০] বাবা কে ছিলেন এই নিয়ে এক সকালে সন্ন্যাসীদের মধ্যে তৈরি হওয়া একটা তর্কের প্রসঙ্গে আমি একটা ঘটনার কথা বলব যেটা অত্যন্ত জ্ঞানী একজন মানুষ লিখে গেছেন। তখন মোহান্ত কোপ্স্-কে এ-ব্যাপারে জিগ্যেস করা হলে তিনি মাথা নেড়ে ঘোষণা করলেন : তোমার জন্য করুণা, কারণ তুমি কেবল সেসব জিনিসই খুঁজে বেড়াও যেসব জিনিস খুঁজতে ঈশ্বর তোমাকে বলেননি কখনো, আর তিনি যা খুঁজতে আদেশ করেন সেগুলো উপেক্ষা করো। আমার উদাহরণ থেকে এটা এতই স্পষ্ট যে যীশু এবং পুণ্যময়ী কুমারী এবং অ্যাপসলগণ কোনো কিছুরই মালিক বা স্বত্বাধিকারী ছিলেন না, ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে, এবং তাতে এ ব্যাপারটা বেশ অস্পষ্ট হয়ে পড়বে যে তিনি একই সঙ্গে মানুষ ও ঈশ্বর ছিলেন, কিন্তু তার পরেও এটা আমার কাছে স্পষ্ট যে, যে প্রথমটির প্রমাণ অস্বীকার করবে সে দ্বিতীয়টির প্রমাণও অস্বীকার করবে!'

তিনি প্রবল উদ্দীপনার সঙ্গে কথাগুলো বললেন, এবং দেখলাম উইলিয়াম ঊর্ধ্বপানে চোখ তুলে তাকালেন। আমার সন্দেহ, জেরোমের ন্যায়ানুমান বা সিলোযিযমটাকে তাঁর কাছে বেশ ছেঁদো বলেই মনে হয়েছে, এবং তাঁর ধারণা যে ভুল তা মনে হলো না, কিন্তু যে-ব্যাপারটাকে তার চাইতেও

BanglaBook.org

ছেঁদো ব'লে মনে হলো তা হচ্ছে জাঁ দে বোনি-এর ক্ষিপ্ত আর উলটো তর্ক যেখানে তিনি বললেন, যাঁরা যীশুর দারিদ্র্য সম্পর্কে কোনো কিছুর পক্ষে বলেন তাঁরা চোখে কিছু দেখা বা না দেখার পক্ষে বলেন, অথচ তাঁর সমপাতী মানবত্ব আর ঐশিতার সংজ্ঞা র্নিণয় করতে গেলে বিশ্বাস এসে বাধা দিয়ে বলে যে এই দুই প্রস্তাবের মধ্যে তুলনা চলবে না।

জবাবে তাঁর প্রতিপক্ষ জেরোমে আরো বেশি সূক্ষ্মতার পরিচয় রাখলেন : 'না, না, প্রিয় ব্রাদার,' তিনি বললেন। 'আমি মনে করি এর ঠিক উলটোটাই সত্য, কারণ সুসমাচারগুলোর সবগুলোতেই এ কথা বলা রয়েছে যে যীশু মানুষ ছিলেন, খানাপিনা করেছেন, এবং সবচাইতে সুস্পষ্ট অলৌকিক ঘটনাগুলো এটাও দেখিয়ে দেয় যে তিনি ঈশ্বরও ছিলেন, আর এর সবই তাৎক্ষণিকভাবে পরিষ্কার বোঝা যায়।'

'জাদুকর আর ভবিষ্যদ্বক্তারাও নানান অলৌকিক কাণ্ডকারখানা দেখাতে পারেন,' বেশ একটা আত্মতৃপ্তির ভাব নিয়ে দে বোনি বললেন।

জেরোমে বললেন, 'সে কথা সত্যি, কিন্তু সেটা কেবল জাদুবিদ্যার সাহায্যে। যীশুর অলৌকিক ঘটনাগুলোকে কি আপনি জাদুবিদ্যার সঙ্গে তুলনা করবেন?' সমবেত লোকজন ঘৃণাভরে বিড়বিড় ক'রে বললেন যে সেটা তাঁরা কখনোই করবেন না। 'আর শেষ কথা হলো,' জয়ের প্রায় দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছেন এমন একটা বোধ নিয়ে জেরোমে ব'লে চললেন, 'হিজ লর্ডশিপ কার্ডিনাল দেল পোগেত্তো যীশুর দারিদ্র্যসংক্রান্ত বিশ্বাসকে কি ধর্মদ্রোহিতামূলক ব'লে আখ্যা দিতে চান যখন এই মতবাদ ফ্রান্সিসকানদের মতো একটি সম্প্রদায়ের "বিধি"র ভিত্তি, যে সম্প্রদায়ের সন্তানসন্ততিরা ধর্মপ্রচার করতে আর রক্ত ঝারাতে মরোক্কো থেকে ভারত পর্যন্ত সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে?'

উইলিয়াম বিড়বিড় ক'রে বললেন, 'স্পেনের পিটারের পবিত্র আত্মা আমাদের রক্ষা করুন।'

'প্রিয়তম ব্রাদার,' এক পা এগিয়ে এসে দে বোনি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ইচ্ছে হলে আপনার সন্ন্যাসীদের রক্তের কথা বলুন, কিন্তু ভুলে যাবেন না যে ওই একই নৈবেদ্য অন্য সম্প্রদায়ের দীক্ষিত সন্ন্যাসীরাও দিয়েছে...

জেরোমে চিৎকার ক'রে বলে উঠলেন, 'আমার লর্ড কার্ডিনালের প্রতি যথাযথ সম্মান জানিয়েই বলছি, কোনো বিধর্মীর হাতে কখনো কোনো ডমিনিকান মারা যায়নি, অথচ আমার নিজের সময়ে নয়জন মাইনরাইট শহীদ হয়েছে!'

লাল মুখ নিয়ে, আলবোরিয়ার ডমিনিকান বিশপ এবার উঠে দাঁড়ালেন। 'আমি প্রমাণ দিতে পারি যে তারতারি-তে যখন কোনো মাইনরাইট ছিল না তখন পোপ ইনোসেন্ট সেখানে তিন জন ডমিনিকান পাঠিয়েছিলেন!'

'তাই নাকি!' চাপা হাসি হেসে বলে উঠলেন জেরোমে। 'আমি তো জানি মাইনরাইটরা আশি বছর ধ'রে তারতারি-তে রয়েছে, এবং সারা দেশে তাদের চল্লিশটা গীর্জা আছে, অথচ ডমিনিকানদের রয়েছে মাত্র পাঁচটা, গোটা উপকূলে, আর সম্ভবত কুল্লে পনেরোজন সন্ন্যাসী।

BanglaBook.org

এতেই তো ব্যাপারটা মিটে যায়!'

'এতে কিছুই মিটে যায় না,' আলবোরিয়ার বিশপ চিৎকার ক'রে উঠলেন, 'কারণ এই মাইনরাইটরা, যারা কুক্কুরীদের মতো ধর্মদ্রোহীদের পয়দা করে, তারা কুকুরছানা পয়দা করে, সবকিছু নিজেদের ব'লে দাবি করে, শহীদদের নিয়ে গর্ব করে, অথচ তাদের রয়েছে দারুণ সব গীর্জা, জাঁকজমকওয়ালা পোশাক-আশাক, আর তারা অন্য সব দীক্ষিত সন্ন্যাসীর মতোই কেনাবেচা করে!'

'না, মাই লর্ড, না,' জেরোমে তাঁর কথার মধ্যে কথা ব'লে উঠলেন, 'তারা নিজেরা নিজেরা না, বরং অ্যাপস্টলিক সি-র প্রোকিউরেটদের মাধ্যমে কেনাবেচা করে।'

'তাই নাকি?' নাক সিঁটকালেন বিশপ। 'তা, কতবার আপনারা প্রোকিউরেটদের ছাড়া কেনা কাটা করেছেন? আমি কিছু খামারের কথা জানি যেগুলো...'

'তা যদি ক'রে থাকি, তাহলে সেটা সম্প্রদায়ের হাতে তুলে না দেয়া আমার তরফ থেকে একটা ভুল হয়ে থাকতে পারে,' জেরোমে চটজলদি বাগড়া দিলেন।

'শ্রদ্ধেয় ব্রাদাররা আমার,' এবার অ্যাবো মাঝখান থেকে কথা ব'লে উঠলেন। 'মাইনরাইটরা দরিদ্র কি না সেটা আমাদের সমস্যা নয়, বরং আমাদের প্রভু দরিদ্র ছিলেন কি না সেটাই আমাদের সমস্যা...'

এই সময় জেরোমে আবার গলা তুললেন, 'বেশ তো। এ প্রসঙ্গে আমার একটা অকাট্য যুক্তি আছে...

'সন্ত ফ্রান্সিস, আপনার সন্তানদের রক্ষা করুন,' উইলিয়াম বললেন বটে, কিন্তু তেমন জোর দেখা গেল না তাঁর গলায়।

জেরোমে বলে চললেন, 'যুক্তিটা হলো প্রাচ্যবাসী এবং গ্রীকরা, হোলি ফাদারদের মতবাদের ব্যাপারে যারা আমাদের চাইতে ঢের বেশি পরিচিত, তারা যীশুখৃষ্টের দারিদ্র্যের ব্যাপারে নিশ্চিত। এবং সেই ধর্মদ্বেষী ও ষড়যন্ত্রীরা যদি এমন একটি জাজ্বল্যমান সত্য এমন পরিষ্কারভাবে তুলে ধরতে পারে, তাহলে সেটা অস্বীকার ক'রে কি আমরা তাদের চাইতেও বড়ো ধর্মদ্বেষী এবং ষড়যন্ত্রী হতে চাই? এই প্রাচ্যবাসীরা যদি জানতে পারে যে আমাদের কিছু সদস্য এই সত্যটির বিরুদ্ধমত প্রচার করছে তাহলে তারা তাদের পাথর ছুড়ে মারবে।'

'বলছেন কী?' আলবোরিয়ার বিশপ ফোড়ন কাটলেন। 'তাহলে তারা ডমিনিকানদের পাথর মারে না কেন, যারা ঠিক এর উলটো মতটা প্রচার ক'রে বেড়ায়?'

'ডমিনিকান? কই, ওখানে তো কোনোদিন কোনো ডমিনিকানকে দেখা যায়নি!'

নীলাভ লাল রঙের মুখ বিশিষ্ট আলবোরিয়া মন্তব্য করলেন যে, এই সন্ন্যাসী জেরোমে সম্ভবত পনেরো বছর গ্রীসে ছিলেন, অথচ তিনি ছিলেন তাঁর শৈশব থেকেই। জেরোমে জবাব দিলেন

BanglaBook.org

ডমিনিকান আলবোরিয়া গ্রীসে থাকতে পারেন, কিন্তু তিনি সেখানে বিশপদের চমৎকার প্রাসাদে এক বিলাসী জীবন কাটিয়েছেন, অথচ তিনি, একজন ফ্রান্সিসকান, সেখানে পনেরো নয়, বাইশটি বছর কাটিয়েছেন, এবং কন্সটান্টিনোপলের সম্রাটের সামনেও ধর্মপ্রচার করেছেন। এরপর আলবোরিয়া, আর কোনো যুক্তি খুঁজে না পেয়ে, উঁচু গলায় এবং এমন ভাষায় কাফ্‌ফার বিশপের দাড়ি টেনে ছিঁড়ে ফেলার দৃঢ় বাসনা পোষণ ক'রে তাঁর আর মাইনরাইটদের মধ্যেকার ফাঁকা জায়গাটা পার হয়ে আসতে শুরু করলেন যার পুনরুক্তি করতে আমার সাহস হচ্ছে না, তা ছাড়া বিশপের পুরুষত্ব নিয়েও তিনি প্রশ্ন তুললেন, এবং চোখের বদলে চোখের যুক্তি দেখিয়ে, তাঁর দাড়ি বিশেষ একটা জায়গায় গুঁজে দিয়ে তাঁকে শাস্তি দেবার পরিকল্পনা ব্যক্ত করলেন।

অন্যসব মাইনরাইট ছুটে এসে একটা বেড় দিয়ে তাদের ব্রাদারকে রক্ষা করার চেষ্টা করলেন; অ্যাভিনিয়নীয় লোকটি ভাবলেন ডমিনিকানকে সাহায্য করা দরকার এবং (ঈশ্বর তাঁর সেরা সন্তানদের ক্ষমা করুন), একটা মারামারি শুরু হলো, মোহান্ত আর কার্ডিনাল সেটা থামাতে চেষ্টা করলেন। পরবর্তী হই-হট্টগোলে মাইনরাইট এবং ডমিনিকানরা এক অন্যের বিরুদ্ধে নানান মারাত্মক কথা বললেন, যেন তাঁরা প্রত্যেকেই সারাসিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত খৃষ্টান। নিজ নিজ আসনে বসে রইলেন কেবল, একদিকে উইলিয়াম, আর অন্যদিকে বার্নার্ড গুই। উইলিয়ামকে দেখে মনে হলো তিনি বিষণ্ন, বার্নার্ডকে সুখী, অবশ্য ইনকুইযিটর ভদ্রলোকের ঠোঁটে যে মৃদু হাসি বাঁকা হয়ে ফুটে উঠল সেটাকে যদি সুখ বলা যায়।

'যীশুর দারিদ্র্য প্রমাণ বা অপ্রমাণ করার জন্য এর চাইতে আর ভালো যুক্তি নেই?' আলবোরিয়াকে কাফ্‌ফার বিশপের দাড়ি ধরে টানতে দেখে আমি আমার গুরুকে জিগ্যেস করলাম।

'দুটো কথাই তুমি প্রমাণ করতে পারবে, সুবোধ আদ্‌সো আমার,' উইলিয়াম বললেন, 'এবং সুসমাচারের ভিত্তিতে তুমি কখনোই এটা প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না যে যীশু যে কাপড়টা পরতেন এবং পুরোনো হয়ে যাওয়ার পর যেটা সম্ভবত ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলেন সেটাকে তিনি নিজের সম্পদ ব'লে মনে করতেন কি না, বা করলেও কতটা করতেন। এবং এক হিসেবে বলতে পারো, সম্পত্তির ব্যাপারে টমাস অ্যাকুইনাসের মতবাদ আমাদের মাইনরাইটদেরটির চাইতে বেশি সাহসী। আমরা বলি : আমরা কিছুরই মালিক নই, স্বত্বাধিকারী নই, কিন্তু সবকিছু ব্যবহার করি তিনি বলেছেন : তোমরা নিজেরাও নিজেদেরকে সেটার মালিক বলে গণ্য করো, এই শর্তে যে, তোমার যা আছে তা যদি অন্যের না থাকে তাহলে, তোমরা তাকে সেটা ব্যবহার করতে দাও, এবং সেটা বাধ্যগতভাবে, দয়াবশত নয়। কিন্তু যীশু দরিদ্র ছিলেন কি না সেটা কথা নয়; গীর্জাকে দরিদ্র হতে হবে কি না সেটাই প্রশ্ন। আর 'দরিদ্র' কথাটার মানে আসলে কোনো প্রাসাদ থাকা বা না থাকা নয়; কথাটার মানে হলো, বরং, পার্থিব ব্যাপারে আইন প্রণয়ন করার অধিকার রাখা না রাখা।'

আমি বলে উঠলাম, 'সম্রাট তাহলে সেজন্যই দারিদ্র্য সম্পর্কে মাইনরাইদের বক্তব্যের ব্যাপারে এত আগ্রহী।'

'একদম তাই। মাইনরাইটরা পোপের বিরুদ্ধে সম্রাটের খেলাটা খেলছে। কিন্তু মার্সিলিয়াস

BanglaBook.org

আর আমি মনে করি এটা একটা দুমুখো খেলা এবং আমরা চাই সম্রাট আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিটা সমর্থন করুন এবং মানুষের শাসনের আমাদের ধারণাটির পক্ষে কাজ করুন।'

'আপনাকে যখন কথা বলতে ডাকা হবে তখন কি আপনি এটা বলবেন?'

' তা যদি বলি তাহলে আমার মিশন পূর্ণ হবে, আর সেটা ছিল সাম্রাজ্যিক ধর্মতত্ত্ববিদদের মতামত ব্যাখ্যা করা। কিন্তু আমি যদি তা করি তাহলে আমার মিশন ব্যর্থ হয় কারণ আমার উচিত অ্যাভিনিয়নে যাতে দ্বিতীয় একটা সভা অনুষ্ঠিত হয় তার জন্য চেষ্টা তদবির করা, এবং আমার মনে হয় না এসব কথা বলার জন্য জন আমাকে সেখানে যেতে দিতে রাজি হবেন।'

'কাজেই-?'

'কাজেই আমি এখন দুই বিরুদ্ধ শক্তির মাঝখানে ফাঁদে আটকে গেছি, সেই গাধার মতো, যেটা বুঝতে পারছে না কোন বস্তার খড় খাবে। সময় হয়নি এখনো। মার্সিলিয়াস তো একটা ত্বরিত, অসম্ভব রূপান্তরের কথা বলতে অজ্ঞান; কিন্তু লুইস তাঁর পূর্বপুরুষদের চাইতে কম যান না, যদিও জনের মতো দুর্বৃত্তের বিরুদ্ধে তিনিই এখন একমাত্র বাধার প্রাচীর। সম্ভবত আমাকে কথা বলতে হবে, যদি না তাঁরা তার আগেই এক অন্যকে মেরে শেষ ক'রে দেন। আদ্‌সো, এ সবকিছু লিখে নাও : আজ যা-কিছু ঘটছে তার একটা চিহ্ন অন্তত থাকুক।'

আমরা যখন কথা বলছিলাম তখন – এবং সত্যিই আমরা যে কী ক'রে এক অন্যের কথা শুনছিলাম তা জানি না – তর্কটা তুঙ্গে পৌঁছেছে। বার্নার্ড গুই-এর কাছ থেকে ইঙ্গিত পেয়ে ধনুর্ধারীরা দুই বিরুদ্ধ দলকে আলাদা করতে এগিয়ে এলো। কিন্তু দুর্গের দেওয়ালের দুধারের অবরুদ্ধকারী এবং অবরুদ্ধদের মতো আর ঘেরাও হয়ে তারা একে অন্যের প্রতি নানান ধরনের গালিগালাজ আর যুক্তি পালটা যুক্তি ছুড়তে লাগল, আর সেগুলো আমি ঝড়তি-পড়তি লিখে রাখতে লাগলাম, কে কোন কথা বলেছে সেকথা উল্লেখ করতে পারলাম না, এবং সেটা এই যুক্তিতে যে কথাগুলো একের পর এক বলা হয়নি, যা আমার দেশের কোনো বিতর্কতে হলে করা হতো, বরং হয়েছে ভূমধ্যসাগরীয় ধরনে, কোনো ক্রুদ্ধ সাগরের ঢেউয়ের মতো একটার গায়ে আরেকটা এসে পড়ার মতো ক'রে।

'সুসমাচার (গসপেল) বলছে যীশুর কাছে অর্থ রাখার বটুয়া ছিল।'

'চুপ! তোমরা তো ক্রুশবিদ্ধ যীশুমূর্তিতেও সেই বটুয়ার ছবি আঁকো। তাহলে এ কথার কী বলবে যে আমাদের প্রভু যখন জেরুযালেমে ঢুকছিলেন তখন যে তিনি প্রতি রাতে বেথানিতে[১১] ফিরে যেতেন?' 'আমাদের প্রভু যদি নিজের ইচ্ছেয় বেথানিতে গিয়ে ঘুমিয়ে থাকেন তো তাঁর সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে কথা বলার তোমরা কে?'

'না, হে বুড়ো গাধা, আমাদের প্রভু বেথানিতে ফিরে যেতেন কারণ জেরুজালেমে কোনো সরাইখানায় থাকবার মতো কোনো পয়সা তাঁর কাছে থাকত না!'

'বোনাগ্রাতিয়া, এখানে গাধাটা কিন্তু তুমি। আমাদের প্রভু জেরুজালেমে কী খেতেন?'

BanglaBook.org

'তাহলে কি এখন বলবে যে, যে-ঘোড়া তার মালিকের কাছ থেকে জই খেয়ে বেঁচে থাকে সেই ঘোড়া সেই জইয়ের মালিক?'

'দেখলে? তুমি যীশুকে একটা ঘোড়ার সঙ্গে তুলনা করলে...'

'না, বরং তুমিই যীশুকে তোমার দরবারের ঘুষখোর প্রিলেটের সঙ্গে তুলনা করলে, গোবরপাত্র!'

'বটে? তা তোমাদের সয়-সম্পত্তি রক্ষা করার জন্য হোলি সি-কে কতগুলো মামলা করতে হয়েছে?'

'গীর্জার সয়সম্পত্তি, আমাদের নয়। আমরা কেবল ব্যবহার করেছি!'

'ব্যবহার করেছ খরচ করার জন্য, সোনার মূর্তি বসানো, সুন্দর সুন্দর গীর্জা বানানোর জন্য, যত ভণ্ড, মুখোশধারীর দল, পাপাচারের খোঁদল! তুমি ভালো ক'রেই জানো যে দারিদ্র্য নয়, দয়াই হচ্ছে পরিপূর্ণ জীবনের নীতি!'

'এই কথাটাই তোমার পেটুক টমাস বলেছিল।'

'শয়তান, তোর ভাষা সংযত কর। যাঁকে তুই "পেটুক" বলছিস তিনি হোলি রোমান চার্চের একজন সন্ত!'

'সন্ত না ছাই! ফ্রান্সিসকানদের পিছে লাগার জন্য জন তাকে সন্ত বলে ঘোষণা দিয়েছে। তোদের পোপ কাউকে সন্ত ঘোষণা করতে পারে না, কারণ সে নিজেই একটা ধর্মদ্বেষী। না, ধর্মদ্বেষীচূড়ামণি!'

'ও-কথা আমাদের শোনা আছে! সাসচেনহাউসেন-এর সেই বাভারীয় পুতুলটার বলা, আর তোদের উবার্তিনোর মকশো করা কথা!'

'সাবধানে কথা বলিস, শুয়োর, ব্যাবিলনের বেশ্যার আর বাদবাকি বেশ্যার ছেলে! ভালো ক'রেই জানিস উবার্তিনো সে-বছর সম্রাটের সঙ্গে ছিলেন না : তিনি ছিলেন খোদ সেই অ্যাভিনিয়নে, কার্ডিনাল অরসিনির সেবায়, আর পোপ তাঁকে আরাগনে বার্তাবাহক হিসেবে পাঠাচ্ছিলেন!'

'জানি, জানি, কার্ডিনালের টেবিলে সে দারিদ্র্যের শপথ নিয়েছিল, যেমন এখন সে উপদ্বীপের সবচাইতে সম্পৎশালী মঠে থাকে। উবার্তিনো তুমি যদি সেখানে না থাকো তাহলে তোমার লেখা ব্যবহার জন্য লুইসকে উসকে দিয়েছিল কে?'

'লুইস আমার লেখা পড়লে সেটা কি আমার দোষ? তিনি নিশ্চয়ই তোমার লেখা পড়বেন না, অশিক্ষিত কোথাকার!'

'আমি? অশিক্ষিত? তা হাঁসের সঙ্গে কথা বলা তোমার ফ্রান্সিস খুব শিক্ষিত ছিল বুঝি?'

'তুমি ধর্মদ্রোহমূলক কথা বলছ!'

BanglaBook.org

'ধর্মদ্রোহী তুমি! তুমি জানো কেবল মদের পিপের আচার!'

'এমন জিনিস আমি কখনো দেখিনি, অথচ তুমি ঠিকই জানো!'

'হ্যাঁ, তুমি করেছ, তুমি আর তোমার ক্ষুদে ফ্রায়াররা, যখন তোমরা মন্টেফালকোর ক্লেয়ারের বিছানায় উঠেছিলে!'

'ঈশ্বর তোমায় আঘাত করুন। আমি সেসময় ইনকুইযিটর ছিলাম, আর ক্লেয়ার তখন পবিত্রতার সুগন্ধ নিয়ে মারা গেছেন।'

'ক্লেয়ার তখন পবিত্রতার সুগন্ধ নিয়ে মারা গেছেন ঠিকই, কিন্তু সন্ন্যাসিনীদের উদ্দেশে ম্যাটিন গাওয়ার সময় তুমি অন্য গন্ধ শুঁকছিলে।'

'বলে যাও, বলে যাও, ঈশ্বরের কোপ তোমায় খুঁজে নেবে, যেমন ক'রে তা তোমার প্রভুকে খুঁজে নেবে, যে কিনা অস্ট্রগথ একহার্ট এবং তুমি যাকে ব্রানুসার্টন বলো সেই ইংরেজ ডাকিনী পূজকদের স্বাগত জানিয়েছে!'

কার্ডিনাল বার্ট্রান্ড আর মোহান্ত চিৎকার ক'রে উঠলেন, 'শ্রদ্ধেয় ব্রাদারগণ! শ্রদ্ধেয় ব্রাদারগণ!'

টীকা

১. **টেক্সট** : 'Quorundam exigit'

অনুবাদ : 'কিছু মানুষের অন্ধত্ব দাবি করে যে'

ভাষ্য : এই হুকুমনামায় (৭ই অক্টোবর ১৩১৭) বাইশতম জন ফ্রান্সিকানদের পরিধেয় পোশাক এবং তাতে আসা বৈচিত্র্য নিয়ে আলাপ করেছেন, এবং তারপর ফ্রান্সিকান দারিদ্র্য নিয়ে একটি আলোচনায় রত হয়েছেন। তিনি সবশেষে বলছেন 'দারিদ্র্য ভালো, কিন্তু শুদ্ধতা আরো ভালো। আর সবচাইতে ভালো বাধ্যতা যদি তা লজ্জিত না হয়...কারণ প্রথমটি বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কিত, দ্বিতীয়টি দেহের সঙ্গে, কিন্তু তৃতীয়টি মন এবং আত্মার সঙ্গে।'

২. **টেক্সট** : *Ad conditorem canonum*

অনুবাদ : *বিধি প্রতিষ্ঠাতাসমূহের প্রতি*

ভাষ্য : ১৩২২ খৃষ্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর বাইশতম জন লিখিত পোপের আদেশ বা হুকুমনামা; 'গোলাপের নাম'-এর প্রথম দিকে এটার উল্লেখ রয়েছে। এখানে জন ফ্রান্সিকান দারিদ্র্য নিয়ে আলাপ করছেন এবং সাধারণ ব্যবহার (usus) এবং মালিকানা (dominium) নিয়ে আবারও আলাপ করেছেন)।

পেরুজিয়াতে ১৩২২ খৃষ্টাব্দের মে মাসে যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেখানে ফ্রান্সিসকান

BanglaBook.org

দারিদ্র্যকে *simplex usus facti* ব'লে ঘোষণা করা হয়েছিল : যেভাবে একটি ঘোড়া জই খায়, কিন্তু সেটাকে সেই জইয়ের মালিক ব'লে গণ্য করা হয় না তেমনি একজন ফ্রায়ারও তার খাদ্য, পানীয়, পোশাক-আশাক, ইত্যাদি ব্যবহার করে, সেসবের মালিক না হয়েও। তার মানে, তার *simplex usus facti* (প্রকৃত পক্ষে বা কার্যত সাধারণ ব্যবহার) রয়েছে, যদিও *ius utendi* বা ব্যবহারের অধিকার নেই।

এই হুকুমনামায় জন ফ্রায়ারদেরকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের ব্যবহার করা জিনিসপত্রের মালিকানা দান করছেন। অথচ আগে পোপ-ই সেসবের মালিক ব'লে গণ্য করা হতো। এটি ১২৭৯ সালে তৃতীয় নিকোলাসের জারি করা *Exiit qui seminat* (যে বপন করেছে সে বাইরে গেছে) হুকুমনামার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সাংঘর্ষিক।

৩. **টেক্সট** : *Cum inter nonnullos*

অনুবাদ : *যেহেতু কিছু বিদ্বান লোকের মধ্যে*

৪. **ভাষ্য** পোপীয় হুকুমনামা বা পেপাল বুল-এর শিরোনাম হিসেবে সাধারণত স্রেফ সেটার টেক্সট-এর প্রথম দু'তিনটে শব্দ ব্যবহার করা হয়। এই হুকুমনামাটির শুরু এভাবে : 'Cum inter nonnullos scolasticos viros...' (যেহেতু কিছু বিদ্বান লোকের মধ্যে...)। *Cum inter nonnullos* যীশুখৃষ্টের দারিদ্র্য সম্পর্কে বাইশতম জনের অত্যন্ত জোরালো এবং মতাভিমানী (dogmatic) একটি বক্তব্য, যেখানে তিনি ফ্রান্সিসকানদের সেই দাবিকে ধর্মদ্বেষী ব'লে ঘোষণা করছেন যে-দাবি অনুযায়ী যীশু এবং তাঁর সুসমাচার প্রচারকারীরা যে জিনিসপত্র ব্যবহার করতেন তাতে তাঁদের মালিকানা ছিল না। (*Ad conditorem canonum* আদেশপত্র বা হুকুমনামায় তিনি ফ্রান্সিকানদেরকে তাদের ব্যবহার-করা জিনিসের মালিক বলেছিলেন। এবার তিনি তাদেরকে ধর্মদ্বেষী বা হেরেটিক ঘোষণা করলেন!)

৫. **টেক্সট** : inimicus pacis

অনুবাদ : শান্তির শত্রু

৫. **টেক্সট** : *Quia quorundam (mentes)*

অনুবাদ : *যেহেতু কিছু মানুষের মন*

ভাষ্য বাইশতম জন রচিত। রচনাকাল ১০ই নভেম্বর ১৩২৪ খৃষ্টাব্দ। জন এখানে দাবি করছেন যে তাঁর *Ad conditorem canonum* এবং *Cum inter nonnullos* আদেশপত্র দুটি কোনোভাবেই খৃষ্টের দারিদ্র্যর ব্যাপারে তাঁর পূর্বসূরীদের কথার বিরুদ্ধে যাচ্ছে না, সেই সঙ্গে ডকট্রিন বা মতবাদের ব্যাপারে পোপের সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার বহাল রাখছে।

আদেশপত্রটির মূল বক্তব্যের প্রসঙ্গটি, আবারও, সেই যীশুর দারিদ্র্য, এবং আবারও তিনি সেটা অস্বীকার করছেন। তিনি এমনকি এতদূর অব্দি ঘোষণা করছেন যে মালিকানা থাকা মালিকানা না থাকার চাইতে ভালো, এবং কম বেশির চাইতে ভালো না। প্রকৃতপক্ষে তিনি

BanglaBook.org

সম্পত্তির পবিত্রতাই ঘোষণা করছেন।

৬. **টেক্সট** : 'in bonis nostris'

অনুবাদ : 'আমাদের সম্পদের মধ্যে'

৬. **টেক্সট** : ius poli……ius fori

অনুবাদ : স্বর্গের আইন (গীর্জার আইন); বাজারের আইন (সেক্যুলার আইন)

৭. **টেক্সট** : *Exiit qui seminat*

অনুবাদ : *যে বপন করেছে সে বাইরে গেছে*

ভাষ্য : পোপের এই আদেশপত্র বা বুলটি (Bull) আসলে জারি করেছিলেন তৃতীয় নিকোলাস (একো-কথিত দ্বিতীয় নিকোলাস নন)। এখানে নিকোলাস ফ্রান্সিসকান সম্প্রদায়ের প্রশংসা করেছেন, বীজ বপনকারী এমন চমৎকার মাটিতে বীজ বপন করেছে যে তাতে খুব ভালো ফসল ফলেছে। তবে দুর্ভাগ্যক্রমে, তিনি বলছেন, কিছু বাজে উদ্ভিদ-ও সেখানে জন্মেছে যেগুলোকে অবশ্যই উপড়ে ফেলতে হবে।

আদেশপত্র বা বুলটির সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ অংশ সেটি যেখানে দারিদ্র্য প্রসঙ্গটির অবতারণা করা হয়েছে। মালিকানা ছাড়া কোনো জিনিসের ব্যবহার বোঝাতে নবম গ্রেগরী (*Quo elongati,*১২২৯) *usus rerum* কথাটি ব্যবহার করেছিলেন। পার্থক্যটা বোঝাতে গ্রেগরী বলছেন যে ফ্রায়ারদের কোনো *usus iuris* বা ব্যবহারের অধিকার বা মালিকানা ছিল না, ছিল *usus facti* বা বাস্তবিক ব্যবহার। সবকিছুরই মালিকানা ছিল রোমক গীর্জার, অর্থাৎ পোপের। ফ্রায়াররা কেবল সেসব ব্যবহার করতেন।

নিকোলাস এই ব'লে আদেশপত্রটির সমাপ্তি টানছেন যে এটার বিষয়বস্তু অলঙ্ঘনীয় ও চিরন্তন, এবং তা নিয়ে বিসংবাদে লিপ্ত হলে বহিষ্কার বা এক্সকমিউনিকেশনের সাজা প্রাপ্য হবে, কিন্তু সে-হুমকি জনকে বিচলিত করেনি।

৮. **টেক্সট** : যীশুর ভিকার

অনুবাদক : পোপ

৯. **টেক্সট** : মেলকিযেদেক, Melchizedek,

ভাষ্য সালেমের রাজা, জেনেসিস-এর চতুর্দশ অধ্যায়ে তাঁর কথা উল্লিখিত আছে। ন্যায়পরায়ণতার রাজা বলা হতো তাঁকে। রুটি এবং মদ এনে তিনি পয়গম্বর ইব্রাহীমকে দিয়েছিলেন।

১০. **ভাষ্য** বেথানি – তিন ভাই বোন মেরি মার্থা আর ল্যাজারাসের বাড়ি। কুষ্ঠরোগী সায়মনেরও। জেরুজালেম আসার পর যীশু এখানে বাসা নেন। এখান হতেই শিষ্যদের কাছ থেকে বিদায় নেন।

BanglaBook.org

টার্স

যেখানে সেভেরিনাস একটা অদ্ভুত বই নিয়ে উইলিয়ামের সঙ্গে কথা বলেন, এবং উইলিয়াম দূতদের সঙ্গে টেম্পরাল গভর্নমেন্ট নামক এক অদ্ভুত ধারণা নিয়ে আলাপ করেন।

কলহটা তখনো চলছে এমন সময় দরজায় প্রহরারত শিক্ষানবিশদের মধ্যে (কোনো) একজন সেই হই-হট্টগোলের মধ্যে দিয়ে ভেতরে ঢুকল, যেন শিলাবৃষ্টি আছড়ে-পড়া কোনো মাঠ পেরিয়ে হেঁটে এলো কেউ। উইলিয়ামের দিকে এগিয়ে এসে সে তাঁর কানে ফিসফিস ক'রে জানাল সেভেরিনাস এখনই তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চান। বেরিয়ে এসে নারথেক্সে ঢুকলাম আমরা; কৌতূহলী সন্ন্যাসীদের ভিড় সেখানে, চ্যাঁচামেচি আর কোলাহলের মধ্যে তারা ভেতরে কী হচ্ছে তাই দেখার চেষ্টা করছে। প্রথম সারিতে আলেসান্দ্রিয়ার আয়মারোকে দেখতে পেলাম আমরা, তিনি জগতের নির্বুদ্ধিতার প্রতি অনুগ্রহ-দেখানো তাঁর চিরাচরিত নাকসিঁটকানি সহানুভূতিসহ আমাদের স্বাগত জানালেন। 'আসলে, মেন্ডিকান্ট বা ভিক্ষু সম্প্রদায়ের উত্থানের পর থেকে খৃষ্ট সম্প্রদায় আরো বেশি পুণ্যময় হয়েছে,' তিনি বললেন।

একরকম রূঢ়ভাবেই তাঁকে একপাশে সরিয়ে দিয়ে উইলিয়াম আমাদের জন্য এক কোনায় অপেক্ষারত সেভেরিনাসের দিকে এগিয়ে গেলেন। তাঁকে বিষণ্ন দেখাচ্ছিল, এবং আমাদের সঙ্গে তিনি একান্তে কথা বলতে চাইছিলেন, কিন্তু সেই ডামাডোলের মধ্যে একটা নিরিবিলি জায়গা খুঁজে পাওয়া ছিল অসম্ভব। আমরা বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার কথা ভাবলাম, কিন্তু চেযেনা-র মাইকেল সভাকক্ষের প্রবেশপথ থেকে উঁকি দিয়ে উইলিয়ামকে ভেতরে যেতে বললেন, কারণ, তিনি বললেন, বিবাদটা প্রশমিত হয়ে আসছে, এবং বক্তৃতামালাটা একটু পরেই ফের শুরু হতে যাচ্ছে।

দুই বস্তা খড়ের দোটানায় আটকে প'ড়ে উইলিয়াম সেভেরিনাসকে তাঁর কথা বলতে বললেন, এবং ভেষজবিদ যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন যাতে অন্যরা তাঁর কথা শুনতে না পায়।

তিনি বললেন, 'বেরেঙ্গার যে স্নানাগারে যাওয়ার আগে শুশ্রূষাঘরে ঘুরে এসেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।'

'কিভাবে বুঝলে?' কিছু কিছু সন্ন্যাসী এগিয়ে এলো, আমাদের কথাবার্তায় তাদের কৌতূহল জেগে উঠেছে। চারপাশে তাকিয়ে সেভেরিনাস তার গলা আরো নীচু ক'রে ফেললেন।

'আপনি আমাকে বলেছিলেন যে লোকটার...কাছে নিশ্চয়ই কিছু একটা আছে...দেখুন, আমি আমার গবেষণাগারে, অন্য সব বইয়ের ভেতর একটা জিনিস পেয়েছি...এমন একটা বই যেটা

BanglaBook.org

আমার নয়, অদ্ভুত একটা বই...'

উইলিয়াম সোল্লাসে ব'লে উঠলেন, 'নির্ঘাত সেই বইটা! এক্ষুনি ওটা আমার কাছে নিয়ে আসুন।'

'সেটা করতে পারছি না,' সেভেরিনাস বললেন। 'আপনাকে আমি পরে খুলে বলব। আমি একটা জিনিস আবিষ্কার...আমার মনে হয় আমি একটা আশ্চর্য জিনিস আবিষ্কার করেছি...আপনাকে আসতেই হবে...বইটা আপনাকে দেখাতেই হবে আমার...সাবধানে...' হঠাৎ থেমে গেলেন তিনি। আমরা বুঝতে পারলাম, নীরবে – যেন ভোজবাজির মতো – ইয়র্গে এসে হাজির হয়েছেন আমাদের পাশে, যেমনটা তাঁর স্বভাব। তাঁর হাত দুটো সামনে বাড়ানো, যেন সেখানে নড়াচড়াতে অভ্যস্ত না হওয়াতে তিনি তাঁর গতিপথ বুঝে নিতে চাইছেন। সাধারণ একজন মানুষের পক্ষে সেভেরিনাসের ফিসফিসিয়ে বলা কথা বোঝার কথা নয়, কিন্তু খানিকটা আগে থেকেই আমরা জানি যে ইয়র্গের শ্রবণশক্তি অন্ধ মানুষের শ্রবণশক্তির মতো ভীষণ প্রখর।

তার পরও, মনে হলো যেন বৃদ্ধ মানুষটি কিছুই শোনেননি। আর সত্যি বলতে কি, তিনি হাঁটতে শুরু ক'রে আমাদের কাছ থেকে দূরে চ'লে যেতে থাকলেন, কোমলভাবে এক সন্ন্যাসীকে স্পর্শ করলেন, এবং কিছু একটা চাইলেন। সন্ন্যাসীটি আস্তে ক'রে তাঁর বাহু আঁকড়ে ধরে তাঁকে বাইরে নিয়ে গেলেন। এই সময় উইলিয়ামকে ডাকতে ডাকতে মাইকেল এসে হাজির হলেন, এবং আমার গুরু একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন। তিনি সেভেরিনাসের উদ্দেশে বললেন, 'দয়া ক'রে আপনি যেখান থেকে এসেছেন, এই মুহূর্তে সেখানে চ'লে যান। ভেতর থেকে দরজায় তালা মেরে আমার জন্য অপেক্ষা করুন। তুমি,' কথাটা তিনি আমাকে বললেন, 'ইয়র্গের পেছন পেছন যাও। তিনি যদি কিছু শুনেও থাকেন আমার মনে হয় না তিনি কারো সাহায্য নিয়ে শুশ্রূষাগারে গিয়ে হাজির হবেন। সে যা-ই হোক, তুমি আমাকে জানাবে তিনি কোথায় গেলেন।'

উইলিয়াম হলঘরে ফিরে যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়েই খেয়াল করলেন (যেটা আমিও খেয়াল করলাম), আয়মারো এই ধাক্কাধাক্কিপূর্ণ ভিড়ের মধ্যে ঠেলেঠুলে পথ ক'রে নিতে চাইছেন, ইয়র্গের পিছু পিছু বাইরে যাওয়ার জন্য। এই খানে উইলিয়াম একটা বোকার মতো কাজ ক'রে বসলেন, এবার তিনি নারথেক্সের এক মাথা থেকে আরেক মাথার দিকে উঁচু গলায় সেভেরেনাসের উদ্দেশে ব'লে উঠলেন, 'কাগজগুলো সাবধানে রাখবেন...ওগুলো যেখান থেকে এসেছে, সেখানে ফিরে যাবেন না যেন...!' আমি যখন ইয়র্গেকে অনুসরণ করতে যাব ঠিক সেই সময়ে দেখি ভাণ্ডারী বাইরের দরজার বাজুতে গা ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন; তিনি উইলিয়ামের সতর্কবাণী শুনতে পেয়েছেন, এবং আমার গুরুর দিক থেকে নজর ফিরিয়ে ভেষজবিদের দিকে তাকাচ্ছেন, তাঁর মুখটা ভয়ে সিঁটিয়ে আছে। ভাণ্ডারী দেখলেন সেভেরিনাস বাইরে চলে গেলেন; তাঁকে তিনি অনুসরণ করলেন। চৌকাঠের ওখানে পৌঁছে আমার ভয় হলো ইয়র্গেকে না হারিয়ে ফেলি, কারণ ততক্ষণে কুয়াশা তাঁকে প্রায় গ্রাস ক'রে নিয়েছে, কিন্তু আবার পরস্পর বিপরীত দিকে যেতে থাকা অন্য দু'জনও কুয়াশার ভেতর হারিয়ে যেতে বসেছেন। দ্রুত ভেবে নিলাম আমার কী করা উচিত। অন্ধ ব্যক্তিটিকে অনুসরণ করতে বলা হয়েছে আমাকে, কিন্তু আশঙ্কা হচ্ছে তিনি শুশ্রূষাগারের দিকে

BanglaBook.org

যাচ্ছেন। কিন্তু তাঁর পথপ্রদর্শক তাঁকে আরেক দিকে নিয়ে যাচ্ছে : তিনি ক্লয়স্টার পার হয়ে যাচ্ছেন, হয় গীর্জা না হয় এডিফিকিয়ুমের দিকে এগোচ্ছেন। ওদিকে আবার ভাণ্ডারী নিশ্চিতভাবেই ভেষজবিদকে অনুসরণ করছিলেন, এবং গবেষণাগারে কী ঘটতে পারে তাই নিয়ে উইলিয়াম উদ্বিগ্ন। কাজেই আমি লোক দুজনকে অনুসরণ করতে শুরু করলাম, আরো অনেক ভাবনার মধ্যেই ভাবছি আয়মারো কোথায় গেলেন, যদি না তিনি আমাদের চাইতে একবারেই ভিন্ন কোনো কারণে বের হয়ে থাকেন।

একটা যৌক্তিক দূরত্ব বজায় রাখায় ভাণ্ডারীকে আমি হারাইনি; এবং আমি তাঁকে অনুসরণ করছি সেটা বুঝে যাওয়ায় তিনি ইতিমধ্যে তাঁর হাঁটার গতি কমিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর অবশ্য নিশ্চিতভাবে বোঝার কথা নয় যে তার গোড়ালির কাছে যে ছায়া এসে পড়েছে সেটা আমার, যেমন আমিও ঠিক নিশ্চিত ছিলাম না যে আমি যে-ছায়ার একদম পিছু পিছু যাচ্ছিলাম সেটা তাঁর; কিন্তু আমার যেহেতু তাঁর ব্যাপারে কোনো সন্দেহ ছিল না, তাঁরও আমার ব্যাপারে তা ছিল না।

আমার ওপর নজর রাখতে তাঁকে বাধ্য ক'রে, তাঁকে আমি সেভেরেনাসকে একেবারে ছায়ার মতো অনুসরণ করা থেকে বিরত রাখতে পেরেছি। আর তাই, শুশ্রূষাগারের দরজাটা যখন কুয়াশার ভেতর থেকে উদয় হলো তখন দেখা গেল সেটা বন্ধ। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সেভেরিনাস ততক্ষণে ভেতরে ঢুকে পড়েছেন। আমার দিকে তাকানোর জন্য ভাণ্ডারী আরো একবার ঘুরে দাঁড়ালেন, ওদিকে আমি এক জায়গায় বাগানের একটা গাছের মতো ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম; মনে হলো তখন তিনি একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, এবং তিনি রান্নাঘরের দিকে এগোলেন। আমার মনে হলো আমি আমার ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন ক'রে ফেলেছি, তাই আমি ফিরে গিয়ে সব কথা জানাবার সিদ্ধান্ত নিলাম। সম্ভবত আমি একটা ভুল করেছিলাম পাহারায় থাকলে, আরো অনেক দূর্ঘটনা হয়তো এড়ানো যেতো। কিন্তু এখন আমি এই কথাটা জানি; কিন্তু তখন সেটা জানতাম না।

চ্যাপটার হলে ফিরে গেলাম। আমার কাছে মনে হলো, ওই ব্যস্তবাগীশ তেমন বড়োসড়ো কোনো বিপদের কারণ হবে না। ফের উইলিয়ামের দিকে এগোলাম, এবং সংক্ষেপে আমার অভিজ্ঞতার কথা জানালাম। তিনি মাথা নেড়ে তাঁর অনুমোদন ব্যক্ত ক'রে ইশারায় আমাকে নীরব থাকতে বললেন। হই হট্টগোলটা তখন কমে আসছে। দু' তরফের লিগেটরা শান্তিচুম্বন বিনিময় করছেন। আলবোরিয়ার বিশপ মাইনরাইটদের ধর্মবিশ্বাসের প্রশংসা করছেন। জেরোমে ধর্মপ্রচারকেদের বদান্যতার ভূয়সী প্রশংসা করলেন, অন্তর্দ্বন্দ্বে আর জেরবার নয় এমন এক গীর্জার আশা প্রকাশ করলেন সবাই। কেউ কেউ একটি দলের শক্তির প্রশংসা করলেন, অন্যরা আরেক দলের সংযম ও পরিমিতি বোধের তারিফ করলেন; সবাই ন্যায়বিচারের আহ্বান জানালেন, এবং বিবেচনাবোধের পরামর্শ দিলেন। এতজন মানুষ এমন ঐকান্তিকভাবে মৌলিক ও ধর্মতাত্ত্বিক সব গুণের সফলতা নিয়ে তাঁদের আগ্রহ প্রকাশ করছেন, এমনটি আগে কখনো দেখিনি আমি।

কিন্তু এবার বার্ট্রান্ড দেল পোজেত্তো সাম্রাজ্যিক ধর্মতাত্ত্বিকদের বক্তব্য ব্যাখ্যা করার জন্য উইলিয়ামকে আমন্ত্রণ জানালেন। উইলিয়াম নিমরাজি ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালেন তিনি বুঝতে পারছিলেন যে সভাটির আর কোনো কার্যকারিতা নেই, আর তা ছাড়া তাঁর তাড়া ছিল ওখান থেকে

BanglaBook.org

চলে যাওয়ার, কারণ সেই রহস্যজনক বইটা এখন তাঁর কাছে এই সভার ফলাফলের চাইতে বেশি জরুরি, কিন্তু স্পষ্টতই, তিনি তাঁর কর্তব্য এড়াতে পারলেন না।

এরপর তিনি কথা বলতে শুরু করলেন, এন্তার 'ইয়ে' এবং 'মানে' সহ, সম্ভবত যতটা স্বাভাবিক এবং সংগত তার চাইতে বেশি ব্যবহার ক'রে, যেন এ কথা পরিষ্কার করবার জন্য যে, তিনি যে-বিষয়ে কথা বলতে যাচ্ছেন সে-বিষয়ে তিনি একেবারেই নিশ্চিত নন, এবং তিনি এই ব'লে শুরু করলেন যে, তাঁর আগে যাঁরা কথা ব'লে গেছেন তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি তিনি পুরোপুরি বুঝতে পেরেছেন, আর সে-কারণে অন্যরা যাকে সাম্রাজ্যিক ধর্মতাত্ত্বিকদের 'মতবাদ' ব'লে অভিহিত করেছে তা কিছু বিচ্ছিন্ন পর্যবেক্ষণ ছাড়া কিছু নয়, যা সুপ্রতিষ্ঠিত গভীর ধর্মবিশ্বাস ব'লে দাবি করা হয়নি।

জেনেসিসের সেসব পাতার কথা স্মরণ ক'রে – যে-পাতাগুলোতে তখনো যাজক আর রাজাদের কথা আসেনি, এবং এ-কথাও বিবেচনা ক'রে যে ঈশ্বর আদমকে আর তাঁর উত্তর পুরুষদেরকে এই পৃথিবীর জিনিসপত্রের ওপর খবরদারি করার এক্তিয়ার দিয়েছেন – তিনি আরো বললেন যে, ঈশ্বর তাঁর পুত্রদের জাতি সৃষ্টি ক'রে যে অপরিমেয় দয়া প্রদর্শন করেছেন – কোনো বৈষম্য ছাড়া তাদের ভালোবেসে – সে-কথা বিবেচনা রাখলে...আমরা এ কথা অনুমান ক'রে নিতে পারি ঈশ্বর এই ধারণার বিরুদ্ধে নন যে পার্থিব জিনিসের ব্যাপারে মানুষই আইনপ্রণেতা এবং আইনের কার্যকর প্রথম কারণ। তিনি বললেন, 'জনগণ' কথাটি দিয়ে সব নাগরিককে বোঝানোই সবচাইতে ভালো হবে, কিন্তু নাগরিকদের মধ্যে যেহেতু শিশুদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, সেই সঙ্গে নির্বোধ, বদলোক আর নারীদের, তাই সম্ভবত যৌক্তিকভাবে নাগরিকদের শ্রেয়তর একটা অংশ হিসেবে জনগণের একটা যৌক্তিক সংজ্ঞায় উপনীত হওয়া সম্ভব হবে, যদিও তিনি নিজে সেই সময়ে এটা জোর দিয়ে বলা সমীচীন ব'লে মনে করলেন না যে সেই অংশে কারা অন্তর্ভুক্ত হবে।

তিনি গলা পরিষ্কার ক'রে নিলেন, শ্রোতাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলেন, বললেন যে পরিবেশটা নিশ্চিতভাবেই স্যাঁতসেঁতে, এবং মন্তব্য করলেন যে জনগণ যে-উপায়ে তাদের ইচ্ছা ব্যক্ত করতে পারে তা হচ্ছে একটা নির্বাচিত সাধারণ পরিষদ। তিনি বললেন যে, এ ধরনের একটি পরিষদের আইনের ভাষ্য দেবার জন্য, তা পরিবর্তন করবার জন্য, বা মুলতবি করবার জন্য ক্ষমতা লাভ করার ব্যাপারটি তাঁর কাছে যুক্তিগ্রাহ্য ব'লেই মনে হয়, কারণ আইন যদি মাত্র একজনের হাতে তৈরি হয় তাহলে তিনি অজ্ঞতা বা বিদ্বেষবশত ক্ষতি করতে পারেন, এবং উইলিয়াম সেই সঙ্গে যোগ করলেন যে যাঁরা উপস্থিত রয়েছেন তাঁদেরকে অগুনতি সব উদাহরণের কথা মনে করিয়ে দেয়ার প্রয়োজন নেই। আমি লক্ষ্য করলাম যে শ্রোতারা, যাঁরা তাঁর আগের কথাগুলো শুনে হতভম্ভ হয়ে গিয়েছিলেন, তাঁরা তাঁর শেষ কথাগুলো শুনে সম্মতি না জানিয়ে পারলেন না, কারণ প্রত্যেকেই স্পষ্টতই আরেকজনের কথা ভাবছিলেন, এবং যাঁর যাঁর কথা প্রত্যেকে ভাবছিলেন তাঁকে প্রত্যেকেই খুব খারাপ মানুষ হিসেবে ভাবছিলেন।

তো, উইলিয়াম ব'লে চললেন, একজন মানুষ যদি খারাপভাবে আইন বানাতে পারে তাহলে কি অনেক মানুষ অপেক্ষাকৃত ভালো না? স্বভাবতই, তিনি জোর দিয়ে বললেন, তিনি মর্ত্যের

BanglaBook.org

আইনের কথা বলছেন, সিভিল ব্যাপার-স্যাপারের ব্যবস্থাপনার কথা বলছেন। ঈশ্বর আদমকে শুভ ও অশুভের বৃক্ষের ফল খেতে বারণ করেছিলেন, আর সেটা ছিল ঐশী আইন বা বিধি; কিন্তু তারপর "তিনি" আদমকে নানান জিনিসের নাম দেবার এক্তিয়ার দিলেন বা সে-কাজে উৎসাহ দিলেন, আর তারই ভিত্তিতে 'তাঁর' জাগতিক প্রজাকে স্বাধীনতা দান করলেন। সত্যি বলতে কি, যদিও আমাদের কালের কিছু মানুষ ব'লে থাকেন যে *nomina sunt consequentia rerum*[১] বুক অভ্ জেনেসিস আসলে এ ব্যাপারে বেশ কোনো অস্পষ্টতা রাখেনি : ঈশ্বর সব জীবজন্তু আদমের কাছে আনলেন, কারণ তিনি দেখতে চাইলেন আদম সেগুলোকে কী নামে ডাকে এবং আদম সেসব জীবন্ত প্রাণীগুলোর যেটিকে যে নামে ডাকলেন সেটার সেই নামই হলো। এবং যদিও আদি মানব, তার আদমীয় ভাষায়, নিশ্চিতভাবেই প্রতিটি জিনিস ও জীবজন্তুকে যার যার প্রকৃতি বা স্বভাব অনুযায়ী নানান নামে ডাকার মতো চতুর ছিলেন, তার পরও, তিনি এক ধরনের সার্বভৌম অধিকার প্রয়োগ করছিলেন সেই নাম ভাবার বা কল্পনা করার মধ্যে, যে নাম – তাঁর বিবেচনায় – সেই প্রকৃতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। কারণ, সত্যি বলতে, এখন এটা জানা গেছে, ধারণাগুলো চিহ্নিত করার জন্য মানুষ সেগুলোকে বিভিন্ন নাম দেয়, যদিও কেবল ধারণাই – যা কিনা চিহ্নের চিহ্ন – সবকিছুর জন্য এক বা সমান। কাজেই নিশ্চিতভাবেই, *nomen*[২] শব্দটা *nomos* থেকে এসেছে, যার মানে 'আইন', কারণ *nomina* মানুষ *ad placitum* দিয়েছে; অন্য কথায় বলতে গেলে, স্বাধীন ও সম্মিলিত ইচ্ছায়।

শ্রোতৃবৃন্দ এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে কিছু বলার সাহস করলেন না।

তখন উইলিয়াম এই ব'লে উপসংহার টানলেন যে, এটা কি পরিষ্কার হয়েছে যে জাগতিক ব্যাপারে অর্থাৎ শহর-নগর আর রাজ্যের ব্যাপারে আইন প্রণয়নের সঙ্গে ঐশী বাণীর তত্ত্বাবধান এবং পরিচালনের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই, যা কিনা যাজকতন্ত্রের একটি অ-হস্তান্তরযোগ্য বিশেষাধিকার। উইলিয়াম বললেন, বিধর্মীরা আসলেই হতভাগ্য, তাদের এ ধরনের কোনো কর্তৃপক্ষ নেই যারা তাদের জন্য ঐশী বাণীর ব্যাখ্যা দিতে পারে (এবং এ কথা শুনে সবাই বিধর্মীদের জন্য করুণা অনুভব করলেন। কিন্তু এতে ক'রে কি আমরা সম্ভবত এ কথা বলার এক্তিয়ার পাই যে বিধর্মীদের আইন প্রণয়ন করার এবং তাদের কাজকর্ম সরকার, রাজা-বাদশাহ, সম্রাট বা সুলতান, খলিফা বা তাদেরকে আপনি যে নামেই ডাকতে পছন্দ করেন না কেন তাদের মাধ্যমে পরিচালনার প্রবণতা নেই? আর এ কথা কি অস্বীকার করা যেতে পারে যে অনেক রোমক সম্রাটই – যেমন ট্রাজান – বেশ বিচক্ষণতার সঙ্গে তাঁদের ইহজগতিক ক্ষমতা ব্যবহার করেছেন? পেগান আর ধর্মদ্বেষীদেরকে আইন প্রণয়ন করার ও রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে বাস করার স্বাভাবিক ক্ষমতা কে দিয়েছে? এটা কি সম্ভবত তাদের মিথ্যে ঈশ্বরত্ব, যার আদৌ কোনো অস্তিত্ব নেই। বা, আদৌ যে ঈশ্বরত্বের কোনো অস্তিত্ব নেই, যেভাবেই আপনি এই কুপদ্ধতির ন্এর্থকতাকে বোঝেন না কেন)? নিশ্চয়ই না। এটা কেবল সর্বক্ষমতার অধিকারী ঈশ্বর (গড অভ্ হোস্টস), ইসরায়েলের ঈশ্বর, আমাদের যীশুখৃষ্টের পিতাই দিয়ে থাকতে পারেন।...এটা সেই ঐশী মহত্ত্বের প্রমাণ যে-মহত্ত্ব রাজনৈতিক ব্যাপার বিচার-বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা তাদেরকেও অর্পণ করেছে, যারা রোমক

BanglaBook.org

পনটিফের কর্তৃত্ব অস্বীকার করে এবং খৃষ্টীয় জনগণের একই পবিত্র, সুমধুর ও ভীষণ নিগূঢ় তত্ত্বগুলোর প্রতি নিজেদের আনুগত্য দৃঢ়ভাবে স্বীকার করে না! কিন্তু লৌকিক বা পার্থিব বিধি এবং ঐহিক আইনগত অধিকার (টেম্পরাল রুল) এবং সেক্যুলার জুরিসডিক্শনের সঙ্গে যে গীর্জা এবং যীশুখৃষ্টের আইনকানুনের কোনো সম্পর্ক নেই, এবং সেসব যে ঈশ্বর সব ধরনের যাজকীয় অনুমোদন ব্যতিরেকেই নির্ধারণ করেছিলেন এবং সেটা এমনকি আমাদের পুণ্য ধর্ম প্রতিষ্ঠিত আগেই, তার এর চাইতে বড়ো প্রমাণ আর কী আছে?

আবারও কেশে উঠলেন তিনি, তবে এবার তিনি একা নন। উপস্থিত অনেকেই তাঁদের আসনে গা মোড়ামুড়ি করছিলেন এবং গলা পরিষ্কার ক'রে নিচ্ছিলেন। দেখলাম কার্ডিনাল তাঁর ঠোঁটজোড়ার ওপর জিভ বুলিয়ে নিলেন এবং আসল কথায় আসার জন্য উইলিয়ামের দিকে ব্যাগ্র কিন্তু ভদ্রভাবে একটা ইঙ্গিত করলেন। সবার, এমনকি যারা তাঁর সঙ্গে একমত নন তাঁদের কাছেও যেটাকে হয়ত তাঁর অকাট্য যুক্তি ব'লে মনে হলো, উইলিয়াম এবার সেটা নিয়ে পড়লেন। উইলিয়াম বললেন তাঁর কাছে মনে হয়েছে সাধারণ তত্ত্ব থেকে নেয়া তাঁর সিদ্ধান্তগুলো অর্থাৎ ডিডাকশন একেবারে যীশুর উদাহরণ সমর্থিত, যিনি হুকুম করার জন্য এ জগতে আসেননি, বরং যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা তিনি জগতে দেখতে পেয়েছিলেন তার আজ্ঞাবহ হতে এসেছিলেন, অন্তত সিজারের আইনকানুন সাপেক্ষে। অ্যাপসল বা সুসমাচার প্রচারকারীরা কর্মভার গ্রহণ করুন এবং আধিপত্য করুন সেটা তিনি চাননি, কাজেই সুসমাচার প্রচারকারীদেরকে যে যে-কোনো জাগতিক বা দমনমূলক ক্ষমতা থেকে অব্যাহতি দেয়া হবে সেটা একটা সুবিবেচনাপ্রসূত ব্যাপার। পোপ, বিশপ এবং যাজকরা যদি শাসকের জাগতিক এবং দমনমূলক ক্ষমতার অধীন না থাকে, তখন শাসকের কর্তৃত্ব প্রশ্নবিদ্ধ হবে, আর কাজেই, এর সঙ্গে একটি শৃঙ্খলাও প্রশ্নবিদ্ধ হবে, যে-শৃঙ্খলার বিধান, আগেই দেখানো হয়েছে, ঈশ্বরই দিয়েছেন। তবে এ কথা ঠিক যে, কিছু স্পর্শকাতর ব্যাপার অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে – উইলিয়াম বললেন – যেমন সেই ধর্মদ্বেষীদের বিষয়টা, যাদেরকে কেবল গীর্জাই – যা কিনা সত্যের জিম্মাদার – ধর্মদ্বেষী ব'লে আখ্যা দিতে পারে, যদিও কেবল অ-যাজকীয় বিভাগটিই এ ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ নিতে পারে। গীর্জা যখন ধর্মদ্বেষীদের শনাক্ত করে তখন তাদেরকে অবশ্যই শাসকের গোচরে আনতে হবে, এবং তাঁকে তাঁর নাগরিকদের অবস্থা সম্পর্কে সঠিকভাবে অবহিত করতে হবে। কিন্তু শাসক একজন ধর্মদ্বেষীর ব্যাপারে কী পদক্ষেপ নেবেন? যেটার তিনি জিম্মাদার নন সেই ঐশী সত্যের নামে তাকে দোষারোপ করবেন? ধর্মদ্বেষীর কর্মকাণ্ড সম্প্রদায়ের বা সমাজের জন্য ক্ষতির কারণ হলে শাসক তাকে দোষারোপ করতে পারেন, এবং অবশ্যই তিনি তা করবেন, তার মানে, যদি ধর্মদ্বেষী, তার ধর্মদ্বেষিতা ঘোষণা করতে গিয়ে সেই ধর্মদ্বেষিতাতে যাদের সায় নেই তাদেরকে হত্যা করে বা তাদের কোনো ক্ষতির কারণ হয়। কিন্তু শাসকের ক্ষমতা কেবল সেই পর্যন্তই, কারণ পৃথিবীর কাউকেই সুসমাচারের নীতি বা শিক্ষা অনুসরণ করার জন্য নিপীড়নের মাধ্যমে বাধ্য করা যাবে না : নইলে আর বাস্তব পৃথিবী ও সমাজ-আরোপিত নানান বিধিনিষেধের প্রেক্ষিতে একজন মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগের ক্ষমতার কী হবে যেটার প্রয়োগের ব্যাপারে পরকালে আমাদের প্রত্যেককে জবাবদিহি করতে হবে? ধর্মদ্বেষীকে গীর্জা এই মর্মে সতর্ক করতে পারে, এবং অবশ্যই করবে যে সে বিশ্বাসীদের সমাজ পরিত্যাগ করছে, কিন্তু

BanglaBoi.com

তাই ব'লে গীর্জা এই পৃথিবীর বুকে তাকে বিচার করতে এবং তার ইচ্ছাবিরুদ্ধ কাজ করতে বাধ্য করতে পারে না। যীশু যদি চাইতেন যে তাঁর যাজকরা দমনমূলক ক্ষমতার অধিকারী হোক, তাহলে তিনি সুনির্দিষ্ট কিছু নিয়মকানুন রেখে যেতেন, মুসা যেমন প্রাচীন আইনের বেলাতে করেছিলেন। তিনি তা করেননি; তার মানে তিনি তা চাননি। নাকি কেউ এ কথা বলতে চান যে তিনি চেয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু তিনি তাঁর তিন বছরের ধর্মপ্রচারে সে কথা বলার সময় পাননি বা বলার সক্ষমতা অর্জন করেননি? কিন্তু এটা ঠিকই ছিল যে তিনি সে ইচ্ছে পোষণ করেননি, কারণ তিনি তা করলে পোপ তাঁর ইচ্ছে রাজার ওপরে চাপিয়ে দিতেন, এবং খৃষ্টধর্ম আর স্বাধীনতার ধর্ম থাকত না, বরং অসহনীয় দাসত্বের এক ধর্ম হয়ে পড়ত।

একটা উৎফুল্ল অভিব্যক্তি নিয়ে উইলিয়াম যোগ করলেন, এসব কিন্তু শীর্ষস্থানীয় পন্টিফের ক্ষমতার ক্ষেত্রে কোনো সীমাবদ্ধতা নয়, বরং তাঁর মিশন বা ব্রতের একটা মহিমান্বিতকরণ : কারণ ঈশ্বরের ভৃত্যদের ভৃত্য দুনিয়াতে সেবা করতে এসেছেন, সেবা পেতে নয়। আর, সবশেষে, একেবারে কম ক'রে বললেও, এটা বেশ অদ্ভুত ব্যাপারই হতো কিন্তু যদি পৃথিবীর অন্যান্য রাজ্যের ওপর পোপের আইনগত অধিকার না থেকে রোমক সাম্রাজ্যসংক্রান্ত ব্যাপারে থাকত। সবাই যেটা জানে, পোপ ঐশী প্রসঙ্গগুলোর ব্যাপারে যা বলেন তা ফ্রান্সের রাজার প্রজাদের বেলাতে যেমন সত্য, তেমনি ইংল্যান্ডের প্রজার বেলাতেও তেমনি সত্য, তাহলে সেসব কথা মহান খান বা বিধর্মীদের সুলতানের বেলাতেও অবশ্যই সত্যি হওয়ার কথা, যাদেরকে ঠিক এই কারণে বিধর্মী বলা হয় যে তারা এই চমৎকার সত্যের প্রতি বিশ্বস্ত নয়। আর তাই, পোপকে যদি জোর ক'রে দাবি করতে হতো যে, তাঁর হাতে কেবল সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রে – পোপ হিসেবে – জাগতিক আইনগত অধিকার রয়েছে তাহলে জাগতিক আইনগত অধিকারকে আধ্যাত্মিক আইনগত অধিকারের সঙ্গে এক ক'রে দেখে এই সন্দেহই যথার্থ ব'লে প্রতিপন্ন হতো যে সেই একইভাবে বা যুক্তিতে কেবল সারাসিন বা তাতারদের ওপরেই যে কেবল তাঁর আধ্যাত্মিক আইনগত অধিকার থাকবে না সেটা নয়, বরং ফরাসী আর ইংরেজদের ওপরেও তা থাকবে না, যা কিনা একটা অপরাধমূলক ব্লাসফেমি হবে। আর এটাই সেই কারণ, আমার গুরু উপসংহার টানলেন, যেজন্য তাঁর বিবেচনায় এ কথা বলা সঠিক বলে মনে হয়েছিল যে, যিনি রোমকদের নির্বাচিত সম্রাট তাঁকে অনুমোদন দেয়া বা বরখাস্ত করার অধিকারের কথা ঘোষণা ক'রে অ্যাভিনিয়নের গীর্জা সমগ্র মানবজাতিকে আহত করছে। অন্যান্য রাজ্যের চাইতে সাম্রাজ্যের ওপর পোপের বেশি অধিকার নেই, এবং যেহেতু ফ্রান্সের রাজা বা সুলতান কেউই পোপের অনুমোদনের অধীন নন তাই জার্মান আর ইতালীয়দের সম্রাট সেটার অধীন কেন হবেন তার কোনো সুযুক্তি আছে ব'লে মনে হয় না। এ ধরনের অধীনস্থতা ঐশী অধিকারের বিষয় নয়, কারণ স্ক্রিপচার বা বাইবেল সে কথা বলে না। জনসাধারণের অধিকারের ভেতরেও তার কোনো অনুমোদন নেই, এবং কেন নেই সে কথা এরই মধ্যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। দারিদ্র্যের ব্যাপারে বিতর্কের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে, উইলিয়াম যোগ করলেন, তাঁর বিনীত মতগুলো – যেসব মত তাঁর এবং পাদুয়ার মার্সিলিয়াস এবং জানদুনের মতো মানুষের সঙ্গে কথোপকথনমূলক পরামর্শের মতো ক'রে গড়ে উঠেছে – এই সব সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে : ফ্রান্সিসকানেরা দরিদ্র থাকতে চাইলে এমন একটা পুণ্য বাসনার বিরুদ্ধাচারণ পোপ করতে পারেন না, করাটা তাঁর উচিত হবে না।

BanglaBook.org

এটা অবশ্য ঠিক যে, যীশুর দারিদ্র্যের তত্ত্ব প্রকল্প বা হাইপেথিসিস প্রমাণ করতে হলে এটা কেবল মাইনরাইটদেরই সাহায্য করবে না, সেই সঙ্গে এই ধারণাটিকেও পোক্ত করবে যে, যীশুখৃষ্ট কোনো জাগতিক আইনগত অধিকার চাননি। কিন্তু সেই সকালে তিনি, উইলিয়াম, শুনেছেন যে মহাজ্ঞানী-গুণী মানুষেরাও জোর দিয়ে বলছেন যে যীশু যে দরিদ্র ছিলেন সেটা প্রমাণ করা যাবে না। যে কারণে ব্যাখাটা উলটে দেয়াটাই আরো যুক্তিযুক্ত বা মানানসই ব'লে মনে হয়েছে তাঁর কাছে। যেহেতু, যীশু তাঁর নিজের বা তাঁর কোনো শিষ্যের জন্য কোনো জাগতিক আইনগত অধিকার চেয়েছেন ব'লে কেউ দাবি করেননি বা করতে পারেন না, সেক্ষেত্রে ইহজাগতিক জিনিসপত্র থেকে যীশুর এই বিচ্ছিন্নতাই কোনো পাপ না ক'রে এই বিশ্বাসের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরার মতো যথেষ্ট প্রমাণ যে যীশুর কাছে বরং দারিদ্র্যই বেশি আদরণীয় ছিল।

উইলিয়াম এমনই নম্র সুরে কথাগুলো বললেন, তিনি যেসব ব্যাপারে নিশ্চিত সেসব তিনি এমনই দ্বিধাভরে প্রকাশ করলেন তুলে ধরলেন যে উপস্থিত কেউই উঠে দাঁড়িয়ে সেসব খণ্ডন করতে পারলেন না। তার মানে অবশ্য এই নয় যে তিনি যেসব কথা বলেছেন তাতে সবার প্রত্যয় জন্মেছিল। অ্যাভিনিয়নীয়রা এখন যাঁর যাঁর আসনে মোচড়ামুচড়ি, ভুরু কোঁচকানো, এবং বিড়বিড় ক'রে নিজেদের মধ্যে মন্তব্য চালাচালি করতে লাগলেন, এমনকি মনে হলো মোহান্তও সেসব কথায় নেতিবাচকভাবে মুগ্ধ হয়ে পড়েছেন, যেন তিনি ভাবছেন তাঁর সম্প্রদায় এবং সাম্রাজ্যের মধ্যে তিনি ঠিক এরকম কোনো সম্পর্ক চাননি। আর মাইনরাইটদের মধ্যে, চেযেনার মাইকেলকে হতবুদ্ধি, জেরোমেকে বিস্ময়বিমূঢ়, আর উবার্তিনোকে চিন্তাক্লিষ্ট দেখাল।

কার্ডিনাল দেল পোজ্জেত্তো নীরবতাটা ভাঙলেন; উইলিয়ামকে যখন তিনি ভদ্রভাবে জিগ্যেস করলেন তিনি অ্যাভিনিয়নে গিয়ে এই কথাগুলো পোপকে বলবেন কি না, তখনো তিনি মৃদু হাসছেন, এবং তাঁকে বেশ নির্ভার দেখাচ্ছিল। উইলিয়াম কার্ডিনালের মত জানতে চাইলেন, এবং তিনি তাঁকে বললেন যে পোপ তাঁর জীবনে লোকের কাছে অসংখ্য তর্কযোগ্য মত শুনেছেন, এবং তিনি তাঁর সব পুত্রের কাছে পরম স্নেহশীল একজন পিতা, কিন্তু এই প্রস্তাবগুলো নিশ্চিতভাবেই তাঁকে যথেষ্ট দুঃখ দেবে।

বার্নার্ড গুই, যিনি এতক্ষণ একবারের জন্যও মুখ খোলেননি, এবর কথা বলে উঠলেন : আমি খুব আনন্দিত হব যদি ব্রাদার উইলিয়াম, যিনি নিজের ধ্যানধারণা ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে এত দক্ষ এবং বাক্‌পটু, তিনি সেগুলো পন্টিফের বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করেন...'

উইলিয়াম বললেন, 'মাই লর্ড বার্নার্ড, আপনি আমার মনে প্রত্যয় জাগাতে পেরেছেন। আমি যাচ্ছি না।' তারপর, ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে তিনি কার্ডিনালের উদ্দেশে বললেন, 'আসলে কি জানেন, আমার বুকে যে ধড়ফড়ানিটা কষ্ট দিচ্ছে সেটার জন্য এই মৌসুমে আর এত লম্বা সফরে যেতে চাইছি না...'

কার্ডিনাল জিগ্যেস করলেন, 'তাহলে এত সময় নিয়ে এতসব কথা বললেন কেন?'

'সত্যের সাক্ষী থাকার জন্য,' উইলিয়াম বিনীতভাবে বললেন। 'সত্য আমাদের মুক্ত করবে।'

BanglaBook.org

জাঁ দে বোনি ক্ষোভে ফেটে পড়লেন এবার, 'না না না, এখানে আমরা সেই সত্য নিয়ে কথা বলছি না যা আমাদের মুক্তি ঘটাবে, বরং বলছি অতিরিক্ত সত্য নিয়ে যা নিজেকে সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।'

উইলিয়াম মিষ্টি ক'রে স্বীকার করলেন, 'সেটাও সম্ভব।'

আমার স্বজ্ঞা আমাকে সতর্ক ক'রে দিলো যে হৃদয় ও জিহ্বার আরেকটা ঝঞ্ঝা একটু পরেই বিস্ফোরিত হবে, আগেরটার চাইতেও আরো অনেক বেশি ভয়ংকর। কিন্তু কিছুই ঘটল না। বোনি তখনো কথা ব'লে চলেছেন এমন সময় ধনুর্ধারীদের নেতা ভেতরে ঢুকে বার্নাডের কানে ফিসফিস ক'রে কী যেন বলল। তড়াক ক'রে উঠে দাঁড়ালেন বার্নার্ড, তারপর কিছু বলার জন্য হাতটা উঁচু ক'রে ধরলেন।

তিনি বললেন, 'ব্রাদারগণ, এই উপকারী আলোচনাটা আমরা পরেও করতে পারব, কিন্তু এই মুহূর্তে প্রচণ্ড গুরুতর একটি ব্যাপারের কারণে, মোহান্তের অনুমতিক্রমে আমাদের অধিবেশনটা মুলতবি রাখতে হচ্ছে। একটা ঘটনা ঘটে গেছে এখানে...' তিনি আবছাভাবে বাইরের দিকে ইঙ্গিত করলেন, তারপর হেঁটে হলঘর পেরিয়ে বাইরে চলে গেলেন। অনেকেই তাঁকে অনুসরণ করলেন, তাঁদের মধ্যে উইলিয়াম প্রথম, এবং তাঁর সঙ্গে আমি।

আমার দিকে তাকিয়ে উইলিয়াম বললেন, 'সেভেরিনাসের কিছু একটা হয়েছে বলে ভয় হচ্ছে আমার।'

টীকা

১. **টেক্সট** : nomina sunt consequentia rerum

অনুবাদ : নাম হচ্ছে জিনিসের পরিণতি

২. **টেক্সট** : 'nomen'... 'nomos'... 'nomina'... 'ad placitum'

অনুবাদ : 'নাম'... 'আইন'... 'নাম'...'চুক্তি মোতাবেক'

BanglaBook.org

সেক্সট

যেখানে সেভেরিনাসকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়, কিন্তু যে বই তিনি পেয়েছিলেন সেটা আর পাওয়া যায় না।

দ্রুত পায়ে, উদ্বেগভরা মন নিয়ে, আমরা প্রাঙ্গণ পার হলাম। ধনুর্ধারীদের নেতা আমাদেরকে শুশ্রূষাগারের দিকে নিয়ে এলো, এবং সেখানে পৌঁছে আমরা পুরু ধূসরতার মধ্যে কিছু ছায়ার নড়াচড়া দেখতে পেলাম বেশ কয়েকজন সন্ন্যাসী আর ভৃত্য ছুটোছুটি করছে, আর ধনুর্ধারীরা লোকজনের প্রবেশ ঠেকাতে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

বার্নার্ড বললেন, 'এই রক্ষীদের আমি এমন একজন লোকের খোঁজে পাঠিয়েছিলাম যে অনেক রহস্যের ওপরই আলোকপাত করতে পারবে।'

হতভম্ব হয়ে মোহান্ত জিগ্যেস করলেন, 'ব্রাদার ভেষজবিদ?'

ভেতরে যেতে যেতে বার্নার্ড বললেন, 'না, আপনি এখনি দেখতে পাবেন।'

সেভেরিনাসের গবেষণাগারে প্রবেশ করতে একটা দুঃখজনক দৃশ্য চোখে পড়ল আমাদের। হতভাগ্য ভেষজবিদ রক্তের একটা ছোটোখাটো পুকুরের ভেতর লাশ হয়ে প'ড়ে আছেন, তার মাথাটা প্রচণ্ড আঘাতে থেঁতলে গেছে। চারদিকে, তাকগুলো যেন কোনো ঝড়ে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে : বাটি, বোতল, বই, নথিপত্র, সব একেবারে এলোমেলো, বিধ্বস্ত হয়ে চারদিকে পড়ে আছে। দেহটার পাশে মানুষের মাথার দ্বিগুণ আকারের একটা আর্মিলারি স্ফিয়ার, চমৎকার ধাতুর কাজ করা, ওপরে সোনার একটা ক্রুশ, এবং খাটো, অলংকৃত ত্রিপদের ওপর বসানো। অন্য সময়, আমি ওটাকে সামনের দরজার বাম দিকে একটা টেবিলের ওপর দেখেছি।

ঘরের অন্য মাথায়, দু'জন ধনুর্ধারী ভাণ্ডারীকে শক্ত ক'রে ধ'রে আছে, যদিও তিনি মোচড়ামুচড়ি করছেন আর তার নির্দোষিতার কথা বলে যাচ্ছেন, এবং মোহান্তকে ঢুকতে দেখে তিনি তার চ্যাঁচামেচি বাড়িয়ে দিলেন। 'মাই লর্ড!' তিনি চিৎকার ক'রে উঠলেন। 'পরিস্থিতি আমার বিরুদ্ধে! আমি যখন ভেতরে ঢুকি সেভেরিনাস তখন আর বেঁচে নেই, আর ওরা ঢুকে দেখতে পায় আমি সেই লণ্ডভণ্ড অবস্থার দিকে নির্বাক হয়ে তাকিয়ে আছি!'

ধনুর্ধারীদের নেতা বার্নার্ডের কাছে এগিয়ে এলেন, এবং তাঁর অনুমতি নিয়ে সবার সামনে ঘটনার বয়ান উপস্থাপন করলেন। ধনুর্ধারীদেরকে বলা হয়েছিল যেন তারা ভাণ্ডারীকে খুঁজে বার ক'রে গ্রেফতার ক'রে নিয়ে আসে, এবং দু'ঘণ্টারও বেশি সময় ধ'রে তারা সারা মঠ জুড়ে তাঁকে খুঁজে

BanglaBook.org

বেড়ায়। আমার মনে হলো, হলঘরে ঢোকার আগে বার্নার্ড নিশ্চয়ই এই নির্দেশটাই দিয়েছিলেন; এবং সৈন্যরা, যারা কিনা এখানে বিদেশী, সম্ভবত ভুল সব জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেছিল, এ কথা না বুঝে যে ভাণ্ডারী তাঁর নিয়তির কথা না জেনে অন্যদের সঙ্গে নারথেক্সেই রয়ে গিয়েছিলেন; তা ছাড়া, কুয়াশাও তাদের শিকারের কাজটা কঠিন ক'রে তুলেছিল। সে যা-ই হোক, নেতার কথায় এটা বেরিয়ে এলো যে, রেমেজিও – আমি তাঁকে রেখে চলে আসার পর – রান্নাঘরের দিকে গিয়েছিলেন, যেখানে কেউ তাঁকে দেখে ধনুর্ধারীদের খবর দেয়, কিন্তু তারা যখন এডিফিকিয়ুমে পৌঁছোয় তার আগেই রেমেজিও সেখান থেকে চলে গেছেন, অল্প একটুর জন্য তাঁকে তারা ধরতে পারেনি। ইয়র্গে রান্নাঘরে ছিলেন, এবং তিনি জানান তিনি একটু আগে ভাণ্ডারীর সঙ্গে কথা বলেছেন। ধনুর্ধারীরা তখন বাগানের দিকটায় প্রাঙ্গণটা খুঁজে দেখে, আর সেখানে কুয়াশার ভেতর দিয়ে একটা ভূতের মতো তারা বৃদ্ধ আলিনার্দোকে পেয়ে যায় যাঁকে দেখে মনে হয়েছিল তিনি বুঝি পথ হারিয়ে ফেলেছেন। আলিনার্দোই তাদের বলেন যে একটু আগে তিনি ভাণ্ডারীকে শুশ্রূষাগারে যেতে দেখেছেন। ধনুর্ধারীরা সেখানে যায় এবং গিয়ে দরজাটা খোলা দেখতে পায়। ভেতরে ঢুকে তারা আবিষ্কার করে সেভেরিনাসের প্রাণহীন দেহটা প'ড়ে আছে এবং ভাণ্ডারী পাগলের মতো তাকগুলো হাতড়াচ্ছেন এবং সবকিছু মেঝেতে ছুড়ে ফেলছেন, যেন তিনি কিছু একটা খুঁজে চলেছেন। ঘটনা কী ঘটেছিল সেটা বোঝা কঠিন ছিল না, নেতা ইতি টানল। রেমেজিও সেখানে ঢোকেন এবং ভেষজবিদের ওপর হামলা চালিয়ে তাঁকে হত্যা করেন, আর তারপর, যে জিনিসটার জন্য খুন করেছিলেন সেটা খুঁজতে থাকেন।

একজন ধনুর্ধারী আর্মিলারি স্ফিয়ারটা মেঝে থেকে তুলে বার্নার্ডের হাতে দেয়। সেটা একটা সুচারু কাঠামো যা ব্রঞ্জ এবং রুপোর কিছু বৃত্তের তৈরি, যেগুলোকে আরো শক্ত কিছু ব্রঞ্জের রিংয়ের আরো শক্ত একটা ফ্রেম দিয়ে ধরে রাখা হয়েছে, এবং সেই ফ্রেমটাকে আঁকড়ে আছে ত্রিপদের গোড়াটা, যেটা দিয়ে হতভাগ্য লোকটির মাথার খুলির ওপর সজোরে আঘাত করা হয়েছিল, আর তারই অভিঘাতে সূক্ষ্মতর অসংখ্য বৃত্ত চুরমার হয়ে গেছে বা একদিকে বেঁকে গেছে। রক্তের দাগ আর এমনকি চুলের গুচ্ছ এবং মস্তিষ্কের ভয়ংকর মাংসের টুকরো দেখে বোঝা গেল, এই দিকটা দিয়েই সেভেরিনাসের মাথায় আঘাত করা হয়েছিল।

সেভেরিনাসের মৃত্যুর ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া জন্য উইলিয়াম তাঁর ওপর ঝুঁকে পড়লেন। মাথা থেকে নেমে আসা রক্তের ধারায় আবৃত হতভাগ্য লোকটার চোখ দুটো স্থির, এবং আমি ভাবলাম, শক্ত হয়ে যাওয়া চোখের মণিতে, শিকারের ইন্দ্রিয়ানুভূতির শেষ নিদর্শন হিসেবে খুনীর ছবিটা তখনো দেখতে পাওয়া সম্ভব কি না, যেমনটা কোনো কোনো ক্ষেত্রে বলা হয়। দেখলাম উইলিয়াম মৃত মানুষটির হাত দুটো ঘেঁটে দেখলেন তাঁর আঙুলে কালো দাগ আছে কি না, যদিও, এবার মৃত্যুর কারণ স্পষ্টতই ভিন্ন ছিল : কিন্তু সেভেরিনাসের হাতে ছিল ঠিক সেই চামড়ার দস্তানা জোড়া, যেটা পরা অবস্থায় তাঁকে আমি মাঝে মাঝে বিপজ্জনক লতা-গুল্ম, গিরগিটি, অপরিচিত পোকামাকড় নাড়াচাড়া করতে দেখেছি।

এদিকে বার্নার্ড গুই ভাণ্ডারীকে বলছিলেন "বারাজিনের রেমেজিও – এটাই তো তোমার

নাম, তাই না? অন্য কিছু অভিযোগ পেয়ে এবং অন্য কিছু সন্দেহের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে আমি তোমার খোঁজে আমার লোকদের পাঠিয়েছিলাম। এখন তো দেখতে পাচ্ছি আমি ঠিক কাজই করেছিলাম, যদিও, এই ভেবে দুঃখ হচ্ছে যে আরেকটু দ্রুত কাজটা করা উচিত ছিল আমার। মাই লর্ড," এবার মোহান্তকে উদ্দেশ্য ক'রে তিনি বললেন, 'এই শেষ অপরাধটির জন্য আমি এক অর্থে নিজেকেই দায়ী করছি, কারণ আজ সকাল থেকেই আমার জানা ছিল যে এই লোকটিকে হেফাজতে নিতে হবে, গতরাতে গ্রেফতার হওয়া অন্য বদমাশটার কাহিনী শোনার পর কিন্তু আপনি নিজেই তো দেখলেন, সকাল বেলায় আমি অন্য কর্তব্য-কাজে ব্যস্ত ছিলাম, এবং আমার লোকজন তাদের যথাসাধ্য করেছে...'

তিনি জোর গলায় কথা বলছিলেন যাতে উপস্থিত সকলে তাঁর কথা শুনতে পায় (আর ঘরটা ততক্ষণে ভ'রে গেছে, লোকজন এসে প্রত্যেকটা কোনায় ভিড় করছে, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বিধ্বস্ত জিনিসপত্রগুলো দেখছে, মৃতদেহটা আঙুল তুলে দেখাচ্ছে, এবং নীচু স্বরে নানান মন্তব্য ক'রে যাচ্ছে), এবং তিনি যখন কথা বলছেন তখন ভিড়টার মধ্যে মালাকিকে এক ঝলক দেখতে পেলাম, করাল মুখে দৃশ্যটা পর্যবেক্ষণ করছেন। ভাণ্ডারী – যাঁকে একটু পরই টেনে-হিঁচড়ে সেখান থেকে নিয়ে যাওয়া হবে – তিনিও তাঁকে দেখতে পেলেন। ধনুর্ধারীর কাছ থেকে জোর ক'রে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ভাণ্ডারী তাঁর ব্রাদারের গায়ের ওপর গিয়ে পড়লেন, তাঁর গায়ের কাপড় আঁকড়ে ধরলেন, সংক্ষেপে এবং মরিয়া ভঙ্গিতে কয়েকটা কথা বললেন অন্যজনের মুখের কাছে মুখ নিয়ে, যতক্ষণ পর্যন্ত না ধনুর্ধারীরা এসে তাঁকে আবার পাকড়াও করল। কিন্তু, তাঁকে যখন অভব্যভাবে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তখন তিনি ফের মালাকির দিকে ফিরে তাকালেন, এবং চিৎকার ক'রে বলে উঠলেন, 'আপনি কিরে কেটেছেন, আমিও কিরে কেটেছি!'

মালাকি তখনই কোনো জবাব দিলেন না, যেন তিনি একদম লাগসই শব্দ খুঁজছেন। তারপর, ভাণ্ডারীকে যখন চৌকাঠের ওপারে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তখন তিনি বলে উঠলেন, 'তোমার ক্ষতি হোক এমন কিছু আমি করব না।'

উইলিয়াম এবং আমি পরস্পরের মুখের দিকে তাকালাম, ভাবলাম দৃশ্যটার মানে কী হতে পারে। বার্নার্ডও ব্যাপারটা লক্ষ করেছেন, কিন্তু তাতে যে তিনি বিচলিত হয়েছেন এমনটা মনে হলো না; বরং তিনি মালাকির দিকে তাকিয়ে হাসলেন, যেন তাঁর কথার স্বীকৃতি দিতে, এবং তাঁর সঙ্গে একটা অশুভ চুক্তি চূড়ান্ত করতে। এরপর তিনি ঘোষণা করলেন যে আমাদের ভোজন-পর্বের ঠিক পরেই জনসমক্ষে এই তদন্ত শুরু করার জন্য চ্যাপটার হলে প্রথম অধিবেশন বসবে। তারপর তিনি এই মর্মে হুকুম দিয়ে চলে গেলেন যে ভাণ্ডারীকে যেন চুলোর কাছে নিয়ে যাওয়া হয়, তবে তিনি যেন সালভাতোরের সঙ্গে কথা বলতে না পারেন।

সেই মুহূর্তে শুনতে পেলাম, পেছন থেকে বেন্নো আমাদের ডাকছে। 'আপনারা ভেতরে ঢুকবার পরেই আমি ঢুকেছিলাম,' সে ফিসফিস ক'রে বলল, 'যখন ঘরটা আদ্ধেকটা খালি ছিল, এবং মালাকি তখন ছিলেন না।'

Banglabook.org

'উনি নিশ্চয়ই এর পরে ঢুকেছিলেন,' উইলিয়াম বললেন।

বেন্নো জোর দিয়ে বলল, 'না। আমি দরজার কাছে ছিলাম, লোকজনকে আমি ভেতরে ঢুকতে দেখেছি। আমি আপনাকে বলছি, মালাকি এরই মধ্যে ঘরের ভেতর ছিলেন...আগে থেকেই।'

'কিসের আগে?'

'ভাণ্ডারী ভেতরে ঢোকার আগে। আমি দিব্যি দিয়ে বলতে পারব না, কিন্তু আমার বিশ্বাস তিনি পর্দার আড়াল থেকে বের হয়ে এসেছিলেন, যখন আমাদের অনেকেই ততক্ষণে ভেতরে ছিল।' এবং সে মাথা নেড়ে একটা বিশাল পর্দার দিকে ইঙ্গিত করল, যেটা সেই বিছানাটাকে আড়াল ক'রে রেখেছে, কাউকে কোনো চিকিৎসা দেবার পর সেভেরিনাস যে বিছানায় তাদের শুয়ে বিশ্রাম নিতে বলতেন।

'তুমি কী বোঝাতে চাইছ যে সে সেভেরিনাসকে খুন করে, তারপর ভাণ্ডারী যখন ঘরে ঢোকে তখন ওখানে লুকিয়ে থাকে?'

'অথবা, পর্দার আড়াল থেকেই লক্ষ রাখে ওখানে কী হচ্ছে। তা না হলে ভাণ্ডারী তাঁর কোনো ক্ষতি না করার জন্য কাকুতি-মিনতি করবে কেন, এবং তার বদলে মালাকির কোনো ক্ষতি না করার ওয়াদা করবে কেন?'

উইলিয়াম বললেন, 'সেটা সম্ভব। সে যা-ই হোক, এখানে একটা বই ছিল, এবং সেটা এখনো এখানেই থাকার কথা, কারণ ভাণ্ডারী ও মালাকি দুজনেই খালি হাতে বেরিয়ে গেছে।' বেন্নো যে জানে তা আমার বর্ণনা থেকে উইলিয়াম জেনেছেন; এবং এই মুহূর্তে তাঁর সাহায্য দরকার। তিনি মোহান্তের কাছে গেলেন; তিনি বিষণ্ণভাবে সেভেরিনাসের মৃতদেহটাকে দেখছিলেন। উইলিয়াম তাঁকে বললেন যেন তিনি সবাইকে ওখান থেকে যেতে বলেন, কারণ জায়গাটা তিনি আরো ভালোভাবে পরীক্ষা ক'রে দেখতে চান। মোহান্ত রাজি হলেন, এবং তারপর সে-স্থান ত্যাগ করলেন, তবে যাওয়ার আগে উইলিয়ামের প্রতি একটা সংশয়পূর্ণ দৃষ্টি হেনে গেলেন, যেন সব সময়ই বেশ দেরিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছুবার জন্য তিনি তাঁকে ভর্ৎসনা ক'রে গেলেন। বেশ কিছু অজুহাত দেখিয়ে – যার সবই খোঁড়া – মালাকি থেকে যাওয়ার চেষ্টা করলেন; উইলিয়াম মন্তব্য করলেন যে এটা গ্রন্থাগার নয়, এবং এখানে মালাকি কোনো অধিকার দাবি করতে পারেন না। উইলিয়াম ভদ্র কিন্তু অনমনীয়ভাবে কথাটা বললেন, এবং মালাকি সেই যে একবার তাঁকে ভেনানশিয়াসের ডেস্কটা ভালো ক'রে দেখার অনুমতি দেননি সেই ঘটনাটার একটা প্রতিশোধ নিলেন।

BanglaBook.org

যখন কেবল আমরা তিনজন আছি, উইলিয়াম একটা টেবিলের ওপর থেকে ময়লা-টয়লা আর কাগজপত্র সরিয়ে ফেললেন, তারপর সেভেরিনাসের সংগ্রহের বইগুলো একটা একটা ক'রে তাঁকে দিতে বললেন আমায়। সেই গোলকধাঁধাটার বিপুল সংগ্রহের তুলনায় নিতান্তই ছোটোখাটো একটা সংগ্রহ সন্দেহ নেই, কিন্তু তার পরও সেখানে ডজন ডজন বই রয়েছে, বিভিন্ন আকারের, আগে

সেসব তাকগুলোর ওপর চমৎকারভাবে সাজানো ছিল, কিন্তু এখন সেগুলো অন্যান্য জিনিসপত্তরের মধ্যে বিশৃঙ্খলভাবে প'ড়ে আছে, এবং এরই মধ্যে ভাণ্ডারীর উন্মত্ত হাতে একবার তছনছ হয়েছে, কিছু কিছু তো এমনকি ছিঁড়েও গেছে, যেন লোকটা কোনো বই না বরং বইয়ের পাতার ভেতর রাখা যায় এমন কিছুর খোঁজ করছিল। কোনো কোনো বইয়ের পাতা সেগুলোর বাঁধাই থেকে হিংস্রভাবে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। সেগুলো সংগ্রহ করা, চট ক'রে সেগুলোর বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা, আর তারপর টেবিলের ওপর সেগুলো জমা ক'রে রাখাটা সহজ কাজ ছিল না; আর সবকিছুই খুব তাড়াহুড়োর মধ্যে করতে হচ্ছিল, কারণ মোহান্ত আমাদেরকে খুব বেশি সময় দেননি : সন্ন্যাসীদেরকে ভেতরে আসতে দিতে হবে, যাতে তারা সেভেরিনাসের বিধ্বস্ত দেহটা ঠিক ঠাক ক'রে সমাধিস্থ করার জন্য সেটাকে তৈরি করতে পারে। আমাদেরকে এদিক-সেদিক চলে ফিরে বেড়াতে হচ্ছিল, টেবিলগুলোর নীচে, তাকগুলোর পেছনে, কাবার্ডগুলোয় খোঁজাখুঁজি করতে হচ্ছিল, এটা দেখতে যে প্রথমবারের তল্লাশিতে কিছু বাদ প'ড়ে গিয়েছিল কি না। আমাকে সাহায্য করতে দিলেন না উইলিয়াম বেন্নোকে, কেবল দরজায় পাহারা দেবার অনুমতি দিলেন। মোহান্তের বারণ সত্ত্বেও অনেকেই ভেতরে ঢোকার জন্য ধাক্কাধাক্কি করছিল : ভৃত্যরা, যারা খবরটা শুনে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে, সন্নাসীরা, যারা তাদের ব্রাদারের জন্য শোক করছে, শিক্ষানবিশরা, যারা মৃতদেহটা ধোয়ানো আর কাফন পরানোর জন্য পরিষ্কার কাপড় আর পানির পাত্র নিয়ে এসেছিল।

কাজেই দ্রুত কাজ করতে হলো আমাদের। আমি বইগুলোকে চট ক'রে ধ'রে সেগুলো উইলিয়ামের হাতে দিচ্ছিলাম, আর তিনি সেগুলো পরীক্ষা ক'রে টেবিলের ওপর রেখে দিচ্ছিলেন। একসময় বুঝতে পারলাম কাজটা বেশ সময়সাপেক্ষ, তখন দুজনে একসঙ্গে হাত লাগালাম। আমি একটা বই তুলে নিচ্ছিলাম, তারপর সেটা উলটোপালটা দশায় থাকলে সেটাকে ঠিকঠাক করছিলাম, সেটার শিরোনাম প'ড়ে নামিয়ে রাখছিলাম। অনেক ক্ষেত্রেই ছিল কেবল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কিছু পাতা:

'*Da plantis libri tres*[১]। গোল্লায় যাক! এটা ওটা নয়।' বইটা ধপাস ক'রে টেবিলে ফেলে দিয়ে উইলিয়াম বললেন।

'*Thesaurus herbarum*[২],' আমি বললাম, আর উইলিয়াম মুখ ঝামটে উঠলেন, 'ফেলে দাও ওটা। আমরা একটা গ্রীক বই খুঁজছি!'

'এটা?' পাতায় পাতায় দুর্বোধ্য সব হরফে ভরা একটা বই দেখিয়ে আমি তাঁকে জিগ্যেস করলাম। তখন উইলিয়াম বললেন, 'না, ওটা আরবী, নির্বোধ! বেকন-ই ঠিক : পণ্ডিতের প্রথম কাজ ভাষা শেখা।'

'কিন্তু আপনিও তো আরবী জানেন না!' রেগে গিয়ে আমি ব'লে উঠলাম, আর সে-কথার জবাবে উইলিয়াম বললেন, 'অন্তত আরবী হলে আমি সেটা বুঝতে পারি!' লজ্জায় লাল হয়ে উঠলাম আমি, কারণ শুনতে পেলাম আমার পেছনে দাঁড়িয়ে বেন্নো খিকখিক ক'রে হেসে উঠল।

অনেক বই ওখানে, তারচেয়ে বেশি নোটপত্র, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা পাতায় ঐশী-গম্বুজ আঁকা স্ক্রল, সম্ভবত মৃত মানুষটিরই হাতে লেখা অদ্ভুত সব গাছ-গাছড়ার ক্যাটালগ। গবেষণাগারটার

BanglaBook.org

প্রতিটি কোনায় তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে দেখে অনেকক্ষণ ধ'রে কাজ করলাম আমরা। ভীষণ নির্বিকারভাবে উইলিয়াম এমনকি লাশটাও সরিয়ে দেখলেন সেটার নীচে কিছু আছে কি না, পোশাকটাও হাতড়ে দেখলেন। কিছু নেই।

'কাজটা করতেই হবে,' তিনি বললেন। 'সেভেরিনাস একটা বই নিয়ে নিজেকে ঘরবন্দি ক'রে রেখেছিল। ভাণ্ডারী সেটা পায়নি...'

'উনি কি সেটা নিয়ে পোশাকের ভেতর ঢুকিয়ে নিতে পারেন না?' আমি জিগ্যেস করলাম।

'না, সেদিন সকালে ভেনানশিয়াসের ডেস্কের নীচের যে বইটা দেখেছিলাম সেটা বড়ো ছিল, এবং সে-রকম হলে আমরা খেয়াল করতাম।'

'ওটার বাঁধাই কীরকম?' আমি জিগ্যেস করলাম।

'আমি জানি না। বইটা খোলা অবস্থায় প'ড়ে ছিল ওখানে, ওটা যে গ্রীক ভাষায় লেখা স্রেফ এটুকু বোঝার মতো কয়েক মুহূর্তের জন্য দেখেছিলাম ওটা, কিন্তু আমার আর কিছু মনে নেই। চলো কাজ চালিয়ে যাওয়া যাক; ভাণ্ডারী বইটা নেয়নি, আমার বিশ্বাস মালাকিও নেয়নি।'

'অবশ্যই না,' বেন্নো নিশ্চিত করল। 'ভাণ্ডারী যখন তার বুকের কাছে খামচে ধরেছিল, তখন স্পষ্টই বোঝা গিয়েছিল যে তার আলখাল্লার নীচে কিছু থাকতে পারে না।'

'ভালো। বা, মন্দই বলা চলে। বইটা যদি এই ঘরে না থেকে থাকে তাহলে এটা স্পষ্ট যে, মালাকি ছাড়া অন্য কেউ আগে এখানে এসেছিল।'

'তাহলে কি তৃতীয় কোনো ব্যক্তি সেভেরিনাসকে খুন করেছে?'

'অনেকেই খুন করেছে,' উইলিয়াম বললেন।

'সে যা-ই হোক,' আমি বললাম, 'কে জানতে পারত যে বইটা ওখানে ছিল?'

'এই যেমন, ইয়র্গে, যদি তিনি আমাদের কথা শুনে ফেলে থাকেন।'

'ঠিক,' আমি বললাম, 'কিন্তু ইয়র্গের পক্ষে সেভেরিনাসের মতো এমন শক্তিশালী একজন মানুষকে খুন করা সম্ভব নয়, তা-ও এরকম হিংস্রভাবে।'

'না, অবশ্যই না। তা ছাড়া, তুমি তাঁকে এডিফিকিয়ুমের দিকে যেতে দেখেছিলে, এবং ধনুর্ধারীরা তাঁকে রান্নাঘরে দেখেছিল, ভাণ্ডারীকে তারা খুঁজে পাওয়ার আগে। কাজেই তাঁর এখানে এসে আবার রান্নাঘরে ফিরে যাওয়ার সময় পাওয়ার কথা নয়।'

'আমাকে আমার নিজের মাথা দিয়ে ভাবতে দিন,' আমার গুরুকে অনুসরণ করার উদ্দেশ্যে আমি বললাম। 'আলিনার্দো আশপাশ দিয়ে ঘোরাঘুরি করছিলেন, কিন্তু তিনি প্রায় দাঁড়াতেই পারেন না, এবং তাঁর পক্ষে সেভেরিনাসকে কাবু করা সম্ভব ছিল না। ভাণ্ডারী এখানে ছিলেন, কিন্তু তাঁর রান্নাঘর ছেড়ে যাওয়া আর ধনুর্ধারীদের ফিরে আসার মাঝখানের সময়টা এতই কম যে তাঁর পক্ষে

BanglaBook.org

সেভেরিনাসকে দিয়ে দরজা খোলানো, তাকে আক্রমণ ক'রে খুন করা, এবং তারপর এই লণ্ডভণ্ড অবস্থা সৃষ্টি করা কঠিন ছিল। মালাকির পক্ষে এদের সবার আগে আসা সম্ভব ছিল : ইয়র্গে নারথেক্সে আমাদের কথা শুনে ফেললেন, তারপর মালাকিকে তিনি এই কথা বলতে স্ক্রিপ্টোরিয়ামে গেলেন যে পুঁথিঘরের একটা বই সেভেরিনাসের গবেষণাগারে রয়েছে, মালাকি এখানে এলেন, সেভেরিনাসকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে দরজাটা খোলালেন, এবং তাঁকে হত্যা করলেন, ঈশ্বর জানেন কেন। কিন্তু তিনি যদি বইটার খোঁজেই থাকেন তাহলে তো সেটা তাঁর চিনতে পারার কথা ছিল, এই আঁতিপাঁতি ক'রে খোঁজা তার দরকার ছিল না, কারণ তিনি-ই গ্রন্থাগারিক। তাহলে, আর কে বাকি থাকে?'

'বেন্নো,' উইলিয়াম বললেন।

প্রবলভাবে অস্বীকারের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল বেন্নো। 'না, ব্রাদার উইলিয়াম, আপনি জানেন আমি কৌতূহলে ম'রে যাচ্ছিলাম। কিন্তু আমি যদি এখানে ঢুকতাম এবং বইটা নিয়ে চলে যেতে পারতাম, তাহলে এখন আমি এখানে আপনাদেরকে সঙ্গ দিতাম না। অন্য কোথাও ব'সে আমার সেই রত্নটা খতিয়ে দেখতে থাকতাম...'

'প্রায় বিশ্বাস জন্মানো একটা যুক্তি,' উইলিয়াম হেসে বললেন। 'সে যা-ই হোক, তুমিও জানো না বইটা দেখতে কেমন। তুমিও খুনটা ক'রে থাকতে পারো, আর তারপর এখন এখানে বইটা শনাক্ত করার চেষ্টায় থাকতে পারো।'

বেন্নোর মুখটা ভীষণভাবে লাল হয়ে উঠল। 'আমি খুনী নই!' সে প্রতিবাদ ক'রে উঠল।

'কেউই নয়, যতক্ষণ না সে তাঁর প্রথম অপরাধটা করছে,' উইলিয়াম দার্শনিকভাবে মতো বললেন। 'সে যা-ই হোক, বইটা লাপাত্তা, আর এটাই যথেষ্ট প্রমাণ যে তুমি এটা এখানে ফেলে যাওনি।'

এরপর তিনি মৃতদেহটাকে নিয়ে ভাবতে বসলেন। মনে হলো এবার তিনি তাঁর বন্ধুর মৃত্যুটাকেই কেবল বিবেচনায় নিলেন। 'বেচারা সেভেরিনাস,' তিনি বললেন, 'আমি এমনকি তোমাকেও সন্দেহ করেছিলাম, তোমাকে আর তোমার বিষকে। এবং তুমি বিষ নিয়ে কিছু কারসাজির আশায় ছিলে; নইলে তুমি এই দস্তানাজোড়া পরতে না। এই পৃথিবীর কিছু একটার ভয়ে ছিলে তুমি, কিন্তু তার বদলে বিপদটা তোমার কাছে এলো ঐশী গম্বুজ থেকে...' তিনি আবার গোলকটা তুলে নিলেন, গভীর মনোযোগ দিয়ে সেটা পরীক্ষা করতে থাকলেন। 'ভাবছি ওরা বিশেষ ক'রে এই অস্ত্রটা ব্যবহার করল কেন।'

'এটাই হাতের কাছে ছিল।'

'সম্ভবত। কিন্তু অন্যান্য জিনিসও তো ছিল, বাটি, বাগান করার যন্ত্রপাতি...এটা ধাতুর কাজ এবং জ্যোতির্বিদ্যার একটা চমৎকার কাজের উদাহরণ...জিনিসটা নষ্ট হয়ে গেছে...হায় ঈশ্বর!' তিনি চিৎকার ক'রে উঠলেন।

'কী হলো?'

BanglaBook.org

' "তাতে সূর্যের তিন ভাগের এক ভাগ এবং তারাগুলোর তিন ভাগের একভাগ অন্ধকার হয়ে গেল..." ' তিনি আওড়াতে শুরু করলেন।

সুসমাচার প্রচারকারী জনের (John the Apostle) 'প্রকাশিত বাক্য'টা আমি খুব ভালো ক'রেই জানি। 'চতুর্থ তূরী,' আমি বলে উঠলাম।

'সত্যি বলতে, প্রথমে, শিলা, তারপর রক্ত, তারপর পানি, আর এখন নক্ষত্র...এই যদি অবস্থা হয়, তাহলে সবকিছু আবার ভালো ক'রে খতিয়ে দেখতে হবে; খুনী এলোমেলোভাবে আঘাত করেনি, সে একটা পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করেছে। কিন্তু এমন কোনো মানুষের কথা কি কল্পনা করা সম্ভব যে এতটাই কুটিল যে সে তখনই খুন করে তখন সে বুক অভ্ অ্যাপক্যালিপ্স-এর আদেশ অনুযায়ী কাজ করতে পারে?'

'পঞ্চম তূরীর সময় কী ঘটবে?' আতঙ্কিত হয়ে আমি জিগ্যেস করলাম। মনে করার চেষ্টা করলাম : 'আর আমি একটা তারা দেখতে পেলাম। তারাটা আকাশ থেকে পৃথিবীতে পড়েছিল। সেই তারাটাকে অতল গর্তের চাবি দেয়া হলো...কেউ কি কোনো কূপের ভেতর প'ড়ে মারা যাবে?'

উইলিয়াম বললেন, 'পঞ্চম তূরী আরো অনেক কিছুর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। অতল সেই গর্তের ভেতর থেকে একটা বিরাট চুলার ধোঁয়া বের হবে, তারপর মানবজাতিকে কাঁকড়াবিছার হুলের মতো কিছু একটা দিয়ে পীড়ন করতে সেখান থেকে পঙ্গপাল বেরিয়ে আসবে। সেই পঙ্গপালগুলোর আকার ঘোড়ার আকারের মতো, তাদের মাথায় সোনার মুকুট আর দাঁত সিংহের দাঁত...আমাদের এই লোকের হাতে "বুক অভ্ অ্যাপক্যালিপ্সের" কথাগুলো পালন করার নানান উপায় থাকতে পারে...কিন্তু আমাদেরকে অতিকল্পনার পেছনে ছুটলে চলবে না। তার চাইতে বরং চলো চেষ্টা করা যাক সেভেরিনাস যখন আমাদের জানিয়েছিল যে সে বইটা খুঁজে পেয়েছে তখন সে আমাদেরকে কী বলেছিল সে-কথা মনে করা যাক...'

'আপনি তাঁকে বলেছিলেন তিনি যেন বইটা নিয়ে আসেন, এবং তখন তিনি বলেন সেটা তিনি পারবেন না...'

'তাই, এবং তখন আমাদের বাধা দেয়া হয়। কেন সে আনতে পারত না? বই তো বহন করা যায়। তা ছাড়া, কেন সে দস্তানা পরেছিল? বইটার বাঁধাইয়ে কি বিষ-এর মতো কিছু আছে যা বেরেঙ্গার আর ভেনানশিয়াসের মৃত্যু ঘটিয়েছিল? একটা রহস্যময় ফাঁদ, একটা বিষাক্ত ডগা...'

'সাপ!' আমি বলে উঠলাম।

'তিমিই-বা নয় কেন? না, আবার আমরা অলীক কল্পনায় ডুবে গেছি। আমরা আগেই দেখেছি বিষটাকে মুখের ভেতর দিয়ে শরীরে ঢুকতে হয়েছে। তা ছাড়া, সেভেরিনাস কিন্তু আসলে বলেনি যে সে বইটা বয়ে নিয়ে আসতে পারছে না। সে বলেছিল বইটা সে আমাকে ওখানেই দেখাতে চায়। তারপর সে দস্তানা জোড়া প'রে নেয়...কাজেই আমরা জানতে পারলাম এই বইটাকে অবশ্যই দস্তানা প'রে ধরতে হবে। আর সেটা কিন্তু তোমার বেলাতেও প্রযোজ্য, বেন্নো, যদি তুমি তোমার

BanglaBook.org

আশামতো বইটা পাও। আর তুমি যেহেতু এতটা সাহায্য করছোই, তুমি কিন্তু আরো সাহায্য করতে পারো আমাকে। ফের স্ক্রিপ্টোরিয়ামে গিয়ে মালাকির ওপর এটা চোখ রাখো। তাকে তোমার চোখের আড়াল হতে দিয়ো না।'

'যাব!' বেন্নো ব'লে উঠল, এবং তারপর, আমাদের কাছে মনে হলো যেন কাজটা পেয়ে খুশী মনেই বেরিয়ে গেল।

অন্য সন্ন্যাসীদের আর ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হলো না আমাদের পক্ষে, এবং তারা ঝাঁক বেঁধে ভেতরে ঘরটার ভেতর ঢুকে পড়ল। খাওয়ার সময় পার হয়ে গেছে তখন, এবং বার্নাড সম্ভবত তখন চ্যাপ্টার হাউজে তাঁর ট্রিবিউনালকে জড়ো করছিলেন।

'আর কিছু করার নেই,' উইলিয়াম বললেন।

শুশ্রূষাগারের সঙ্গে আমরা আমার দুর্বল তত্ত্ব প্রকল্পটাকেও পরিত্যাগ করলাম, এবং আমরা যখন সবজি বাগানটা পার হচ্ছিলাম তখন আমি উইলিয়ামকে জিগ্যেস করলাম তিনি আসলেই বেন্নোকে বিশ্বাস করেছেন কি না। উইলিয়াম বললেন, 'পুরোপুরি নয়, তবে সে এরই মধ্যে জানে না এমন কোনো কথা তাকে আমরা বলিনি, আর আমরা তাকে বইটার ব্যাপারে ভয় ধরিয়ে দিয়েছি। এবং, সবশেষে, মালাকির ওপর তাকে নজর রাখতে লাগিয়ে দিয়ে কিন্তু আমরা মালাকিকেও বেন্নোর ওপর নজর রাখতে নিয়োজিত করলাম, আর অবশ্যই মালাকি নিজে থেকেই বইটা খুঁজতে লেগে গেছে।'

'তাহলে ভাণ্ডারী কী চান?'

'শিগ্‌গিরই তা জানতে পারব আমরা। স্পষ্টতই, সে কিছু একটা চাইছিল, এবং দ্রুতই চাইছিল, এমন কোনো বিপদ এড়াতে যা তাকে আতঙ্কগ্রস্ত ক'রে তুলেছিল। এই বিপদের ব্যাপারটা নিশ্চয়ই মালাকির জানা আছে : না হলে তার উদ্দেশে রেমেজিওর এমন আকুল আবেদনের কোনো অর্থ থাকে না...'

'যা-ই হোক, বইটা হওয়া হয়ে গেছে...'

আমরা চ্যাপ্টার হাউজে পৌঁছুলে উইলিয়াম বললেন, 'এটাই সবচাইতে অস্বাভাবিক ব্যাপার। 'ওটা যদি ওখানে থাকত, সেভেরিনাস যেমনটা বলেছিল যে আছে, হয় সেটাকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে, আর নয়ত সেটা এখনো সেখানে আছে।'

'আর ওটা যেহেতু সেখানে নেই কেউ ওটাকে সরিয়ে ফেলেছে,' আমি সিদ্ধান্ত টানলাম।

'যুক্তিটা অন্য আরেকটা ছোটো আশ্রয়বাক্য বা প্রেমিস থেকেও দেখা যেতে পারে। যেহেতু সব ব্যাপার এই কথাটা নিশ্চিত করছে যে কারো পক্ষেই ওটা নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়...'

'তাহলে ওটা ওখানে থাকা উচিত। কিন্তু বইটা ওখানে নেই।'

'এক মিনিট। আমরা বলছি ওটা ওখানে নেই, কারণ বইটা আমরা পাইনি। কিন্তু এমনও হতে

BanglaBook.org

পারে যে আমরা ওটা এজন্য পাইনি যে ওটা যেখানে ছিল সেখানে আমরা ওটা দেখিনি।'

'কিন্তু আমরা তো সব জায়গাতেই খুঁজলাম!'

'খুঁজেছি, কিন্তু দেখিনি। অথবা, হয়ত দেখেছি, কিন্তু চিনতে পারিনি। আদ্‌সো, সেভেরিনাস আমাদের কাছে বইটাকে কিভাবে বর্ণনা করেছিল? কোন কোন শব্দ উচ্চারণ করেছিল সে?'

'উনি বলেছিলেন যে উনি এমন একটা বই পেয়েছেন, যেটা তাঁর নয়...গ্রীক ভাষায় লেখা।'

'না! এখন মনে পড়েছে আমার। সে বলেছিল, একটা আশ্চর্য বই। সেভেরিনাস বিদ্বান লোক ছিল, এবং একজন বিদ্বান মানুষের জন্য গ্রীক কোনো বই আশ্চর্যের নয়; পণ্ডিত সেই লোক গ্রীক না জানলেও গ্রীক বর্ণমালা তিনি অন্তত চিনতে পারবেন। এবং একজন পণ্ডিত লোক আরবীতে লেখা বইকেও আশ্চর্য বই বলবেন না, তিনি আরবী না জানলেও...' তিনি বিরতি দিলেন। 'তা, একটা আরবী বই সেভেরিনাসের গবেষণাগারে বসে কী করছিল?'

'কিন্তু একটা আরবী বইকে তিনি আশ্চর্য বলবেন কেন?'

'এটাই হচ্ছে সমস্যা। সে যদি সেটাকে আশ্চর্য বলত, তাহলে সেটার অস্বাভাবিক চেহারার জন্যই, অন্তত তার কাছে অস্বাভাবিক, যে কিনা একজন ভেষজবিদ, গ্রন্থাগারিক নয়...আর গ্রন্থাগারে এমনটা হয় যে, অনেকগুলো প্রাচীন পাণ্ডুলিপি একসঙ্গে বাঁধাই করা হয়, এক ভল্যুমেই একটা গ্রীক, আরেকটা আরবী বিচিত্র আর অদ্ভুত ধরনের টেক্সট...'

'...আরেকটা আরবী!' এই আলোকসম্পাতে চোখ ধাঁধিয়ে গিয়ে আমি চিৎকার ক'রে উঠলাম। উইলিয়াম আমাকে রূঢ়ভাবে নারথেক্স থেকে টেনে বের ক'রে নিয়ে এলেন, এবং শুশ্রূষাগারের দিকে ছুটতে বাধ্য করলেন। 'টিউটন জন্তু কোথাকার, শালগম একটা! গণ্ডমূর্খ! শুধু প্রথম কয়েকটা পৃষ্ঠা দেখেছ, বাকিগুলো দেখোনি!'

'কিন্তু, গুরু,' আমি হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম, 'কিন্তু আপনিই তো আমার দেখানো পৃষ্ঠাগুলোর দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন সেগুলো গ্রীক নয় আরবীতে লেখা!'

'তা ঠিক, আদ্‌সো, তা ঠিক : আমিই একটা জন্তু! এখন তাড়াতাড়ি চলো। দৌড়াও!'

গবেষণাগারে ফিরে গেলাম আমরা, কিন্তু ভেতরে ঢুকতে বেগ পেতে হলো আমাদের, কারণ নবিশেরা মৃতদেহটা বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। কৌতূহলী অন্যরা কামরাটার ভেতর ঘুরে বেড়াচ্ছিল। টেবিলটার কাছে ছুটে গিয়ে উইলিয়াম বইগুলো তুলে নিলেন, সেই মারাত্মক বইটা খুঁজতে লাগলেন, উপস্থিত সবার বিস্মিত চোখের সামনে একটার পর একটা ছুড়ে ফেলে দিতে থাকলেন, তারপর সবগুলো খুলে খুলে দেখতে লাগলেন বারবার ক'রে। কিন্তু পোড়া কপাল, সেই আরবী পাণ্ডুলিপিটা পাওয়া গেল না। সেটার পুরোনো প্রচ্ছদ, তেমন শক্তপোক্ত না, বেশ জরাজীর্ণই বলা চলে, সঙ্গে হালকা ধাতুর ব্যান্ডের কারণে বইটার কথা আবছাভাবে মনে ছিল আমার।

উইলিয়াম এক সন্ন্যাসীকে জিগ্যেস করলেন, 'আমি চ'লে যাওয়ার পর এখানে কে এসেছিল?'

BanglaBook.org

সন্ন্যাসী কাঁধ ঝাঁকাল। বোঝা গেল, অনেকেই এসেছিল, আবার কেউই আসেনি।

আমরা সম্ভাবনাগুলো যাচাই ক'রে দেখতে চাইলাম। মালাকি? সেটা সম্ভব : তিনি জানতেন তিনি কী চাইছেন, সম্ভবত আমাদের ওপর নজর রেখেছিলেন, আমাদের খালি হাতে বেরোতে দেখেছেন, এবং আত্মবিশ্বাস নিয়ে ফিরে এসেছেন। বেন্নো? আমার মনে প'ড়ে গেল যে উইলিয়াম এবং আমি যখন আরবী টেক্সটটা নিয়ে পরস্পরের প্রতি বিদ্রূপবাণ ছুড়ছিলাম, বেন্নো তখন হেসে উঠেছিল। তখন ভেবেছিলাম সে আমার অজ্ঞতাকে পরিহাস করছিল, কিন্তু সম্ভবত সে তখন উইলিয়ামের সরলতা দেখে হাসছিল : একটা প্রাচীন পাণ্ডুলিপি যে-সমস্ত ছদ্মবেশে দেখা দিতে পারে সেগুলোর ব্যাপারে তার ভালোই জ্ঞান ছিল, এবং সম্ভবত তখন আমাদের যা ভাবা উচিত ছিল কিন্তু ভাবিনি সেটাই সে ভেবেছিল, অর্থাৎ সে ভাবছিল সেভরিনাস আরবী জানতেন না, কাজেই পড়তে পারবে না এমন কোনো বই তিনি ওখানে রাখবেন, এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার। নাকি তৃতীয় কোনো লোক ছিল সেখানে?

উইলিয়াম খুব অপদস্থ বোধ করলেন। আমি তাঁকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করলাম; আমি তাঁকে বললাম যে গত তিন দিন ধ'রে তিনি গ্রীক একটা বই খুঁজে চলেছেন, ফলে সেই অনুসন্ধানের সময় গ্রীক নয় এমন সব বই সরিয়ে রাখাই তাঁর জন্য স্বাভাবিক। এবং তিনি জবাব দিলেন যে, মানুষ মাত্রেরই ভুল হয়, কিন্তু কিছু কিছু মানুষ আছে যারা অন্যদের চাইতে বেশি ভুল করে, এবং তাদেরকে নির্বোধ বলা হয়, তিনি তাদের একজন, এবং তিনি বললেন প্যারিস ও অক্সফোর্ডে পাঠগ্রহণ করা যথার্থ কি না, যদি কেউ তার পরও এ কথা ভাবতে অক্ষম হয় যে পাণ্ডুলিপি কয়েকটা একসঙ্গেও বাঁধাই করা হয়, যে-তথ্যটা এমনকি নবিশরাও জানে, শুধু আমার মতো নির্বোধরা ছাড়া, এবং আমাদের মতো এক জোড়া ভাঁড় সার্কাসে দারুণ নাম করবে, আর আমাদের ঠিক তা-ই করা উচিত, রহস্য সমাধানের চেষ্টা না ক'রে, বিশেষ ক'রে আমরা যখন এমন সব লোকের পেছনে লেগেছি যারা আমাদের চাইতে অনেক বেশি চালাক।

'কিন্তু তাই বলে কান্নাকাটি ক'রে কোনো লাভ নেই,' তিনি উপসংহার টানলেন। 'বইটা যদি মালাকি নিয়ে থাকে তাহলে সে এরই মধ্যে আবার সেটা গ্রন্থাগারে যথাস্থানে রেখে দিয়েছে। এবং আমরা সেটা কেবল তখনই পেতে পারতাম যদি আমরা জানতাম কী ক'রে finis Africae-তে ঢোকা যায়। বেন্নো নিলে তার এটা না বোঝার কথা নয় যে আগে হোক আর পরেই হোক আমি যে সন্দেহ করেছিলাম সেটা আমি করবই, এবং গবেষণাগারে ফিরে যাব, নইলে এরকম তাড়াহুড়ো ক'রে কাজ করত না। কাজেই সে নিশ্চিতভাবে আত্মগোপন করেছে, এবং যে একটা মাত্র জায়গায় সে নিশ্চিতভাবেই লুকোয়নি তা হলো সেই জায়গাটা যেখানে আমরা তাকে সেই সময়ই খুঁজব, আর সে-জায়গাটা হলো তার কুঠুরি। কাজেই চলো চ্যাপ্টার হাউসে ফিরে যাই, দেখি জিজ্ঞাসাবাদের সময় ভাণ্ডারী কোনো গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে কি না। কারণ, শেষ হলেও, আমি এখনো বার্নার্ডের পরিকল্পনাটা বুঝতে পারছি না; সেভেরিনাসের মৃত্যুর আগে সে নিজের লোকজনদের খুঁজছিল, এবং সেটা অন্য কোনো কারণে।'

আমরা চ্যাপটারে ফিরে গেলাম। কিন্তু বেন্নোর কুঠুরিতে গেলেই আমরা ভালো করতাম, কারণ,

BanglaBook.org

পরে আমরা জানব, আমাদের বন্ধু উইলিয়াম সম্পর্কে তাঁর ততটা ভালো ধারণা ছিল না. এবং এত তাড়াতাড়ি তিনি গবেষণাগারে ফিরে যাবেন সেটা সে ভাবেনি; কাজেই, ওদিক থেকে তাকে খোঁজা হচ্ছে না মনে ভেবে, সে সোজা তার কুঠুরিকে চলে গিয়েছিল বইটা লুকিয়ে রাখার জন্য।

কিন্তু সেকথা আমি আপনাদের পরে বলব। এর মধ্যে কিছু নাটকীয় এবং বিব্রতকর ঘটনা ঘটে গেছে। এমন কিছু, যা সবাইকে রহস্যময় বইটার কথা ভুলিয়ে দিয়েছে। আর, সেটার কথা আমরা না ভুললেও, অন্য কিছু জরুরি কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম পড়লাম আমরা, এমন সব কাজ যার সঙ্গে সেই মিশনটা জড়িত, যা, সবকিছুর পরেও, উইলিয়ামকে সম্পন্ন করতে হবে।

টীকা

১. **টেক্সট** : *Da plantis libri tres*

অনুবাদ : *উদ্ভিদ বিষয়ক তিনটি গ্রন্থ*

২. **টেক্সট** : *Thesaurus herbarum*

অনুবাদ : *লতা-গুল্মের ভাণ্ডার*

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

পঞ্চম দিন

নোনেয

যেখানে সুবিচার সম্পন্ন হয় এবং একটা অস্বস্তিকর ধারণার সৃষ্টি হয় যে সবাই ভুল করেছে।

বার্নার্ড গুই চ্যাপ্টার হলের বিশাল ওয়ালনাট টেবিলটার মাঝখানে তাঁর অবস্থান গ্রহণ করলেন। তাঁর পাশে একজন ডমিনিকান নোটারির দায়িত্বে রইলেন, আর পোপের প্রতিনিধিদের দুই প্রধান ধর্মাধ্যক্ষ (প্রিলেট) তাঁর দুপাশে বিচারক হিসেবে বসলেন। টেবিলটার সামনে, দুই ধনুর্ধরীর মাঝখানে ভাণ্ডারী দাঁড়িয়ে।

মোহান্ত উইলিয়ামের দিকে ফিরে মৃদুকণ্ঠে বললেন, 'আমি জানি না, এই পদ্ধতিটা বৈধ কি না। ১২০৫ খৃষ্টাব্দের লেটারান কাউন্সিলের ৩৭ নম্বর অনুশাসনে বলা হয়েছে, কোনো বিচারকের এজলাসে হাজির হওয়ার জন্য এমন কাউকে ডাকা যাবে না যেখান থেকে তার নিবাসের দূরত্ব দু'দিনের হাঁটাপথের বেশি। এখানে অবস্থাটা সম্ভবত খানিকটা ভিন্ন; এখানে বিচারকই মেলা দূর থেকে এসেছেন, কিন্তু...'

উইলিয়াম বললেন, 'ইনকুইযিটর সব ধরনের স্বাভাবিক আইনগত অধিকারের বাইরে, এবং সাধারণ আইনের রীতিনীতি তাঁর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তিনি একটা বিশেষ সুবিধা ভোগ করেন, এবং তাঁর এমনকি আইনজ্ঞদের কথা শোনারও বাধ্যবাধকতা নেই।'

আমি ভাণ্ডারীর দিকে তাকালাম। খুবই করুণ দশা রেমেজিওর। আতঙ্কিত প্রাণীর মতো চারদিকে তাকাচ্ছেন তিনি, যেন তিনি ভয় পান এমন একটি বিধিবদ্ধ উপাসনাপদ্ধতির কিছু গতিবিধি আর অঙ্গভঙ্গি দেখে চিনে ফেলেছেন তিনি। এখন আমি জানি, দুটো কারণে তিনি ভয় পেয়েছিলেন, আর সেই দুটোই ছিল একই রকমের ভয়ংকর এক, তিনি একটা – দেখে যতটুকু মনে হয় – জঘন্য অপরাধের দায়ে ধরা পড়েছেন: আর অন্যটি হলো, আগের দিন বার্নার্ড যখন নানান গুজব আর আভাসে-ইঙ্গিতে বলা কথার ভিত্তিতে তাঁর তদন্ত শুরু করেছিলেন তখনই রেমেজিও এই ভেবে ভয় পেয়েছিলেন যে তাঁর অতীতের কথা ফাঁস হয়ে যাবে; এবং সালভাতোরেকে গ্রেফতার হতে দেখে তাঁর আশঙ্কা বেড়ে গিয়েছিল।

অসহায় রেমেজিও যদি তাঁর নিজের ভয়ের কাছে বন্দি হয়ে থাকেন, তাহলে ওদিকে বার্নার্ড গুই-এর ঠিকই জানা ছিল কিভাবে তাঁর শিকারের ভয়কে আতঙ্কে পরিণত করতে হয়। কোনো কথা বললেন না তিনি : যখন আমরা সবাই আশা করছি তিনি জিজ্ঞাসাবাদটা শুরু করবেন, তখন তিনি তাঁর সামনে রাখা কাগজগুলোর ওপর তাঁর হাতজোড়া রাখলেন, ভাব করলেন যেন সেগুলো গুছিয়ে রাখছেন, তবে, অন্যমনস্কভাবে। তাঁর দৃষ্টি আসলে অভিযুক্তের দিকে স্থির হয়ে আছে, এমন একটা

BanglaBook.org

দৃষ্টি যেখানে কপট প্রশ্রয় (যেন বলতে চায় : একদম ভয় পেয়ো না, তুমি এখন একটা ভ্রাতৃপ্রতিম সমাবেশের তত্ত্বাবধানে আছ, যা কেবল তোমার মঙ্গলই কামনা করে) মিশেছে বরফ শীতল শ্লেষ (যেন বলতে চায় : তুমি এখনো জানো না কিসে তোমার ভালো হবে, এবং একটু পরেই তোমাকে আমি তা ব'লে দেবো) আর নিষ্করুণ কাঠিন্যের (যেন তা বলতে চায় : তবে কিনা এখানে আমি তোমার বিচারক, এবং তুমি আমার কর্তৃত্বাধীন) সঙ্গে। আর, এর সবই ভাণ্ডারী এরই মধ্যে জেনে গেছেন, কিন্তু বিচারকের নীরবতা আর বিলম্ব তাকে সেসব আরো গভীরভাবে অনুভব করার সুযোগ ক'রে দিচ্ছে, যাতে ক'রে তিনি যখন ক্রমেই আরো বেশি ক'রে অপদস্থ বোধ করছেন, তখন তাঁর অস্বস্তি একটা নির্ভার অবস্থায় না গিয়ে মরিয়া দশায় রূপান্তরিত হবে, আর তখন তিনি পুরোপুরি বিচারকের কবজায় থাকবেন, তাঁর হাতে কোমল মোম হয়ে।

শেষ পর্যন্ত বার্নার্ড তাঁর নীরবতা ভাঙলেন। কৃত্যমূলক কিছু সূত্র উচ্চারণ করলেন, বিচারকদের বললেন যেন তাঁরা একই ধরনের দুটো জঘন্য অপরাধের সূত্রে আসামীদের জেরা করতে শুরু করেন, যে-দুটোর একটি সবার কাছেই অত্যন্ত সুস্পষ্ট, যদিও অন্যটির চাইতে কম নিন্দনীয়, কারণ আসামীকে যখন আসলে ধর্মদ্বেষিতার অপরাধে খোঁজা হচ্ছিল তখন তাকে হত্যার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়।

বলা হলো সেটা। ভাণ্ডারী নিজের দুই হাতের ভেতর তাঁর মুখ লুকালেন, যদিও শেকল দিয়ে বাঁধা থাকায় সে-দুটো নাড়াতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল তাঁর। বার্নার্ড জেরা শুরু করলেন।

'তুমি কে?'

'বারাজিনের রেমেজিও। বায়ান্ন বছর আগে আমার জন্ম, এবং বালক বয়সেই আমি বারাজিনের মাইনরাইটদের কনভেন্টে যোগ দিই।'

'তাহলে আজ যে তোমাকে সন্ত বেনেডিক্টের সম্প্রদায়ে দেখা যাচ্ছে এটা কেমন ক'রে হলো?'

'বেশ কিছু বছর আগে, পোপ যখন *Sancta Romana*' জারী করেন – কারণ ফ্রাতিচেল্লিদের ধর্মদ্বেষিতা আমাকে কলুষিত করবে আমি সেই আশঙ্কায় ছিলাম...যদিও আমি তাদের মতানুসারী ছিলাম না...আমি ভেবেছিলাম প্রলোভন ভরা পরিবেশ থেকে আমার মতো পাপাত্মার পালিয়ে যাওয়াই ভালো, তারপর আমি আবদন করি, এবং আমাকে এই মঠের সন্ন্যাসীদের মধ্যে গ্রহণ ক'রে নেয়া হয়, যেখানে গত আট বছর ধরে আমি ভাণ্ডারীর দায়িত্ব পালন ক'রে আসছি।'

বার্নার্ড ব্যঙ্গের স্বরে বলে উঠলেন, 'তুমি ধর্মদ্বেষিতার প্রলোভন থেকে পালিয়ে এসেছ, নাকি, উলটো, যারা ধর্মদ্বেষিতা আবিষ্কার এবং তা সমূলে উৎপাটন করার জন্য সংকল্পবদ্ধ হয়েছিল তাদের তদন্ত থেকে পালিয়ে এসেছিলে, আর সুবোধ ক্লুনীয় সন্ন্যাসীরা ভেবেছিল তোমাকে আর তোমার মতো অন্যদের আশ্রয় দিয়ে তারা একটা বদান্যতার কাজ করছে? কিন্তু বসন বদলালেই তো আত্মা থেকে ধর্মদ্বেষিতার ভ্রষ্টাচারের পাপ দূর করা যায় না, আর তাই আমরা এখানে এসেছি তোমার অনুতাপহীন আত্মার কন্দরে কী লুকিয়ে আছে আর এই পুণ্যস্থানে আসার আগে তুমি কী করেছিলে সেটা খুঁজে বের করার জন্য।'

BanglaBook.org

ভাণ্ডারী সতর্কতার সঙ্গে বললেন, 'আমার আত্মা নির্দোষ, আর আপনি ধর্মদ্বেষিতামূলক ভ্রষ্টাচার বলতে ঠিক কী বোঝালেন তা আমি জানি না।'

বিচারকদের উদ্দেশে বার্নার্ড চেঁচিয়ে উঠলেন, 'দেখলেন! এরা সবাই একরকম। এদের একজনকে যখন গ্রেফতার করা হয় তখন সে এমনভাবে বিচারের মুখামুখি হয় যেন তার বিবেক প্রশান্ত, খেদহীন। কিন্তু তারা এটা উপলব্ধি করে না যে, এটাই তাদের অন্যায়ের সবচাইতে বড়ো চিহ্ন, কারণ ন্যায়পরায়ণ মানুষ বিচারের কাঠগড়ায় অবিচলিত থাকেন না! তাকে জিগ্যেস করুন তাকে আমি কেন গ্রেফতারের নির্দেশ দিয়েছি, সে কথা সে জানে কি না। জানো রেমেজিও?'

ভাণ্ডারী জবাব দিলেন, 'সেটা আমি আপনার মুখ থেকেই শুনতে চাই, প্রভু।'

আমি অবাক হয়ে গেলাম, কারণ, আমার কাছে মনে হলো, ভাণ্ডারী কৃত্যমূলক প্রশ্নগুলোর জবাব একই রকম কৃত্যমূলক কথা দিয়েই দিচ্ছেন, যেন তিনি এই তদন্ত আর সেটার ফাঁদগুলোর রীতিগুলোর ব্যাপারে সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল, এবং এ ধরনের পরিণামের মুখোমুখি হওয়ার ব্যাপারে দীর্ঘদিনের প্রশিক্ষণও পেয়েছেন।

'এই যে!' চেঁচিয়ে উঠলেন বার্নার্ড, 'অনুতাপহীন ধর্মদ্বেষীর গৎবাঁধা জবাব! এরা শেয়ালের মতো নিজেদের পথচলার চিহ্ন মুছে ফেলে, এবং তাদের ধরা খুব মুশকিল হয়ে পড়ে, কারণ তাদের বিশ্বাসগুলো তাদেরকে পাওনা শাস্তি এড়াবার জন্য মিথ্যে কথা বলার অধিকার দেয়। বারবার তারা ঘোরানো-প্যাঁচোনো জবাব দিয়ে ইনকুইযিটরকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করে, যাকে এরই মধ্যে এসব ঘৃণ্য লোকজনের সংস্পর্শ সহ্য করতে হয়েছে। তাহলে, রেমেজিও, তোমার তাহলে কখনোই তথাকথিত ফ্রাতিচেল্লিদের সঙ্গে বা দরিদ্র জীবনের ফ্রায়ারদের সঙ্গে বা বেগার্ডদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল না?'

'দারিদ্র্য নিয়ে যখন দীর্ঘ বিতর্ক হয়েছে তখন আমি মাইনরাইটদের নানান উত্থান-পতন দেখিছি, কিন্তু আমি কখনোই বেগার্ড সম্প্রদায়ের লোক ছিলাম না।'

'দেখলেন তো!' বার্নার্ড ব'লে উঠলেন। সে বলছে সে কখনো বেগার্ড ছিল না কারণ বেগার্ডরা, যদিও ফ্রাতিচেল্লিদের ধর্মদ্বেষিতার তারা অংশভাগী, তারা ফ্রাতিচেল্লিদেরকে ফ্রান্সিসকান সম্প্রদায়ের একটি মৃত শাখা ব'লে মনে করে, এবং নিজেদেরকে আরো খাঁটি, আরো নিখুঁত ব'লে বিবেচনা করে। কিন্তু এক দলের অনেক আচার-ব্যবহারই আরেক দলের মতো। রেমেজিও, তুমি কি অস্বীকার করতে পারো যে তোমাকে দেওয়ালে মুখ লাগিয়ে গুটিশুটি মেরে বা হুডটা মাথায় টেনে দিয়ে সাষ্টাঙ্গে শায়িত অবস্থায় গীর্জায় দেখা গেছে, অন্য লোকজনের মতো দু'হাত জড়ো ক'রে হাঁটু গেড়ে বসা অবস্থায় নয়?'

'যথোপযুক্ত সময়ে সন্ত বেনেডিক্ট সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদেরও সাষ্টাঙ্গে শুয়ে থাকতে দেখা যায়...'

'যথোপযুক্ত সময়ে তুমি কী করেছ সে কথা আমি জানতে চাইছি না, বরং বে-সময়ে তুমি

কিভাবে শুয়ে ছিল সেটাই জানতে চাইছি! কাজেই এ কথা অস্বীকার কোরো না যে তুমি বেগার্ডদের স্বভাবসুলভ রকমে একটা নয় অন্য একটা ভঙ্গিতে ছিলে! কিন্তু তুমি তো বেগার্ড নও, একটু আগে বললে।...এখন আমাকে বলো তুমি কিসে বিশ্বাস করো?'

'একজন ভালো খৃষ্টানের যা কিছু বিশ্বাস করা উচিত তার সবই আমি বিশ্বাস করি, প্রভু।'

'পুণ্য জবাব! তা, একজন ভালো খৃষ্টান কী বিশ্বাস করে?'

'পবিত্র গীর্জা যা শিক্ষা দেয়।'

'কোন পবিত্র গীর্জা? সেই গীর্জা যেটাকে সেই বিশ্বাসীরা পুণ্য বলে মনে করে যারা নিজেদেরকে ত্রুটিহীন, ছদ্ম-অ্যাপসল, ধর্মদ্বেষী ফ্রাতিচেল্লি ব'লে, নাকি সেই গীর্জা যাকে তারা ব্যাবলিনের বেশ্যার সঙ্গে তুলনা করে, যে গীর্জায় ভক্তিমান আমরা সবাই বিশ্বাস করি?'

ভাণ্ডারী বললেন, 'প্রভু, কোন গীর্জাকে আপনি সত্য ব'লে মনে করেন আমাকে বলুন...

'আমি বিশ্বাস করি সেটা রোমক গীর্জা, এক, পুণ্য, এবং অ্যাপস্টলিক, পোপ আর তাঁর বিশপরা যেটার কর্তৃত্বে আছেন...'

'আমিও তাই বিশ্বাস করি,' ভাণ্ডারী বললেন।

ইনকুইযিটর চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, 'চমৎকার ধূর্ততা! de dicto[২] চমৎকার চতুরতা। আপনারা সবাই তার কথা শুনলেন : সে বলতে চায় যে আমি এই গীর্জায় বিশ্বাস করি, এবং সে কিসে বিশ্বাস করে সেটা উচ্চারণ করার দায় সে এড়িয়ে গেল! কিন্তু আমরা এসব পাশ কাটানো কৌশল ঠিকই বুঝতে পারি। আসল কথায় আসা যাক। তুমি কি বিশ্বাস করো যে আমাদের "প্রভু"-ই স্যাকরামেন্ট চালু করেছিলেন, যথার্থ অনুতাপ করতে হলে ঈশ্বরের ভৃত্যদের কাছে পাপস্বীকার করতে হবে, স্বর্গে যা বাঁধা ও খোলা হবে তা এই পৃথিবীতে বাঁধা ও খোলার ক্ষমতা রোমক গীর্জার আছে?'

'আমার কি তা বিশ্বাস করা উচিত নয়?'

'তোমার কী বিশ্বাস করা উচিত সে-কথা আমি তোমাকে জিগ্যেস করিনি, তুমি কী বিশ্বাস করো সে কথা জানতে চেয়েছি!'

'আপনি এবং চার্চের অন্য সব ভালো শিক্ষক আমাকে যা বিশ্বাস করতে আদেশ দেন আমি তার সবই বিশ্বাস করি।' ভীত ভাণ্ডারী বললেন।

'বটে! তা, তুমি যেসব ভালো শিক্ষকের কথা বলছ তারাই বোধহয় তোমার সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব দেয়, নাকি বলো? তুমি যখন ভালো শিক্ষকের কথা বলো তখন কি সেটাই বোঝাও? তোমার গভীর বিশ্বাসের ব্যাপারগুলোর স্বীকৃতি দেবার ক্ষেত্রে তুমি কি এই জঘন্য মিথ্যুকদেরই অনুসরণ করো? তুমি বলতে চাও, তারা যা বিশ্বাস করে তা যদি আমি বিশ্বাস করি তাহলে তুমি আমাকে বিশ্বাস করবে; নাহলে তুমি কেবল তাদেরকেই বিশ্বাস করবে!'

'আমি সে কথা বলিনি, প্রভু,' ভাণ্ডারী তোতলাতে তোতলাতে বলেন। 'আপনি আমাকে দিয়ে

BanglaBook.org

তা-ই বলাচ্ছেন। আমি আপনাকে বিশ্বাস করব, যদি আপনি আমাকে ভালো কী সে-বিষয়ে শিক্ষা দেন।'

'আহ্! কী হঠকারিতা!' টেবিলের ওপর মুষ্টাঘাত ক'রে বার্নার্ড চেঁচিয়ে উঠলেন। 'তোমার সম্প্রদায় তোমাকে বাঁধা বুলি শিক্ষা দেয়, আর সেটাই তুমি আপসহীন একগুঁয়েমির সঙ্গে স্মৃতি থেকে পুনরাবৃত্তি করছ। তুমি বলছ তোমার সম্প্রদায় যা ভালো ব'লে গণ্য করে আমি যদি কেবল তা-ই প্রচার করি, তাহলেই তুমি আমাকে বিশ্বাস করবে। ছদ্ম প্রেরিত-শিষ্যরা (pseudo apostles) বা ছদ্ম সুসমাচার প্রচারকারীরা সব সময় এভাবেই জবাব দিয়েছে, আর সেভাবেই তুমি জবাব দিচ্ছ এখন, সম্ভবত এ কথা উপলব্ধি না ক'রেই, কারণ ইনকুইযিটরদের ধোঁকা দেয়ার জন্য একসময় তোমাকে যে-কথা শেখানো হয়েছিল তা-ই আবার তোমার মুখ থেকে বের হচ্ছে। আর কাজেই, তুমি তোমার নিজের কথা দিয়েই নিজেকে অভিযুক্ত করছো, এবং আমার যদি ইনকুইযিশনের ব্যাপারে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা না থাকত তাহলে আমি তোমার ফাঁদে প'ড়ে যেতাম...কিন্তু এবার আসল প্রশ্নে আসা যাক, ন্যায়ভ্রষ্ট মানব! গেরার্দো সেগারেল্লি পার্মার নামটা শুনেছ কখনো?'

ভাণ্ডারীর চেহারাটা পাণ্ডুর হয়ে গেল, অবশ্য যদি এমন একটা বিধ্বস্ত মুখে কেউ আলাদা ক'রে রক্তশূন্যতার কথা বলতে পারে। তিনি বললেন, 'মানুষকে তার কথা বলতে শুনেছি।'

'নেভারার ফ্রা দলচিনোর নাম শুনেছ কখনো?'

'মানুষকে তার কথা বলতে শুনেছি।'

'সামনাসামনি কখনো দেখেছ তাকে, কথা বলেছ তার সঙ্গে?'

ভাণ্ডারী কিছুক্ষণের জন্য নীরব রইলেন, যেন পরিমাপ ক'রে নিতে চাইছেন সত্যটার একটা অংশের কথা বলতে গিয়ে কতটা যাবেন। এরপর তিনি মনস্থির করলেন, এবং তারপর, দুর্বল কণ্ঠে বললেন, 'আমি তাঁকে দেখেছি, তাঁর সঙ্গে কথাও বলেছি।'

'আরো জোরে!' বার্নার্ড চেঁচিয়ে উঠলেন। 'শেষ পর্যন্ত তোমার মুখ থেকে ফসকানো একটি সত্য বচন শোনা যাক! কখন কথা বলেছিলে তার সঙ্গে?'

ভাণ্ডারী বললেন, 'প্রভু, আমি যখন নোভারার কাছের একটা কনভেন্টের সন্ন্যাসী ছিলাম তখন দলচিনোর লোকজন সেখানে জমায়েত হয়েছিল, এবং তারা এমনকি আমার কনভেন্টের পাশ দিয়েও গিয়েছিল, এবং তারা কে ছিল প্রথমে আমি ঠিকমতো জানতাম না...'

'মিথ্যে বলছ তুমি! বারাজিনের একজন ফ্রান্সিসকান কী ক'রে নোভারা এলাকার কনভেন্টে থাকতে পারে? কনভেন্টে ছিলে না তুমি, আগে থেকেই ফ্রাতিচেল্লিদের একটা দলের সদস্য ছিলে, যে-দলটা ওইসব এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল, ভিক্ষা ক'রে জীবিকা নির্বাহ করত; আর তার পর তুমি দলচিনীয়দের দলে যোগ দিয়েছিলে!'

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ভাণ্ডারী বললেন, 'আপনি এত জোর দিয়ে কথাটা কিভাবে বলতে পারেন, স্যার?'

BanglaBook.org

'সেটা আমি কিভাবে বলতে পারি, সত্যি বলতে কি, আমাকে বলতেই হচ্ছে, তা আমি বলছি তোমাকে,' বার্নার্ড বললেন, এবং তিনি সালভাতোরেকে ভেতরে আনার হুকুম দিলেন

হতভাগ্য লোকটাকে দেখে – যে কিনা নিশ্চিতভাবেই গোটা রাতটা তার নিজের জেরার মুখোমুখি হয়ে কাটিয়েছে, জনসমক্ষে নয়, বরং তার চাইতে ঢের কঠোর এক জেরা – করুণায় আর্দ্র হয়ে উঠল। আগেই বলেছি, সালভাতোরের মুখটা, দেখতে ভয়ংকর, কিন্তু সেই সকালে সেটা আগের যে-কোনো সময়ের চাইতে আরো বেশি জান্তব বলে মনে হলো। আর সেটাতে কোনো হিংস্রতার চিহ্ন না থাকলেও যেভাবে তার শৃঙ্খলিত দেহটা নড়াচড়া করছিল, অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো শিথিল, হাঁটতে প্রায় অক্ষম, যেভাবে তাকে ধনুর্ধারীরা রশি দিয়ে বাঁধা একটা বাঁদরের মতো টেনে নিয়ে আসছিল, তাতেই খুব পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছিল তার জিজ্ঞাসাবাদ কিভাবে হয়েছিল।

আমি উইলিয়ামকে বিড়বিড় ক'রে বললাম, 'বার্নার্ড লোকটার ওপর নির্যাতন চালিয়েছেন...'

উইলিয়াম বললেন, 'মোটেই না। ইনকুইযিটর কখনো কারো ওপর নির্যাতন চালায় না। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সব সময় সেকুলার আর্মের জিম্মায় রাখা হয়।'

'কিন্তু সেটা ওই একই কথা!' আমি বললাম।

'একদমই নয়। ইনকুইযিটরের জন্য ব্যাপারটা এক নয়, তার হাতে কোনো দাগ লাগে না, বা, অভিযুক্তের জন্যও নয়, যে কিনা ইনকুইযিটরের আগমনের পর হঠাৎ ক'রে তার কাছে একটা ভরসা খুঁজতে চায়, তার যন্ত্রণার একটা বিরাম, আর তখন সে মন খুলে কথা ব'লে যায়।'

আমি আমার গুরুর দিকে তাকালাম। বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে বললাম, 'আপনি কৌতুক করছেন।'

'এসব কি কৌতুককর ব্যাপার বলে মনে হয়?' উইলিয়াম জবাব দিলেন।

বার্নার্ড এখন সালভাতোরেকে জেরা করছেন, এবং হতবুদ্ধি, একটা বেবুনের অবস্থায় পর্যবসিত হওয়া লোকটা তার উত্তরে যা বলল আমার কলম সেই ভাঙা ভাঙা কথাগুলো তুলে ধরতে অক্ষম– যে-কথাগুলো কিনা আগের যে-কোনোগুলোর চাইতে অর্থহীন – অবশ্য তা যদি সম্ভব হয়, এবং তার কথা বুঝতে সবারই খুব কষ্ট হলো। বার্নার্ড এমনভাবে প্রশ্ন করলেন, যাতে সালভাতোরে কেবল হ্যাঁ আর না ছাড়া কোনোভাবে উত্তর দিতে পারল না, এবং তাঁর পরিচালনায় সালভাতোরের পক্ষে কোনো মিথ্যে কথা বলা সম্ভব হলো না। এবং সালভাতোরে কী বলল তা আমার পাঠকেরা সহজেই কল্পনা ক'রে নিতে পারেন। রাতে সে যা বলেছিল সেটাই সে বলল, বা নিশ্চিত করল, যার খানিকটা আমি এরই মধ্যে নানান সূত্র থেকে জোড়া দিয়ে নিয়েছিলাম: ফ্রাতিচেল্লো, রাখাল, আর ছদ্ম প্রেরিত-শিষ্য হিসেবে তার ঘোরাঘুরি, আর ফ্রা দলচিনোর কালে কিভাবে রেমেজিওর সঙ্গে দলচিনীয়দের মধ্যে তার দেখা, মন্তে রেবেল্লোর যুদ্ধের পর তার সঙ্গে পলায়ন, আর তারপর নানান উত্থান-পতন পেরিয়ে কাসালির কনভেন্টে আশ্রয় নেয়া। এরপর সে যোগ করে যে, ধর্মদ্বেষীশ্রেষ্ঠ দলচিনো, পরাজয় আর গ্রেফতারের মুখে, রেমেজিওর কাছে কিছু চিঠিপত্র বিশ্বাস-ক'রে রাখতে দেয়, সেগুলো কোথাও বা কাউকে নিয়ে গিয়ে দেবার জন্য, যদিও কাকে বা কোথায় সে-কথা

BanglaBook.org

সালভাতোরে জানে না। এবং রেমেজিও সেই চিঠিগুলো সব সময় বয়ে বেড়িয়েছেন, কাউকে সেগুলো দেয়ার সাহস হয়নি তাঁর, এবং মঠে তাঁর আগমনের পর, নিজের কাছে সেগুলো রাখতে ভয় পেয়ে, সেগুলো তিনি বিশ্বাসভরে গ্রন্থাগারিকের হাতে তুলে দেন, হ্যাঁ, মালাকির কাছে, যাঁর সেগুলো এডিফিকিয়ুমের কোনো কুলুঙ্গিতে লুকিয়ে রাখার কথা ছিল।

সালভাতোরে যখন কথা বলছিল, ভাণ্ডারী তখন ঘৃণা নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে ছিলো. এবং এক পর্যায়ে সে চিৎকার ক'রে ওঠা থেকে নিজেকে আর বিরত রাখতে পারলেন না, 'সাপ, কামুক বাঁদর, আমি তোর বাপ, বন্ধু, বর্ম ছিলাম, আর এইভাবে তুই তার প্রতিদান দিলি!'

সালভাতোরে তার রক্ষাকর্তার দিকে তাকাল, এখন যাঁর নিজেরই সুরক্ষা দরকার, তারপর খানিকটা কসরত ক'রে বলল, 'প্রভু রেমেজিও, যখন পেরেছি আমি আপনার লোক ছিলাম। আর, আমার কাছে আপনি ছিলেন dilectissimo[৩]। কিন্তু আপনি তো প্রধান কন্সটেবলের পরিবারের কথা জানেন। Qui non habet caballum vadat cum pede…

'পাগল!' রেমেজিও আবার তার প্রতি চেঁচিয়ে উঠলেন। 'তুই কি নিজেকে বাঁচাবার আশা করিস? তুই নিজেও ধর্মদ্বেষী হিসেবে মারা যাবি, বুঝলি? বল তুই নির্যাতনের মুখে এসব বলছিস; বল, এগুলো সব তোর কল্পনা!'

'আমি কী জানি, প্রভু, আমি জানি এই heresias[৪]-দের কী বলে Patarini, gazzesi, leoniste, arnaldiste, speroniste, circoncisi…আমি homo literatus না। আমি কোনো malicia নিয়ে পাপ করিনি, আর সিনর বার্নার্ডো Magnificentissimo সে কথা জানেন, আর আমি তার indulgencia-য় ভরসা করি in nomine patre et filio spiritis Sanctis…'

'আমরা ততটাই ক্ষমাপ্রবণ হব যতটা আমাদের দায়িত্বভার আমাদের অনুমতি দেবে,' ইনকুইযিটর বললেন, 'এবং তুমি যে শুভ কামনা নিয়ে তোমার চৈতন্যকে উন্মুক্ত ক'রে দিয়ে সেটা আমরা পিতৃসুলভ বদান্যতা নিয়ে বিবেচনা ক'রে দেখব। এখন যাও, গিয়ে তোমার কুঠুরিতে ব'সে ব'সে ভাবো, আর প্রভুর করুণায় আস্থা রাখো। এবার আমাদেরকে একেবারে ভিন্ন মর্মার্থবিশিষ্ট একটা প্রশ্ন নিয়ে তর্কে নামতে হচ্ছে। তো, রেমেজিও, তুমি তাহলে দলচিনোর কিছু চিঠিপত্র বয়ে বেড়াচ্ছিলে, এবং সেগুলো তুমি গ্রন্থাগারের দায়িত্বপ্রাপ্ত তোমার সন্ন্যাসী ভাইয়ের কাছে দিয়েছ...'

'এ কথা সত্যি নয়, সত্যি নয়!' ভাণ্ডারী কেঁদে উঠলেন, যেন এমন ধরনের প্রতিরোধ এখনো কাজে লাগতে পারে। আর, সত্যিই, তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বার্নার্ড মাঝখানে কথা ব'লে উঠলেন, 'কিন্তু এ কথা তোমার কাছ থেকে যাচাই করা হবে না করবেন হিল্ডেসহাইমের মালাকি।'

তিনি গ্রন্থাগারিককে ডাকালেন, কিন্তু উপস্থিতজনদের মধ্যে মালাকি ছিলেন না। আমি জানতাম তিনি তখন হয় স্ক্রিপ্টোরিয়ামে, অথবা শুশ্রূষাগারের কাছে, বেন্নোকে আর সেই বইটা খুঁজছেন। ওরা তাঁকে নিয়ে আসতে গেল, এবং যখন তিনি এলেন – বিধ্বস্ত, সবার নজর এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টায় রত – তখন উইলিয়াম অসন্তোষভরা ভরা কণ্ঠে বিড়বিড় ক'রে বললেন, 'বেন্নোর এখন যা ইচ্ছে তা করার কোনো বাধা রইল না।' কিন্তু তিনি ভুল বলেছিলেন, কারণ দেখলাম

BanglaBook.org

দরজার কাছে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়ে থাকা অন্য সন্ন্যাসীদের ঘাড়ের ওপর দিয়ে বেন্নোর মুখখানা উঁকি দিচ্ছে, জিজ্ঞাসাবাদ কেমন চলছে তা দেখার জন্য। তার দিকে আঙুল তুলে উইলিয়ামকে দেখিয়ে দিলাম। আমরা ভাবলাম এখানে কী ঘটছে সে-ব্যাপারে বেন্নোর কৌতূহল বইটার প্রতি তার কৌতূহলের চাইতে বেশি। পরে জেনেছিলাম, ততক্ষণে সে তার নিজের স্বার্থে একটা হীন চুক্তি ক'রে ফেলেছিল।

মালাকি বিচারকদের সামনে হাজির হলেন, একবারের জন্যও ভাণ্ডারীর সঙ্গে চোখে চোখ রাখলেন না তিনি।

বার্নার্ড বললেন, 'মালাকি, আজ সকালে, সালভাতোরের রাতের স্বীকারোক্তির পর, আমি আপনাকে জিগ্যেস করেছিলাম আপনি এখানে উপস্থিত অভিযুক্তের কাছ থেকে কোনো চিঠিপত্র গ্রহণ করেছিলেন কি না...'

ভাণ্ডারী আর্তনাদ ক'রে উঠলেন, 'মালাকি! আপনি দিব্যি দিয়ে বলেছিলেন আপনি আমার কোনো ক্ষতি করবেন না।'

মালাকি এতক্ষণ অভিযুক্তের দিকে পেছন ফিরে ছিলেন, এবার তিনি তাঁর দিকে সামান্য ঘুরলেন, তারপর নিম্নকণ্ঠে বললেন, 'আমি মিথ্যে দিব্যি দিইনি। তোমার ক্ষতি যদি আমি করতে পারতাম তাহলে সে ক্ষতি এরই মধ্যে করা হয়ে গেছে। আজ সকালেই চিঠিগুলো প্রভু বার্নার্ড-এর কাছে দিয়ে দেয়া হয়েছে, তুমি সেভেরিনাসকে খুন করার আগেই...'

'কিন্তু আপনি তো জানেন, আপনি নিশ্চয়ই জানেন। আমি সেভেরিনাসকে খুন করিনি! আপনি জানেন, কারণ আমি যাওয়ার আগেই ওখানে আপনি ছিলেন।'

'আমি?' মালাকি বললেন। 'ওরা তোমাকে আবিষ্কার করার পর আমি ওখানে গিয়েছি।'

বার্নার্ড বাগড়া দিলেন, 'সে যা-ই হোক, সেভেরিনাসের গবেষণাগারে তুমি কী খুঁজছিলে রেমেজিও?

ঘোরলাগা চোখে উইলিয়ামের দিকে তাকালেন ভাণ্ডারী, তারপর মালাকির দিকে, তারপর আবার বার্নার্ডের দিকে। 'কিন্তু আজ সকালে আমি...আমি শুনলাম এখানে উপস্থিত ব্রাদার উইলিয়াম সেভেরিনাসকে কিছু কাগজপত্রের ওপর নজর রাখতে বলছেন...আর গত রাত থেকে, সালভাতোরে ধরা পড়ার পর থেকে আমি চিঠিগুলোর ভয়ে কাঁটা হয়ে আছি...'

'তার মানে তুমি চিঠিগুলোর ব্যাপারে কিছু জানো!' বার্নার্ড জয়োল্লাসে ফেটে পড়লেন। ভাণ্ডারী এখন ফাঁদে প'ড়ে গেলেন। দুটো প্রয়োজনের মাঝখানে আটকে গেলেন তিনি ধর্মদ্বেষিতার অভিযোগ থেকে নিজেকে মুক্ত করা, আর খুনের সন্দেহ দূর করা। নিশ্চিতভাবে তিনি সহজাতভাবেই দ্বিতীয় অভিযোগটার মুখোমুখি হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, কারণ এবার তিনি আর কোনো নিয়মকানুন মেনে, কোনো পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করছিলেন না। 'চিঠিগুলোর ব্যাপারে আমি পরে কথা বলব।...ওগুলো কী ক'রে আমার হাতে এলো তা আমি খুলে

BanglaBook.org

বলব...আমি বলব...কিন্তু আজ সকালে কী হয়েছিল সে কথা আমাকে বলতে দিন। সালভাতোরেকে প্রভু বার্নার্ডের হাতে ধরা পড়তে দেখে আমি বুঝতে পারি এই চিঠিগুলো নিয়ে কথা হবে; বছরের পর বছর ধরে এই চিঠিগুলোর স্মৃতি আমার মনকে একটা যন্ত্রণার মধ্যে রেখেছিল...তারপর, যখন আমি উইলিয়াম আর সেভেরিনাসকে এই চিঠিগুলো নিয়ে কথা বলতে শুনলাম তখন...ঠিক বলতে পারব না...ভয়ে কাবু হয়ে গিয়ে...আমি ভাবলাম মালাকি সেগুলোর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে চিঠিগুলো সেভেরিনাসকে দিয়ে দিয়েছেন।...আমি সেগুলো নষ্ট ক'রে ফেলতে চেয়েছিলম, কাজেই আমি সেভেরিনাসের কাছে গেলাম।...দরজাটা খোলাই ছিল, এবং সেভেরিনাস ততক্ষণে ম'রে গেছে, তখন আমি সেই চিঠিগুলোর খোঁজে তার জিনিসপত্রগুলো ঘাঁটতে শুরু করি।...আমি স্রেফ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম...'

উইলিয়াম আমার কানে ফিসফিস ক'রে বললেন, 'নির্বোধ বেচারা, একটা বিপদের ভয়ে সে একেবারে সোজা আরেকটার ভেতর গিয়ে ঝাঁপ দিল...'

'ধ'রে নেয়া যাক তুমি প্রায় – আমি বলছি, প্রায়-সত্য কথা বলছ,' বার্নার্ড ভাণ্ডারীর কথায় বাগড়া দিলেন। 'তুমি ভেবেছিলে সেভেরিনাসের কাছে চিঠিগুলো রয়েছে, আর তাই তুমি তার গবেষণাগারে সেগুলো খোঁজ করেছিলে। কিন্তু কেন তোমার মনে হলো যে ওগুলো তার কাছে রয়েছে? কেন তুমি আগে অন্যান্য ব্রাদারকে খুন করেছিলে? তুমি কি তাহলে হয়ত ভেবেছিলে যে ওই চিঠিগুলো কিছুদিন ধ'রে নানান লোকের হাতে হাতে ঘুরছিল? পুড়িয়ে মারা ধর্মদ্বেষীদের স্মারক চিহ্ন এই মঠে আসাটা কি তাহলে একটা স্বাভাবিক ঘটনা?'

লক্ষ করলাম, কথাটা শুনে মোহান্ত চমকে উঠলেন। ধর্মদ্বেষীদের স্মারকচিহ্ন সংগ্রহের অভিযোগের চাইতে বেশি বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ আর কিছুই হতে পারে না, এবং বার্নার্ড খুব ধূর্তভাবে ধর্মদ্বেষিতার সঙ্গে খুনগুলোকে, এবং সবকিছুকে মঠের জীবনযাত্রার সঙ্গে জড়িয়ে দিলেন। ভাণ্ডারী আমার চিন্তাধারায় বিঘ্ন ঘটালেন; তিনি চিৎকার ক'রে বলতে লাগলেন অন্যান্য অপরাধের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই। বার্নার্ড প্রশ্রয়সূচকভাবে তাঁকে শান্ত করলেন : আপাতত তাঁরা এ বিষয় নিয়ে আলাপ করছেন না, রেমেজিওকে ধর্মদ্বেষিতামূলক একটি অপরাধের সূত্রে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে, এবং (এখানে এসে বার্নার্ডের গলা কঠোর হয়ে গেল) সেভেরিনাসের কথা ব'লে নিজের ধর্মদ্বেষিতামূলক অতীত থেকে মনোযোগ সরিয়ে নেবার, বা মালাকির ওপর সন্দেহ চাপানোর চেষ্টা করা তাঁর উচিত হবে না। কাজেই চিঠির প্রসঙ্গে ফিরে আসাই উচিত হবে তাঁর।

সাক্ষীর উদ্দেশে তিনি বললেন, 'হিল্ডেশায়েম-এর মালাকি, এখানে আপনি আসামী নন। আজ সকালে আপনি কোনো কিছু লুকোবার চেষ্টা না ক'রে আমার বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন এবং অনুরোধ রক্ষা করেছেন। এখন, সকালে আপনি আমাকে যা যা বলেছেন সেগুলোই আবার বলবেন, এবং আপনার ভয়ের কিছু নেই।'

মালাকি বললেন, 'আজ সকালে আমি যা বলেছি সে কথাই আবার বলছি। এখানে আসার কিছুদিনের মধ্যে রেমেজিও রান্নাঘরের দায়িত্ব নেন, এবং কর্তব্যসংক্রান্ত কারণে প্রায়ই আমাদের

BanglaBook.org

দেখা হতো – গ্রন্থাগারিক হিসেবে আমার দায়িত্ব পুরো এডিফিকুয়ামটা বন্ধ করা, আর তার ফলে, রান্নাঘরটাও। এ কথা অস্বীকার করার আমার কোনো কারণ ঘটেনি যে, আমাদের দু'জনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব গ'ড়ে ওঠে, এবং এই মানুষটির ব্যাপারে কোনো সন্দেহ জাগারও কোনো কারণ ছিল না আমার। তিনি আমাকে বলেছিলেন তাঁর কাছে গোপনীয় কিছু কাগজপত্র আছে, যেগুলো স্বীকারোক্তির সময়ে বিশ্বাস ক'রে তার হাতে তুলে দেয়া হয়েছিল, এবং সেগুলো বিধর্মী কোনো হাতে পড়া উচিত হবে না, এবং সেগুলো তিনি নিজের কাছে রাখতে সাহস পাচ্ছিলেন না। যেহেতু আমি মঠটার এমন একটা অংশের দায়িত্বে ছিলাম যেখানে অন্য কারো যাওয়া নিষেধ, তাই তিনি আমাকে ওগুলো লোকের কৌতূহলী দৃষ্টি থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে বলেছিলেন, এবং আমি রাজি হয়েছিলাম, কখনো সন্দেহই করিনি যে কাগজপত্রগুলো ধর্মদ্বেষীমূলক হতে পারে, বা রাখার পর সেগুলো প'ড়েও দেখিনি...আমি সেগুলো রান্নাঘরের গোপন কামরাগুলোর মধ্যে সবচাইতে দুরধিগম্য একটি কামরায় রেখে দিয়েছিলাম, আর তারপর ব্যাপারটার কথা আমার আর মনেও ছিল না, আজ সকাল পর্যন্ত, যখন ইনকুইযিটর প্রভু আমার কাছে সেই কাগজপত্রগুলোর প্রসঙ্গ তোলেন, আর তখন আমি সেগুলো এনে তাঁর হাতে তুলে দিই...'

ভুরুজোড়া কুঁচকে এবার মোহান্ত কথা বলতে শুরু করলেন। 'ভাণ্ডারী আর আপনার মধ্যেকার এই চুক্তির কথা আপনি আমাকে জানাননি কেন? গ্রন্থাগার সন্ন্যাসীদের জিনিস রাখার জায়গা নয়!' মোহান্ত এটা পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলেন যে মঠের সঙ্গে এই বিষয়টি কোনো সংশ্রব নেই।

হতবিহ্বল মালাকি জবাব দিলেন, 'প্রভু, ব্যাপারটাকে আমার সে-রকম জরুরী ব'লে মনেই হয়নি। আমি বিদ্বেষহীনভাবে পাপ করেছি।'

বার্নার্ড অন্তরঙ্গ সুরে বললেন, 'অবশ্যই, অবশ্যই, আমরা সবাই নিশ্চিত যে গ্রন্থাগারিক সরল বিশ্বাসেই কাজটা করেছেন, আর এই আদালতের সঙ্গে তাঁর আন্তরিক সহযোগিতাই সেটার প্রমাণ। তাঁর অতীতের এই অবিবেচনাপ্রসূত কাজের জন্য তাঁকে গুরুতর শাস্তি না দেবার জন্য আমি দয়াবতারকে ভ্রাতৃপ্রতিমভাবে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি। আমরা মালাকিকে বিশ্বাস করি। এবং এখন আমরা তাঁকে কেবল এটা বলছি, তিনি যেন শপথ ক'রে এটা নিশ্চিত ক'রে জানান যে, আমি তাঁকে এখন যে-সমস্ত কাগজপত্র দেখাব সেগুলোই তিনি আজ সকালে আমাকে দিয়েছিলেন, আর সেগুলোই ব্যারাজিনের রেমেজিও বেশ ক'বছর আগে তাঁর হেফাজতে রেখেছিল, এই মঠে আসার পর।' টেবিলে প'ড়ে থাকা কাগজপত্রগুলোর মধ্যে থেকে দুটো পার্চমেন্ট মেলে ধরলেন তিনি। মালাকি সেগুলোর দিকে তাকালেন, তারপর দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, 'আমি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, সর্বাপেক্ষা পবিত্র কুমারী, এবং সব সন্তের দিব্যি দিয়ে বলছি যে এগুলোই সেই কাগজ।'

বার্নার্ড বললেন, 'এটাই আমার জন্য যথেষ্ট। আপনি যেতে পারেন, হিল্ডেশায়েমের মালাকি।'

নত-মস্তক মালাকি দরজার কাছে পৌছুবার ঠিক আগে হলঘরের এক পাশে সমবেত কৌতূহলী লোকজনের ভিড়ের মধ্যে থেকে আসা একটা গলা শোনা গেল 'তুমি তার চিঠিগুলো লুকিয়ে রেখেছিলে, আর সে তোমাকে রান্নাঘরের ভেতর নবিশদের পাছা দেখিয়েছিল!' হাসির একটা হররা

BanglaBook.org

বয়ে গেল, এবং অন্যদের ডানে-বামে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে মালাকি দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেলেন। আমি দিব্যি দিয়ে বলতে পারতাম, গলাটা আয়মারো-র, তবে কথাগুলো বলা হয়েছে চিৎকার ক'রে, এবং অত্যন্ত চড়া গলায়। মুখটা নীলাভ লাল হয়ে উঠল মোহান্তের; তিনি চিৎকার ক'রে সবাইকে চুপ থাকতে বললেন, এবং সবাইকে ভয়ংকর শাস্তির হুমকি দিয়ে সন্ন্যাসীদেরকে হলঘর ত্যাগ করার আদেশ দিলেন। বার্নার্ড একটা ক্রূর হাসি হাসলেন। হলঘরের এক কোণে, কার্ডিনাল বার্ট্রান্ড জাঁ দি অ্যানু-র কানের কাছে ঝুঁকে প'ড়ে তাঁকে কী যেন বললেন। অন্যজন তাঁর হাত দিয়ে মুখটা ঢেকে মাথা নিচু করলেন, যেন তিনি কাশছেন। উইলিয়াম আমাকে বললেন, 'ভাণ্ডারী কেবল নিজের স্বার্থেই কেবল একজন যৌন পাপী নন; উনি মেয়েমানুষ জোগানদাতা হিসেবেও কাজ করেছেন। কিন্তু সেসব নিয়ে বার্নার্ড-এর মাথাব্যথা নেই, কেবল এটুকু ছাড়া যে ব্যাপারটা সাম্রাজ্যের তরফের মধ্যস্থতাকারী অ্যাবোর জন্য অস্বস্তিকর...'

বার্নার্ডের জন্য তাঁর কথায় বাধা পড়ল, কারণ তিনি এখন সরাসরি তাঁকে লক্ষ্য ক'রে বলে উঠলেন : 'ব্রাদার উইলিয়াম, আমি এটাও জানতে আগ্রহ বোধ করছি আপনার কাছ থেকে যে আজ সকালে সেভেরিনাসের সঙ্গে আপনি কোন সব কাগজপত্রের কথা আলাপ করছিলেন, যখন ভাণ্ডারী ঘটনাক্রমে আপনাদের কথা শুনে ফেলে ভুল বুঝেছিল?'

উইলিয়াম বার্নার্ডের স্থিরদৃষ্টিটা ফিরিয়ে দিলেন। 'আসলেই তিনি আমাকে ভুল বুঝেছিলেন। আমরা আইয়ুব আল-রুহাবির লেখা সারমেয়সংক্রান্ত জলাতঙ্ক নিয়ে লেখা একটা গবেষণাধর্মী রচনার কপির কথা বলছিলাম; অসাধারণ পাণ্ডিত্যপূর্ণ সেই বইটার খ্যাতি নিশ্চয়ই আপনার কানেও পৌঁছেছে, এবং সেটা নিশ্চয়ই আপনারও অনেক উপকারে এসেছে। আইয়ুব বলছেন, পঁচিশটি সুস্পষ্ট চিহ্ন দেখে জলাতঙ্ক শনাক্ত করা যেতে পারে...'

বার্নার্ড, যিনি ডমিনিকান (Dominican) ডমিনি কেইন (Domini canes[৫]), প্রভুর কুকুর সম্প্রদায়ভুক্ত, আরেকটা লড়াই করার জন্য সময়টাকে উপযুক্ত ব'লে মনে করলেন না। তিনি দ্রুত ব'লে উঠলেন, 'তাহলে তো ব্যাপারটা বিবেচনাধীন এই ঘটনাসংক্রান্ত কিছু নয়।' এরপর বিচার চলতে থাকল।

'আমরা তোমার কাছেই ফিরে আসি, মাইনরাইট ব্রাদার রেমেজিও, জলাতঙ্কগ্রস্ত কুকুরের চাইতেও তুমি ঢের বেশি বিপজ্জনক। ব্রাদার উইলিয়াম যদি গত কয়েক দিনে কুকুরের লালার চাইতে ধর্মদ্রোহীদের লালার প্রতি বেশি মনোযোগ দিয়ে থাকেন, তাহলে সেক্ষেত্রে তিনি হয়ত এটাও আবিষ্কার করেছেন যে এই মঠে কী ভয়ংকর এক বিষধর সাপ বাসা বেঁধেছিল। সেই চিঠিগুলোর কাছেই ফিরে যাই আমরা। তো, আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে সেগুলো তোমার হাতে ছিল, এবং যেন সেগুলো খুবই বিষাক্ত একটা জিনিস এমনভাবে সেগুলো তুমি লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করেছিলে, আর জানি যে তুমি যে আসলেই খুন করেছিলে' – এই ব'লে তিনি এমন একটা ভঙ্গি করলেন যাতে কোনো ধরনের অস্বীকৃতি জানানোর অবকাশ না থাকে – 'আর খুনগুলো নিয়ে আমরা পরে কথা বলব...মানে আমি বলছিলাম যে তুমি খুন করেছ, যাতে ক'রে সেগুলো কখনোই আমার হাতে না পড়ে। তো, এই কাগজগুলোকে তুমি তোমার ব'লে চিনতে পারছ?'

BanglaBook.org

ভাণ্ডারী কোনো জবাব দিলেন না, কিন্তু তাঁর নীরবতাই যথেষ্ট প্রাঞ্জল ছিল। কাজেই, বার্নার্ড চেপে ধরলেন 'তা, এই কাগজপত্রগুলো কিসের? এগুলো হচ্ছে ধর্মদ্বেষীশিরোমণি দলচিনোর গ্রেপ্তারের দিনকয়েক আগে তার নিজ হাতে লেখা দুটো পৃষ্ঠা। এগুলো সে তার এক শিষ্যের কাছে বিশ্বাস ক'রে রাখতে দিয়েছিল, কথা ছিল সেগুলো সে তখনো ইতালিতে ছড়িয়ে-থাকা তাদের সম্প্রদায়ের অন্যদের কাছে নিয়ে যাবে। ওখানে কী লেখা আছে তার সবকিছু আমি আপনাদের প'ড়ে শোনাতে পারি, কী ক'রে দলচিনো – তার আসন্ন পরিণতির কথা ভেবে ভীত হয়ে – শয়তানের কাছে, যদিও সে বলে যে ভ্রাতৃকুলের কাছে, বিশ্বাসভরে একটা বার্তা রেখে যায়! সে তাদেকে সান্ত্বনা দেয়, আর যদিও এখানে সে যে তারিখগুলোর কথা বলেছে সেগুলোর সঙ্গে তার আগের চিঠিগুলোর তারিখ মিলছে না – ১৩০৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট ফ্রেডেরিকের হাতে সব পাদ্রী সম্পূর্ণ ধ্বংস হবে ব'লে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল – অথচ তার পরেও সে ঘোষণা করছে এই ধ্বংস বেশি দূরে নয়। ধর্মদ্বেষীশিরোমণি আরো একবার মিথ্যে কথা বলছিল, কারণ সেই তারিখের পর বিশ বছরেরও বেশি পার হয়ে গেছে কিন্তু তার পাপপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণীর কোনোটিই ফলেনি। কিন্তু আমরা এসব ভবিষ্যদ্বাণীর হাস্যকর প্রমাণহীন-অনুমান নিয়ে কথা বলতে আসিনি, এসেছি বরং এই সত্যটা নিয়ে কথা বলতে যে রেমেজিও সেসবের বাহক ছিল। তা, কালাপাহাড়ী, অনুতাপহীন সন্ন্যাসী, তোমার যে ছদ্ম-প্রেরিত শিষ্যদের কাছে গতায়াত এবং তাদের সঙ্গে সহাবস্থান ছিল সেকথা কি তুমি এখনো অস্বীকার করতে পারো?'

এই পর্যায়ে ভাণ্ডারী আর অস্বীকার করতে পারলেন না। তিনি বললেন, 'প্রভু, আমার যৌবন শোচনীয়তম ভুলে পরিপূর্ণ ছিল। দলচিনোর ধর্মোপদেশ শোনার পর, "দরিদ্র জীবন"-এর প্রবক্তা ফ্রায়ারদের কথায় তার আগে থেকেই প্রলুব্ধ থাকার পরেও, আমি তার কথায় বিশ্বাস স্থাপন ক'রে তার দলে যোগ দিয়েছিলাম। হ্যাঁ, এ কথা সত্য যে ব্রেসিয়া এবং বার্গামো এলাকায় আমি তাদের সঙ্গে ছিলাম, ছিলাম কোমো আর ভালসেসিয়ায়, তাদের সঙ্গে আমি ছিলাম রাসা উপত্যকার "ন্যাড়া পাহাড়ে" আর শেষ পর্যন্ত মন্তে রেবেল্লোতে। কিন্তু কখনো কোনো মন্দ কাজে অংশ নিইনি আমি, এবং ওরা যখন লুটতরাজ আর সহিংসতা শুরু করে তখনো আমি নিজের মধ্যে সেই নম্রতার চেতনা বজায় রেখেলিাম, যা কিনা ফ্রান্সিসের সন্তানদের গুণ, আর খোদ মন্তে রেবেল্লোতে আমি দলচিনোকে বলেছিলাম যে তাদের যুদ্ধে শামিল হওয়ার ক্ষমতা আমার আর রয়েছে ব'লে আমি মনে করি না, এবং তখন তিনি আমাকে চ'লে যাওয়ার অনুমতি দেন, কারণ, তিনি বললেন, তিনি কাপুরুষদের পছন্দ করেন না, তবে তিনি কেবল সেই চিঠিগুলো আমাকে তাঁর হয়ে বোলোনিয়া নিয়ে যেতে বলেন...

কার্ডিনাল বার্নাড জিগ্যেস করলেন, 'কার কাছে?'

'তার কিছু উগ্র সমর্থকদের কাছে, যাদের নাম আমার ধারণা আমি মনে করতে পারব, আর সেগুলো মনে এলে আমি আপনাকে জানিয়ে দেব, প্রভু।'

রেমেজিও দ্রুতই তা জানিয়ে দিলেন। তিনি এমন কিছু মানুষের নাম বললেন যে-নামগুলো কার্ডিনাল বার্ট্রান্ড-এর পরিচিত ব'লে মনে হলো, কারণ তাঁর মুখে একটা পরিতৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল,

BanglaBook.org

এবং বার্নার্ড ও তিনি পরস্পরের দিকে তাকিয়ে সায় দেবার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন।

বার্নার্ড বললেন, 'চমৎকার।' তারপর নামগুলো টুকে রাখলেন। এরপর তিনি রেমেজিওকে জিগ্যেস করলেন, 'তাহলে এখন তুমি তোমার বন্ধুদেরকে আমাদের হাতে তুলে দিচ্ছ কেন?'

'প্রভু, তারা আমার বন্ধু নয়, আর তার প্রমাণ হচ্ছে যাদের হাতে চিঠিগুলো দেবার কথা তাদেরকে আমি সেগুলো দিইনি। সত্যি বলতে কি, আমি আরেকটা কাজ করেছিলাম, এবং সে কথা আমি এখন আপনাদের বলছি, যদিও বছরের পর বছর ধ'রে আমি সে কথা ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করেছি : ভারচেল্লির বিশপের সৈন্যদল আমাদের পাকড়াও করার জন্য তখন সমভূমিতে অপেক্ষা করছিল, তাদের হাতে ধরা না প'ড়ে ওই জায়গাটা থেকে পালাবার জন্য আমি তাঁর কিছু লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করার ব্যবস্থা করি; তারপর কর্তৃপক্ষীয় রক্ষাপত্রর বদলে আমি তাদেরকে দলচিনোর দুর্গে হামলা চালাতে সুবিধে হবে এমন কিছু পথের কথা বলে দিই, ফলে, গীর্জার বাহিনীগুলোর সাফল্যে আমার এই সহযোগিতার খানিকটা ভাগ আছে...'

'দারুণ মজার ব্যাপার। তার মানে আমরা বুঝলাম, তুমি কেবল ধর্মদ্রোহীই নও, সেই সঙ্গে একজন কাপুরুষ আর বিশ্বাসঘাতক। অবশ্য তাতে তোমার অবস্থার কোনো হেরফের ঘটছে না। একসময় যে তোমার উপকার করেছিল সেই মালাকির বিরুদ্ধে অভিযোগ ক'রে আজ যেমন তুমি নিজের গা বাঁচাতে চেয়েছ, ঠিক তেমনি তখনো তুমি নিজেকে রক্ষা করার জন্য তোমার পাপের সঙ্গীদেরকে আইনরক্ষাকারী বাহিনীর হাতে তুলে দিয়েছিলে। তবে, তুমি তাদের দেহের সঙ্গে বেঈমানি করেছিলে, শিক্ষার সঙ্গে নয়, এবং ওই চিঠিগুলো তুমি স্মারকচিহ্ন হিসেবে রেখে দিয়েছিলে, এই আশায় যে একদিন তোমার সাহস হবে, সুযোগ ঘটবে, যেদিন কোনো রকম ঝুঁকি না নিয়ে তুমি সেগুলো হস্তান্তর করতে পারবে, আবার ছদ্ম প্রেরিত-শিষ্যদের আনুকূল্য লাভ করতে পারবে।'

'না, প্রভু না,' ঘর্মাক্ত কলেবর, কম্পমান দুই হাত নিয়ে ভাণ্ডারী ব'লে উঠলেন। 'না, আমি শপথ ক'রে বলছি আপনাকে...'

'শপথ!' বার্নার্ড বললেন। 'তোমার কপটতার এটা আরেক প্রমাণ! তুমি শপথ করতে চাও তার কারণ তুমি জানো যে আমি জানি ভালদেনসীয় ধর্মদ্রোহীরা কী ক'রে শপথ করার বদলে নানান ছলচাতুরীর আশ্রয় নেবার বদলে, এমনকি মৃত্যুবরণ করাকেও শ্রেয় ব'লে মনে করে! আর যখন ভয় তাদের গ্রাস করে তখন তারা শপথ করার এবং মিথ্যে দিব্যি দেবার ভান করে। কিন্তু আমি নিশ্চিত, ধূর্ত শেয়াল, তুমি লিওনের দরিদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত নও, এবং তুমি যা নও তা যে তুমি নও সেটা তুমি আমাকে বিশ্বাস করাবার চেষ্টা করছো, যাতে তুমি যা তা যেন আমি না বলি! শপথ করছো তুমি, তাই তো? তুমি এই আশায় শপথ করছো যাতে তোমার পাপ মার্জনা করা হয়, কিন্তু আমি তোমাকে বলছি একটা শপথ আমার কাছে যথেষ্ট নয়! আমি একটা, দুটো, তিনটে, একশো, আমার পছন্দমতো যত খুশী শপথ চাইতে পারি। আমি জানি ছদ্ম-প্রেরিত পুরুষরা তাদের রেহাই দেয় যারা মিথ্যে শপথ করে, সম্প্রদায়ের সঙ্গে যারা বেইমানী করে তাদেরকে নয়। কাজেই প্রতিটি শপথই

তোমার অপরাধের বাড়তি প্রমাণ বলে গণ্য হবে।'

'কিন্তু তাহলে আমাকে কী করতে হবে?' হাঁটু গেড়ে ব'সে প'ড়ে ভাণ্ডারী চিৎকার ক'রে উঠলেন।

'বেগার্ডদের মতো এভাবে মাটিতে শুয়ে পোড়ো না। কিছুই করতে হবে না তোমাকে। এখন কেবল আমি-ই জানি কী করতে হবে,' ভয়ংকর এক হাসি হেসে বার্নার্ড বললেন। 'তোমাকে কেবল সব স্বীকার করতে হবে। আর তুমি যদি সব স্বীকার করো তাহলে তুমি নরকবাসের অভিশাপগ্রস্ত আর দোষী ব'লে সাব্যস্ত হবে, আবার তুমি কিছু স্বীকার না করলেও নরকবাসের অভিশাপগ্রস্ত আর দোষী ব'লে সাব্যস্ত হবে, কারণ শপথভঙ্গের অপরাধে সাজা হবে তোমার! কাজেই, এই যারপরনাই যন্ত্রণাদায়ক জেরার সময়টাকে খানিকটা কমাবার জন্য হলেও স্বীকার করো, কারণ সেটা আমাদের বিবেকের, আর বিনম্রতার আর সহানুভূতির পক্ষে যন্ত্রণার কারণ হচ্ছে।'

'কিন্তু কোন জিনিসটা আমাকে স্বীকার করতেই হবে?'

'দুই ধরনের পাপ   এ কথা যে, তুমি দলচিনোর সম্প্রদায়ে ছিলে, সেটার ধর্মদ্বেষিতামূলক মতবাদ, সেটার কর্মকাণ্ড আর সেটার অপরাধগুলো বিশপ এবং নগরাধিকারীদের (সিটি ম্যাজিস্ট্রেট) মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছ, অনুতাপহীনভাবে সে-সমস্ত মিথ্যা আর বিভ্রমের মধ্যেই রয়েছ, যদিও সেই ধর্মদ্বেষী শিরোমণি এখন মৃত, আর সম্প্রদায়টিও ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে, অবশ্য পুরোপুরি নির্মূল এবং বিধ্বংস হয়নি। এবং সেই বদ সম্প্রদায়ের আচার-আচরণগুলো শেখার ফলে তোমার অন্তরতম চৈতন্য দূষিত, এবং এই মঠে ঈশ্বর ও মানুষের বিরুদ্ধে নৈরাজ্যে সৃষ্টির দোষে তুমি দোষী, অবশ্য তার কারণ এখনো আমি বুঝে উঠতে পারছি না, কিন্তু সেগুলো এমনকি পুরোপুরি পরিষ্কার হওয়ারও প্রয়োজন নেই, কারণ এটা আগেই যথেষ্ট পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দেয়া হয়েছে যে (যেমনটা আমরা করছি), যারা প্রভু পোপের শিক্ষা ও তার অনুশাসনগুলোর (বুল্‌স) বিরুদ্ধে গিয়ে দারিদ্র্য প্রচার করে এবং করেছিল তাদের ধর্মদ্বেষিতা কেবল অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের দিকেই অগ্রসর হতে পারে। বিশ্বাসীদেরকে এটাই কেবল শিখতে হবে, আর এটাই আমার জন্য যথেষ্ট হবে। স্বীকার করো।'

বার্নার্ড যা চাইছিলেন তা পরিষ্কার। সন্ন্যাসীদেরকে কে খুন করেছে সে-ব্যাপারে বিন্দুমাত্র আগ্রহহীন বার্নার্ড কেবল এটাই দেখাতে চেয়েছিলেন যে, রেমেজিও কোনো না কোনোভাবে সম্রাটের ধর্মতাত্ত্বিকদের প্রচার-করা ধারণাগুলোর সঙ্গে সহমত পোষণ করেন। আর একবার এই ধারণাগুলোর – যে ধারণাগুলো অবশ্য পেরুজিয়া সম্মেলনেরও ধারণা – এবং ফ্রাতিচেল্লি ও দলচিনীয়দের ধারণাগুলোর মধ্যে সম্পর্কটা তিনি দেখিয়ে দিতে পারলে, এবং যে-মঠের একটি লোক এসব ধর্মদ্বেষিতা সমর্থন করে, এবং সে-ই অসংখ্য অপরাধগুলোর হোতা এটা দেখাতে পারলে, তিনি তাঁর প্রতিপক্ষদের ওপর একটা মারাত্মক আঘাত হানতে পারবেন। আমি উইলিয়ামের দিকে তাকালাম, এবং বুঝলাম যে তিনি সবই বুঝেছেন, কিন্তু কিছুই করতে পারছেন না, যদিও তিনি এসব আগে আগেই দেখতে পেয়েছিলেন। আমি মোহান্তের দিকে তাকালাম, দেখি তার মুখটা করাল গম্ভীর   একটু দেরি ক'রেই তিনি বুঝতে পেরেছেন যে তিনিও খুব বাজেভাবে

BanglaBook.org

একটা ফাঁদে ধরা প'ড়ে গেছেন, এবং এখন যেহেতু তাঁকে এমন একটি স্থানের প্রধান ব'লে মনে হচ্ছে যেখানে শতাব্দীর সব মন্দ আর অশুভ এসে জড়ো হয়েছে, তখন মধ্যস্থতাকারী হিসেবে তাঁর নিজের কর্তৃত্ব ধ'সে পড়ছে। আর ভাণ্ডারীর কথা বললে বলতে হয়, ততক্ষণে তিনি আর বুঝতে পারছেন না যে এখন তিনি কোন অপরাধের জন্য নির্দোষিতা দাবি বা ঘোষণা করবেন। কিন্তু সম্ভবত তখন কোনো ধরনের হিসাব-নিকাশ করার মতো ক্ষমতা তাঁর আর ছিল না; তাঁর কণ্ঠ থেকে যে আর্তনাদ বেরিয়ে এসেছিল তা তাঁর আত্মার আর্তনাদ, এবং সেটার ভেতর আর সেটার ভেতর দিয়ে তিনি বহু বছরের দীর্ঘ ও গোপন বেদনা প্রকাশ করছিলেন। অথবা হয়ত অনিশ্চয়তা, প্রবল উদ্দীপনা এবং হতাশা, কাপুরুষতা ও বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ একটা জীবনের পরে, নিজের ধ্বংসের অনিবার্যতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, তিনি তাঁর যৌবনের বিশ্বাসের কথাই স্বীকার করলেন, নিজেকে এ কথা জিগ্যেস না ক'রেই যে সেটা ঠিক না বেঠিক ছিল, বরং যেন নিজের কাছে এ কথা প্রমাণ করতে যে তিনি খানিকটা বিশ্বাসে সমর্থ।

তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'হ্যাঁ, এটা সত্যি, আমি দলচিনোর সঙ্গে ছিলাম, আর আমি তার অপরাধগুলো, তার উচ্ছৃঙ্খলতার ভাগীদার ছিলাম; সম্ভবত আমি পাগল ছিলাম, আমি আমাদের প্রভু যীশুর প্রেমকে স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা আর বিশপদের প্রতি ঘৃণার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছিলাম। এ কথা সত্যি যে আমি পাপ করেছি, তবে মঠে যা যা ঘটেছে সেসবের ব্যাপারে আমি নির্দোষ, আমি শপথ ক'রে বলছি!'

বার্নার্ড বললেন, 'যেহেতু স্বীকার করলে যে তুমি দলচিনীয়দের, ডাইনী মার্গারেটের, আর তাদের সঙ্গী-সাথীর ধর্মদ্বেষিতা চর্চা করেছ, তাই আপাতত কিছু একটা পেলাম আমরা। তুমি কি স্বীকার করো যে তারা যখন ত্রিভেরোর কাছে দশ বছরের একটা নির্দোষ শিশুসহ অসংখ্য বিশ্বাসী খৃষ্টানকে ফাঁসীতে ঝুলিয়ে মেরেছিল তখন তুমি তাদের সঙ্গে ছিলে? এবং যখন তারা অন্যান্য লোকজনকে তাদের স্ত্রী ও বাবা-মার সামনে ফাঁসী দিয়েছিল কারণ তারা সেই কুকুরগুলোর মর্জিমতো চলতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল, তখনো? কারণ, ততদিনে ক্রোধ আর গর্বে অন্ধ হয়ে গিয়ে তুমি ভেবেছিলে তোমার সম্প্রদায়ভুক্ত না হ'লে কেউ আর পরিত্রাণ পাবে না? কথা বলো!'

'হ্যাঁ, আমি তাই-ই ভেবেছিলাম, আর তাই-ই করেছিলাম।'

'এবং, যখন তারা বিশপদের কিছু অনুসারীকে গ্রেফতার করেছিল, কারাগারে তাদেরকে না খাইয়ে রেখে মেরে ফেলেছিল এবং এক গর্ভবতী রমণীর হাত কেটে ফেলে রেখেছিল, আর পরে মেয়েটা একটা বাচ্চার জন্ম দিয়েছিল যে কিনা সঙ্গে সঙ্গেই মারা গিয়েছিল, দীক্ষাবারি না পেয়েই, তখনো তুমি সেখানে ছিলে? আর যখন তারা মোসো, ত্রিভেরো, কসসিলা, আর ক্লেচ্চিয়া, আর ক্রেপাকোরিও অঞ্চলের আরো অনেক এলাকার গ্রামগুলো এবং মরিভলিয়ানো ও কুরিনোর অসংখ্য ঘরবাড়ি আগুন দিয়ে সব মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছিল আর পুণ্য ছবিগুলোর অবমাননা করার পর ত্রিভেরোর গির্জা পুড়িয়ে দিয়েছিল, বেদীগুলো থেকে সমাধিফলক সবলে খুলে ফেলেছিল, কুমারীর মূর্তির একটা বাহু ভেঙে ফেলেছিল, পানপাত্র, তরলাধার আর বইপত্র লুটতরাজ করেছিল, গীর্জার চূড়াগুলো ধ্বংস করেছিল, ঘণ্টাগুলোকে দিয়েছিল চুরমার ক'রে, ভ্রাতৃত্বের সব তরলাধার আর

BanglaBook.org

যাজকদের সব সম্পত্তি দখল করেছিল, তখনো তুমি তাদের সঙ্গে ছিলে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি ছিলাম সেখানে, আর, আমরা কেউ তখন জানতাম না আমরা কী করছি, আমরা চেয়েছিলাম শান্তির দিনক্ষণ ঘোষণা করতে, আমরা ছিলাম সম্রাটের অগ্রদূত, স্বর্গ আর পোপের পাঠানো, আমাদের কাজ ছিল ফিলাডেলফিয়ার দেবদূতের অবতরণ ত্বরান্বিত করা, যখন সবাই হোলি স্পিরিটের দাক্ষিণ্য পাবে, এবং গীর্জা নবায়িত হবে, এবং সব পথভ্রষ্টর ধ্বংসের পর কেবল পুরোপুরি বিশুদ্ধ মানুষেরাই রাজত্ব করবে!'

মনে হলো, ভাণ্ডারীর ওপর কেউ বা কোনো কিছু ভর করেছে, এবং তিনি আধ্যাত্মিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ, নীরবতা ও ভানের বাঁধটা যেন ভেঙে গেছে ব'লে মনে হলো; তাঁর অতীত কেবল শব্দের ভেতরেই ফিরে আসছে না, আসছে ছবির ভেতর দিয়েও, এবং যে অনুভূতিগুলো একসময় তাঁকে আনন্দিত করেছিল, আত্মতৃপ্তি দিয়েছিল সেগুলোই তিনি আবার অনুভব করছেন।

'তো,' বার্নার্ড ফের শুরু করলেন, 'তুমি তাহলে স্বীকার করছো যে গেরার্দো সেগারেল্লিকে তুমি শহীদ হিসেবে সম্মান দেখিয়েছ, রোমক গীর্জার সব ক্ষমতাকে অস্বীকার করেছ, এবং ঘোষণা করেছ যে পোপ বা কোনো কর্তৃপক্ষই তোমার লোকজন যে-জীবন যাপন করে তার চাইতে ভিন্ন কোনো জীবনের সন্ধান তোমাকে দিতে পারবে না, তোমাকে খৃষ্ট সমাজ থেকে কেউ বহিষ্কার করতে পারবে না, সন্ত সিলভেস্টারের সময় থেকে কেবল মোরোনের পিটার ছাড়া গীর্জার সমস্ত প্রধান ধর্মাধ্যক্ষ (প্রিলেট) ছিলেন সত্যের অপলাপকারী এবং প্রলুব্ধকারী, সাধারণ লোকজনের সেই সব পাদ্রীকে দশম ভাগ কর (টাইদ) দেবার প্রয়োজন নেই যারা আদি প্রেরিত-শিষ্য বা অ্যাপসলদের মতো শতভাগ নিখুঁতত্ব আর দারিদ্র্যর শর্ত মান্য করে না, কাজেই দশম ভাগ কর (টাইদ) কর কেবল তোমার সম্প্রদায়কেই দেয়া বিধেয়, যারা কিনা একমাত্র প্রেরিত শিষ্য এবং যীশুখৃষ্টের ভিখিরি, আস্তাবলে বা পবিত্রকৃত গীর্জায় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা একই ব্যাপার; তুমি আরো স্বীকার করছো যে গ্রামে গ্রামে গিয়ে 'Penitenziagite'[৬] ব'লে চিৎকার করতে করতে লোকজনকে প্রলুব্ধ করেছ, লোকজনকে আকৃষ্ট করতে তুমি ছলনাপূর্ণভাবে 'Salve Regina'[৭] গেয়েছ, এবং তোমরা জগতের সামনে নিজেদেরকে এমনভাবে তুলে ধরেছ যেন তোমরা অনুতপ্ত এবং একটা বিশুদ্ধ জীবন যাপন করছো, আর তারপর তোমরা নিজেরা সব ধরনের স্বেচ্ছাচার সব ধরনের কামুকতায় লিপ্ত হয়েছ কারণ তোমরা ম্যাট্রিমনির স্যাক্রামেন্ট বা অন্য কোনো ধরনের স্যাকরামেন্টে বিশ্বাস করোনি, এবং নিজেদেরকে অন্য যে-কারো চাইতে খাঁটি হিসেবে বিবেচনা ক'রে তোমরা নিজেদেরকে নিজেদের ও অন্যের শরীরের ওপর সব ধরনের কদর্যতায় লিপ্ত হতে দিয়েছ? কথা বলো!'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি আমার গোটা আত্মা দিয়ে তখন যে প্রকৃত ধর্মে বিশ্বাস করেছিলাম তা স্বীকার করছি, স্বীকার করছি আমরা কৃচ্ছ্রসাধনের নিদর্শন হিসেবে আমাদের পোশাক-আশাক খুলে ফেলেছিলাম, আমাদের সর্বস্ব আমরা পরিত্যাগ করেছিলাম, আর ওদিকে আপনারা, কুকুরের জাত কোনো কিছুই ছাড়বেন না; আর সেই সময় থেকে আমরা কারো কাছ থেকে কোনো অর্থ গ্রহণ করিনি বা আর কখনো তা বহনও করিনি এবং আমরা ভিক্ষা ক'রে জীবন ধারণ করতাম, পরের

BanglaBook.org

দিনের জন্য কিছু জমাইনি, এবং যখন ওরা আমাদের অভ্যর্থনা জানাল, এবং আমাদের জন্য টেবিলে খাবার সাজাল, তখন আমরা তা খেয়ে চ'লে এসেছিলাম, যা অভুক্ত রয়ে গিয়েছিল তা টেবিলেই ফেলে রেখে...'

'এবং তোমরা সুবোধ খৃষ্টানদের সয়-সম্পত্তি দখল করার জন্য আগুন দিয়েছিলে, লুটতরাজ করেছিলে?'

'আমরা আগুন দিয়েছিলাম, লুটতরাজ করেছিলাম কারণ আমরা দারিদ্র্যকে একটা সর্বজনীন আইন হিসেবে ঘোষণা করেছিলাম, এবং আমাদের অধিকার ছিল অন্যের অবৈধ সম্পদ দখল করার, এবং যাজকপল্লী থেকে যাজকপল্লীতে লোভের যে জটাজাল বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল আমরা তার একবারে কেন্দ্রে আঘাত করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু কোনো কিছুর মালিক হওয়ার জন্য আমরা কখনো লুট করিনি, বা লুট করার জন্য কাউকে হত্যা করিনি; আমরা হত্যা করেছি শাস্তি দেবার জন্য, রক্তের মাধ্যমে কলুষিত মানুষকে শোধন করতে সম্ভবত আমরা ন্যায়বিচারের জন্য একটা বাড়াবাড়ি রকমের ইচ্ছের দ্বারা তাড়িত হয়েছিলাম : একজন মানুষ ঈশ্বরের প্রতি বাড়াবাড়ি রকমের প্রেমের কারণে উৎকর্ষের বাড়াবাড়ির মাধ্যমেও পাপ করতে পারে। আমরা ছিলাম ঈশ্বরপ্রেরিত সত্যিকারের আধ্যাত্মিক ধর্মসভা, এবং অন্তিম দিনগুলোর গৌরবের জন্য নিয়তি-নির্দিষ্ট; আমরা স্বর্গে আমাদের পুরস্কার যাচঞা করেছিলাম, আপনাদের ধ্বংস ত্বরান্বিত ক'রে। কেবল আমরাই ছিলাম যীশুর প্রেরিত-শিষ্য বা সুসমাচার প্রচারকারী, অন্য সবাই তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, এবং গেরার্দো সেগারেল্লি ছিলেন এক স্বর্গীয় বৃক্ষ, planta Dei pullulans in radice fidei[৮]; আমাদের "বিধি" সরাসরি ঈশ্বরের কাছ থেকে আসা। নির্দোষকেও হত্যা করতে হয়েছিল আমাদের, যাতে ক'রে আমরা আপনাদের আরো দ্রুত হত্যা করতে পারি। আমরা সবার জন্য শান্তির আর মিষ্টতার আর সুখের একটা বেহতর জগৎ চেয়েছিলাম, আপনারা আপনাদের লোভের কারণে যে-যুদ্ধ এনেছিলেন আমরা সেটাকে শেষ ক'রে দিতে চাইছিলাম, কারণ ন্যায়বিচার আর সুখ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে যখন আমাদেরকে খানিকটা রক্তপাত ঘটাতে হয়েছিল আপনারা তখন আমাদের ভর্ৎসনা করেছিলেন।...আসল কথা হচ্ছে...আসল কথা হচ্ছে, এই ত্বরান্বিত করার জন্য বেশি কিছু করতে হয়নি, এবং সেদিন স্তাভেল্লোতে কারনাসকোর পানি লাল ক'রে দেয়া ঠিকই ছিল, এবং সেখানে আমাদেরও রক্ত ছিল, আমরা নিজেদের ছাড় দিইনি, আমাদের রক্ত এবং আপনাদের রক্ত, অনেকখানি, একই সঙ্গে, অবিলম্বে, দলচিনোর ভবিষ্যদ্বাণী করা সময় ঘনিয়ে এসেছিল, আমাদেরকে ঘটনাবলির গতি ত্বরান্বিত করতে হয়েছিল...'

তাঁর পুরো শরীরটা কাঁপছিল, তিনি তাঁর হাত দুটো তাঁর পোশাকের গায়ে ঘষছিলেন, যেন যে-রক্তের কথা তিনি স্মরণ করছিলেন তা তিনি মুছে ফেলতে চাইছিলেন। 'পেটুক ফের বিশুদ্ধ হয়ে গেছে,' উইলিয়াম আমার উদ্দেশে ব'লে উঠলেন।

আমি আতঙ্কিত হয়ে জিগ্যেস করলাম, 'কিন্তু এটা কি বিশুদ্ধতা?'

উইলিয়াম বললে, 'অন্য ধরনের বিশুদ্ধতাও আছে বৈকি, কিন্তু তা সেটা যে-রকমই হোক, আমি সেটাকে ভয় পাই।'

BanglaBook.org

আমি শুধালাম, 'বিশুদ্ধতায় কোন জিনিসটা আপনাকে সবচাইতে আতঙ্কিত করে?'

'তাড়াহুড়ো,' উইলিয়াম জবাব দিলেন।

'যথেষ্ট, যথেষ্ট,' বার্নার্ড বলছিলেন তখন। 'তোমার কাছ থেকে একটা স্বীকারোক্তি চাইছিলাম আমরা, গণহত্যার সমন নয়। তো, বেশ, ধর্মদ্বেষী তুমি কেবল ছিলেই না এখনো আছ। তুমি কেবল একজন খুনী ছিলেই না : তুমি আবারও খুন করেছ। এবার আমাদের বলো, তুমি এই মঠে তোমার ব্রাদারদের কিভাবে খুন করেছ, এবং কেন?'

ভাণ্ডারীর কাঁপাকাঁপি বন্ধ হয়ে গেল, তিনি চারদিকে এমনভাবে তাকালেন যেন তিনি কোনো স্বপ্ন থেকে উঠে আসছেন। তিনি বললেন, 'না, মঠের অপরাধগুলোর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমি যা যা করেছি তার সবই স্বীকার করেছি : যা আমি করিনি তা আমাকে স্বীকার করতে বাধ্য করবেন না...'

'কিন্তু কী আর এমন থাকতে পারে যা তুমি করোনি? তুমি কি বলতে চাও তুমি নির্দোষ? হে মেষ! হে বিনম্রতার পরাকাষ্ঠা! আপনারা তার কথা শুনেছেন : একসময় তার হাত রক্তে চুবচুবে ছিল, আর এখন সে নির্দোষ! সম্ভবত আমরা ভুল করেছি, বারাজিনের রেমেজিও আসলে সদ্গুণের পরাকাষ্ঠা, গীর্জার এক বিশ্বস্ত পুত্র, যীশুর শত্রুদের শত্রু, গীর্জার বাহু, গ্রাম ও শহরে, বাণিজ্যের স্থিরতায়, কারিগরদের দোকানে, গীর্জার ধন-সম্পদের ক্ষেত্রে সম্প্রদায়টি যে-শৃঙ্খলা সব সময় আরোপ করতে চেয়েছে সেটাকে সে সব সময় শ্রদ্ধা দেখিয়ে এসেছে। সে নির্দোষ, সে কোনো অন্যায় করেনি। এসো, আমার বুকে এসো, ব্রাদার রেমেজিও, যাতে ক'রে মন্দ লোকেরা তোমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করেছে সেজন্য আমি তোমাকে সান্ত্বনা দিতে পারি!' এবং রেমেজিও যখন হতবিহ্বল চোখে তাঁর দিকে তাকালেন, যেন তিনি হঠাৎ ক'রে একটা অন্তিম পাপক্ষালনে বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন, তখনই বার্নর্ড তাঁর পূর্বমূর্তিতে ফিরে গিয়ে ধনুর্ধারীদের নেতাকে আদেশের সুরে বললেন :

'সেকুলার আর্ম যেসব উপায় অবলম্বন করলে গীর্জা সব সময় তার সমালোচনা করে সেই একই উপায়ের শরণ নিতে আমার ঘৃণা বোধ হচ্ছে। কিন্তু এমন এক আইন আছে, যা এমনকি আমার ব্যক্তিগত অনুভূতি শাসন ও পরিচালনা করে। মোহান্তকে বলো একটা জায়গা দিতে যেখানে নির্যাতনের যন্ত্রপাতি বসানো যায়। তবে সঙ্গে সঙ্গেই কাজে নেমে প'ড়ো না। তিন দিন তাঁকে তাঁর হাত-পা বাঁধায় লোহার বেড়ি পরানো অবস্থায় একটা সেলে থাকতে দাও। তারপরে তাকে যন্ত্রগুলো দেখানোর ব্যবস্থা করো। শুধু দেখানো। আর তারপর, চতুর্থ দিনে, কাজে নেমে পড়ো। ন্যায়বিচার তাড়াহুড়ো ক'রে হয় না, ছদ্ম প্রেরিত-পুরুষরা যেমন বিশ্বাস করে, এবং বিচারের জন্য ঈশ্বরের হাতে শতাব্দীর পর শতাব্দী রয়েছে। ধীরে ধীরে এগোবে, এবং ধাপে ধাপে। আর সবচাইতে বড়ো কথা, বারবার যে কথা বলা হয়েছে তা মনে রেখো অঙ্গচ্ছেদ আর মৃত্যুর ঝুঁকি এড়িয়ে যাবে। এই পদ্ধতিটি অপরাধীকে যেসব সুবিধে দেয় তার একটি হলো ঠিক এই যে, মৃত্যুকে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করা যায় এবং তার আশায় থাকা যায়, কিন্তু স্বীকারোক্তি পুরোপুরি না হলে,

BanglaBoi.org

স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ও শোধনকারী না হওয়া পর্যন্ত সেই মৃত্যুর আসা চলবে না।'

ভাণ্ডারীকে তোলার জন্য ধনুর্ধারীরা ঝুঁকে পড়ল, কিন্তু তিনি তাঁর পা দুখানি শক্তভাবে মাটিকে চেপে ধ'রে প্রতিরোধেরর প্রয়াস চালালেন, বোঝাতে চাইলেন তিনি কিছু বলতে চান। অনুমতি দেয়ার পর তিনি কথা ব'লে উঠলেন, কিন্তু শব্দগুলো তাঁর মুখ থেকে আসা ব'লে মনেই হলো না একেবারে, মনে হলো যেন মাতালের বিড়বিড়ানি, আর তাতে কেমন অশ্লীল একটা কিছু ছিল। খানিক আগে তাঁর স্বীকারোক্তি যে-ধরনের বুনো শক্তির বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিল সেটা তিনি ফিরে পেলেন ঠিকই, তবে ধীরে ধীরে।

'না, প্রভু। কোনো নির্যাতন নয়। আমি লোকটা কাপুরুষ ধরনের। আমি তখন বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলাম, এই মঠে আমি এগারো বছর আমার অতীত ধর্মকে অস্বীকার করেছি, আঙুর-চাষী আর কৃষকদের কাছ থেকে দশম ভাগ কর আদায় করেছি, আস্তাবল আর শুয়োরের খোঁয়াড়ের দেখাশোনা করেছি যাতে সেগুলোর বাড়-বাড়ন্ত হয় এবং মোহান্তকে ধনশালী করতে পারে; আমি এই খৃষ্টবৈরীর (অ্যান্টিক্রাইস্ট) তালুকের দেখভালের ব্যাপারে নিজ গরজে হাত লাগিয়েছি। এবং আমি বেশ অর্থকড়ি করেছিলাম, বিদ্রোহের দিনগুলোর কথা আর মনে ছিল না আমার, কেবল চর্ব্য-চোষ্যের মজাই নয়, অন্য ধরনের মজা ভালোই লুটেছি আমি। আমি একটা কাপুরুষ। আজ আমি বোলোনিয়ার আমার সাবেক ধর্মভ্রাতাদের বিক্রি করেছি, তারপর দলচিনোকে বেচেছি। এবং কাপুরুষ হিসেবে ক্রুসেডের এক লোক হিসেবে ছদ্মবেশ নিয়ে আমি দলচিনো আর মার্গারেটের গ্রেফতারের ঘটনা দেখেছি, যখন পুণ্য শনিবারে তাদেরকে বুগেল্লোর দুর্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। মৃত্যুদণ্ডের আদেশ নিয়ে পোপ ক্লেমেন্টের চিঠি আসার আগ পর্যন্ত ভারচেল্লির আশপাশে আমি তিন মাস ঘুরে বেড়িয়েছিলাম। আমি দেখেছিলাম দলচিনোর চোখের সামনে মার্গারেটকে টুকরো টুকরো ক'রে কেটে ফেলা হলো, তিনি আর্তনাদ ক'রে উঠলেন, যদিও তাঁর নাড়িভুঁড়ি বের ক'রে ফেলা হয়েছিল, হতভাগ্য যে-দেহটা এক রাতে আমিও ছুঁয়েছিলাম...। আর তাঁর খণ্ডবিখণ্ড দেহটা যখন আগুনে পুড়ছিল, তারা দলচিনোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, জ্বলন্ত চিমটা দিয়ে তাঁর নাক আর অণ্ডকোষ টেনে ছিঁড়ে ফেলল, আর পরে যে ওরা বলেছিল তিনি একটু উহ্-আহ্-ও করেননি সে কথা মো'টেই ঠিক নয়। দলচিনো ছিলেন লম্বা, শক্তিশালী, মহা শয়তানের মতো অ্যাব্বড় দাড়ি ছিল তাঁর, ছিল লম্বা লাল চুল যা তাঁর কাঁধ পর্যন্ত নেমে এসেছিল, যখন তিনি আমাদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তখন তিনি সুদর্শন আর শক্তিশালী একটা পালকসহ চওড়া কিনারাওয়ালা হ্যাট পরতেন, আর তাঁর পোশাকের ওপর তাঁর তরবারি বাঁধা থাকত। দলচিনোকে দেখে পুরুষরা ভয় পেত, আর নারীরা আনন্দে চিৎকার ক'রে উঠত, কিন্তু যখন তারা তাঁর ওপর নির্যাতন চালাল, তিনিও নারীর মতো, বাছুরের মতো ব্যথায় কেঁদে উঠলেন, তাঁকে যখন ওরা এক কোনা থেকে আরেক কোনায় নিয়ে যাচ্ছিল তখন তাঁর সবগুলো ক্ষত থেকে রক্ত ঝরছিল, এবং ওরা তাঁকে ধীরে ধীরে যন্ত্রণা দিতে থাকল, এটা দেখাতে যে শয়তানের দূত কতক্ষণ বেঁচে থাকতে পারে, এবং তিনি মরতে চাইলেন, তিনি তাদের বললেন যেন তারা তাঁকে শেষ ক'রে ফেলে, কিন্তু তিনি মরলেন বড্ড দেরি ক'রে, চিতায় পৌঁছানোর পর, যখন তিনি স্রেফ একটা রক্ত ঝরতে থাকা মাংসপিণ্ড। আমি তাঁর পিছু

BanglaBook.org

নিয়েছিলাম, এবং সেই বিচারের হাত থেকে বেঁচে যাওয়াতে নিজেকে বাহবা দিয়েছিলাম, নিজের চতুরতায় গর্ব হয়েছিল আমার, এবং বদমাশ সালভাতোরেটা আমার সঙ্গেই ছিল, এবং সে আমাকে বলেছিল : ব্রাদার রেমেজিও, কী বুদ্ধিধরই না ছিলাম আমরা যে এমন বিচক্ষণ লোকের মতো কাজ করেছিলাম; নির্যাতনের মতো জঘন্য জিনিস আর হয় না! সেদিন আমি হাজারটা ধর্ম পরিত্যাগ করতে পারতাম। এবং বছরের পর বছর ধ'রে, অনেক বছর ধ'রে, আমি নিজেকে বলেছি আমি কী নীচ, এবং নীচ হতে পেরে আমি কী সুখী, আর তার পরও আমি সব সময়ই আশায় ছিলাম যে আমি নিজেকে দেখাতে পারব যে আমি ততটা কাপুরুষ নই। আজ আপনি আমাকে সেই শক্তি দিয়েছেন, প্রভু বার্নার্ড; আপনি আমার জন্য তাই, শহীদদের মধ্যে সবচাইতে কাপুরুষের জন্য পেগান সম্রাটরা যা ছিল। আমার আত্মা যা বিশ্বাস করে আপনি আমাকে তাই স্বীকার করার সাহস জুগিয়েছেন, যখন আমার দেহ সেই আত্মা থেকে খসে পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু এই মরণশীল কাঠামো যা বহন করতে পারে তার চাইতে খুব বেশি সাহস আমার কাছে দাবি করবেন না। না, নির্যাতন নয়। আপনি যা চান তাই বলব আমি। কেবল পুরস্কারটা এই মুহূর্তে আরো লোভনীয় ক'রে দিন : পোড়ার আগেই দমবন্ধ হয়ে মারা যাবে তুমি। দলচিনোর মতো নির্যাতন নয়। না। আপনি চান একটা লাশ, আর সেটা পাওয়ার জন্য আপনি চান যেন আমি অন্য লাশগুলোর দায় স্বীকার ক'রে নিই। যা-ই হোক, আমি তো লাশই হয়ে যাব কিছুক্ষণের মধ্যে। কাজেই আপনি যা চান তা-ই দিচ্ছি আমি আপনাকে। আমি ওতরান্তোর আদেলমোকে খুন করেছি তার যৌবনের প্রতি আর আর আমার মতো বুড়ো, মোটা, হোঁৎকা, মূর্খদের বিদ্রূপ করার তার চোখা বুদ্ধির প্রতি ঘৃণাপরবশ হয়ে আমি সালভেমেকের ভেনানশিয়াসকে খুন করেছি কারণ সে ছিল ভীষণ পণ্ডিত, এমন সব বই পড়ত যার কিছুই আমি বুঝতাম না। আমি আরুনদেল-এর বেরেঙ্গারকে খুন করেছি, গ্রন্থাগারের প্রতি তার ঘৃণার কারণে, হ্যাঁ সেই আমি যে বেশি বাড়াবাড়ি রকমের হোঁৎকা পাদ্রীদের মুগুরপেটা ক'রে ধর্মতত্ত্ব শিখেছি। আমি সাংক্‌ৎ ভেনদেল-এর সেভেরিনাসকে খুন করেছি...কেন? কারণ সে লতা-গুল্ম সংগ্রহ করত, আমি, যে কিনা মন্তে রেবেল্লোতে ছিল, যেখানে সে গুণাগুণের কথা বিবেচনা না ক'রেই লতাগুল্ম আর ঘাস খেত। সত্যি বলতে কি, আমি অন্যদেরও খুন করতে পারতাম, এমনকি আমাদের মোহান্তকেও : উনি পোপ বা সম্রাট যারই লোক হোন না কেন, তিনি এখনো আমার শত্রুপক্ষ, আর আমি সব সময়ই তাঁকে ঘৃণা ক'রে এসেছি, এমনকি তখনো যখন তিনি আমাকে খাইয়েছেন কারণ আমি তাকে খাইয়েছি। এতে চলবে আপনার? ও, না, আপনি জানতে চান লোকগুলোকে আমি *কিভাবে* খুন করেছি। এই তো, খুন করেছি...দাঁড়ান দেখি...নারকীয় শক্তিগুলোকে আবাহন ক'রে, এবং সালভাতোরে আমাকে যে-বিদ্যা শিখিয়ে দিয়েছিল তার সাহায্যে এক হাজার বাহিনীকে আমার হুকুমের অধীনে এনে তাদের সাহায্য নিয়ে। কাউকে হত্যা করতে হলে যে তাকে আঘাত করতেই হয় এমন নয় শয়তানই আপনার হয়ে কাজটা ক'রে দেবে, আপনাকে কেবল জানতে হবে শয়তানকে কী ক'রে হুকুম করতে হয়।'

হাসতে হাসতে দর্শকদের দিকে ধূর্ত একটা নজর হানলেন তিনি। কিন্তু ততক্ষণে সেটা পাগলের হাসিতে পরিণত হয়েছে, যদিও – উইলিয়াম পরে আমার কাছে বলেছিলেন – সালভাতোরের বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ নিতে এই পাগল মানুষটি নিজের সঙ্গে তাকেও

BanglaBook.org

ডোবানোর মতো যথেষ্ট চালাকির পরিচয় দিয়েছিল।

'তা, তুমি শয়তানকে কী ক'রে হুকুম করলে?' লোকটার চিত্তবিভ্রমকে বৈধ স্বীকারোক্তি হিসেবে ধ'রে নিয়ে বার্নার্ড তাঁকে চেপে ধরলেন।

'তুই নিজেই জানিস : ভূতগ্রস্তদের সঙ্গে এত বছর ওঠাবসা ক'রে তাদের পোশাক গায়ে না চড়ানোটা অসম্ভব! তুই নিজেই জানিস, প্রেরিত শিষ্যদের খুনী। একটা কালো বিড়াল না – কালো বিড়ালই তো, নাকি? – যেটার শরীরে একটাও সাদা চুল নাই (তোর চেনা আছে জিনিসটা), এবং সেটার চারটে পা বেঁধে মাঝরাত্তিরে সেটা নিয়ে একটা চৌরাস্তার মোড়ে চ'লে যা, আর তারপরে তারস্বরে এই ব'লে চেঁচিয়ে ওঠ : হে মহান লুসিফার, নরকের সম্রাট, আমি তোমাকে ডাকছি, এবং আমি তোমাকে আমার শত্রুর দেহের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দিচ্ছি, ঠিক যেমন ক'রে আমি এই বিড়ালটিকে বন্দি করেছি, আর তুমি যদি আমার শত্রুর মৃত্যু ঘটাও তাহলে পরের রাতে মধ্যযামে, ঠিক একই স্থানে, আমি তোমার উদ্দেশে এই বিড়ালটিকে বলি দেবো, এবং আমি সন্ত সাইপ্রিয়ান-এর গুপ্ত গ্রন্থ অনুসারে যে জাদু প্রয়োগ করছি সেটার জোরে আমি যা হুকুম করবো তুমি তাই করবে, নরকের বিশাল সব বাহিনীর কাপ্তানদের নামে আদ্রামালেক, আলাস্টর, আর আজাজেল, যাদের কাছে আমি এখন প্রার্থনা করছি, তাদের সব ব্রাদারসহ...,' তাঁর নিতম্ব কাঁপতে লাগল, চোখগুলো মনে হলো কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসবে, এবং তিনি প্রার্থনা করতে লাগলেন – বা বরং মনে হলো যেন তিনি প্রার্থনা করছেন, তবে তিনি তাঁর সব অনুনয় পাঠাচ্ছিলেন নারকীয় বাহিনীর প্রধানদের কাছে : 'Abigor[৯], pecca pro nobis...Amon, miserere nobis...Samael, libera nos a bono...Belial eleison...Focalor, in corruptionem meam intende..., Haborym, damnamus dominum...Zaebos, anum meam aperies...Leonard, asperge me spermate tuo et inquinabor...'

'থামো, থামো,' ক্রুশ আঁকার ভঙ্গি ক'রে হলঘরের সবাই আর্তনাদ ক'রে উঠলেন। 'হে প্রভু, আমাদের সবাইকে দয়া করো!'

ভাণ্ডারী এখন নীরব হয়ে পড়েছেন। সেই শয়তানদের নামোচ্চারণ করার পর, মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েছিলেন তিনি, তাঁর বাঁকা মুখ আর দৃঢ়বদ্ধ দাঁতগুলোর সারি থেকে সাদাটে একটা লালা গড়িয়ে পড়ছিল। তাঁর হাতগুলো – যদিও সেগুলো শেকললাঞ্ছিত ছিল, খিঁচুনি দিয়ে খুলছিল আর বন্ধ হচ্ছিল, আর তাঁর পা দুটো তিনি অনিয়মিত আক্ষেপে বাতাসে ছুড়ছিলেন। আতঙ্কে আমি কাঁপছি দেখে উইলিয়াম আমার মাথায় হাত রাখলেন, এবং প্রায় আমার ঘাড়টা আঁকড়ে ধরলেন, চাপ দিতে লাগলেন, আর তাতে আমি আবার শান্ত হয়ে এলাম। আমার উদ্দেশে তিনি বললেন, 'দেখলে? নির্যাতনের মুখে বা নির্যাতনের ভয়ের মুখে লোকে কেবল যা করেছে তা-ই নয়, বরং সে যা করতে চেয়েছিল তা-ও বলে ফেলে, যদিও সেটা হয়তো তার জানা ছিল না। রেমেজিও এখন সর্বান্তকরণে মৃত্যু চায়।'

ধনুর্ধারীরা ভাণ্ডারীকে সরিয়ে নিল, তখনো তাঁর দেহে খিঁচুনি হচ্ছে। বার্নার্ড তাঁর কাগজপত্র

BanglaBook.org

গোছালেন। তারপর তিনি স্থির কিন্তু ভীষণ উত্তেজনায় ভুগতে থাকা সমবেত সকলের দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকালেন।

'জেরা শেষ। নিজের স্বীকারোক্তি অনুসারেই দোষী হিসেবে সাব্যস্ত অভিযুক্তকে অ্যাভিনিয়নে নিয়ে যাওয়া হবে, যেখানে সত্য ও ন্যায়পরতার সতর্ক সুরক্ষা-বন্দোবস্ত হিসেবে শেষ বিচারটি হবে, আর সেই আনুষ্ঠানিক বিচারের পরেই কেবল তাকে পুড়িয়ে মারা হবে। সে আর আপনাদের নয়, অ্যাবো, এখন সে আর আমারও কেউ নয়, যে-আমি নিছকই সত্যের এক বিনম্র হাতিয়ার। ন্যায়পরতার পূর্ণতা অন্যত্র ঘটবে; রাখালরা তাদের দায়িত্ব পালন করেছেন, এবার কুকুরদেরকে অবশ্যই সংক্রমিত মেষকে গোটা পাল থেকে পৃথক ক'রে সেটাকে আগুন দিয়ে পরিশুদ্ধ করতে হবে। যে জঘন্য পর্বে এই মানুষটি এমন সব হিংস্র অপরাধ সংঘটিত করেছে তার অবসান ঘটেছে। এখন মঠটি শান্তিতে থাকুক। কিন্তু জগৎ' – এখানে এসে তিনি গলা চড়ালেন, এবং প্রতিনিধিদলের উদ্দেশে ব'লে উঠলেন – 'কিন্তু জগৎ এখনো শান্তি খুঁজে পায়নি। এই জগৎ ধর্মদ্বেষিতায় ছেয়ে গেছে, যা এমনকি সাম্রাজ্যিক রাজপ্রাসাদের হলঘরেও আশ্রয়লাভ করে! আমার ধর্মভ্রাতারা যেন এ কথা স্মরণ রাখেন : একটি cingulum diaboli[১০] দলচিনোর পথভ্রষ্ট বিচ্ছিন্নতাবাদীকে পেরুজিয়া সম্মেলনের সম্মানিত প্রাজ্ঞদেরকে একসঙ্গে জুড়ে দিয়েছে। আমাদেরকে ভুললে চলবে না : এইমাত্র যে ঘৃণ্য মানুষটিকে আমরা আইনের হাতে তুলে দিয়েছি তার পাগলের প্রলাপ ঈশ্বরের চোখে সেই সব প্রাজ্ঞের পাগলের প্রলাপ থেকে ভিন্ন নয়, যারা বাভারিয়ার সেই খৃষ্টসমাজ থেকে বহিষ্কৃত জার্মান লোকটির টেবিল ব'সে ভোজনোৎসবে মাতে। ধর্মদ্বেষীদের বদমাইশি অসংখ্য ধর্মোপদেশ থেকে উৎসারিত হয়, যা এমনকি সমীহের সঙ্গে দেখা হয়, কিন্তু তার শাস্তিবিধান করা হয়নি। আমার মতো পাপপূর্ণ মানুষের মতো, কঠিন সংরাগ আর বিনম্র কালভেরি[১১]-ই যার ললাটলিখন তাকেই ঈশ্বর আহ্বান করেছেন ধর্মদ্বেষিতার কালসাপ খুঁজে বের করার জন্য, তা তার বাসা যেখানেই থাক। কিন্তু এই পবিত্র দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আমরা এটা জানতে পারি যে, যে খোলাখুলিভাবে ধর্মদ্বেষিতার চর্চা করে সে-ই একমাত্র ধর্মদ্বেষী নয়। ধর্মদ্বেষিতার সমর্থকদেরকে পাঁচটি নির্দেশক দিয়ে চিহ্নিত করা যেতে পারে প্রথমত, এই সব সমর্থক তারা যারা ধর্মদ্বেষীরা যখন কারাবন্দি থাকে তখন তাদের সঙ্গে গোপনে দেখা করে; দ্বিতীয়ত তারা, যারা তাদের গ্রেফতারে খেদ প্রকাশ করে এবং যারা তাদের ঘনিষ্ঠ সুহৃদ (সত্যি বলতে কি, এমনটা ঘটা সম্ভব নয় যে যে-মানুষ কোনো ধর্মদ্বেষীর সঙ্গে দীর্ঘ কাল থেকে পরিচিত সে তার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অজ্ঞ থাকবে); তৃতীয়ত তারা, যারা বলে যে ধর্মদ্বেষীদেরকে অন্যায়ভাবে সাজা দেয়া হয়েছে, এমনকি যখন ধর্মদ্বেষীদের দোষ প্রমাণিত হয়েছে তখনো; চতুর্থত তারা, যারা ধর্মদ্বেষীদের পেছনে লাগে এবং তাদের বিরুদ্ধে সাফল্যের সঙ্গে প্রচার চালানো কারো দিকে সন্দেহের দিকে তাকায় বা তাদের সমালোচনা করে, এবং সেই সঙ্গে, এই সব ধর্মদ্বেষী-সমর্থকের চোখ, নাক এবং যাদের প্রতি তারা তিক্ততা অনুভব করে তাদের প্রতি প্রকাশিত ঘৃণা, এবং যাদের দুর্ভাগ্যে তারা এত দুঃখিত তাদের প্রতি দেখানো মমতার যে-অভিব্যক্তি তারা লুকোতে চায় তা দেখেও সেটা ব'লে দেয়া সম্ভব; পঞ্চমত, অর্থাৎ সর্বশেষ চিহ্নটা হচ্ছে তারা পুড়িয়ে-মারা ধর্মদ্বেষীদের ছাই হয়ে-যাওয়া হাড়গোড় সংগ্রহ করে এবং সেগুলোকে শ্রদ্ধা প্রদর্শনের বস্তু হিসেবে গণ্য করে...কিন্তু আমি একটি ষষ্ঠ চিহ্নকে ভীষণ গুরুত্ব

BanglaBook.org

দিই, এবং আমি সেইসব গ্রন্থের রচয়িতাদেরকে ধর্মদ্বেষীদের প্রকাশ্য বন্ধু ব'লে গণ্য করি যেসব বইয়ে (প্রকাশ্য অর্থডক্সির বিরুদ্ধাচারণ না থাকার পরেও) ধর্মদ্বেষীরা সেই সব হেতুবাক্য বা প্রেমিস পেয়েছে যা দিয়ে তারা ধর্মভ্রষ্টভাবে যুক্তিতর্ক দেখায়।

কথাগুলো বলার সময় তিনি উবার্তিনোর দিকে তাকিয়ে ছিলেন। গোটা ফরাসী প্রতিনিধিদল বুঝতে পারল বার্নার্ড কী বলতে চাইছেন। ততক্ষণে সভাটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে, এবং কারোই আর সাহস হবে না সেদিন সকালের আলোচনার পুনরাবৃত্তি করার, কারণ তাঁরা এ কথা জানেন যে প্রতিটি কথাই সাম্প্রতিকতম, সর্বনাশা ঘটনাটার প্রেক্ষিতে বিচার করা হবে। দুই দলের মধ্যে একটা আপস-রফা যাতে না হয় সেজন্য যদি পোপ বার্নার্ডকে পাঠিয়ে থাকেন, তাহলে বলতে হয় তিনি তাতে সফল হয়েছেন।

টীকা

১. **টেক্সট** : *Sancta Romana*

অনুবাদ : *পবিত্র রোমক (গীর্জা)*

ভাষ্য বাইশতম জন কর্তৃক ১০ই ডিসেম্বর, ১৩১৭ তারিখে রচিত। পোপ জন ফ্রান্সিসকানদের বিভিন্ন উপদল – যাদেরকে তিনি ফ্রাতিচেল্লি (fraticelli, ক্ষুদে ব্রাদার), ফ্রাতরেস দি পপারে ভিতা (fratres de paupare vita, দরিদ্র জীবনের ব্রাদার), বিতোচি (bizochi), বেগুইন (beguines), ইত্যাদি নামে অভিহিত করেছেন – তাদের সম্পর্কে কথা বলছেন। এসব নতুন সম্প্রদায়কে তিনি ধর্মদ্বেষী ব'লে ঘোষণা করছেন, এবং তাদেরকে দমন ও নিকেশ করার হুকুম জারি করছেন।

২. **টেক্সট** : de dicto

অনুবাদ : কথার, বা কথা প্রসঙ্গে

৩. **টেক্সট** আর, আমার কাছে আপনি ছিলেন dilectissimo। কিন্তু আপনি তো প্রধান কন্সটেবলের পরিবারের কথা জানেন। Qui non habet caballum vadat cum pede ”

অনুবাদ : আর, আমার কাছে আপনি ছিলেন খুবই প্রিয়। কিন্তু আপনি তো প্রধান কন্সটেবলের পরিবারের কথা জানেন। যে লোকের ঘোড়া নেই সে পায়ে হেঁটে যায়।

ভাষ্য : শেষ বাক্যটা কার্ডিনাল অরসিনির প্রতি বাইশতম জনের ধূর্ত বিশ্বাসঘাতকতার স্মারক।

৪. **টেক্সট** 'আমি কি জানি, প্রভু, আমি জানি এই heresias-দের কী বলে Patarini, gazzesi, leoniste, arnaldiste, speroniste, circoncisi…আমি homo literatus না। আমি কোনো malicia নিয়ে পাপ করিনি, আর সিনর বার্নার্ডো Magnificentissimo সে কথা জানেন, আর আমি তার indulgencia-য় ভরসা করি in nomine patre et filio spiritis Sanctis…'

অনুবাদ : 'আমি কি জানি, প্রভু, এসব ধর্মদ্বেষী দলকে কী বলে Patarini, gazzesi, leoniste, arnaldiste, speroniste, circoncisi…আমি শিক্ষিত লোক না আমি কোনো বিদ্বেষের বশে

BanglaBook.org

পাপ করিনি, আর সবচাইতে মহান সিনর বার্নার্ড সেটা জানেন, আর আমি পিতা তাঁর পুত্র আর পবিত্র আত্মার নামে তাঁর ক্ষমার আশায় আছি...'

৫. **টেক্সট** : Domini canes

অনুবাদ : প্রভুর কুকুর

৬. **টেক্সট** : Penitenziagite

অনুবাদ : অনুতাপ করো

৭. **টেক্সট** : Salve Regina

অনুবাদ : পবিত্র মাতার জয় হোক

ভাষ্য ১১০০ খৃষ্টাব্দের দিকে, সম্ভবত হারমান্নুস কনত্রাকতুস-এর লেখা এই স্তোত্রটি মধ্যযুগে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল।

৮. **টেক্সট** : planta Dei pullulans in radice fidei

অনুবাদ : বিশ্বাসের জমিতে অঙ্কুরোদ্গম হতে থাকা উদ্ভিদ

ভাষ্য : স্মর্তব্য যিশাইয়া ১১: ১-২: 'যিশয়ের গোড়া থেকে একটা নতুন চারা বের হবে; তাঁর মূলের সেই চারায় ফল ধরবে। তাঁর উপর থাকবেন সদাপ্রভুর আত্মা, জ্ঞান ও বুঝবার আত্মা, পরামর্শ ও শক্তির আত্মা, বুদ্ধি ও সদাপ্রভুর প্রতি ভক্তিপূর্ণ ভয়ের আত্মা;

৯. **টেক্সট** : Abigor, pecca pro nobis...Amon, miserere nobis...Samael, libera nos a bono...Belial eleison...Focalor, in corruptionem meam intende, Haborym, damnamus dominum...Zaebos, anum meam aperies...Leonard, asperge me spermate tuo et inquinabor...

অনুবাদ : আবিগর, আমাদের হয়ে পাপ করো...আমোন, আমাদের করুণা করো...সামায়েল, আমাদেরকে শুভ হতে মুক্ত করো, বেলায়েল, দয়া করো...হাবোরিম, আমরা সদাপ্রভুকে পরোয়া করি না...য্যাবোস, আমার পাছা ফাক করো..., লিওনার্দ, আমার ওপর তোমার বীজ ছড়িয়ে দাও, এবং আমি

ভাষ্য : খৃষ্টীয় প্রার্থনার এক ভয়ংকর প্যারোডি এটি : 'ora pro nobis' (আমাদের জন্য প্রার্থনা করো)-এর জায়গায় 'pecca pro nobis', 'libera nos a malo' (সদাপ্রভুর প্রার্থনা 'আমাদেরকে অশুভ বা মন্দ হতে মুক্ত করো)-এর জায়গায় 'libera nos a bono', 'labia mea aperies' (আমার ঠোঁটজোড়া উন্মুক্ত করো)-এর জায়গায় 'anum meam aperies', 'asperge me spermate tuo et inquinabor' (আমার গায়ে মার্জোরাম ছড়িয়ে দাও, আমি তাহলে শুদ্ধ হয়ে যাবো)-এর জায়গায় 'asperge me spermate tuo et inquinabor', ইত্যাদি।

১০. **টেক্সট** : cingulum diabolic

অনুবাদ : শয়তানের বন্ধন (আক্ষরিক অর্থে, কোমরবন্ধনী)

১১. **টেক্সট** : Calvary

ভাষ্য : যেখানে যীশু ক্রুশবিদ্ধ হন

BanglaBook.org

পঞ্চম দিন

ভেসপার্স

যেখানে উবার্তিনো পালিয়ে যান, বেন্নো আইন মেনে কাজ করতে থাকে, আর সেদিন যেসব কামুকতার দেখা মিলেছে সেগুলোর ওপর উইলিয়াম কিছু মন্তব্য করেন।

সন্ন্যাসীরা যখন ধীরে ধীরে চ্যাপটার হাউস থেকে বেরিয়ে আসছেন, (তখন) মাইকেল উইলিয়ামের দিকে এগিয়ে এলেন, এবং তারপর উবার্তিনোও এসে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন। সবাই আমরা একসঙ্গে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এলাম, ক্লয়স্টারে, পাতলা হওয়ার কোনো লক্ষণহীন কুয়াশার আড়ালে দাঁড়িয়ে বুদ্ধি-পরামর্শ করার জন্য। সত্যি বলতে কি, নানান ছায়ার কারণে কুয়াশাটা এমনকি আরো ঘন হয়ে এসেছে।

উইলিয়াম বললেন, 'যা ঘটেছে তা নিয়ে কোনো মন্তব্য করার প্রয়োজন আছে ব'লে আমি মনে করি না। বার্নার্ড আমাদের হারিয়ে দিয়েছেন। ওই আহাম্মক দলচিনীয়টি ওসব অপরাধ আসলেই করেছে কি না সে-কথা আমাকে জিগ্যেস করবেন না। আমি যতদূর বলতে পারি, করেনি, আদৌ করেনি। আসল কথা হলো, যেখানে থেকে শুরু করেছিলাম সেখানেই ফিরে এসেছি আমরা। মাইকেল, জন চান আপনি অ্যাভিনিয়নে একা যান, এবং আমরা যে নিশ্চয়তা চেয়েছিলাম এই সভা আমাদের তা দেয়নি। বরং, আপনাকে একটা ধারণা দিয়েছে কী ক'রে, সেখানে, আপনার প্রতিটি কথা বিকৃত করা হতে পারে। আর তা থেকে আমার কাছে মনে হয় আমাদের এটাই বুঝতে হবে যে আপনার যাওয়া উচিত হবে না।'

মাইকেল মাথা নাড়লেন। 'বরং, আমি সেখানে যাব। আমি কোনো বিভেদ চাই না। উইলিয়াম, তুমি আজ খুব খোলাখুলিভাবে কথা বলেছ, আর তুমি যা মনে করো তুমি তা-ই বলেছ। ইয়ে, আমি কিন্তু সেটা চাই না, আর আমি এটা উপলব্ধি করি যে, সাম্রাজ্যিক ধর্মতাত্ত্বিকেরা পেরুজিয়া সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলো এমনভাবে ব্যবহার করেছেন যা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না। আমি চাই পোপ ফ্রান্সিসকান সম্প্রদায়কে সেটার দারিদ্র্যের আদর্শসমেত গ্রহণ ক'রে নিন। আর, পোপকে এ কথা বুঝতেই হবে যে সম্প্রদায়টি যতক্ষণ পর্যন্ত দারিদ্র্যের আদর্শ নিশ্চিত করতে না পারছে ততক্ষণ সেটার পক্ষে ধর্মদ্বেষিতামূলক শাখা-প্রশাখাগুলো ছেঁটে ফেলা সম্ভব হবে না। আমি অ্যাভিনিয়নে যাব, এবং দরকার পড়লে আমি জনের কাছে নিজেকে সমর্পণ করব। দারিদ্র্যের নীতি ছাড়া আর সবকিছুর সঙ্গেই আমি আপস করতে রাজি।'

উবার্তিনো কথা ব'লে উঠলেন। 'আপনি জানেন যে আপনি জীবনের ঝুঁকি নিচ্ছেন?'

মাইকেল জবাব দিলেন, 'তবে তা-ই হোক। সেটা আমার আত্মার ঝুঁকি নেয়ার চাইতে ভালো।'

BanglaBook.org

তিনি আসলেই ভয়ংকরভাবে তাঁর জীবনের ঝুঁকি নিয়েছিলেন, এবং জনের কথা যদি ঠিক হয়ে থাকে (যা আমি এখনো বিশ্বাস করি না), মাইকেল তাঁর আত্মাও হারিয়েছিলেন। এখন সবাই জানেন যে আমি যে ঘটনাগুলোর কথা বলছি তার এক সপ্তাহ পরে মাইকেল পোপের কাছে গিয়েছিলেন। তাঁর মতের বিরুদ্ধে তিনি চার মাস প্রতিরোধ চালিয়ে গিয়েছিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না পরের বছর এপ্রিল মাসে জন গীর্জার কাজকর্ম চালাবার জন্য যাজকদের একটি সংসদ (কন্সিসটরি) ডাকেন, এবং সেখানে তিনি মাইকেলকে পাগল, অবিবেচক, গোঁয়ার, ধর্মদ্বেষিতার স্বৈরাচারী উসকানিদাতা, একেবারে গীর্জারই বুকের ভেতর লালিত কালসাপ আখ্যা দেন। এবং, কারো হয়ত মনে হতে পারে যে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী তিনি ঠিকই বলেছিলেন, কারণ, সেই চার মাসে মাইকেল আমার গুরুর বন্ধুর বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন, সেই অন্য উইলিয়ামের, যিনি ওকাম থেকে আগত, এবং এসেছিলেন তাঁর আরো চরমপন্থী ধারণা নিয়ে, যদিও তা আমার গুরু যেসব ব্যাপার নিয়ে মার্সিলিয়াসের সঙ্গে একমত ছিলেন এবং সেদিন সকালে খুলে বলেছিলেন তার চাইতে খুব একটা আলাদা নয়। অ্যাভিনিয়নে এই ভিন্নমতাবলম্বীদের জীবন হুমকির মুখে পড়েছিল, এবং মে মাসের পর, মাইকেল, ওকাম-এর উইলিয়াম, বার্গামো-র বোনাগ্রাতিয়া, আস্কোলি-র ফ্রান্সিস আর অঁরি দে তালহেইম পালিয়ে গেলেন, এবং পোপের লোকেরা নীসে তাঁদের ধাওয়া করলেন, তারপর তুলঁ, মার্সেই, আর এইগুই-মখ্‌ত-এ, যেখানে কার্ডিনাল পিয়ের ডি আরাব্লে তাঁদের নাগাল ধ'রে ফেলেন, এবং তাঁদেরকে ফিরিয়ে নেবার জন্য অনেক সাধ্যসাধনা করেন, কিন্তু তাঁদের প্রতিরোধ, পনিটিফের (পোপের) প্রতি তাঁদের ঘৃণা, তাঁদের ভীতিকে জয় করতে ব্যর্থ হন। জুনে তাঁরা পিসা-য় পৌঁছান, যেখানে সাম্রাজ্যিক বাহিনী তাঁদেরকে জয়োল্লাসে বরণ ক'রে নেয়, এবং পরবর্তী মাসগুলোতে মাইকেল প্রকাশ্যেই জনের নিন্দামন্দ করতে থাকেন। কিন্তু ততদিনে বড্ড দেরি হয়ে গিয়েছিল। সম্রাটের সৌভাগ্য তখন পড়ন্ত; অ্যাভিনিয়ন থেকেই জন মাইনরাইটদের জন্য একজন সুপেরিয়র জেনারেল নিযুক্ত করার ষড়যন্ত্র করছিলেন, এবং শেষ পর্যন্ত সফল হয়েছিলেন। মাইকেল সেদিন পোপের কাছে যাওয়ার সিদ্ধান্ত না নিলেই ভালো করতেন তাঁর শত্রুর কবজায় এতগুলো মাস অপচয় না ক'রে, নিজের অবস্থান দুর্বল না ক'রে তিনি আরো কাছ থেকে মাইনরাইটদের প্রতিরোধে নেতৃত্ব দিতে পারতেন...কিন্তু ঐশী সর্বময় ক্ষমতা হয়ত এভাবেই সবকিছু নির্ধারণ করেছিল – আর আমি এখন এটাও জানি না যে তাঁদের সবার মধ্যে কে সঠিক ছিলেন। এত বছর পর এমনকি সংরাগের আগুনও নিভে যায়, আর সেই সঙ্গে নিভে যায় যা সত্যের আলো ব'লে বিশ্বাস করা হয়েছিল তা-ও। আমাদের মধ্যে এখন কেউ কি বলতে পারে কে সঠিক ছিল, হেক্টর না একিলিস, আগামেমনন না প্রায়াম, যখন তারা এক রমণীর সৌন্দর্য নিয়ে যুদ্ধ করেছিল, যে-রমণী এখন নেহাতই ধুলো আর ভস্মে পরিণত হয়েছে?

কিন্তু আমি বিষণ্ন বিষয়বিচ্যুতিতে পথ হারিয়ে ফেলছি। তার বদলে আমার বলা উচিত সেই করুণ কথোপকথনের কী হলো। মাইকেল মনস্থির ক'রে ফেলেছিলেন, এবং এবং তাঁকে আর তা থেকে নিবৃত্ত হওয়ার ব্যাপারে রাজি করানোর কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু আরেকটা সমস্যা দেখা দিলো, এবং উইলিয়াম কোনো ঘোরপ্যাঁচ না ক'রে সে কথা জানিয়ে দিলেন : স্বয়ং উবার্তিনোও আর নিরাপদ নন। বার্নার্ড তাঁর উদ্দেশে যেসব কথা বলেছেন, পোপ এখন তাঁর প্রতি যে ঘৃণা পোষণ

BanglaBook.org

করেন, এবং যেখানে মাইকেল এখনো দর-কষাকষি করার মতো একটা শক্তি সেখানে এই পর্যায়ে উবার্তিনো নিজেই একটি দল এই সত্যটি...'

'জন চান মাইকেল তাঁর দরবারে হাজির হোন, আর উবার্তিনো নরকে। আমি যদি বার্নার্ডকে চিনে থাকি, তাহলে আগামীকাল পেরোবার আগেই, এই কুয়াশার যোগসাজশে, উবার্তিনো খুন হবেন। আর কেউ যদি জিগ্যেস করে কাজটা কে করেছে – আর মঠটা তো আরেকটা অপরাধ খুব সহজেই বইতে পারবে – তো তখন তারা বলবে দুষ্কর্মটা করেছে রেমেজিও আর তার কালো বিড়ালগুলোর ডেকে নিয়ে-আসা শয়তানগুলো, অথবা, কোনো জীবিত দলচিনীয় যে কিনা এখনো এই মঠের চার দেওয়ালের ভেতর ওঁৎ পেতে আছে...'

উবার্তিনো উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। 'তাহলে–?' তিনি জিগ্যেস করলেন।

উইলিয়াম বললেন, 'তাহলে যান, মোহান্তের সঙ্গে কথা বলুন। তাঁর কাছ থেকে একটা ঘোড়া, কিছু খাবারদাবার, আর আল্পসের ওপারের দূর কোনো মঠের উদ্দেশে লেখা একটা চিঠি চেয়ে নিন। আর তারপর, এই অন্ধকার ও কুয়াশার সুযোগ নিয়ে অবিলম্বে চ'লে যান।'

'কিন্তু ধনুর্ধারীরা এখনো ফটক পাহায় রয়েছে না?'

'মঠ থেকে বের হওয়ার অন্য কিছু পথও আছে, এবং মোহান্ত সেসবের খবর রাখেন। একজন ভৃত্যকে শুধু একটা ঘোড়া নিয়ে নীচের দিকের একটা বাঁকে অপেক্ষা করতে হবে; এবং পাঁচিলের কোনো একটা ফোকর গ'লে বেরিয়ে যাওয়ার পর আপনাকে কেবল খানিকটা বনপথ পেরোতে হবে। বার্নার্ড তার বিজয়ের পুলক কাটিয়ে ওঠার আগেই, অবিলম্বে কাজ করতে হবে আপনাকে। আমাকে আবার অন্য একটা দিকে নজর দিতে হচ্ছে। দুটো মিশন ছিল আমার : একটা ব্যর্থ হয়েছে, অন্তত অন্যটা তো সফল হতে হবে। একটা বই আর একজন মানুষের নাগাল পেতে হবে আমার। সবকিছু ঠিকঠাকমতো হলে আপনাকে আমার ফের দরকার হওয়ার আগেই আপনি এখান থেকে বেরিয়ে যাবেন। কাজেই, বিদায় তাহলে।' তিনি তাঁর দুবাহু বাড়িয়ে দিলেন। অভিভূত উবার্তিনো তাঁকে শক্ত আলিঙ্গনে বাঁধলেন। 'বিদায়, উইলিয়াম। তুমি এক উন্মাদ এবং উদ্ধত ইংরেজ, কিন্তু তোমার মনটা খুব বড়ো। আবার কি দেখা হবে আমাদের?'

'আবার দেখা হবে,' উইলিয়াম তাঁকে আশ্বস্ত করলেন। 'ঈশ্বর তা চাইবেন নিশ্চয়ই।'

ঈশ্বর অবশ্য তা চাননি। আগেই বলেছি, দু'বছর পর উবার্তিনো মারা যান, রহস্যজনকভাবে খুন হন। একটি কঠিন ও রোমাঞ্চকর জীবন, এই বৃদ্ধ মানুষটির তেজস্বী, উদ্দীপ্ত জীবন। হয়ত তিনি সন্ত ছিলেন না, কিন্তু আমি আমি কামনা করি তিনি যে তা ছিলেন সে-ব্যাপারে তাঁর নিজের ইস্পাতকঠিন স্থির বিশ্বাসকে ঈশ্বর পুরস্কৃত করবেন। যতই বুড়ো হচ্ছি, এবং নিজেকে ঈশ্বরের ইচ্ছের কাছে সমর্পণ করছি, ততই আমি বুদ্ধিমত্তাকে – যা জানতে চায়, আর ইচ্ছাকে – যা করতে চায়, তাদের কম মূল্যবান ব'লে জ্ঞান করছি; এবং মোক্ষলাভের একমাত্র উপাদান হিসেবে বিশ্বাসকেই মেনে নিয়েছি, যা ধৈর্য নিয়ে অপেক্ষা করতে পারে, খুব বেশি প্রশ্ন না ক'রে। এবং নিশ্চিতভাবেই, উবার্তিনো আমাদের ক্রুশবিদ্ধ প্রভুর শোণিত এবং

BanglaBook.org

যন্ত্রণায় প্রবল বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন।

সম্ভবত এমনকি তখনো আমি এই কথাগুলোই ভাবছিলাম, এবং বৃদ্ধ মরমী সাধক তা বুঝতে পেরেছিলেন, বা, অনুমান করেছিলেন যে একদিন এসব কথাই ভাবব আমি। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি ক'রে হাসলেন, তারপর আমাকে আলিঙ্গন করলেন, এর আগের দিনগুলোতে আবেগের যে তীব্রতা নিয়ে তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরতেন সেটা অবশ্য এবার ছিল না। একজন পিতা বা মাতামহ যেভাবে তার নাতি বা দৌহিত্রকে জড়িয়ে ধরেন, তেমনভাবে তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন, আর সেই একই মনোভাব নিয়ে আমিও তাঁকে আলিঙ্গন করলাম। এরপর তিনি মোহান্তকে খোঁজার জন্য মাইকেলের সঙ্গে চ'লে গেলেন।

'তো, এবার?' আমি উইলিয়ামকে শুধালাম।

'তো এবার, ফের আমাদের অপরাধগুলোর কাছে ফিরতে হচ্ছে।'

'গুরু,' আমি বললাম। 'আজ অনেক কিছুই ঘটল, খৃষ্টধর্মের জন্য অনেক ভয়ংকর জিনিস, এবং আমাদের মিশন ব্যর্থ হয়েছে। তার পরও মনে হচ্ছে আপনি পোপ আর সম্রাটের দ্বন্দ্বের চাইতে এই রহস্য সমাধান করার ব্যাপারেই বেশি আগ্রহী।'

'পাগল আর শিশুরা সব সময় সত্য কথা বলে, আদ্‌সো। ব্যাপারটা এমন হতে পারে যে সাম্রাজ্যিক উপদেষ্টা হিসেবে আমার বন্ধু মার্সিলিয়াস আমার চাইতে ভালো, কিন্তু ইনিকুইযেটর হিসেবে আমি বেশি ভালো। এমনকি বার্নার্ড গুই-এর চাইতে ভালো, ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করুন। কারণ বার্নার্ড গুই দোষীকে খুঁজে বের করার ব্যাপারে আগ্রহী নয়, অভিযুক্তকে পুড়িয়ে মারতে আগ্রহী। আর আমার বরং একটা চমৎকার, জটিল গেরো খুলতেই বিমলানন্দ। আবার কারণটা নিশ্চয়ই এটাও যে, যখন দার্শনিক হিসেবে আমি জগতের একটা শৃঙ্খলা আছে কি না তা-ই নিয়ে সন্দেহ করি, তখন আমি জাগতিক ঘটনাগুলোর ছোটো ছোটো কিছু পরিসরে অন্তত ক্রমিক কিছু সংযোগ আবিষ্কার ক'রে সান্ত্বনা পাই। আর, সবশেষে সম্ভবত আরো একটা কারণ আছে : এই কাহিনীতে জন আর লুইসের মধ্যেকার লড়াইয়ের চাইতেও বড়ো আর জরুরী কিছু জিনিস হুমকির সম্মুখীন...'

'কিন্তু এটা তো নীতিহীন কিছু সন্ন্যাসীর ভেতর চুরি আর প্রতিশোধের একটা গল্প,' আমি দ্বিধাগ্রস্তভাবে চেঁচিয়ে উঠলাম।

'একটা নিষিদ্ধ বইয়ের কারণে, আদ্‌সো। একটি নিষিদ্ধ বই!' উইলিয়াম জবাব দিলেন।

ততক্ষণে সন্ন্যাসীরা নৈশাহারের উদ্যোগ নিচ্ছিলেন। আমরা খাওয়ার মাঝামাঝি এমন সময় চেযেনার মাইকেল আমাদের পাশে এসে বসলেন, এবং বললেন, উবার্তিনো চ'লে গেছেন। উইলিয়াম স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেললেন।

খাওয়া শেষ হলে পর আমরা মোহান্তকে এড়িয়ে গেলাম – বার্নার্ডের সঙ্গে কথা বলছিলেন

BanglaBook.org

তিনি – এবং বেন্নোকে ভালো ক'রে লক্ষ করতে লাগলাম; দরজার কাছে পৌঁছুতে চেষ্টা করছিল সে, আমাদের দেখে একটা আধেক হাসি হাসল। উইলিয়াম তার নাগাল ধরে ফেললেন, এবং তাকে বাধ্য করলেন যেন সে আমাদের পিছু পিছু রান্নাঘরের এক কোনায় চ'লে আসে।

উইলিয়াম তাকে জিগ্যেস করলেন, 'বেন্নো, বইটা কোথায়?'

'কোন বই?'

'বেন্নো, আমাদের কেউই নির্বোধ নয়। আমি সেই বইটার কথা বলছি যেটা আমরা আজ সকালে সেভেরিনাসের গবেষণাগারে খুঁজছিলাম, যেটা আমি চিনতে পারিনি। কিন্তু তুমি সেটা ভালোভাবেই চিনেছিলে, এবং সেটা আনার জন্য ফিরে গিয়েছিলে...'

'আপনার কেন মনে হলো আমি সেটা নিয়েছি?'

'আমার ধারণা তুমি নিয়েছ, এবং তোমারও সেটাই ধারণা। কোথায় ওটা?'

'আমি বলতে পারছি না।'

'বেন্নো, তুমি আমাকে না বললে আমি মোহান্তের সঙ্গে কথা বলব।'

'মোহান্তের হুকুম অনুযায়ী তো আমি আপনাকে বলতে পারব না,' বেশ একটা নিষ্পাপ ভঙ্গিতে বেন্নো বলল। 'আজ আমাদের এখানে সাক্ষাৎ হওয়ার পর এমন কিছু ঘটেছে যা আপনার জানা দরকার। বেরেঙ্গারের মৃত্যুর ফলে সহকারী গ্রন্থাগারিক আর কেউ ছিল না। আজ বিকেলে মালাকি আমাকে সে-পদের প্রস্তাব দেন। মাত্র আধা ঘণ্টা আগে মোহান্ত সম্মতি দিলেন, এবং আশা করি আগামীকাল সকালে আমি গ্রন্থাগারের গোপন রহস্যের রাজ্যে অভিষিক্ত হব। এ কথা সত্যি যে আজ সকালে আমি আসলেই বইটা নিয়েছিলাম, এবং আমার কুঠুরির খড়ের ভেতর সেটা লুকিয়ে রেখেছিলাম, সেটার দিকে একনজর না তাকিয়েই, কারণ আমি জানতাম মালাকি আমার ওপর নজর রাখছেন। শেষ পর্যন্ত মালাকি আমাকে কী প্রস্তাব দিয়েছিলেন সেটা তো বললামই। আর তারপর আমি তা-ই করেছি যা একজন সহকারী গ্রন্থাগারিককে করতেই হয় আমি বইটা তার কাছে দিয়ে দিয়েছি।'

'কিন্তু বেন্নো, গতকাল আর তার আগের দিন আপনি...আপনি বলেছিলেন যে আপনি কৌতূহলে ম'রে যাচ্ছেন, আপনি চান না গ্রন্থাগারে আর কোনো রহস্য লুকিয়ে থাক, আপনি বলেছিলেন একজন বিদ্বানকে জানতেই হবে...' ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠে আমি না ব'লে পারলাম না।

বেন্নো কোনো কথা বলল না, তাঁর মুখটা লাল হয়ে উঠল, কিন্তু উইলিয়াম আমাকে থামিয়ে দিলেন। 'আদ্‌সো, কয়েক ঘণ্টা আগে বেন্নো অন্য পক্ষে যোগ দিয়েছে। এখন সে সেইসব রহস্যের অভিভাবক যেগুলো সে জানতে চেয়েছিল, এবং যখন সে সেগুলো পাহারা দেবে তখন সেগুলো জেনে যাওয়ারও যথেষ্ট সময় সে পাবে।'

BanglaBook.org

‘কিন্তু অন্যগুলো?’ আমি জিগ্যেস করলাম। ‘বেন্নো-তো সব বিদ্বান লোকের হয়েও কথা বলছিলেন!’

‘সেটা আগে,’ উইলিয়াম বললেন। এবং বেন্নোকে বিহ্বল, বিভ্রান্ত দশায় রেখে তিনি আমাকে সেখান থেকে সরিয়ে আনলেন।

উইলিয়াম আমাকে বললেন, ‘বেন্নো একটা মহা কামুকতার শিকার, আর সেটা বেরেঙ্গারের প্রতি বা ভাণ্ডারীর প্রতি কামুকতা নয়। অনেক বিদ্বান ব্যক্তির মতোই জ্ঞানের প্রতি কামুকতা আছে তার। জ্ঞানের জন্য জ্ঞান। সেই জ্ঞানের খানিকটা থেকে বঞ্চিত হয়ে সে তা কবজা করতে চেয়েছিল। এখন সেটা তার হাতের মুঠোয়। মালাকি তার লোককে ঠিকই চিনত বইটা ফিরে পাওয়ার সেরা উপায়টা সে কাজে লাগিয়েছে, এবং বেন্নোর মুখ সেলাই ক'রে দিয়েছে। তুমি হয়ত আমাকে জিগ্যেস করবে যে এমন বিদ্যার ভাণ্ডার নিয়ন্ত্রণ ক'রে কী লাভ যদি কেউ ঠিক করে যে তা সবার ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করা যাবে না? কিন্তু ঠিক এজন্যই আমি লালসার কথা বলি। রজার বেকনের জ্ঞানের তৃষ্ণা লালসা ছিল না তিনি তাঁর বিদ্যা ঈশ্বরের লোকজনকে আরো সুখী করার জন্য কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন, আর তাই তিনি জ্ঞানের জন্য জ্ঞানের অনুসন্ধান করেননি। বেন্নোর হলো নেহাতই অসীম কৌতূহল, বুদ্ধিবৃত্তিক গর্ব, একজন সন্ন্যাসীর কাম প্রবৃত্তির রূপান্তর ও প্রশমিত করার ভিন্ন একটা উপায়, বা, যে প্রগাঢ় আবেগ আরেকজন মানুষকে কোনো ধমবিশ্বাস বা ধর্মদ্রোহিতার সৈনিকে পরিণত করে, তাই। লালসা যে কেবল দেহজই হয় তা নয়। বার্নার্ড গুই কামুক; তার কামুকতা বা লালসা হচ্ছে ন্যায়পরতার জন্য এক বিকৃত লালসা যা ক্ষমতার জন্য লালসার সঙ্গে এক হয়ে যায়। আমাদের পবিত্র এবং ভূতপূর্ব রোমক পনটিফের রয়েছে ধন-সম্পদের লালসা। এবং নবীন হিসেবে ভাণ্ডারীর ছিল সাক্ষ্য দেয়া বা কোনো কিছু প্রমাণ করার, বদলানোর, এবং অনুতাপ করার লালসা, আর তারপর মৃত্যুর লালসা। আর বেন্নোর লালসা হচ্ছে বইয়ের লালসা। সব লালসার মতোই, সেই ওনান-এর লালসার মতো – যে কিনা তার বীজগুলো মাটিতে ফেলে দিয়েছিল – এটা বন্ধ্যা, এবং সেটার সঙ্গে প্রেমের বা ভালোবাসার, এমনকি কামজ প্রেমেরও কেনো সম্পর্ক নেই...’

অনিচ্ছা সত্ত্বেও, আমি বিড়বিড় ক'রে বললাম, ‘আমি জানি।’ উইলিয়াম ভান করলেন যেন তিনি কথাটা শোনেননি। তিনি তাঁর পর্যবেক্ষণের কথা ব'লে গেলেন, ‘প্রকৃত ভালোবাসা প্রিয়র মঙ্গল চায়।’

‘এমন কি হতে পারে যে, বেন্নো তাঁর বইগুলোর ভালো চায় (এবং এখন সেগুলো তো তারই বই), এবং মনে করে যে লুব্ধ হাতগুলো থেকে দূরে সরিয়ে রাখার মধ্যেই সেসবের মঙ্গল নিহিত রয়েছে?’ আমি জিগ্যেস করলাম।

‘বইয়ের মঙ্গল রয়েছে সেটা পড়ার মধ্যে। একটা বই এমন কিছু চিহ্ন দিয়ে তৈরি যেগুলো আবার অন্য কিছু চিহ্নের কথা বলে, যেগুলো আবার নানা জিনিসের কথা বলে। বইয়ে যেসব চিহ্ন থাকে সেগুলো পড়ার চোখ না থাকলে সেই চিহ্নগুলো কোনো ধারণা তৈরি করে না; কাজেই সেটা

BanglaBook.org

মূক। গ্রন্থাগারটা সম্ভবত তৈরি হয়েছিল এটায় রাখা বইগুলো বাঁচাবার জন্য, কিন্তু এখন সেটা টিকে রয়েছে সেগুলো কবর দেবার জন্য। আর সেজন্যই এটা শঠতার এক গর্তে পরিণত হয়েছে ভাণ্ডারী বলছে সে বেঈমানি করেছে। বেন্নোও। সে-ও বেঈমানি করেছে। আহ্! কী যে এক জঘন্য দিন, সুবোধ আদ্‌সো আমার! রক্ত আর ধ্বংসে ভরা। যথেষ্ট হয়েছে এই এক দিনে। চলো কম্প্লিনে যাই, আর তারপর বিছানায়।'

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আয়মারোর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল আমাদের। তিনি জিগ্যেস করলেন যে মালাকি বেন্নোকে তাঁর সহকারী হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন ব'লে যে গুজবটা ভেসে বেড়াচ্ছে সেটা সত্য কি না। আমাদের বলতেই হলো যে ঘটনা সত্য।

আয়মারো তাঁর ঘৃণা ও আসকারার চিরাচরিত নাক সিটকানি সহকারে বললেন, 'আমাদের মালাকি আজ অনেকগুলো চমৎকার কাজ করেছে। ন্যায়বিচার ব'লে যদি কিছু থেকে থাকে তাহলে আজ রাতেই নিশ্চয়ই শয়তান এসে তাকে নিয়ে যাবে।'

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

কমপ্লিন

যেখানে খৃষ্টবৈরীর আগমনের ব্যাপারে একটা হিতোপদেশ শোনা যায়, এবং আদসো নামবাচক বিশেষ্য বা ব্যক্তিনামের শক্তি আবিষ্কার করে।

ভাণ্ডারীর জেরা চলাকালে ভেসপার্স বা সায়ংকালীন প্রার্থনাটা একটু বিশৃঙ্খল দশার মধ্যে গাওয়া হয়েছিল, চ্যাপ্টার হলে কী হচ্ছে তা জানালা আর ফাঁকফোকর দিয়ে দেখার জন্য কৌতূহলী নবিশেরা তাঁদের গুরুদের শাসন ফাঁকি দিয়ে চ'লে আসছিল। এখন গোটা দলটাই সেভেরিনাসের আত্মার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করবে। সবাই আশা করছিল মোহান্ত কিছু বলবেন, ভাবছিল তিনি কী বলবেন। কিন্তু তার বদলে, সন্ত গ্রেগরীর শাস্ত্রবিধিসম্মত ধর্মোপদেশ, স্তবগান, আর তিনটে নির্ধারিত স্তোত্রর পর মোহান্ত বেদীতে উঠে এলেন, কিন্তু কেবল এ কথা বলতে যে এই সন্ধ্যায় তিনি নীরবতা বজায় রাখবেন। তিনি বললেন, মঠটিতে এত বেশি বিপর্যয় ঘটে গেছে যে, এমনকি আধ্যাত্মিক ফাদারও যে ভর্ৎসনা করবেন আর সতর্কবাণী উচ্চারণ করবেন সে-পরিস্থিতি নেই। এখন কোনো ব্যত্যয় না ক'রে, সবারই উচিত ভালোভাবে বিবেককে খতিয়ে দেখা। কিন্তু যেহেতু কোনো একজনের মুখ খোলা জরুরি, তাই তিনি পরামর্শ দিলেন যে সতর্কবাণীটা এমন কারো কাছ থেকে আসা উচিত যিনি তাঁদের সবার বয়োজ্যেষ্ঠ, এখন মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে, সেই ধর্মভ্রাতা যিনি, যে জাগতিক সংরাগগুলো এত সব অশুভের জন্ম দিয়েছে তার সঙ্গে সবচাইতে কম সংশ্লিষ্ট বয়েসের অধিকারে গোত্তাফেরাতার আলিনার্দোরই কথা বলা উচিত, কিন্তু শ্রদ্ধেয় ধর্মভ্রাতার স্বাস্থ্যের ভঙ্গুর দশার কথা সকলেই অবগত। আলিনার্দোর ঠিক পরেই, কালের অলঙ্ঘ্যনীয় অগ্রসরমাণতার ঠিক ক'রে দেয়া ক্রম অনুযায়ী, যিনি আসবেন তিনি ইয়র্গে এবং মোহান্ত এবার তাঁকে আহ্বান জানালেন।

আয়মারো এবং অন্যান্য ইতালীয় সচরাচর যে স্টলগুলোতে বসেন সেই অংশ থেকে একটা গুঞ্জন ধ্বনি উঠল। আমার কেমন যেন সন্দেহ হলো যে আলিনার্দোর সঙ্গে ব্যাপারটা আলোচনা না ক'রেই মোহান্ত ইয়র্গের ওপর এই হিতোপদেশের ভার ন্যস্ত করেছেন। আমার গুরু আমার কানে ফিসফিস ক'রে মন্তব্য করলেন যে কোনো কথা না বলার সিদ্ধান্ত নিয়ে মোহান্ত বিচক্ষণের কাজ করেছিলেন, কারণ তিনি যা-ই বলতেন সেটাই বার্নার্ড আর উপস্থিত অন্য অ্যাভিনিয়নীয়রা অন্যভাবে নিতেন। অন্য দিকে, বৃদ্ধ ইয়র্গে তাঁর গতানুগতিক রহস্যময় ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখবেন, এবং অ্যাভিনিয়নীয়রা সেটার প্রতি তেমন একটা গুরুত্ব দেবেন না। 'তবে আমি দেবো,' উইলিয়াম বললেন, 'কারণ আমার মনে হয় না সুনির্দিষ্ট কোনো উদ্দেশ্য ছাড়া কথা বলার ব্যাপারে ইয়র্গে রাজি হয়েছিলেন, বা বলতে চেয়েছিলেন।'

BanglaBook.org

কারো সাহায্য না নিয়েই ইয়র্গে বেদীতে উঠে এলেন। একমাত্র যে ত্রিপদীটা গোটা নেইভটাকে আলোকিত ক'রে রেখেছিল সেটার আলোতে তাঁর মুখটা দেদীপ্যমান। আলোকশিখার দীপ্তিটা তাঁর চোখ দুটোকে আড়াল-ক'রে-রাখা আঁধার স্পষ্ট ক'রে তুলল, এবং সেগুলোকে দেখতে দুটো কালো গর্তের মতো মনে হচ্ছিল।

তিনি শুরু করলেন, 'পরম ভালোবাসার ধর্মভ্রাতাগণ, এবং পরম প্রিয় আমাদের অতিথিসকল, যদি আপনারা এই হতভাগ্য বৃদ্ধ মানুষটির কথা শুনতে চান তাহলে বলি...যে চারটি মৃত্যু আমাদের মঠকে বেদনাতুর ক'রে তুলেছে – আর, জীবিতদের মধ্যে সবচাইতে ঘৃণ্যজনের দূরবর্তী ও সাম্প্রতিক পাপগুলোর কথা তো বলাই বাহুল্য – সেজন্য, আপনারা জানেন, প্রকৃতির কঠোরতা দায়ী নয়, যে প্রকৃতি তার অনমনীয় ছন্দে দোলনা থেকে সমাধি পর্যন্ত আমাদের পার্থিব দিবস নির্ধারণ করে। সন্দেহ নেই, আপনারা বিশ্বাস করেন যে আপনারা তীব্র শোকে মুহ্যমান হলেও, এই দুঃখজনক ঘটনা আপনাদের আত্মাকে স্পর্শ করেনি, কারণ আপনারা সবাই, কেবল একজন ছাড়া, নির্দোষ, এবং যখন এর শাস্তিবিধান করা হবে, এবং আপনারা, নিশ্চিতভাবেই, যাঁরা চলে গেছেন তাঁদের জন্য শোকবিলাপ ক'রে যাবেন, তখন আপনাদেরকে ঈশ্বরের আদালতে সামনে নিজেদেরকে কোনো অভিযোগ থেকে অব্যাহতি নিতে হবে না। এই তো আপনাদের বিশ্বাস! উন্মাদ সব!' ভয়ংকর কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি। 'উন্মাদ আর আত্মম্ভরি নির্বোধ লোকজন সব! যে হত্যা করেছে সে ঈশ্বরের সামনে তার অপরাধের বোঝা বয়ে নিয়ে যাবে, কিন্তু সেটা কেবল এই জন্য যে সে ঈশ্বরের হুকুমবরদার হওয়ার জন্য সম্মতি দিয়েছিল। ঠিক যেমন, দায়মোচনের কৃত্য যাতে সাধিত হতে পারে সেজন্য যীশুর প্রতি কারো বিশ্বাসঘাতকতা করার প্রয়োজন ছিল, যদিও যে-ব্যক্তি তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল তার প্রতি প্রভু নরকভোগ আর নিন্দামন্দ ঠিকই বরাদ্দ করেছিলেন। সে-রকমই, কেউ একজন এই সময়ে পাপ করেছে, মৃত্যু আর সর্বনাশ ডেকে এনেছে, কিন্তু আমি তোমাদের বলছি যে, এই সর্বনাশ কাম্য না হলেও আমাদের আত্মাভিমানকে চূর্ণ করার জন্য তা অন্তত ঈশ্বর অনুমোদিত!'

তিনি চুপ করলেন, তাঁর ফাঁকা দৃষ্টি ভাবগম্ভীর জমায়েতটার দিকে ঘোরালেন, যেন তাঁর চোখ দুটো সেটার আবেগ অনুভব করতে পারছে, যদিও আসলে তাঁর শ্রবণশক্তি দিয়ে তিনি সেই নীরবতা আর ভয়বিহ্বলতার স্বাদ নিলেন।

তিনি আবার বলতে লাগলেন, 'এই সম্প্রদায়ে, কিছু দিন ধ'রে, আত্মাভিমানের সাপ কুণ্ডলী পাকিয়েছে। কিন্তু কিসের আত্মাভিমান? জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন এক মঠে ক্ষমতার আত্মাভিমান? না, অবশ্যই নয়। ধন-সম্পদের আত্মাভিমান? আমার ধর্মভ্রাতাগণ, পরিচিত জগৎ দারিদ্র্য এবং মালিকানা নিয়ে দীর্ঘ বিতর্কে প্রতিধ্বনিত হওয়ার আগে, আমাদের প্রতিষ্ঠাতার দিনগুলো থেকেই – এমনকি যখন আমাদের সবকিছুই ছিল – কখনোই কিছু ছিল না আমাদের, একমাত্র যেটা আমাদের সত্যিকারের সম্পদ ছিল সেটা হচ্ছে "বিধি" পালন, প্রার্থনা, এবং কাজ। কিন্তু আমাদের কাজের মধ্যে, আমাদের সম্প্রদায়ের কাজ এবং বিশেষ ক'রে এই মঠের কাজের মধ্যে, একটা অংশ – সত্যি বলতে কি, সারবস্তু – হচ্ছে অধ্যয়ন, এবং জ্ঞানের সংরক্ষণ। আমি বলছি সংরক্ষণ, অনুসন্ধান নয়,

কারণ একটি ঐশী বস্তু হিসেবে জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি সম্পূর্ণ এবং প্রথম থেকেই সংজ্ঞায়িত, ঈশ্বরের কথার নিখুঁতত্বে, যে-কথা নিজেকে নিজের কাছে প্রকাশ করে। সংরক্ষণ বলেছি, অনুসন্ধান বলিনি, কারণ এটা জ্ঞানের একটি বৈশিষ্ট্য, একটা মানবিক ব্যাপার, অর্থাৎ এটা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে সংজ্ঞায়িত ও সম্পূর্ণীকৃত, পয়গম্বরদের ধর্মপ্রচার থেকে গীর্জার ফাদারদের ভাষ্য পর্যন্ত। জ্ঞানের ইতিহাসে কোনো অগ্রগতি নেই, যুগের কোনো আর্বতন নেই, কিন্তু আছে বড়োজোর এক নিরন্তর ও গরিমাময় পুনরাবৃত্তি। সৃষ্টি থেকে নির্বাণ পর্যন্ত, বিজয়ী যীশুর প্রত্যাবর্তনের দিকে মানব-ইতিহাস এমন এক গতিতে অগ্রসর হয়, যা রুদ্ধ করা যায় না; এবং যীশু জীবিত ও মৃতদের বিচারের জন্য একটি মেঘে আসীন অবস্থায় আবির্ভূত হবেন; কিন্তু মানব এবং ঐশী জ্ঞান এই পথ অনুসরণ করে না : দুর্গের মতো সুস্থিত এবং নিজের অবস্থানে অটল এই জ্ঞান – যখন আমরা নম্র এবং সতর্ক – তখন আমাদেরকে এই পথকে অনুসরণ করতে এবং এই পথ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করার অনুমতি দেয়, কিন্তু এটি সেই পথটিকে স্পর্শ করে না। ইহুদীদের ঈশ্বর বলেছিলেন আমি-ই "সে" যে আছে। আমিই পথ, সত্য, এবং জীবন, আমাদের প্রভু বলেছিলেন। তো, এখানেই ব্যাপারটা পাওয়া যাচ্ছে এই দুই সত্য সম্পর্কে সমীহভরা মন্তব্য ছাড়া জ্ঞান আর কিছুই নয়। বাদবাকী যা কিছুই বলা হয়েছে তার সবই পয়গম্বররা, সুসমাচার লেখকগণ, ফাদার ও ডক্টরগণ এই দুই বাণীকে আরো পরিষ্কার করার জন্য উচ্চারণ করেছেন। মাঝে মাঝে নিজেদের সম্পর্কে অজ্ঞ পেগানদের কাছ থেকেও হয়ত কোনো যথাযোগ্য মন্তব্য এসেছে, এবং তাদের কথাও খৃষ্টীয় ঐতিহ্যের মধ্যে ঢুকে গেছে। কিন্তু তার বাইরে আর কিছুই বলার নেই। যা করার তা হলো ধ্যান, টীকা-ভাষ্য লেখা, আর সংরক্ষণ করা। এটাই ছিল – এবং হওয়া উচিত – দুর্দান্ত গ্রন্থাগারটাসহ আমাদের মঠের কাজ, আর কিছু নয়। বলা হয়ে থাকে যে প্রাচ্যদেশীয় একজন খলিফা একদিন এক প্রসিদ্ধ, গৌরবোজ্জ্বল এবং গর্বিত নগরীর গ্রন্থাগারে আগুন ধরিয়ে দেন, এবং যখন সেই হাজার হাজার বই পুড়ছিল তিনি বলেছিলেন যে সেগুলো অন্তর্হিত হতেই পারে, হওয়াই উচিত, কারণ কোরান যা বলেছে তার-ই পুনরাবৃত্তি করছে সেগুলো, ফলে সেগুলো মূল্যহীন, আর না হয় সেগুলোতে এমন কথা আছে যা বিধর্মীদের কাছে পবিত্র, সেই বইটির কথার উলটো, কাজেই সেগুলো ক্ষতিকর। গীর্জার শিক্ষকরা, এবং তাঁদের সঙ্গে আমরা, এভাবে যুক্তি প্রয়োগ করিনি। ধর্মীয় পুস্তকের টীকা-ভাষ্য এবং ব্যাখ্যা যা-কিছু রয়েছে তার সবই রক্ষা করতে হবে, কারণ তা ঐশী রচনার গৌরব বৃদ্ধি করে; যা সেসবের সত্যতা অস্বীকার করে তা মোটেই ধ্বংস করতে নেই, কারণ যারা সক্ষম তারা পরে আবার সেই অস্বীকারকেই অস্বীকার করতে পারবে, "প্রভু" যে উপায় ও সময় বেছে নেন সেই উপায় ও সময়ে। সেই কারণে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে আমাদের সম্প্রদায়ের দায়িত্ব এবং ভার বা বোঝা হচ্ছে যে-সত্যের দাবি করি তা নিয়ে গর্ব করি, আর সত্যের প্রতি বৈরী কথাগুলো সংরক্ষণ করার সময় নম্র এবং বিচক্ষণ থাকি, সেগুলোর দ্বারা নিজেদের কলুষিত হতে দিই না। তো, ধর্মভ্রাতাগণ আমার, একজন বিদ্বান সন্ন্যাসীকে প্রলুব্ধ করতে পারে এমন গর্বের পাপ কী হতে পারে? সেটা হচ্ছে এটা মনে করা যে তার কাজ হচ্ছে (জ্ঞান) সংরক্ষণ না ক'রে বরং এমন কোনো তথ্যের অনুসন্ধান করা যা মানবজাতির এখনো অজানা, যেন শেষ কথাটা এখনো শেষ দেবদূতের মুখে এরই মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়নি যে দেবদূত বাইবেলের শেষ

গ্রন্থে বলছেন : “যে লোক এই বইয়ের সমস্ত কথা, অর্থাৎ ঈশ্বরের বাক্য শোনে আমি তার কাছে এই সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, কেউ যদি এর সঙ্গে কিছু যোগ করে তবে ঈশ্বরও এই বইয়ে লেখা সমস্ত আঘাত তার জীবনে যোগ করবেন। আর এই বইয়ের সমস্ত কথা, অর্থাৎ ঈশ্বরের বাক্য থেকে যদি কেউ কিছু বাদ দেয় তবে ঈশ্বরও এই বইয়ে লেখা জীবন-গাছ ও পবিত্র শহরের অধিকার তার জীবন থেকে বাদ দেবেন।” তো...তোমাদের কাছে কি মনে হয় না, আমার হতভাগ্য ধর্মভ্রাতাবৃন্দ, যে, এই কথাগুলো মঠের চৌহদ্দীর ভেতরের সাম্প্রতিক ঘটনাবলির আভাসই দিচ্ছে, এবং মঠের চৌহদ্দীর ভেতরের ঘটনাবলি আবার আমরা যে শতাব্দীর বাসিন্দা সেই শতাব্দীটিকে উৎপীড়ত করা উত্থান-পতনগুলোর আভাসই দিচ্ছে, যে-শতাব্দীতে আমরা বাস করছি কথায় ও কাজে স্থিরসংকল্প হয়ে, শহরে যেমন তেমনি নানান দুর্গে, গর্বিত বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ক্যাথীড্রাল গীর্জায়, সত্যবচনের বাড়তি অংশ আবিস্কারের জন্য উন্মুখ হয়ে এবং নানান ব্যাখ্যামূলক টীকা-ভাষ্যে যে-সত্য এরই মধ্যে সমৃদ্ধ হয়ে আছে আর যে-সত্যের প্রয়োজন কেবল নির্ভীক সমর্থন বা প্রতিরোধ, হাস্যকর সংখ্যাবৃদ্ধি নয়, তার অর্থ বিকৃতি ক'রে? ঠিক এই আত্মাভিমান বা গর্বই এই মঠের চৌহদ্দীর ভেতর ওঁৎ পেতে ছিল এবং এখনো ওঁৎ পেতে আছে আছে : এবং যেসব বই তার দেখার কথা নয় সেসব বইয়ের সীলমোহর বা রহস্য ভাঙার জন্য জন্য যে চেষ্টা করেছিল এবং এখনো করছে তার উদ্দেশে আমি আমি বলছি যে এই গর্বটিকেই “প্রভু” শাস্তি দিতে চেয়েছেন, এবং শাস্তি দিয়ে যাবেন যদি সেটাকে দমানো না হয়, এবং তা নিজেই নত না হয়, কারণ খুঁজে বার করতে “প্রভু”র কোনো সমস্যা হয় না, কখনোই হয় না, এখনো হবে না, “তাঁর” প্রতিশোধের হাতিয়ার আমাদের দূর্বলতা বা ভঙ্গুরতার সুবাদে।’

উইলিয়াম বিড়বিড় ক'রে আমাকে বললেন, ‘কথাগুলো শুনলে আদ্‌সো? বৃদ্ধ যা বললেন তার চাইতে তিনি ঢের বেশি কিছু জানেন। এই ব্যাপারে তাঁর কোনো হাত থাকুক বা না থাকুক তিনি জানেন, এবং তিনি এই মর্মে সতর্ক ক'রে দিচ্ছেন যে, বিশেষ কোনো কৌতূহলী সন্ন্যাসী গ্রন্থাগারে বিনা অনুমতিতে বা গোপনে ঢোকা অব্যাহত রাখলে, মঠটি তার শান্তি ফিরে পাবে না।’

দীর্ঘ একটা বিরতির পর ইয়র্গে আবার কথা শুরু করলেন।

‘কিন্তু শেষ পর্যন্ত কে এই গর্বের বা আত্মাভিমানের আসল প্রতীক, এই গর্বিত বা আত্মাভিমানী কাদের উদাহরণ এবং বার্তাবাহক, দুষ্কর্মের সহযোগী এবং ধ্বজাধারী? সত্যিকার অর্থে কে কাজ করেছে এবং সম্ভবত এখনো করছে এই মঠের চৌহদ্দীর ভেতরে, যাতে আমাদের এই মর্মে হুঁশিয়ার ক'রে দেয়া যায় যে সময় ঘনিয়ে আসছে – এবং আমাদের সান্ত্বনা দিতে, কারণ সময় যদি ঘনিয়েই এসে থাকে তাহলে যন্ত্রণাও নিশ্চিতভাবেই অসহনীয় রকমের হবে, তবে অনন্ত নয়, কারণ এই মহাবিশ্বের মহাচক্রটি পূর্ণ হওয়ার সময় হয়ে এসেছে? আচ্ছা, তোমরা সবাই খুব ভালো ক'রেই বুঝেছ, কিন্তু নামটা উচ্চারণ করতে ভয় পাচ্ছ, কারণ সেটা তোমাদেরও, এবং তোমরা সেটাকে ভয় পাচ্ছ, কিন্তু তোমাদের ভয় করলেও আমার মোটেই ভয় করছে না, এবং আমি সেই নামটি জোর গলায় বলে দেবো যাতে ক'রে ভয়ে তোমাদের নাড়িভুঁড়ি উলটে আসে, আর তোমাদের দাঁতে দাঁত বাড়ি খেয়ে জিভ কেটে ফেলে, আর তোমাদের রক্তে যে ঠান্ডা জমে

BanglaBoi.org

তা তোমাদের চোখের ওপর একটা কালো পর্দা ফেলে দেয়...সে-ই হচ্ছে সেই জঘন্য জন্তু...সে-ই হচ্ছে খৃষ্টবৈরী (Antichrist)!'

দীর্ঘ একটা বিরতি দিলেন তিনি। শ্রোতারা মনে হলো সব মৃত। নড়াচড়া করছে এমন জিনিস বলতে গোটা গীর্জায় ছিল কেবল ত্রিপদের ওপরের আগুনের শিখা, কিন্তু সেটা থেকে যেসব ছায়া তৈরি হয়েছে, মনে হলো সেগুলো পর্যন্ত জ'মে গেছে। ইয়র্গে তাঁর ভুরু থেকে ঘাম মোছার সময় হাঁপানির যে আবছা শব্দটা করলেন সেটাই ছিল একমাত্র শব্দ। এরপর, আবারও শুরু করলেন তিনি।

'তোমরা হয়ত আমাকে বলতে চাইবে : না, সে এখনো আসেনি; তার আসার চিহ্ন কোথায়? যে এ-কথা বলে সে নির্বোধ! কেন, সেসব চিহ্ন তো আমাদের সামনেই রয়েছে, দিনের পর দিন, জগতের বিশাল অ্যাম্ফিথিয়েটারে, আর মঠটার ক্ষুদ্রতর ছবিতে, পূর্বাভাসসূচক বিপর্যয়গুলোতে...। বলা হয়েছে যে যখন সে-সময় ঘনিয়ে আসবে, তখন পশ্চিমে এক বিদেশী রাজার উত্থান ঘটবে, অসংখ্য প্রতারাণার মহাজন, নাস্তিক, মানুষের খুনী, ভণ্ড, স্বর্ণপিয়াসী, ছলচাতুরীতে দক্ষ, দুষ্ট, বিশ্বাসীর শত্রু ও নিপীড়ক, এবং তার সময়ে সে রুপোকে পছন্দ করবে না, স্বর্ণকেই সমীহ করবে কেবল! আমি ভালো ক'রেই জানি, তোমরা যারা আমার কথা শুনছো তারা এখন তাড়াতাড়ি হিসেব করতে বসবে যে আমি যার কথা বলছি তার সঙ্গে কি পোপের মিল রয়েছে নাকি সম্রাটের সঙ্গে নাকি ফ্রান্সের রাজার সঙ্গে, বা অন্য যে-কেউ, যাতে ক'রে তোমরা বলতে পারো সে আমার শত্রু, আর আমি সঠিক পক্ষে আছি! কিন্তু আমি এত সরল নই; আমি তোমাদের জন্য একজনকে বেছে দেবো না। খৃষ্টবৈরী যখন আসে, তখন সে সবার মধ্যেই আসে, সবার জন্যই আসে, এবং প্রত্যেকেই তার একটি অংশ। সে সেই লুটেরাদের দলে থাকবে যারা শহর-নগর আর গ্রামাঞ্চলে লুটতরাজ চালায়, সে থাকবে আকাশে অদৃষ্টপূর্ব চিহ্নগুলোতে যেখানে থেকে অকস্মাৎ রংধনু দেখা দেবে আসবে শিঙা আর আগুন, যখন গোঙানীর আওয়াজ শোনা যাবে এবং সমুদ্র টগবগ ক'রে ফুটতে থাকবে। বলা হয়েছে যে মানুষ আর জীবজন্তু দানবের জন্ম দেবে, কিন্তু এর মানে হচ্ছে হৃদয়ে ঘৃণা আর বিভেদ জন্ম নেবে। পার্চমেন্টের অলংকরণের যেসব জীবজন্তু দেখে খুব উপভোগ করো সেগুলো একনজর দেখতে চারদিকে তাকিয়ো না! বলা হয়েছে যে অল্পদিনের বিবাহিত তরুণী স্ত্রীরা এমনসব শিশুর জন্ম দেবে যারা ভূমিষ্ঠ হয়েই পরিষ্কার ক'রে কথা বলতে পারবে, তারা এই বাণী নিয়ে আসবে যে সময় ঘনিয়ে এসেছে এবং তারা বলবে তাদেরকে যেন হত্যা করা হয়। কিন্তু আমাদের নীচের গ্রামগুলোতে খোঁজ ক'রো না, অতি-জ্ঞানী শিশুদেরকে এরই মধ্যে এই চৌহদ্দির ভেতর হত্যা করা হয়েছে! এবং ভবিষ্যদ্বাণীর সেইসব শিশুর মতো তাদের চেহারাও ছিল ইতিমধ্যে বুড়ো হয়ে যাওয়া মানুষদের মতো, আর সেই ভবিষ্যদ্বাণীতে তারা ছিল চার পেয়ে শিশু, আর ভূত ও ভ্রূণ যারা জাদুমন্ত্র আউড়ে মায়ের গর্ভে থেকে ভবিষ্যদ্বাণী করবে। আর, তোমরা কি জানো যে সবকিছুই লেখা হয়ে গেছে? এটা লেখা হয়ে গেছে যে সম্ভ্রান্ত লোকজনের মধ্যে, নানান জাতির মধ্যে, গীর্জার মধ্যে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দেবে; পথভ্রষ্ট, ঘৃণাব্যঞ্জক, লোভী, প্রমোদ-সন্ধানী, মুনাফাপ্রেমী, অর্থহীন প্রলাপের ভক্ত, হামবাগ, আত্মাভিমানী, উদগ্র, উদ্ধত, কামুকতায় নিমজ্জিত, দর্পকামী, সুসমাচারের শত্রু, সরু

BanglaBook.org

দরজা পরিত্যাগ করতে আর প্রকৃত বাক্যকে ঘৃণা করতে তৎপর দুষ্ট রাখালেরা বিদ্রোহ করবে; আর তারা ঈশ্বরভক্তির সব উপায়কে ঘৃণা করবে, তারা তাদের পাপের জন্য অনুতাপ করবে না, আর কাজেই সব জাতির মধ্যে অবিশ্বাস, ভ্রাতৃদ্বেষ, নষ্টামি, হৃদয়কাঠিন্য, ঈর্ষা, নির্লিপ্ততা, প্রবঞ্চনা, মাতলামি, অসংযম, কামুকতা, দেহজ সুখ, জেনা, এবং অন্য সব কদাচার ছড়াবে। যন্ত্রণা দূর হয়ে যাবে, আর বিনয়, শান্তিপ্রেম, দারিদ্র্য, সহানুভূতি, অশ্রু উপহার...আহা, তোমরা সবাই যারা এখানে উপস্থিত রয়েছ, এই মঠের সন্ন্যাসীরা আর বাইরের পৃথিবীর ক্ষমতাধর অতিথিবৃন্দ, তোমরা কি নিজেদের চিনতে পারছো না?'

পরবর্তী নীরবতায় একটা খসখস আওয়াজ পাওয়া গেল। কার্ডিনাল বার্ট্রান্ড তাঁর বেঞ্চের ওপর গা মোচড়াচ্ছেন। আমি ভাবলাম, শত হলেও ইয়র্গে একজন মহান ধর্মপ্রচারকের মতো ব্যবহার করছেন, এবং তাঁর ধর্মভ্রাতাদের কশাঘাতের সময় তিনি অতিথিদেরও রেয়াত করছেন না। সেই সময় বার্নার্ডের বা হোঁৎকা অ্যাভিনিয়নীয়দের মনের ভেতর মনের ভেতর কী চলছিল তা জানার জন্য আমি যে-কোনো কিছু দিতে পারতাম।

ইয়র্গে বজ্রগর্জন ক'রে উঠলেন, 'আর এই মুহূর্তেই, ঠিক এই মুহূর্তে সেই খৃষ্টবৈরী তার ঈশ্বরনিন্দাপূর্ণ আবির্ভাব ঘটাবে, তা সে ভাঁড় যতই আমাদের প্রভু হ'তে চাক না কেন। সেই সব সময়ে (আর সেটা এখনই) সবগুলো রাজ্য অপসৃত হয়ে যাবে, দুর্ভিক্ষ হবে, দারিদ্র্য দেখা দেবে, আর অজন্মা, আর অদৃষ্টপূর্ব তীব্র শীত। আর সেই সময়ের (যা কিনা এখন) সন্তানদের মাল-সামান তত্ত্বাবধান করার ও তাদের ভাঁড়ার ঘরে খাদ্য সংরক্ষণ করার কেউ থাকবে না, এবং তারা বেচা-কেনার বাজারে অপদস্ত হবে। তাই, ভাগ্যবান তারাই যারা তখন আর বেঁচে থাকবে না, বা জীবিত সেই সব মানুষ যারা এসব থেকে রক্ষা পাবে! এরপর আর আসবে সর্বনাশের বরপুত্র, সেই শত্রু যে বড়াই করে আর ফুলে ওঠে, গোটা দুনিয়াকে ধোঁকা দেবার জন্য আর ন্যায়পরায়ণকে টেক্কা দেবার জন্য অগুনতি সদ্‌গুণ দেখিয়ে বেড়ায়। সিরিয়া পতিত হবে এবং তার পুত্রদের জন্য শোক করবে। সিলিসিয়া মাথা তুলে দাঁড়াবে, যতক্ষণ না তার বিচার করার জন্য যাকে ডাকা হয়েছে সে না আসে। তিক্ততার পেয়ালায় চুমুক দেবার জন্য ব্যাবিলনের কন্যা তার চোখ-ধাঁধানো দীপ্তির সিংহাসন থেকে উঠে দাঁড়াবে। কাপাদোশিয়া, লাইসিয়া এবং লাইকোনিয়া বশ মেনে নেবে, কারণ গোটা দলটাই তাদের পাপকর্মের পচনে ধ্বংস হয়ে যাবে। চারদিকে বিজাতীয় তাঁবু আর যুদ্ধরথ বসবে জায়গা-জমির দখল নিতে। আর্মেনিয়ায়, পনটাসে, আর বিথিনিয়াতে তরবারির ঘায়ে তরুণ-যুবাদের প্রাণ যাবে, কন্যাশিশুদের বন্দি করা হবে, পুত্র ও কন্যারা অজাচারে লিপ্ত হবে। নিজের গরিমার বড়াই-করা পিসিদিয়ার দর্পচূর্ণ করা হবে, ফিনিশিয়ার মাঝখান বরাবর তরবারি চালিয়ে দেয়া হবে। জুডীয়াকে শোকবসন পরানো হবে, এবং নগরটি তার সর্বনাশের দিনটির জন্য প্রস্তুত হবে, যে-সর্বনাশ নগরটি নিজেই ডেকে এনেছে তার আবিলতার কারণে। চারদিকে দেখা দেবে তীব্র ঘৃণা ও বিরাগ আর ধ্বংস, এবং খৃষ্টবৈরী পশ্চিমকে পরাস্ত করবে, ধ্বংস করবে বাণিজ্যপথ; তার হাতে থাকবে তরবারি আর প্রচণ্ড আগুন, আর সেই অগ্নিশিখা প্রবল রোষে জ্বলতে থাকবে; ঈশ্বরনিন্দাই হবে তার শক্তি, তার হাত, বেঈমানি, ডান হাত ধ্বংস, বাম হাত অন্ধকারের

BanglaBook.org

বাহক। এই বৈশিষ্ট্যগুলোই তাকে চিনিয়ে দেবে; তার মাথা হবে জ্বলন্ত আগুনের, তার ডান চোখ হবে রক্ত-রাঙা, তার বাম চোখ দুটি মণিযুক্ত বেড়ালসুলভ সবুজ, আর তার ভুরু দুটো হবে সাদা, নীচের ঠোঁট ফোলা, গোড়ালি দুর্বল, পা-দুটো বড়ো বড়ো, বুড়ো আঙুল থেঁতলানো আর লম্বাটে!'

ফিসফিসিয়ে, খিকখিক ক'রে হাসতে হাসতে উইলিয়াম বললেন, 'শুনে তো মনে হচ্ছে তাঁর নিজেরই প্রতিকৃতি।' মন্তব্যটা খুবই দুষ্ট প্রকৃতির, কিন্তু সেটার জন্য আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ, কারণ আমার চুল খাড়া হয়ে যাচ্ছিল। কোনোরকমে হাসি চাপলাম আমি, আমার চেপে রাখা ঠোঁট-জোড়া থেকে বাতাসের একটা দমক বেরোতে আমার গাল দুটো ফুলে উঠল। বৃদ্ধ লোকটির কথার পরে যে নীরবতা নেমে এসেছিল তাতে সেই শব্দটা পরিষ্কারভবেই শোনা গিয়েছিল, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সবাই মনে করল কেউ বোধহয় কাশছে, বা কাঁদছে, বা কাঁপছে; এবং, সবাই আসলে ঠিকই ভেবেছিল।

ইয়র্গে বলে চললেন, 'এই সেই সময় যখন সবকিছু একটা অরাজকতার মুখোমুখি হবে, পুত্র বাবার ওপর হাত তুলবে, স্ত্রী স্বামীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে, স্বামী স্ত্রীকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে, প্রভু ভৃত্যের সঙ্গে অমানবিক আচরণ করবে, ভৃত্য প্রভুর অবাধ্য হবে, বয়স্কদের জন্য আর কোনো শ্রদ্ধা থাকবে না, তরুণ চাইবে শাসন করতে, কাজকে সবাই গৃহস্থালীর ছোটোখাটো কাজ ব'লে মনে করবে, উচ্ছৃঙ্খলতা, কদাচার আচার-আচরণের বেয়াড়া স্বাধীনতার গুণ গাইবে সবাই। আর তারপর, ধর্ষণ, ব্যভিচার, শপথভঙ্গ, আর প্রকৃতির বিরুদ্ধে পাপের জোয়ার নামবে সেই সঙ্গে ব্যধি, দৈবজ্ঞগিরি, আর জাদুমন্ত্র, সেই সঙ্গে, আকাশে উড়ন্ত বস্তু দেখা দেবে, সুবোধ খৃষ্টানদের মধ্যে ভুয়া পয়গম্বরদের আবির্ভাব ঘটবে, মিথ্যে প্রেরিত শিষ্য, দুর্নীতিবাজ, ভণ্ড, জাদুকর, ধর্ষণকারী, সুদখোর, শপথভঙ্গকারী আর জালিয়াত; রাখাল নেকড়েতে পরিণত হবে, পাদ্রীরা মিথ্যে বলবে, সন্ন্যাসীরা জাগতিক বস্তু কামনা করবে, দরিদ্ররা তাদের মালিকদের সাহায্যে চটজলদি এগিয়ে যাবে না, ক্ষমতাধরেরা দয়াশূন্য হবে, ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি অবিচারের সাক্ষ্য দেবে। ভূমিকম্পে সব শহর-নগর কেঁপে উঠবে, সব ভূখণ্ডে মহামারী দেখা দেবে, ঝোড়ো হাওয়া পৃথিবীকে উপড়ে ফেলবে, ক্ষেত-খামার দূষিত হয়ে পড়বে, সমুদ্র থেকে কালো রস বেরিয়ে আসবে, নতুন নতুন আশ্চর্য সব ঘটনা ঘটবে চন্দ্রে, নক্ষত্ররা তাদের গতিপথ পরিত্যাগ করবে, অন্যান্য নক্ষত্র – অপরিচিত সব – আকাশে হলকর্ষণ করবে, গ্রীষ্মে তুষারপাত হবে, শীতে তাপ হবে তীব্র। এবং শেষের সময় এসে যাবে, আর, সময়ের শেষ...এবং প্রথম দিনের তৃতীয় ঘণ্টায় আকাশে এক অসামান্য ও জোরালো কণ্ঠ ধ্বনিত হবে, উত্তর দিক থেকে নীলাভ লাল একটা মেঘ এগিয়ে আসবে, তার পরেই আসবে বজ্র আর বিদ্যুচ্চমক, ধরণীতে রক্ত-বৃষ্টি হবে। দ্বিতীয় দিন পৃথিবী তার আসন থেকে উৎপাটিত হবে, এবং এক প্রবল অগ্নির ধোঁয়া আকাশের ফটকগুলোর ভেতর দিয়ে বয়ে যাবে। তৃতীয় দিন পৃথিবীর অতল খাদগুলো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চার কোণ থেকে গুরুগুরু গর্জন ক'রে উঠবে। নভোমণ্ডলের উচ্চতম বিন্দুগুলো খুলে যাবে, ধোঁয়ার স্তম্ভে ভ'রে যাবে, আর দশম ঘণ্টার আগ পর্যন্ত গন্ধকের গন্ধ থেকে যাবে। চতুর্থ দিন, ভোরবেলায়, অতলস্পর্শী খাদ তরলে পরিণত হবে, আর সেখানে বিস্ফোরণ হবে, ভবনগুলো ধসে পড়বে। পঞ্চম দিনের ষষ্ঠ ঘণ্টায় আলোর শক্তি এবং সূর্যের চাকা ধ্বংস হয়ে যাবে,

BanglaBook.org

এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত পৃথিবীর বুকে আঁধার বিরাজ করবে, এবং নক্ষত্রগুলো আর চন্দ্র তাঁদের কাজ বন্ধ ক'রে দেবে। ষষ্ঠ দিনের চতুর্থ ঘণ্টায় নভোমণ্ডল পুব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত ভাগ হয়ে যাবে, এবং দেবদূতগণ আকাশের সেই চিড়ের ভেতর দিয়ে নীচের পৃথিবীর দিকে তাকাতে পারবেন, আর পৃথিবীর লোকেরা দেখতে পাবে দেবদূতগণ নীচের দিকে তাকিয়ে আছেন। তখন সব মানুষ ন্যায়পরায়ণ দেবদূতদের দৃষ্টি থেকে বাঁচতে পর্বতের ওপর গিয়ে লুকোবে। এবং সপ্তম দিনে যীশু তাঁর পিতার আলোতে এসে দাঁড়াবেন। আর তখন ন্যায়পরায়ণদের বিচার ও তাদের আরোহণ হবে, দেহ ও আত্মার পরমানন্দে। কিন্তু আজ সন্ধ্যায় তোমাদের ভাবনার বিষয় এটা নয়, আত্মাভিমানী ধর্মভ্রাতাবৃন্দ! পাপীরা অষ্টম দিনের ভোর দেখতে পাবে না, যখন পুব থেকে মিষ্টি আর কোমল একটা কণ্ঠ জেগে উঠবে, আকাশের মধ্যেখানে, আর সেই দেবদূতকে দেখা যাবে যিনি অন্যান্য পবিত্র দেবদূতদের হুকুম করবেন, আর সকল দেবদূত তাঁর সঙ্গে অগ্রসর হবেন, আনন্দে ভরপুর হয়ে, মেঘের রথে চ'ড়ে, বাতাসের ভেতর দিয়ে, দ্রুতবেগে, যাঁরা বিশ্বাস করেছিলেন সেই পূজনীয়দের মুক্ত করতে, এবং তাঁরা সবাই একসঙ্গে বিজয়োল্লাস করবে, কারণ এই জগতের ধ্বংস ততক্ষণে সুসম্পূর্ণ হয়ে যাবে। কিন্তু তা নিয়ে আজ সন্ধ্যায় গর্বভরে উল্লাস করার কিছু নেই। তার বদলে আমরা বরং যারা নির্বাণ লাভ করেনি তাদের উদ্দেশে সদাপ্রভু যে-কথাগুলো উচ্চারণ করেছিলেন তা নিয়ে ভাবব : ওহে অভিশপ্ত লোকেরা, আমার কাছ থেকে তোমরা দূর হও। শয়তান এবং তার দূতদের জন্য যে চিরকালের আগুন প্রস্তুত করা হয়েছে তার মধ্যে যাও! তোমরা নিজেরাই এটা উপার্জন করেছ, নিজেরাই এখন তা উপভোগ করো! দূর হও আমার কাছ থেকে, নেমে যাও অনন্ত অন্ধকারে, অনির্বাপণীয় আগুনে! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছিলাম আর তোমরা কিনা আরেকজনের অনুসারী হলে! তোমরা আরেক প্রভুর ভৃত্য হ'লে, যাও তার সঙ্গে অন্ধকারে বাস করো, যে সাপ কখনো বিশ্রাম নেয় না তার সঙ্গে, দাঁত ঘষটানির মধ্যে! ধর্মপুস্তক শোনবার জন্য আমি তোমাদেরকে কান দিয়েছিলাম, অথচ তোমরা শুনলে কিনা পেগানদের কথা! ঈশ্বরের মহিমা গাওয়ার জন্য আমি একটা মুখ তৈরি করলাম, আর তোমরা কিনা সেটা কবিকুলের মিথ্যাবচন আর ভাঁড়গুলোর প্রহেলিকার কাজে সেটা ব্যবহার করলে! আমি তোমাদেরকে আমার উপদেশের আলো দেখবার জন্য চক্ষু দিলাম, আর তোমরা অন্ধকারে উঁকি দেবার জন্য তা ব্যবহার করলে! আমি কোমলহৃদয় বিচারক, কিন্তু ন্যায়পরায়ণ। তোমরা যতটুকুর যোগ্য আমি তোমাদের প্রত্যেককে ততটুকুই দেবো। আমি তোমাদের দয়া করব, কিন্তু তোমাদের পিপের মধ্যে আমি তো কোনো তেল দেখছি না। আমি করুণা করতে বাধ্য কিন্তু তোমাদের প্রদীপগুলো পরিষ্কার নয়। চলে যাও আমার কাছ থেকে...সদাপ্রভু এভাবেই কথা বলবেন। এবং তারা...আর সম্ভবত আমরা...অনন্ত যন্ত্রণার মধ্যে নিমজ্জিত হব। পিতা, পুত্র, এবং পবিত্র অপচ্ছায়ার নামে, পিতার নামে।'

'আমেন,' সবাই সমস্বরে ব'লে উঠলেন।

BanglaBook.org

সারি বেঁধে, কোনো রকম গুঞ্জন না ক'রে, সন্ন্যাসীরা তাদের তৃণশয্যায় চ'লে গেল। মাইনরাইটবৃন্দ আর পোপের প্রতিনিধিরা নির্জনতা ও বিশ্রামের আকুল তাগিদে অন্তর্হিত হলেন, পরস্পরের সঙ্গে

বাক্যালাপে তাদের কোনো স্পৃহা ছিল না। আমার মনটাও ভারী।

তীর্থযাত্রীদের অতিথিকক্ষের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে উইলিয়াম বললেন, 'ঘুমোবে চলো, আদ্‌সো। এটা ঘোরাঘুরি করার রাত নয়। বার্নার্ড গুই আমাদের লাশ দিয়েই জগতের যবনিকা ঘোষণা করার কথা ভাবছে। কাল আমাদেরকে ম্যাটিন্সে হাজির থাকার চেষ্টা করতেই হবে, কারণ ঠিক তার পরেই মাইকেল এবং অন্য মাইনরাইটরা চলে যাবেন।'

'বার্নার্ডও কি তাঁর বন্দিদের নিয়ে চ'লে যাবেন?' দুর্বল গলায় আমি জিগ্যেস করলাম।

'তার তো এখানে আর কিছু করার নেই। মাইকেলের আগেই অ্যাভিনিয়নে পৌঁছতে চাইবে সে, কিন্তু সেটা এমনভাবে যেন মাইকেল এক মাইনরাইট, ধর্মদ্রোহী আর খুনী ভাণ্ডারীর বিচারের সময়ই হাজির হন। ভাণ্ডারীর চিতা একটা শান্তি-স্বস্ত্যয়নকারী মশালের মতো পোপের সঙ্গে মাইকেলের প্রথম সাক্ষাৎটিকে আলোকিত ক'রে তুলবে।'

'কিন্তু সালভাতোরে আর...সেই মেয়েটার কী হবে?'

'সালভাতোরে ভাণ্ডারীর সঙ্গে যাবে, কারণ তাকে বিচারের সময় সাক্ষ্য দিতে হবে। সম্ভবত তার এই উপকারটার জন্য বার্নার্ড তাকে বাঁচিয়ে দেবে। সে হয়ত তাকে পালাতে দেবে, তারপর কাউকে দিয়ে খুন করাবে, অথবা সে হয়ত আসলেই তাকে চলে যেতে দেবে, কারণ সালভাতোরের মতো লোকের ব্যাপারে বার্নার্ডের মতো লোকের কোনো আগ্রহ নেই। কে জানে? হয়ত লংডচের কোনো বনে একটা খুনে ডাকাত হওয়াই তার নিয়তিতে আছে...

'আর মেয়েটা?

'আমি বলেছি তোমাকে সে পোড়া মাংস। কিন্তু পথের মধ্যে তাকে আগেই পুড়িয়ে মারা হবে, উপকূলের কোনো ক্যাথারিস্ট গ্রামের নৈতিক উন্নতির জন্য। আমি এ কথা বলতে শুনেছি যে বার্নার্ডকে তার সহকর্মী জাক ফুর্নিয়ের সঙ্গে দেখা করতে হবে (এই নামটা খেয়াল রেখো এই মুহূর্তে সে আলবিজেনসীয়দেরকে পুড়িয়ে মারছে, কিন্তু তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা আরো বেশি), এবং এক সুন্দরী ডাইনীকে আগুনে ফেলতে পারলে দুজনেরই সম্মান আর খ্যাতি বেড়ে যাবে...'

'কিন্তু ওদেরকে বাঁচাবার জন্য কিছুই কি করা যায় না?' আমি আর্তনাদ ক'রে উঠলাম। 'মোহান্ত ব্যাপারটাতে হস্তক্ষেপ করতে পারেন না?'

'কার জন্য? নিজের দোষ স্বীকার-করা এক অপরাধী ভাণ্ডারীর জন্য? সালভাতোরের মতো এক জঘন্য লোকের জন্য? নাকি তুমি মেয়েটার কথা ভাবছো?'

'যদি ভাবি তাহলে?,' সাহস ক'রে বলে ফেললাম। 'শত্রু হলেও এই তিন জনের মধ্যে সে-ই সবচাইতে নির্দোষ : আপনি জানেন সে ডাইনী নয়...'

'তোমার কি মনে হয় যা ঘটেছে তার পরে মোহান্তের নিজের যে মর্যাদাটুকু অবশিষ্ট আছে সেটা তিনি একজন ডাইনীর জন্য খোয়াবার ঝুঁকি নেবেন?'

BanglaBook.org

'কিন্তু তিনি তো উবার্তিনোর পালানোর দায় নিলেন!'

'উবার্তিনো তাঁর একজন সন্ন্যাসী ছিলেন, এবং কোনো অপরাধে তিনি অভিযুক্ত নন। তা ছাড়া, কীসব অর্থহীন কথা বলছো? উবার্তিনো একজন গুরুত্বপূর্ণ মানুষ; বার্নার্ড তার ওপর চোরাগোপ্তা হামলা চালতে পারত।'

'তার মানে ভাণ্ডারীর কথাই ঠিক সাধারণ মানুষই সবকিছুর জন্য দাম দেয়, এমনকি যাঁরা তাদের হয়ে কথা বলে তাঁদের জন্যও, এমনকি উবার্তিনো আর মাইকেলের মতো মানুষের জন্যও, যাঁরা তাঁদের কথার মাধ্যমে এই সাধারণ মানুষগুলোকে বিদ্রোহ করতে উসকে দিয়েছেন।' আমি এমনই হতাশ বোধ করছিলাম যে মেয়েটি যে এমনকি ফ্রাতিচেল্লোও নয়, উবার্তিনো তাঁকে কোনো মরমী দিব্যদৃষ্টি অর্জনে প্রলুব্ধ করেননি, বরং সে যে কৃষক শ্রোত্রীয়, এমন কিছুর জন্য দাম দিচ্ছে যার সঙ্গে তার কেনো সম্পর্ক নেই, সেটাও বিবেচনা করিনি।

'সেটাই,' বিষণ্ন কণ্ঠে উইলিয়াম বললেন। 'আর তুমি যদি সত্যিই ন্যায়বিচারের কোনো আভাসেরও আশা ক'রে থাকো, তাহলে তোমাকে বলছি যে, একদিন এই বড়ো বড়ো কুকুরেরা, পোপ আর সম্রাট, তাঁদের সেবায় অপেক্ষাকৃত ছোটো যেসব কুকুর এক অন্যকে ছিঁড়েখুঁড়ে খেয়েছে সেগুলোর দিকে ভ্রূক্ষেপও করবেন না, নিজেদের মধ্যে আপস করার জন্য। এবং তোমার ওই মেয়েটির সঙ্গে আজ যে-ব্যবহার করা হচ্ছে মাইকেল এবং উবার্তিনোর সঙ্গেও ঠিক একই ব্যবহার করা হবে।'

বুঝলাম, উইলিয়াম প্রাকৃতিক দর্শনের ভিত্তিতে ভবিষ্যদ্বাণী করছেন – বা, বলা ভালো, ন্যায়ানুমান ব্যবহার করছেন। কিন্তু সেই মুহূর্তে তাঁর সেই ভবিষ্যদ্বাণী আর তাঁর ন্যায়ানুমান আমাকে এক রত্তিও সান্ত্বনা দিতে পারল না। একমাত্র যে-ব্যাপারটা নিশ্চিত তা হলো মেয়েটাকে পুড়িয়ে মারা হবে। নিজেকেই এর জন্য দায়ী মনে হলো আমার, কারণ ব্যাপারটা যেন এমন যে আমি তার প্রতি যে পাপ করেছি সেই পাপেরও প্রায়শ্চিত্ত করবে সে চিতায়।

নির্লজ্জের মতো কান্নায় ভেঙে পড়লাম আমি, এবং দৌড়ে আমার কুঠুরিতে চ'লে গেলাম, সেখানে সারা রাত ধ'রে আমি খড় চিবুলাম আর অসহায়ের মতো গোঙাতে থাকলাম, কারণ আমার যে বিলাপ করা এবং প্রেমিকার নাম ধ'রে ডেকে ওঠাও মানা, যেটা মেল্ক-এ আমার সাথীদের সঙ্গে পড়া রোমান্সগুলোতে চরিত্রগুলো করত।

এটাই আমার একমাত্র পার্থিব প্রেম, এবং তখন বা তার পরেও আর কখনো আমি সেই প্রেমকে নাম ধ'রে ডাকতে পারিনি।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ষষ্ঠ দিন

ষষ্ঠ দিন

ম্যাটিন্স

যেখানে princes sedurent[১] এবং মালাকি মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়েন।

আমরা ম্যাটিন্সে যোগ দিতে নীচে চলে এলাম। রাতের শেষভাগ – কার্যত আসন্ন নতুন দিনের প্রথম ভাগ – তখনো কুয়াশাচ্ছন্ন। ক্লয়স্টার অতিক্রম করার সময় মনে হলো স্যাঁতসেঁতে ভাবটা আমার হাড়ের মধ্যে ঢুকে গেল, ব্যথা করতে লাগল আমার অস্বস্তিকর ঘুমের পর। গীর্জাটা ঠান্ডা হলেও আমি সেটার খিলানগুলোর নীচে হাঁটু গেড়ে ব'সে স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেললাম, দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার শক্তিগুলোর থেকে সুরক্ষা পেয়ে, অন্যান্য দেহের উষ্ণতায় আর প্রার্থনায় আরাম পেয়ে।

স্তোত্রপাঠ সবে শুরু হয়েছে, এমন সময় উইলিয়াম আমাদের ঠিক বিপরীত দিকের আসনগুলোর দিকে ইঙ্গিত করলেন ইয়র্গে আর তিভেলির প্যাসিফিকাসের মাঝখানে একটা শূন্যস্থান। ওটা মালাকির জায়গা, সব সময় তিনি বৃদ্ধ লোকটির পাশে বসেন। আমরাই যে কেবল অনুপস্থিতিটা লক্ষ করেছি তা নয়। একদিকে দেখলাম মোহান্ত উদ্বিগ্ন দৃষ্টি হানলেন, তাঁর নিশ্চয়ই খুব ভালো ক'রেই জানা আছে যে ওসব শূন্যস্থান সব সময়ে করাল সংবাদ বয়ে আনে। আবার অন্যদিকে খেয়াল করলাম, বৃদ্ধ ইয়র্গে অস্বাভাবিক রকমের অস্থির। তাঁর মুখটা প্রায় পুরোপুরি অন্ধকারে ঢাকা; কিন্তু তাঁর হাত দুটো নার্ভাস ও অস্থির; সত্যি বলতে কি, বার দুই তিনি তাঁর পাশের আসন ধরে হাতড়ালেন, যেন এটা দেখতে যে সেখানে কেউ বসেছে কি না। নিয়মিত বিরতিতে বারবার তিনি একই ভঙ্গি করলেন, যেন আশা করছেন অনুপস্থিত ব্যক্তিটি যে-কোনো সময়ে এসে হাজির হবেন, তবে তাঁকে না পেয়ে তিনি ভীত বোধ করছেন।

ফিসফিসিয়ে আমি উইলিয়ামকে জিগ্যেস করলাম, 'গ্রন্থাগারিক কোথায় থাকতে পারেন?'

উইলিয়াম বললেন, 'এখন মালাকিই বইটার একমাত্র মালিক। সে যদি এসব অপরাধে অপরাধী না হয়ে থাকে, তাহলে সেই বইয়ে কী বিপদ জড়িয়ে আছে সেটা তার জানা থাকবার কথা নয়...'

এরপর আর বলবার কিছু ছিল না। আমরা কেবল অপেক্ষাই করতে পারতাম; এবং আমরা অপেক্ষা করলাম : উইলিয়াম এবং আমি, মোহান্ত, যিনি শূন্য আসনটির দিকে তাকিয়েই রইলেন, আর ইয়র্গে, যিনি তাঁর হাতের সাহায্যে আঁধারের ব্যাপারে প্রশ্ন ক'রেই চললেন।

আমরা যখন উপাসনার শেষে এসে পৌঁছেছি, মোহান্ত তখন সন্ন্যাসী আর শিক্ষানবিশদের মনে

BanglaBook.org

করিয়ে দিলেন যে 'বড়োদিনের হাই মাস্'-এর প্রস্তুতি নেয়ার সময় এসে গেছে; কাজেই, রীতিমাফিক, লঅড্স্-এর আগের সময়টা এই অনুষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত কিছু স্তোত্র গাওয়ার জন্য কণ্ঠ মেলানোর চেষ্টায় ব্যয় করা হবে। ভক্তিমান মানুষগুলোর এই জমায়েতটিকে আসলে একটি একক সত্তা, একটি একক ছন্দোময় কণ্ঠ হিসেবে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে; বছরের পর বছর ধ'রে চলা একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তারা তাদের গানে একটি একক আত্মা হিসেবে তাদের একীভবনকে স্বীকৃতি দান করেছে।

মোহান্ত তাদেরকে "Sederunt[২]" গাইতে আহ্বান জানালেন

Sederunt principes
et adversus me
loquebantur, iniqui
persecuti sunt me
Adiuva me, Domine
Deus meus, salvum me
far propter magnam misericordiam tuam.

আমি আপনমনে ভাবলাম, মোহান্ত ইচ্ছে ক'রেই সেই বিশেষ রাতে গাওয়ার জন্য এই *gradual*[৩]-টি নির্বাচন করেছিলেন কি না, যা ঈশ্বরের প্রতি মন্দ শাসনকর্তাদের বিরুদ্ধে সাহায্যের আকুল আবেদনমূলক নির্যাতিতদের আর্তনাদ। আর সেই প্রার্থনাসভায় শাসনকর্তাদের প্রতিনিধিরা যখন উপস্থিত তখন তাদের মনে করিয়ে দেয়া যে কিভাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে আমাদের সম্প্রদায় – সর্বময় ক্ষমতাধর সদাপ্রভুর সঙ্গে তার বিশেষ বন্ধনের সুবাদে – ক্ষমতাধরদের নির্যাতন প্রতিরোধে তৎপর ছিল। আর সত্যিই, স্তোত্রটির শুরুটা মহাশক্তির একটা বোধ তৈরি করল।

প্রথম সিলেবলটিকে ভিত্তি ক'রে অসংখ্য কণ্ঠের একটি ধীর, সুগম্ভীর কোরাস শুরু হলো, যে-কণ্ঠগুলোর গমগমে ধ্বনি গোটা নেইভ্‌কে ভরিয়ে দিলো, এবং আমাদের মাথার ওপর ভাসতে থাকল, কিন্তু তার পরেও মনে হলো যেন সেটি ধরণীর কেন্দ্র থেকে উঠে এসেছে। তারপরই তা শেষ হয়ে গেল না, কারণ অন্যান্য কণ্ঠ যখন সেই গভীর ও চলমান চরণটি ধ'রে ধারাবাহিক কিছু ভোকালিস আর মেলিসমা[৪] বুনে চলেছে, তখন এই পার্থিব কণ্ঠটি প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকল, এবং একটি ধীর ও ছন্দোবদ্ধ গলায় বারোটি 'Ave Maria[৫]'-র পুনরাবৃত্তি করার জন্য একজন গায়ককে ব্যবহার করার পুরোটা সময়েও কখনোই সেই প্রাধান্যে ছেদ পড়ল না। এবং যেন, শাশ্বতের ব্যাপ্তিকালের রূপক সেই দীর্ঘায়িত সিলেবলটি প্রার্থনাকারীদের যে-বিশ্বাসে বলীয়ান ক'রে দিলো সেই বিশ্বাসের কারণে সব ধরনের ভীতিমুক্ত হয়ে অন্য সব কণ্ঠ (এবং বিশেষ ক'রে শিক্ষানবিশদের কণ্ঠ) তরলীয়মান ও বিশেষ ঝোঁক দিয়ে উচ্চারণ-করা neumae[৬] বা স্বরলিপি-চিহ্নের শিখর, স্তম্ভ আর গিরিচূড়াগুলোকে সেই প্রস্তর কঠিন ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে দিলো। এবং আমার হৃদয় যখন একটি climacus বা একটি porrectus (উঁচু-নীচু-উঁচু), একটি torculus (নীচু-উঁচু-নীচু) বা একটি salicus-এর কম্পনের মধুরতায় হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল,

BanglaBook.org

তখন মনে হলো সেই কণ্ঠগুলো আমাকে বলছে যে (যারা প্রার্থনা করছে, এবং তাদের কথা শুনছে আমার নিজের যে আত্মা) সে-আত্মাটি – অনুভূতির আতিশয্য সহ্য করতে না পেরে – সেগুলোর কারণে মধুর ধ্বনির এক অভিঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছে আনন্দ, প্রবল কষ্ট, প্রশংসা আর ভালোবাসা প্রকাশ করার জন্য। এদিকে, সেই প্রেতপুরীর কণ্ঠগুলোর একগুঁয়ে জেদ তখনো প্রশমিত হয়নি, যেন, যারা সদাপ্রভুর লোককে নির্যাতন করেছে সেই শত্রুদের, ক্ষমতাধরদের ভয়ংকর অস্তিত্ব রয়েই গেছে। যতক্ষণ না মনে হলো যে একটি একক স্বরের সেই নেপচুনীয় আলোড়নকে সেই স্বরটির পাশাপাশি উপস্থাপিত স্বরগুলোর উল্লাসমুখর ঈশ্বরবন্দনা অতিক্রম ক'রে গেল, বা, অন্তত বোঝালো ও আবৃত করল, এবং সবই একটি রাজসিক ও নিখুঁত কর্ড এবং একটি শ্লথ স্বরলিপি-চিহ্নে মিলিয়ে গেল।

একবার "sederunt" শব্দটি এক ধরনের একগুঁয়ে দুরূহতার সঙ্গে উচ্চারিত হওয়ার পর "principes"টি মনোমুগ্ধকর আর দেবদূতোপম প্রশান্ততায় শূন্যে উত্থিত হলো। আমি আর নিজেকে প্রশ্ন করলাম না কারা সেই শক্তিমান যারা আমার বিরুদ্ধে (আমাদের বিরুদ্ধে) কথা বলেছে; সেই আসীন, ভয়ানক প্রেতটির ছায়া মিলিয়ে গিয়েছিল, অন্তর্হিত হয়েছিল।

আর অন্য প্রেতগুলোও – আমার আরো মনে হলো – সেই সময় মিলিয়ে গিয়েছিল, কারণ, সেই বন্দনাগানেই ডুবে যাওয়ার পর আবারও মালাকির আসনের দিকে তাকিয়ে আমি প্রার্থনারতদের মধ্যে গ্রন্থাগারিককে দেখেছিলাম, যেন তিনি বরাবরই সেখানে ছিলেন, নিখোঁজ ছিলেন না। আমি উইলিয়ামের দিকে তাকালাম, দেখলাম তাঁর চোখে একট স্বস্তির আভাস, যে-আভাস আমি খানিকটা দূর থেকে মোহান্তের চোখেও দেখতে পেলাম। তার ইয়র্গে আরো একবার তাঁর হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, এবং তাঁর প্রাতিবেশীর হঠাৎ সাক্ষাৎ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে হাত দুটো সরিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু ঠিক কী মনে ক'রে তিনি অমন চমকে উঠেছিলেন তা বলতে পারব না।

কয়্যার এবার বেশ উৎফুল্লভাবে "Adiuva me" বন্দনাগাটি গাইছিল, যেটার প্রফুল্ল *a* হৃষ্টচিত্তে গীর্জার ভেতর প্রসারিত হলো, এমনকি *u*-টাও করাল মনে হলো না যতটা "sederunt"-এ মনে হয়েছিল, বরং পুণ্য প্রাণশক্তিতে ভরপুর। সন্ন্যাসী আর নবিশেরা দেহ টানটান ক'রে, মুক্তকণ্ঠে, মাথা উঁচিয়ে ওপরের দিকে তাকিয়ে, বইটা একবারে কাঁধের উচ্চতায় রেখে, যাতে ক'রে মাথা নীচু না ক'রেই পড়া যায়, এবং বাতাস বুক থেকে ততটা জোরে বেরিয়ে না আসে, গাইল, বন্দনাগীতির যা নিয়ম। কিন্তু রাত আসলে তখনো ফুরোয়নি, এবং আনন্দোল্লাসের শিঙাগুলো তূর্যধ্বনি করলে কী হবে, ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন তখন গায়কদের অনেকেই, যারা একটা দীর্ঘ স্বরের সৃষ্টিতে, বন্দনাগীতির ঢেউয়ের ওপর বিশ্বাস রেখে, নিদ্রাহীনতার কারণে মাঝে মাঝেই ঢুলছিল। আর তখন ঘুম-ভাঙানিয়ারা, এমনকি সেই পরিস্থিতিতেও, একটা আলো নিয়ে মুখগুলো এক-এক ক'রে পরীক্ষা ক'রে দেখছিল, তাদের দেহ ও আত্মাকে জাগ্রত অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য।

আর তাই একজন ঘুম-ভাঙানিয়াই প্রথম লক্ষ করল যে মালাকি একটু অদ্ভুতভাবে দুলছেন, যেন তিনি রাতে সম্ভবত যে-ঘুম ঘুমোননি সেই ঘুমের কিমেরীয় কুয়াশার ভেতর হঠাৎ

Banglabook.org

ক'রেই ঝাঁপ দিয়েছেন। ঘুম-ভাঙানিয়া একটা প্রদীপ নিয়ে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর মুখে আলো ধ'রে তাঁর মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করল। লোকটা তাঁকে স্পর্শ করল, এবং মালাকি একেবারে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন। তাঁকে পতন থেকে রক্ষা করার কোনো সময়ই লোকটি পেল না বলতে গেলে।

ঈশ্বরবন্দনাগান স্তিমিত হয়ে পড়ল, কণ্ঠগুলো থেমে গেল, অল্প কিছু সময়ের জন্য একটা হতবুদ্ধিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো। উইলিয়াম সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আসন থেকে লাফ দিয়ে উঠে তিভোলির প্যাসিফিকাস আর ঘুম-ভাঙানিয়া লোকটি এখন যেখানে অচেতন মালাকিকে মাটিতে শুইয়ে দিচ্ছেন সেখানে ছুটে গিয়েছিলেন।

আমরা এবং মোহান্ত প্রায় একই সময় তাঁদের কাছে পৌঁছলাম, এবং প্রদীপের আলোয় হতভাগ্য লোকটির মুখটা দেখতে পেলাম। আগেই মালাকির চেহারার বর্ণনা দিয়েছি আমি, কিন্তু সেই রাতে, প্রদীপের আলোর সেই দীপ্তির ভেতর মুখাবয়বটি দেখে মনে হলো ঠিক মৃত্যুর প্রতিমা যেন   চোখা নাক, কোটরাগত চোখ, ললাটের দেবে যাওয়া দুই পাশ, বাইরের দিকে ফেরানো লতিসহ সাদা, কোঁচকানো দুই কান, মুখের ত্বক ততক্ষণে শক্ত, টানটান, আর শুকনো হয়ে উঠেছে, গাল দুটোর রং হলদেটে, আর একটা কালো ছায়াতে ছেয়ে আছে। চোখ দুটো তখনো খোলা, আর, সেই শুকনো খসখসে ঠোঁটজোড়া থেকে একটা চেষ্টাকৃত শ্বাস বেরিয়ে আসছে। তিনি তাঁর মুখ খুললেন, এবং আমি যখন উইলিয়ামের পেছন থেকে উঁকি দিচ্ছি, যিনি নিজে তাঁর ওপর ঝুঁকে পড়েছিলেন, দেখলাম তাঁর দাঁতের প্রকোষ্ঠের ভেতর একটা কালো জিভ নড়াচড়া করছে। বাহু দিয়ে তাঁর দুই কাঁধ বেড় দিয়ে ধ'রে উইলিয়াম মালাকিকে ওঠালেন, মুক্ত হাতটা দিয়ে তাঁর ভুরুটাকে বিবর্ণ ক'রে তোলা পাতলা ঘামের আস্তর মুছে দিলেন। একটা ছোঁয়া, একটা উপস্থিতি অনুভব করলেন মালাকি; সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি, অবশ্যই কিছুই না দেখে, তাঁর সামনে কে আছে তাকে নিশ্চিতভাবে না চিনতে পেরেই। কাঁপা-কাঁপা একটা হাত তুললেন তিনি, উইলিয়ামের বুকের কাছটা খামচে ধরলেন, তাঁর মুখটা টেনে নীচে নামালেন যতক্ষণ পর্যন্ত না একটি অপরটিকে প্রায় স্পর্শ করে, তারপর দুর্বল আর খসখসে গলায় কিছু কথা উচ্চারণ করলেন : 'উনি আমাকে বললেন...আসলেই...এক হাজার কাঁকড়া বিছের শক্তি আছে ওটার...'

'কে বলল?' উইলিয়াম তাঁকে জিগ্যেস করলেন। 'কে?'

মালাকি আবার কথা বলার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ভীষণভাবে কেঁপে উঠল তাঁর শরীরটা, মাথাটা পেছনে ঢলে পড়ল। তাঁর মুখ থেকে সব রং, জীবনের সব সাদৃশ্য মুছে গেছে। তাঁর দেহে আর প্রাণ নেই তখন।

উইলিয়াম উঠে দাঁড়ালেন। দেখলেন মোহান্ত তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু তাঁর সঙ্গে একটিও বাক্যালাপ করলেন না তিনি। তারপর, মোহান্তের পেছনে বার্নার্ড গুই-কে দেখতে পেলেন।

উইলিয়াম ব'লে উঠলেন, 'মাই লর্ড বার্নার্ড, আপনি তো খুবই চাতুর্যের সঙ্গে খুনীদের শনাক্ত করলেন, তাদের আটকও করলেন, তাহলে এই মানুষটিকে হত্যা করল কে?'

BanglaBook.org

বার্নার্ড জবাব দিলেন, 'সে কথা আমাকে জিগ্যেস করবেন না। আমি কখনোই বলিনি আমি এই মঠে ঘুরে বেড়ানো সব অপরাধীকে আইনের হাতে সোপর্দ করেছি। করতাম, যদি পারতাম।' তিনি উইলিয়ামের দিকে তাকালেন। 'কিন্তু অন্যদেরকে আমি এখন মাই লর্ড মোহান্তের কঠোরতা...বা অতিরিক্ত প্রশ্রয়ের কাছে রেখে যাচ্ছি।' মোহান্তের মুখটা সাদা হয়ে গেল, তিনি নীরব রইলেন। বার্নার্ড চলে গেলেন।

সেই সময় একটা ফোঁপানি আমাদের কানে এলো, একটা চাপা উদ্‌গত কান্না। ইয়র্গে, হাঁটু গেড়ে বসে আছেন বেঞ্চে, এক সন্ন্যাসী তাঁকে ধরে আছেন, এবং যা ঘটেছে সে কথা নিশ্চয়ই তিনি তাঁকে বর্ণনা করেছেন।

'এ কখনো শেষ হবে না...' ভাঙা গলায় তিনি ব'লে উঠলেন। 'হে সদাপ্রভু, আমাদের সবাইকে ক্ষমা করো!'

উইলিয়াম আরো একবার মুহূর্তের জন্য মৃতদেহটির ওপর ঝুঁকে পড়লেন। সেটার দুই কবজি মুঠোতে নিয়ে, তালু দুটো ঘুরিয়ে আলোর কাছে ধরলেন। ডান হাতের প্রথম তিনটে আঙুলের মাংসল অংশগুলো কালো হয়ে আছে।

টীকা

১. **টেক্সট** : *sedurent*

অনুবাদ : ব'সে ছিল

২. **টেক্সট** : *Sederunt principes*

et adversus me

loquebantur, iniqui

persecuti sunt me.

Adiuva me, Domine

Deus meus, salvum me

far propter magnam misericordiam tuam.

অনুবাদ : *রাজপুরুষেরা ব'সে আমার বিরুদ্ধে কথা বলছিলেন*

মন্দ লোকেরা আমার ওপর নির্যাতন চালিয়েছে;

হে সদাপ্রভু, আমাকে সাহায্য করো,

তোমার অনুকম্পা দিয়ে আমাকে নিরাপত্তা দাও।

BanglaBook.org

ভাষ্য : গীতসংহিতা ১১৯.২৩ থেকে নেয়া হয়েছে এই স্তোত্রটা

৩. **টেক্সট** : *gradual*

অনুবাদ : ইউক্যারিস্টের বিধিবদ্ধ উপাসনায় গেয় ধীর ও ক্রমান্বয়িক স্তোত্র

৪. **টেক্সট** : ভোকালিস আর মেলিসমা

ভাষ্য : তুলনীয়, সুরালাপ আর তান

৫. **টেক্সট** : 'Ave Maria'-র

অনুবাদ : 'স্বাগত মেরি'-র

৬. **টেক্সট** : neumae বা স্বরলিপি-চিহ্নের

ভাষ্য : মধ্যযুগে প্লেইনসং বা গ্রেগরিয়ান চান্টের স্বরলিপিতে ব্যবহৃত একটি চিহ্ন।

BanglaBook.org

ষষ্ঠ দিন

লঅড্‌স্‌

যেখানে একজন নতুন ভাণ্ডারী নির্বাচন করা হয়, কিন্তু গ্রন্থাগারিক নয়।

এরই মধ্যে কি লঅড্‌স্‌-এর সময় হয়ে এসেছিল? সেটা কি আগেই হয়েছিল না পরে? সেই মুহূর্ত থেকে আমি সময়ের সব বোধ হারিয়ে ফেলেছিলাম। সম্ভবত বেশ কয়েক ঘণ্টা পর বা তার আগেই মালাকির দেহটা গীর্জার ভেতর একটা শবযানের ভেতর শুইয়ে রাখা হয়েছিল এবং ধর্মভ্রাতারা অর্ধবৃত্তাকারে সেটাকে ঘিরে রেখেছিল। মোহান্ত নির্দেশ দিলেন, যাতে তাড়াতাড়ি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। শুনলাম তিনি বেন্নো আর মরিমন্দোর নিকোলাসকে ডেকে পাঠালেন। তিনি বললেন, মঠটি তার গ্রন্থাগারিক আর ভাণ্ডারীকে হারাল। তিনি নিকোলাসকে বললেন, 'তুমি রেমেজিওর দায়িত্ব বুঝে নেবে। এখানের অনেকের কাজকর্মের সঙ্গেই তুমি পরিচিত। এমন কারো নাম বলো যে কামারশালায় তোমার জায়গায় কাজ করবে, আর রান্নাঘর, খাওয়ার ঘরে আজ তাৎক্ষণিক যা যা দরকার হবে তার ব্যবস্থা করো। তোমাকে প্রার্থনার দায়িত্ব থেকে রেহাই দেয়া হলো। যাও।' তারপর তিনি বেন্নোর উদ্দেশে বললেন, 'মাত্র গতকালই মালাকির সহকারী হিসেবে তোমার নাম ঘোষণা করা হয়েছে। স্ক্রিপ্টোরিয়ামটা খোলার ব্যবস্থা করো আর দেখো, কেউ যেন একা গ্রন্থাগারে না যায়।' বেন্নো সংকোচের সঙ্গে জানাল যে তাঁকে তখনো স্থানটির ভেতরের খবর কিছু জানানো হয়নি। মোহান্ত তাঁর দিকে কঠোর এক দৃষ্টিবাণ হানলেন। 'কেউই বলেনি যে সেসব ... ক জানানো হবে। তুমি কেবল দেখবে কাজকর্ম যাতে ঠিকমতো চলে, আর ... মৃত ধর্মভ্রাতাদের...এবং যারা এখনো মারা যায়নি তাদের উদ্দেশে একটা প্রার্থনা হিসেবে নিবেদন করা হয়। যেসব বই এরই মধ্যে সন্ন্যাসীদের দেয়া হয়েছে, প্রত্যেক সন্ন্যাসী কেবল সেগুলো নিয়েই কাজ করবে। ইচ্ছে হলে তারা ক্যাটালগ দেখে নিতে পারে। আর কিছু নয়। সান্ধ্য প্রার্থনা থেকে তোমাকে অব্যহতি দেয়া হলো, কারণ সেই সময়টায় তোমাকে সবকিছু তালাবন্ধ করতে হবে।'

'কিন্তু আমি বেরোব কিভাবে?'

'ভালো প্রশ্ন। রাতের খাবারের পর আমি নীচের দরজাগুলো তালা দিয়ে দেবো। যাও।'

তিনি তাঁদের সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন, উইলিয়ামকে এড়িয়ে গিয়ে, যদিও উইলিয়াম তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাইছিলেন। কয়্যারে ছোটো একটা দল রয়ে গেল, আলিনার্দো, তিভোলির প্যাসিফিকাস, আলেসান্দ্রিয়ার আয়মারো, আর সান্ত' আলবানোর পিটার। আয়মারো মুখ বাঁকিয়ে হাসছিলেন।

'সদাপ্রভুকে ধন্যবাদ জানানো যাক,' তিনি বলছিলেন। 'জার্মানটা মরাতে তার চাইতে আরো

BanglaBook.org

বেশি বর্বর কারো নতুন গ্রন্থাগারিক হওয়ার ঝুঁকি ছিল।'

উইলিয়াম জিগ্যেস করলেন, 'তার জায়গায় কার নাম আসতে পারে?'

সান্ত'আলবানোর পিটার রহস্যময় একটা হাসি হাসলেন। 'গত কয়েকটা দিনে যা কিছু ঘটল তার সবকিছুর পর, সমস্যা এখন আর গ্রন্থাগারিক নয়, বরং মোহান্ত...'

প্যাসিফিকাস তাঁর উদ্দেশে বললেন, 'চুপ। এবং আলিনার্দো, তাঁর গতানুগতিক চিন্তিত ধরনে বললেন, 'ওরা আরেকটা অবিচার করবে...সেই আমার সময়ের মতো। ওদেরকে থামাতেই হবে।'

'কারা?' উইলিয়াম জিগ্যেস করলেন। তাঁর বাহু ধ'রে প্যাসিফিকাস তাঁকে অন্তরঙ্গভাবে কাছে টেনে নিলেন, তারপর বৃদ্ধ লোকটির কাছ থেকে খানিকটা দূরে, দরজার দিকে টেনে নিয়ে গেলেন।

'আলিনার্দো...তুমি জানো...তাকে আমরা ভালোবাসি। আমাদের কাছে সে পুরোনো ঐতিহ্যের আর মঠটির সবচাইতে চমৎকার দিনগুলোর প্রতিনিধি।...কিন্তু মাঝে মাঝে সে কী বলছে তা না জেনেই কথা বলে। আমরা সবাই নতুন গ্রন্থাগারিক নিয়ে চিন্তিত। তাকে অবশ্যই যোগ্য, পরিণত, আর জ্ঞানী হতে হবে...এটুকুই হলে যথেষ্ট হবে।'

'তাকে কি গ্রীক জানতেই হবে?' উইলিয়াম জিগ্যেস করলেন।

'আর আরবী, ঐতিহ্য অনুযায়ী এটা তার দায়িত্বেরই শর্ত। তবে এখানে আমাদের অনেকেরই এই যোগ্যতা রয়েছে। সত্যের খাতিরে বলতে হয়, আমার আছে, পিটারের, আর আয়মারোর...'

'বেন্নো গ্রীক জানে।'

'বেন্নোর বয়স বড্ড কম। আমি জানি না গতকাল মালাকি কেন তাকে নির্বাচন করেছিল, কিন্তু...'

'আদেল্‌মো কি গ্রীক জানত?'

'আমার মনে হয় না। না, নিশ্চিতভাবেই না।'

'কিন্তু ভেনানশিয়াস জানত। আর বেরেঙ্গার। ঠিক আছে, আপনাকে ধন্যবাদ।'

রান্নাঘরে গিয়ে কিছু পাওয়া যায় কি না তাই দেখতে চলে এলাম আমরা।

'কে কে গ্রীক জানত সেটা জানতে চাইলেন কেন?' আমি শুধালাম।

'কারণ কালো হয়ে যাওয়া আঙুল নিয়ে যারা মারা গেছে তারা সবাই গ্রীক জানত। কাজেই পরবর্তী মৃতদেহটা গ্রীক জানা কারো হবে বলেই মনে হয়। আমাকেসহ। তুমি নিরাপদ।'

'আর মালাকির শেষ কথাগুলোর ব্যাপারে আপনার কী মনে হয়?'

'তুমি নিজেও তা শুনেছ। তৃতীয় শিঙাটা, অন্যান্য অনেক কিছুর সঙ্গে পঙ্গপালের আবির্ভাবের

BanglaBook.org

কথা বলেছে, যে-পঙ্গপালগুলো কাঁকড়াবিছের মতো হুল ফুটিয়ে মানুষকে যন্ত্রণা দেবে। এবং মালাকি আমাদের জানিয়ে গেছে যে কেউ তাকে আগেই সতর্ক করেছিল।'

আমি বললাম, 'ষষ্ঠ শিঙাটা সিংহের মাথাঅলা ঘোড়ার কথা বলে আর সেগুলোর মুখ থেকে ধোঁয়া, আগুন আর গন্ধক বের হচ্ছিল, আর তাদের পিঠে সওয়ার ছিল যারা তারা আগুন, লালচে কমলা রঙের বহুমূল্য রত্ন (jacinth) আর গন্ধকের বক্ষস্ত্রাণে আবৃত ছিল।'

'মেলা কিছু। তবে পরের অপরাধটা ঘোড়ার গোলাঘরের ওখানে ঘটতে পারে। ওটার ওপর নজর রাখতে হবে। আর সপ্তম বিস্ফোরণটার জন্যও তৈরি হতে হবে আমাদের। আরো দুজন শিকার বাকি রয়েছে। সবচাইতে সম্ভাবনা কাদের? Finis Africae-র রহস্যই যদি অভীষ্ট হয় তাহলে তাদের, যারা সেই রহস্য জানে। আর আমি যতদূর বলতে পারি, তার মানে হচ্ছে, কেবল মোহান্ত। যদি না ষড়যন্ত্রটা ভিন্ন কিছু হয়ে থাকে। এইমাত্রই তো ওঁদের কথা শুনলে তুমি, মোহান্তকে অপসারণ করার ষড়যন্ত্রের কথা, তবে আলিনার্দো বহুবচনে কথা বলছিলেন...'

'তাহলে তো মোহান্তকে সতর্ক ক'রে দিতে হয়,' আমি বললাম।

'কোন ব্যাপারে? যে, ওঁরা তাকে খুন করতে পারে? আমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য সে-রকম কোনো প্রমাণ নেই। আমি এমনভাবে এগোই যেন খুনী আর আমি একই রকম ক'রে ভাবি। কিন্তু তার মাথায় যদি অন্য কোনো পরিকল্পনা থেকে থাকে? আর যদি, বিশেষ ক'রে, খুনীর সংখ্যা এক না হয়?'

'কী বলতে চান?'

'আমি ঠিক জানি না। কিন্তু তোমাকে আগেই বলেছি, আমাদেরকে সবগুলো ক্রম বা ক্রমের অভাবের কথাই ভাবতে হবে।'

BanglaBook.org

প্রাইম

যেখানে নিকোলাস গীর্জার ভূগর্ভস্থ রত্নাগার দেখতে যাওয়ার সময় অনেক কথা বলেন।

মরিমন্দোর নিকোলাস ভাণ্ডারী হিসেবে তাঁর নতুন পদ পেয়ে পাচকদের নানান আদেশ দিচ্ছিলেন, আর তারা রান্নাঘরের কাজকর্ম সম্পর্কে তাঁকে একটা ধারণা দিচ্ছিল। উইলিয়াম তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাইছিলেন, কিন্তু নিকোলাস আমাদেরকে বললেন একটু পর তাঁকে ভূগর্ভস্থ রত্নাগারে যেতে হবে কাচের পেটিকাগুলো পালিশের কাজ তত্ত্বাবধান করতে, যেটা এখনো তাঁর দায়িত্ব হিসেবে আছে, আর সেখানে তিনি কথা বলার আরো বেশি সময় পাবেন, ততক্ষণ যেন আমরা অপেক্ষা করি।

খানিকক্ষণ পর সত্যিই তিনি আমাদেরকে বললেন তাঁকে অনুসরণ করতে। গীর্জায় ঢুকলেন, প্রধান বেদীর পেছনে গেলেন (সেখানে, সন্ন্যাসীরা নেইভে একটা শবাধার-মঞ্চ স্থাপন করছিল, মালাকির মৃতদেহ নিয়ে নিশিজাগরের জন্য), তারপর একটা ছোট্ট মই বেয়ে আমাদেরকে নেতৃত্ব দিয়ে নীচে নেমে এলেন। মইটার পায়ের কাছে পুরু, অমসৃণ পাথরের কিছু স্তম্ভ দিয়ে ভর-রক্ষা-করা খুবই নীচু খিলানবিশিষ্ট একটা কামরায় আমরা নিজেদেরকে আবিষ্কার করলাম। মঠটির ধনসম্পদ জমা-ক'রে-রাখা ভূগর্ভস্থ ঘর এটি, মোহান্ত যে-স্থানটির ব্যাপারে শঙ্কাতুর থাকেন, এবং বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যে আর খুবই গুরুত্বপূর্ণ অতিথিদের সৌজন্যই কেবল এটা খোলার অনুমতি দেন।

চারপাশে নানান আকার-আকৃতির পেটিকা: সেগুলোর ভেতর অসাধারণ সৌন্দর্যমণ্ডিত নানান বস্তু (নিকোলাসের দুই বিশ্বস্ত সহযোগীর জ্বালানো মশালের আলোয় জ্বলজ্বল করছিল। সোনার তৈরি আনুষ্ঠানিক, যাজকীয় পরিচ্ছদ, রত্নখচিত সোনার মুকুট, বিভিন্ন মূর্তি খোদাই করা নানান সিন্দুকে বিভিন্ন ধাতু, নিয়েলো (niello) আর হাতীর দাঁতের নানান শিল্পবস্তু। পরম উৎসাহে নিকোলাস আমাদেরকে একটা ইভানজেলিয়ারিয়াম দেখালেন, সেটার বাঁধাইয়ে এনামেলের আশ্চর্যরকমের অলংকৃত কিছু ফলক দেখা যাচ্ছে, আর সেই ফলকগুলো ক্রমবদ্ধ স্বতন্ত্র অংশের এক বহুবর্ণ ঐক্য তৈরি করছে, এবং সেসবের চারপাশ সোনার তারের সূক্ষ্ম কারুকাজ-করা ঝালর শোভিত পেরেকের আকারে কিছু দামি পাথর দিয়ে শক্ত ক'রে আটকানো।

নীলকান্তমণি আর সোনার দুই স্তম্ভসহ একটা ক্ষুদে সমাধিমন্দির (aedicula) দেখালেন তিনি আমাদের; স্তম্ভ দুটো চমৎকার রুপোর 'বা-রিলীফ'-এ তৈরি 'যীশুর সমাধিস্থকরণ'-এর ছবি ফ্রেমবদ্ধ করেছে, তার ওপরে রয়েছে সোনার তৈরি একটি ক্রুশ, সেটা দানাদার অনিক্স-এর পটভূমিতে তেরোটা হীরের সঙ্গে বসানো, ওদিকে ক্ষুদে পেডিমেন্টটার প্রান্তগুলো অকীক আর চুনী পাথর দিয়ে

BanglaBook.org

সাজানো। এরপর, সোনা আর হাতীর দাঁতে তৈরি, পাঁচটি খণ্ডে বিভক্ত, একটি দ্বিভাজিকা (diptych) দেখতে পেলাম, যেখানে যীশুর জীবনের পাঁচটি দৃশ্য আঁকা রয়েছে, আর মাঝখানে রয়েছে মরমী বাতি, গিল্টি করা রুপোর সঙ্গে কাচের মণ্ড দিয়ে তৈরি করা মোমসাদা পটভূমিতে একটি একক পলিক্রোম প্রতিমা।

নিকোলাস যখন এগুলো আমাদের দেখাচ্ছিলেন তখন তাঁর মুখ আর দেহভঙ্গি গর্বে উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল। উইলিয়াম জিনিসগুলো দেখে টেখে সেগুলোর প্রশংসা করলেন, তারপর নিকোলাসকে জিগ্যেস করলেন মালাকি কেমন মানুষ ছিলেন।

নিকোলাস একটা আঙুল ভিজিয়ে নিয়ে ভালোভাবে পালিশ করা হয়নি এমন একটি স্ফটিকগাত্রে সেটা ঘঁষে, উইলিয়ামের মুখের দিকে না তাকিয়ে আধখানা হাসি হেসে বললেন, 'অনেকেই যেটা বলেন, মালাকি বেশ চিন্তাশীল একজন মানুষ ছিলেন, কিন্তু আবার তিনি বেশ সাদাসিধে মানুষ ছিলেন। আলিনার্দোর মত অনুযায়ী, তিনি ছিলেন নির্বোধ।'

'অনেক আগের একটা ঘটনার জন্য কারো প্রতি আলিনার্দোর ক্ষোভ রয়ে গেছে, কারণ তখন তাঁকে গ্রন্থাগারিক হওয়ার সম্মান থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল।'

'আমি নিজেও কথাটা শুনেছি, কিন্তু ওটা একটা পুরোনো গল্প, প্রায় পঞ্চাশ বছর আগের। আমি যখন এখানে আসি তখন বব্বিও-র রবার্তো গ্রন্থাগারিক ছিলেন, এবং বৃদ্ধ সন্ন্যাসীরা আলিনার্দোর বিরুদ্ধে ঘটা একটা অন্যায় নিয়ে গজগজ করতেন। রবার্তোর এক সহকারী ছিল, যে পরে মারা যায়, এবং মালাকি, তখনো তিনি যথেষ্ট তরুণ, তার জায়গায় নিয়োগ পান। অনেকেই তখন বলেছিলেন মালাকি মেধাহীন, যদিও তিনি গ্রীক ও আরবী জানেন ব'লে দাবি করেন, কিন্তু তা সত্যি নয়, তিনি কেবল অনুকরণে, ওই দুই ভাষায় চমৎকার ক্যালিগ্রাফিতে পাণ্ডুলিপি নকলে ওস্তাদ, যদিও কী নকল করছেন সেটা না বুঝেই। আলিনার্দো আভাসে-ইঙ্গিতে বলেছিলেন যে মালাকিকে ওই পদে বসানো হয়েছিল তাঁর, মানে আলিনার্দোর শত্রুদের ষড়যন্ত্র সফল করার জন্য। তবে তিনি শত্রু বলতে কাকে বুঝিয়েছিলেন আমি তা বুঝতে পারিনি। এটাই হচ্ছে পুরো কাহিনী। সব সময়ই এই ফিসফাস শোনা গেছে যে মালাকি গ্রন্থাগারটাকে একটা পাহারাদার কুকুরের মতো আগলে রেখেছেন, যদিও কী আগলে রাখছে সেটা না জেনেই। একইভাবে, বেরেঙ্গারের বিরুদ্ধেও একই ফিসফিসানি শোনা গেছে, মালাকি যখন তাকে তার সহকারী হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। লোকে বলত ছোকরাটা তার প্রভুর চেইতে চালাক নয়, যে কেবল ঘোঁট পাকাতে ওস্তাদ, তারা আরো বলত যে, – তবে এ ক'দিনে নিশ্চয়ই আপনার নিজের কানেও এসব গুজব গেছে – তার আর মালাকির মধ্যে একটা অদ্ভুত সম্পর্ক ছিল।...পুরোনো গালগপ্পো। তারপর, আপনি তো জানেনই, বেরেঙ্গার আর আদেল্‌মো নিয়েও নানান কথা শোনা যেত, আর তরুণ লিপিকররা বলত মালাকি নীরবে ভয়ংকর হিংসায় জ্বলেপুড়ে মরতো...আর তারপর, মালাকি আর ইয়র্গের মধ্যেকার সম্পর্ক নিয়েও গুঞ্জন শোনা যেত। না, যা মনে করছেন, সে-অর্থে নয় – ইয়র্গের সদ্‌গুণ নিয়ে কেউ কোনোদিন প্রশ্ন তোলেনি! – কিন্তু, গ্রন্থাগারিক হিসেবে মালাকির উচিত ছিল ঐতিহ্য অনুযায়ী মোহান্তকেই তার স্বীকারোক্তি-শ্রোতা (confessor) হিসেবে ঠিক করা, যদিও অন্য সন্ন্যাসীরা স্বীকারোক্তির জন্য

BanglaBook.org

ইয়র্গের কাছেই যায় (বা, আলিনার্দোর কাছে, কিন্তু বৃদ্ধ এখন চিন্তাশক্তিবর্জিত হয়ে পড়েছেন)...তো, ওরা বলে যে, সেটা ছাড়াও, গ্রন্থাগারিক প্রায়ই ইয়র্গের সঙ্গে বুদ্ধি-পরামর্শ করতেন, ভাবখানা যেন মোহান্ত মালাকির আত্মা পরিচালনা করছেন, কিন্তু ইয়র্গে তাঁর শরীর, তাঁর চলাচল, তাঁর কাজকর্ম শাসন করতেন। সত্যি বলতে কি, আপনি নিজেই জানেন, আর সম্ভবত দেখেছেনও যে, কেউ কোনো প্রাচীন বা বিস্মৃত বইয়ের খোঁজ জানতে চাইলে মালাকিকে জিগ্যেস করত না, ইয়র্গের কাছে জানতে চাইত। মালাকির কাছে ক্যাটালগটা থাকত, তিনি গ্রন্থাগারে উঠে যেতেন, কিন্তু ইয়র্গে জানতেন কোন বইয়ের গুরুত্ব কী...'

'গ্রন্থাগারটা সম্পর্কে ইয়র্গে এতকিছু কী ক'রে জানতেন?'

'আলিনার্দোর পরে তিনিই সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ; তাঁর যৌবনকাল থেকেই এখানে আছেন। ইয়র্গের বয়েস আশির ওপরে, এবং সবাই বলে চল্লিশ বছর, এমনকি সম্ভবত তার চাইতে বেশি দিন ধ'রে তিনি অন্ধ...

'অন্ধ হওয়ার আগে থেকেই কী ক'রে তিনি এত জ্ঞানী হলেন?'

'ও! তাকে নিয়ে নানান কিংবদন্তী আছে। মনে হয়, যখন তাঁর অল্প বয়েস তখনই ঐশী কৃপাধন্য হয়েছিলেন তিনি, আর তাঁর স্বদেশ ক্যাস্টিলে থাকতেই, শিশুকালেই তিনি আরব আর গ্রীক ডক্টরদের বইপত্তর প'ড়ে ফেলেছিলেন। আর তারপর, অন্ধ হয়ে যাওয়ার পর, এমনকি এখনো, তিনি অনেকটা সময় গ্রন্থাগারে কাটান, অন্যরা তাকে ক্যাটালগ প'ড়ে শোনায়, এবং তিনি বই আনিয়ে নেন, তখন শিক্ষানবিশরা তাঁকে জোরে জোরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ'রে বই প'ড়ে শোনায়।'

'তা এখন যেহেতু মালাকি আর বেরেঙ্গার দুজনেই মৃত, গ্রন্থাগারের গুপ্ত রহস্য কে জানে?'

'মোহান্ত, আর এখন মোহান্তকে অবশ্যই সেসব রহস্য বেন্নোর হাতে তুলে দিতে হবে...যদি তিনি চান...'

' "যদি তিনি চান" বলছেন কেন?'

'কারণ বেন্নোর বয়স কম, আর মালাকি জীবিত থাকতেই তাকে সহকারী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল; সহকারী গ্রন্থাগারিক হওয়া আর গ্রন্থাগারিক হওয়ার মধ্যে তফাৎ আছে। ঐতিহ্য অনুসারে অবশ্য, গ্রন্থাগারিকই পরে মোহান্ত হন...'

'আচ্ছা, এই তাহলে ব্যাপার...সেজন্যই গ্রন্থাগারিকের পদটা এত লোভনীয়। কিন্তু তাহলে অ্যাবোও একসময় গ্রন্থাগারিক ছিলেন?'

'না, অ্যাবো ছিলেন না। আমি এখানে আসার আগেই তাঁর নিয়োগ হয়েছিল; তা, এখন থেকে তিরিশ বছর আগে হবে। তার আগে, রেমিনি-র পঅল মোহান্ত ছিলেন; এক অদ্ভুত লোক ছিলেন তিনি, নানান অদ্ভুত কথা শোনা যায় তাঁর নামে। মনে হয় রীতিমতো একজন পাঁড় পাঠক ছিলেন তিনি, গ্রন্থাগারের সব বই মুখস্থ ছিল তাঁর, কিন্তু একটা অদ্ভুত দুর্বলতা ছিল তাঁর তিনি লিখতে পারতেন না। সবাই তাঁকে Abbas agraphicus[২] বলত...খুব তরুণ বয়সেই মোহান্ত হয়েছিলেন

BanglaBook.org

তিনি; বলা হয় ক্লুনির আলগিরদাসের সমর্থন ছিল তাঁর পেছনে। সে যা-ই হোক, পঅল মোহান্ত হলেন, এবং গ্রন্থাগারে তাঁর জায়গা নিলেন বব্বিও-র রবার্ট, কিন্তু একটা অসুখে প'ড়ে তিনি শেষ হয়ে যান   সবাই জানত তিনি কখনোই মঠটার শাসনকাজ চালাতে পারবেন না, এবং যখন রেমিনি-র পঅল একদিন হঠাৎ উধাও হয়ে গেলেন...'

'মারা গিয়েছিলেন?'

'না, উধাও হয়ে যান, কিন্তু কী ক'রে তা জানি না। একদিন উনি একটা সফরে যান, কিন্তু আর ফিরে আসেননি; হয়ত পথে কোথাও চোর-ডাকাতের হাতে খুন হয়েছিলেন...সে যা-ই হোক, পঅল উধাও হলে পর, রবার্ট তাঁর জায়গা নিতে পারলেন না, ধোঁয়াটে কিছু ষড়যন্ত্র-টন্ত্র হয়েছিল। শোনা যায় অ্যাবো এই ডিসট্রিক্ট-এর প্রধানের অবৈধ সন্তান। ফোসানোভার মঠে বড়ো হয়েছিলেন তিনি; বলা হয় যৌবনকালে তিনি সেখানে সন্ত টমাসের মৃত্যুর সময় তাঁর সেবা করেছিলেন, এবং তাঁর ওপরই বিশাল দেহটা একটা টাওয়ারের সিঁড়ি বেয়ে নামিয়ে আনার দায়িত্ব পড়েছিল যেখানে মৃতদেহটা আর রাখা যাচ্ছিল না...এখানের ঈর্ষাপরায়ণ লোকেরা বলে সেটাই ছিল তার জীবনের এক গৌরবোজ্জ্বল মুহূর্ত...আসল ঘটনা হলো, তিনি মোহান্ত নির্বাচিত হন, যদিও তিনি গ্রন্থাগারিক ছিলেন না, এবং, কেউ তাঁকে গ্রন্থাগারের রহস্য সম্পর্কে দীক্ষিত করেন, আমার ধারণা রবার্ট। এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন কেন আমি জানি না মোহান্ত বেন্নোকে নির্দেশনা দিতে চাইবেন কি না : ব্যাপারটা একটা বেখেয়ালি যুবককে, দূর-উত্তরের আধা-বর্বর ব্যাকরণবেত্তা যুবককে তাঁর উত্তরাধিকারী ঘোষণা করার মতো হবে; এই দেশ, এই মঠ, এটার সঙ্গে এই এলাকার প্রধানদের সম্পর্কের ব্যাপারে কী-ই বা জানা থাকতে পারে তার?

'কিন্তু মালাকিও তো ইতালীয় ছিল না, বেরেঙ্গারও না, কিন্তু তার পরও দু'জনকেই পুঁথিঘরের কাজে বহাল করা হয়েছিল।'

'একটা রহস্যের কথা বলি আপনাকে। সন্ন্যাসীরা এই নিয়ে ক্ষুব্ধ যে, গত পঞ্চাশ বছর ধ'রে এই মঠটি তার ঐতিহ্য থেকে স'রে যাচ্ছে...সে-কারণে, পঞ্চাশ বছরের বেশি আগে, হয়ত তারও আগে, আলিনার্দো গ্রন্থাগারিকের পদের জন্য উচ্চাশা পোষণ করেছিলেন। গ্রন্থাগারিক সব সময় ইতালীয়ই ছিলেন – এই ভূখণ্ডে মহৎপ্রাণ মানুষের কোনো ঘাটতি নেই। আর তা ছাড়া, আপনি দেখতেই পাচ্ছেন...' এখানে এসে নিকোলাস একটু ইতস্তত করলেন, যেন তিনি যা বলতে চাইছিলেন তা বলতে চাইছেন না। '...দেখতেই পাচ্ছেন, মালাকি আর বেরেঙ্গার, সম্ভবত এইজন্য মারা গেল, যাতে তারা মোহান্ত না হ'তে পারে।'

তাঁর শরীরটা ন'ড়ে উঠল, তিনি তাঁর মুখের সামনে একটা হাত নাড়লেন, যেন সৎ নয় এমন কোনো চিন্তা সরিয়ে দিলেন, তারপর বুকে ক্রুশ আঁকলেন। 'কী বলছিলাম? দেখতেই পাচ্ছেন, এই দেশে বেশ কয়েক বছর ধ'রে লজ্জাজনক নানান ঘটনা ঘটছে, এমনকি মঠে, পোপের দরবারে, গীর্জায়...। ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, গীর্জার আয় থেকে প্রদত্ত কারো যাজক-ভাতা কেড়ে নেবার কারণে তার বিরুদ্ধে ধর্মদ্বেষিতার অভিযোগ আনা...কী কুৎসিত! মানবজাতির ওপর থেকে বিশ্বাস উঠে যাচ্ছে আমার; চারদিকে কেবল চক্রান্ত আর প্রাসাদ-ষড়যন্ত্র দেখতে পাই আমি। আমাদের মঠও এর

BanglaBook.org

খপ্পরে পড়ছে, অকাল্ট জাদুবিদ্যার মাধ্যমে কালসাপের বাসা হয়ে উঠেছে, যেটা কিনা একসময় সন্ত ব'লে ঘোষিত সদস্যদের একটা গৌরবময় সাফল্য ছিল। দেখুন : এই মঠের অতীত!'

চারদিকে ছড়ানো ধনরত্নের দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি, এবং বিভিন্ন ক্রুশ আর অন্যান্য তরলাধার ছেড়ে তিনি আমাদেরকে এখানের গরিমার প্রতিনিধিত্বকারী পূত দেহাবশেষের আধারগুলোর দিকে নিয়ে গেলেন।

তিনি বললেন, 'দেখুন! এটা হচ্ছে সেই বর্শার ডগা, যেটা দিয়ে "ত্রাণকর্তার" শরীর বিদ্ধ করা হয়েছিল।' স্ফটিকের ঢাকনাঅলা একটা সোনার বাক্স দেখতে পেলাম আমরা, সেটার ভেতর নীলাভ লাল রঙের একটা কুশনের ওপর তেকোনা আকৃতির এক টুকরো লোহা শোয়ানো রয়েছে; একসময় সেটায় মরিচা ধরেছিল বটে, কিন্তু দীর্ঘসময় তেল আর মোম প্রয়োগ ক'রে সেটার জ্বলজ্বলে দীপ্তি ফিরিয়ে আনা হয়েছে। কিন্তু ওটা তো কিছুই নয়। কারণ আরেকটু সামনে স্বচ্ছ প্যানেলসহ জামীরা (amethyst) পাথর খচিত রুপোর একটি বাক্সে পবিত্র ক্রুশের এক টুকরো অর্চিত কাঠ দেখতে পেলাম, যেটা সম্রাট কন্সতান্তিনের মাতা রানি হেলেনা এই মঠে নিয়ে এসেছিলেন বিভিন্ন পুণ্যস্থান সফর ক'রে, গলগোথার টিলা আর খৃষ্ট সমাধিমন্দির খনন ক'রে, আর সেটার ওপরে একটা ক্যাথীড্রাল তৈরি করার পর।

এরপর নিকোলাস আমাদের অন্যান্য জিনিশ দেখালেন, এবং সেগুলোর সবগুলোর সংখ্যা আর বিরলতার বর্ণনা দেয়া আমার সাধ্যে কুলোবে না। ওখানে, অ্যাকোয়ামেরিনের তৈরি একটি বাক্সে ক্রুশের একটি তারকাঁটা রাখা ছিল। একটা অ্যাম্পুলের ভেতর, ছোটো ছোটো শুকিয়ে যাওয়া গোলাপের কুশনের ওপরে, কণ্টক মুকুটের খানিকটা রাখা ছিল; আরেকটা বাক্সে, এবারও শুকনো ফুলের আস্তরের ওপরে অন্তিম নৈশভোজে ব্যবহৃত টেবিল-ক্লথের হলদেটে হয়ে আসা একটি টুকরো। আরো ছিল সন্ত ম্যাথুর পয়সাকড়ি রাখার একটা আংটাসমৃদ্ধ বটুয়া; আর একটা সিলিন্ডার, কালস্রোতে ক্ষয়ে যাওয়া বেগুনী ফিতে দিয়ে বাঁধা, এবং সোনা দিয়ে মুখ বন্ধ-করা অবস্থায় সন্ত অ্যান-এর বাহুর একটি হাড়। দেখতে পেলাম, বিস্ময়ের বিস্ময় একটা কাচের ঘন্টার নীচে, মুক্তো দিয়ে এম্ব্রয়ডারি-করা একটা কুশনের ওপর বেথেলহেমের জাবনা-পাত্রের একটা টুকরো, আর ইভাঞ্জেলিস্ট সন্ত জনের নীলাভ লাল টিউনিকের এক হাতের মতো দীর্ঘ কাপড়, রোমে প্রেরিত শিষ্য পিটারের গোড়ালি বাঁধা হয়েছিল যে-শেকলে তার দুটো আংটা, সন্ত অ্যাডালবার্টের করোটি, সন্ত স্টিভেন-এর তরবারি, সন্ত মার্গারেটের একটা জঙ্ঘাস্থি, সন্ত ভিতালিসের একটা আঙুল, সন্ত সোফিয়ার পাঁজরের একটা হাড়, সন্ত এওবেনাসের চিবুক, সন্ত ক্রিসোস্তেমের অংসফলকের উর্ধ্বাংশ, ব্যাপ্টিস্টের একটা দাঁত, মুসার দণ্ড, কুমারী মেরির বিয়ের পোশাকের অতি সূক্ষ্ম লেসের একটা ছেঁড়া খণ্ড।

এ ছাড়াও আরো নানান জিনিস ছিল যেগুলো রেলিক বা স্মৃতিচিহ্ন না হলেও সেগুলো দূরদেশের বিভিন্ন ভূখণ্ডের নানান বিস্ময় আর বিস্ময়কর সত্তার শাশ্বত সাক্ষ্য বহন করছিল, এবং সন্ন্যাসীরা পৃথিবীর দূরতম প্রান্ত থেকে সেসব এই মঠে নিয়ে এসেছেন : একটা স্টাফড গিরগিটি আর হাইড্রা, একটা ইউনিকর্নের শিং, একটা ডিম যেটা এক গুহাবাসী সাধক আরেকটা ডিমের

BanglaBook.org

ভেতর পেয়েছিলেন, একটা টুকরো ম্যানা যা ইহুদিদেরকে মরুভূমিতে খাবার জোগান দিয়েছিল, একটা তিমির দাঁত, একটা নারিকেল, সেই 'প্লাবন'-এর সময়ের এক জন্তুর অংসফলক, একটা হাতীর একটা ডলফিনের পাঁজর। আর তারপর আরো অনেক স্মারক যেগুলো আমি চিনতে পারিনি, আর সেসব স্মারক যেসব আধারে রাখা সেগুলো নিশ্চয়ই সেই স্মারকগুলোর চাইতেও দামি, এবং কয়েকটি (সেগুলোর আধারের শিল্পকুশলতা, কালো-রং-করা রুপো বিচার ক'রে বলা যায়) খুবই প্রাচীন নানান টুকরো-টাকরা, হাড়, কাপড়, কাঠ, ধাতু, কাচের অন্তহীন সারি আর, কালো পাউডারসহ কিছু বোতল, যার একটিতে রয়েছে, জানা গেল, সোডম নগরের পোড়া অবশেষ, এবং আরেকটাতে জেরিকো নগরের দেওয়ালের চুন-সুরকি। সবকিছু – এমনকি সবচাইতে সাধারণ জিনিসও – যার জন্য একজন সম্রাট একটা দুর্গের চাইতেও বেশি কিছু দিতেও দ্বিধা করতেন না, এবং যা কেবল অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ ধন-সম্পদেরই প্রতিনিধিত্ব করে না, বরং সেসব সংরক্ষণকারী মঠটির প্রকৃত জাগতিক সম্পদেরও প্রতিনিধিত্ব করে।

হতবুদ্ধি হয়ে আমি ঘুরে বেড়াতে থাকলাম, কারণ নিকোলাস এখন আর জিনিসপত্রের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করছেন না, অবশ্য একটি স্ক্রলে সেগুলোর প্রতিটিরই বর্ণনা লেখা রয়েছে; এবং এখন আমি সেই অমূল্য বিস্ময়গুলোর প্রদর্শনীর মাঝে কার্যতই ইচ্ছামতো ঘুরে বেড়াতে পারলাম, কখনো পূর্ণ আলোয় সেগুলো মুগ্ধ চোখে দেখতে থাকলাম, কখনো বা, নিকোলাসের সহকারীরা মশাল নিয়ে ক্রিপ্টের অন্য অংশে যেতে, আধো অন্ধকারে সেসব দেখতে লাগলাম। সেই তরুণাস্থির একই সঙ্গে 'মরমী ও গা ঘিনঘিন-করা' স্বচ্ছ ও রহস্যময় হলদে হয়ে আসা টুকরোগুলো আমাকে মুগ্ধ ক'রে ফেলল; একটা বোতলে গুটিয়ে রাখা মলিন, জরাজীর্ণ, কখনো কখনো কোনো বিবর্ণ পাণ্ডুলিপির মতো সেই কোন অনাদি কালের পোশাকের ছেঁড়া টুকরোগুলো আমাকে মোহিত ক'রে রাখল; মুগ্ধ ক'রে ফেলল গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে যাওয়া সেই সব জিনিস যা সেই কাপড়টির সঙ্গেই মিশে আছে, যে কাপড়টা তাদের শয্যাও বটে, এমন এক জীবনের ভার লাঘব করার জন্য ফেলে দেয়া পবিত্র জিনিস যে জীবন একসময় জৈবিক (আর যুক্তি-বুদ্ধিবৃত্তিক) ছিল, কিন্তু এখন সে-জীবন স্ফটিক বা ধাতুর নির্মিতিতে বন্দি, যেসব তাদের ক্ষুদে আকৃতিতে নানান টাওয়ার আর গম্বুজ সম্বলিত পাথুরে ক্যাথীড্রালের নির্ভীকতা অনুকরণ করছে, যেগুলো আবার খনিজ উপাদানেও রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে। এভাবেই কি সমাধিস্থ সন্তদের দেহ রক্ত-মাংস নিয়ে পুনর্জাগরণের অপেক্ষায় থাকে? এসব ভাঙা টুকরো থেকে কি সেই সব প্রাণিসত্তা তৈরি হবে, যেগুলো তাদের 'বিয়াটিফিক ভিশনের' দীপ্তিতে, তাদের প্রতিটি প্রাকৃতিক সংবেদনশীলতা ফিরে পেয়ে, যেমনটা পিপারর্নাস লিখে গেছেন, এমনকি minimas differentias odorum[৩] টের পাবে?

আমার কাঁধ ছুঁয়ে উইলিয়াম আমার ধ্যানভঙ্গ করলেন। তিনি বললেন, 'আমি যাচ্ছি। আমি স্ক্রিপ্টোরিয়ামে যাচ্ছি। একটা জিনিস এখনো কনসাল্ট করা বাকি আছে।'

'কিন্তু কোনো বই পাওয়া তো অসম্ভব হবে,' আমি বললাম। 'বেন্নোকে হুকুম দেয়া আছে...'

'সেদিন আমি যে-বইগুলো দেখছিলাম কেবল সেগুলোই আবার ভালো ক'রে দেখতে হবে আমাকে; সেগুলো সবই স্ক্রিপ্টোরিয়ামে আছে, ভেনানশিয়াসের ডেস্কের ওপর। চাইলে তুমি এখানে থাকতে পারো। গত কয়েক দিন ধ'রে তুমি দারিদ্র্য নিয়ে যে বিতর্কটা দেখে যাচ্ছ, এই ক্রিপ্টটা সেটার একটা চমৎকার সারাংশ। এবং এখন তোমার জানা হয়ে গেছে কেন তোমার ধর্মভাইয়েরা

BanglaBook.org

মোহান্তের পদ বাগাতে একে অন্যকে তুলোধুনো করতে ব্যস্ত থাকে।'

'কিন্তু নিকোলাস যা বোঝাতে চাইলেন সেটা কি আপনার বিশ্বাস হয়? অপরাধগুলো কি এই পদে অভিষেকসংক্রান্ত দ্বন্দ্বের সঙ্গে জড়িত?'

'আমি তোমাকে আগেই বলেছি যে, আপাতত আমি তত্ত্ব প্রকল্প বা হাইপোথিসিস্‌কে কথায় রূপান্তরিত করতে চাই না। নিকোলাস অনেক কথাই বলেছে। সেগুলোর কিছু আমার মনোযোগ কেড়েছে। কিন্তু এখন আমি অন্য একটা সূত্রের পেছনে ছুটছি। অথবা হয়ত একই সূত্রের পেছনেই, কিন্তু ভিন্ন দিক থেকে। আর এসব বাক্স-পেঁটরার জাদুমন্ত্রের খপ্পরে পোড়ো না ওভাবে। অন্যান্য গীর্জায় আমি ক্রুশের আরো অনেক খণ্ড দেখেছি। যদি তার সবই আসল হয় তাহলে বলতে হয়, আমাদের প্রভু পেরেক দিয়ে জোড়া দেয়া মাত্র কয়েকটা কাঠের টুকরোর ওপর যন্ত্রণাভোগ করেননি, বরং গোটা একটা বনের ওপরই তা করেছেন।'

'গুরু!' প্রচণ্ড আহত হয়ে আমি ব'লে উঠলাম।

'ব্যাপারটা তা-ই, আদ্‌সো। আর, এমনকি এর চাইতেও সমৃদ্ধ ট্রেজারি আছে কিছুদিন আগে, কোলোনের ক্যাথীড্রালে, আমি দীক্ষাবারিদাতা জন-এর বারো বছর বয়েসের করোটি দেখেছি।'

'বলেন কী! সত্যি?' বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠলাম আমি। তারপর, সন্দেহ ছেঁকে ধরায়, আমি জিগ্যেস করলাম, 'কিন্তু দীক্ষাবারিদাতা তো অনেক পরিণত বয়েসে নিহত হয়েছিলেন!'

'অন্য খুলিটা নিশ্চয়ই অন্য কোনো ট্রেজারিতে থেকে থাকবে,' উইলিয়াম গম্ভীর মুখে বললেন। উনি যে কখন পরিহাস করেন সেটা আমি বুঝতে পারি না। আমাদের দেশে, যখন আপনি ঠাট্টা রসিকতা করেন তখন আপনি একটা কিছু বলেন এবং তারপর ঠা ঠা হাসিতে ফেটে পড়েন, যাতে ক'রে সবাই সেই ঠাট্টাটা উপভোগ করতে পারে। কিন্তু উইলিয়াম কেবল তখনই হাসেন, যখন তিনি গম্ভীর বা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছেন, এবং যখন হয়ত ঠাট্টা করছেন তখন খুব গম্ভীর হয়ে যান।

টীকা

১. **টেক্সট** : ইভানজেলিয়ারিয়াম

ভাষ্য : একটি বই যেখানে সুসমাচারগুলোর কেবল সেসব অংশ রয়েছে যেসব মাস্‌-এর সময় ব্যবহার করা হয়।

২. **টেক্সট** : Abbas agraphicus

অনুবাদ : যে মঠাধ্যক্ষ বা মোহান্ত লিখতে পারতেন না।

৩. **টেক্সট** : minimas differentias odorum

অনুবাদ : ঘ্রাণের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ফারাক

BanglaBook.org

ষষ্ঠ দিন

টার্স

যেখানে আদ্‌সো Dies irae[১] শুনতে শুনতে একটি স্বপ্ন দেখে বা দিব্য দর্শনের অধিকারী হয়, তা আপনি সেটাকে যেভাবে সংজ্ঞায়িত করেন।

উইলিয়াম নিকোলাসের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে স্ক্রিপ্টোরিয়ামে উঠে গেলেন। ততক্ষণে যথেষ্ট ধন-রত্ন দেখা হয়েছে আমার; ঠিক করলাম গীর্জায় গিয়ে মালাকির আত্মার জন্য প্রার্থনা করব। মানুষটিকে কখনো ভালোবাসিনি আমি, তাকে দেখে ভয়ই লাগত বরং; এবং অস্বীকার করব না যে তাঁকেই সবগুলো অপরাধের জন্য দায়ী ব'লে ভেবেছিলাম বেশ কিছুটা সময়। কিন্তু এখন জানতে পেরেছি, সম্ভবত তিনি ছিলেন অপূর্ণ সুতীব্র কামনা-বাসনালাঞ্ছিত এক হতভাগ্য মানুষ, লোহার পাত্রের সমাবেশের মধ্যে এক মাটির পাত্র, হতবুদ্ধি দশার কারণে বদমেজাজী ও রূঢ়, কিছুই তাঁর বলার নেই সে-ব্যাপারে সচেতনতার কারণে মৌন ও এবং নিঃসঙ্গতাকামী। খানিকটা দুঃখই হলো আমার তাঁর জন্য, এবং মনে হলো, তাঁর অস্বাভাবিক নিয়তির জন্য প্রার্থনা করা গেলে হয়ত আমার অপরাধবোধ প্রশমিত হবে।

হতভাগ্য মানুষটির মৃতদেহ-ভারাক্রান্ত এবং মৃত মানুষটির অন্ত্যেষ্টির প্রার্থনাগান উচ্চারণরত সন্ন্যাসীদের একঘেয়ে বিড়বিড়ানিতে আচ্ছন্ন গীর্জাটা এখন একটি হালকা, পাণ্ডুর দীপ্তিতে আলোকিত হয়ে আছে।

মেল্ক মঠে আমি বেশ কয়েকবার ধর্মভ্রাতাদের মৃত্যু প্রত্যক্ষ করেছি। সেগুলোকে আর যা-ই হোক সুখের মুহূর্ত বলা যাবে না, কিন্তু তার পরেও সেটাকে আমার প্রশান্ত ব'লে মনে হয়েছে, এক ধরনের শান্ত দশা আর ন্যায্যতার বোধ সেখানে বিরাজ করেছে। সন্ন্যাসীরা একজন একজন ক'রে মুমূর্ষু মানুষটির প্রকোষ্ঠে গেছেন, ভালো ভালো কথা ব'লে তাকে সান্ত্বনা দিয়েছেন, এবং প্রত্যেকেই মনে মনে ধরে নিয়েছেন মুমূর্ষু মানুষটি কতই-না সৌভাগ্যবান, এবং শিগ্‌গিরই তিনি দেবদূতদের কয়্যারে সেই অন্তহীন পরমসুখের ভেতর যোগ দেবেন। আর সেই 'প্রশান্ততার' একটি অংশ, সেই ধার্মিক ঈর্ষার গন্ধ সেই মুমূর্ষু মানুষটির কাছে পৌঁছে দেয়া হতো, আর তিনি প্রশান্তভাবে মৃত্যুবরণ করতেন। অথচ গত ক'দিনের মৃত্যুগুলো কতই-না ভিন্ন! শেষ পর্যন্ত আমি তো খুব কাছ থেকেই দেখলাম কিভাবে finis Africae-র নারকীয় বৃশ্চিকগুলোর শিকার মারা গেলেন, এবং নিশ্চিতভাবেই বলা যায় ভেনানশিয়াস আর বেরেঙ্গার-ও সেভাবেই মারা গিয়েছিল, পানিতে স্বস্তি খুঁজে, ততক্ষণে তাদের চেহারা মালাকির চেহারার মতোই বিশীর্ণ দশায় পৌঁছে গিয়েছিল।

আমি গীর্জার পেছন দিকে গিয়ে বসলাম, ঠান্ডা মোকাবেলা করার জন্য গুটিশুটি হয়ে।

BanglaBook.org

খানিকটা উষ্ণতা অনুভব করার পর প্রার্থনারত ব্রাদারদের কোরাসে গলা মেলানোর জন্য ঠোঁট নাড়তে শুরু করলাম। আমার ঠোঁটজোড়া কী বলছে সে-সম্পর্কে সচেতন প্রায় না হয়েই আমি তাদের অনুসরণ করলাম, ওদিকে আমার মাথা ঝুঁকে পড়ছে, চোখ ঘুমে ঢুলু ঢুলু। অনেকটা সময় কেটে গেল। আমার ধারণা আমি অন্তত তিন থেকে চার বার ঘুমিয়ে পড়েছিলাম এবং জেগে উঠেছিলাম। আর তারপর কয়্যার 'Dies irae' গাইতে শুরু করেছিল...মন্ত্রোচ্চারণটি আমার ওপর মাদকের মতো প্রভাব ফেলল। আমি পুরোপুরি ঘুমিয়ে পড়লাম। অথবা হয়ত, ঘুমের চাইতে একটা ক্লান্ত বিধ্বস্ত অস্থির ঘোরের মধ্যে পড়লাম, এখনো মায়ের গর্ভে আছে এমন এক শিশুর মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে। আর সেই আত্মার কুয়াশার মধ্যে যেন নিজেকে পৃথিবীর বাইরের কোনো এক অঞ্চলে আবিষ্কার ক'রে, আমি একটা দিব্যদৃষ্টি লাভ করলাম বা স্বপ্ন দেখলাম, তা আপনারা সেটাকে যা-ই বলেন না কেন।

যেন আমি কোনো ভূগর্ভস্থ স্থানে ভেতর প্রবেশ করছিলাম, এমনভাবে সরু কিছু ধাপ বেয়ে একটা নীচু প্যাসেজের ভেতর নেমে যাচ্ছিলাম, কিন্তু নীচে নামতে নামতে আমি আরো চওড়া একটা ভূগর্ভস্থ স্থানের গিয়ে পৌঁছুলাম, সেটা ছিল এডিফিকিয়ুমের রান্নাঘর, কিন্তু সেখানে কেবল নানান চুল্লী আর হাঁড়ি-পাতিলের মধ্যেই দ্বন্দ্ব ঘটছিল না, ঘটছিল হাপর আর হাতুড়ির মধ্যেও, যেন নিকোলাসের কামারেরাও সেখানে এসে হাজির হয়েছিল। চুল্লী আর কড়াই সব লাল গনগনে হয়ে ছিল, আর পানি ফুটানোর পাত্রগুলো থেকে বাষ্প বেরোচ্ছিল, ওদিকে সেগুলোর উপরিতলে বিশাল সব বুদ্‌বুদ উঠছিল, আর হঠাৎ ক'রেই ভোঁতা, পুনরাবৃত্তিমূলক একটা আওয়াজ ক'রে ফেটে যাচ্ছিল। পাচকেরা শূন্যে লোহার সূচালো শিক ঘোরাচ্ছিল, আর সেখানে জড়ো হওয়া সব শিক্ষানবিশ সে-সমস্ত গনগনে লাল লৌহ-শলাকায় বিদ্ধ মুরগি আর অন্যান্য পাখি ছোঁ মেরে নেবার জন্য লাফিয়ে উঠছিল। কিন্তু কাছেই থাকা কামাররা এত জোরে জোরে হাতুড়ি ঠুকছিল যে কান পাতা দায় হয়ে উঠেছিল, নেহাইগুলো থেকে স্ফুলিঙ্গের মেঘ সৃষ্টি হচ্ছিল, মিশে যাচ্ছিল দুই চুল্লী থেকে বেরিয়ে আসা স্ফুলিঙ্গগুলোর সঙ্গে।

নানান ফলের রসে ভিজে উঠে আর সসেজে 'দবদবে' হয়ে ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না যে নরকে নাকি এমন কোনো স্বর্গে রয়েছি যা হয়ত সালভাতোরের কল্পনায় আসতে পারে। কিন্তু কোথায় আছি তা নিয়ে ভাবার আমার অবকাশ ছিল না, কারণ হুট ক'রে একঝাঁক ক্ষুদে মানব ঢুকে পড়ল, পেল্লায় পাতিলের মতো মাথাঅলা বেটে বামন, তারা আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ধাক্কা মেরে ভোজনালয়ের চৌকাঠের ওপর এনে ফেলল, ফলে ভেতরে ঢুকতে বাধ্য হলাম আমি।

হলঘরটা একটা ভোজোৎসবের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। বড়ো বড়ো ট্যাপেস্ট্রি আর ব্যানার দেওয়াল থেকে ঝুলছে, তবে সেসবে যেসব প্রতিচ্ছবি আঁকা সেগুলো বিশ্বাসীদের চরিত্র উন্নয়নের জন্য অথবা রাজ-রাজড়াদের মহিমা কীর্তন করার জন্য সচরাচর যেসব ছবি প্রদর্শিত থাকে সেগুলো নয়। উলটো মনে হলো, সেগুলো আদেল্‌মোর মার্জিনালিয়া (marginalia) থেকে অনুপ্রাণিত, এবং সেখানে তার কম অস্বস্তিকর এবং আরো বেশি কৌতুকপ্রদ প্রতিমূর্তিগুলোর প্রতিরূপ আঁকা প্রাচুর্যের বৃক্ষ ঘিরে নৃত্যরত খরগোশ, মাছে ভর্তি নদী যে মাছগুলো পাচক-বিশপের পোশাক-পরা

banglabook.org

বাঁদরদের ধ'রে রাখা ফ্রাইং প্যানের ভেতর স্বতঃস্ফূর্তভাবে লাফিয়ে পড়ছে, বাষ্প-ওঠা কেতলির চার-পাশে লাফিয়ে বেড়ানো মোটা পেটঅলা দানবকুল।

টেবিলের মধ্যেখানে, পরবের দিনের পোশাক-পরা, নীলাভ লাল সুতোয় এম্ব্রয়ডারি করা এক বিশাল যাজকীয় পরিচ্ছদ গায়ে চাপিয়ে, কাঁটা চামচটা একটা রাজদণ্ডের মতো ধ'রে রেখে মোহান্ত বসে আছেন। তাঁর পাশে, ইয়র্গে একটা বড়ো সুরাপাত্র থেকে পান করছেন, এবং রেমেজিও, বার্নার্ড গুই-এর মতো পোশাক প'রে, কাঁকড়াবিছের আকৃতির একটা বই ধ'রে আছেন, তদ্‌গতভাবে সন্তদের জীবনী আর সুসমাচারের নানান প্যাসেজ প'ড়ে যাচ্ছেন, কিন্তু সেগুলো অ্যাপসল বা প্রেরিত শিষ্যের সঙ্গে যীশুর ঠাট্টা-রসিকতা করার গল্প, যা তাঁকে এ-কথা ম'নে করিয়ে দিচ্ছে যে তিনি একটি পাথর এবং সমতলের ওপর দিয়ে গড়িয়ে যাওয়া সেই নির্লজ্জ পাথরের ওপর তিনি গীর্জা নির্মাণ করবেন, অথবা সন্ত জেরোমের বাইবেল সম্পর্কে মন্তব্য করার এবং ঈশ্বর জেরুজালেমের পৃষ্ঠদেশ উন্মুক্ত ক'রে দেবেন সে-কথা জানানোর গল্প। এবং ভাণ্ডারীর পড়া প্রতিটি বাক্যে ইয়র্গে হেসে উঠছিলেন, টেবিলের ওপর মুষ্টিবদ্ধ ঘুষি মারছিলেন, চেঁচিয়ে ব'লে উঠছিলেন, 'ঈশ্বরের পেটের দিব্যি, পরের মোহান্ত তুমিই হবে!' ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করুন, কিন্তু ঠিক এই কথাগুলোই বলেছিলেন তিনি। মোহান্তের কাছ থেকে একটা আনন্দ সংকেত পেয়ে কুমারীদের শোভাযাত্রা প্রবেশ করল। দামি সব পোশাক পরা নারীদের একটা উজ্জ্বল সারি, যার মধ্যে প্রথমে আমি আমার মা-কে দেখতে পেলাম ব'লে মনে হলো; তারপর আমি আমার ভুল বুঝতে পারলাম, কারণ নিশ্চিতভাবেই সেটা ছিল ব্যানারশোভিত সেনাদলের মতো কুমারী ভয়ংকরী। তফাৎ কেবল, তার মাথায় ছিল সাদা মুক্তোর একটা দুই থাকের মুকুট, আর তার মুখের দুপাশ দিয়ে মুক্তোর দুটো ধারা নেমে এসেছিল, এবং তার বুকের ওপর ঝুলতে থাকা অন্য দুটো ধারার সঙ্গে মিশে গিয়েছিল, আবার প্রতিটি মুক্তো থেকেই কুলের মতো বড়ো একেকটা হীরে ঝুলছিল। এছাড়া, দুই কান থেকেই ঝুলছিল নীল মুক্তোর সারি, যেগুলো একসঙ্গে যুক্ত হয়ে তার গলার নীচে লেবাননের টাওয়ারের মতো একটা হার তৈরি করেছিল। আলখাল্লাটা ছিল মিউরেক্স নামের সামুদ্রিক শামুক-রঙের, আর তার হাতে ছিল হীরেখচিত একটা সোনার গবলেট যেটায় ছিল – আমি জানতাম, যদিও কিভাবে জানতাম তা বলতে পারব না – সেভেরিনাসের কাছ থেকে একবার চুরি হওয়া সেই মারাত্মক মলম। ভোরের মতো ফর্সা, সুন্দর এই নারীর পেছনে ছিল অন্যান্য নারীদেহ। তাদের একজন, বুনো ফুলের এম্ব্রয়ডারি করা সোনার ডাবল স্টোলে সজ্জিত কালো একটা পোশাকের ওপর সাদা এম্ব্রয়ডারি করা ঢিলে ঢালা হাতাকাটা জোব্বা প'রে আছে; দ্বিতীয়জন প'রে আছে, হলুদ দামাস্ক-এর একটা আলখাল্লা, একটা পাণ্ডুর-গোলাপী পোশাকের ওপর, সবুজ পাতায় ছাওয়া, আর কালো একটা গোলকধাঁধার মতো ক'রে বোনা দুটো বড়ো বর্গাকার ঘরসহ; আর তৃতীয় জনের পরনে ক্ষুদে ক্ষুদে লাল জন্তু বুনে আঁকা একটা পান্না সবুজ পোশাক, আর তার হাতে এম্ব্রয়ডারি করা সাদা স্টোল; অন্যদের কাপড়-চোপড় আমার নজরে পড়েনি, কারণ আমি বুঝতে চেষ্টা করছিলাম কুমারীকে সঙ্গ দানকারী এরা কে, যাদেরকে এখন দেখতে কুমারী মেরির মতোই লাগছে; এবং যেন তাদের প্রত্যেকের হাতেই একটা ক'রে স্ক্রল রয়েছে, বা যেন প্রত্যেক রমণীর মুখ থেকে একটা ক'রে স্ক্রল বের হয়ে এলো, আর তার ফলে আমি জেনে গেলাম তারা

BanglaBook.org

হচ্ছে রুথ, সারাহ, সুযানা, এবং বাইবেলের অন্যান্য রমণী। সেই সময় মোহান্ত চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ভেতরে চলে এসো গণিকাপুত্রের দল!' এবং ভোজনালয়ের ভেতর সাদাসিধে কিন্তু দুর্দান্ত পোশাক পরিহিত পুণ্যবান কিছু মানুষের আরেকটি দল চ'লে এলো যাদেরকে চিনতে আমার কোনো অসুবিধা হলো না; দলটার মধ্যেখানে একজন একটা সিংহাসনে বসা, তিনি আমাদের প্রভু, তবে সেই সঙ্গে তিনি আদমও বটে, চমৎকার একটা মুকুট, চুনী আর মুক্তোয় লাল ও সাদা ও শোভিত একটা নীলাভ লাল আলখাল্লা পরা, আলখাল্লাটা নিজের কাঁধে ধ'রে রাখা, আর "তাঁর" মাথায় কুমারীর মুকুটের মতোই একটা মুকুট, এবং "তাঁর" হাতে একটা বড়ো পানপাত্র, শুয়োরের রক্তে উপচে পড়ছে সেটা। অন্য যেসব পুণ্যবান মানুষের কথা আমি বলব, যাদের সবাই আমার চেনা, তাঁরা তাঁকে ঘিরে ছিল, সেই সঙ্গে ছিল ফ্রান্সের রাজার এক দল ধনুর্ধারী, হয় সবুজ না হয় লাল পোশাক প'রে, সঙ্গে হালকা এমারেল্ড রঙের শিল্ড যা ওপর যীশুর মনোগ্রাম আঁকা। এই দলের প্রধান মোহান্তের কাছে গেলেন শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য, পানপাত্রটা তাঁর দিকে বাড়িয়ে ধ'রে। আর তখন মোহান্ত বললেন, 'Age primum et septimum de quatour[৩], ' এবং সবাই সমস্বরে ব'লে উঠলেন, 'In finibus Africae, amen।' তারপর সবাই sederunt।

মুখোমুখি দুই গৃহকর্তা এভাবে সরে যাওয়ার পর, মোহান্ত সলোমনের আদেশে টেবিল বাসানো শুরু হলো, জেমস ও অ্যান্ড্রু নিয়ে এলো এক গাঁটরি খড়, আদম মাঝখানে গিয়ে বসলেন, হাওয়া একটা পাতার ওপর শুয়ে পড়লেন, কাবিল একটা লাঙ্গল টানতে টানতে ভেতরে ঢুকল, কাবিল ব্রুনেলাসকে দোহন করার জন্য একটা বালতি নিয়ে এলো, নূহ নবী তাঁর নৌকে চালিয়ে জয়োল্লাসপূর্ণভাবে প্রবেশ করলেন, ইব্রাহীম একটা গাছের নীচে বসলেন, ইসহাক গীর্জার সোনার বেদীর ওপর শুয়ে পড়লেন, মুসা একটা পাথরের ওপর উবু হয়ে বসলেন, দানিয়েল মালাকির বাহুর ওপর একটা শবযানের গায়ে আবির্ভূত হলেন। তোবিয়াস একটা বিছানার ওপর লম্বা হলেন, জোসেফ একটা বুশেলের ওপর নিজেকে ছুড়ে দিলেন, বেনজামিন একটা বস্তার গয়ে ঠেস দিলেন, এবং ওখানে আরো অনেকেই ছিলেন, কিন্তু এই পর্যন্ত এসে দৃশ্যটা কেমন ঘোলাটে হয়ে গেল। ডেভিড একটি ঢিবির ওপর দাঁড়িয়ে, জন মেঝের ওপর, ফেরাউন বালুর ওপর (স্বাভাবিকভাবেই, আমি নিজেকে প্রশ্ন করলাম, কেন?), ল্যাজারাস টেবিলের ওপর, যীশু কূপের ধারে, যাকিয়াস একটা গাছের ডালে, ম্যাথু একটা টুলের ওপর, খাব (Raab) নাড়ার ওপর, রুথ খড়ের ওপর, থেকলা জানালার গোবরাটের (বাইরে থেকে আদেল্মোর পাণ্ডুর মুখ উদয় হলো, সন্ত নারীটিকে এ কথা ব'লে সতর্ক ক'রে দেবার জন্য যে তিনি দুরারোহ পর্বতগাত্র থেকে প'ড়ে যেতে পারেন), সুযানা বাগানে, জুডাস গোরস্থানে, পিটার সিংহাসনে, জেমস একটা জালের ওপর, এলিয়াস ঘোড়ার জিনে, র‍্যাচেল একটা পুঁটলির ওপর। আর, প্রেরিত শিষ্য পঅল, তাঁর তরবারিটি নামিয়ে রেখে, ইসাউ-কে অভিযোগ ক'রে যেতে দেখলেন, ওদিকে জোব গোবরগাদার ওপর ব'সে বিলাপ ক'রে গেলেন, এবং তাঁকে সাহায্য করতে রেবেকা একটা পোশাক, জুডিথ একটা কম্বল, হাজেরা একটা শ্রাউড নিয়ে ছুটে গেলেন, এবং কয়েকজন শিক্ষানবিশ বড়োসড়ো একটা ধোঁয়া-ওঠা পাত্র ব'য়ে নিয়ে এলো, আর সেটার ভেতর থেকে সালভেমেকের ভেনানশিয়াস লাফিয়ে বেরিয়ে এলো, রক্তিম সর্বাঙ্গ নিয়ে তিনি সবাইকে শুয়োরের রক্তের পুডিং বিলি করতে লাগলেন।

Banglabook.org

ভোজনালয় ক্রমেই লোকজনে ভ'রে যাচ্ছে, এবং সবাই পূর্ণোদ্যমে খেয়ে চলেছে; ইউনুস টেবিলে কিছু লাউ নিয়ে এলেন, ইসা আনলেন খানিকটা শাকসবজি, এযেকিয়েল ব্ল্যাকবেরি, যাকিয়াস সিকামোর ফুল, আদম লেবু, দানিয়েল লুপিন, ফেরাউন মরিচ, কাবিল কার্দুন, হাওয়া ডুমুর, র‍্যাচেল আপেল, আনানিয়াস হীরের মতো বড়ো কিছু কুল, লীয়া পেঁয়াজ, আরন জলপাই, জোসেফ একটা ডিম, নূহ আঙুর, সিমিঅন পিচ-এর বিচি, আর ওদিকে যীশু 'Dies irae' গাইছিলেন এবং সব ক'টা ডিশে মনের আনন্দে ভিনেগার ঢালছিলেন ফ্রান্সের রাজার ধনুর্ধারীদের একজনের কাছ থেকে ছোট্ট একটা স্পঞ্জ নিয়ে সেটা চিপে চিপে।

এই সময়, ইয়র্গে তাঁর vitra ad legendum[৪] সরিয়ে রেখে একটা 'জ্বলন্ত ঝোপ'-এ আগুন ধরালেন সারাহ সেটায় আগুন ধরাবার উপকরণ দিয়েছিলেন, জেপথা সেটা নিয়ে এসেছিলেন, আইজাক সেটা ভারমুক্ত করেছিলেন, জোসেফ সেটা খোদাই করেছিলেন, এবং জ্যাকব যখন কূপটার মুখ খুলছিলেন এবং দানিয়েল লেকের পাড়ে গিয়ে বসলেন, তখন ভৃত্যরা পানি নিয়ে এলো, নূহ সুরা, হাজেরা মদ রাখার ছাগচর্মের থলে, ইব্রাহীম একটা বকনা বাছুর, যেটাকে খাব একটা খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখলেন, ওদিকে যীশু দড়িটা বাড়িয়ে ধরলেন, আর এলিযা সেটার পা বেঁধে ফেললেন। তারপর অ্যাবসালোম সেটাকে চুল বেঁধে ঝুলিয়ে দিলেন, পিটার তাঁর তরবারি বাগিয়ে ধরলেন, কাবিল সেটাকে হত্যা করলেন, হেরড সেটার রক্ত ঝরালেন, শেম সেটার নাড়িভুঁড়ি আর গোবর ছুড়ে ফেললেন, জ্যাকব তেল মাখালেন, মোলেসাডন লবণ; অ্যান্টিওকাস সেটাকে আগুনে চড়ালেন, রেবেকা রাঁধলেন, হাওয়া সবার আগে সেটার স্বাদ চাখলেন, এবং অসুস্থ হয়ে পড়লেন, কিন্তু আদম ব্যাপারটাকে আমল দিলেন না, এবং সেভেরিনাস যখন সেটায় সুগন্ধযুক্ত লতাগুল্ম মেশানোর পরামর্শ দিলেন তখন তিনি তাঁর পিঠে একটা চাপড় দিলেন। তখন যীশু রুটিটা ভাঙলেন, এবং কিছু মাছ বিলি করলেন, জ্যাকব চেঁচিয়ে উঠলেন কারণ ইসাউ সবটুকু ঘন স্যুপ খেয়ে ফেলেছেন, ইসহাক একটা রোস্ট-করা বাচ্চা গিলে ফেলছিলেন, আর জোনা একটা সিদ্ধ করা তিমি, ওদিকে যীশু চল্লিশ দিন আর চল্লিশ রাত উপোস করলেন।

এদিকে, সবাই চ'লে এলেন, এবং সব আকৃতির আর সব ধরনের পছন্দের পশু নিয়ে এলেন, যার মধ্যে থেকে বেঞ্জামিন যথারীতি সবচাইতে বড়ো অংশটা রেখে দিলেন, মেরি রেখে দিলেন সেরা টুকরোটা, ওদিকে সব সময় তাঁকে বাসনকোসন ধুতে হয় ব'লে মার্থা ঘ্যানঘ্যান করতে থাকলেন। এরপর তাঁরা বকনা বাছুরটাকে ভাগাভাগি ক'রে নিলেন, এরই মধ্যে সেটা বিশাল হয়ে উঠেছিল, এবং জনকে মাথাটা দেয়া হলো, অ্যাবসালোমকে ঘিলু, আরনকে জিভ, স্যামসনকে চোয়াল, পিটারকে কান, হলোফারনেসকে মাথা, লিয়াকে পাছার অংশ, সলোমনকে ঘাড়, জেনাহকে পেট, টোবিয়াসকে পিত্ত, হাওয়াকে পাঁজর, মেরিকে বুক, এলিযাবেথকে যোনি, মুসাকে লেজ, লটকে পাগুলো, আর এযেকিয়েলকে হাড়গোড়। এর মধ্যে যীশু একটা গাধাকে সাবাড় করছিলেন, সন্ত ফ্রান্সিস একটা নেকড়ে, আবেল একটা মেষশাবক, হাওয়া একটা বাইন মাছ, ব্যাপ্টিস্ট একটা পঙ্গপাল, ফেরাউন একটা অক্টোপাস (স্বভাবতই নিজেকে আমি প্রশ্ন করলাম, কিন্তু কেন?), আর ডেভিড একটা হিস্পানী মাছি খাচ্ছিলেন, নিজেকে কুমারী nigra sed formosa[৫]-র ওপর ছুড়ে দিয়ে,

আর ওদিকে স্যামসন একটা সিংহের পেছন দিকটায় কামড় বসাচ্ছিলেন, আর থেকলা চিৎকার করতে করতে পালাচ্ছিলেন, একটা লোমশ কালো মাকড়সা তাঁকে তাড়া করছিল।

স্পষ্টতই, সবাই মাতাল তখন, এবং কেউ মদে পেছল খেল, কেউ-বা এমনভাবে মদের জারে প'ড়ে গেল যে তাদের পা দুটো খুঁটোর মতো আড়াআড়ি অবস্থায় বেরিয়ে রইল কেবল, এবং যীশু যখন 'এটা খাও, এগুলো হচ্ছে সিনফোসিয়াসের ধাঁধা, যার মধ্যে ঈশ্বরের পুত্র এবং তোমাদের "পরিত্রাতা" মাছটার ধাঁধাটিও রয়েছে', এই ব'লে নানান বইয়ের পাতা সবাইকে বিলি করছিলেন তখন দেখা গেল তাঁর আঙুলগুলো কালো হয়ে রয়েছে।

চিৎ হয়ে শুয়ে আদম গপগপ ক'রে গিলছেন, আর তার পাঁজর থেকে মদ বেরিয়ে আসছে. নূহ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হ্যাম-কে অভিশাপ দিচ্ছেন, হলোফারনেস নাক ডাকছেন, কোনো হুঁশই নেই কা'রো, ইউনুস বেঘোরে ঘুমোচ্ছেন, পিটার মোরগ ডাকা অব্দি পাহারায় রয়েছেন, এবং বার্নার্ড গুই আর বার্ট্রান্ড দেল পোজ্জেত্তো সেই মেয়েটিকে পুড়িয়ে মারার ষড়যন্ত্র করছেন শুনে যীশু চমকে জেগে উঠলেন, এবং তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন ফাদার, এই যদি আপনার ইচ্ছে হয়ে থাকে তাহলে পানপাত্রটা (chalice) আর আমার কাছে না থাকুক! এবং কেউ কেউ আনাড়ি মতো ক'রে ঢাললেন, আর কেউ কেউ প্রচুর পান করলেন, কেউ কেউ হাসতে হাসতে মারা গেলেন, কেউ কেউ মারা যেতে যেতে হাসতে লাগলেন, কারো হাতে ভাস ছিল, কেউ কেউ অন্যের পেয়ালা থেকে খাচ্ছিলেন। সুযানা এই ব'লে চেঁচিয়ে উঠল যে সে আর কখনোই তার চমৎকার শ্বেতকায় দেহ সামান্য গরুর কলিজার জন্য ভাণ্ডারী আর সালভাতোরের হাতে তুলে দেবে না, পাইলেট একটা হারানো আত্মার মতো ভোজনশালার মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন হাত ধোয়ার জন্য পানি চেয়ে চেয়ে, আর ফ্রা দলচিনো, তার পালকশোভিত টুপি প'রে, সেই পানি নিয়ে এলো, তারপর অবজ্ঞাভরে নিজের পোশাক খুলে তার লাল রক্তরঞ্জিত শিশ্ন প্রদর্শন করল, আর ওদিকে কাবিল তাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ক'রে ট্রেন্ট-এর সুন্দরী মার্গারেটকে জড়িয়ে ধরলেন আর তখন দলচিনো কান্নায় ভেঙে পড়ল, বার্নার্ড গুই-এর কাছে গিয়ে তাঁকে দেবদূতোপম পোপ সম্বোধন ক'রে তাঁর কাঁধে মাথা রাখল, উবার্তিনো একটা জীবনবৃক্ষ দিয়ে, চেযেনার মাইকেল একটা সোনার পার্স দিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিলেন, মেরি তার গায়ে নানান মলম ছিটিয়ে দিলেন, আর আদম একটা সদ্য পেড়ে আনা আপেলে কামড় বসাতে তাকে ব'লে ক'য়ে রাজি করলেন।

আর তখন, এডিফিকিয়ুমের ভল্টগুলো খুলে গেল, এবং স্বর্গ থেকে রজার বেকন নেমে এলেন একটা unico homine regente[৬] উড়ন্ত যন্ত্র চেপে। তখন শয়তান তার বীণা বাজাল, সালোমে তাঁর সাতটা নেকাব নিয়ে নাচলেন, আর সেই নেকাবগুলোর প্রতিটি খসে পড়তে তিনি সাতটি তূরীর একটি ক'রে বাজালেন, আর সাঁটা সীলমোহরের একটা ক'রে দেখালেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না কেবল amicta sole[৭] রইল । প্রত্যেকেই বললেন এমন হাসিখুশী, প্রাণোচ্ছল মঠ আর কখনো ছিল না, আর বেরেঙ্গার নারী পুরুষ সবার পোশাক উঠিয়ে উঠিয়ে তাদের পায়ুতে চুমু খেতে লাগল।

এরপর মোহান্ত রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে ছুটে এলেন, কারণ, তিনি বললেন, তিনি এমন চমৎকার একটা ভোজের আয়োজন করেছেন, অথচ কেউ তাঁকে কিছু দিচ্ছে না, কাজেই তখন সবাই তার

BanglaBook.org

জন্য উপহার ও ধন-রত্ন আনতে গিয়ে এক অন্যকে টেক্কা দিতে চাইলেন, একটা ষাঁড়, একটা মেষশাবক, একটা সিংহ, একটা মদ্দা হরিণ, একটা বকনা বাছুর, একটা ঘোটকী, একটা সূর্যের রথ, সন্ত এউবানাসসের চিবুক, সন্ত উবার্তিনার লেজ, সন্ত ভেনানতিয়ার জরায়ু, সন্ত বার্গোসিনার বারো বছরের কাঁধ যেটা কিনা একটা পানপাত্রের মতো এনগ্রেভ করা, আর *Pentagonum Salomonis*[৮]। কিন্তু মোহান্ত এই ব'লে চেঁচাতে লাগলেন যে তাঁরা তাদের আচরণ দিয়ে তাঁর মনোযোগ অন্য দিকে সরাতে চাইছেন, আর সত্যি বলতে তাঁরা ভূগর্ভস্থ রত্নভাণ্ডারটা লুট করছিলেন, যেখানে আমরা সবাই ছিলাম, এবং সবচাইতে দামি একটা বই হারিয়ে গেছে যেটা কাঁকড়া বিছে আর সাতটা তূরীর কথা বলে, এবং তিনি ফ্রান্সের রাজার ধনুর্ধারীদের ডেকে সন্দেহভাজন সবার শরীর তল্লাশি চালাতে বললেন। এবং লজ্জাজনকভাবে হাজেরার কাছে একটা বহুবর্ণ কাপড় পাওয়া গেল, র‍্যাচেলের কাছে একটা সোনার সীলমোহর, থেকলার বুকের কাছে একটা রুপোর মোহর, বেঞ্জামিনের বাহুর নীচ থেকে একটা সাইফন, জুডিথের কাপড়ের মধ্যে সিল্কের একটা বিছানার চাদর, লঙ্গিনাসের হাতে একটা বর্শা, আর আবিমেলেখের বাহুতে এক প্রতিবেশীর বৌকে। কিন্তু সবচাইতে বাজে ব্যাপার ঘটল যখন ওরা মেয়েটার কাছে একটা কালো মোরগ পেল, মেয়েটি কালো আর সুন্দর, একই রঙের বেড়ালটার মতো, এবং তারা বলল মেয়েটা একটা ডাইনী, ছদ্ম প্রেরিত-শিষ্য, কাজেই তাকে সাজা দেবার জন্য সবাই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ব্যাপ্টিস্ট তার মাথা কেটে ফেললেন, হাবিল তার পেট ফেঁড়ে দিলেন, আদম তাকে সেখান থেকে বের ক'রে দিলেন, নেবুচাদনেজার দৃপ্ত হাতে তার বুকে রাশিচক্রের চিহ্ন এঁকে দিলেন, এলিযাহ তাকে একটা অগ্নিময় রথে উঠিয়ে নিলেন, নূহ তাকে পানিতে ছুড়ে মারলেন, লট তাকে লবণের একটা থামে রূপান্তরিত করে ফেললেন, সুযানা তার বিরুদ্ধে কামুকতার অভিযোগ আনলেন, ইয়ুসুফ আরেক নারীর জন্য তার সঙ্গে বেঈমানি করলেন, অ্যানানিয়াস তাকে এটা চুল্লীর ভেতর আটকে রাখলেন, স্যামসন তাঁকে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখলেন, পঅল তাকে চাবকালেন, পিটার তাকে হেঁটমুণ্ড অবস্থায় ক্রুশবিদ্ধ করলেন, স্টিভেন তার গায়ে পাথর ছুড়লেন, লরেন্স তাকে একটা ঝাঁঝরির ওপর ফেলে পোড়ালেন, বার্থোলমিউ তার গায়ের চামড়া ছাড়িয়ে নিলেন, জুডাস তাকে গাল-মন্দ করল, ভাণ্ডারী তাকে পোড়ালেন, এবং পিটার সবকিছু অস্বীকার করলেন। এরপর সবাই সেই দেহটাকে নিয়ে পড়লেন, সেটার গায়ে মল, বিষ্ঠা ছুড়ে ফেলতে লাগলেন, বায়ুত্যাগ করতে লাগলেন, মাথায় মূত্রত্যাগ করতে লাগলেন, বুকের ওপর বমি করলেন, মাথার চুল ছিঁড়তে লাগলেন, দেদীপ্যমান মশাল দিয়ে তার পাছায় মারতে থাকলেন। মেয়েটির দেহটি, একসময় যেটি কী সুন্দর আর মিষ্টি ছিল, এখন ক্ষতবিক্ষত, খণ্ডে-খণ্ডে বিভক্ত হয়ে এখন ভূগর্ভস্থ স্থানটির কাচের পেটিকা এবং সোনার ও স্ফটিকের রেলিকারির মধ্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। কিংবা হয়ত ভূগর্ভস্থ স্থানটিকে যা ভ'রে রেখেছে সেটা সেই মেয়েটার দেহ নয়, বরং ভূগর্ভস্থ স্থানটিরই টুকরোগুলো, ঘুরতে ঘুরতে ধীরে ধীরে এক হয়ে মেয়েটির দেহটা তৈরি করেছে, এই খানিকটা খনিজ তো পর মুহূর্তে বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে, উন্মত্ত ঈশ্বরনিন্দা দিয়ে জড়ো হওয়া টুকরোগুলোর পুণ্য ধূলিতে। এখন যেন একটি একক বিরাট দেহ, সহস্রাব্দ ধ'রে, সেটার অংশগুলোতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, আর সেই অংশগুলো এমনভাবে সাজানো হয়েছে যেন সেগুলোতে ভর্তি হয়ে যায় ভূগর্ভস্থ স্থানটা, মৃত সন্ন্যাসীদের অস্থিশালার চাইতে দুর্দান্ত, যদিও সেটার

চাইতে ভিন্ন নয়, এবং যেন মানুষের খোদ দেহটার মূল রূপটি, সৃষ্টির সেরা সৃষ্টি, বহু এবং বিচ্ছিন্ন আকস্মিক রূপে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল, আর এভাবে হয়ে দাঁড়িয়েছিল তার নিজের প্রতিমূর্তির বিপরীত, এমন এক রূপ যা আদর্শ নয় বরং পার্থিব, ধুলো আর গন্ধময় খণ্ডাংশের তৈরি, কেবল মৃত্যু আর ধ্বংসের ইঙ্গিতবাহী...

এবার কিন্তু আমি আর ভোজসভায় আপ্যায়িতদের বা তাঁরা যেসব উপহার নিয়ে এসেছিলেন সেগুলো দেখতে পেলাম না, যেন ভোজসভার সব অতিথি এখন ভূগর্ভস্থ স্থানে উপস্থিত, তাদের প্রত্যেকেই যার যার অবশিষ্টাংশের মমিতে রূপান্তরিত হয়ে, প্রত্যেকেই যারা যার ফিনফিনে প্রতিরূপক বা সিনেকডকি হয়ে, র‍্যাচেল হাড় হিসেবে, ড্যানিয়েল দাঁত, স্যাম্পসন চোয়াল, যীশু একটা নীলাভ লাল পোশাকের ছেঁড়া টুকরো হিসেবে। যেন, ভোজসভার শেষে, পরবটা মেয়েটির হত্যালীলায় রূপান্তরিত হয়েছিল, হয়ে উঠেছিল সর্বজনীন হত্যালীলা, এবং এখানে আমি সেটার অন্তিম পরিণতি দেখছিলাম, দেহগুলো (না, ভোজসভায় অংশগ্রহণকারীদের অতি ক্ষুধার্ত আর তৃষ্ণার্ত সেই পার্থিব ও জাগতিক সম্পূর্ণ দেহটি) একটি মাত্র মৃতদেহে রূপান্তরিত হয়েছিল, নির্যাতনের পর দলচিনোর দেহ যেমন ক্ষতবিক্ষত আর যন্ত্রণাক্লিষ্ট ছিল তেমন, যেভাবে রূপান্তরিত হয়েছিল জঘন্য আর দেদীপ্যমান এক অমূল্য সম্পদে, ছাল ছাড়িয়ে ঝুলিয়ে রাখা কোনো প্রাণীর একেবারে টানটান করা চামড়ার মতো, যদিও তখনো সেখানে রয়ে গিয়েছিল শক্ত হয়ে জমে যাওয়া চামড়ার পেশীতন্তু, নাড়িভুঁড়ি, আর সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, এমনকি মুখের গঠন। চামড়াটা – সেটার প্রতিটি ভাঁজ, সব কুঞ্চন, আর ক্ষতচিহ্নসহ, সেটার মখমল কোমল সমতল অঞ্চলগুলো, রোমরাজির বনভূমি, ত্বক, বক্ষ, যৌনাঙ্গসহ রাজকীয় নকশা-বোনা কাপড়ে পরিণত হয়ে, আর দুই স্তন, নখ, গোড়ালির নীচে শিঙের মতো গঠন, চোখের পাতার তন্তুগুলো, চোখগুলোর জলীয় বস্তু, ঠোঁট জোড়ার মাংস, পিঠের সরু মেরুদণ্ড, হাড়গুলোর স্থাপত্য – সবকিছু ঝুরঝুরে গুঁড়োতে পরিণত, যদিও (সেসবের) কোনেটিই তার নিজস্ব রূপ বা আকার বা যার যার অবস্থান হারিয়ে ফেলেনি – পা দুটো বুটজুটোর মতো ফাঁকা আর শিথিল, সেগুলোর মাংস প্রার্থনার সময় যাজকের গায়ের হাতাকাটা ঢিলেঢালা বহির্বাসের মতো সটান প'ড়ে আছে সেটার শিরা-উপশিরার কমলা-ঘেঁষা টকটকে লাল এম্ব্রয়ডারিসহ, নাড়িভুঁড়ির খোদাই-করা স্তূপ, হৃৎপিণ্ডের দুর্দান্ত ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিজড়িত চুনী, জিহ্বাটাকে একটা গোলাপী আর নীল লকেট হিসেবে নিয়ে গলার হারের মতো ক'রে সাজানো সমান সব দাঁতের মুক্তোর মতো সারি, সরু মোমবাতির মতো একটা সারিতে থাকা যত আঙুল, পেটের মেলে-ধরা গালিচার প্যাঁচগুলো আবার পাক লাগাতে থাকা নাভির সীলমোহর...ভূগর্ভস্থ স্থানটির প্রতিটি কোনা থেকে এখন আমার উদ্দেশে দাঁত বের ক'রে হাসা হচ্ছে, ফিসফিস করা হচ্ছে, এই সব কাচের পেটিকা আর রেলিকারির মধ্যে বিভক্ত হয়ে যাওয়া কিন্তু তার পরও সেটার বিপুল ও অযৌক্তিক সমগ্রের মধ্যে পুনর্গঠিত অতিকায় দেহটির কাছ থেকে আমার মরণ কামনা করা হচ্ছে, আর এটা ঠিক সেই একই দেহ, যেটা নৈশভোজের সময় বিশ্রীভাবে খেয়েছিল, হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে গিয়েছিল, কিন্তু এখানে এখন তার বদলে, আমার কাছে মনে হলো, যেন সেটা তার বধির ও দৃষ্টিহীন ধ্বংসের দুর্জ্ঞেয়তার মধ্যে স্থির হয়ে আছে। আর আমার বাহু খপ ক'রে আঁকড়ে ধ'রে, আমার গায়ের মাংসে তাঁর নখ দাবিয়ে দিয়ে উবার্তিনো ফিসফিস ক'রে আমাকে বললেন, 'দেখলে

BanglaBook.org

তো, এটা সেই একই জিনিস, যেটা প্রথমে তার মূর্খতায় জয়োল্লাস করেছিল, আর ঠাট্টা-তামাসায় আনন্দ উপভোগ করেছিল, সেটাই এখন এখানে সাজাপ্রাপ্ত এবং পুরস্কৃত, সুতীব্র আবেগের প্রলোভন থেকে মুক্ত, শাশ্বতের হাতে অনমনীয় হয়ে-ওঠা, শাশ্বত তুষারের হাতে ন্যস্ত যা সেটাকে সংরক্ষণ করবে, পবিত্র করবে, ক্ষয়ের বিজয়ের মাধ্যমে ক্ষয় থেকে বেঁচে গিয়ে, কারণ যা এরই মধ্যে ধুলোয় পরিণত হয়েছে তা আরো ধুলো আর খনিজ বস্তুতে পরিণত হতে পারে না mors est quies viatoris, finis est omnis laboris[৯]

কিন্তু হঠাৎ ক'রে, শয়তানের মতো দেদীপ্যমান সালভাতোরে ভূগর্ভস্থ স্থানটিতে প্রবেশ করল, তারপর চেঁচিয়ে উঠল, 'নির্বোধ! দেখতে পাচ্ছ না যে এটা হলো মহান Lyotard? ক্ষুদে গুরু আমার, কিসের ভয় পাচ্ছ? এ হচ্ছে ফেটানো পনির!' হঠাৎ ক'রেই ভূগর্ভস্থ স্থানটা লালচে আলোর ঝলকানিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, এবং আবার সেটা রান্নাঘর হয়ে গেল, কিন্তু একটা বিপুল জঠরের অভ্যন্তরের মতো শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিজড়িত আর চটচটে রান্নাঘর নয়, এবং মধ্যেখানে সহস্র হাতবিশিষ্ট, দাঁড়কাকের মতো কালো একটা জন্তু একটা বিশাল ঝাঁঝরির সঙ্গে আটকানো, এবং আশপাশের প্রত্যেককে খপ ক'রে ধরার জন্য সেটা সেই হাতগুলো বাড়িয়ে দিচ্ছিল, আর ফেজ্যান্ট পাখি তৃষ্ণার্ত অবস্থায় যেমন এক থোকা আঙুর পিষে নিংড়ে নেয়, তেমনি সেই পেল্লায় জন্তুটি খপ ক'রে ধরে ফেলা সবাইকে এমনভাবে পিষে ফেলছিল যে সেটার হাত সবাইকে দুমড়ে মুচড়ে দিলো, কারো পা, কারো হাত, আর তারপর সেটা পরিতৃপ্ত হলো, আগুনের এমন এক ঢেকুর তুলল যেটার গন্ধ যেন গন্ধকের গন্ধকেও হার মানিয়ে দিলো। কিন্তু আশ্চর্য রকমের রহস্য হচ্ছে, সেই দৃশ্যটা আমার মধ্যে আর ভয়ের সঞ্চার করল না, এবং আমি দেখে অবাক হলাম যে আমি সেই 'সুশীল শয়তান'-কে বেশ স্বচ্ছন্দেই দেখতে পারছিলাম এবং সে আর কেউ না, সালভাতোরে (আমার কাছে সে-রকম ব'লেই মনে হচ্ছিল), কারণ এখন আমি সেই মরণশীল মানবদেহ সম্পর্কে সবকিছু জানি, সেটার যন্ত্রণা, সেটার ক্ষয়, এবং আমার আর কিছুই ভয় করছিল না। সত্যি বলতে কি, সেই অগ্নিশিখার আলোতে, যেটাকে তখন মৃদু আর প্রাণবন্ত ব'লে মনে হচ্ছিল, আমি আবার নৈশভোজের সব আমন্ত্রিতকে দেখতে পাচ্ছিলাম, তাঁরা সবাই তাঁদের আদি রূপে ফিরে গেছেন, গান গাইছেন, এবং ঘোষণা করছেন যে সব আবার শুরু হতে যাচ্ছে, এবং তাঁদের মধ্যে সেই মেয়েটি ছিল, সম্পূর্ণ, সবার চাইতে সুন্দর, আর সে আমাকে বলল, 'এটা কিছু নয়, কিছুই নয়, তুমি দেখো আমি এমনকি আগের চাইতেও সুন্দর হয়ে যাব; আমাকে কেবল অল্প কিছুক্ষণের জন্য যেতে দাও, এবং চিতায় পুড়তে দাও, তারপর আবার দেখা হবে আমাদের এখানে!' এবং, ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করুন, সে আমাকে তার যোনিদ্বার দেখাল, আর আমি সেটার ভেতর ঢুকে গেলাম, নিজেকে এক অনিন্দ্যসুন্দর গুহার মধ্যে আবিষ্কার করলাম, যেটাকে স্বর্ণ যুগের উপত্যকা ব'লে মনে হলো, ভেষজ গুল্মসমৃদ্ধ নানান জল আর ফলফুলে আর গাছগাছালিতে স্নিগ্ধোজ্জ্বল, সেসব গাছে ফেটানো পনির ধ'রে আছে। এবং সবাই চমৎকার ভোজটার জন্য মোহান্তকে ধন্যবাদ জানাচ্ছিলেন এবং তাঁরা সবাই তাঁকে ধাক্কা দিয়ে, লাথি মেরে, তাঁর জামাকাপড় টেনে ছিঁড়ে, তাঁকে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে, তাঁর লাঠিটাকে অন্য সব লাঠি দিয়ে আঘাত ক'রে তাঁর প্রতি স্নেহ আর কৌতুক প্রদর্শন করছিলেন, আর তিনি হাসতে হাসতে তাঁকে কাতুকুতু না দেবার জন্য সবাইকে অনুনয় করছিলেন। এবং নাক

দিয়ে গন্ধকের মেঘ বর্ষণকারী পাহাড়ে চ'ড়ে 'দরিদ্র জীবনের ফ্রায়াররা' প্রবেশ করলেন, তাঁদের কোমরবন্ধে আটকানো অর্থ-কড়ির বটুয়া সোনায় পরিপূর্ণ, যেগুলোকে দিয়ে তাঁরা নেকড়েকে মেষশাবকে এবং মেষশাবককে নেকড়েতে পরিণত করছিলেন, এবং সমবেত লোকজনের অনুমোদন নিয়ে তাঁদেরকে সম্রাটের মুকুট পরিয়ে দিচ্ছিল, আর তারা ঈশ্বরের অসীম সর্বময় ক্ষমতার গুণগান গাইছিল। যীশু তাঁর কণ্টকমুকুট নেড়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'Ut cachinnis dissolvatur, torqueatur rctibus[১০]!' বেচারা জন হতভম্ব হয়ে অভিশাপ বর্ষণ করতে করতে ভেতরে এলেন, এবং বললেন, 'এইভাবে চললে, আমি জানি না সবকিছু কোথায় গিয়ে ঠেকবে।' কিন্তু সবাই তাঁকে ব্যঙ্গ করতে লাগলেন, এবং মোহান্তের নেতৃত্বে, শুয়োরগুলোর সঙ্গে জঙ্গলে চ'লে গেলেন ট্রাফল সংগ্রহ করতে। আমি তাঁদের পিছু পিছু বেরিয়ে যাচ্ছিলাম প্রায়, তখন এক কোনায় উইলিয়ামকে দেখতে পেলাম, গোলকধাঁধাটা থেকে বেরিয়ে আসছিলেন তিনি, তাঁর হাতে একটা চুম্বক, যেটা তাঁকে দ্রুত উত্তর দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'আমাকে ছেড়ে যাবেন না, গুরু! finis Africae-তে কী আছে তা আমিও দেখতে চাই!'

'তুমি সেটা এরই মধ্যে দেখে ফেলেছ!' উইলিয়াম জবাব দিলেন, ততক্ষণে তিনি অনেক দূরে চ'লে গেছেন। আর অন্ত্যেষ্টি স্তবগানের শেষ কথাগুলো যখন গীর্জায় গাওয়া শেষ হয়ে আসছিল তখনই আমার ঘুম ভেঙে গেল :

Lacrimosa dies illa
qua resurget ex favilla
iudicando homo reus
huic ergo parce deus!
Pie Iesu domine
dona eis requiem[১১]

আর এটা ছিল একটা চিহ্ন যে আমার সেই স্বপ্নদৃশ্য – যা অন্য আর সব স্বপ্নদৃশ্যের মতোই ত্বরিত – যদি একটা 'আমেন' অব্দি স্থায়ী না হয়, যেটা কিনা সবাই বলে, তবে তা প্রায় 'Dies irae' –র দৈর্ঘ পর্যন্তই স্থায়ী হয়েছে।

BanglaBook.org

টীকা

১. **টেক্সট** : Dies irae

অনুবাদ : ক্রোধের দিন

ভাষ্য : 'শেষ বিচার'-এর ভয়াবহতা চিত্রিত-করা এই সিকোয়েন্সটি 'মাস্ অভ্ দ্য ডেড'-এর অংশ হিসেবে গাওয়া হয়।

২. **টেক্সট** : স্টোল

ভাষ্য : মেয়েদের, গাউনের মতো পোশাক

৩. **টেক্সট :** 'Age primum et septimum de quatour'

অনুবাদ : 'চারের প্রথম এবং সপ্তমটিকে সরাও'

৪. **টেক্সট :** vitra ad legendum

অনুবাদ : পাঠ করার পরকলা বা লেন্স

৫. **টেক্সট :** nigra sed formosa

অনুবাদ : কালো কিন্তু সুন্দর

ভাষ্য : পরমগীত বা 'সং অভ্ সলোমন' ১:৫ থেকে

৬. **টেক্সট :** unico homine regente

অনুবাদ : একজন মানুষের নিয়ন্ত্রণ-বিশিষ্ট

৭. **টেক্সট :** amicta sole

অনুবাদ : সূর্যের আলোয় ঢাকা বা অঙ্গাবৃত

৮. **টেক্সট :** *Pentagonum Salomonis*

অনুবাদ : *সলোমনের পঞ্চভুজ*

৯. **টেক্সট :** mors est quies viatoris, finis est omnis laboris

অনুবাদ : মৃত্যুই সফরকারীর বিশ্রাম, তাঁর সকল পরিশ্রমের পরিসমাপ্তি

১০. **টেক্সট :** 'Ut cachinnis dissolvatur, torqueatur rictibus!'

অনুবাদ : 'তাকে হাসিতে লুটিয়ে পড়তে দাও, মুখ ব্যাদান করা হাসিতে তাকে কুঁকড়ে উঠতে দাও!'

১১. **টেক্সট :** *Lacrimosa dies illa*
qua resurget ex favilla
iudicando homo reus
huic ergo parce deus!
Pie Iesu domine
dona eis requiem

অনুবাদ : *ধনীরা হবে সেদিন অশ্রুসজল*
আর সেই অশ্রুর ওপর ভর ক'রে ছাই থেকে
জেগে উঠবে সেই মানুষ যার বিচার করা হবে
তাকে নিষ্কৃতি দাও, হে ঈশ্বর
দয়াময় প্রভু যীশু
তাদের শান্তি দাও

BanglaBook.org

ষষ্ঠ দিন

টার্স-এর পর

যেখানে উইলিয়াম আদ্‌সোর স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেন।

হতবিহ্বল আমি প্রধান ফটক দিয়ে বের হয়ে এলাম, এবং আবিষ্কার করলাম সেখানে ছোটো'খাটো একটা ভিড় জমেছে। ফ্রান্সিসকানরা চ'লে যাচ্ছেন, এবং উইলিয়াম তাঁদের বিদায় জানাবার জন্য নেমে এসেছেন।

আমি সেই বিদায়ে, ভ্রাতৃসুলভ আলিঙ্গনে যোগ দিলাম। তারপর উইলিয়ামকে জিগ্যেস করলাম, অন্যরা বন্দিদের নিয়ে কখন যাবেন। তিনি আমাকে বললেন, তারা এরই মধ্যে চ'লে গেছেন, আধা ঘন্টা আগেই, যখন আমরা ভূগর্ভস্থ ধনরত্নের গুহায় ছিলাম, অথবা সম্ভবত – আমি ভাবলাম – যখন আমি স্বপ্ন দেখছিলাম।

মুহূর্তের জন্য আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম, তারপর সংবিৎ ফিরে পেলাম। ভালোই হয়েছে। দণ্ডপ্রাপ্তদের (আমি হতভাগ্য ভাণ্ডারী আর সালভাতোরের...আর অতি অবশ্যই সেই মেয়েটির কথা ভাবছিলাম) টেনে হিঁচড়ে চিরতরে দূরে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্যটা আমি দেখতে পারতাম না। আর তা ছাড়া, স্বপ্নটার কারণে আমার মনটা এতই খারাপ ছিল যে মনে হচ্ছিল আমার আবেগ-অনুভূতিগুলো সব ভোঁতা হয়ে গেছে।

মাইনরাইটদের ক্যারাভানটা মঠ ত্যাগ করার জন্য যখন ফটকের দিকে রওনা দিল, উইলিয়াম এবং আমি তখন গীর্জার সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম, দু'জনেই বিষণ্ন, যদিও তার কারণ ভিন্ন। তারপর আমি আমার গুরুকে আমার স্বপ্নটা বলব ব'লে ঠিক করলাম। স্বপ্নদৃশ্যটা বহুকাঠামোবিশিষ্ট এবং যুক্তিছাড়া হলেও, আশ্চর্যরকমের স্পষ্টভাবে, প্রতিটি দৃশ্য, প্রতিটি ক্রিয়াকর্ম, প্রতিটি শব্দ ধ'রে ধ'রে সেটার কথা মনে ছিল আমার। কাজেই, কোনো কিছুই বাদ না দিয়ে আমি সেটার বর্ণনা দিলাম, কারণ আমি জানতাম স্বপ্ন আসলে প্রায় ক্ষেত্রেই রহস্যময় কিছু বার্তা যার মাধ্যমে বিদ্বান মানুষেরা সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী পড়তে পারেন।

উইলিয়াম চুপচাপ আমার কথা শুনলেন, তারপর আমাকে জিগ্যেস করলেন, 'তুমি কি বুঝেছ তুমি কী স্বপ্ন দেখেছ?'

বিমূঢ় হয়ে আমি বললাম, 'ঠিক আমি যা বলেছি তা-ই।'

'সেটা আমি ঠিকই বুঝতে পারছি। কিন্তু তুমি আমাকে যা কিছু বললে তার একটা বড়ো অংশই এরই মধ্যে লেখা আছে। গত ক'দিনের কিছু মানুষ আর ঘটনাকে তুমি আগে থেকেই তোমার

BanglaBook.org

পরিচিত একটা ছবিতে যোগ করেছ, কারণ তুমি তোমার স্বপ্নের গল্পটা আগে কোথাও পড়েছ, হয় স্কুলে, নয় কনভেন্টে। এটা হচ্ছে *Coena Cypriani*[১]।

আমি কিছুক্ষণ বিমূঢ় হয়ে রইলাম। তারপরে মনে পড়ল। ঠিক বলেছেন উনি! সম্ভবত নামটা আমি ভুলে গিয়েছিলাম, কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক কোন সন্ন্যাসী বা কোন দুর্বিনীত তরুণ শিক্ষানবিশ প্যাসকল উৎসব আর ioca monachorum[২] ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত এই গল্পের গদ্যে বা ছন্দে লেখা নানান দৃশ্যে মুচকি হাসেনি বা জোরে হেসে ওঠেনি? যদিও আরো কঠোরভাবাপন্ন শিক্ষানবিশ গুরুদের কাছে বইটি নিষিদ্ধ বা ঘৃণিত, কিন্তু এমন কোনো মঠ বা কনভেন্ট নেই যেখানে বিভিন্নভাবে সংক্ষেপিত আর বারবার পড়া এই বইটা নিয়ে সন্ন্যাসীরা কানাকানি করেনি, আর অন্যদিকে কেউ কেউ এ কথা ঘোষণা ক'রে রীতিমতো ধর্মনিষ্ঠভাবে সেটার অনুলিপি করেছে যে আনন্দের একটা পর্দার আড়ালে সেটায় নৈতিক শিক্ষা লুকিয়ে আছে, আর অন্যরা এটার প্রচারে উৎসাহ দিত কারণ, তারা বলত, এটার পরিহাসের মাধ্যমে তরুণরা ধর্মীয় ইতিহাসের কিছু পর্ব আরো সহজে মনে রাখতে পারত। পোপ অষ্টম জনের জন্য এটার একটা কাব্য-সংস্করণ প্রস্তুত করা হয়েছিল, যেখানে এই কথাগুলো উৎকীর্ণ ছিল : 'আমি পরিহাস করতে পছন্দ করতাম; আমাকে আমার পরিহাসের ভেতর দিয়ে গ্রহণ করুন, প্রিয় পোপ অষ্টম জন।' এবং এ কথা বলা হয়েছিল যে একটা কমিক ধর্মীয় মিস্ট্রি নাটকের বেশে, একটা অন্ত্যমিলবিশিষ্ট সংস্করণে, টাকমাথা চার্লস নিজে সেটা মঞ্চস্থ করেছিলেন, নৈশভোজের সময় তাঁর উচ্চপদস্থ লোকজনকে আনন্দ দানের জন্য।

আর আমার গুরুদের কাছে আমি কতই-না বকা খেয়েছি যখন আমার সঙ্গী-সাথীসহ আমি ওটা থেকে খানিকটা অংশ জোরে জোরে পড়তাম। মেল্ক-এর এক বৃদ্ধ ফ্রায়ার-এর কথা মনে পড়ে, যিনি বলতেন সাইপ্রিয়ানের মতো সদ্‌গুণসম্পন্ন মানুষ এমন অমার্জিত জিনিস, ধর্মপুস্তকের নিন্দা-করা এমন প্যারডি লিখতে পারেন না, একজন পুণ্যবান শহীদের চাইতে কাজটা বরং এক বিধর্মী আর ভাঁড়ের পক্ষেই বেশি মানানসই...ওসব বালসুলভ কৌতুক আমি অনেক বছর ভুলে ছিলাম। এই দিনটাতে *Coena* ছবির মতো এমন সুস্পষ্টভাবে আমার স্বপ্নে আবার দেখা দিলো কেন? আমার কাছে সব সময়ই মনে হয়েছে যে স্বপ্ন হলো ঐশী বার্তা, কিংবা, খুব খারাপ হলে, দিনের বেলা ঘটা ঘটনার ব্যাপারে ঘুমন্ত স্মৃতির উদ্ভট তোতলামি। এবার আমি বুঝতে পারলাম যে লোকে বইও স্বপ্নে দেখতে পারে, আর তার মানে, স্বপ্নের স্বপ্ন।

'আমি আর্তেমিডোরাস হলে ঠিকভাবে তোমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে পারতাম,' উইলিয়াম বললেন। 'কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে, কী ঘটেছিল সেটা আর্তেমিডোরাসের বিদ্যা ছাড়াও সহজেই বোঝা যায়। গত ক'দিনে, বেচারা বাছা আমার, তুমি ক্রমাগতভাবে এমন কিছু অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে গেছ যেখানে প্রতিটি সরল রীতি যেন ধ্বংস হয়ে গেছে। আর আজ সকালে তোমার ঘুমন্ত মনের ভেতর এক ধরনের কমেডির স্মৃতি ফিরে এসেছে, যেটার মধ্যে, জগৎটাকে দেখানো হয়েছে একবারে হেঁটমুণ্ড ঊর্ধ্বপদ হিসেবে, যদিও হয়ত অন্য কিছু উদ্দেশ্যে। সেটার মধ্যে তুমি তোমার সাম্প্রতিক সব স্মৃতি, তোমার উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, তোমার ভয়ভীতিগুলো ঢুকিয়ে দিয়েছ। আদেল্‌মোর মার্জিনিলিয়া থেকে তুমি বিরাট একটা কার্নিভালের কথা মনে ক'রে গেছ যেখানে সবকিছু ভুল দিক

BanglaBook.org

বরাবর এগিয়েছে, এবং তার পরও, *Coena*-তে যেমন, সবাই তাই করেছে যা তারা তাদের বাস্তব জীবনে করেছিল। আর সবশেষে, স্বপ্নের মধ্যে তুমি নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করেছ, কোন জগৎটা মিথ্যে, এবং মাথা নীচের দিকে দিয়ে হাঁটার মানে কী? নীচ কোথায় আর ওপর কোথায়, কোথায় জীবন আর কোথায় মৃত্যু, সেটা তোমার স্বপ্ন কোনো ফারাক করেনি। তুমি যে শিক্ষা লাভ করেছ সেটার প্রতিটির ব্যাপারে প্রশ্ন তুলেছে বরং তোমার স্বপ্নটা।'

'আমার স্বপ্ন, আমি নই,' আমি নীতিগর্বীর মতো ব'লে উঠলাম। 'কিন্তু স্বপ্ন তাহলে ঐশী বার্তা নয়; সেগুলো নারকীয় প্রলাপ, এবং সেসবের মধ্যে কোনো সত্য নেই!'

উইলিয়াম বললেন, 'আমি জানি না, আদ্‌সো। আমাদের হাতে এরই মধ্যে এত শত সত্য রয়েছে যে যদি এমন দিন আসে যেদিন কেউ এমনকি আমাদের স্বপ্ন থেকেও কোনো সত্য বের ক'রে আনার জন্য জোরাজুরি করে, তাহলে বুঝতে হবে খৃষ্টবৈরী বা অ্যান্টিক্রাইস্ট আসার আর বেশি বাকি নেই। কিন্তু তার পরও, তোমার স্বপ্নটা নিয়ে যতই ভাবছি, ততই সেটা চোখ খুলে দেবার মতো ব'লে মনে হচ্ছে আমার কাছে। হয়ত তোমার কাছে নয়, কিন্তু আমার কাছে। আমি যদি তোমার স্বপ্নটাকে আমার তত্ত্ব প্রকল্প বা হাইপোথিসিস দাঁড় করাবার কাজে ব্যবহার করার চেষ্টা করি তাহলে আমাকে ক্ষমা কোরো। আমি জানি এটা খুবই নীচ কাজ। এটা করা উচিত হবে না...কিন্তু আমার বিশ্বাস, আমি ছয় দিনে, জাগ্রত অবস্থায় যা যা বুঝেছি, তোমার ঘুমন্ত আত্মা তার চাইতে অনেক বেশি কিছু বুঝতে পেরেছে...'

'সত্যিই?'

'সত্যি। অথবা হয়ত না। তোমার স্বপ্নটা আমার কাছে চোখ খুলে দেবার মতো ব'লে মনে হচ্ছে, আর তার কারণ সেটার সঙ্গে আমার একটা তত্ত্ব প্রকল্প মিলে যাচ্ছে। তবে তুমি কিন্তু আমাকে ভীষণ সাহায্য করলে। ধন্যবাদ।'

'কিন্তু আমার স্বপ্নে এমন কী ছিল যা আপনাকে এত আকৃষ্ট করল? অন্য সব স্বপ্নের মতোই, ওটার মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝা যায়নি।'

'অন্য সব স্বপ্ন আর স্বপ্নদৃশ্যের মতো ওটারও আরেকটা অর্থ ছিল। ওটাকে একটা রূপক (অ্যালেগরি) বা উপমা (অ্যানালজি) হিসেবে দেখতে হবে...'

'বাইবেলের বা ধর্মীয় পুস্তকের মতো?'

'একটা স্বপ্ন একটা ধর্মীয় পুস্তক, আর অনেক ধর্মীয় পুস্তই স্বপ্ন ছাড়া কিছুই নয়

BanglaBook.org

টীকা

১. **টেক্সট** : *Coena Cypriani*

অনুবাদ : *সাইপ্রিয়ানের নৈশভোজ*

ভাষ্য গ্যালিলির কানা-য় অনুষ্ঠিত রাজা জোহেলের বিবাহের ভোজ সম্পর্কে নবম শতকে উীকন জন-এর লেখা একটি আখ্যান, পোপ অষ্টম জন-কে আমোদ দেবার উদ্দেশ্যে রচিত। ওল্ড এবং নিউ টেস্টামেন্টের বেশুমার চরিত্রকে সেই ভোজে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল বাইবেলে তাঁদেরকে যেসব বৈশিষ্ট্যে এবং খামখেয়ালিপূর্ণ স্বভাবে দেখা যায় তারই কিছুসহ তাঁদেরকে ছাড়া-ছাড়াভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। বাইবেলের চরিত্রদের এক অন্তহীন তালিকা এই রচনাটি, যেখানে মাঝেমধ্যেই কোনো অমার্জিত কৌতুক আর অশালীন মন্তব্যের সাহায্যে তাঁদের একঘেয়েমি দূর করা হয়েছে; আর এটি শেষ হয়েছে অতিথিদের গৃহে প্রত্যাবর্তনের মধ্যে দিয়ে।

২. **টেক্সট** : ioca monachorum

অনুবাদ : সন্ন্যাসীদের কৌতুক

BanglaBook.org

ষষ্ঠ দিন

সেক্সট

যেখানে গ্রন্থকারদের ক্রম ঠিক বা গঠন করা হয় এবং রহস্যময় গ্রন্থটি সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য পাওয়া যায়।

যেখান থেকে এই মাত্র এলেন সেই স্ক্রিপ্টোরিয়ামেই আবার যাবেন ব'লে ঠিক করলেন উইলিয়াম। ক্যাটালগটা দেখার জন্য তিনি বেন্নোর অনুমতি চাইলেন, তারপর দ্রুত সেটার পাতা ওল্টাতে থাকলেন। 'বইটা নিশ্চয়ই এখানেই আছে,' তিনি বললেন। 'ঠিক এক ঘণ্টা আগেও দেখেছি...' একটা পৃষ্ঠায় এসে থেমে গেলেন তিনি। 'এই যে,' উনি বললেন, 'শিরোনামটা পড়ো।'

একটাই ভুক্তি হিসেবে চারটা শিরোনামের একটা গুচ্ছ বোঝাচ্ছে যে একটা ভল্যুমেই বেশ ক'টি টেক্সট রয়েছে। আমি পড়লাম :

১. ar. de dictis cuiusdam stulti

২. syr. libellus alchemicus aegypt

৩. Expositio Magistri Alcofribae de coena beati Cypriani Cartaginensis Episcopi

৪. Liber acephalus de stupris virginum et meretricum amoribus[১]

'এটা কী?' আমি শুধোই।

'এটাই আমাদের বই,' উইলিয়াম ফিসফিস ক'রে আমাকে বললেন। 'এই কারণেই তোমার স্বপ্নের কথা শুনে কী যেন মনে প'ড়ে গিয়েছিল আমার। এখন আমি নিশ্চিত এটাই সেটা। আর সত্যি বলতে কি' – চট ক'রে তিনি ঠিক আগের আর পরের পৃষ্ঠাগুলো একবার দেখে নিলেন, 'সত্যি বলতে কি, আমি সব মিলিয়ে যেসব বইয়ের কথা ভাবছিলাম, এখানেই সেসব রয়েছে। কিন্তু আমি সেটা পরখ করতে চাইনি। এই দেখো। তোমার ফলকটা আছে? বেশ। আমাদেরকে একটা হিসেব কষতে হবে, এবং সেদিন আলিনার্দো আমাদের যা বলেছিলেন, আর সেই সঙ্গে, আজ সকালে নিকোলাস আমাদের যা বলেছে তার সব স্পষ্টভাবে মনে করার চেষ্টা করতে হবে। তো, নিকোলাস আমাদের বলেছে সে তিরিশ বছর আগে এখানে এসেছে, এবং তত দিনে অ্যাবোকে মোহান্ত হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। তাঁর আগে রিমিনি-র পঅল মোহান্ত ছিলেন। ঠিক তো? ধরা যাক

এই পালাবদলটা ১২৯০ সালের দিকে হয়েছে, খানিকটা এদিক-সেদিক হলে কিছু আসে-যায় না। নিকোলাস আমাদেরকে আরো বলেছে যে, সে যখন পৌঁছেছিল, তখন বব্বিও-র রবার্ট গ্রন্থাগারিক হিসেবে কর্মরত। ঠিক? এরপর রবার্ট মারা যান, এবং তখন পদটা মালাকিকে দেয়া হয়. সেটা ধরা যাক এই শতকের গোড়ার দিকে। অবশ্য, একটা সময় গেছে, নিকোলাস আসার আগে, যখন রিমিনি-র পঅল গ্রন্থাগারিক ছিলেন। কত দিন ছিলেন তিনি সেই পদে? আমাদেরকে বলা হয়নি। আমরা অবশ্য মঠের লেজারগুলো ঘাঁটতে পারি, কিন্তু আমার ধারণা সেগুলো মোহান্তের কাছে আছে, এবং আপাতত সেগুলো তাঁর কাছে না চাওয়াটাই শ্রেয় মনে করছি। ধরা যাক, ষাট বছর আগে গ্রন্থাগারিক পদে নিয়োগ পেয়েছিলেন। লিখে রাখো এটা। আলিনার্দো কেন অভিযোগ করলেন যে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে তাঁকে গ্রন্থাগারিকের পদ দেয়া উচিত ছিল, আরেকজনকে না দিয়ে? তিনি কি রিমিনি-র পঅলের কথা বলছিলেন?'

'নাকি বব্বিরও-র রবার্টের কথা?'

'তাই মনে হয়। কিন্তু এবার এই ক্যাটালগটা দেখো। তুমি তো জানোই, শিরোনামগুলো লেখা হয়েছে বইগুলো সংগ্রহের ক্রমানুসারে। তা, কে লেখে এসব এই লেজারে? গ্রন্থাগারিক। এই সব পাতায় হাতের লেখার পরিবর্তন দেখে আমরা গ্রন্থাগারিকদের পালাবদলের সময়টা ঠিক করতে পারি। এবার আমরা শেষ থেকে ক্যাটালগটা দেখব; শেষ হাতের লেখাটা মালাকির, দেখতেই পাচ্ছ। কিন্তু সেটা মাত্র অল্প কিছু পৃষ্ঠায়। গত তিরিশ বছরে মঠ তেমন একটা বই সংগ্রহ করেনি। তারপর, আরো যদি পেছনে যাই তাহলে দেখব কাঁপা হাতের লেখা বেশ কিছু পৃষ্ঠা শুরু হচ্ছে। অসুস্থ বব্বিও-র রবার্টের উপস্থিতি পরিষ্কার টের পাচ্ছি আমি। রবার্ট সম্ভবত বেশি দিন এই পদে ছিলেন না। তো, এরপর আমরা কী দেখি? ঋজু আর আত্মবিশ্বাসী আরেকটা হাতে পাতার পর পাতা ধরে ধারাবাহিক একটা বিপুল সংগ্রহ (যার মধ্যে একটু আগে আমি যে বইগুলো পরীক্ষা ক'রে দেখছিলাম সেগুলো-ও আছে), সত্যিই অসাধারণ। রিমিনি-র পঅল নিঃসন্দেহে কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন! খুবই কঠোর বলতে হবে, যদি তুমি খেয়াল করো যে, নিকোলাস আমাদের বলেছিলেন যে তিনি যখন মোহান্ত হন তখনো তাঁর তরুণ বয়স। তো এখন ধ'রে নেয়া যাক যে কয়েক বছরের মধ্যেই এই পাঁড় পাঠক প্রচুর বইপত্তরে মঠটিকে সমৃদ্ধ ক'রে তোলেন। আমাদেরকে কি বলা হয়নি যে তাঁকে Abbas agraphicus[২] বলা হতো কারণ একটা অদ্ভুত খুঁত বা রোগের কারণে তিনি লিখতে পারতেন না? তাহলে এই পাতাগুলোতে কে লিখলেন? আমার ধারণা, তাঁর সহকারী গ্রন্থাগারিক। কিন্তু ঘটনাক্রমে যদি এই সহকারী গ্রন্থাগারিক পরে গ্রন্থাগারিক হিসেবে নিয়োগ পেতেন তাহলে তিনিই লেখা চালিয়ে যেতেন, এবং আমরা বুঝতে পারতাম কেন এতগুলো পৃষ্ঠায় একই হাতের লেখা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। কাজেই, তাহলে, পঅল এবং রবার্টের মাঝখানে আমরা আরেকজন গ্রন্থাগারিক পেতাম, যাকে পঞ্চাশ বছর আগে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল, যিনিই কিনা আলিনার্দোর রহস্যময় প্রতিদ্বন্দ্বী, যে আলিনার্দো, বয়েসে বড়ো হিসেবে আশা করছিলেন যে, পঅলের পর তিনিই গ্রন্থাগারিক হবেন। এরপর সেই মানুষটি মারা গেলেন, এবং কোনো না কোনোভাবে, আলিনার্দোর, এবং অন্যান্যদের আশাভঙ্গের কারণ ঘটিয়ে, রবার্টকে সে-স্থানে বসানো হলো।'

'কিন্তু এটাই যে সঠিক বিশ্লেষণ সে-ব্যাপারে আপনি এত নিশ্চিত হলেন কী ক'রে? যদি ধ'রেও নেয়া যায় যে এই হাতের লেখা সেই অনামা গ্রন্থাগারিকের, পঅল নিজেই কেন আরো আগের পাতাগুলো লিখতে পারতেন না?'

'কারণ, সংগ্রহটার মধ্যে তাঁরা সব বুল আর ডিক্রেটাল-ও অন্তর্ভুক্ত করেছেন, আর ঠিকঠিকভাবে এগুলোর তারিখ দেয়া আছে। মানে বলতে চাইছি, যদি তুমি এখানে সপ্তম বনিফেস-এর ১২৯৬ সালের *Firma cautela*[৩] দেখো তাহলে তুমি জেনে যাচ্ছ যে সেটা সেই বছরের আগে আসেনি, এবং তুমি ধ'রে নিতে পারো যে সেটা খুব একটা দেরি ক'রেও আসেনি। বলতে গেলে আমার এই মাইলস্টোনগুলো এই বছরগুলো বরাবর বসানো রয়েছে, কাজেই আমি যদি মেনে নেই যে রিমিনি-র পঅল ১২৬৫-তে গ্রন্থাগারিক হয়েছিলেন আর ১২৭৫-এর দিকে মোহান্ত, এবং যদি আমি দেখি যে তাঁর লেখা, অথবা যিনি বব্বিও-র রবার্ট নন তাঁর লেখা, ১২৬৫ থেকে ১২৮৫ পর্যন্ত রয়েছে, সেক্ষেত্রে দশ বছরের একটা অসামঞ্জস্য আমার নজরে আসে।'

আমার গুরু আসলেই খুব বুদ্ধিমান। 'কিন্তু এই অসামঞ্জস্য থেকে আপনি কী সিদ্ধান্তে এলেন?'

'কিছুই না,' তিনি জবাব দিলেন। 'স্রেফ কিছু প্রেমিস, হেতুবাক্য।'

এরপর তিনি উঠে বেন্নোর সঙ্গে কথা বলতে চ'লে গেলেন; বেন্নো তাঁর আসনে গ্যাঁট হয়ে বসে ছিল, কিন্তু তাকে বড়োই দ্বিধান্বিত ব'লে মনে হচ্ছিল। তখনো সে তার পুরোনো ডেস্কেই বসে ছিল, ক্যাটালগের পাশে মালাকির আসনে বসার সাহস ক'রে উঠতে পারেনি। উইলিয়াম তাকে খানিকটা শীতলভাবে সম্বোধন করলেন। গত সন্ধ্যার অপ্রীতিকর দৃশ্যটির কথা আমরা বিস্মৃত হইনি।

'তোমার এই নতুন আর শক্তিধর অবস্থান সত্ত্বেও, ধর্মভ্রাতা গ্রন্থাগারিক, আমি বিশ্বাস করি তুমি একটা প্রশ্নের জবাব দেবে। সেই সকালে আদেল্‌মো এবং অন্যান্যরা যখন এখানে চতুর কিছু ধাঁধা নিয়ে আলাপ করছিল, এবং বেরেঙ্গার finis Africae (ফিনিস আফ্রিকে) কথাটা প্রথম উল্লেখ করেছিল, তখন কেউ কি *Coena Cypriani*-র কথা বলেছিল?'

'হ্যাঁ,' বেন্নো বললেন, 'আমি বলিনি আপনাকে? সিম্ফসিয়ুসের ধাঁধা নিয়ে কথা বলার আগে, ভেনাসশিয়াস নিজে *Coena*-র কথা তুলেছিল, আর তাতে মালাকি ভীষণ রেগে গিয়েছিলেন, বলেছিলেন ওটা একটা ঘৃণ্য বই, এবং আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে মোহান্ত ওটা সবাইকে পড়তে নিষেধ ক'রে দিয়েছেন...'

'মোহান্ত?' উইলিয়াম জিগ্যেস করলেন। 'ভেরি ইন্টারেস্টিং। ধন্যবাদ, বেন্নো।'

'দাঁড়ান,' বেন্নো বলল, 'আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে আমার।' সে আমাদেরকে ইঙ্গিতে বলল যেন তাঁর পিছু পিছু স্ক্রিপ্টোরিয়ামের বাইরে, রান্নাঘরের দিকে নেমে যাওয়া সিঁড়ির ওপর যাই, যাতে ক'রে অন্যরা তার কথা শুতে না পায়। তার ঠোঁটজোড়া কাঁপছিল।

তিনি বললেন, 'আমার ভয় করছে, উইলিয়াম। ওরা মালাকিকে খুন করেছে। এখন আমিই আছি যে অনেক কিছু জানে। তা ছাড়া, ইতালীয়দের দলটা আমাকে ঘৃণা করে...তারা আরেকজন

BanglaBOOK.org

বিদেশী গ্রন্থাগারিক চায় না...আমার ধারণা অন্যদেরকেও একই কারণে খুন করা হয়েছিল...আমি আপনাকে কখনো মালাকির প্রতি আলিনার্দোর বিদ্বেষের কথা, তাঁর তিক্ততার কথা বলিনি...

'বহু বছর আগে কে তাঁর কাছ থেকে গ্রন্থাগারিকের পদটা ছিনিয়ে নিয়েছিল?'

'সে কথা আমি জানি না; তিনি কখনো এ ব্যাপারে খোলাসা ক'রে কিছু বলেন না, আর তা ছাড়া, এটা একটা প্রাচীন ইতিহাস। তাঁরা সবাই নিশ্চয়ই এতদিনে ম'রে ট'রে গেছেন কিন্তু আলিনার্দোর আশপাশের ইতালীয় দলটা প্রায়ই বলেন...বলতেন যে মালাকি হচ্ছে কাগুজে বাঘ, মোহান্তের সঙ্গে যোগসাজশে অন্য কেউ তাকে বসিয়েছে ওখানে।...আর সেটা বুঝতে না পেরে আমি...আমি দুই পরস্পরবিদ্বেষী উপদলের সংঘাতের মধ্যে জড়িয়ে গেছি।...আজ সকালেই মাত্র ব্যাপারটা টের পেয়েছি আমি।...ইতালি একটা ষড়যন্ত্রের দেশ : ওরা এদেশে পোপকে বিষ দিয়ে মারে, কাজেই আমার মতো একটা সামান্য ছেলের কথা ভাবুন একবার।...গতকাল আমি বুঝতে পারিনি। আমি মনে করেছিলাম সবকিছুর জন্য বুঝি ওই বইটাই দায়ী, কিন্তু এখন আমি আর ততটা নিশ্চিত নই। ওটা ছিল একটা ছল : আপনি তো দেখলেন বইটা পাওয়া গেল, কিন্তু মালাকিও ঠিকই মারা গেলেন।...আমাকে পালাতেই হবে...পালাতে চাই আমি। আমাকে একটা পরামর্শ দিতে পারেন?'

'শান্ত হও। এখন তুমি উপদেশ চাইছ, তাই না? গতকাল সন্ধ্যায় তো মনে হয়েছিল তুমি দুনিয়ার বাদশা। নির্বোধ যুবক, গতকাল তুমি যদি আমাকে সাহায্য করতে তাহলে আমরা শেষ অপরাধটা ঠেকাতে পারতাম। তুমিই সেই লোক যে মালাকিকে ওই বইটা দিয়েছিল যে-বইটা লোকটার মৃত্যু ডেকে এনেছে। কিন্তু অন্তত একটা কথা বলো আমাকে। তুমি কি বইটা তোমার হাতে নিয়েছিলে, ছুঁয়েছিলে বইটা, পড়েছিলে? তাহলে তুমি মারা গেলে না কেন?'

'আমি জানি না। দিব্যি দিয়ে বলছি আমি ওটা ছুঁইনি; বা, বলা যেতে পারে, যখন আমি ওটাকে গবেষণাগারে নিয়ে যাই – কিন্তু না খুলেই – তখন বইটা ছুঁয়েছিলাম; আমি ওটা আমার পোশাকের মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে আমার কুঠুরিতে গিয়ে খড়ের নীচে রেখে দিয়েছিলাম। জানতাম মালাকি আমার ওপর নজর রাখছেন, কাজেই আমি সঙ্গে সঙ্গে স্ক্রিপ্টোরিয়ামে ফিরে যাই। আর তারপরে, মালাকি যখন আমাকে তাঁর সহকারী হওয়ার প্রস্তাব দেন তখন তাঁকে বইটা দিয়ে দিই। এই হচ্ছে পুরো কাহিনী।'

'এ কথা বোলো না যে বইটা তুমি খুলেও দেখোনি।'

'হ্যাঁ, খুলেছিলাম, লুকিয়ে রাখার আগে, এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে যে আসলেই এটা সেই বই যেটা আপনি খুঁজছিলেন। ওটা একটা আরবী পাণ্ডুলিপি দিয়ে শুরু, তার পরেরটা, আমার ধারণা, সিরিয়াক, আর তারপরে একটা লাতিন টেক্সট, আর শেষেরটা গ্রীক...'

ক্যাটালগে দেখা শব্দসংক্ষেপগুলো মনে প'ড়ে গেল আমার। প্রথম দুটো শিরোনাম ছিল 'ar.' এবং 'syr.'। *এটাই সেই বই!* কিন্তু উইলিয়াম নাছোড়বান্দা : 'তুমি বইটা ছুঁয়েছ, এবং এখনো বেঁচে আছ। কাজেই, বইটা ছুঁলে লোকে মরে না। তা, তুমি সেই গ্রীক টেক্সটটা সম্পর্কে কী জানাতে পারো

BanglaBook.org

আমাকে? তুমি দেখেছিলে ওটা?'

'খুবই কম সময়ের জন্য। কেবল এটুকু বোঝার মতো সময়ের জন্য যে বইটাতে সেটার নাম লেখা নেই; এমনভাবে শুরু যেন একটা অংশ খোয়া গেছে...'

উইলিয়াম বিড়বিড় ক'রে বললেন, 'Liber acephalus...

'আমি প্রথম পৃষ্ঠাটা পড়ার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু সত্যি কথা হচ্ছে আমার গ্রীক খুব দুর্বল। তো, এরপর গ্রীক ভাষায় লেখা সেই পৃষ্ঠাগুলোসংক্রান্ত আরেকটা জিনিস দেখে আমার কৌতূহল বেড়ে গেল। আমি সবগুলো পাতা ওলটাইনি, তার কারণ ওলটাতে পারিনি। পাতাগুলো – কিভাবে যে বলি – স্যাঁতসেঁতে, জোড়া লাগানো। একটা থেকে আরেকটা আলাদা করা কঠিন। কারণ পার্চমেন্টটা অদ্ভুত...অন্য সব পার্চমেন্ট থেকে নরম, আর প্রথম পাতাটা পচেই গেছে, ঝুরঝুরো হয়ে গেছে প্রায়।...বইটা... মানে, অদ্ভুত।'

"অদ্ভুত" : ঠিক যে কথাটা সেভেরিনাস ব্যবহার করেছিলেন,' উইলিয়াম বললেন।

'পার্চমেন্টটাকে ঠিক পার্চমেন্ট ব'লে মনে হয়নি।...মনে হয়েছিল যেন কাপড়...কিন্তু খুব পাতলা কাপড়,' বেন্নো বলে চলল।

'Charta lintea[৪] বা কাপড়ের কাগজ,' উইলিয়াম বললেন। 'আগে কখনো দেখোনি জিনিসটা?'

'শুনেছি জিনিসটার কথা, কিন্তু মনে হয় না আগে দেখেছি কখনো। খুব দামি নাকি, তবে পেলব। সেজন্যই খুব বেশি ব্যবহার হয় না। আরবরা তৈরি করে এটা, তাই না?'

'ওরাই প্রথম। কিন্তু এখানে, এই ইতালিতে, ফাব্রিয়ানোতেও ওটা তৈরি করা হয়। আর...হ্যাঁ, আরে, তাই তো!' হঠাৎ জ্বলজ্বল ক'রে উঠল উইলিয়ামের চোখ জোড়া। 'কী চমৎকার আর মজার একটা আবিষ্কার! দারুণ হলো, বেন্নো। ধন্যবাদ তোমাকে। হ্যাঁ, আমার মনে হয় Charta lintea এখানে এই পুঁথিঘরে নিশ্চয়ই বিরল, কারণ খুব সাম্প্রতিক পাণ্ডুলিপি এখানে আসেনি। আর তা ছাড়া, অনেকেই এই আশঙ্কা করেন যে কাপড়ের কাগজ পার্চমন্টের মতো শতাব্দীর পর শতাব্দী টিকে থাকবে না, এবং সম্ভবত কথাটা সত্য। কল্পনা করা যাক, যদি তাঁরা এখানে ব্রঞ্জের মতন অমন চিরস্থায়ী নয় এমন কিছু চাইতেন...আচ্ছা, তাহলে Charta lintea? খুব ভালো। বিদায়। আর, চিন্তা কোরো না। কোনো বিপদ হবে না তোমার।'

পুরোপুরি আশ্বস্ত করতে না পারলেও, বেন্নোকে আগের চাইতে শান্ত অবস্থায় রেখে আমরা স্ক্রিপ্টোরিয়াম থেকে চ'লে এলাম।

মোহান্ত ভোজনশালায় ছিলেন। উইলিয়াম কাছে গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাইলেন। অ্যাবো চট ক'রে না করতে পারলেন না, তাঁর বাড়িতে আমাদের সঙ্গে কিছুক্ষণের মধ্যে দেখা করতে রাজি হলেন।

BanglaBook.org

টীকা

১. **টেক্সট :**

১. ar. de dictis cuiusdam stulti

২. syr. libellus alchemicus aegypt

৩. Expositio Magistri Alcofribae de coena beati Cypriani Cartaginensis Episcopi

৪. Liber acephalus de stupris virginum et meretricum amoribus

অনুবাদ :

১. আরবী : কতিপয় মূর্খের প্রবাদ প্রসঙ্গে

২. সিরিয়াক : কিমিয়াবিদ্যা-সংক্রান্ত একখানি ক্ষুদ্র মিশরীয় পুস্তক

৩. কার্থেজের বিশপ পুণ্যাত্মা সাইপ্রিয়ানের নৈশভোজ সম্পর্কে গুরু আলকোফ্রিবার ব্যাখ্যা

৪. কুমারীদের ব্যভিচার এবং গণিকাদের প্রণয়ঘটিত ব্যাপারে একটি শিরোনামহীন গ্রন্থ

২. **টেক্সট** : Abbas agraphicus

অনুবাদ : যে মঠাধ্যক্ষ বা মোহান্ত লিখতে পারতেন না

৩. **টেক্সট** : *Firma cautela*

অনুবাদ : কঠোর সতর্কতামূলক ব্যবস্থাসম্পন্ন

ভাষ্য : এখানে একটি ভুল রয়েছে। পোপের এই হুকুমনামা বা বুল-টি অষ্টম বনিফেস-এর জারীকরা, সপ্তম বনিফেস-এর নয়।

৪. **টেক্সট** : Charta lintea

অনুবাদ : কাপড়ের কাগজ

BanglaBook.org

নোনেয

যেখানে মোহান্ত উইলিয়ামের কথা শুনতে অস্বীকৃতি জানান, রত্নের ভাষা নিয়ে আলাপ করেন, এবং সাম্প্রতিক দুঃখজনক ঘটনাবলি নিয়ে যাতে আর কোনো তদন্ত না হয় সে ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

মোহান্তের বাসা চ্যাপ্টার হলের ওপরে, সেটার প্রধান কামরায় তিনি আমাদের সঙ্গে দেখা করলেন; সে ঘরের বিশাল ও দুর্দান্ত জানালাটা দিয়ে সেই পরিষ্কার এবং বাত্যাহত দিনে মঠের গীর্জার ছাদের ওধারে প্রকাণ্ড এডিফিকিয়ুমটা দেখা যাচ্ছে।

জানালার কাছে দাঁড়িয়ে মোহান্ত আসলে গভীরভাবে সেটা পর্যবেক্ষণ করছিলেন, এবং তিনি গম্ভীরভাবে আমাদেরকে সেটা আঙুল তুলে দেখালেন।

'চমৎকার একটা দুর্গ,' তিনি বললেন, 'আর, নুহের নৌকাটা যে স্বর্ণসূত্র মেনে তৈরি করা হয়েছে দুর্গটার আকার-আয়তন সেটারই সারসংক্ষেপ। তিনটা তালাবিশিষ্ট, কারণ ট্রিনিটির সংখ্যা তিন, ইব্রাহিমের কাছে যে-ক'জন দেবদূত এসেছিল তাদের সংখ্যা তিন, বিশাল সেই মাছের পেটে ইউনুসের এবং শবাধারে যীশু ও ল্যাযারাসের কাটানো দিনের সংখ্যাও তিন; তিন-তিন বার যীশু 'পিতাকে' বলেছিলেন তিক্ত পানপাত্রটা তাঁর কাছ থেকে সরিয়ে নিতে, এবং প্রেরিত শিষ্যদের সঙ্গে প্রার্থনা করার জন্য তিনি তিন বার লুকিয়েছিলেন। তিন বার পিটার তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, এবং পুনরুত্থানের পর তিন বার শিষ্যদের সামনে হাজির হয়েছিলেন। ধর্মতাত্ত্বিক সদ্‌গুণের সংখ্যা তিন, আর পবিত্র ভাষা, আত্মার অংশ, বুদ্ধিমান প্রাণী, দেবদূত, মানুষ আর শয়তানের সংখ্যা তিন: শব্দ-ও আছে তিন প্রকার, vox, flatus, pulsus[১] – আর মানব ইতিহাসের রয়েছে তিন যুগ, অনুশাসনের ভূত, বর্তমান, আর ভবিষ্যৎ।'

'মরমী সম্পর্কের এক চমৎকার ঐকতান,' উইলিয়াম সায় দিলেন।

'কিন্তু বর্গাকার আকৃতিও আধ্যাত্মিক শিক্ষায় সমৃদ্ধ,' মোহান্ত ব'লে চললেন। প্রধান দিক চারটি, ঋতুও চার, প্রাকৃতিক শক্তি চার, গরম, শীতল, ভেজা আর শুকনো; জন্ম, বৃদ্ধি, পূর্ণতা ও বৃদ্ধ বয়স; প্রাণিকুলের প্রজাতি, স্বর্গীয়, পার্থিব, বায়বীয় আর জলীয়; রংধনুর রং; অধিবর্ষের জন্য প্রয়োজনীয় বছরের সংখ্যা, সব চার।'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই,' উইলিয়াম বললেন, 'এবং তিন ও চার যোগ করলে সাত হয়, অত্যন্ত রহস্যময় একটা সংখ্যা, তিন গুণ চার বারো, প্রেরিত শিষ্যদের মতো, আর বারো গুণ বারোতে হয় ১৪৪, পাপমুক্তির জন্য নির্বাচিতদের সংখ্যা।' এবং, সংখ্যার এই আদর্শ জগৎ সম্পর্কে মরমী জ্ঞানের এই

BanglaBook.org

শেষ উদাহরণের পরে মোহান্ত আর যোগ করার মতো কিছু পেলেন না। ফলে উইলিয়াম আসল কথায় আসার ফুরসত পেলেন।

'একেবারে সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো নিয়ে আমাদের কথা না বললেই আর নয়, আর সেসব ঘটনা নিয়ে আমি খানিকটা ভাবনা-চিন্তা করেছি,' উইলিয়াম বললেন।

জানালার দিকে পিঠ ফিরিয়ে মোহান্ত কঠোর মুখ ক'রে সোজা উইলিয়ামের দিকে তাকালেন। 'একটু বেশিই ভেবেছেন, সম্ভবত। আমাকে বলতেই হচ্ছে, ধর্মভ্রাতা উইলিয়াম, যে আমি আরো বেশি কিছু প্রত্যাশা করেছিলাম আপনার কাছ থেকে। আপনি আসার পর প্রায় ছ'টা দিন পার হয়ে গেছে; আদেল্‌মো ছাড়াও চার জন সন্ন্যাসী মারা গেছে, ইনকুইযিশন দু'জনকে গ্রেফতার করেছে – ন্যায়বিচার হয়েছে, সন্দেহ নেই, কিন্তু ইনকুইযিটররা যদি আগের অপরাধগুলোর ব্যাপারে মাথা ঘামাতে বাধ্য না হতেন তাহলে এই লজ্জাটা এড়ানো যেতো – আর সবশেষে, যে সভাটিতে আমাকে সভাপতিত্ব করতে হলো সেটা তো – ঠিক এইসমস্ত মন্দ কর্মকাণ্ডের জন্য – দুঃখজনকভাবে শেষ হলো...'

অপ্রস্তুত উইলিয়াম কোনো কথা বললেন না। সন্দেহ নেই, মোহান্ত ঠিকই বলেছেন।

'কথা সত্য,' উইলিয়াম স্বীকার করলেন। 'আমি আপনার প্রত্যাশা মেটাতে পারিনি, কিন্তু কেন পরিনি সেটা আমি খুলে বলছি, মহামহিম। এই অপরাধগুলো কোনো কলহ বা সন্ন্যাসীদের মধ্যে কোনো প্রতিশোধের ঘটনা থেকে ঘটেনি, বরং এমন সব কর্মকাণ্ড থেকে ঘটেছে, যেগুলোর সূত্রপাত ঘটেছিল আবার মঠের দূর ইতিহাসে...'

অস্বস্তির সঙ্গে তাঁর দিকে তাকালেন মোহান্ত। 'কী বলতে চাইছেন? আমি নিজেই উপলব্ধি করছি যে রহস্যের চাবিকাঠিটা ভাণ্ডারীর করুণ ঘটনার মধ্যে নেই – ওটা নেহাত আরেকটা ঘটনার মধ্যে এসে পড়েছে – বরং রয়েছে আরেকটা ঘটনার মধ্যে, যেটা নিয়ে আমি কথা বলতে পারছি না...আমি ভেবেছিলাম ওটা বেশ পরিষ্কার, এবং আপনি সেটার ব্যাপারে আমাকে কিছু বলতে পারবেন...'

'মহামহিম এমন কোনো ঘটনার কথা বলছেন যেটা তিনি পাপস্বীকারোক্তির মাধ্যমে জেনেছেন...' মোহান্ত অন্য দিকে তাকালেন, কিন্তু উইলিয়াম বলে চললেন, 'মহানুভব যদি জানতে চান যে বেরেঙ্গার আর আদেল্‌মোর মধ্যে এবং বেরেঙ্গার ও মালাকির মধ্যে যে অবৈধ সম্পর্ক ছিল সেটা আমি জানি কি না, মহানুভবের কাছ থেকে না জেনেই, তাহলে বলি, হ্যাঁ, মঠের সবাই এটা জানে...'

মোহান্তের মুখটা একেবারে লাল হয়ে উঠল। 'আমার মনে হয় না এই শিক্ষানবিশের সামনে এসব বিষয় নিয়ে কথা বলাটা খুব কাজের হচ্ছে। আর আমার এ-ও মনে হয় না যে সভা যেহেতু হয়ে গেছে, লিপিকর হিসেবে তার আর দরকার আছে আপনার। তুমি যাও, বালক ' অপমানিত হয়ে চলে গেলাম। কিন্তু কৌতূহলবশত আমি হলঘরের দরজার বাইরে গুঁড়ি মেরে বসে রইলাম; দরজাটা একটু খোলা রেখেছিলাম যাতে আলাপটা শুনতে পারি।

BanglaBook.org

উইলিয়াম আবার কথা বলতে শুরু করেছেন : 'কাজেই, তাহলে, এই অবৈধ সম্পর্কগুলো, যদি তা ঘ'টে থাকে, দুঃখজনক ঘটনাগুলোর ওপর তেমন কোনো প্রভাব ফেলেনি। রহস্যের চাবিকাঠিটি অন্য স্থানে, যা আপনি বুঝতে পেরেছেন বলেই মনে হয়েছে। সবকিছুই আবর্তিত হয়েছে একটা বই চুরি এবং সেটার দখলকে নিয়ে, যেটাকে finis africae-তে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল, এবং মালাকির সুবাদে সেটা এখন আবার সেখানেই রয়েছে, যদিও, আপনি তো দেখেছেনই, অপরাধের পরম্পরা তাতে ক্ষান্ত হয়নি।'

একটা দীর্ঘ নীরবতা নেমে এলো; তারপর মোহান্ত ফের কথা বলতে শুরু করলেন, ভাঙা ভাঙা, দ্বিধান্বিত গলায়, অপ্রত্যাশিত কিছু প্রকাশ হয়ে পড়াতে আশ্চার্যান্বিত এক মানুষের মতো 'এটা অসম্ভব...আপনি finis africae আপনি সম্পর্কে কিভাবে জানলেন? আপনি কি গ্রন্থাগারে ঢোকার ব্যাপারে আমার নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেছেন?'

উইলিয়ামের উচিত ছিল সত্য কথাটা স্বীকার করা, কিন্তু তাতে মোহান্তের রোষের আর কোনো সীমা-পরিসীমা থাকত না। তবে, অবশ্যই আমার গুরু মিথ্যে বলতে চাননি। তিনি আরেকটা প্রশ্ন ক'রে মোহান্তের প্রশ্নটার জবাব দিলেন : মহানুভব কি আমাকে আমাদের প্রথম সাক্ষাতের সময়ই বলেননি যে আমার মতো মানুষ, যে কিনা ব্রুনেলাসকে কখনো না দেখেই সেটার বর্ণনা দিয়েছে তার জন্য সেসব স্থানের কথা ভেবে নেয়া কোনো সমস্যা নয় যেসব স্থানে তার প্রবেশাধিকার নেই?'

'তা ঠিক,' আবো বললেন। কিন্তু আপনি যা ভাবছেন তা ঠিক কেন ভাবছেন?'

'আমি কী ক'রে আমার সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি সেটা এক দীর্ঘ কাহিনী। কিন্তু এমন কিছু একটা আবিষ্কার করা থেকে কয়েকজন মানুষকে বিরত রাখতে ধারাবাহিক কয়েকটি অপরাধ সংঘটিত হয়েছে যে-জিনিসটি তারা আবিষ্কার করুক সেটা কাঙ্ক্ষিত ছিল না। এখন, সংগতভাবেই হোক বা ছলচাতুরীর মাধ্যমে হোক, গ্রন্থাগারটার গুপ্ত রহস্যের খানিকটা যারা জানতে পেরেছিল তারা মৃত। কেবল একজন বাকি আছেন : আপনি নিজে।'

'আপনি কী ইঙ্গিত করছেন...আপনি কী ইঙ্গিত করতে চাইছেন...' মোহান্ত বলে উঠলেন।

উইলিয়াম, যিনি সম্ভবত একটা কিছু ইঙ্গিতই করতে চেয়েছিলেন, বললেন, 'আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি বলছি এমন একজন আছে যে জানে, কিন্তু চায় না যে অন্য কেউ তা জানুক। যারা জানে তাদের মধ্যে শেষ ব্যক্তি হিসেবে আপনি পরবর্তী শিকার হতে পারেন। যদি না সেই নিষিদ্ধ বইটির ব্যাপারে আপনি যা জানেন সেটা আপনি আমাকে বলেন, এবং বিশেষ ক'রে, আপনি যা জানেন তা এই মঠে কে জানতে পারে, এবং সম্ভবত আরো বেশি, গ্রন্থাগারটা সম্পর্কে আমাকে বলছেন।'

মোহান্ত বললেন, 'বেশ ঠান্ডা এখানে। চলুন বাইরে যাই।'

দরজার ওখান থেকে দ্রুত সটকে পড়লাম, সিঁড়ির মাথায় তাঁদের জন্য অপেক্ষা ক'রে রইলাম। মোহান্ত আমাকে দেখে মৃদু হাসলেন।

BanglaBook.org

‘এই তরুণ শিক্ষানবিশ গত কয়েক দিনে কত যে মন-খারাপ-করা কথা শুনল! না হে বৎস, মন খারাপ কোরো না বেশি এসব নিয়ে। আমার ধারণা, বাস্তবে যতটা রয়েছে তার চাইতে বেশি ষড়যন্ত্রের কথা কল্পনা করা হয়েছে...’

তিনি একটা হাত উঠিয়ে তাঁর অনামিকায় থাকা একটা দুর্দান্ত অঙ্গুরীয়কে দিবালোকে উদ্ভাসিত হতে দিলেন। সেটার পাথরগুলোর সমস্ত দীপ্তিতে অঙ্গুরীয়টি ঝলমল ক'রে উঠল।

আমাকে লক্ষ্য ক'রে তিনি বললেন, ‘তুমি তো এটা চিনতে পারছো, তাই না? আমার কর্তৃত্বের প্রতীক, কিন্তু আমার বোঝাও বটে। এটা অলংকার নয় : আমি অভিভাবক এমন এক ঐশী কথার বা বাক্যের একটা অসাধারণ সিলোজি বা অবরোহী যুক্তিধারা এটা।’ আঙুলগুলো দিয়ে আংটিটা – বা বলা যায় মানবশিল্প এবং প্রকৃতির সেই মোহনীয় সেরা কাজটির সৃষ্টিকারী বিচিত্র ধরনের পাথরের বিন্যাসটি ছুঁলেন তিনি। বললেন, ‘এটা গোমেদ, বিনম্রতার আয়না, সন্ত ম্যাথুর সারল্য এবং অমায়িক স্বভাবের কথা মনে করিয়ে দেয়; এটা ক্যালসেডানি, দয়ার চিহ্ন, ইউসুফ এবং মহত্তর সন্ত জেমস-এর ধর্মনিষ্ঠার প্রতীক; এটা জাফ্রং, বিশ্বাসের কথা বলে, এবং সন্ত পিটারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট; আর এটা সারডনিক্স, আত্মোৎসর্গের প্রতীক, যা সন্ত বার্থোলোমিউর কথা স্মরণ করায়; এটা নীলকান্তমণি, আশা আর অনুধ্যান, সন্ত অ্যান্ড্রু আর সন্ত পলের পাথর; আর পান্না, যুক্তিপূর্ণ মতবাদ, পাণ্ডিত্য, সহনশীলতা, সন্ত টমাসের সদ্‌গুণ...রত্নের ভাষা কী দুর্দান্ত,’ তাঁর মরমী সুখস্বপ্নে বিভোর হয়ে তিনি ব'লে চললেন, ‘যা ঐতিহ্যের খোদাইকাররা আরন-এর যুক্তিবিচার পদ্ধতি এবং প্রেরিত শিষ্যের বইয়ে (book of apostle) ঐশী জেরুজালেমের বর্ণনা থেকে তর্জমা করেছেন। একইভাবে, যায়নের দেওয়ালগুলো ঠিক সেইসব অলংকার দিয়ে সাজানো যেগুলো দিয়ে মুসার ভাইয়ের বক্ষঃত্রাণ সাজানো হয়েছিল, কেবল চুনী, অকীক এবং অনিক্স ছাড়া, যেগুলোর কথা যাত্রাপুস্তক-এ (Exodus) উল্লেখ করা হলেও, প্রকাশিত বাক্য-তে (বাইবেলের book of Revelation বা the Apocalypse of John) ক্যালসিডনি, সারডনিক্স, ক্রিসোফ্রেজ এবং জ্যাসিন্থ সেগুলোকে প্রতিস্থাপিত করে।’

তিনি আংটিটি দোলালেন এবং সেটার ছটায় আমার চোখ ধাঁধিয়ে গেল, যেন তিনি আমাকে অভিভূত ক'রে দিতে চাইলেন। ‘দুর্দান্ত ভাষা, তাই না? অন্যান্য ফাদারদের কাছে পাথরগুলো অন্য কিছু বোঝায়। তৃতীয় পোপ ইনোসেন্ট-এর কাছে চুনী প্রশান্তি ও ধৈর্যস্বরূপ, গার্নেট, দয়া; সন্ত ব্রুনোর কাছে অ্যাকোয়ামেরিন সেটার নির্মলতম রশ্মির সুবাদে ধর্মতাত্ত্বিক বিদ্যা একীভূত করে। ফিরোজা (Tarquoise) আনন্দের প্রতীক; সারডনিক্স ইঙ্গিত দেয় সেরা ফমের; পোখরাজ (টোপাজ) চেরাব; জ্যাসপার, সিংহাসন; ক্রিসোলাইট, আধিপত্য; নীলকান্তমণি (স্যাফায়ার), সদ্‌গুণাবলি; অনিক্স, ক্ষমতা; বেরিল, ক্ষুদ্র সব রাজ্য; রুবি, দেবদূতশ্রেষ্ঠগণ; এবং পান্না, দেবদূতবৃন্দ। রত্নের ভাষা নানান ধরনের; নির্বাচিত ভাষ্যের বোধ অনুযায়ী, যে-প্রসঙ্গে সেগুলোর অবতারণা করা হয় সে অনুযায়ী, প্রতিটি রত্নই অসংখ্য সত্য প্রকাশ করে। আর, ভাষ্যটির স্তর এবং এবং যথার্থ প্রসঙ্গ কী সেটা কে ঠিক করবে? সেটা তুমি জানো, বৎস। কারণ এটা তোমাকে শেখানো হয়েছে কাজটা করে নির্ভরযোগ্য পাণ্ডিত্য বা জ্ঞান, সবচাইতে নির্ভরযোগ্য ভাষ্যকার,

BanglaBook.org

এবং সবচাইতে সম্মানজনক, আর কাজেই সবচাইতে শুদ্ধতাসম্পন্ন। তা না হলে কী ক'রে আর আমাদের পাপীদের সামনে জগৎ অগুনতি যে-সমস্ত চিহ্ন তুলে ধরে সেগুলোর ব্যাখ্যা করা যায়, শয়তান আমাদেরকে যে ভুল বোঝাবুঝিতে প্রলুব্ধ করে তা কী ক'রে এড়ানো যায়? মনে রেখো : সন্ত হিল্ডেগার্ড সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন, রত্নরাজির ভাষা শয়তান যেভাবে ঘৃণা করে তা একটা আশ্চর্যের বিষয়। জঘন্য জন্তুটা সেটার মধ্যে নানান অর্থ বা নানান স্তরের অর্থ দিয়ে আলোকিত একটা বার্তা দেখতে পায়, এবং সেটাকে নষ্ট ক'রে দিতে চায়, কারণ সে, শত্রু, সেই রত্নরাজির চোখ ধাঁধানো দীপ্তির মধ্যে তার নিজের পতনের আগে সে নিজে যেসব পরমাশ্চর্যের অধিকারী ছিল সেগুলোর প্রতিধ্বনি উপলব্ধি করে, এবং সে বুঝতে পারে যে তাঁর দীপ্তি আগুনের সৃষ্টি, যা আবার তার যন্ত্রণাও বটে।' তিনি আংটিটা বাড়িয়ে ধরলেন, আমি যাতে সেটাতে চুম্বন করতে পারি সেজন্য, এবং আমি হাঁটু গেঁড়ে বসলাম। তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। 'কাজেই, বৎস, নিঃসন্দেহে যেসব ভ্রান্তিপূর্ণ কথা তুমি এ'কদিন শুনেছো সেগুলো তুমি ভুলে যাবে। তুমি সবচাইতে মহৎ সবচাইতে বড়ো সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছো; সেই সম্প্রদায়ের আমি একজন মোহান্ত, এবং তুমি আমার আজ্ঞাধীন। আমার আদেশ শোনো ভুলে যাও, এবং তোমার ঠোঁট যেন চিরদিনের জন্য বন্ধ থাকে। শপথ করো।'

একেবারে অভিভূত, বশীভূত আমি নিশ্চয়ই শপথ ক'রে ফেলতাম। এবং আমার সুবোধ পাঠক, আপনি আমার এই বিশ্বস্ত প্রতিবেদনটি এখন পড়তে পারতেন না। কিন্তু সেই মুহূর্তেই, মোহান্তকে বাধা দিতে – তিনি যে সম্মোহিত অবস্থা সৃষ্টি করেছিলেন সেটা ছিন্ন করতে – উইলিয়াম বাগড়া দিলেন, সম্ভবত আমাকে শপথ করা থেকে বিরত করতে নয়, বরং অন্তর্গত একটা প্রতিক্রিয়াবশত, বিরক্তিবশত।

'এর সঙ্গে এই বালকের কী সম্পর্ক? আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন জিগ্যেস করেছিলাম, একটা বিপদের ব্যাপারে সতর্ক ক'রে দিয়েছিলাম, আমাকে একটা নাম বলতে বলেছিলাম...আপনি কি এখন চান যে আমিও আংটিটাতে চুমো খেয়ে আমি যা জেনেছি বা আমি যা সন্দেহ করি সেসব ভুলে যাওয়ার শপথ করতে বলবেন?'

'ও, আপনি...' মোহান্ত বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেন, 'একজন ভিক্ষাজীবী ফ্রায়ার আমাদের ঐতিহ্যগুলোর সৌন্দর্য অনুধাবন করতে পারবে, বা মৌনতা, গুপ্ত রহস্যগুলো, বদান্যতার রহস্যকে সম্মান করবে এমনটা আমি আশা করি না...হ্যাঁ, বদান্যতা, আর সম্মানবোধ, এবং নীরবতা, যার ওপর আমাদের মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত...আপনি একটা অদ্ভুত গল্প শুনিয়েছেন আমাকে, এক অবিশ্বাস্য গল্প। একটা নিষিদ্ধ বই সম্পর্কে, যে বইটা একের পর এক হত্যার কারণ ঘটিয়েছে, একজন লোকের গল্প যে এমন কিছু জানে যা কেবল আমারই জানা উচিত...কিছু গল্প, কিছু অর্থহীন অভিযোগ। ইচ্ছে করলে বলতে পারেন সেসব আপনি : কেউই আপনার কথা বিশ্বাস করবে না। এবং আপনার উদ্ভট মনগড়া কথার খানিকটা যদি সত্যিও হয়...তো, এখন সবকিছুই আমার নিয়ন্ত্রণে, আমার আজ্ঞাধীন। আমি ব্যাপারটা দেখব, সে উপায় আমার আছে, সে কর্তৃত্ব আমার আছে। গোড়াতেই আমি একটা ভুল করেছিলাম, বাইরের একজন মানুষকে, তা তা সে যতই জ্ঞানী

BanglaBook.org

হোক, যতই বিশ্বাসযোগ্য হোক, তাকে এমন ঘটনার তদন্তভার দিয়েছিলাম যার দায়দায়িত্ব একান্তই আমার। কিন্তু আপনি বুঝতে পেরেছিলেন, আপনি নিজেই সেটা আমাকে বলেছেন; আমি প্রথমে মনে করেছিলাম বুঝি ঘটনাটার সঙ্গে শুদ্ধতার বা পবিত্রতার শপথের লঙ্ঘন জড়িত, এবং (অবিবেচকের মতো) আমি চেয়েছিলাম যে পাপস্বীকারোক্তির মাধ্যমে আমি যা শুনেছিলাম সেটাই অন্য কেউ আমাকে বলুক। তো, এখন আপনি আমাকে সেটা বলেছেন। আপনি যা করেছেন বা করতে চেয়েছেন সেজন্য আমি আপনার কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। প্রতিনিধিদলের আলোচনাসভা শেষ হয়েছে, এবং আমার ধারণা সম্রাটের দরবারে আপনার উপস্থিতি অত্যন্ত জরুরী হয়ে উঠেছে। আপনার মতো মানুষের সাহচর্য থেকে কেউ এতদিন নিজেকে বঞ্চিত রাখে না। আপনাকে আমি মঠ ত্যাগের অনুমতি দিচ্ছি। আজ মনে হচ্ছে দেরিই হয়ে গেছে আমি চাই না আপনি সূর্যাস্তের পর ভ্রমণ করুন, কারণ রাস্তাঘাট নিরাপদ নয়। আপনি আগামীকাল খুব ভোরে বিদায় নেবেন। না, না, আমাকে ধন্যবাদ জানাবেন না। ধর্মভ্রাতাদের মধ্যে এক ধর্মভ্রাতা হিসেবে আপনাকে এখানে পেয়ে, আমাদের আতিথ্য দিয়ে আপনাকে সম্মান জানাতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। আপনি আপনার শিক্ষানবিশকে নিয়ে এখন আসতে পারেন, মালপত্র গুছিয়ে নিন। কাল ভোরে আমি আবার আপনাদের বিদায় জানাব। আপনাকে সর্বান্তকরণে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। স্বভাবতই, তদন্ত চালিয়ে যাওয়ার আর কোনো প্রয়োজন নেই আপনার। সন্ন্যাসীদের আর বিরক্ত করবেন না। আপনারা যেতে পারেন।'

এটা তো ছাঁটাইয়েরও বাড়া, এটা বহিষ্কার। উইলিয়াম বিদায় জানালেন, আমরা সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এলাম।

'এর মানে কী?' আমি জিগ্যেস করলাম। কিছুই বুঝতে পারছিলাম না আমি।

'একটা তত্ত্বপ্রকল্প (হাইপোথিসিস) দাঁড় করাবার চেষ্টা করো। কী ক'রে কাজটা করতে হয় সেটা নিশ্চয়ই শিখেছ তুমি।'

'আসলে, আমি শিখেছি যে আমাকে অবশ্যই দুটো তত্ত্বপ্রকল্প দাঁড় করাতে হবে, একটার বিপরীতে আরেকটা, এবং দুটোই অবিশ্বাস্য। বেশ তো...' আমি ঢোক গিললাম। তত্ত্বপ্রকল্প তৈরির কথা শুনে কেমন ভয় ভয় লাগছিল আমার। 'প্রথম তত্ত্বপ্রকল্পটা হচ্ছে : মোহান্ত এরই মধ্যে সবকিছু জেনে গিয়েছিলেন, এবং ভেবেছিলেন আপনি কিছুই বের করতে পারবেন না। দ্বিতীয়টি হলো মোহান্ত কিছুই সন্দেহ করেননি (কী নিয়ে সন্দেহ করেননি তা আমি বলতে পারব না, কারণ আপনার মনে কী আছে তা আমি জানি না)। কিন্তু সে যা-ই হোক, তিনি ভেবেছিলেন এর সবটাই ঘটেছে একটা ঝগড়ার কারণে...দুই পায়ুকামী সন্ন্যাসীর কারণে... তো, এখন আপনি তাঁর চোখ খুলে দিয়েছেন, হঠাৎ ক'রেই তিনি ভয়ংকর কিছু একটা উপলব্ধি করেছেন, একটা নামের কথা ভেবেছেন, অপরাধগুলো কে করতে পারে সে-ব্যাপারে ঠিক ঠিক ধারণা করতে পেরেছেন। কিন্তু এই পর্যায়ে তিনি নিজেই ব্যাপারটার সমাধান করতে চান, এবং মঠের সম্মান রক্ষা করবার জন্য আপনাকে এসব থেকে দূরে রাখতে চান।

Banglabook.org

'চমৎকার বলেছ! যুক্তি প্রয়োগ করতে ভালোই শিখেছ তুমি। কিন্তু তুমি খেয়াল করো যে দুটো ক্ষেত্রেই আমাদের মোহান্ত মঠের সুনামের ব্যাপারে বেশি উদ্বিগ্ন। তিনি খুনী বা পরবর্তী শিকার, যা-ই হোন না কেন, তিনি চান না যে তাঁর পবিত্র সম্প্রদায় সম্পর্কে কোনো নিন্দাসূচক কথা এই পর্বতগুলোর ওপাশে ছড়াক। তাঁর সন্ন্যাসীদের খুন করো, কিন্তু তাঁর মঠের সম্মানে হাত দিয়ো না। আহ্, যত্তসব...' উইলিয়াম ধীরে ধীরে মহা খাপ্পা হয়ে উঠছেন, 'সেই জারজ সামন্ত প্রভু, সেই ময়ূরটা যে কিনা অ্যাকুইনাস-এর গোরখোদক হওয়ার কারণে বিখ্যাত হয়েছিল, সেই পেটমোটা মদ-রাখার ছাগচর্ম যে বেঁচে আছে তা কেবল সে গেলাসের তলার মতো অ্যাব্বড় একটা আংটি পরে ব'লে! হামবড়া, হামবড়া, তোমরা সব ক্লুনিয়াক, হামবড়া, প্রিন্সদের চাইতেও খারাপ, ব্যারনদের চাইতেও ব্যারনসুলভ।'

'গুরু...!' আহত হয়ে আমি ভর্ৎসনার সুরে বলে উঠলাম।

'তুমি চুপ করো, তুমিও একই ধাতুতে তৈরি। তোমার দলটা সাধারণ লোকজনের নয়, বা সাধারণ লোকজনের পুত্রদের নয়। কোনো কৃষক তোমাদের কাছে এলে তোমরা হয়ত তাকে গ্রহণ করবে, কিন্তু গতকাল যেমন দেখলাম, তোমরা তাকে অযাজকীয় বাহিনীর (সেকুলার আর্ম) কাছে তুলে দিতে দ্বিধা করো না। কিন্তু তোমাদের নিজের একজন হিসেবে না, না; তাকে অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। অ্যাবো কিন্তু বদমাশটাকে শনাক্ত করতে পারেন, ভূগর্ভস্থ রত্নভাণ্ডারে তাকে ছুরি মারতে পারেন, রেলিকারিরগুলের মধ্যে তার কিডনির কাটা টুকরোগুলো ভাগ ক'রে দিতে পারেন, যদি তাঁর মঠের মর্যাদা রক্ষা হয়...কিন্তু একজন ফ্রান্সিকানকে, একজন সাধারণ মাইনরাইটকে ডেকে তাঁর পবিত্র গৃহের ইঁদুরের বাসাটা খুঁজে বের করতে দেয়া? উঁহুঁ, না, এই কাজটা অ্যাবো করতে পারবেন না। ধন্যবাদ ধর্মভ্রাতা উইলিয়াম, সম্রাটের আপনাকে প্রয়োজন, দেখেছেন কী চমৎকার একটা আংটি আছে আমার, বিদায়। তবে চ্যালেঞ্জটা এখন কেবল আমার আর অ্যাবোর মধ্যে নেই, এটা আমার আর পুরো ব্যাপারটার মধ্যে এর শেষ না দেখে এখান থেকে বের হচ্ছি না আমি। উনি চান কাল সকালের মধ্যে আমি এখান থেকে চ'লে যাই, তাই তো? বেশ তো, এটা তাঁর নিবাস; কিন্তু আগামীকাল সকালের আগে আমাকে জানতেই হবে। হবেই হবে।'

'জানতেই হবে আপনাকে? কে জানতে বাধ্য করছে আপনাকে?'

'কেউ আমাদেরকে জানতে বাধ্য করে না, আদ্সো। জানতে আমাদের হবেই, সেটাই সাফ কথা, এমনকি যদি সেটাকে ভুলভাবে জানি বা বুঝি তাহলেও।'

উইলিয়ামের মুখে আমার সম্প্রদায় এবং সেটার মোহান্তদের প্রতি অবজ্ঞাসূচক কথা শুনে আমি তখনো গ্লানিবোধে আচ্ছন্ন। এবং অ্যাবোকে খানিকটা দায়মুক্ত করার চেষ্টা করলাম তৃতীয় একটা তত্ত্বপ্রকল্প তৈরি ক'রে – এমন একটা নৈপুণ্য প্রয়োগ ক'রে যেটাতে আমি বেশ দক্ষ হয়ে উঠছিলাম। আমি বললাম, 'আপনি কিন্তু তৃতীয় একটা সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করেননি, গুরু। গত ক'দিন ধ'রে আমরা খেয়াল করেছি, আর আজ সকালে নিকোলাস আমাদের কাছে খুলে বলার পর এবং গীর্জায় আমরা যেসব কানকথা বা গুজব শুনেছি তাতে এটা আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে,

BanglaBook.org

একদল ইতালীয় সন্ন্যাসী আছে যারা বিদেশী গ্রন্থাগারিকদের ধারাবাহিকতা সহ্য করতে পারে না; তাদের অভিযোগ মোহান্ত ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান দেখাচ্ছেন না, এবং আমি যতটুকু বুঝতে পারি, তারা সবাই বৃদ্ধ আলিনার্দোর পেছনে মুখ লুকিয়েছে তাঁকে শিখণ্ডীর মতো সামনে ঠেলে দিয়ে, মঠে একটা নতুন প্রশাসনের দাবিতে। কাজেই, সম্ভবত মোহান্ত এই ভয় পাচ্ছেন যে আমাদের রহস্যোদ্‌ঘাটন শত্রুদের হাতে একটা অস্ত্র তুলে দেবে, এবং সমস্যাটা তিনি গভীর বিচক্ষণতার সঙ্গে সামাল দেবেন...'

'সেটা হতে পারে। কিন্তু তার পরও উনি একটা পেটমোটা মদ-রাখার ছাগচর্ম, এবং উনি নিজের মরণ ডেকে আনছেন।'

আমরা তখন ক্লয়সটারে ছিলাম। বাতাস ক্রমেই ক্রুদ্ধ থেকে ক্রুদ্ধতর হয়ে উঠছিল পুরোটা সময় জুড়ে, আলো কমে আসছিল, অথচ সবে নোনেয পার হয়েছে। দিনটি সূর্যাস্তের দিকে গড়িয়ে যাচ্ছে, এবং আমাদের হাতে সময় নেই বললেই চলে।

উইলিয়াম বললেন, 'দেরি হয়ে গেছে, এবং মানুষের হাতে যখন সময় কম থাকে তখন তাকে মাথা ঠান্ডা রাখতে হয়। আমাদেরকে এমনভাবে কাজ করতে হবে যেন আমাদের হাতে অফুরন্ত সময় রয়েছে। একটা সমস্যা সমাধান করতে হবে আমাকে কী ক'রে finis Africae-তে ঢোকা যায়, কারণ শেষ উত্তরটা নির্ঘাত ওখানেই আছে। তারপর একজনকে বাঁচাতে হবে আমাদের, কাকে সেটা এখনো ঠিক করিনি আর সবশেষে, আস্তাবলের দিক থেকে কিছু একটা আশা করছি আমরা; একটা চোখ রেখো ওদিকে...ওই দেখো, কী হুড়োহুড়ি...'

আসলেই, এডিফিকিয়ুম এবং ক্লয়স্টারের মধ্যখানের জায়গাটা অস্বাভাবিক রকমের প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠেছে। একটু আগে, একজন শিক্ষানবিশ মোহান্তের নিবাসের দিক থেকে এসে এডিফিকিয়ুমের দিকে চ'লে গিয়েছিল। এখন নিকোলাস সেখান থেকে বেরিয়ে এসে ডরমিটরির দিকে যাচ্ছেন। এক কোনায়, সকালের সেই দলটা – প্যাসিফিকাস, আয়মারো, আর পিটার – আলিনার্দোর সঙ্গে গভীর আলাপে মগ্ন, যেন তাঁকে কোনো একটা ব্যাপারে রাজি করাতে চাইছেন।

এরপর মনে হলো তাঁরা একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। তখনো গড়িমসি করতে থাকা আলিনার্দোকে জড়িয়ে ধরে আয়মারো মঠের আবাসস্থলের দিকে এগোলেন। তাঁরা ভেতরে ঢুকতে যাবেন এই সময় নিকোলাস ডরমিটরি থেকে বেরিয়ে এলেন, ইয়র্গেকে নিয়ে একই দিকে চললেন। দুই ইতালীয়কে ভেতরে ঢুকতে দেখে তিনি ইয়র্গের কানে ফিসফিস ক'রে কিছু বললেন, এবং বৃদ্ধ মানুষটি মাথা ঝাঁকালেন যা-ই হোক, তাঁরা দুজনে চ্যাপটার হাউজের দিকে এগোতে থাকলেন।

'পরিস্থিতিটা মোহান্ত নিজের হাতে নিয়ে নিচ্ছেন...' উইলিয়াম উদাসীনভাবে বিড়বিড় ক'রে বললেন। এডিফিকিয়ুম থেকে আরো সন্ন্যাসী বেরিয়ে আসছে, এডিফিকিয়ুমেই থাকে তারা, আর তাঁদের ঠিক পিছেই বেন্নোকে দেখা গেল; আমাদের দিকেই এগিয়ে এলো সে, এবং তাকে আগের চাইতেও বেশি উদ্বিগ্ন দেখাল।

'স্ক্রিপ্টোরিয়ামে একটা অস্থিরতা দেখা দিয়েছে,' তিনি আমাদেরকে বললেন। 'কেউ কাজ

BanglaBook.org

করছে না, সবাই কেবল নিজের মধ্যে কথা বলছে...কী ঘটছে?'

'যা ঘটছে তা হলো, আজ সকাল পর্যন্তও যাদেরকে সবচাইতে বেশি সন্দেহ করা হয়েছিল তারা সবাই মারা গেছে। গতকাল পর্যন্তও সবাই নির্বোধ, বিশ্বাসঘাতক এবং কামুক বেরেঙ্গারের ব্যাপারে সতর্ক ছিল, তারপর এক সন্দেহভাজন ধর্মদ্বেষী ভাণ্ডারীর বিষয়ে, আর সবশেষে ছিল প্রায় সবার অপছন্দের মালাকি...এখন তারা জানে না কার ওপর নজর রাখবে, এবং অবিলম্বে একজন শত্রু বা কোনো বলির পাঁঠা দরকার তাদের। আর এখন প্রত্যেকে প্রত্যেকে সন্দেহ করছে, কেউ আবার ভীত, তুমি যেমন; আবার কেউ কেউ ঠিক অন্যদের ভয় দেখাবে ব'লে ঠিক করেছে। তোমরা সবাই খুবই উত্তেজিত। আদ্‌সো, আস্তাবলটার দিকে খেয়াল রেখো মাঝেমধ্যে। আমি একটু বিশ্রাম নিতে যাচ্ছি।'

আমার তাজ্জব হওয়া উচিত ছিল : যখন তাঁর হাতে আর মাত্র অল্প কয়েক ঘণ্টা আছে তখন বিশ্রাম নিতে যাওয়া খুব একটা বিচক্ষণের কাজ ব'লে মনে হয় না। কিন্তু এ ক'দিনে আমি আমার গুরুকে চিনে গেছি। তাঁর শরীর যত শিথিল, তাঁর মনটা ততই উচ্ছল।

টীকা

১. **টেক্সট** : vox, flatus, pulsus

অনুবাদ : কণ্ঠ, শ্বাস আর স্পন্দন

ভাষ্য : এটা সম্ভবত মানুষের বাক বা বাচনের উপাদানগুলোর কথা বলছে; *vox* হচ্ছে স্বরবর্ণ বা স্বরধ্বনি, *flatus* মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনি আর *pulsus* অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনি।

২. **টেক্সট** : seraphim

ভাষ্য : প্রেম, আলো, আবেগ ও পবিত্রতার প্রতীক উচ্চমার্গের দেবদূত।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ভেসপার্স এবং কমপ্লিনের মাঝখানে

যেখানে দীর্ঘ সময়ব্যাপী হতভম্ব দশার কথা বর্ণিত হয়েছে।

এরপরে, ভেসপার্স এবং কমপ্লিনের মাঝখানে, যা যা ঘটল তার বর্ণনা দেয়া আমার জন্য খুব কঠিন।

উইলিয়াম ছিলেন না। আমি আস্তাবলের আশপাশে ঘুরে বেড়ালাম, কিন্তু অস্বাভাবিক কিছুই দেখলাম না। বাতাসের কারণে হতচকিত, অস্থির জন্তুগুলোকে সহিসরা ভেতরে নিয়ে আসছিল, এ ছাড়া বাকি সব শান্তই ছিল।

আমি গীর্জার ভেতরে ঢুকলাম, সবাই ইতিমধ্যে যার যার স্টলে ফিরে এসেছে, কিন্তু মোহান্ত খেয়াল করলেন যে ইয়র্গে অনুপস্থিত। একটা ভঙ্গি ক'রে তিনি প্রার্থনা অনুষ্ঠানটি বিলম্বে শুরু করতে বললেন। বৃদ্ধ মানুষটির খোঁজ করবার জন্য তিনি বেন্নোকে ডেকে পাঠালেন, কিন্তু বেন্নো সেখানে ছিলেন না কেউ একজন মনে করিয়ে দিলেন যে বেন্নো সম্ভবত স্ক্রিপ্টোরিয়াম বন্ধ করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এ কথা শুনে বিরক্ত হয়ে মোহান্ত বললেন বেন্নো যে কোনো কিছুই বন্ধ করতে পারবে না সেটা আগেই বলা হয়েছে কারণ সে নিয়মকানুনগুলো জানে না। আলেসান্দ্রিয়ার আয়মারো তাঁর স্টল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন : 'পিতৃপ্রতিম অনুমতি দিলে আমি যাই, তাকে ডেকে নিয়ে আসি...'

'আপনাকে কেউ কিছু করতে বলেনি,' মোহান্ত চাঁচাছোলা ভাষায় ব'লে উঠলেন। আয়মারো তাঁর জায়গায় ব'সে পড়লেন, তবে তার আগে তিভোলির প্যাসিফিকাসের দিকে বোধাতীত দৃষ্টিতে এক নজর তাকাতে ভুললেন না। মোহান্ত নিকোলাসকে ডেকে পাঠালেন, কিন্তু দেখা গেল তিনিও অনুপস্থিত। কেউ একজন তাঁকে মনে করিয়ে দিলেন যে নিকোলাস রাতের খবার তৈরিতে ব্যস্ত, আর তা শুনে মোহান্ত বিরক্তির একটা ভঙ্গি করলেন, যেন তাঁর যে ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে সেটা প্রকাশ পাওয়ায় তিনি অসন্তুষ্ট।

তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন. 'আমি ইয়র্গেকে এখানে চাই খুঁজে বের করো। তুমি যাও!' শিক্ষানবিশদের গুরুকে হুকুম করলেন তিনি।

আরেকজন দেখিয়ে দিলেন যে আলিনার্দো-ও অনুপস্থিত। 'আমি জানি,' মোহান্ত বললেন, 'তাঁর শরীর ভালো নেই।' সান্ত'আলবানো-র পিটারের কাছে ছিলাম আমি, শুনলাম তিনি তাঁর পাশের জন, নোলার গুনযো-র উদ্দেশে মধ্য ইতালির অশিষ্ট উপভাষায় ব'লে উঠলেন (যার খানিকটা আমি বুঝে ফেললাম) আমারও তা-ই মনে হয়। আজ, সংলাপটার পর যখন সে বেরিয়ে এলো, তখন তাঁকে একবারে বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল। অ্যাবো ব্যাবিলনের বেশ্যার মতো ব্যবহার করছেন!'

BanglaBook.org

শিক্ষানবিশদের মধ্যে একটা হতবিহ্বল দশা; তাদের বালসুলভ সংবেদনশীলতা নিয়ে তারা কয়্যারে বিরাজমান উত্তেজনাটি অনুভব করছিল, যেমনটা আমিও অনুভব করেছিলাম। একটা দীর্ঘ নীরবতা এবং অস্বস্তিসূচক অবস্থা নেমে এলো। মোহান্ত কিছু স্তোত্র গাইবোর হুকুম করলেন, এবং চটজলদি তিনি তিনটি স্তোত্র নির্বাচন করলেন, যদিও 'বিধি' মোতাবেক সেগুলো ভেসপার্স-এ গাইবার কথা নয়। সবাই একে অন্যের দিকে চাইল, তারপর নীচু গলায় প্রার্থনা করতে শুরু করল। শিক্ষনবিশদের গুরু ফিরে এলেন, তাঁর পেছন পেছন বেন্নো; মাথা নীচু ক'রে সে নিজ আসনে ব'সে পড়ল। ইয়র্গেকে স্ক্রিপ্টোরিয়াম বা তাঁর কুঠুরি কোথাও পাওয়া যায়নি। মোহান্ত প্রার্থনা অনুষ্ঠান শুরু করার হুকুম দিলেন।

সেটা শেষ হওয়ার পর, কেউ নৈশাহারের দিকে এগোবার আগেই আমি উইলিয়ামকে ডাকতে গেলাম। তিনি সমস্ত পোশাক প'রেই তাঁর খড়ের বিছানার ওপর সটান হয়ে আছেন। তিনি বললেন তিনি খেয়াল করেননি যে দেরি হয়ে গেছে। যা ঘটেছে তা তাঁকে সংক্ষেপে জানালাম। তিনি মাথা নাড়লেন।

কয়েক ঘণ্টা আগে যিনি ইয়র্গের সঙ্গে ছিলেন, সেই নিকোলাসকে দেখা গেল খাবারঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। উইলিয়াম তাঁকে জিগ্যেস করলেন বৃদ্ধ মানুষটি তখনই মোহান্তের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন কি না। নিকোলাস জানালেন ইয়র্গেকে অনেকক্ষণ দরজার বাইরে অপেক্ষা করতে হয়েছিল, কারণ আলিনার্দো ও আলেসান্দ্রিয়ার আয়েমারো হলঘরে ছিলেন। মোহান্ত ইয়র্গের সঙ্গে দেখা করার পর তিনি বেশ কিছুক্ষণ ভেতরে ছিলেন, এবং নিকোলাস তাঁর জন্য অপেক্ষা করেছেন। তারপর তিনি বেরিয়ে আসেন, এবং নিকোলাসকে বলেন তাঁকে গীর্জায় এগিয়ে দিয়ে আসতে, ভেসপার্সের আগে তখনো সেটা ঘণ্টাখানেক নিরিবিলিই ছিল।

ভাণ্ডারীর সঙ্গে আমাদেরকে কথা বলতে দেখলেন মোহান্ত। তিনি সতর্ক ক'রে দেবার সুরে বললেন, 'ধর্মভ্রাতা উইলিয়াম, আপনি কি এখনো তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছেন?' তিনি যথারীতি উইলিয়ামকে টেবিলে বসতে বললেন, কারণ বেনেডিক্টীয় আতিথেয়তা অত্যন্ত পবিত্র।

নৈশাহারটা সচরাচর যেমন হয় তার চাইতে নীরব এবং বিষণ্ন হলো। করাল সব চিন্তায় আচ্ছন্ন মোহান্ত তেমন কিছুই খেলেন না। শেষে তিনি সব সন্ন্যাসীকে তাড়াতাড়ি কমপ্লিনে যেতে বললেন।

তখনো আলিনার্দো এবং ইয়র্গের দেখা নেই। সন্ন্যাসীরা আঙুল তুলে বৃদ্ধ মানুষটির ফাঁকা আসনের দিকে দেখিয়ে ফিসফিস ক'রে কীসব বলছিল। প্রার্থনা অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর মোহান্ত সবাইকে বার্গসের ইয়র্গের স্বাস্থ্যের জন্য একটা বিশেষ প্রার্থনা করতে বললেন। যদিও এটা পরিষ্কার হলো না যে তিনি শারীরিক না চিরন্তন স্বাস্থ্যের কথা বললেন। সবাই বুঝতে পারল সম্প্রদায়ের ওপর নতুন একটা বিপর্যয় নেমে আসতে যাচ্ছে। এরপর মোহান্ত সব সন্ন্যাসীকে বরাবরের চাইতে বেশি তৎপরতার সঙ্গে যার যার খড়ের বিছানায় আশ্রয় নেবার হুকুম দিলেন। তিনি আদেশ দিলেন কাউকেই যেন ডরমিটরির বাইরে ঘোরাফেরা করতে দেখা না যায়, এবং

BanglaBook.org

তিনি 'কাউকেই' কথাটার ওপর বিশেষ জোর দিলেন। মুখের ওপর শিরঢাকাটা টেনে দিয়ে, মাথা নীচু ক'রে, কারো সঙ্গে কোনো মন্তব্য বিনিময় না ক'রে, একে অন্যের গায়ে মৃদু খোঁচা না দিয়ে, বিদ্যুচ্চমকের মতো হাসি না হেসে, ধূর্ত আর গুপ্ত ছোটোখাটো যেসব পদস্খলনের কথা ব'লে এক অন্যকে তারা প্রলুব্ধ করে সেগুলোর কিছুই উল্লেখ না ক'রে ভয়ার্ত শিক্ষনবিশেরা প্রথমে সবার আগে বেরিয়ে গেল (কারণ শিক্ষানবিশেরা তরুণ সন্ন্যাসী হলেও তারা এখনো নেহাতই বালক, আর তাদের গুরুদের ভর্ৎসনা তাদেরকে তাদের কম বয়সের দাবি অনুযায়ী বালসুলভ ব্যবহার করা থেকে বিরত রাখতে পারে না)।

বড়োরা সার বেঁধে বেরিয়ে যাওয়ার পর, আমি নিজের অজান্তেই সেই দলটার সারিতে প'ড়ে গেলাম যেটাকে আমি এতক্ষণ 'ইতালীয়' ব'লে চিহ্নিত করেছি। প্যাসিফিকাস আয়মারোকে ফিসফিস ক'রে বলছিলেন, 'আপনি কি সত্যিই মনে করেন ইয়র্গে কোথায় তা অ্যাবো জানে না?' তার জবাবে আয়মারো বললেন, 'তা সে জানতে পারে, আর এ-ও জানতে পারে যে ইয়র্গে যেখানে আছে সেখান থেকে হয়ত তিনি আর কখনোই ফিরে আসবেন না। হয়ত বৃদ্ধ অনেক বেশি কিছু চেয়েছিলেন, এবং অ্যাবো তাঁকে আর চায় না...'

উইলিয়াম আর আমি যখন তীর্থযাত্রীদেও বিশ্রামাগারে আশ্রয় নেবার ভান করছি, তখন দেখলাম মোহান্ত খাবারঘরের তখনো-খোলা-থাকা দরজাটা দিয়ে আবার এডিফিকিয়ুমে ঢুকছেন। উইলিয়াম কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বললেন আমাকে; অঙ্গনটা একবারে ফাঁকা হয়ে যাওয়ার পর তিনি আমাকে তাঁর পিছু নিতে বললেন। আমরা দ্রুত ফাঁকা জায়গাটা পার হয়ে গীর্জায় ঢুকে গেলাম।

BanglaBook.org

কমপ্লিনের পর

যেখানে, অনেকটা দৈবক্রমে, উইলিয়াম finis Africae-তে প্রবেশ করার রহস্য উদ্‌ঘাটন করেন।

প্রবেশপথের কাছে, একটা স্তম্ভের পেছনে – যেখান থেকে খুলিভরা চ্যাপেলটার দিকে নজর রাখতে পারব – আমরা দুই আততায়ীর মতো ওঁৎ পেতে রইলাম। উইলিয়াম বললেন, 'অ্যাবো এডিফিকিয়ুম বন্ধ করতে গিয়েছেন। ভেতর থেকে সব দরজা বন্ধ ক'রে দেবার পর কেবল অস্থিশালা দিয়েই তিনি বের হতে পারবেন।'

'আর তারপর?'

'আর তারপর আমরা দেখব তিনি কী করেন।

তিনি কী করেন সেটা আমরা আবিষ্কার করতে পারিনি। এক ঘণ্টা চ'লে গেল, তার পরও তিনি বেরিয়ে এলেন না। আমি বললাম, উনি finis Africae-তে গেছেন। সম্ভবত, উইলিয়াম জবাব দিলেন। আরো তত্ত্বপ্রকল্প তৈরিতে উৎসুক আমি যোগ করলাম : এমনও হতে পারে তিনি হয়ত খাবারের ঘর দিয়েই বেরিয়ে এসেছিলেন, এবং ইয়র্গের খোঁজে গেছেন। তার জবাবে উইলিয়াম বললেন সেটাও সম্ভব। আমি কল্পনার রাশ আরো খানিকটা আলগা ক'রে দিয়ে বললাম হতে পারে, ইয়র্গে এরই মধ্যে মারা গেছেন। হয়ত তিনি এডিফিকিয়ুমেই আছেন, এবং মোহান্তকে খুন করছেন। হয়ত তাঁরা দু'জনেই এখন অন্য কোথাও, এবং অন্য কেউ তাঁদের জন্য ওঁৎ পেতে আছে। 'ইতালীয়রা' কী চেয়েছিলেন? আর বেন্নোই-বা এত ভয় পাচ্ছিল কেন? সেটা কি স্রেফ একটা ভাঁওতা, আমাদেরকে ভুলপথে চালিত করবার জন্য? যদি সে না-ই জানে স্ক্রিপ্টোরিয়াম কী ক'রে বন্ধ করতে হয়, বা সেখান থেকে বের হয়ে আসতে হয় তাহলে ভেসপার্সের সময় সে সেখান থেকে আসতে এত দেরি করছিল কেন? সে কি গোলকধাঁধাটার নানান প্যাসেজ ঘুরে দেখতে চেয়েছিল?

'সবই সম্ভব,' উইলিয়াম বললেন। 'কিন্তু ঘটছে, বা ঘটেছে, বা ঘটতে যাচ্ছে কেবল একটাই ঘটনা। এবং শেষ পর্যন্ত ঐশী বিধান আমাদেরকে এক উজ্জ্বল নিশ্চয়তা দান করতে যাচ্ছে।'

সেটা কী?' বড়ো আশা নিয়ে আমি শুধোলাম।

'এই যে, বাস্কারভিলের উইলিয়াম, যার কিনা এখন ধারণা হচ্ছে যে সে সবকিছু জেনে গেছে, সে finis Africae-তে ঢোকার উপায় জানে না। আস্তাবলের দিকে, আদ্‌সো, আস্তাবলের দিকে।'

'আর, মোহান্ত যদি আমাদের দেখে ফেলেন?'

BanglaBook.org

'তখন আমরা এক জোড়া ভূত ব'নে যাওয়ার ভান করব।'

সমাধানটা আমার কাছে খুব একটা বাস্তবসম্মত ব'লে মনে হলো না, কিন্তু আমি চুপ থাকলাম। উইলিয়াম অস্থির হয়ে উঠছেন। আমরা উত্তর দরজাটা দিয়ে বেরিয়ে এসে গোরস্থানটা পার হলাম, এদিকে জোর শোঁ শোঁ শব্দে বাতাস ব'য়ে চলেছে, এবং আমি সদাপ্রভুর কাছে অনুনয় ক'রে বললাম যেন দুটো ভূতের সঙ্গে আমাদের দেখা করিয়ে না দেন, কারণ রাতের বেলায় মঠে যন্ত্রণাকাতর আত্মার অভাব ঘটে না। আমরা আস্তাবলে পৌঁছুলাম, ঘোড়াগুলোর সাড়া পেলাম, প্রাকৃতিক শক্তিগুলোর রুদ্ররোষের কারণে প্রাণীগুলো আগের চাইতে বেশি অস্থির, উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। ভবনটার প্রধান দরজায়, মানুষের বুক বরাবর একটা চওড়া ধাতব ঝাঁঝরি আছে, সেটার ভেতর দিয়ে ভেতরটা দেখা যায়। অন্ধকারে আমরা ঘোড়াগুলোর অবয়ব ঠাওর করতে পারলাম। বাম থেকে প্রথমে, ব্রুনেলাসকে চিনতে পারলাম আমি। তার ডানে, সারির তৃতীয় প্রাণীটা আমাদের উপস্থিতি টের পেয়ে মাথা তুলল, এবং একটা নাকি শব্দ ক'রে উঠল। আমি মৃদু হেসে বলে উঠলাম, 'Tertius equi[১]।'

উইলিয়াম জিগ্যেস করলেন, 'কী?'

'কিছু না। বেচারা সালভাতোরের কথা ভাবছিলাম আমি। ঈশ্বর জানেন সে কী করতে চেয়েছিল সেই ঘোড়াটা দিয়ে; এবং তার সেই লাতিনে সে ওটাকে বলেছিল "tertius equi"। যেটা হবে *u* অক্ষরটা।

'*u*'? উইলিয়াম জিগ্যেস করলেন; খুব একটা গুরুত্ব না দিলেও আমার আবোলতাবোল কথা তিনি শুনতে পেয়েছিলেন।

'হুম, কারণ "tertius equi" মানে তৃতীয় ঘোড়া নয়, বরং ঘোড়ার তৃতীয়, আর "*equus*"-এর (লাতিন ভাষায়, ঘোড়া) তৃতীয় হরফ হচ্ছে *u*। কিন্তু এসবের কোনো মানে নেই...'

উইলিয়াম আমার দিকে তাকালেন, এবং অন্ধকারে মনে হলো তার চেহারাটা পালটে গেছে। তিনি আমাকে বললেন, 'ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুক, আদ্‌সো! আরে, তাই তো! suppositio materialis[২], আলোচনাটা de dicto বিষয়ক না, de re বিষয়ক। তিনি নিজের কপালে এত জোরে এক আঘাত করলেন যে আমি ঠাস একটা আওয়াজ শুনলাম, এবং আমার ধারণা তিনি বেশ আঘাত পেতে পেয়েছেন। 'বৎস আমার, আজ দ্বিতীয়বারের মতো প্রজ্ঞা তোমার মুখ দিয়ে কথা বলেছে, প্রথমবার স্বপ্নে, আর এখন এই জাগ্রত অবস্থায়! দৌড়াও, তোমার কুঠুরিতে গিয়ে বাতিটা নিয়ে এসো; না, আমাদের লুকিয়ে রাখা দুটো বাতিই নিয়ে এসো। কেউ যেন তোমাকে না দেখে; তারপর একদম দেরি না ক'রে গীর্জায় আমার সঙ্গে দেখা করো। কোনো প্রশ্ন কোরো না! যাও!'

আমি কোনো প্রশ্ন না ক'রে ছুটলাম। বাতি দুটো আমার বিছানার নীচে ছিল, তেল ভরা, এবং আগে থেকেই সেটাকে টিপটপ ক'রে রেখে এসেছিলাম।

আমার পোশাকের ভেতর চকমকি পাথর নিয়ে নিলাম। বুকের কাছে দুটো দামি হাতিয়ার চেপে ধ'রে আমি গীর্জার ভেতর গিয়ে ঢুকলাম।

BanglaBook.org

উইলিয়াম তেপয়াটার নীচে ছিলেন, ভেনানশিয়াসের নোট লেখা পার্চমেন্টটা আবার পড়ছিলেন। তিনি আমাকে দেখে বললেন, 'আদসো, "primum et septimum de quatuor[৩]-এর মানে চারটির প্রথম ও সপ্তম নয়, বরং চার-এর, অর্থাৎ "*চার*" (quatuor) *শব্দটার* প্রথম ও সপ্তম!' এক মুহূর্তের জন্য আমার মাথায় কিছুই ঢুকল না, কিন্তু তারপরেই সব পরিষ্কার হয়ে গেল : 'Super thronos viginti quatuor[৪]! সেই লেখাটা! সেই পঙ্‌ক্তিটা! আয়নার ওপর খোদাই করা কথাগুলো!'

উইলিয়াম বললেন, 'এসো, হয়ত এখনো একটা জীবন বাঁচানোর মতো সময় আমাদের হাতে আছে।'

আমি জিগ্যেস করলাম, 'কার?' তিনি তখন করোটিগুলো নেড়েচেড়ে অস্থিশালায় ঢোকার পথ করছিলেন।

তিনি বললেন, 'এমন কারো জীবন যেটার যোগ্য সে নয়।' ততক্ষণে আমরা ভূগর্ভস্থ প্যাসেজে চ'লে এসেছি, আমাদের বাতি জ্বলছে, যে-দরজাটা দিয়ে রান্নাঘরে যাওয়া যায় সেদিক বরাবর দুলছে।

আমি আগেই বলেছি যে একটা কাঠের দরজা ঠেলে খুললেই আপনি রান্নাঘরের ফায়ারপ্লেসটার পেছনে প্যাঁচানো যে-সিঁড়িটা স্ক্রিপ্টোরিয়ামের দিকে উঠে গেছে সেটার পাদদেশে নিজেকে আবিষ্কার করবেন। এবং আমরা যখন সেই দরজাটায় ঠেলা দিচ্ছিলাম, তখনই আমরা আমাদের বামে, দেওয়ালের ভেতর একটা চাপা আওয়াজ শুনতে পেলাম। দরজার পাশের দেওয়াল থেকে আওয়াজটা আসছিল, যেখানে খুলি আর হাড়গোড় অলা কুলুঙ্গীর সারিগুলো শেষ হয়েছিল। শেষ কুলুঙ্গিটার বদলে, বড়ো-বড়ো বর্গাকার পাথরের ব্লক দিয়ে তৈরি একটা খালি দেওয়ালের একটা বিস্তার, সেটার মধ্যেখানে একটা পুরোনো ফলক যেটার গায়ে জীর্ণ কিছু মনোগ্রাম খোদাই করা রয়েছে। মনে হলো আওয়াজটা এলো সেই ফলকটার পেছন থেকে, বা ফলকটার ওপর থেকে, খানিকটা দেওয়ালের ওধার থেকে, খানিকটা প্রায় আমাদের মাথার ওপর থেকে।

প্রথম রাতে যদি এরকম কিছু একটা ঘটত, সঙ্গে সঙ্গে আমি মৃত সন্ন্যাসীদের কথা ভাবতাম। কিন্তু এতদিনে আমি জীবিত সন্ন্যাসীদের কাছ থেকে এর চাইতে খারাপ জিনিস আশা করার দিকে ঝুঁকে পড়েছি। আমি জিগ্যেস করলাম, 'কে হতে পারে?'

উইলিয়াম দরজাটা খুলে ফায়ারপ্লেসটার পেছনে গিয়ে দাঁড়ালেন। সিঁড়িটার পাশের দেওয়ালগুলো বরাবর আঘাতটা শোনা যাচ্ছিল, যেন কেউ দেওয়ালটার ভেতরে বা, রান্নাঘরের ভেতরে দেওয়াল আর দক্ষিণ টাওয়ারের বাইরের দেওয়ালের মধ্যেকার পুরুত্বের (যা কিনা আসলেই অনেক) ভেতরে বন্দি হয়ে পড়েছে।

উইলিয়াম বললে, 'কেউ একজন ভেতরে আটকা পড়েছে। আমি সব সময়েই ভেবেছি, এত শত প্যাসেজভরা এডিফিকিয়ুমে finis Africae-তে ঢোকার আর কোনো পথ আছে কি না। না থেকেই পারে না। অস্থিশালা থেকে, রান্নাঘর পর্যন্ত আসার আগে, একটা দেওয়ালের বিস্তার রয়েছে, এবং সেই দেওয়ালটার ভেতরে সেটার সমান্তরাল একটা সিঁড়ি দিয়ে যদি তুমি উঠে যাও তাহলে সেই কানা ঘরটার মধ্যে গিয়ে পড়বে।'

'কিন্তু ভেতরে কে?'

'দ্বিতীয় জন। একজন finis Africae-তে রয়েছে, আরেকজন তার কাছে যাওয়ার চেষ্টা

BanglaBook.org

করেছে, কিন্তু ওপরের জন নিশ্চয়ই প্রবেশপথগুলো নিয়ন্ত্রণের সব কলকবজা আটকে দিয়েছে। এবং লোকটা ভীষণ হাঁসফাঁস শুরু ক'রে দিয়েছে, কারণ, কল্পনা করতে পারি, সেই সরু জায়গাতে নিশ্চয়ই বেশি বাতাস নেই।'

'কে সে? তাকে আমাদের বাঁচাতেই হবে।'

'কে সেটা আমরা শিগ্‌গিরই জেনে যাব। আর তাকে বাঁচানোর ব্যাপারটা নির্ভর করেছে ওপর থেকে কলকবজা খুলে দেবার ওপর : এখান থেকে আমরা সেই রহস্যটা জানি না। চলো তাড়াতাড়ি ওপরতলায় যাওয়া যাক।'

কাজেই আমরা স্ক্রিপ্টোরিয়ামে উঠে এলাম, আর সেখান থেকে, গোলকধাঁধাটায়, এবং তারপর শিগ্‌গিরই দক্ষিণ টাওয়ারে গিয়ে পৌঁছলাম। এর মধ্যে দু'বার আমাকে গতি শ্লথ করতে হয়েছে, কারণ ফোঁকরগুলো থেকে সে-রাতে যে বাতাস আসছিল সেগুলো এমন প্রবাহ সৃষ্টি করছিল যা সেই প্যাসেজগুলোতে ঢুকে ঘরে ঘরে একটা গোঙানির আওয়াজ তুলছিল, ডেস্কগুলোর ওপর রাখা বইয়ের পাতায় খসখস আওয়াজ তৈরি করছিল, আর তাতে ক'রে আমাকে হাত দিয়ে আগুনের শিখা আড়াল ক'রে রাখতে হয়েছিল।

শিগ্‌গরিই আমরা আয়না-ঘরে চ'লে এলাম, এবার অবশ্য আমাদের জন্য অপেক্ষমাণ সেই বিকৃতির খেলাটার জন্য তৈরি হয়েই। ফ্রেমটাকে ঘিরে থাকা পঙ্‌ক্তিটাকে আলোকিত করার জন্য বাতি দুটো তুলে ধরলাম আমরা। Super thronos viginti quatuor...এখন অবশ্য রহস্যটা একেবারে পরিষ্কার 'quatuor' শব্দটায় সাতটা হরফ আছে, এবং আমাদেরকে *q* ও *r*-এ চাপ দিতে হবে। আমি উত্তেজনার বশে কাজটা নিজেই করার কথা ভাবলাম বাতিটা দ্রুত কামরার মধ্যেখানের টেবিলটার ওপর নামিয়ে রাখলাম। কিন্তু কাজটা করলাম বেশ নার্ভাসভাবে, আর তার ফলে আগুনের শিখাটা সেখানে রাখা একটার বইয়ের বাঁধাই লেহনে রত হলো

'সাবধান, গবেট!' উইলিয়াম চেঁচিয়ে উঠলেন, এবং এক ফুঁয়ে শিখাটা নিভিয়ে দিলেন। 'তুমি কি গোটা পুঁথিঘরটাতে আগুন লাগিয়ে দিতে চাও নাকি?'

আমি ক্ষমা চেয়ে বাতিটা আবারও জ্বালাতে গেলাম। উইলিয়াম বললেন, 'দরকার নেই। আমারটাই যথেষ্ট। এটা নাও, তারপর আমাকে আলো দাও। কারণ লেখাটা অনেক ওপরে, তুমি ছুঁতে পারবে না। তাড়াতাড়ি করতে হবে আমাদের।'

'আর ভেতরে যদি সশস্ত্র কেউ থাকে?' আমি জিগ্যেস করলাম, উইলিয়াম তখন প্রায় হাতড়ে হাতড়ে, লম্বা হওয়া সত্ত্বেও পায়ের আঙুলের ওপর ভর ক'রে সর্বনাশা হরফগুলো খুঁজছিলেন, সেই রহস্যোদ্‌ঘাটনমূলক পঙ্‌ক্তিটি স্পর্শ করবার জন্য।

'শয়তানের দোহাই, আলো দাও আমাকে; আর, ভয় পেয়ো না ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে আছেন।' তিনি জবাব দিলেন, অনেকটা খাপছাড়াভাবেই। তাঁর আঙুলগুলো "quatuor"-এর *q* স্পর্শ করছিল, এবং তাঁর কয়েক পা পেছনে দাঁড়িয়ে, তিনি কী করছিলেন সেটা আমি তাঁর চাইতে ভালোভাবে দেখতে পাচ্ছিলাম। আমি আগেই বলেছি যে পঙ্‌ক্তির হরফগুলো দেওয়ালে খোদাই বা কেটে বসানো হয়েছে : "quatuor"-এর হরফগুলোর প্রান্তরেখাগুলো ধাতুর তৈরি বলে মনে হলো,

BanglaBook.org

যেগুলোর পেছনে একটা চমৎকার মেকানিযম বসিয়ে দেওয়াল তুলে দেয়া হয়েছে। সেটাকে ঠেলে দিতে *q*-টা একটা তীক্ষ্ণ ক্লিক শব্দ ক'রে উঠল, এবং উইলিয়াম *r*-এর ওপর চাপ দিতেও একই ঘটনা ঘটল। মনে হলো আয়নাটার পুরো ফ্রেমটা যেন কেঁপে উঠল, এবং কাচের তলটা ঝট ক'রে পেছনে সরে গেল। আয়নাটা একটা দরজা, সেটার বাম পাশে কবজা বসানো। ডান প্রান্ত এবং দেওয়ালটার মাঝখানে এই মুহূর্তে তৈরি হওয়া খোলা অংশটার ভেতর উইলিয়াম তাঁর হাত ঢুকিয়ে দিলেন, এবং নিজের দিকে টেনে আনলেন। ক্যাঁচ শব্দ ক'রে দরজাটা আমাদের দিকে খুলে গেল। উইলিয়াম ফাঁকা জায়গাটা দিয়ে নিজেকে গলিয়ে দিলেন, এবং নিজের মাথার ওপরে বাতিটা ধরে আমি তাঁর পিছু পিছু দ্রুত ঢুকে পড়লাম।

কমপ্লিনের দু'ঘণ্টা পর, ষষ্ঠ দিনের শেষে, যে রাতটা সপ্তম দিনের জন্ম দিনে যাচ্ছে সেই রাতের গভীরতম মুহূর্তে আমরা finis Africae-তে প্রবেশ করলাম।

টীকা

১. **টেক্সট** : 'tertius equi'

অনুবাদ : 'ঘোড়াগুলোর মধ্যে তৃতীয়টি'

২. **টেক্সট** supposítio materialis আলোচনাটা de dicto বিষয়ক না, de re বিষয়ক

অনুবাদ প্রাসঙ্গিক অনুমানটি (suppositio materialis, material suppostion), আলোচনাটি করা হয়েছে খোদ শব্দটি সম্পর্কে, শব্দটি যা বোঝায় সেটা সম্পর্কে নয়।

ভাষ্য ওকামের উইলিয়াম (William of Occam, *Summa totius logicae* বা, *যুক্তিবিদ্যা সার* ক. অধ্যায় ৬৩, ৬৭, যেখানে অনুমান বিষয়ক তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে)-এর বক্তব্য অনুযায়ী, প্রাসঙ্গিক অনুমানটি তখন ঘটে যখন কোনো একটি টার্ম বা পদ বা শব্দ সেটা যা বোঝায় তার বদলে কোনো বাচিক বা লিখিত শব্দকে বোঝায়। '"মানুষ" একটি বিশেষ্য,' এই প্রস্তাবে মানুষ খোদ নিজেকেই বোঝায় ('মানুষ' শব্দটিকে), যেটাকে সেটা চিহ্নিত করে (মানুষের ধারণা) সেটাকে নয়। প্রাসঙ্গিক অনুমানের উদাহরণ হচ্ছে 'মানুষ' একবচন; 'মানুষ একটি প্রাণী' এই কথাটি একটি প্রকৃত প্রস্তাব; 'মানুষ' একটি দুই সিলেবল বিশিষ্ট শব্দ; 'মানুষ' একটি তিন অক্ষরভিত্তিক শব্দ।

৩. **টেক্সট** : 'primum et septimum de quatuor'

অনুবাদ : 'চার-এর প্রথম আর সপ্তমটি'

৪. **টেক্সট** : Super thronos viginti quatuor!

অনুবাদ : চব্বিশ জন বয়স্ক লোক তাদের সিংহাসনে আসীন!

BanglaBOOK.org

সপ্তম দিন

রাত

যেখানে, যে-সমস্ত বিস্ময়কর রহস্যোদ্‌ঘাটন হয় তার সার-সংক্ষেপ করতে গেলে প্রচলিত রীতিনীতির বিরুদ্ধে গিয়ে শিরোনামকে অধ্যায়ের মতো বড়ো হতে হবে।

নিজেদেরকে আমরা এমন একটা কামরার দোরগোড়ায় দেখতে পেলাম যেটা আকৃতির দিক থেকে অন্য তিনটে সপ্তভুজ কানা ঘরের মতো; সেটায় অনেকটা যেন ছাতাধরা বইয়ের কড়া একটা আঁশটে গন্ধে ছেয়ে আছে। উঁচু ক'রে ধ'রে রাখা আমার বাতিটার আলো প্রথমে ভল্টটার ওপর গিয়ে পড়ল; তারপর আমি আমার বাহু নীচে নামাতে, ডানে এবং বাঁয়ে, আলোকশিখাটা দেওয়াল বরাবর বসানো দূরের তাকগুলোর ওপর আবছা আলো ফেলল। অবশেষে ঘরের মাঝখানে কাগজপত্তরে ঢাকা একটা টেবিল দেখতে পেলাম, আর তার পেছনে, ব'সে থাকা একটা দেহমূর্তি, স্থির, মনে হলো, যদি তার দেহে এখনো প্রাণ থাকে, তাহলে সেটা অন্ধকারে আমাদের জন্যই অপেক্ষারত। আলোতে তার মুখটা প্রকাশিত হওয়ার আগেই উইলিয়াম কথা ব'লে উঠলেন।

তিনি বললেন, 'শুভ রজনী, শ্রদ্ধেয় ইয়র্গে। আমাদের অপেক্ষায় ছিলেন বুঝি?'

আমরা কয়েক পা এগিয়ে যেতে বাতিটা এবার বৃদ্ধ মানুষটির মুখটি আলোকিত ক'রে তুলল; আমাদের দিকেই তাকিয়ে আছেন তিনি, যেন দেখতে পাচ্ছেন আমাদের।

'বাস্কারভিলের উইলিয়াম, তুমি?' তিনি জিগ্যেস করলেন। 'আমি আজ ভেসপার্স-এর আগে সেই বিকেলে এসে নিজেকে এখানে বন্দি ক'রে তোমার জন্য ব'সে আছি। আমি জানতাম তুমি ঠিকই পৌঁছে যাবে।'

'আর মোহান্ত?' উইলিয়াম প্রশ্ন করলেন। 'তিনিই কি সেই গোপন সিঁড়িতে ওই শব্দ করছেন?'

ইয়র্গে এক মুহূর্ত ইতস্তত করলেন। 'সে কি এখনো বেঁচে আছে?' তিনি শুধোলেন। 'আমি তো ভাবলাম সে এতক্ষণে দম বন্ধ হয়ে মারা গেছে।'

উইলিয়াম বললেন, 'কথা শুরু করার আগে আমি তাঁকে বাঁচাতে চাই। আপনি এদিক থেকে ওটা খুলে দিতে পারেন।'

খুবই ক্লান্ত স্বরে ইয়র্গে বললেন, 'না, এখন আর সেটা সম্ভব নয়। কলকবজাটা নিচ থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়, সেই ফলকটার ওপর চাপ দিয়ে, আর তখন এই ওপরে একটা লিভার বন্ধ হয়ে যায়, আর তার ফলে ওই তাকটার পেছনে একটা দরজা খুলে যায়।' তিনি তাঁর কাঁধের ওপর দিয়ে মাথা ঝাঁকালেন। 'তাকটার পাশে কিছু কাউন্টার ওয়েট বসানো একটা চাকা দেখতে পাবে, সেটাই

BanglaBook.org

ওপর থেকে কলকবজাটা নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু যখন শুনতে পেলাম সেই চাকা ঘোরানের শব্দ হচ্ছে, যার মানে হলো অ্যাবো নীচ থেকে ভেতরে ঢুকেছে, তখন আমি সেই ওজনগুলো ধ'রে রাখা দড়িটাতে ঝট ক'রে একটা টান দিয়েছিলাম, ফলে দড়িটা ছিঁড়ে যায়। এখন প্যাসেজটা দুদিক থেকেই বন্ধ হয়ে গেছে, যন্ত্রটাও সারাবার উপায় নেই। মোহান্ত মারা গেছে।'

'আপনি কেন তাঁকে খুন করলেন?'

'আজ সে যখন আমাকে ডেকে পাঠালো তখন সে আমাকে বলল তোমার কল্যাণে নাকি সে সবকিছু জেনে গেছে। আমি কী রক্ষা করার চেষ্টা করছিলাম সেটা সে জানতই না – গ্রন্থাগারটার সম্পদ আর উদ্দেশ্যগুলো কী সেটা সে কখনোই ঠিক ক'রে বুঝে উঠতে পারেনি। যেসব ব্যাপার সে জানত না সেগুলো সে আমাকে খুলে বলতে বলল। এই finis Africae সে খুলে দিতে চেয়েছিল। ইতালীয়রা তাকে বলেছিল তাদের ভাষ্যমতে যে "রহস্য"টা আমি এবং আমার পূর্বসূরিরা জিইয়ে রেখেছি সে যেন সেটার অবসান ঘটায়। তারা সবাই নতুনের লালসায় মত্ত...'

'এবং সন্দেহ নেই আপনি তাঁকে কথা দিয়েছিলেন যে, যেমন ক'রে আপনি অন্যদের জীবনের ইতি টেনে দিয়েছিলেন সেভাবে আপনি এখানে এসে নিজের জীবনেরও ইতি টেনে দেবেন, যাতে ক'রে মঠের সম্মান ক্ষুণ্ন হবে না, এবং কেউ কিছু জানতে পারবে না। এরপর আপনি তাঁকে ওপরে আসার পথটি ব'লে দেন, এবং যাচাই ক'রে দেখতে বলেন। কিন্তু তার বদলে আপনিই তার জন্য ওঁত পেতে থাকেন তাঁকে হত্যা করার জন্য। আপনার কি মনে হয়নি যে তিনি আয়নার ভেতর দিয়েও আসতে পারেন?'

'না, অ্যাবো অনেক খাটো; একা একা সে কখনোই ওই পঙ্‌ক্তিটা ছুঁতে পারত না আমি তাকে অন্য পথটার কথা বলেছি, যেটার কথা তখনো পর্যন্ত কেবল আমিই জানতাম। বহু বছর ধরে ওটাই আমি ব্যবহার ক'রে এসেছি কারণ অন্ধকারে ওটাই বেশি সহজ। আমাকে কেবল চ্যাপেল অব্দি পৌঁছুতে হতো, তারপর মৃতদের হাড়গোড় অনুসরণ ক'রে প্যাসেজটার শেষ মাথায় যেতে হতো।'

'তার মানে, তাঁকে আপনি খুন করবেন এটা জেনেই তাঁকে এখানে আনিয়েছিলেন...'

'ওকে আর বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। ভীত হয়ে পড়েছিল ও। ফোসানোভায় একটা প্যাঁচানো সিঁড়ি ধ'রে একটা মৃতদেহ নামিয়ে সে বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিল। যে খ্যাতি তার প্রাপ্য ছিল না। এখন সে নিজেই মৃত কারণ সে তার নিজের সিঁড়ি বেয়েই উপরে উঠতে পারেনি

'চল্লিশ বছর ধ'রে আপনি পথটা ব্যবহার করছেন। আপনি যখন টের পেয়েছিলেন যে আপনি অন্ধ হয়ে যাচ্ছেন এবং গ্রন্থাগারটাকে আর নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবেন না, তখন আপনি ধূর্ততার সঙ্গে কাজ করলেন। বিশ্বাস করতে পারেন এমন একজনকে আপনি মোহান্ত হিসেবে নির্বাচিত করালেন। এবং গ্রন্থাগারিক হিসেবে আপনি তাঁকে দিয়ে প্রথমে বব্বিও-র রবার্টের নাম প্রস্তাব করালেন, যাঁকে আপনি নিজের খেয়ালখুশীমতো চালাতে পারবেন, আর তার পর মালাকির, যার আপনার সাহায্যের দরকার ছিল, এবং যে আপনার সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে কখনো একটা পা-ও ফেলেনি। চল্লিশ বছর ধ'রে আপনি এই গ্রন্থাগারটার সর্বেসর্বা ছিলেন। আর এটাই ইতালীয় দলটা

BanglaBook.org

বুঝতে পেরেছিল, আলিনার্দো এই কথাটাই বারবার বলতেন, কিন্তু কেউ তাঁর কথায় কান দিত না কারণ ততদিনে সবাই তাঁকে পাগল ঠাউরে বসেছে। ঠিক বলেছি আমি? কিন্তু তার পরেও আপনি আমার জন্য অপেক্ষা ক'রে ছিলেন, এবং আপনি আয়নার প্রবেশপথটা বন্ধ করতে পারেননি, কারণ কলকবজাটা সেই দেওয়ালে বসানো। কিন্তু কেন আপনি আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন? কী ক'রে নিশ্চিত হলেন যে আমি ঠিকই পৌঁছে যাব?'

উইলিয়াম প্রশ্ন করলেন বটে, কিন্তু তাঁর গলার স্বর থেকেই এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল যে তিনি এরই মধ্যে উত্তরটা অনুমান করতে পেরেছেন, এবং সেই উত্তরটাকে তাঁর নিজের দক্ষতার পুরস্কার হিসেবে আশা করছেন।

'প্রথম দিন থেকেই আমি উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম যে তুমি বুঝতে পারবে। তোমার কণ্ঠ শুনে, যে-প্রসঙ্গ নিয়ে কোনো আলাপ হোক তা চাই না সেটাতে তুমি যেভাবে আমাকে জড়িয়ে ফেললে তাই দেখে। অন্য সবার চাইতে ভালো ছিলে তুমি যে ক'রেই হোক, সমাধানে তুমি পৌঁছুতেই। তুমি জানো যে চিন্তা করা এবং নিজের মনে অন্যের মনের চিন্তা-ভাবনাগুলো আবার তৈরি করার একটা গুরুত্ব আছে। তো, এরপর আমি শুনলাম তুমি সন্ন্যাসীদের নানান প্রশ্ন করছো, এবং সেগুলোর সবই সংগত প্রশ্ন। কিন্তু তুমি কখনোই গ্রন্থাগারের ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন করোনি, যেন তুমি সেটার সব রহস্যই জানতে। এক রাতে আমি তোমার কুঠুরিতে গিয়ে দরজায় কড়া নেড়েছিলাম, কিন্তু তুমি ভেতরে ছিলে না। এক ভৃত্যকে বলতে শুনেছিলাম দুটো বাতি খোয়া গেছে। আর সবশেষে, সেদিন নারথেক্সে যখন সেভেরিনাস তোমার সঙ্গে একটা বই নিয়ে কথা বলতে এলো, আমি নিশ্চিত হয়ে গেলাম তুমি আমার পিছু নিয়েছ।'

'কিন্তু বইটা আপনি আমার কাছ থেকে সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা করলেন। আপনি মালাকির কাছে গেলেন, যার কোনো ধারণাই ছিল না পরিস্থিতিটার ব্যাপারে। ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে নির্বোধ লোকটা তখনো এই ধারণাতেই আচ্ছন্ন হয়ে ছিল যে তার দয়িত বেরেঙ্গারকে আদেল্‌মো চুরি ক'রে নিয়েছে, যে-বেরেঙ্গার কিনা ততদিনে আরো কচি দেহের জন্য উতলা হয়ে উঠেছে। মালাকি বুঝতে পারেনি এখানে ভেনানশিয়াসের ভূমিকাটা কী, এবং আপনি তাঁর চিন্তাভাবনাকে আরো গুলিয়ে দিয়েছিলেন। আপনি সম্ভবত তাকে বলেছিলেন যে বেরেঙ্গার সেভেরিনাসের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে পড়েছে, এবং তার পুরস্কার হিসেবে সেভেরিনাস তাকে finis Africae থেকে একটা বই এনে দিয়েছে। আমি জানি না আপনি তাকে ঠিক কী বলেছিলেন। ঈর্ষায় উন্মত্ত হয়ে মালাকি সেভেরিনাসের কাছে ছুটে গিয়ে তাকে খুন করে। কিন্তু তারপর আর তার হাতে সেই বইটা খোঁজার সময় ছিল না, যেটার কথা আপনি তাকে বলেছিলেন। কারণ ভাণ্ডারী এসে পড়েছিল। এমনটাই তো ঘটেছিল, তাই না?

'মোটামুটি সে-রকমই।'

'কিন্তু মালাকি মারা যাক, সেটা আপনি চাননি। সম্ভবত সে কখনো finis Africae-র বইগুলো খুলেও দেখেনি, কারণ সে আপনাকে বিশ্বাস করত, আপনার নিষেধাজ্ঞাগুলোকে সম্মান করত। অনুপ্রবেশকারীদের ভয় দেখাবার জন্য সে সন্ধ্যাবেলা সেই লতা-গুল্ম সাজিয়ে রাখার কাজে নিজেকে

BanglaBook.org

নিয়োজিত রাখত। সেভেরিনাস তাকে ওগুলো এনে দিত। সেজন্যই সেদিন সেভেরিনাস মালাকিকে শুশ্রূষাগারে ঢুকতে দিয়েছিল : মোহান্তের হুকুমে সে নিয়মিত টাটকা লতাগুল্ম সংগ্রহ করার জন্য ওখানে যেত, প্রতিদিন সেগুলো তৈরি করার জন্য। কি, ঠিকমতো আন্দাজ করতে পেরেছি?'

'পেরেছ। মালাকি মারা যাক তা আমি চাইনি। আমি তাকে যেভাবেই হোক বইটা আবার খুঁজে বার ক'রে না খুলেই এখানে নিয়ে আসার কথা ব'লেছিলাম। আমি তাকে বলেছিলাম যে বইটাতে হাজার বৃশ্চিকের ক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু এই প্রথমবারের মতো পাগলাটা তার নিজের ইচ্ছেয় কাজ করবে ব'লে ঠিক করে। আমি চাইনি সে মারা যাক; বড়ো বিশ্বস্ত লোক ছিল সে। কিন্তু তুমি যা জানো তার পুনরাবৃত্তি কোরো না; আমি জানি যে তুমি জানো। আমি তোমার আত্মাভিমান তুষ্ট করতে চাই না; তুমি নিজেই সেটা দেখেছ; আজ সকালে শুনলাম তুমি স্ক্রিপ্টোরিয়ামে বেন্নোকে *Coena Cypriani* সম্পর্কে প্রশ্ন করছো। সত্যের খুব কাছাকাছি চ'লে গিয়েছিলে তুমি। জানি না তুমি আয়নার রহস্যটা কিভাবে উদ্ধার করলে, কিন্তু যখন মোহান্তের কাছ থেকে জানলাম যে তুমি finis Africae-র কথা বলেছ, আমি জানতাম তুমি খুব শিগ্‌গিরিই চ'লে আসবে এখানে সেজন্যই আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। তো, এখন তুমি কী চাও?'

উইলিয়াম বললেন, 'আমি সেই বাঁধাই করা বইটার শেষ পাণ্ডুলিপিটা দেখতে চাই যে বইটায় একটা আরবী, একটা সিরিয়াক আর *Coena Cypriani*-র একটা ভাষ্য বা ট্রান্সক্রিপশন আছে। আমি গ্রীক ভাষায় লেখা সেই কপিটা দেখতে চাই, যেটা সম্ভবত কোনো আরব, বা স্পেনদেশীয় তৈরি করেছিলেন এবং যেটা আপনি পেয়ে গিয়েছিলেন যখন রিমনি-র পঅল-এর সহকারী হিসেবে আপনি এমন ব্যবস্থা করেছিলেন যেন আপনাকে আপনার দেশে ফেরত পাঠানো হয় এবং আপনি লিওঁ এবং ক্যাস্টিল থেকে অ্যাপোক্যালিপসের সেরা পাণ্ডুলিপিগুলো সংগ্রহ করতে পারেন, যে-সংগ্রহটা আপনাকে এই মঠে বিখ্যাত আর সম্মানিত ক'রে তোলে, এবং তারই জোরে গ্রন্থাগারিকের পদটি লাভ করেন যে-পদটি ন্যায্যত আপনারই দশ বছরের বয়োজ্যেষ্ঠ আলিনার্দোর পাওয়ার ছিল। আমি লিনেন কাগজের ওপর লেখা সেই গ্রীক বইটা দেখতে চাই, যেটা তখন খুব বিরল ছিল, এবং আপনার বাড়ি বার্গোসের কাছে সাইলোস-এ তৈরি হতো কাগজটা। আমি সেই বইটা দেখতে চাই যেটা আপনি পড়ার পর সেখান থেকে চুরি করেছিলেন, যাতে অন্যরা সেটা পড়তে না পারে, তারপর এখানে লুকিয়ে রেখেছেন, চতুরভাবে সেটাকে রক্ষা ক'রে, আর, আপনি সেটা নষ্ট করেননি, কারণ আপনার মতো মানুষ বই নষ্ট করে না, বরং তা স্রেফ পাহারা দিয়ে রাখে এবং এটা নিশ্চিত করে যে অন্য কেউ তা ছুঁতে পারছে না। আমি অ্যারিস্টটলের কাব্যতত্ত্বর ২য় খণ্ডটা দেখতে চাই, যেটা হারিয়ে গেছে বা কখনো লেখাই হয়নি ব'লে সবাই জানে, এবং আপনার কাছে সম্ভবত যেটার মাত্র একটাই কপিটা আছে।'

'কী দারুণ এক গ্রন্থাগারিকই না হতে পারতে তুমি, উইলিয়াম!' একই সঙ্গে মুগ্ধতা আর আফসোসের সুরে ইয়র্গে বলে উঠলেন। 'তার মানে তুমি সবই জানো। এসো, আমার ধারণা টেবিলের তোমার ধারে একটা টুল রয়েছে। সেটায় বোসো। এই যে, তোমার পুরস্কার।

উইলিয়াম বসলেন, বাতিটা নামিয়ে রাখলেন, আমিই তাঁকে দিয়েছিলাম সেটা; বাতিটা নীচ

BanglaBook.org

থেকে ইয়র্গের মুখটা আলোকিত ক'রে তুলল। বৃদ্ধ তাঁর সামনে থাকা একটা বই নিয়ে উইলিয়ামের দিকে বাড়িয়ে ধরলেন। আমি বাঁধাইটা চিনতে পারলাম : একটা আরবী পাণ্ডুলিপি মনে ক'রে এই বইটাই আমি শুশ্রূষাগারে খুলেছিলাম।

'পড়ো তাহলে ওটা, পাতা উলটে যাও,' ইয়র্গে বললেন। 'তোমারই জয় হয়েছে।

উইলিয়াম বইটার দিকে তাকালেন, কিন্তু সেটা ছুঁলেন না। তিনি তাঁর পোশাক থেকে এক জোড়া দস্তানা বের করলেন, সচরাচর তিনি আঙুলের ডগা-খোলা যেসব দস্তানা প'রেন সেগুলো নয়, বরং সেভেরিনাসকে মৃত অবস্থায় আবিষ্কার করার সময় তাঁর হাতে আমরা যে দস্তানা দেখেছিলাম, সেগুলো। ধীরে ধীরে তিনি জরাজীর্ণ এবং ভঙ্গুর বাঁধাই সম্বলিত বইটা খুললেন। আমি তাঁর আরো কাছে এসে তাঁর ঘাড়ের ওপর দিয়ে উঁকি দিলাম। আমি যেটুকু শব্দ করলাম ইয়র্গের সংবেদনশীল শ্রবণশক্তির কাছে তা ধরা প'ড়ে গেল। তিনি বললেন, 'বালক, তুমিও কি এখানে আছো? আমি তোমাকেও ওটা দেখাবো...পরে।'

উইলিয়াম দ্রুত প্রথম পৃষ্ঠাগুলোর ওপর নজর বোলালেন। বললেন, 'এটা একটা নির্বোধের কিছু প্রবচন লেখা আরবী পাণ্ডুলিপি, ক্যাটালগের ভাষ্য অনুযায়ী। কী এটা?'

'আহ্, বিধর্মীদের ফালতু সব প্রবচন, যে প্রবচন অনুযায়ী নির্বোধেরা এমনসব মন্তব্য করে যা এমনকি তাদের যাজকদের অবাক ক'রে দেয় আর খলিফাদের আমোদ দেয়...।'

'দ্বিতীয়টা একটা সিরিয়াক পাণ্ডুলিপি, কিন্তু ক্যাটালগ বলছে এটা কিমিয়াবিদ্যার ওপর লেখা একটা মিশরীয় ছোটো বই। এটা এই সংগ্রহে কী ক'রে এলো?'

'এটা তৃতীয় শতকে লেখা একটা মিশরীয় কাজ। এর পরের কাজটার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ, তবে ততটা বিপজ্জনক নয়। আফ্রিকার কোনো কিমিয়াবিদের প্রলাপে কারো গুরুত্ব দেয়ার কথা নয়। সে বলছে জগৎ সৃষ্টি হয়েছে ঐশী উচ্চহাস্য থেকে...।' তিনি মুখ তুললেন, তারপর যে-পাঠক তার দৃষ্টিশক্তি থাকা অবস্থায় পড়া জিনিস চল্লিশ বছর ধ'রে নিজের কাছে পুনরাবৃত্তি ক'রে চলেছেন, সেই পাঠকের বিস্ময়কর স্মৃতির সাহায্যে আবৃত্তি করতে থাকলেন : ' "ঈশ্বর যে-মুহূর্তে হেসে উঠলেন তখনই সাতজন দেবতার জন্ম হলো, যারা জগৎকে শাসন করতেন, যে মুহূর্তে তিনি হাসিতে ফেটে পড়লেন আলোর আবির্ভাব ঘটল, তাঁর দ্বিতীয় হাসিতে এলো জল, এবং তাঁর হাসির সপ্তম দিনে এলো আত্মা...।" মূর্খতা। বেশুমার যেসব মূর্খ *Coena*-র টীকা-ভাষ্য রচনায় নিজেদের নিয়োজিত করেছিল তাদেরই কোনো একজনের রচনার মতো, যেটা এই পাণ্ডুলিপিটার পর আছে।...কিন্তু এসবে তোমার উৎসাহ থাকার কথা নয়।'

উইলিয়াম সত্যিই পাতাগুলো দ্রুত উলটে গিয়ে গ্রীক টেক্সটায় চ'লে এসেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই দেখলাম যে, পৃষ্ঠাগুলো অন্যরকম, বেশ নরম কোনো উপাদানের, প্রথমটা প্রায় খসে পড়েছে, মার্জিনের খানিকটার কোনো চিহ্ন নেই, সময় আর স্যাঁতস্যাঁতে দশা অন্য সব বইয়ের যে-অবস্থা করে সে-রকম এখানে-ওখানে পাণ্ডুর দাগ পড়েছে। উইলিয়াম শুরুর লাইনগুলো পড়লেন, প্রথমে গ্রীকে, তারপর লাতিনে সেগুলোর অনুবাদ ক'রে, আর তারপর এই ভাষায় যাতে ক'রে আমিও

BanglaBook.org

জানতে পারি ভয়ংকর বইটা কিভাবে শুরু হয়েছে :

প্রথম গ্রন্থে আমরা ট্র্যাজেডি লইয়া আলাপ করিয়াছি, এবং দেখিয়াছি করুণা ও ভীতির উদ্রেক করিয়া কী রূপে ইহা বিমোক্ষণের সৃষ্টি করে, যাহা সেই সব অনুভূতির পরিশোধন। আমাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমরা এখন কমেডি (আর সেই সঙ্গে স্যাটায়ার ও মূকাভিনয়) লইয়া আলাপ করিব, এবং দেখিব উপহাসাস্পদ আনন্দের উদ্রেক করিয়া কী রূপে তাহা সেই সুতীব্র আবেগের পরিশোধনে উপনীত হয়। আত্মার উপর লিখিত গ্রন্থে আমরা ইতোমধ্যে বলিয়াছি যে এই ধরনের সুতীব্র আবেগ যারপরনাই রকমের বিবেচনাযোগ্য, যেহেতু অন্য সকল প্রাণীর মধ্যে কেবল মানুষই হাসিতে সক্ষম। অতঃপর আমরা সেই সমস্ত কাজের সংজ্ঞানির্ধারণ করিব কমেডি যেই সবের অনুকরণ, এবং তাহার পর আমরা সেই সমস্ত পদ্ধতি বা উপায় বিশেষ রূপে লক্ষ করিয়া দেখিব যাহার মাধ্যমে কমেডি হাস্যের উদ্রেক করিয়া থাকে, এবং এই পদ্ধতি বা উপায়গুলো হইতেছে নাট্যক্রিয়া বা অ্যাকশন ও কথা। আমরা দেখাইব, কী রূপে কোনো নাট্যক্রিয়ার উপহাসাস্পদতা সর্বাপেক্ষা ভালোকে সর্বাপেক্ষা মন্দ বা সর্বাপেক্ষা মন্দকে সর্বাপেক্ষা ভালোর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ করিয়া দেখানো হইতে জন্মলাভ করিয়া থাকে, কী করিয়া তাহা প্রবঞ্চনার মাধ্যমে বিস্ময়ের উদ্রেক করানোর মধ্য হইতে, অসম্ভব হইতে, প্রকৃতির নিয়মভঙ্গ করা হইতে, অপ্রাসঙ্গিক এবং অযৌক্তিকের কাছ হইতে, চরিত্রগুলিকে হেয় প্রতিপন্ন করা হইতে, হাস্যকর এবং অশ্লীল মূকাভিনয় হইতে, অসংগতি হইতে, সবচাইতে মূল্যহীন জিনিস বাছাই করা হইতে সৃষ্টি হইয়া থাকে অতঃপর আমরা দেখাইব কী রূপে বিভিন্ন জিনিস বুঝাইতে একই শব্দের ব্যবহার হইতে, এবং একই জিনিস বুঝাইতে বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার হইতে, বাচালতা আর পুনরাবৃত্তি হইতে, শব্দ লইয়া ক্রীড়া হইতে, অত্যন্ত ক্ষুদ্র হইতে, উচ্চারণের ভুল ইহতে, এবং অসভ্যতা হইতে কথার বা বাচনের উপহাসাস্পদতার জন্ম হয়।

সঠিক শব্দ খুঁজে খুঁজে অনুবাদ করতে উইলিয়ামের কষ্টই হলো খানিকটা, থামতে হলো মাঝেমধ্যে। অনুবাদ করার সময় হাসছিলেন তিনি, যেন যেসব জিনিস তিনি খুঁজে পাবেন ব'লে আশা করছিলেন সেগুলো তিনি ঠিকই চিনতে পারছিলেন। প্রথম পৃষ্ঠাটা তিনি জোরে জোরে পড়লেন, তারপর থেমে গেলেন, যেন আর কিছু জানতে চান না, এবং দ্রুত পরের কিছু পৃষ্ঠা উলটে গেলেন। কিন্তু কয়েকটা পাতার পর তিনি বাধার সম্মুখীন হলেন, কারণ পাশের প্রান্তে, এবং ওপর বরাবর কয়েকটা পৃষ্ঠা একসঙ্গে লেগে গেছে, ঠিক যেমনটা হয় যখন স্যাঁতসেঁতে এবং নষ্ট হতে থাকা কাগুজে জিনিস আঠালো একটা বস্তু তৈরি করে। ইয়র্গে টের পেলেন যে পাতার খসখস শব্দ বন্ধ হয়ে গেছে, তিনি উইলিয়ামকে এগিয়ে যেতে বললেন।

'থামলে কেন? প'ড়ে যাও, পাতা ওলটাও। বইটা তোমার, তুমি ওটা অর্জন করেছ।'

উইলিয়াম হেসে উঠলেন, তিনি বেশ মজা পেয়েছেন ব'লে মনে হলো। 'তার মানে, আপনি

BanglaBook.org

যে আমাকে এত চালাক মনে করেন সে-কথাটা সত্য নয়, ইয়র্গে! আপনি দেখতে পাচ্ছেন না : আমি দস্তানা প'রে আছি। ফলে আমার আঙুলগুলো আড়ষ্ট হয়ে গেছে, আর তাই আমি পাতাগুলোকে একটা থেকে আরেকটা পাতা আলাদা করতে পারছি না। খালি হাতে চেষ্টা করা উচিত আমার, জিভ দিয়ে আমার আঙুলের ডগাগুলো ভিজিয়ে, ঠিক যেমনটা আজ সকালে স্ক্রিপ্টোরিয়ামে পড়ার সময় ঘটনাক্রমে করতে হয়েছিল, আর তার ফলে হঠাৎ ক'রে সেই রহস্যটাও আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। এবং এখন আমাকে ওভাবে পাতা উলটে যেতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই বিষের অনেকটা আমার মুখের ভেতর চ'লে যায়। আমি সেই বিষের কথা বলছি যে বিষ আপনি অনেক আগে একদিন সেভেরিনাসের গবেষণাগার থেকে নিয়েছিলেন। সম্ভবত এরই মধ্যে আপনি চিন্তায় প'ড়ে গিয়েছিলেন, কারণ আপনি স্ক্রিপ্টোরিয়ামে কোনো একজনকে হয় finis Africae অথবা অ্যারিস্টটলের শেষ বইটা, অথবা দুটো সম্পর্কেই আগ্রহ প্রকাশ করতে শুনেছিলেন। আমার ধারণা, আপনি অ্যাম্পুলটা অনেকদিন রেখে দিয়েছিলেন, বিপদ টের পেলেই ব্যবহার করার কথা ভেবে। এবং আপনি সেই বিপদ টের পেলেন কিছুদিন আগে যখন ভেনানশিয়াস সেই বইটার বিষয়ের খুব কাছাকাছি চ'লে গিয়েছিল, এবং ঠিক সেই সময় বেখেয়াল, দেমাগি, বেরেঙ্গার আদেল্‌মোকে মুগ্ধ করতে গিয়ে দেখিয়ে দিলো যে আপনি তাকে যতটা মুখচোরা ব'লে আশা করেছিলেন ততটা মুখচোরা সে নয়। ফলে আপনি এসে ফাঁদটা পাতলেন। একেবারে মোক্ষম সময়েই বলা চলে, কারণ কয়েক রাত পরেই ভেনানশিয়াস ভেতরে ঢুকে বইটা চুরি ক'রে প্রবল আগ্রহ নিয়ে সেটার পাতা উলটে চলল, অনেকটা রাক্ষুসে শারীরিক ক্ষুধা নিয়ে। একটু পরেই সে অসুস্থ বোধ করতে লাগল, এবং সাহায্যের জন্য রান্নাঘরে ছুটে গেল। সেখানেই সে মারা যায়। ভুল বলেছি?

'না। ব'লে যাও।'

'বাকিটা সহজ। বেরেঙ্গার রান্নাঘরে ভেনানশিয়াসের লাশটা আবিষ্কার করে, ব্যাপারটা নিয়ে খোঁজখবর হবে সেই ভয় পায়, কারণ, শত হলেও ভেনানশিয়াস রাতে এডিফিকিয়ুমে গিয়েছিল, বেরেঙ্গার আদেল্‌মোর কাছে সব কথা খুলে বলার কারণে। সে বুঝতে পারে না কী করবে, দেহটা সে কাঁধে তুলে নেয়, তারপর সেই রক্তভরা পিপার মধ্যে এই ভেবে সেটাকে ফেলে দেয় যে সবাই মনে করবে ভেনানশিয়াস ওটার মধ্যে পড়ে গিয়ে ডুবে গিয়েছিল।'

'তা, কী ক'রে বুঝলে যে ঠিক এমনটাই ঘটেছিল?'

'ব্যাপারটা তো আপনারও জানা। বেরেঙ্গারের রক্তমাখা একটা কাপড় যখন ওরা পেল তখন আপনার কেমন প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সেটা তো আমি দেখেছি। ভেনানশিয়াসকে পিপেটার মধ্যে ফেলার পর সেই কাপড়টা দিয়ে নির্বোধ লোকটা নিজের হাত মুছেছিল। কিন্তু বেরেঙ্গার যেহেতু নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল, সে কেবল বইটা নিয়েই নিরুদ্দেশ হতে পারত, যে-বইটা ততক্ষণে তারও কৌতূহল জাগিয়ে তুলেছিল। এবং আপনি আশা করছিলেন তাকে কোথাও না কোথাও ঠিকই পাওয়া যাবে, তবে রক্তাক্ত নয়, বিষে জর্জরিত অবস্থায়। বাকিটা পরিষ্কার। সেভেরিনাস বইটা আবিষ্কার করে, কারণ কৌতূহলী চোখ থেকে দূরে বসে পড়ার জন্য বেরেঙ্গার প্রথমে শুশ্রূষাগারে গিয়েছিল। আপনার উসকানিতে মালাকি সেভেরিনাসকে হত্যা করে, তারপর সে যখন এটা দেখতে

BanglaBook.org

এখানে ফিরে আসে যে কী সেই নিষিদ্ধ জিনিস যেটার কারণে তাকে মানুষ খুন করতে হলো, তখন সে নিজেই মারা যায়। তো, এভাবেই আমরা সব ক'টা লাশের একটা ব্যাখ্যা পাই...। কী বোকা...'

'কে?'

'আমি। আলিনার্দোর একটা মন্তব্যের কারণে আমি নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করেছিলাম যে অপরাধগুলো অ্যাপোক্যালিপ্সের সাতটি তূরীর পরম্পরা বা ক্রম অনুসরণ করেছে। আদেল্‌মোর জন্য শিলাবৃষ্টি, আর তার মৃত্যু ছিল আত্মহত্যা। ভেনানশিয়াসের জন্য রক্ত, আর সেখানে ছিল বেরেঙ্গারের একটা অদ্ভুত ভাবনা; আর বেরেঙ্গারের নিজের জন্য ছিল পানি, আর সেটা ছিল একটা চটজলদি করা কাজ; সেভেরিনাসের জন্য আকাশের তৃতীয় অংশ, মালাকি তাকে আর্মিলারি দিয়ে আঘাত করেছিল, কারণ ওই একটা জিনিসই সে হাতের কাছে পেয়েছিল...আপনি তাকে কেন বলেছিলেন যে বইটাতে হাজার কাঁকড়াবিছের শক্তি আছে?'

'তোমার জন্য। আলিনার্দো তার ধারণার কথা আমাকে বলেছিল, আর তারপর আমি কার কাছ থেকে যেন শুনলাম যে তুমিও কথাটা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করেছ।...আমার স্থির বিশ্বাস জন্মাল যে একটা ঐশী পরিকল্পনা এসব মৃত্যুকে পরিচালনা করছে, যে জন্য আমি দায়ী নই। এবং আমি মালাকিকে বললাম সে যদি কৌতূহলী হয়ে ওঠে তাহলে সে-ও এইকই ঐশী পরিকল্পনা অনুযায়ী শেষ হয়ে যাবে; আর তাই-ই হলো সে।'

'কাজেই, তাহলে...দোষী লোকটার চালগুলোর ব্যাখ্যা দেবার জন্য আমি একটা ভুল ছকের কথা ভেবেছিলাম, আর দোষী লোকটা সেটা গ্রহণ করল। আর এই একই ভুল ছকের কারণেই কিন্তু আমি আপনার পিছু নিয়েছিলাম। ইদানীং প্রত্যেকেই "বুক অভ্ জন" নিয়ে খুব আচ্ছন্ন হয়ে আছে, কিন্তু আমার মনে হয়েছিল আপনিই সেটা নিয়ে সবচাইতে বেশ ভাবনা-চিন্তা করেছেন। তবে সেটা খৃষ্টবৈরীকে নিয়ে আপনার আগাম ভাবনার জন্য ততটা না যতটা আপনি যে-দেশ থেকে এসেছেন সেই দেশটা সবচাইতে বেশি দুর্দান্ত অ্যাপোক্যালিপ্স-এর পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছে বলে একদিন কেউ আমাকে বলেছিল যে আপনি-ই এই বইটির সবচাইতে সুন্দর কিছু হাতে-লেখা পুঁথি সংগ্রহ করেছেন গ্রন্থাগারটার জন্য। তারপর আরেক দিন আলিনার্দো এক রহস্যময় শত্রুর নামে খুব চ্যাঁচামেচি করছিলেন যাকে বই খুঁজতে সাইলোসে পাঠানো হয়েছিল (আমার কৌতূহল জেগে উঠল যখন তিনি বললেন যে তাঁর শত্রু অসময়েই অন্ধকারের দেশে প্রত্যাবর্তন করেছেন; প্রথমে মনে হতে পারে, তিনি যার কথা বলছিলেন সে অল্প বয়েসে মারা গেছে, কিন্তু আসলে উনি আপনার অন্ধত্বের কথা বোঝাচ্ছিলেন)। সাইলোস (Silos) বার্গোসের (Burgos) কাছেই, আর আজ সকালে ক্যাটালগে আপনি যখন রিমিনির পলের স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন বা প্রায় হবেন এমন সময়ের ধারাবাহিক কিছু সংগ্রহের উল্লেখ পেলাম, সবগুলোই স্পেনদেশীয় অ্যাপোক্যালিপ্স। আর সেই সংগ্রহের দলে এই বইটাও ছিল। কিন্তু চুরি হওয়া বইটা লিনেন কাগজের, এটা জানার আগ পর্যন্ত আমি আমার দাঁড় করানো তত্ত্বের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারছিলাম না। তখন আমার সাইলোসের কথা মনে হলো, এবং আমি নিশ্চিত হলাম। স্বভাবতই, এই বইটার আর সেটার বিষধর ক্ষমতা সম্পর্কে ধারণা যখন ধীরে ধীরে একটা আকার নিচ্ছে তখন অ্যাপোক্যালিপসীয় ছকটা নস্যাৎ হতে

BanglaBook.org

শুরু করল, যদিও আমি ঠিক বুঝতে পারিনি যে সেই বই আর তূরীগুলোর ক্রম, এই দুটোই আপনার দিকেই ইঙ্গিত করেছিল। তবে বইয়ের গল্পটা আমি অপেক্ষাকৃত ভালোভাবে বুঝতে পেরেছিলাম কারণ অ্যাপোক্যালিপসীয় ছকটা দিয়ে চালিত হয়ে আমি ক্রমেই আরো বেশি ক'রে আপনার কথা, এবং হাসি সম্পর্কে আপনার তর্কের কথা ভাবতে বাধ্য হচ্ছিলাম। কাজেই সেই সন্ধ্যায়, যখন আমি অ্যাপোক্যালিপসীয় ছকে আর বিশ্বাস করছিলাম না, তখন আমি আস্তাবলের দিকে নজর রাখার ওপর জোর দিয়েছিলাম, আর নেহাতই দৈববলে, আদ্‌সো আমাকে finis Africae-তে ঢোকার চাবিকাঠিটা বাতলে দিয়েছিল।'

'আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না,' ইয়র্গে বললেন। 'তুমি খুব গর্বের সঙ্গে আমাকে বোঝালে যে তুমি তোমার যুক্তিবুদ্ধির জোরে আমার কাছে পৌঁছেছ, কিন্তু তার পরও তুমি আমাকে বলছ যে একটা মিথ্যে যুক্তি পদ্ধতির সাহায্যে এখানে এসেছ তুমি। তুমি আসলে কী বলতে চাও আমাকে?'

'আপনাকে? কিছুই না। আমি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত, দ্যাট ইয অল। কিন্তু সেটা কোনো বিষয় নয়। আমি এখানে চলে এসেছি।'

'সদাপ্রভু সাতটি তূরী বাজাচ্ছিলেন। আর তুমি, এমনকি তোমার প্রমাদের মধ্যেও, সেই শব্দের একটা হতবিহ্বল প্রতিধ্বনি শুনতে পেয়েছিলে।'

'আপনি আপনার সারমনে গতকাল এই কথাটা বলেছিলেন। আপনি যে একজন খুনী সেটা আপনি নিজের কাছ থেকে লুকোবার জন্য এই স্থির বিশ্বাসে আসার চেষ্টা করছেন যে পুরো কাহিনীটা একটা ঐশী পরিকল্পনা অনুযায়ী ঘটেছে।'

'আমি কাউকে খুন করিনি। প্রত্যেকেই তার নিয়তি অনুযায়ী তার পাপের কারণে মারা গেছে। আমি ছিলাম স্রেফ হাতিয়ার।'

'গতকাল আপনি বলেছিলেন জুডাস-ও এক হাতিয়ারই ছিল। কিন্তু তাতে ক'রে তার অভিশপ্ত হওয়া রোধ হয়নি।'

'আমি সেই অভিশপ্ত হওয়ার ঝুঁকি নিচ্ছি। সদাপ্রভু আমাকে ক্ষমা করবেন, কারণ তিনি জানেন আমি "তাঁর" মহিমার জন্য কাজ করেছি। আমার কাজ ছিল গ্রন্থাগারটা রক্ষা করা।'

'এই কিছুক্ষণ আগে আপনি আমাকেও খুন করতে প্রস্তুত ছিলেন, আর এই বালকটিকেও...

'তুমি ওদের চাইতে চতুর কিন্তু কোনোভাবেই ওদের চাইতে ভালো নও।'

'তা এখন কী হবে, আমি তো ফাঁদে ধরা দিলাম না।'

'সেটা আমরা দেখব,' ইয়র্গে জবাব দিলেন। 'আমি যে তোমার মৃত্যুই চাই তা নয়; হয়ত আমি তোমাকে রাজি করাতে পারব। কিন্তু আগে আমাকে বলো : এটা যে অ্যারিস্টটলের দ্বিতীয় বই সেটা তুমি কী ক'রে বুঝলে?'

BanglaBook.org

'নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে হাসির প্রতি আপনার বিতৃষ্ণাটা বা অন্যদের সঙ্গে আপনার তর্কের যে অল্প খানিকটা আমি শুনেছি সেটা আমার জন্য যথেষ্ট হতো না। গোড়াতে আমি সেসবের গুরুত্ব বুঝতে পারিনি। তবে সমতলের ওপর দিয়ে গড়িয়ে যাওয়া একটা নির্লজ্জ পাথর বা মাটিতে বসে নমস্য ডুমুরগাছের উদ্দেশে গান-গাওয়া উচ্চিংড়ের কথা বলা হচ্ছিল। আমি আগেই এরকম কিছুর কথা পড়েছিলাম : গত ক'দিনে আমি সেটা যাচাই ক'রে দেখেছিলাম। এগুলো হচ্ছে অ্যারিস্টটলের *কাব্যতত্ত্ব*-র *(Poetics)* প্রথম খণ্ড আর তাঁর *অলংকারশাস্ত্র*-তে *(Rhetoric)* ব্যবহার-করা উদাহরণ। এরপর আমার মনে পড়ল যে সেভিলের ইসিডর কমেডিকে এমন একটা জিনিস ব'লে সংজ্ঞায়িত করেছেন যেটা stupra virginum et amores meretricum-এর কথা বলে – কিভাবে বলা যায় কথাটাকে? – যেটা সদ্‌গুণবিশিষ্ট প্রণয়ের নিম্নস্তরের প্রণয়ের কথা বলে।... ধীরে ধীরে এই দ্বিতীয় খণ্ডটি আমার মনের মধ্যে একটা আকার নিল, একটা রূপ পেল, যে-রকমটা সেটা হওয়ার কথা। যে-পৃষ্ঠাগুলো আমাকে বিষ খাওয়ানোর জন্য দেয়া হয়েছিল সেগুলো না প'ড়েই আমি তার প্রায় পুরোটা বলতে পারতাম। কমেডির জন্ম কোমাই থেকে, মানে কৃষকদের গ্রাম থেকে, কোনো আহার বা ভূরিভোজের পরে একটা আনন্দঘন উৎসব হিসেবে। কমেডি বিখ্যাত বা ক্ষমতাধর মানুষের কথা বলে না, বলে নীচ এবং হাস্যস্পদ প্রাণীদের কথা; আর, কমেডি মূল চরিত্রদের মৃত্যু দিয়ে শেষ হয় না। কমেডি সাধারণ মানুষের দোষত্রুটি এবং রিপুগুলোর দেখিয়ে হাস্যরসের উদ্রেক করে। এখানে অ্যারিস্টটল হাসির প্রবণতাকে শুভ বা মঙ্গলের একটি শক্তি হিসেবে দেখেছেন, যেটার একটা শিক্ষামূলক মূল্যও রয়েছে মজার বুদ্ধিদীপ্ত ধাঁধা এবং অপ্রত্যাশিত রূপকের মাধ্যমে, যদিও সেগুলো আমাদেরকে কোনো জিনিস আসলে যেমন তার চাইতে ভিন্নভাবে সেগুলোর কথা বলে, যেন তা মিথ্যে কথা বলছে, কিন্তু আসলে তা আমাদেরকে সেসব জিনিস আরো ভালোভাবে খতিয়ে দেখতে বাধ্য করে, এবং আমাদেরকে বলতে হয় : আচ্ছা, এই তাহলে আসল ব্যাপার, জানতাম না তো। মানুষ এবং জগৎ যতটা খারাপ বা খারাপ ব'লে আমরা মনে করি তার চাইতে খারাপ হিসেবে তাদের দেখানোর মধ্যে দিয়ে পৌঁছানো সত্য, মহাকাব্য, ট্র্যাজেডি, সন্তদের জীবনী আমাদেরকে যেমন দেখিয়েছে তার চাইতে মন্দ। এই তো?'

'যথেষ্ট কাছাকাছি। অন্য সব বই পড়ে তুমি এই কথাগুলো সাজিয়েছ?'

'ভেনানশিয়াস যেসব বই নিয়ে কাজ করছিল তার অনেকগুলো। আমার ধারণা, ভেনানশিয়াস বেশ কিছুদিন ধরে বইটি খুঁজছিল। ক্যাটালগে আমি যেসব ইঙ্গিত পেয়েছিলাম, সেগুলো সে-ও দেখেছিল নিশ্চয়ই, এবং নিশ্চয়ই সে এই স্থিরবিশ্বাসে পৌঁছেছিল যে এটাই নিশ্চয়ই সেই বই। কিন্তু finis Africae-তে কিভাবে পৌঁছাতে হয় সেটা সে জানত না। যখন সে শুনল বেরেঙ্গার আদেলমোর সঙ্গে এটা নিয়ে কথা বলছে তখন সে খরগোশের পেছনে কুকুরের মতো ছুট লাগাল।'

'সেটাই হয়েছিল। আমি মুহূর্তেই বুঝে গিয়েছিলাম। উপলব্ধি করেছিলাম যে, গ্রন্থাগারটাকে জানপ্রাণ দিয়ে রক্ষা করার সময় এসে গেছে...'

'এবং তখন আপনি (বইটায়) মলমটা মাখিয়ে দিলেন। কাজটা নিশ্চয়ই খুব কঠিন ছিল...অন্ধকারের মধ্যে...'

BanglaBook.org

'এতদিনে আমার হাত আমার চোখের চাইতে বেশি দেখতে পায়। সেভেরিনাসের কাছ থেকে একটা বুরুশ নিয়ে গিয়েছিলাম আমি, আর তা ছাড়া, আমি দস্তানাও ব্যবহার করেছিলাম। বুদ্ধিটা ভালো ছিল, তাই না? অনেক সময় লেগেছে তোমার ব্যাপারটা বুঝতে...'

'হ্যাঁ। আমি আরো জটিল কোনো হাতিয়ারের কথা ভাবছিলাম, বিষমাখা পিন বা সে-রকম কিছু। আমাকে বলতেই হচ্ছে যে আপনার পদ্ধতিটা অনুকরণীয়   শিকার যখন একা তখন সে নিজেকে বিষ প্রয়োগ করছে, এবং কেবল ততটাই যতটা সে পড়তে চাইছে...'

ভীষণভাবে কেঁপে উঠে আমি উপলব্ধি করলাম যে এই মুহূর্তে একটা প্রাণঘাতী যুদ্ধে রত এই দুজন মানুষ এক অন্যের গুণমুগ্ধতা প্রকাশ করছেন, ব্যাপারটা যেন এই যে তাঁরা নেহাতই দুজন দুজনের প্রশংসা অর্জনের জন্যই এত কিছু করেছেন। আমার মনে হলো যে যেসব কৌশলে বেরেঙ্গার আদেল্‌মোকে প্রলুব্ধ করতে চেয়েছিল, এবং যে সহজ-সরল ও স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড দিয়ে মেয়েটি আমার সংরাগ এবং আমার কামনা জাগিয়ে তুলেছিল, সেসবের তুলনায় এরা একে অন্যকে পরাস্ত করার জন্য যে চাতুরী আর উন্মত্ত দক্ষতা ব্যবহার করেছে, সেই মুহূর্তে আমার সামনে প্রলুব্ধকরণের যে খেলা চলছিল, যা সাত দিন ধ'রে ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয়েছে, সেগুলো স্রেফ কিছুই নয়; দুজন বক্তার প্রত্যেকেই যেন এক অন্যের সঙ্গে রহস্যময় সাক্ষাতের পূর্বব্যবস্থা ক'রে রাখছিলেন, প্রত্যেকেই গোপনে গোপনে আরেকজনের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিলেন, প্রত্যেকেই অন্যজনকে একই সঙ্গে ভয় এবং ঘৃণা করছিলেন।

'কিন্তু এবার বলুন,' উইলিয়াম বলছিলেন, 'কেন? কেন আপনি অন্য বইগুলোর চাইতে এই বইটিকে এত বেশি ক'রে আড়াল করতে চেয়েছিলেন? কেন আপনি ডাকিনীবিদ্যার ওপর লেখা গবেষণা প্রবন্ধগুলো লুকিয়ে রাখলেন, যদিও কোনো ধরনের অপরাধের দাম দিয়ে নয়, যে পৃষ্ঠাগুলো হয়ত ঈশ্বরের নামের বিরুদ্ধে কুৎসা গেয়েছে, অথচ এই পৃষ্ঠাগুলোর জন্য আপনি আপনার ধর্মভ্রাতাদের, এমনকি নিজেকেও নরকগামী করেছেন। আরো অনেক বইতে কমেডি নিয়ে আলাপ করা হয়েছে, আরো অনেক বই আছে যেখানে হাসির প্রশংসা করা হয়েছে। এই বইটি আপনাকে এত ভীত ক'রে তুলল কেন?'

'কারণ এটি সেই "দার্শনিকের" লেখা। খৃষ্টধর্ম শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে যে জ্ঞান সঞ্চিত করেছে, এই মানুষটির প্রতিটি বই তার খানিকটা ধ্বংস ক'রে দিয়েছে। "বাক্যের" শক্তি সম্পর্কে যা জানার তার সবই ফাদাররা ব'লে গেছেন, কিন্তু তারপর বোয়েথিয়াসের কেবল "সেই দার্শনিকের" কাজের টীকা-ভাষ্যরচনা করতে হলো, আর ওমনি "বাক্যের" ঐশী রহস্য ক্যাটাগরি ও ন্যায়ানুমান বা সিলজিযমের একটা মানবীয় প্যারডিতে পরিণত হলো। মহাবিশ্বের গঠন সম্পর্কে যা জানার ছিল তার সবই "বুক অভ্ জেনেসিস" বলে দিয়েছে, কিন্তু মহাবিশ্বকে নীরস আর আঠালো বস্তু দিয়ে পুনর্বিবেচনা করার জন্য সেই দার্শনিকের *পদার্থবিদ্যা*টাকে পুনরাবিষ্কার করার পর আর কিছুই দরকার হলো না, এবং আরব আবু রুশদ জগতের নিত্যতা সম্পর্কে সবাইকে প্রায় বিশ্বাস করিয়েই ফেলেছিল আরেকটু হলে। ঐশী নাম সম্পর্কে সবকিছুই আমরা জানতাম, কিন্তু অ্যাবোর গোর দেয়া ডমিনিকানটি – সেই দার্শনিকের প্রলোভনে প'ড়ে – সেগুলোকে আবার

নামকরণ করেছে, স্বাভাবিক যুক্তিবুদ্ধির পায়াভারী পথ ধরে। আর তাই সেই অ্যারোপেগাইটের (Dionysus) সুবাদে যে মহাবিশ্ব (cosmos) সেই সব মানুষের কাছে প্রকাশিত হতো যারা জানত কী ক'রে অনুকরণীয় প্রথম কারণের' দীপ্ত ধারাপ্রপাতের দিকে মুখ তুলে তাকাতে হয়. সেই মহাবিশ্ব হয়ে পড়েছে জাগতিক প্রমাণের একটা সংরক্ষিত ক্ষেত্র, যে জাগতিক প্রমাণের জন্য তারা একটা বিমূর্ত কারক শক্তির (abstract agent) কথা বলে। আগে আমরা বস্তুর একটা জলাভূমির দিকে ক্ষমাঘেন্না ক'রে ভুরু কুঁচকে একপলক তাকিয়ে তারপর স্বর্গের দিকে তাকাতাম; আর এখন আমরা পৃথিবীর দিকেই তাকিয়ে থাকি, এবং পৃথিবীর সাক্ষ্যের ওপর বিশ্বাস ক'রে স্বর্গকে বিশ্বাস করি। যার নাম ক'রে এমনকি সন্ত আর পয়গম্বরেরাও দিব্যি দেয়, সেই দার্শনিকের প্রতিটি শব্দ এই জগতের প্রতিমূর্তিকে (image) উলটে দিয়েছে। তবে সে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি পালটে দিতে পারেনি। এই বইটা যদি...যদি বইটা সবার কাছে লভ্য হয়ে যেত, আর তাতে ক'রে বইটা নিয়ে যে যার মতো ক'রে কোনো ভাষ্য দাঁড় করাবার মতো অবস্থা তৈরি হতো, তাহলে আমরা শেষ সীমাটাও অতিক্রম ক'রে ফেলতাম।'

'কিন্তু হাসি নিয়ে আলোচনায় কোন জিনিসটাকে ভয় পেতেন আপনি? এই বইটা নিশ্চিহ্ন ক'রে দিয়ে আপনি নিশ্চয়ই হাসিকে নিশ্চিহ্ন করতে পারবেন না।'

'না, তা অবশ্যই পারব না। কিন্তু হাসি দুর্বলতা, ক্ষয়, আমাদের দেহের, রক্ত-মাংসের মূর্খতা। এটা কৃষকের বিনোদন, মাতালের উচ্ছৃঙ্খলতা; এমনকি গীর্জাও ভোজোৎসব, কার্নিভাল, মেলা, এই প্রাত্যহিক দূষণের অনুমোদন দিয়ে বিচক্ষণের কাজ করেছে, যা দেহরস (humors) মুক্ত ক'রে দিয়ে অন্যান্য কামনা-বাসনা এবং অন্যান্য উচ্চাকাঙ্ক্ষা থেকে মনোযোগ সরিয়ে নেয়।...তার পরও, হাসি নিম্নস্তরেরই জিনিস, সাধারণ গোবেচারাদের জন্য একটা প্রতিরক্ষা, নীচু বংশজাতদের কারণে অশুচি-করা একটা প্রহেলিকা। প্রেরিত শিষ্যও একইরকম কথা বলেছেন : পুড়ে মরার চাইতে বিয়ে করা ভালো। ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার চাইতে হাসো এবং শৃঙ্খলার জঘন্য প্যারোডি উপভোগ করো, আহারের শেষে, জগের পর জগ আর বোতলের পর বোতল উজাড় ক'রে দিয়ে। ঠিক করো কে মূর্খ চূড়ামণি, গর্দভ আর শূকরের বিধিবদ্ধ প্রার্থনার মধ্যে নিজেকে হারাও, হেঁটমুণ্ড ঊর্ধ্বপদ হয়ে উদ্দাম হই-হুল্লোড়ে অংশ নাও।...কিন্তু এখানে, এখানে,' – এবার ইয়র্গে আঙুল দিয়ে টেবিলে বাড়ি মারলেন, 'এখানে হাসির কাজ উলটে গেছে, এটা শিল্পের পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, এটার কাছে বিদ্বজ্জনদের জগতের দরজা খুলে গেছে, এটা দর্শনের বিষয় হয়ে গেছে, শঠতাপূর্ণ ধর্মতত্ত্বের বিষয় হয়ে গেছে।...গতকাল তুমি দেখেছ সাধারণ লোকজন কিভাবে ঈশ্বরের এবং প্রকৃতির আইন অস্বীকার ক'রে সবচাইতে উৎকট ধর্মদ্বেষিতার কথা ভাবতে এবং সে অনুযায়ী কাজ করতে পারে। তবে, যারা কিনা নিজেরাই নিজেদের শাস্তি দেয়, নিজেদের অজ্ঞতায় ধ্বংস হয়ে গিয়ে সেই সাধারণ, গোবেচারাদের ধর্মদ্রোহিতা গীর্জা সামলাতে পারে। দলচিনো আর তার মতো যারা তাদের অবোধ পাগলামি ঐশী শৃঙ্খলায় কখনো কোনো সংকট তৈরি করবে না। সে সন্ত্রাস প্রচার করবে, সন্ত্রাসেই মারা যাবে, কোনো চিহ্ন রেখে যাবে না, কার্নিভাল যেমন ফুরিয়ে যায় সে-ও তেমনি শেষ হয়ে যাবে, এবং হেঁটমুণ্ড ঊর্ধ্বপদ পৃথিবীতে অল্প সময়ের জন্য বিপর্যস্ত জগতের একটা

BanglaBook.org

আকস্মিক উদ্ভাসন (epiphany) ঘটবে কি ঘটবে না সেটা কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। অবশ্য যদি কাজটা পরিকল্পনায় পরিণত না হয়, এবং সেটাকে অনুবাদ করার জন্য এই প্রাকৃত ভাষা একটা লাতিন না পায়, তবেই। হাসি ভূমিদাসকে শয়তানের ভয় থেকে মুক্ত ক'রে দেয়, কারণ নির্বোধদের ভোজৎসবে শয়তানকেও গরীব আর নির্বোধ, আর তার ফলে, নিয়ন্ত্রণযোগ্য ব'লে মনে হয়। কিন্তু এই বইটি এই শিক্ষা দিতে পারত যে শয়তানেরর ভয় থেকে নিজেকে মুক্ত করা হচ্ছে প্রজ্ঞা বা জ্ঞান। কারণবারি যখন তার গলায় কুলুকুলু করে, আর সে হাসে তখন ভূমিদাসের মনে হয় সে বুঝি মালিক ব'নে গেছে, কারণ সে তার প্রভুর সাপেক্ষে নিজের অবস্থান উলটে ফেলেছে; কিন্তু এই বইটি বিদ্বান লোকজনকে এমন চতুর আর, সেই মুহূর্ত থেকে, বিশ্রুত সব কলাকৌশল শিক্ষা দিতে পারত যেগুলো সেই বিপরীতমুখী পরিবর্তনটাকে বৈধতা দিতে সক্ষম। আর তখন ভূমিদাসের মধ্যে, সৌভাগ্যক্রমে, যা তখনো পেটের কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তা বদলে গিয়ে মস্তিষ্কের কর্মকাণ্ড হয়ে যেত। হাসি যে মনুষ্যোচিত সেটা আমাদের একটা সীমাবদ্ধতা, যেহেতু আমরা পাপী। কিন্তু এই বই থেকে তোমার মতো অনেক অধঃপতিত মনের অধিকারী চূড়ান্ত সিলোজিযম তৈরি করত, যা বলত, হাসি-ই মানুষের অভীষ্ট! হাসি কিছুক্ষণের জন্য ভূমিদাসের মন থেকে ভয় দূর ক'রে দেয়। কিন্তু এই ভয়ের সাহায্যেই আইন চাপিয়ে দেয়া হয় বা প্রয়োগ করা হয়, যে ভয়ের নাম ঈশ্বরের ভয়। এই বইটি সেই লুসিফারীয় স্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি করতে পারত যেটা গোটা জগৎ জুড়ে একটা নতুন আগুন লাগিয়ে দিত, এবং ভয়কে নাকচ করার জন্য হাসিকে একটা নতুন শিল্প হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হতো, যে-শিল্প এমনকি প্রমিথিউসেরও জানা ছিল না। যে-ভূমিদাস হাসে তার কাছে তখন মৃত্যুও তুচ্ছ হয়ে যায় : কিন্তু তারপর, যখন সেই বাড়াবাড়ি রকমের স্বাধীনতা চ'লে যায় তখন, ঐশী পরিকল্পনা অনুযায়ী, বিধিবদ্ধ উপাসনা তার ওপর আবার মৃত্যুভয় চাপিয়ে দেয়। আর, ভীতিমুক্তির মাধ্যমে মৃত্যুকে শেষ ক'রে দেবার জন্য নতুন এক ধ্বংসাত্মক লক্ষ্য জন্ম নিতে পারত এই বই থেকে। এবং, ভীতি ছাড়া আমাদের মতো পাপী প্রাণীর অবস্থা কী হবে, যারা কিনা সবচাইতে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, এবং সবচাইতে প্রেমময় ঐশী উপহার? যা উচ্চ ও সুমহান তার চিন্তার মাধ্যমে, যা নীচ তার জঘন্যদশা এবং প্রলোভনকে অব্যাহতি দেবার জন্য শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে গীর্জার শিক্ষক (ডক্টর) এবং ফাদাররা পুণ্যবিদ্যার সুগন্ধী সারাৎসার বের ক'রে এনেছেন। আর এই বইটি – স্যাটায়ার ও মূকাভিনয় সমন্বিত কমেডিকে এক বিস্ময়কর ওষুধ ব'লে ধ'রে নিয়ে, যে-ওষুধ খুঁত, দোষ এবং দুর্বলতার অভিনয়ের মাধ্যমে সংরাগগুলোর বা সুতীব্র আবেগগুলোর পরিশোধন তৈরি করবে – ভুয়া পণ্ডিতদেরকে একটা নারকীয় বিপরীতমুখী পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যা-কিছু মহিমান্বিত সেসবকে উদ্ধার করার জন্য প্ররোচিত করবে : যা নীচ তা গ্রহণ বা স্বীকার ক'রে নেবার মাধ্যমে। এই বইটি এই ধারণা উসকে দিতে পারে যে মানুষ পৃথিবীতে সব পেয়েছির দেশের প্রাচুর্যের আশা করতে পারে (যেটার কথা তোমার রজার বেকন প্রাকৃতিক জাদু বা ইন্দ্রজাল সম্পর্কে বলতে গিয়ে ইঙ্গিত করেছে)। কিন্তু এটা আমরা করতে পারি না, কোনোভাবেই করব না। সেই তরুণ সন্ন্যাসীদের দেখো যারা নির্লজ্জের মতো *Coena Cypriani*-র রঙ্গরসিকতাপূর্ণ অনুকরণকারী ছ্যাবলামিটা পড়ছে। পবিত্র বাইবেলের কী নারকীয় রূপান্তর! এমনকি ওরা যখন ওটা পড়ে তখনো কিন্তু তারা ঠিকই জানে যে বইটা ক্ষতিকর বা মন্দ। কিন্তু যেদিন সেই দার্শনিকের কথা ভ্রষ্টাচারী

কল্পনার মার্জিনে লেখা ঠাট্টা-তামাশাগুলোর সাফাই গাইবে, বা যখন যা ছিল প্রান্তবর্তী তা লাফিয়ে কেন্দ্রে চ'লে আসবে তখন কেন্দ্রের সব চিহ্ন মুছে যাবে। ঈশ্বরের মানুষজন terra incognita[২]-র অতল খাদ থেকে ঢেকুর তুলে পাঠানো দানবের একটা সমাহারে পরিণত হবে, আর সেই মুহূর্তে পরিচিত পৃথিবীর প্রান্ত খৃষ্টীয় সাম্রাজ্যের কেন্দ্রে পরিণত হবে, পিটারের সিংহাসনের ওপরে বসবে Arimapsi[৩], মঠগুলোতে Blemmyes[৪], গ্রন্থাগারের দেখভালের দায়িত্ব পাবে অ্যাব্বড় পেট আর পেল্লায় মাথাঅলা সব বামন! আইনের অনুপস্থিতিতে ভৃত্যরা আইন প্রণয়ন করবে, আমরা (এবং তখন তুমিও) তা মানতে থাকবে। একজন গ্রীক দার্শনিক (যাঁর কথা অ্যারিস্টটল এখানে উদ্ধৃত করেছেন – এক সহযোগী আর জঘন্য অক্টোরিটাস) বলেছিলেন প্রতিপক্ষের গুরুত্ব হাসি দিয়ে, আর হাসিকে ভাবগাম্ভীর্য নাকচ ক'রে দিতে হবে। আমাদের পিতাদের বিচক্ষণতা বেছে নিয়েছিল এটা : হাসি যদি নীচু বংশজাতদের আনন্দ হয়ে থাকে তাহলে নীচু বংশজাতদের এই স্বাধীনতা অবশ্যই কঠোরতা দিয়ে খর্ব এবং পর্যুদস্ত করতে হবে, এবং সেটাকে দমিয়ে রাখতে হবে। আর নীচু বংশজাতদের হাতে এমন কোনো অস্ত্র নেই যা দিয়ে তারা তাদের হাসিকে পরিশীলিত করতে পারে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা স্পিরিচুয়াল রাখালদের ভাবগাম্ভীর্যের বিরুদ্ধে কোনো হাতিয়ার তৈরি করেছে, যারা তাদেরকে অবশ্যই চিরন্তন জীবনের দিকে চালিত করবে, এবং উদর, জননেন্দ্রিয়, খাদ্য, সে-সবের করুণ কামনা, এসব থেকে রক্ষা করবে। কিন্তু একদিন যদি কেউ সেই দার্শনিকের কথাগুলো আওড়াতে আওড়াতে, আর তার মানে নিজেই এক দার্শনিকের মতো কথা বলতে বলতে, হাসির অস্ত্রটাকে আরো সূক্ষ্ম কোনো হাতিয়ারে উন্নীত করে, যদি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের অলংকারশাস্ত্র বিশ্বাস উৎপাদনের অলংকারশাস্ত্রের স্থান দখল করে, যদি মোক্ষ বা পরিত্রাণের ছবিগুলোর সহিষ্ণু নির্মাণ সংক্রান্ত আলোচ্য বিষয়ের জায়গা নেয় প্রতিটি পুণ্য এবং সমীহ-জাগানো ছবির অধৈর্য অপসারণ এবং উলটে দেয়ার বিষয়গুলো, তাহলে সেই দিন এমনকি উইলিয়াম তুমি আর তোমার সমস্ত জ্ঞান ভেসে যাবে!'

'কেন? আমি আমার বুদ্ধিকে অন্যের বুদ্ধির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেব। যে পৃথিবীতে বার্নার্ড গুই-এর আগুন আর লাল গনগনে লোহার শিক দলচিনোর আগুন আর লাল গনগনে লোহার শিককে অপদস্থ করে সেই পৃথিবীর চাইতে ভালো একটা জগৎ হবে ওটা।'

'তুমি নিজেই ততক্ষণে শয়তানের ষড়যন্ত্রের জালে ধরা প'ড়ে যাবে। শেষ যুদ্ধটা যেখানে হবেই সেই আর্মাগেডনের মাঠে অন্য প্রান্তে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করবে তুমি। কিন্তু ততদিনে গীর্জাকে অবশ্যই এই দ্বন্দ্বটির ওপর আবার নিজের বিধি চাপিয়ে দিতে সক্ষম হতেই হবে। ঈশ্বরনিন্দাকে আমরা ভয় পাই না, কারণ এমনকি ঈশ্বরকে অভিসম্পাতের মধ্যেও আমরা বিদ্রোহী দেবদূতদের প্রতি অভিসম্পাতবর্ষণকারী জিহোভার ক্রোধের বিকলাঙ্গ প্রতিমূর্তিটিকে ঠিকই চিনে নিতে পারি। আমরা তাদের সহিংসতাকে ভয় করি না যারা পুনরাম্ভের দিবাস্বপ্নের নামে রাখলদের হত্যা করে, কারণ এটা সেই সব রাজপুরুষ বা রাজা-রাজড়ার সহিংসতা যারা ইজরায়েলের মানুষদের ধ্বংস করতে চেয়েছিল। আমরা ডোনাটিস্টদের কঠোরতাকে, সার্কামসেলিয়নদের[৫] উন্মত্ত আত্মহত্যাকে, বোগোমিলদের কামুকতাকে, আলবিজেনসীয়দের গর্বিত পবিত্রতাকে, আত্মনিগ্রহকারীদের রক্তের

BanglaBook.org

দাবিকে, মুক্ত চৈতন্যের ধর্মভ্রাতাদের অশুভ উন্মত্ততাকে ভয় পাই না : আমরা তাদের সবাইকে চিনি, এবং আমরা তাদের পাপের শেকড়ও চিনি, যা কিনা আমাদের পবিত্রতারও শেকড়। আমরা ভীত নই, আর, মোটের ওপর, আমরা জানি কী ক'রে তাদের ধ্বংস করতে হবে – বা বলা ভালো, কী ক'রে তাদের নিজেদেরকে নিজেদের ধ্বংস করতে দিতে হবে, তাদের নিজেদের চরম অধঃপাতের কাল থেকে সৃষ্টি হওয়া মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষাকে গর্বোদ্ধতভাবে সেটার উত্তুঙ্গ দশায় নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে। সত্যি বলতে কি, আমি বলব যে তাদের উপস্থিতি আমাদের কাছে মূল্যবান, সেটা ঈশ্বরের পরিকল্পনাতেই উৎকীর্ণ রয়েছে, কারণ তাদের পাপ আমাদের পুণ্যকে প্রণোদিত করে, তাদের অভিশাপ-বর্ষণ আমাদের স্তুতির স্তোত্রগুলোকে উৎসাহ জোগায়, তাদের উচ্ছৃঙ্খল অনুতাপ আমাদের নৈবেদ্যর রুচিকে নিয়ন্ত্রণ করে, তাদের অধার্মিকতা আমাদের ধার্মিকতাকে উজ্জ্বল করে, ঠিক যেমন "অন্ধকারের রাজপুত্র"কে তার বিদ্রোহ আর তার মরিয়াদশা সহ প্রয়োজন ছিল সব আশার শুরু আর শেষ ঈশ্বরের মহিমা আরো উজ্জ্বলভাবে দেদীপ্যমান হওয়ার জন্য, কিন্তু যদি কোনোদিন – এবং সেটা স্থূল কোনো ব্যতিক্রম হিসেবে নয় বরং বিদ্বজ্জনের কৃচ্ছ্রসাধন হিসেবে, এবং বাইবেলের অবিনাশী সাক্ষ্যের প্রতি নিবেদিত থেকে – ঠাট্টা-বিদ্রূপের শিল্পকে গ্রহণযোগ্য করতে হয়, এবং সেটাকে মহৎ ও উদার বলে মনে হতে হয়, এবং যান্ত্রিক ব'লে আর মনে না করতে হয়; যদি কোনো দিন কেউ বলতে পারত (এবং শুনতে পারত), 'যীশুর দেহধারণ বা অবতারত্বের ঘটনায় আমার হাসি পায়', তাহলে সেই ঈশ্বরনিন্দার সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য আমাদের হাতে আর কোনো অস্ত্র থাকবে না, কারণ তা জাগতিক বস্তুর অন্ধকার শক্তিগুলোকে ডেকে আনবে, সেই সব শক্তি যেগুলো স্বীকৃতি পেয়েছে বাতকর্মে আর ঢেকুরের মধ্যে, এবং সেই বাতকর্ম ও ঢেকুর তখন তাদের মার্জিমতো নিঃশ্বাস নেবার অধিকার দাবি করবে যে দাবি একমাত্র চৈতন্যের।

'লাইকারগাস হাসির উদ্দেশে একটা মূর্তি তৈরি করিয়েছিলেন।'

'সে কথা তুমি ক্লরিটিয়ানের libellus[৬]-এ পড়েছ, যে ক্লরিটিয়ান অধার্মিকতার পাপ নিয়ে-করা মূকাভিনয়কে দায়মুক্তি দিয়েছিল, এবং বলেছিল কিভাবে একজন অসুস্থ মানুষকে হাসতে সাহায্য ক'রে একজন চিকিৎসক তাকে সারিয়ে তুলেছিল। ঈশ্বর যেহেতু ঠিক ক'রেই ফেলেছিলেন যে লোকটার মর্ত্যবাসের সময় শেষ হয়ে এসেছে তখন আর তাকে সুস্থ করার চেষ্টার দরকার কী ছিল?'

'আমার মনে হয় না যে চিকিৎসক তাকে ভালো করেছিলেন। তিনি তাকে তার রোগটাকে উপহাস করতে শিখিয়েছিলেন।'

'রোগের ভূত ঝাড়ানো যায় না। সেটাকে ধ্বংস করা হয়।'

'রোগীর দেহটাসহ।'

'দরকার পড়লে, তাই।'

'আপনিই হচ্ছেন শয়তান,' কথাটা শুনে উইলিয়াম ব'লে উঠলেন।

মনে হলো ইয়র্গে কথাটা বুঝতে পারেননি। যদি তিনি দেখতে পেতেন তাহলে বলা যেত, তিনি

BanglaBook.org

তাঁর সঙ্গে আলাপরত লোকটার দিকে একটা হতবিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর বললেন, 'আমি?'

'হ্যাঁ। ওরা আপনাকে মিথ্যে বলেছে। "বস্তুর রাজপুত্র" শয়তান নয়; শয়তান হচ্ছে চৈতন্যের ঔদ্ধত্য, হাসিবিহীন বিশ্বাস, কখনোই সংশয়ে আক্রান্ত না হওয়া সত্য। শয়তান ক্রূর, কারণ সে জানে সে কোথায় যাচ্ছে, আর চলতে চলতে সে যেখান থেকে এসেছিল সেখানেই ফিরে আসে। আপনিই শয়তান, এবং শয়তানের মতো আপনি অন্ধকারে বাস করেন। আপনি যদি আমাকে বোঝানোর চেষ্টা ক'রে থাকেন তো বলব আপনি ব্যর্থ হয়েছেন। আমি আপনাকে ঘৃণা করি, ইয়র্গে, এবং, আমি যদি পারতাম, আমি আপনাকে নিচতলায় নিয়ে যেতাম, আঙিনাতে, নগ্ন ক'রে, মুরগির পালক আপনার পাছার ফুটোয় ঢুকিয়ে দিয়ে, আপনার মুখে একটা বাজিকরের আর ভাঁড়ের মতো রং লাগিয়ে, যাতে ক'রে গোটা মঠের সবাই আপনাকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করতে পারে, কোনোদিন ভয় না পায়। আমি আপনার সারা গায়ে মধু মাখিয়ে দিয়ে আপনাকে পালকের ওপর গড়িয়ে দিতে চাই, তারপর আপনার গলায় একটা দড়ি বেঁধে মেলায় নিয়ে গিয়ে যেতাম সবাইকে এই কথা বলতে সে আপনাদের কাছে সত্য প্রচার করছিল, এবং বলছিল যে সত্যে মৃত্যুর স্বাদ আছে, এবং আপনারা তার কথাকে নয়, তার ক্রূরতাকে বিশ্বাস করেছিলেন। কিন্তু এখন আমি আপনাদের বলছি সম্ভাব্য সব জিনিসের অসীম ঘূর্ণিতে ঈশ্বর আপনাদেরকে এমন জগৎ কল্পনা করতে দেন যেখানে সত্যের ভাষ্যকার ব'লে যাকে ভাবা হয়েছিল সে একটা জবরজং দাঁড়কাক, যে কেবল বহু দিন আগে শেখা কথা বারবার আউড়ে যায়।'

'তুমি শয়তানের চেয়েও খারাপ, মাইনরাইট,' ইয়র্গে বললেন। 'তুমি একটা ভাঁড়, সেই সন্তের মতো যে তোমাদের সকলকে জন্ম দিয়েছে। তুমি তোমাদের ফ্রান্সিসের মতো, যে de toto corpore fecerat linguam[৭], যে কিনা হাতুড়ে বৈদ্যের মতো নেচেকুঁদে হিতোপদেশ প্রচার করত, যে কঞ্জুসের হাতে সোনার তাল ধরিয়ে দিয়ে তাকে হতবুদ্ধি ক'রে দিত, হিতোপদেশের বদলে 'Miserere[৮]' আউড়ে যে সন্ন্যাসিনীদের ধর্মানুরাগকে অপমান করেছিল, যে ফরাসীতে ভিক্ষে করত, আর এক টুকরো কাঠ দিয়ে এক বেহালাবাদকের অঙ্গভঙ্গি নকল করত, যে নগ্ন অবস্থায় নিজেকে বরফের ওপর ছুড়ে দিত, জীবজন্তু আর গাছের সঙ্গে কথা বলত, যে খোদ যীশুর জন্মের রহস্যটাকে একটা গ্রামীণ ঘটনায় পরিণত করেছিল, যে বেথলহেমের মেষশাবকটাকে ভেড়ার ডাক নকল ক'রে ডেকেছিল...চমৎকার একটা সম্প্রদায় এটা। ফ্লোরেন্সের সেই ফ্রায়ার দিওতিসাল্‌ভি কি মাইনরাইট ছিল না?'

'হ্যাঁ,' উইলিয়াম মৃদু হাসলেন। 'তিনিই সেই লোক যিনি ধর্মপ্রচারকদের কনভেন্টে গিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন তিনি প্রথম দিন কোনো খাদ্য গ্রহণ করবেন না, যদি তারা ব্রাদার জনের টিউনিকের একটা টুকরো তাঁকে একটা পবিত্র স্মারকচিহ্ন (রেলিক) হিসেবে রাখতে না দেয়, আর যখন তাঁকে সেটা দেয়া হলো তখন তিনি সেটা দিয়ে তাঁর পশ্চাদ্দেশ মুছে সেটাকে গোবরগাদার ভেতর ছুড়ে ফেলেছিলেন, এবং একটা লাঠি দিয়ে সেটাকে গোবরের মধ্যে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে চিৎকার ক'রে বলছিলেন হায়! ধর্মভ্রাতারা, আমাকে সাহায্য করো, সন্তের রেলিক

BanglaBook.org

আমি পায়খানার ভেতর ফেলে দিয়েছি!'

'গল্পটাতে তুমি খুব মজা পেয়েছ মনে হয়। সম্ভবত তুমি আমাকে আরেক মাইনরাইট ফ্রায়ার পঅল মিল্লেমোশের গল্পটাও শোনাতে চাইবে যে একদিন সটান হয়ে বরফের মধ্যে শুয়ে পড়েছিল; তার দেশের লোকেরা যখন তাকে পরিহাস ক'রে বলল সে আরেকটু ভালো কিছুর ওপর শুতে চায় কি না, তখন সে লোকটাকে জবাব দিয়েছিল : হ্যাঁ, চাই, তোমার বউ-এর ওপর।...এভাবেই তুমি আর তোমার ধর্মভ্রাতারা সত্য খুঁজে বেড়াও।'

'এভাবেই ফ্রান্সিস মানুষকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নানান জিনিসের দিকে তাকাতে শিখিয়েছেন।'

'কিন্তু আমরা তাদেরকে শায়েস্তা করেছি। গতকাল তুমি তাদেরকে দেখেছ, তোমার ধর্মভ্রাতাদের। তারা আমাদের দলে যোগ দিয়েছে, তারা আর সাধারণ লোকের মতো কথা বলে না। সাধারণ লোকদের কথা বলতে নেই। এই বইটা এই ধারণাকে সমর্থন করত যে সাধারণ লোকের কথা জ্ঞানের বা প্রজ্ঞার বাহন। এই ব্যাপারটাকে ঠেকানোর দরকার ছিল, যা আমি করেছি। তুমি বলছ আমি শয়তান, কিন্তু তা সত্য নয়। আমি হচ্ছি ঈশ্বরের হাত।'

'ঈশ্বরের হাত সৃষ্টি করে; তা আড়াল করে না।'

'কিছু সীমা আছে যার ওধারে যাওয়া চলে না। এটা ঈশ্বরের হুকুম যে বিশেষ কিছু কাগজের গায়ে এই কথাগুলো লেখা থাকবে : hic sunt leones[৯]।'

'ঈশ্বর কিন্তু দানবও সৃষ্টি করেছেন। আর আপনাকে। এবং তিনি চান সবকিছু সম্পর্কেই কথা বলা হোক।'

ইয়র্গে তাঁর কাঁপা কাঁপা হাত বাড়িয়ে বইটা আবার নিজের কাছে নিয়ে নিলেন।

তিনি সেটা মেলে ধরলেন, কিন্তু ঘুরিয়ে ধরলেন, ফলে উইলিয়াম সেটা ঠিকমতো দেখতে পাচ্ছিলেন। ইয়র্গে বলে উঠলেন, 'তাহলে কেন তিনি এই টেক্সটাকে এত শতাব্দী ধ'রে লুপ্ত অবস্থায় রেখেছিলেন, এবং সেটার মাত্র একটা কপি রক্ষা করলেন, আর সেই কপির একটি কপি – ঈশ্বর জানেন আগের সেটা কোথায় এখন – বছরের পর বছর বিধর্মীদের হাতে চাপা প'ড়ে রইল যারা গ্রীক জানত না, এবং তারপর সেটা একটা প্রাচীন পুঁথিঘরের মধ্যে সবার চোখের আড়ালে পরিত্যক্ত অবস্থায় প'ড়ে রইল, যেখানে ঐশী বিধান তোমাকে নয় আমাকে ডেকে নিল সেটাকে উদ্ধার করার জন্য এবং আরো বেশ কিছু বছর লুকিয়ে রাখার জন্য? আমি জানি, আমি জানি যেন আমি আমার নিজের চোখে দেখেছি যে সেটা কোনো গুপ্ত হরফে লেখা ছিল, আমি জানি এটাই ঈশ্বরের ইচ্ছা ছিল, এবং আমি সেটার ভাষ্য অনুযায়ী কাজ করেছি। পিতা, পুত্র এবং পবিত্র অপচ্ছায়ার নামে।'

BanglaBook.org

টীকা

১. **টেক্সট** : প্রথম বা আদি কারণ (first cause)

ভাষ্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। প্রকৃতির জগতের সব ঘটনারই একটি পূর্ববর্তী কারণ থাকে। প্রতিটি কাজের কারণের ভিত্তি খুঁজতে গেলে তা অনন্তকাল চলবে। এই অবস্থা রোধ করতে হলে আমাদের আদি কারণটি ধরে নিতে হবে, যা ঈশ্বরসৃষ্ট। বার্ট্রান্ড রাসেল যুক্তিটির বিশেষ সমালোচনা করেন। এই যুক্তিতে আশ্রয় বাক্য হচ্ছে 'প্রতিটি কাজের একটি কারণ আছে; আর সিদ্ধান্তটি হচ্ছে 'আদি কারণ আছে।' রাসেলের মতে, যুক্তিটির সিদ্ধান্ত (আদি কারণ আছে) আশ্রয় বাক্যের (প্রতিটি কাজের একটি কারণ আছে) বিরুদ্ধে যাচ্ছে। এই অভিযোগ থেকে মুক্ত হতে গেলে প্রাকৃতিক ঘটনা এবং অলৌকিক ও অস্বাভাবিক ঘটনার মধ্যে পার্থক্য করতে হবে। প্রতিটি প্রাকৃতিক ঘটনার কারণ থাকে। কিন্তু অলৌকিক ও অস্বাভাবিক ঘটনার কোনো কারণ নাও থাকতে পারে। স্বয়ং নিজের নিমিত্ত কারণ। সূত্র : *দর্শন অভিধান*, লোপা মুদ্রা চৌধুরী, গাঙচিল

২. **টেক্সট** : terra incognita

অনুবাদ : এক অজানা জগৎ

৩. **টেক্সট** : Arimaspi

ভাষ্য একটি পৌরাণিক এক-চক্ষুবিশিষ্ট উপজাতি, বাস সিথিয়াতে, গ্রিফিনদের সঙ্গে আকচাআকচি লেগেই থাকত তাদের। গ্রিফিন নামের আধা ঈগল আধা সিংহ এই প্রাণীগুলো এত বড়ো ছিল যে তাদের থাবাতে ক'রে মানুষকে তুলে নিয়ে যেতে পারত। প্লিনির বক্তব্য অনুযায়ী, গ্রিফিনরা যে স্বর্ণ পাহারা দিত আরিমাসপিরা তা চুরি করে নিয়ে যেতে চাইত, এবং গ্রিফিনদের থাবা দিয়ে পানপাত্র বানাত।

৪. **টেক্সট** : Blemmyes

ভাষ্য : কাল্পনিক একটা জাতি, আফ্রিকায় বাস। তাদের মাথা নেই। জ্যেষ্ঠ প্লিনি জানাচ্ছেন এদের চোখ আর মুখ এদের বুকে, এবং এরা নরমাংসভোজী।

৫. **টেক্সট** : Circumcellion

ভাষ্য : চতুর্থ এবং পঞ্চম শতকের একদল গ্রামীণ ফ্যানাটিক যারা ডোনাটিস্টদের দলে যোগ দিয়েছিল। তারা নিজেদেরকে 'যীশুর সৈন্য বলত', যদিও আদতে তারা ছিল সন্ত্রাসী, জঙ্গী। শত্রুকে আঘাত করতে গোড়ার দিকে তারা কেবল মুগুর ব্যবহার করত, যেটাকে তারা বলত ইযরায়েলাইট, এই যুক্তিতে যে, হাই প্রিস্টরা যখন যীশুকে গ্রেফতার করতে আসে তখন তিনি সন্ত পিটারকে তলোয়ার সরিয়ে রাখার হুকুম দিয়েছিলেন। পরে অবশ্য তারা তলোয়ারও ব্যবহার করে। শহীদ হওয়ার উন্মত্ত বাসনায় কারণে তারা মাঝে মাঝে আত্মহত্যার দিকে ধাবিত হতো, বিশেষ ক'রে দুরারোহ খাড়া পাহাড় থেকে লাফিয়ে প'ড়ে, আগুনে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে, যেসব পথিক তাদেরকে খুন করতে অস্বীকৃতি জানাত তাদেরকে হত্যার ভয় দেখিয়ে, বা হয়ত, ভয়ংকর কোনো অপরাধ ঘটিয়ে, যাতে ক'রে ম্যাজিস্ট্রেটরা তাদেরকে হত্যা করতে

Banglabook.org

বাধ্য হয়। ডোনাটিস্টরা তাদের এসব বিপথগামী সমর্থকদের নিয়ে অস্বস্তিতে পড়লেও, তারা এই আত্মঘাতীদের সমাধিস্থ-ই করত, যা খৃষ্টধর্মে নিষিদ্ধ।

৬. **টেক্সট** : libellus

অনুবাদ : ছোটো বই

৭. **টেক্সট** : de toto corpore fecerat linguam

অনুবাদ পুরো শরীরটাকেই তার জিভে পরিণত করেছে

৮. **টেক্সট** : 'Miserere'

অনুবাদ : 'করুণা করো'

৯. **টেক্সট** : 'hic sunt leones'

অনুবাদ : 'এখানে সিংহ রয়েছে'

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

রাত

যেখানে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে, এবং সদ্‌গুণের আধিক্যের কারণে নরকের শক্তিগুলো জড়ো হয়।

বৃদ্ধ মানুষটি চুপ ক'রে আছেন। তাঁর খোলা হাত দুটো বইটার ওপর প'ড়ে আছে, যেন পৃষ্ঠাগুলোকে আদর করছেন, বা যেন তিনি সেটাকে কোনো শিকারী পাখীর নখরের হাত থেকে রক্ষা করতে চাইছেন।

উইলিয়াম তাঁকে বললেন, 'সে যা-ই হোক, এসবের কোনো কিছুতেই কোনো কজ হয়নি। আমি আপনাকে পেয়েছি। আমি বইটাকে পেয়েছি, কিন্তু অন্যরা খামোখাই মারা গেল।'

ইয়র্গে বললেন, 'না, খামোখা নয়। হয়ত তাদের সংখ্যাটা বেশি হয়ে গেছে। আর এই বইটা যে অভিশপ্ত সে-প্রমাণ যদি তোমার দরকার হয়ে থাকে তো তা তুমি পেয়েছ। আর, তারা যে বৃথা মারা যায়নি সেটা নিশ্চিত করার জন্য আরেকটা মৃত্যু ঘটলে তাতে ইতরবিশেষ হবে না।

তিনি কথা বলতে থাকলেন, আর তাঁর মাংসহীন, স্বচ্ছ হাত দিয়ে তিনি পাণ্ডুলিপিটার দুর্বল পৃষ্ঠাগুলো কুটি কুটি ক'রে ছিঁড়ে সেগুলো নিজের মুখের ভেতর ঠাসতে লাগলেন, যেন তিনি যীশুর তিরোধান উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত পবিত্র উৎসবে যীশুর প্রসাদ হিসেবে গণ্য যে পবিত্র রুটি ও মদ বিতরণ করা হয় তাই সাবাড় করছেন সেটাকে তাঁর শরীরের মাংস বানাবেন ব'লে।

উইলিয়াম তাঁর দিকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে রইলেন, মনে হলো তিনি বুঝতে পারছেন না কী ঘটছে। এরপরই তিনি সংবিৎ ফিরে পেলেন, এবং সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে চিৎকার ক'রে উঠলেন, 'কী করছেন আপনি?' ইয়র্গে তাঁর রক্তশূন্য মাড়ি বের ক'রে মুচকি হাসলেন, তাঁর চিবুকের বিরলপ্রায় সাদা চুলের ওপর তাঁর পাণ্ডুর ঠোঁটজোড়ার ভেতর দিয়ে হলদেটে একটা আঠালো রস গড়িয়ে পড়ল।

'তুমি সপ্তম তূরীর আওয়াজের জন্য অপেক্ষা করছিলে, তাই না? তাহলে এবার শোনো কণ্ঠটা কী বলছে : সাতটা বজ্র যা বলেছে তা সীলমোহর ক'রে রাখো, লিখো না, বরং সেটা নিয়ে সাবাড় ক'রে ফেলো, সেটা তোমার পেটকে তিক্ত করবে, কিন্তু তোমার ঠোঁটে মধুর মতো মিষ্টি হয়ে উঠবে। বুঝেছ? যেটা বলার কথা ছিল না সেটাকে এখন আমি সীল ক'রে দিচ্ছি, আমি যে-সমাধি হয়ে উঠেছি সেটার ভেতর।'

তিনি হেসে উঠলেন, তিনি, ইয়র্গে। এই প্রথম তাঁকে হাসতে দেখলাম আমি...তিনি তাঁর

BanglaBook.org

গলা দিয়ে হাসলেন, কিন্তু তাঁর ঠোঁটজোড়ায় আনন্দের কোনো আকৃতি ফুটে উঠল না, এবং মনে হলো তিনি বোধহয় প্রায় কান্নাই করছেন। 'তুমি এটা আশা করোনি, উইলিয়াম, এই উপসংহার আশা করোনি, তাই না? ঈশ্বরের কৃপায় এই বুড়ো মানুষটি আবারও জিতে গেল, গেল কি না?' এবং উইলিয়াম তাঁর কাছ থেকে বইটি কেড়ে নেবার চেষ্টা করতে – ইয়র্গে উইলিয়ামের নড়াচড়া টের পেয়ে, বাতাসের কম্পন বুঝতে পেরে – বইটা বাম হাতে বুকের কাছে চেপে ধ'রে চট ক'রে পেছনে স'রে গেলেন, ওদিকে তাঁর ডান হাতটা পাতাগুলো ছিঁড়ে সেগুলো তাঁর মুখের ভেতর ঠেসে দিতে থাকল।

তিনি ছিলেন টেবিলটার ওধারে, এবং উইলিয়াম তাঁর কাছে পৌঁছুতে না পেরে হঠাৎ ক'রে ঘুরে বাধাটা অতিক্রম করতে চাইলেন, কিন্তু তাঁর পোশাক বেঁধে গিয়ে তার টুলটা উলটে প'ড়ে গেল, ফলে ইয়র্গে গোলযোগটা টের পেলেন। বৃদ্ধ মানুষটি আবারও হেসে উঠলেন, এবার আগের চাইতে জোরে, এবং অপ্রত্যাশিত দ্রুততায় তাঁর ডান হাতটি বাড়িয়ে দিলেন, হাতড়ে বাতিটা পাওয়ার জন্য। উত্তাপটা পথ দেখিয়ে তাঁকে আগুনের শিখার কাছে নিয়ে গেল, এবং তিনি ব্যথার ভয় না ক'রে সেটার ওপর হাতচাপা দিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে আলো নিভে গেল। ঘরটাকে অন্ধকার গ্রাস করল, এবং আমরা শেষবারের মতো ইয়র্গের হাসি শুনতে পেলাম, এবং তিনি ব'লে উঠলেন, 'এবার আমাকে খুঁজে বের করো। এখন আমিই সবচেয়ে ভালো দেখতে পাচ্ছি!' এরপর তিনি চুপ হয়ে গেলেন, আর কোনো শব্দ করলেন না, সেই নিঃশব্দ পায়ে ঘুরতে থাকলেন যা সব সময় তাঁর আবির্ভাবকে এত অপ্রত্যাশিত ক'রে তুলত; আমরা কেবল মাঝে মাঝে ঘরটার নানান অংশে কাগজ ছেঁড়ার শব্দ পাচ্ছিলাম।

উইলিয়াম চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আদ্‌সো। দরজার পাশে থাকো। ওঁকে বের হতে দিয়ো না!'

কিন্তু কথাটা বলতে তিনি বড্ড দেরি ক'রে ফেলেছিলেন, কারণ আমি, যে কিনা কিছুক্ষণ ধ'রে ভাবছিলাম বৃদ্ধ লোকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ব কি না, অন্ধকার নেমে আসতেই সামনের দিকে লাফিয়ে পড়েছিলাম, আমার গুরু যেদিকে গিয়েছিলেন আমি তার উলটো দিক দিয়ে টেবিলটাকে পাক খেতে চেয়েছিলাম। বেশ দেরি ক'রে আমি বুঝতে পারলাম যে ইয়র্গেকে আমি দরজার কাছে পৌঁছুবার সুযোগ ক'রে দিয়েছি, কারণ বৃদ্ধ মানুষটি অন্ধকারে অসাধারণ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নড়াচড়া করতে পারতেন। আমাদের পেছন থেকে কাগজ ছেঁড়ার একটা আওয়াজ পেলাম আমরা, একটু চাপা, কারণ সেটা পাশের ঘর থেকে এসেছে। আর ঠিক একই সঙ্গে আমরা আরেকটা শব্দ শুনতে পেলাম, কর্কশ, টানা একটা ক্যাঁচক্যাঁচ আওয়াজ, কবজার গোঙানি।

'আয়নাটা!' উইলিয়াম চেঁচিয়ে উঠলেন। 'লোকটা আমাদেরকে ভেতরে আটকে ফেলছে!' আওয়াজটা শুনে আমরা প্রবেশপথটার দিকে ছুটে গেলাম; একটা টুলের গায়ে পা লেগে হোঁচট খেলাম আমি, পায়ে ব্যথা পেলেও গা করলাম না, কারণ মুহূর্তের মধ্যে আমি উপলব্ধি করলাম যে ইয়র্গে আমাদেরকে ঘরটার ভেতরে বন্দি ক'রে ফেলতে পারলে আমরা আর বের হতে পারব না : অন্ধকারে আমরা দরজা খোলার উপায়টা আর বের করতে পারব না, কারণ এই দিকে থেকে কী কলকাঠি নাড়তে হবে বা কী ক'রে সেটা আমাদের জানা ছিল না।

BanglaBook.org

আমার ধারণা, আমার মতো একই মরিয়া দশার কারণে উইলিয়ামের মধ্যেও গতিসঞ্চার হলো, কারণ, অনুভব করলাম, তিনি আমার পাশে এসে পড়েছেন, এবং আমরা দুজনে চৌকাঠের কাছে পৌঁছে আয়নাটার পেছন দিকটায় গা ঠেস দিয়ে চাপ দিতে লাগলাম, কারণ সেটা আমাদের দিকে চেপে আসছিল। সময়মতোই পৌঁছেছিলাম আমরা; দরজাটা থেমে গেল, তারপর হার মেনে নিল, এবং ফের খুলে গেল। নিশ্চিতভাবেই, দ্বন্দ্বটা যে অসম সেটা বুঝতে পেরে ইয়র্গে স'রে পড়েছিলেন। আমরা অভিশপ্ত ঘরটা থেকে বেরিয়ে এলাম, কিন্তু বৃদ্ধ লোকটি যে কোন দিকে যাচ্ছিলো সে ব্যাপারে আমরা তখন রীতিমতো অন্ধকারে।

হঠাৎ ক'রে আমার মনে প'ড়ে গেল : 'গুরু! আমার কাছে তো চকমকি পাথর আছে!'

উইলিয়াম চেঁচিয়ে ব'লে উঠেলেন, 'তাহলে আর কিসের জন্য অপেক্ষা ক'রে আছ! বাতিটা খুঁজে বের ক'রে জ্বালাও সেটা।' আবার আমি অন্ধকারের মধ্যে, finis Africae-য় ছুটে গেলাম, বাতিটার খোঁজে হাতড়াতে লাগলাম। একবারে ঐশী একটা অলৌকিক ঘটনার মতো মুহূর্তেই সেটা পেয়ে গেলাম, তারপর আমার আলখাল্লার ভেতর হাত ঢুকিয়ে আমি চকমকি পাথর বের ক'রে আনলাম। আমার হাত জোড়া কাঁপছিল, দু'তিনবার ব্যর্থ হলাম, আর ওদিকে উইলিয়াম তখন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছেন, 'তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি!' শেষ পর্যন্ত আমি আগুন ধরাতে পারলাম।

'তাড়াতাড়ি!' উইলিয়াম আবার আমাকে তাড়া দিলেন। 'নইলে বুড়োটা গোটা অ্যারিস্টটলই খেয়ে ফেলবে।'

'এবং মারা যাবে,' আমি খুবই করুণভাবে আর্তনাদ ক'রে উঠলাম, এবং তাঁর নাগাল ধ'রে অনুসন্ধানে যোগ দিলাম।

'ওর মরার আমি থোড়াই পরোয়া করি, জাহান্নামে যাক দানবটা!' উইলিয়াম চেঁচিয়ে উঠলেন, সব দিকে উঁকি মারতে লাগলেন, আর একবার এদিক আরেকবার ওদিক ঢুঁ মারতে থাকলেন। 'লোকটা যতটুকু খেয়েছে তাতে এর মধ্যেই তার ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেছে। কিন্তু আমি বইটা চাই।'

এরপর তিনি থেমে আরো শান্তভাবে যোগ করলেন, 'দাঁড়াও। এভাবে খুঁজতে থাকলে আমরা লোকটাকে কখনোই খুঁজে পাব না। চুপ : কিছুক্ষণ আমরা কোনো শব্দ করব না।' আমরা নীরবে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। আর সেই নীরবতার মধ্যেই কাছেই কোনো বাক্সের গায়ে কারো ধাক্কা লাগার এবং কিছু পড়ন্ত বইয়ের শব্দ শুনতে পেলাম। 'ওই দিকে!' দুজনেই আমরা একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলাম।

আওয়াজটার দিকে দৌড় লাগালাম দুজনে, কিন্তু শিগগিরই বুঝতে পারলাম যে আমাদেরকে গতি ধীর করতে হবে। সত্যি বলতে কি, finis Africae-র বাইরে সেই সন্ধ্যায় গ্রন্থাগারটা ঝোড়ো বাতাসে পূর্ণ ছিল, এবং বাইরের বাতাসের আনুপাতিক হারে ভেতরে সেই বাতাসের হিস্‌হিস্ আর গোঙানির মতো শব্দ হচ্ছিল। আমাদের গতির কারণে বেড়ে গিয়ে সেই বাতাস এত কসরত ক'রে

BanglaBook.org

ফেরত-পাওয়া আমাদের আলো নেভানোর উপক্রম করল। যেহেতু আমরা আরো দ্রুত দৌড়ুতে পারছিলাম না, আমাদেরকে ইয়র্গের গতিও কমিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে হতো। কিন্তু উইলিয়ামের মাথায় দেখলাম ঠিক এর উলটো বুদ্ধি কাজ করছিল; তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আমরা তোমাকে ধ'রে ফেলেছি, বৃদ্ধ; এখন আমাদের কাছে আলো আছে!' আর সেটা খুব বিচক্ষণের মতো কাজ হয়েছিল, কারণ কথাটা জানতে পেরে ইয়র্গে – যিনি তাঁর জাদুকরী সংবেদনশীলতা আর অন্ধকারে দেখতে পারার ক্ষমতার সমন্বয়ে আমাদের চাইতে দ্রুত নড়াচড়া করছিলেন – সম্ভবত বিচলিত হয়েছিলেন। শিগ্‌গিরই আমরা আরেকটা আওয়াজ শুনতে পেলাম, এবং সেটা অনুসরণ ক'রে আমরা যখন YSPNIA-র Y-এ পৌঁছুলাম, দেখি তিনি মেঝেতে প'ড়ে আছেন, দুই হাতে তখনো বইটা ধরা, ধাক্কা দিয়ে যে-টেবিলটা উলটে ফেলেছিলেন সেটা থেকে প'ড়ে যাওয়া বইগুলোর মাঝখানে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছেন। দাঁড়াবার চেষ্টা করতে করতেই তিনি পৃষ্ঠাগুলো ছিঁড়ে যাচ্ছেন, শিকারটাকে যত দ্রুত সম্ভব গ্রাস করতে বদ্ধপরিকর।

যতক্ষণে তাঁর কাছে পৌঁছুলাম ততক্ষণে তিনি উঠে দাঁড়িয়েছেন; আমাদের উপস্থিতি টের পেয়ে তিনি আমাদের দিকে ফিরলেন, আর সেই অবস্থাতেই পেছনের দিকে যেতে থাকলেন। বাতিটার লালচে আলোর দীপ্তিতে তাঁর মুখটা দেখতে ভয়ংকর লাগল আমাদের কাছে; মুখাবয়বটা বিকৃত হয়ে গেছে, প্রবল ঘাম ভুরু আর গালে আঁকাবাঁকা দাগ ফেলেছে, তাঁর চোখ দুটো, সচরাচর যেটা মৃতবৎ সাদা থাকে, টকটকে লাল, তাঁর মুখ থেকে পার্চমেন্টের টুকরো-টাকরো বেরিয়ে আসছে, এবং তাঁকে দেখে বুভুক্ষু একটা জন্তুর মতো মনে হচ্ছে, যেটা একেবারে ঠেসে মুখের মধ্যে খাবার পুরে দিলেও তা গলাধঃকরণ করতে পারেনি। উদ্বেগ, এরই মধ্যে তাঁর শিরার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকা যথেষ্ট পরিমাণের বিষের বিপাক, তাঁর বেপরোয়া এবং নারকীয় স্থির সংকল্প, এসবের কারণে বিকৃত হয়ে গিয়ে বৃদ্ধ মানুষটির সম্ভ্রম-জাগানো দেহটিকে এখন বিতৃষ্ণাজনক আর উদ্ভট ব'লে মনে হচ্ছে। অন্য সময় হলে হয়ত তাঁকে দেখে হাসির উদ্রেক হতো, কিন্তু ততক্ষণে আমরাও জান্তব দশায় উপনীত হয়েছি, শিকার-খোঁজা কুকুর ব'নে গিয়েছি।

আমরা তাঁকে শান্তভাবে সামলাতে পারতাম, কিন্তু তা না ক'রে তাঁর ওপর হিংস্রভাবে ঝাঁপিয়ে পড়লাম; তিনি শরীর বাঁকিয়ে-চুরিয়ে, বইটাকে আগলানোর জন্য বুকের ওপর দুই হাত পরস্পরের সঙ্গে বেঁধে ফেললেন; আমি বাম হাত দিয়ে তাঁকে জাপটে ধরলাম, ওদিকে ডান হাত দিয়ে বাতিটা উঁচু ক'রে ধরার চেষ্টা করলাম, কিন্তু তা করতে গিয়ে আগুনের শিখাটা তার মুখ ছুঁয়ে গেল, তিনি উত্তাপটা টের পেয়ে প্রায় গর্জনের মতো চাপা একটা চিৎকার ক'রে উঠলেন, ওদিকে তাঁর মুখ থেকে টুকরো কাগজ খসে পড়ল, এবং তার ডান হাতটা বইটাকে ছেড়ে দিলো, বাতিটার দিকে একটা থাবা বসাল, এবং ঝট ক'রে আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে সেটাকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলো...।

টেবিলটার ওপর থেকে প'ড়ে গিয়ে যে-বইগুলো স্তূপাকারে হয়ে খোলা প'ড়ে ছিল, বাতিটা ঠিক সেখানে গিয়ে পড়ল। তেল বেরিয়ে এলো, এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা ভঙ্গুর পার্চমেন্টে আগুন ধ'রে গেল, আর ছোটো ছোটো শুকনো ডালের একটা আঁটির মতো সেটা জ্বলে উঠল। সবকিছুই খুব অল্প সময়ের মধ্যে ঘটে গেল, যেন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে সেই প্রাচীন পৃষ্ঠাগুলো এই অগ্নিসংযোগের

BanglaBook.org

জন্য আকুল অপেক্ষায় ছিল, এবং এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের স্মরণাতীত তৃষ্ণার আকস্মিক নিবারণে উল্লাস প্রকাশ করছিল। ব্যাপরটা কী ঘটছে উইলিয়াম সেটা বুঝতে পেরে বৃদ্ধ মানুষটিকে ছেড়ে দিলেন, আর তিনি ছাড়া পেয়েছেন সেটা উপলব্ধি ক'রে বৃদ্ধ মানুষটি কয়েক পা পিছিয়ে গেলেন। উইলিয়াম এক মুহূর্ত ইতস্তত করলেন, সম্ভবত একটু বেশিই, বুঝতে পারছেন না আবার ইয়র্গেকে পাকড়াও করবেন নাকি ক্ষুদে চিতাটা নেভাতে ছুটবেন। অন্যগুলোর চাইতে প্রাচীন একটা বই প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পুড়ে গেল, আগুনের শিখারা ঊর্ধ্বগামী হলো।

বাতাসের হালকা দমক, যা হয়ত দুর্বল কোনো শিখাকে নিভিয়ে দিতে পারত, তা অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী, সতেজ একটিকে উসকে দিলো, এবং এমনকি সেটা থেকে বের হওয়া স্ফুলিঙ্গগুলোকে ব'য়ে নিয়ে চলল।

'আগুনটা নেভাও। জলদি!' উইলিয়াম চিৎকার ক'রে উঠলেন। 'সবকিছু পুড়ে যাবে।'

আমি আগুনটার দিকে ছুট দিলাম, তারপরই থেমে গেলাম, কারণ ঠিক কী করা উচিত বুঝতে পারছিলাম না। উইলিয়াম আমাকে সাহায্য করার জন্য আবার আমার পেছন পেছন এলেন। আগুনটাকে চাপা দেবার জন্য কিছু একটার খোঁজ করতে আমরা আমাদের হাত বাড়িয়ে ধরলাম। হঠাৎ ক'রেই একটা বুদ্ধি খেলে গেল আমার মাথায় : আমি আমার পোশাকটা মাথার ওপর দিয়ে গলিয়ে বের ক'রে এনে আগুনের একেবারে মধ্যখানে ছুড়ে দিলাম। কিন্তু আগুনের শিখাগুলো ততক্ষণে অনেক উঁচু হয়ে উঠেছে; আমার পোশাকটাকে তারা গ্রাস ক'রে নিল, সেটা থেকে পুষ্টি পেল। আমার ছ্যাঁকা-লাগা হাতটা ঝটিতি সরিয়ে নিয়ে আমি উইলিয়ামের দিকে ফিরলাম এবং ইয়র্গেকে দেখতে পেলাম, তিনি আবার এগিয়ে এসে তাঁর ঠিক পেছনে এসে পড়েছেন। তাপটা ততক্ষণে এত বেশি যে বৃদ্ধ মানুষটি তা খুব সহজেই টের পাচ্ছিলেন, ফলে আগুনটা কোথায় সেটা তিনি একেবারে নিশ্চিতভাবে বুঝে গেলেন; অ্যারিস্টটলটা তিনি সেটার মধ্যে ছুড়ে দিলেন। ক্রোধের একটা বিস্ফোরণে উইলিয়াম বৃদ্ধ লোকটিকে এক ভীষণ ধাক্কা দিলেন। ইয়র্গে একটা বইয়ের আলমারির সঙ্গে গিয়ে ধাক্কা খেলেন, সেটার এক কোনায় তাঁর মাথা ঠুকে গেল। নীচে পড়ে গেলেন তিনি...কিন্তু উইলিয়াম, যিনি একটা ভয়ংকর দিব্যি দিলেন ব'লে শুনলাম মনে হলো যেন, তাঁর দিকে কোনো আমলই দিলেন না। তিনি বইগুলোর দিকে ফিরলেন। বড্ড দেরি হয়ে গেছে তখন। অ্যারিস্টটলটা বা বৃদ্ধ লোকটার ভোজের পরে সেটার যতটুকু বাকি ছিল, সেটা ততক্ষণে পুড়তে শুরু করেছে।

এদিকে, কিছু স্ফুলিঙ্গ দেওয়ালগুলোর দিকে উড়ে গেছে, এবং আরেকটা বুককেসের বইগুলো আগুনের রুদ্ররোষে কুঁকড়ে যচ্ছিল। ঘরে তখন একটা নয় দুটো আগুন জ্বলছিল।

হাত দিয়ে আমরা সে-আগুন নেভাতে পারব না বুঝতে পেরে উইলিয়াম বই দিয়ে বই বাঁচাবেন ব'লে ঠিক করলেন। চট ক'রে তিনি একটা বই তুলে নিলেন যেটার বাঁধাই তার কাছে অন্যগুলোর চাইতে শক্তপোক্ত, বেশি আঁটোসাঁটো বলে মনে হলো, তারপর সেটাকে সেই বৈরীভাবাপন্ন আগুনকে চাপা দিতে একটা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করলেন। দেদীপ্যমান বইগুলোর চিতার ওপর সেই

BanglaBook.org

পেরেক-ঠোকা বাঁধাইটা সজোরে ফেলে দিয়ে তিনি কেবল আরো স্ফুলিঙ্গই ছড়ালেন। যদিও তিনি সেগুলোকে পা দিয়ে ছড়িয়ে দিতে চাইলেন, কিন্তু কাজ হলো তার উলটো : অস্থিরভাবে উড়তে থাকা পার্চমেন্টের আধপোড়া টুকরোগুলো ওপরে উঠে গিয়ে বাদুড়ের মতো শূন্যে ভাসতে থাকল, ওদিকে বাতাস সেটার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সহ-উপাদানের সঙ্গে মৈত্রী ক'রে সেই আধ-পোড়া টুকরোগুলোকে অন্যান্য পাতার জাগতিক বস্তুগুলোকে জ্বালাবার জন্য পাঠিয়ে দিলো।

দুর্ভাগ্যবশত, এটা হলো গোলকধাঁধাটার সবচাইতে অগোছালো কামরাগুলোর অন্যতম। গুটিয়ে-রাখা পাণ্ডুলিপিগুলো নানান তাক থেকে ঝুলে আছে; খণ্ডবিখণ্ড হয়ে পড়তে থাকা অন্যান্য বইয়ের মলাটের ভেতর থেকে পাতাগুলো – যেন ব্যাদান-করা মুখ থেকে – খ'সে পড়ছে, পার্চমেন্টের জিভগুলো এত বছরে একদম শুকিয়ে গেছে; আর টেবিলটার ওপরে নিশ্চয়ই বেশ কিছু লেখা জমে গিয়েছিল যেগুলো মালাকি (বেশ কিছুদিন ধরে তাঁকে সাহায্য করার লোক না থাকায়) জায়গামতো রাখতে অবহেলা করেছিলেন। কাজেই, ইয়র্গে বই আর কাগজপত্রগুলো ওরকম উলটে দেবার পর ঘরটায় পার্চমেন্টের আগ্রাসন ঘটল, যে-পার্চমেন্টগুলো স্রেফ আরেকটা প্রাকৃতিক শক্তিতে রূপান্তরিত হওয়ার জন্যই অপেক্ষা করছিল।

ঘরটা নিমেষের মধ্যে একটা জ্বলন্ত কাঠকয়লা রাখার আধারে, একটা জ্বলন্ত ঝোপে পরিণত হলো। বইয়ের কেসগুলোও এই বিসর্জনে যোগ দিলো, এবং এরই মধ্যে তারা চড়চড় শব্দ করতে শুরু করছিল। আমি উপলব্ধি করলাম, গোটা গোলকধাঁধাটা প্রথম স্ফুলিঙ্গের অপেক্ষায় থাকা নৈবেদ্যদানের একটা প্রকাণ্ড চিতা ছাড়া আর কিছুই নয় তখন।

উইলিয়াম বলছিলেন, 'পানি। পানি দরকার আমাদের।' কিন্তু তারপর যোগ করলেন, 'কিন্তু এই নরকে পানি কোথায় পাওয়া যাবে?'

'রান্নাঘরে, নীচে, রান্নাঘরে!' আমি চেঁচিয়ে উঠলাম।

উইলিয়াম হতবুদ্ধির মতো আমার দিকে তাকালেন, সেই প্রচণ্ড দীপ্তিতে তাঁর মুখটা লাল হয়ে উঠেছে। 'বুঝলাম, কিন্তু যতক্ষণে আমরা নীচে গিয়ে আবার ওপরে ফিরে আসব...জাহান্নামে যাক!' এরপর তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন। 'যা-ই ঘটুক না কেন, এই ঘরটা যে বরবাদ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই, আর, সম্ভবত পাশেরটাও। চলো এক্ষুনি নীচে যাওয়া যাক। আমি পানি খুঁজে নেব, আর তুমি ছুটে গিয়ে সবাইকে বিপৎসংকেত দাও। প্রচুর লোক দরকার আমাদের।'

সিঁড়ির দিকে যাওয়ার পথটা খুঁজে পেলাম আমরা : অগ্নিকাণ্ডটা পাশের ঘরগুলোও আলোকিত ক'রে তুলেছে, তবে খুবই দুর্বল থেকে দুর্বলতরভাবে, কাজেই শেষ দুটো ঘর প্রায় হাতড়ে হাতড়ে পার হলাম আমরা। নীচে, স্ক্রিপ্টোরিয়ামটাকে চাঁদ মৃদুভাবে আলোকিত ক'রে রেখেছে, সেখান থেকে আমরা খাওয়ার ঘরে নেমে গেলাম। উইলিয়াম রান্নাঘরের ভেতর ছুটে গেলেন; আমি খাওয়ার ঘরের দরজার দিকে, ভেতর থেকে সেটা খোলার জন্য অপটুভাবে হাত চালাতে লাগলাম। বেশ খানিকটা কসরত করার পর সফল হলাম, কারণ আমার অস্থিরতার জন্য আমি জবরজং পাকিয়ে ফেলছিলাম, কাজটা ঠিকভাবে করতে পারছিলাম না। ঘাসের ওপর চলে এলাম আমি, ডরমিটরির

BanglaBook.org

দিকে ছুটে গেলাম, তারপর খেয়াল হলো সন্ন্যাসীদের আমি একজন একজন ক'রে ডেকে তুলতে পারব না। একটা বুদ্ধি খেলে মাথায়, গীর্জার ভেতর ঢুকে পড়লাম, ঘণ্টার টাওয়ারে ঢোকার পথ খুঁজতে লাগলাম। সেটা পেয়ে যাওয়ার পর আমি সবগুলো দড়ি আঁকড়ে ধরে বিপৎসংকেত বাজাতে থাকলাম। জোরে জোরে টানতে লাগলাম, এবং মাঝের ঘণ্টার দড়িটা ওপরে ওঠার সময় আমাকেও সেটার সঙ্গে উঠিয়ে নিল। গ্রন্থাগারে আমার দুই হাতের পেছন দিকটা পুড়ে গিয়েছিল। হাতের তালুগুলো তখনো অক্ষত ছিল, কিন্তু এবার সেগুলোও আর অক্ষত রইল না, রক্ত বের হওয়া পর্যন্ত সেগুলো দড়িগুলোর সঙ্গে ঘষা খেতে থাকল, এবং একসময় আমাকে দড়িগুলো ছেড়ে দিতে হলো।

অবশ্য ততক্ষণে আমি অনেক আওয়াজ ক'রে ফেলেছি। ছুটে বাইরে বেরিয়ে দেখি ডরমিটরি থেকে সন্ন্যাসীরা তখন সবে বেরিয়ে আসছে, আর দূরে ভৃত্যদের গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, তারা তাদের বাসস্থানের দরজার কাছে এসে জড়ো হয়েছে। আমি পরিষ্কার ক'রে সব খুলে বলতে পারলাম না, কারণ আমার মুখে ঠিকমতো কথা সরছিল না, আর প্রথম যে-কথাগুলো এলো সেটা আমার মাতৃভাষায়। রক্তাক্ত হাত দিয়ে আমি এডিফিকিয়ুমের দক্ষিণ অংশের জানাগুলো দেখালাম, সেটার অ্যালাবাস্টারে তৈরি শার্সীতে অস্বাভাবিক আলোর দীপ্তি দেখা যাচ্ছিল। আলোর তীব্রতা দেখে আমি উপলব্ধি করলাম যে আমি যখন নীচে নেমে ঘণ্টা বাজাচ্ছিলাম ততক্ষণে আগুনটা অন্যান্য কামরাতেও ছড়িয়ে পড়েছে। আফ্রিকার সব ক'টা জানালা এবং আফ্রিকা ও পুব টাওয়ারের সামনের অংশের মধ্যেখানের গোটা জায়গাটা অনিয়মিত আলোকচ্ছটায় থেকে থেকে জ্বলে উঠছে।

'পানি! পানি আনুন!' আমি চেঁচিয়ে উঠলাম।

প্রথমে কেউ কিছু বুঝতে পারল না। সন্ন্যাসীরা গ্রন্থাগারটাকে একটা পবিত্র এবং অগম্য স্থান ব'লে ভাবতে এতটাই অভ্যস্ত ছিল যে তারা বুঝতেই পারছিল না যে এটি এমন কোনো তুচ্ছ দুর্ঘটনার হুমকির শিকার হয়েছে যা কোনো চাষীর কুঁড়েঘরের বেলায় ঘটতে পারে প্রথম যারা জানালাগুলোর দিকে তাকাল তারা ভীতিজনিত কিছু শব্দ আউড়ে নিজের বুকে ক্রুশ চিহ্ন আঁকল, এবং আমি বুঝতে পারলাম তারা আরো কোনো ছায়ামূর্তির অলৌকিক আবির্ভাবের কথা ভাবছে। আমি তাদের গায়ের জামা আঁকড়ে ধরলাম, এবং ব্যাপারটা বোঝাবার জন্য অনুনয় করলাম, যতক্ষণ পর্যন্ত না কেউ একজন আমার কান্নাকে মানবিক শব্দে তর্জমা করল।

তিনি মরিমোন্দোর নিকোলাস, এবং তিনি বললেন, 'গ্রন্থাগারে আগুন লেগেছে।'

'সত্যিই তাই,' আমি ফিসফিসিয়ে বললাম, তারপর ক্লান্ত বিধ্বস্ত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলাম।

নিকোলাস প্রবল তৎপরতার পরিচয় দিলেন, চিৎকার ক'রে ভৃত্যদের নানান হুকুম করলেন, তাঁকে ঘিরে-থাকা সন্ন্যাসীদের কিছু উপদেশ দিলেন, এডিফিকিয়ুমের অন্যান্য দরজা খোলার জন্য কয়েকজনকে পাঠলেন, অন্যদেরকে পাঠালেন পানি আর সব ধরনের পাত্রের খোঁজে। উপস্থিত সবাইকে তিনি মঠের কূপগুলো আর পানির ট্যাংকগুলো দেখিয়ে দিলেন। গরুর রাখালদের তিনি পানির জারগুলো পরিবহনের জন্য খচ্চর ব্যবহারের হুকুম দিলেন।...কর্তৃত্বের অধিকারী কেউ যদি এসব হুকুম দিতেন তাহলে মুহূর্তেই তা তামিল হয়ে যেত। কিন্তু ভৃত্যরা রেমেজিও কাছ থেকে হুকুম

BanglaBook.org

পেতে অভ্যস্ত ছিল, লিপিকররা মালাকির কাছ থেকে, সবাই মোহান্তের কাছ থেকে। কিন্তু হায়, এই তিন জনের কেউই উপস্থিত ছিলেন না। সন্ন্যাসীরা মোহান্তের খোঁজ করতে লাগল, কিন্তু পেল না; কেবল আমি জানতাম যে তিনি মারা গেছেন, বা যাচ্ছেন সে-মুহূর্তে, একটা বাতাসহীন প্যাসেজে আটকা প'ড়ে, যে-প্যাসেজটা তখন একটা চুল্লী, ফ্যালারিসের ষাঁড় হয়ে উঠছে।

নিকোলাস রাখালদেরকে একদিকে ঠেলে পাঠালেন, কিন্তু অন্য কিছু সন্ন্যাসী, সৎ উদ্দেশ্যেই, তাদেরকে অন্যদিকে পাঠাল। কিছু কিছু ধর্মভ্রাতার নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল, অন্যরা তখনো ঘুমের ঘোরে ছিল। আমি সব খোলাসা ক'রে বলার চেষ্টা করলাম, কারণ তখন আমি কথা বলার শক্তি ফিরে পেয়েছি, কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে যে, আমার পোশাক আগুনে ছুঁড়ে ফেলে তখন আমি নগ্নপ্রায়, এবং রক্তাক্ত, মুখটা কালিঝুলিতে জোবড়ানো, ঠান্ডায় ততক্ষণে প্রায় অবশ হয়ে যাওয়া একটা বালককে দেখে – কারণ তখন আমি ছোটোই ছিলাম – কারো মধ্যেই খুব একটা বল-ভরসা জাগার কথা নয়।

শেষ পর্যন্ত নিকোলাস অল্প ক'জন ধর্মভ্রাতা এবং অন্য কিছু লোককে রান্নাঘরে টেনে নিয়ে আসতে সক্ষম হলেন, যেটা ততক্ষণে কেউ খুলে দিয়েছে। আরেকজন সন্ন্যাসী বুদ্ধি ক'রে কিছু মশাল জোগাড় করলেন। দেখলাম জায়গাটার সসেমিরা দশা, বুঝলাম পানি এবং তা বহন করার পাত্রের খোঁজে উইলিয়াম নিশ্চয়ই সেটা উলটে পালটে ফেলেছিলেন।

সেই মুহূর্তেই দেখলাম উইলিয়াম খাওয়ার ঘরের দরজার কাছে আবির্ভূত হলেন, তাঁর মুখটা ঝলসানো, পোশাক থেকে ধোঁয়া উঠছে। তাঁর হাতে একটা বড়ো পাত্র; এবং অসহায়ত্বের এক করুণ রূপক উইলিয়ামকে দেখে করুণা হলো আমার। আমি উপলব্ধি করলাম, এক বালতি পানি যদি আমি এক ফোঁটাও চলকে না ফেলে তিন তালায় ঠিকমতো নিয়ে যেতে পারতাম, এমনকি কাজটা যদি একাধিকবার-ও করতাম, তার পরেও তিনি খুব বেশি কিছু করতে পারতেন না। সন্ত অগাস্টিন যে একবার একটি বালককে দেখেছিলেন যে একটা চামচ দিয়ে সাগরের পানি ওঠাবার চেষ্টা করছে, সেই গল্পটা মনে পড়ে গেল আমার : বালকটি ছিল দেবদূত, এবং তিনি একজন সন্তকে উপহাস করার জন্য কাজটি করছিলেন, কারণ সেই সন্ত ঐশী প্রকৃতির রহস্য বোঝার চেষ্টা করছিলেন। এবং ক্লান্ত-বিধ্বস্ত অবস্থায় দরজার বাজুতে গা ঠেস দিয়ে সেই দেবদূতের মতো উইলিয়াম আমার উদ্দেশে বলে উঠলেন, 'কাজটা অসম্ভব, আমরা কখনোই করতে পারব না। এমনকি মঠের সব সন্ন্যাসীকে সঙ্গে নিয়েও না। গ্রন্থাগারটা শেষ।' তবে দেবদূত যেটা করেননি, উইলিয়াম তা-ই করলেন, তিনি কেঁদে ফেললেন।

আমি তাঁকে জড়িয়ে ধরলাম, তিনি একটা টেবিল থেকে একটা কাপড় ছিঁড়ে নিয়ে সেটা দিয়ে আমাকে আবৃত করার চেষ্টা করলেন।

বেশ একটা তালগোল পাকানো পরিস্থিতি, হুড়োহুড়ি দশা; লোকজন খালি হাতে প্যাঁচানো সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে সেখানে অন্যদের মুখোমুখি হচ্ছে, যারা হয়ত কৌতূহলবশত ওপরে গিয়েছিল, এখন পানির পাত্রের খোঁজে নীচে নেমে আসছে। অন্যরা, যারা বেশি চালাক, তারা

BanglaBook.org

সঙ্গে সঙ্গেই প্যান, বেসিন খুঁজতে লেগে গিয়েছিল, কিন্তু শিগ্‌গিরই তারা বুঝতে পারে যে রান্নাঘরে যথেষ্ট পানি নেই। হঠাৎ ক'রে বিরাট কামরাটা বড়ো বড়ো জারবাহী খচ্চরে ভরে গেল, এবং যে রাখালরা সেগুলো নিয়ে এসেছিল তারা প্রাণীগুলোকে ভারমুক্ত ক'রে পানি ওপরে নিয়ে যেতে শুরু করল। কিন্তু স্ক্রিপ্টোরিয়ামে কী ক'রে উঠতে হয় সেটা তাদের জানা ছিল না, এবং লিপিকররা তাদের সেকথা বলতে কিছুটা সময় ব্যয় হয়ে গেল, এবং যখন তারা ওপরে গেল তারা আতঙ্কিত হয়ে একে অন্যের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি ক'রে নীচে নেমে এলো। জারগুলো ভেঙে পানি মাটিতে গড়িয়ে পড়ল, যদিও আগ্রহী অনেকের হাত হয়ে কিছু জার ওপরে পৌঁছে গেল। আমি সেই দলটাকে অনুসরণ ক'রে নিজেকে স্ক্রিপ্টোরিয়ামে আবিষ্কার করলাম। পুঁথিঘরের প্রবেশপথটা থেকে গাঢ় ধোঁয়া আসছিল; শেষ যেসব লোক পুব টাওয়ারটাতে ওঠার চেষ্টা করেছিল তারা সবাই কাশতে কাশতে, লাল চোখ নিয়ে এরই মধ্যে নেমে আসছিল, এবং তারা জানাল সেই নরকে ঢোকার আর কোনো উপায় নেই।

তখনই আমি বেন্নোকে দেখতে পেলাম। তাঁর মুখ বিকৃত হয়ে গেছে, নীচের তলা থেকে একটা পেল্লায় পানিপাত্র নিয়ে ওপরে উঠে আসছিল সে। নীচে নেমে আসতে থাকা লোকজন কী বলছিল সেটা শুনতে পেয়ে সে তাদের ধমকে উঠল : কাপুরুষের দল! নরক তোমাদের সবাইকে গিলে খাবে!' যেন সাহায্যের আশায়, ঘুরে দাঁড়াল সে, এবং আমাকে দেখতে পেল। 'আদ্‌সো,' সে আর্তনাদ ক'রে উঠল, 'গ্রন্থাগার...গ্রন্থাগার...' আমার জবাবের জন্য অপেক্ষা করল না সে, ছুটে গেল সিঁড়ির গোড়ায়, তারপর সাহসভরে ধোঁয়ার ভেতর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এরপর আর তার দেখা পাইনি আমি।

ওপরে একটা ক্যাঁচক্যাঁচ আওয়াজ শুনতে পেলাম। সুরকির সঙ্গে মেশানো পাথরের টুকরো স্ক্রিপ্টোরিয়ামের সিলিং থেকে খসে পড়ছিল। ফুলের আকৃতিতে খোদাই-করা একটা ভল্টের কীস্টোন আলগা হয়ে প্রায় আমার মাথার ওপর পড়ল। গোলকধাঁধাটার মেঝে ধসে পড়ছে। নীচতলায় ছুটে গেলাম আমি, তারপর খোলা জায়গায় বেরিয়ে এলাম। উৎসাহী কিছু ভৃত্য মই নিয়ে এসেছিল, সেগুলোর সাহায্যে তারা ওপরের তলার জানালার কাছে পৌঁছবার চেষ্টা করছিল, ওই পথে পানি নেবার জন্য। কিন্তু সবচাইতে উঁচু মই-ই কোনোরকমে স্ক্রিপ্টোরিয়ামের জানালার নাগাল পেল, এবং যারা মই বেয়ে ওপরে উঠেছিল তারা বাইরে থেকে জানালাগুলো খুলতে পারল না। তারা নীচে খবর পাঠাল যে সেগুলো যেন ভেতর থেকে খুলে দেয়া হয়, কিন্তু সেই মুহূর্তে কেউই ওপরে যেতে সাহস করল না।

এদিকে আমি একেবারে ওপরের তলার জানালাগুলোর দিকে তাকাচ্ছিলাম। আগুন এক ঘর থেকে আরেক ঘরে দ্রুত ছুটে গিয়ে হাজার হাজার শুকনো পাতার মধ্যে ছড়িয়ে পড়াতে গোটা গ্রন্থাগারটা এতক্ষণে নিশ্চয়ই একটা ধোঁয়া-উদ্‌গারি মালসাতে পরিণত হয়েছে। সব ক'টা জানালা আলোকিত হয়ে উঠেছে, কালো একটা ধোঁয়া আসছে ছাদ থেকে আগুন এরই মধ্যে কড়িকাঠগুলোতে ছড়িয়ে পড়েছে। যে এডিফিকিয়ুমটাকে এত নিরেট আর চতুর্ভুজাকার ব'লে মনে হতো, এই পরিস্থিতিতে এসে সেটার দুর্বলতা, সেটার ফাটল, ভেতর থেকে ক্ষয়ে-যাওয়া দেওয়াল

BanglaBook.org

প্রকাশ পেয়ে গেছে, খসে-পড়তে-থাকা পাথরগুলোর ভেতর যেখানে যেখানে কাঠের উপাদান ছিল সেখানে সেখানে আগুন পৌঁছে গেছে।

হঠাৎ ক'রে, যেন অন্তর্গত কোনো শক্তির চাপের ফলে, কয়েকটা জানালা চুরমার হয়ে গেল, রাতের অন্ধকারটায় বিক্ষুব্ধ দ্যুতির ফুটকি এঁকে দিয়ে কিছু স্ফুলিঙ্গ শূন্যে ছড়িয়ে পড়ল। জোরালো বাতাসটা দুর্বল হয়ে এসেছে   সেটাকে একটা দুর্ভাগ্য বলতে হবে, কারণ, জোরালো হ'লে সেটা হয়ত স্ফুলিঙ্গগুলোকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারত, কিন্তু হালকা হওয়াতে সেটা সেগুলোকে বয়ে নিয়ে চাঙ্গা ক'রে তুলল, এবং সেগুলোর সঙ্গে বাতাসে পার্চমেন্টের টুকরোগুলোকে একটা অভ্যন্তরীণ মশালের সূক্ষ্ম ভগ্নাংশ হিসেবে ঘুরপাক খাওয়াতে লাগল। এই সময়ে একটা বিস্ফোরণের আওয়াজ শোনা গেল   গোলকধাঁধাটার কোনো একটা জায়গার মেঝে খসে পড়েছে, এবং সেটার জ্বলন্ত কড়িকাঠগুলো নিশ্চয়ই নীচের মেঝের ওপর হুড়মুড় ক'রে ভেঙে পড়েছে। এবার আমি দেখতে পেলাম আগুনের শিখার লকলকে জিভ বেরিয়ে এসেছে স্ক্রিপ্টোরিয়াম থেকে, বইপত্র আর বইয়ের কেস রয়েছে সেখানেও, আরো আছে ডেস্কের ওপর ছড়ানো আলগা পৃষ্ঠা, স্ফুলিঙ্গকে উসকে দেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে। একদল লিপিকরের যন্ত্রণাপূর্ণ আর্তনাদ শুনতে পেলাম আমি, তাঁরা নিজেদের চুল ছিঁড়ছিলেন, কিন্তু বীরের মতো তখনো ওপরে উঠে তাঁদের প্রিয় পার্চমেন্টগুলো পুনরুদ্ধারের কথা ভাবছিলেন। বৃথাই   রান্নাঘর আর খাবার ঘর তখন চতুর্দিকে ছুটন্ত বিলুপ্ত আত্মাগুলোর মিলনের একটা চৌরাস্তা হয়ে উঠেছে, যেগুলোর প্রতিটি প্রতিটির জন্য বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। লোকজন একে অন্যের সঙ্গে ধাক্কা খাচ্ছিল, প'ড়ে যাচ্ছিল; যারা পানিপাত্র বহন করছিল তারা তাদের পরিত্রাণকারী আধেয়টি চলকে পানি ফেলে দিচ্ছিল; রান্নাঘরে নিয়ে আসা অশ্বতরগুলো আগুনের উপস্থিতি টের পেয়ে গিয়েছিল, এবং তারা খুরের খটাখট শব্দ তুলে বহিঃপথের দিকে হুড়মুড় ক'রে ছুট লাগাল, লোকজনকে, এমনকি নিজেদের আতঙ্কিত সহিসদেরকে ঢুস দিয়ে ফেলে দিয়ে। যত যা-ই হোক, ব্যাপারটা স্পষ্ট যে নেতৃত্বহীন ভূমিদাস আর ধার্মিক, জ্ঞানী কিন্তু অদক্ষ মানুষের এই দঙ্গল এমনকি যে সাহায্যটুকু তখনো আসতে পারত তা-ও আটকে দিচ্ছিল।

পুরো মঠ জুড়ে বিশৃঙ্খলতার রাজত্ব, কিন্তু সেটা করুণ ঘটনাটার শুরু মাত্র। জানালা আর ছাদ থেকে অবিরলভাবে নেমে-আসা স্ফুলিঙ্গের জয়দৃপ্ত মেঘ বাতাসের আশকারা পেয়ে তখন গীর্জার ছাদ ছুঁয়ে সব দিকে নেমে আসছিল। প্রত্যেকেই জানেন, সবচাইতে দুর্দান্ত ক্যাথীড্রালগুলো-ও আগুনের হুলের মুখে কী রকম অসহায় : ঈশ্বরের গৃহ গর্বিত ভঙ্গিতে যে পাষাণ প্রদর্শন করে তার সুবাদে সেগুলোকে খোদ ঐশী জেরুজালেমের মতোই সুন্দর আর সুরক্ষিত ব'লে মনে হয়, কিন্তু দেওয়াল আর ছাতগুলো ভঙ্গুর – যদিও চমৎকার – কাঠের স্থাপত্যে তৈরি, এবং ছাতের ভল্টগুলো পর্যন্ত উঠে-যাওয়া, ওকগাছের মতো নির্ভীক, সুউচ্চ স্তম্ভবিশিষ্ট পাথরের তৈরি গীর্জা অত্যন্ত সমীহ-জাগানো অরণ্যগুলোর কথা মনে করিয়ে দিলেও, এসব স্তম্ভের কেন্দ্রস্থল ওক কাঠের তৈরি – আর তা ছাড়া ট্র্যাপিংগুলোর বেশ কিছুও কাঠেরই তৈরি বেদী, কয়ার, চিত্রিত প্যানেল, বেঞ্চি, স্টল, মোমবাতিদানী (candelabra)। মঠের গীর্জাটার বেলাতেও একই কথা প্রযোজ্য, যেটার চমৎকার দরজাটা প্রথম দিনেই আমাকে খুব মুগ্ধ করেছিল। গীর্জাতে মুহূর্তের মধ্যে আগুন ধ'রে

BanglaBook.org

গেল। সন্ন্যাসীরা এবং জায়গাটার সমস্ত অধিবাসী তখন বুঝতে পারল যে খোদ মঠের অস্তিত্বই হুমকির মুখে প'ড়ে গেছে, আর তখন নতুন বিপদটা সামাল দেবার জন্য আরো আন্তরিকভাবে, যদিও আরো বেশি বিশৃঙ্খলভাবে, ছুটতে শুরু করল সবাই।

তবে এ কথা ঠিক যে, গীর্জাটা ততটা অগম্য না, গ্রন্থাগারটার তুলনায় আরো দুর্বলভাবে সুরক্ষিত। গ্রন্থাগারটার কাল হয়েছে সেটার নিজেরই দুর্ভেদ্যতা, যে-রহস্য সেটাকে সুরক্ষা দিয়েছে সেই রহস্য, আর সেটার নামমাত্র কয়েকটা প্রবেশপথ। ওদিকে প্রার্থনার সময় সবার জন্য মায়ের মতো উন্মুক্ত গীর্জাটা দুঃসময়ে সহায়তার জন্য সবার প্রতিই উন্মুক্ত। কিন্তু আর কোনো পানি ছিল না, বা, অন্তত খুব কমই জমানো ছিল, এবং কূপগুলো থেকে স্বভাবতই পানি খুব অল্প পরিমাণেই পাওয়া গেল, এবং ধীর গতিতে, যা প্রয়োজনের জরুরী অবস্থার সঙ্গে তাল মেলাতে পারল না। সব সন্ন্যাসী মিলে গীর্জার আগুন নিভিয়ে ফেলতে পারা উচিত ছিল, কিন্তু কিভাবে সেটা তাঁরা সেমুহূর্তে জানতেন না। তা ছাড়া, আগুনটা ওপর থেকে ছড়াচ্ছিল, এবং ধুলো বা ছেঁড়া কাপড় চোপড় দিয়ে সেটাকে নেভানো বা চাপা দেওয়ার জন্য লোকজনকে ওপরে তুলে দেয়া কঠিন ছিল। আর আগুন যখন নীচ দিয়ে দেখা দিলো তখন তার ওপর মাটি বা বালু ফেলে কোনো কাজ হলো না, কারণ ছাতটা অগ্নিনির্বাপণকারীদের ওপর ভেঙে ভেঙে পড়ছিল, বেশ কয়েকজনের গায়েও পড়েছিল।

তার ফলে, পুড়ে যাওয়া বহু ধন-সম্পদের জন্য আফসোসের আহাজারির সঙ্গে এখন যোগ হলো ঝলসানো মুখ, থ্যাঁতলানো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, উচু ভল্টগুলোর আকস্মিক পতনে সমাধি-ঘটে-যাওয়া মানুষগুলোর জন্য আর্তনাদ।

বাতাস আবার তীব্র হয়ে উঠেছে, এবং আগুন ছড়িয়ে পড়তে আরো তীব্রভাবে সাহায্য করছে। গীর্জার ঠিক পরপরই গোলা আর আস্তাবলে আগুন ধরল। আতঙ্কিত জন্তুগুলো তাদেরকে বেঁধে-রাখা দড়ি ছিঁড়ে ফেলল, লাথি মেরে দরজাগুলো ভেঙে ফেলল, তারপর ভয়ংকর হ্রেষা রবে, হাম্বা ডাকে, ব্যা ব্যা আর ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে মাঠময় ছড়িয়ে পড়ল। অনেক ঘোড়ার কেশরে স্ফুলিঙ্গ এসে পড়ল, আর ঘাসের ভেতর দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল যত নারকীয় প্রাণী, পথের সামনে পড়া সবকিছুকে মাড়িয়ে লক্ষ্য ও বিরামহীনভাবে ছুটে চলা জ্বলন্ত ঘোড়া। দেখলাম, কী ঘটছে তা কিছুই বুঝতে না পেরে এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়াতে থাকা বৃদ্ধ আলিনার্দোকে রাজকীয় ব্রুনেলাস ধাক্কা মেরে ফেলে দিলো, আগুনের জ্যোতির্বলয় তাঁকে ঘিরে ধরল; বৃদ্ধ মানুষটিকে ধুলোর মধ্যে টেনে নিয়ে যাওয়া হলো, তারপর মন্দভাগ্য আকৃতিহীন একটা বস্তু হিসেবে সেখানেই ফেলে রাখা হলো। কিন্তু আমার কাছে তখন তাঁকে বিপদ থেকে রক্ষা করার বা তাঁর অন্তিম দশা নিয়ে দুঃখ করার উপায় বা সময় নেই, কারণ সর্বত্রই তখন একই ঘটনা ঘটছিল।

জ্বলন্ত ঘোড়াগুলো সেসব জায়গায় আগুন ব'য়ে নিয়ে গিয়েছিল যেখানে বাতাস তা নিয়ে যায়নি : এখন জ্বলছে কামারশালাগুলো, আর শিক্ষানবিশদের বাড়ি। দলে দলে লোকজন কম্পাউন্ডের এক মাথা থেকে আরেক মাথা কোনো কারণ ছাড়াই বা অলীক কারণে ছোটাছুটি করছিল। নিকোলাসকে দেখতে পেলাম আমি, তাঁর মাথায় আঘাত লেগেছে, পোশাক শতছিন্ন, পরাজিত এখন, ফটকের দিক থেকে আসা পথটায় হামাগুড়ি দিচ্ছেন, আর ঐশী অভিসম্পাত বর্ষণ ক'রে যাচ্ছেন। দেখতে

BanglaBook.org

পেলাম তিভোলির প্যাসিফিকাসকে, যিনি সাহায্যের সব বাসনা ত্যাগ ক'রে পাশ দিয়ে যাওয়া একটা পাগলপারা অশ্বতরকে পাকড়াও করার চেষ্টা করলেন; কাজটায় সফল হবার পর তিনি চেঁচিয়ে বলে উঠলেন যেন আমিও একই কাজ করি, এবং তারপর পিঠটান দিই, আরমাগেডনের সেই ভয়াবহ প্রতিরূপটি থেকে পালাই।

আমি ভাবলাম উইলিয়াম কোথায়, ধ'সে-পড়া দেওয়ালের নীচে চাপা পড়লেন কি না ভেবে ভয় হলো। অনেকক্ষণ খোঁজার পর তাঁকে পেলাম, ক্লয়স্টারের কাছে। তাঁর হাতে তাঁর সফরের থলে : আগুন যখন তীর্থযাত্রীদের বিশ্রামাগারে ছড়িয়ে পড়ছিল, তিনি তখন অন্তত তাঁর সবচাইতে দামি জিনিসগুলো রক্ষা করার জন্য তাঁর কুঠুরিতে উঠেছিলেন। তিনি আমার থলেটাও সংগ্রহ করেছেন, এবং সেটার মধ্যে পরার মতো কিছু পাওয়া গেল। আমাদের চারপাশে কী ঘটছে তা দেখার জন্য রুদ্ধশ্বাস অবস্থায় একটু থামলাম আমরা।

ততক্ষণে মঠটার সর্বনাশ ঘটে গেছে। আগুন সেটার সব ভবনেই কমবেশি আগুন ছড়িয়ে গেছে। যেগুলো এখনো অস্পৃষ্ট আছে সেগুলো বেশিক্ষণ আর তা থাকবে না, কারণ প্রাকৃতিক উপাদানগুলো থেকে শুরু করে উদ্ধারকারীদের বিভ্রান্ত কাজকর্ম, সবই এখন আগুন ছড়িয়ে পড়তে সাহায্য করছে। কেবল যেসব স্থানে কোনো ভবন নেই সেগুলোই নিরাপদ রইল, সবজির ক্ষেত, ক্লয়স্টারের বাইরের বাগান।...ভবনগুলো বাঁচানোর জন্য আর কিছুই করার নেই; সেগুলো বাঁচাবার চিন্তা বাদ দিয়ে, আমরা খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে নিরাপদে সবকিছু দেখতে পেলাম।

আমরা গীর্জার দিকে তাকালাম, ধীরে ধীরে পুড়ছে সেটা এখন, কারণ এসব বড়ো বড়ো নির্মাণের বৈশিষ্ট্যই হলো সেগুলোর কাঠের অংশে তাড়াতাড়ি আগুন ধ'রে যায়, তারপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ'রে, কখনো কখনো কয়েক দিনব্যাপী ধিকি ধিকি দগ্ধ হতে থাকে। এডিফিকিয়ুমের অগ্নিকাণ্ডটা আলাদা। সেখানে দাহ্যবস্তু অনেক বেশি, এবং আগুন গোটা স্ক্রিপ্টোরিয়ামে ছড়িয়ে যাওয়ার পর রান্নাঘরেও আগ্রাসন চালিয়েছিল। আর সবচাইতে ওপরের তলায়, যেখানে একসময়, এবং কয়েক শত বছর ধ'রে গোলকধাঁধাটা ছিল, সেটা এখন কার্যত ধ্বংসপ্রাপ্ত।

উইলিয়াম বললেন, 'খৃষ্টজগতের সবসেরা গ্রন্থাগার ছিল ওটা। খৃষ্টবৈরী আসলেই এসে গেছে এখন, কারণ কোনো বিদ্যাই তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না আর। আর, সেই অর্থে, আজ রাতে তার মুখদর্শন ঘটেছে আমাদের।'

'কার মুখ?' আমি হতভম্ব হয়ে জিগ্যেস করলাম।

'মানে, ইয়র্গের মুখের কথা বলছি। দর্শনের প্রতি ঘৃণায় বিকৃত-হয়ে-যাওয়া সেই মুখে আজ আমি প্রথমবারের মতো খৃষ্টবৈরীর চেহারা দেখলাম, যে জুডাস-এর সম্প্রদায় থেকে আসেনি, যা কিনা ঘোষণায় বলা হয়েছিল, বা কোনো দূরদেশ থেকেও নয়। ধার্মিকতা থেকেও খৃষ্টবৈরী সৃষ্টি হতে পারে, ঈশ্বর বা সত্যের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত ভালোবাসা থেকে, ঠিক যেমন ধর্মদ্বেষী সন্ত থেকে আর ভূতগ্রস্ত দ্রষ্টা থেকে। পয়গম্বরদের, আর যাঁরা সত্যের জন্য মরতে প্রস্তুত তাঁদের ভয় কোরো, আদ্সো, কারণ নিজেদের সঙ্গে তাঁরা সাধারণত অন্যদেরও মরার ব্যবস্থা করেন, প্রায় ক্ষেত্রে

BanglaBook.org

নিজেদের আগেই, মাঝে মাঝে তাঁদের নিজেদের বদলে। ইয়র্গে একটা নারকীয় কাজ করেছেন, কারণ তিনি তাঁর সত্যটিকে এমন কামুকভাবে ভালোবেসেছিলেন যে মিথ্যেকে ধ্বংস করার জন্য কোনোকিছু করতেই পিছপা ছিলেন না। ইয়র্গে অ্যারিস্টটলের দ্বিতীয় বইটাকে ভয় পেতেন কারণ বইটা সম্ভবত সত্যিই যে-কোনো সত্যের মুখ বিকৃত করতে শিখিয়েছিল, যাতে ক'রে আমরা আমাদের ভূতের দাস না হই। সম্ভবত, যাঁরা মানবজাতিকে ভালোবাসেন তাঁদের ব্রত হওয়া উচিত মানুষকে বাধ্য করা যাতে তারা সত্যকে উপহাস করে, তাঁদের ব্রত হওয়া উচিত *সত্যকে হাসানো*. কারণ, সত্যের জন্য এক উন্মত্ত সংরাগ বা সুতীব্র আবেগ থেকে আমাদেরকে মুক্ত করতে শেখার মধ্যেই একমাত্র সত্যটি নিহিত রয়েছে।'

'কিন্তু গুরু,' আমি সাহস ক'রে দুঃখের সঙ্গে বললাম, 'এখন আপনি এভাবে কথা বলছেন কারণ আপনার চৈতন্যের গহীন ভেতরে আপনি আহত হয়েছেন। অবশ্য, আজ আপনি একটা সত্য আবিষ্কার করেছেন, যে-সত্যে আপনি পৌঁছেছেন গত ক'দিনে পড়া ক্লু বা সূত্রগুলোর ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে। ইয়র্গে জিতে গেছেন, কিন্তু আপনি ইয়র্গেকে হারিয়ে দিয়েছেন কারণ আপনি তাঁর ষড়যন্ত্র উদ্‌ঘাটন করেছেন।...'

উইলিয়াম বললেন, 'কোনো ষড়যন্ত্র ছিল না, এবং সেটা আমি দুর্ঘটনাবশত আবিষ্কার করেছি।'

প্রত্যয়টা স্ববিরোধী, এবং আমি নিশ্চিত নই যে উইলিয়াম ইচ্ছে ক'রেই কথাটা এভাবে বললেন কি না। 'তবে এ কথা সত্যি যে তুষারের ওপরের ছাপগুলোই ব্রুনেলাসের কাছে নিয়ে গিয়েছিল,' আমি বললাম, 'এ কথা সত্যি যে আদেল্‌মো আত্মহত্যা করেছিল, এ কথা সত্যি যে ভেনানশিয়াস পিপেটার মধ্যে ডুবে মরেননি, এ কথা সত্যি যে আপনি যেভাবে কল্পনা করেছিলেন সেভাবেই গোলকধাঁধাটার পরিকল্পনা করা হয়েছিল, এ কথা সত্যি যে একজন মানুষ "quatuor" শব্দটা স্পর্শ ক'রেই finis Africae-তে ঢুকেছিলেন, এ কথা সত্যি যে রহস্যময় বইটা অ্যারিস্টটলের লেখা।...আপনি আপনার বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে যে-সমস্ত সত্য জিনিস আবিষ্কার করেছেন আমি তার সবগুলোর কথা বলতে পারব একে একে...'

'আমি কখনোই চিহ্নের সত্য নিয়ে সন্দেহ করিনি, আদ্‌সো; ওগুলোই একমাত্র জিনিস যার সাহায্যে মানুষ এই পৃথিবীতে নিজের জন্য পথনির্দেশনা পেতে পারে। আমি যেটা বুঝিনি তা হচ্ছে এই চিহ্নগুলোর মধ্যেকার সম্পর্ক। একটা অ্যাপোক্যালিপ্টিক ছক বা নকশার সাহায্যে আমি ইয়র্গের কাছে পৌঁছেছিলাম, যে-ছকটা সবগুলো অপরাধের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছিল ব'লে মনে হয়েছিল, কিন্তু তার পরও সেই ছকটা ছিল আপাতিক, পূর্বপরিকল্পিত নয়। সবগুলো অপরাধের জন্যই একজন অপরাধীকে খুঁজতে গিয়ে আমি ইয়র্গের কাছে পৌঁছেছিলাম, অথচ আমরা আবিষ্কার করলাম যে প্রতিটি অপরাধই করেছে ভিন্ন ভিন্ন লোক, বা কেউই তা করেনি। একটা পথভ্রষ্ট আর যুক্তিবুদ্ধিসম্পন্ন মনের পিছু নিয়ে আমি ইয়র্গের কাছে পৌঁছেছিলাম, এবং কোনো পরিকল্পনা ছিল না, বা, বলা যেতে পারে, ইয়র্গে নিজেই তাঁর নিজের প্রাথমিক পরিকল্পনার কাছে পরাজিত হয়েছিলেন, এবং শুরু হয়েছিল কিছু কারণের আর একসঙ্গে কাজ-করা নানান কারণের, এবং পরস্পরবিরোধী

BanglaBook.org

কারণের একটা পরম্পরা, যেগুলো নিজে নিজেই এগোতে থাকল, এমন কিছু সম্পর্ক তৈরি করল যেগুলো কোনো পরিকল্পনা থেকে উদ্ভূত ব'লে মনে হয়নি। তাহলে, আমার সমস্ত প্রজ্ঞা কোথায়? বিন্যাস বা ক্রমের একটা সাদৃশ্যের পিছু তাড়া ক'রে আমি একগুঁয়ের মতো আচরণ করেছি, যেখানে আমার ভালো ক'রেই জানা থাকার কথা ছিল যে মহাবিশ্বে কোনো বিন্যাস বা ক্রম নেই।'

'কিন্তু একটা ভুল বিন্যাসের কল্পনা করার পরেও কিন্তু আপনি একটা জিনিস পেয়েছিলেন...'

'তুমি যা বললে তা চমৎকার, আদ্‌সো, তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। যে বিন্যাসটার কথা আমাদের মন কল্পনা করে সেটা একটা জালের মতো, বা মইয়ের মতো, কিছু একটা অর্জন করার জন্য তৈরি। কিন্তু তারপর তোমাকে অবশ্যই মইটা ছুড়ে ফেলে দিতে হবে, কারণ তুমি আবিষ্কার করবে যে, কাজের হলেও, আসলে সেটা অর্থহীন বা অকাজের। Er muoz gelîchesame die leiter abewerfen, sô er an ir ufgestigen[১] এভাবেই তোমরা বলো না কথাটা?'

'আমার ভাষাতে এভাবেই বলে। আপনাকে কে বলল?'

'তোমার দেশের এক মরমীবাদী। তিনি এটা কোথায় যেন লিখেছিলেন, ভুলে গেছি কোথায়। এবং, পাণ্ডুলিপিটা একদিন আবার খুঁজে পাওয়াটা কারো জন্য জরুরি নয়। যেসব সত্য ছুড়ে ফেলতে হয় কেবল সেসব সত্যই দরকারি।'

'নিজেকে গালমন্দ করার কোনো প্রয়োজন নেই আপনার আপনি আপনার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন।'

'মানবিক যথাসাধ্য, যা খুবই কম। এটা মেনে নেয়া কঠিন যে মহাবিশ্বে কোনো ক্রম বা শৃঙ্খলা থাকতে পারে না, কারণ তা ঈশ্বরের স্বাধীন ইচ্ছা এবং সর্বময়ক্ষমতাকে আহত করে। কাজেই, ঈশ্বরের স্বাধীনতা হচ্ছে আমাদের শাস্তি, বা অন্তত আমাদের অহংকারের শাস্তি।'

জীবনে প্রথম এবং শেষবারের মতো একটা ধর্মতাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত টানার সাহস করলাম 'কিন্তু সম্ভাব্যতা দিয়ে সম্পূর্ণ দূষিত হয়ে কী ক'রে একটা প্রয়োজনীয় সত্তা অস্তিত্বশীল থাকতে পারে? তাহলে ঈশ্বর ও আদিম মহাবিশৃঙ্খলার মধ্যে তফাৎ কোথায়? ঈশ্বরের নিজস্ব পছন্দের সাপেক্ষে "তাঁর" পরম সর্বশক্তিমত্তা এবং "তাঁর" পরম স্বাধীনতার স্বীকৃতি দেয়ার মানে কি এটাই দেখিয়ে দেয়া নয় যে ঈশ্বর নেই?'

উইলিয়াম যে-দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন তাতে তাঁর মনোভাব তাঁর চোখে-মুখে পরিষ্কার ফুটে উঠল, এবং তিনি বললেন, 'একজন বিদ্বান মানুষ কী ক'রে তাঁর বিদ্যাবত্তার কথা বলতে পারবেন যদি তিনি তোমার প্রশ্নের জবাবে হ্যাঁ বলেন?' আমি তাঁর কথার মানে বুঝতে পারলাম না। জিগ্যেস করলাম, 'আপনি কি বলতে চাইছেন যে সত্যের মাপকাঠি না থাকলে সম্ভাব্য এবং জ্ঞাপনযোগ্য বিদ্যা থাকবে না, নাকি আপনি বলতে চান যে, আপনি যা জানেন তা আপনি আর কাউকে জানাতে পারবেন না কারণ অন্যেরা আপনাকে তা করতে দেবে না?'

সেই মুহূর্তে ডরমিটরির একটা অংশ বিকট শব্দ ক'রে ভেঙে পড়ল, স্ফুলিঙ্গের একটা মেঘ

BanglaBook.org

আকাশে ছড়িয়ে পড়ল। মাঠের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে থাকা কিছু ভেড়া আর ছাগল ভয়ংকরভাবে ডাকতে ডাকতে আমাদের পাশ দিয়ে চ'লে গেল। আমাদেরকে প্রায় ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে একদল ভৃত্যও আমাদের পাশ দিয়ে চ'লে গেল।

উইলিয়াম বলে উঠলেন, 'বড্ড গোলমেলে পরিস্থিতি এখানে। Non in commotione, non in commotione Dominus[২].'

টীকা

১. **টেক্সট** : Er muoz gelîchesame die leiter abewerfen, sô er an ir ufgestigen…

অনুবাদ : মানুষকে অবশ্যই মইটা ছুড়ে ফেলে দিতে হবে, যাতে সে সেটা বেয়ে ওঠা শুরু করতে পারে

২. **টেক্সট** : 'Non in commotione, non in commotione Dominus.'

অনুবাদ : 'সদাপ্রভু ঈশ্বর সেই ভূমিকম্পের মধ্যে ছিলেন না, ভূমিকম্পের মধ্যে ছিলেন না।'

ভাষ্য ১ রাজাবলি ১৯: ১১-১২ থেকে। এলিযা, বাআল-এর পয়গম্বরদের হত্যা করার পর, আশ্রয় পেতে ঈশ্বরের পর্বত হোরেব-এ চলে যান। তিনি যখন পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে ছিলেন 'সেই সময় সদাপ্রভু ঈশ্বর সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন, আর তাঁর সামনে একটা ভীষণ শক্তিশালী বাতাস পাহাড়গুলোকে চিরে দু'ভাগ করল, এবং সব পাথর ভেঙে টুকরা টুকরা করল, কিন্তু সেই বাতাসের মধ্যে সদাপ্রভু ছিলেন না। সেই বাতাসের পরে একটা ভূমিকম্প হলো, কিন্তু সেই ভূমিকম্পের *(commotione)* মধ্যেও সদাপ্রভু ছিলেন না। ভূমিকম্পের পরে দেখা দিলো আগুন, কিন্তু সেই আগুনের মধ্যেও সদাপ্রভু ছিলেন না। সেই আগুনের পর ফিসফিস শব্দের মতো সামান্য শব্দ শোনা গেল।'

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

শেষ পৃষ্ঠা

তিন দিন তিন রাত ধ'রে পুড়ল মঠটা, এবং অন্তিম চেষ্টাগুলোতে কোনো কাজ হলো না। সে-স্থানে আমাদের অবস্থানের সপ্তম দিনের সকালে যখন দুর্যোগটা থেকে বেঁচে-যাওয়া লোকজন পরিষ্কার বুঝে গেল যে কোনো ভবন বাঁচানো যায়নি, যখন সেরা সব কাঠামোগুলোর কেবল ধ্বংসপ্রাপ্ত বাইরের দেওয়ালগুলো দেখা যাচ্ছিল, এবং গীর্জাটা, যেন নিজেকে নিজের মধ্যে টেনে নিয়ে, সেটার টাওয়ারটাকে গিলে নিয়েছিল – এমনকি সেই মুহূর্তেও ঐশী ভর্ৎসনার সঙ্গে যুঝবার কারো ইচ্ছেই কোনো কাজে আসেনি। শেষ কয়েক বালতি পানির জন্য ছুটোছুটি ক্রমেই আরো উদ্যমহীন হয়ে পড়েছিল, আর ওদিকে চ্যাপ্টার হাউস ও মোহান্তের দুর্দান্ত ঘরগুলো তখনো পুড়ছিল। আগুন যতক্ষণে বিভিন্ন ওয়ার্কশপের দূর প্রান্তে পৌঁছল, ভৃত্যরা তার অনেক আগেই যতগুলো সম্ভব তত জিনিস বাঁচিয়ে এনেছিল, এবং রাতের ডামাডোলে যেসব জন্তু-জানোয়ার দেওয়ালের ওপারে চ'লে গিয়েছিল সেগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে এসেছিল যাতে ক'রে গবাদি পশুগুলোর কিছু হলেও আবার পাকড়াও করা যায়।

দেখলাম ভৃত্যদের কেউ কেউ গীর্জা বলতে যেটুকু অবশিষ্ট আছে সেটার ভেতর সাহস ক'রে ঢুকে পড়ল অনুমান করলাম পালিয়ে যাওয়ার আগে তারা কিছু দামি জিনিস বাগিয়ে নিতে ভূগর্ভস্থ রত্নাগারের ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছিল। জানি না তারা সফল হয়েছিল কি না, জানি না ভূগর্ভস্থ সেই স্থানটাটা এরই মধ্যে ধ'সে পড়েছিল কি না, বা অভব্য লোকগুলো সেই ধনসম্পদের কাছে পৌঁছুবার আগেই পৃথিবীর পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে গিয়েছিল কি না।

এদিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবার জন্য, কিংবা অন্য কোনো কিছু লুট করার জন্য গ্রাম থেকে মানুষ ছুটে আসছিল। মৃতরা বেশিরভাগই তখনো-গনগনে-লাল ধ্বংসস্তূপের মধ্যে প'ড়ে ছিল। তৃতীয় দিন, যখন আহতদের চিকিৎসা করা হলো এবং বাইরে পাওয়া মৃতদেহগুলো গোর দেয়া সারা হলো, তখন সন্ন্যাসী আর অন্যান্যরা তাদের জিনিসপত্র সংগ্রহ ক'রে নিয়ে তখনো-ধোঁয়া-বের হতে-থাকা মঠটা ছেড়ে চলে গেল, অভিশপ্ত একটা জায়গার মতো। কোথায় তারা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গেল সেটা আমি বলতে পারব না।

বনের-মধ্যে-পাওয়া দিগ্‌ভ্রান্ত দুটো ঘোড়ার পিঠে চ'ড়ে আমরা সে-অঞ্চল ত্যাগ করলাম; তখন আমরা সেটাকে res nullius[১] ব'লে গণ্য করেছিলাম। পুব দিক বরাবর এগোলাম আমরা। ফের বব্বিও পৌঁছুবার পর আমরা সম্রাটসংক্রান্ত খারাপ খবর পেতে শুরু করলাম। রোমে পৌঁছানোর পর, জনগণ তাঁকে রাজমুকুট পরিয়ে দিয়েছিল। জনের সঙ্গে কোনো আপস বা চুক্তি হচ্ছে না সেটা বুঝতে পেরে তিনি পঞ্চম নিকোলাস নামের একজনকে প্রতি-পোপ নিযুক্ত করেছিলেন। মার্সিলিয়াসকে রোমের স্পিরিচুয়াল ভিকার নিযুক্ত করা হয়েছিল, কিন্তু তাঁর দোষে বা দুর্বলতার কারণে সেই শহরে এমন সব ঘটনা ঘটছিল যা বলতে দুঃখ লাগে। পোপের প্রতি বিশ্বস্ত এবং মাস্ পরিচালনা করতে অনিচ্ছুক যাজকদের নির্যাতন করা হচ্ছিল, ক্যাপিটোলাইনে

BanglaBook.org

(Capitoline) একজন অগাস্টিনীয় প্রায়রকে সিংহের খাঁচায় ছুড়ে দেয়া হয়েছিল। জনকে মার্সিলিয়াস এবং জানদুনের জন ধর্মদ্রোহী হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন, ওদিকে লুইস তাঁদের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করাবার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু সম্রাটের অপশাসনের ফলে স্থানীয় অভিজাতরা ক্ষিপ্ত হচ্ছিল, আর জন-তহবিল ফুরিয়ে আসছিল। এ খবর জানার পর আমরা আমাদের রোমগমনের গতি ধীর ক'রে ফেললাম, এবং আমি উপলব্ধি করলাম যে তাঁর আশা-ভরসা গুঁড়িয়ে দেবে এমনসব ঘটনার সাক্ষী উইলিয়াম হতে চাননি।

পম্পোসায় এসে জানলাম রোম লুইসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, যিনি পিসার দিকে পিছু হঠে গিয়েছিলেন, আর ওদিকে জনের দূতেরা বিজয়গর্বে পোপের নগরে প্রবেশ করছিলেন।

এদিকে চেযেনার মাইকেল বুঝতে পেরেছিলেন যে অ্যাভিনিয়নে তাঁর উপস্থিতিতে কোনো কাজের কাজ হচ্ছে না – সত্যি বলতে কি, তিনি নিজের প্রাণভয়ে শঙ্কিত ছিলেন – কাজেই তিনি পিঠটান দিয়ে পিসায় লুইসের সঙ্গে মিলিত হলেন।

শিগ্‌গিরই, নানান ঘটনা দেখে আর বাভারীয় লোকটি মিউনিখের দিকে অগ্রসর হবেন সেটা আগেভাগে টের পেয়ে, আমরা উলটোপথ ধরলাম, এবং সেদিকেই অগ্রসর হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম, তবে সেটার আরো কারণ এই যে উইলিয়ামের কাছে মনে হচ্ছিল ইতালি তাঁর জন্য অনিরাপদ হয়ে উঠছে। পরবর্তী মাস এবং বছরগুলোয় লুইস দেখতে পেলেন তাঁর সমর্থক গিবেলাইন অভিজাতদের জোট ভেঙে গেল; এবং পরের বছর প্রতি-পোপ (অ্যান্টিপোপ) নিকোলাস নিজের গলায় একটা দড়ি প্যাঁচানো অবস্থায় জনের কাছে আত্মসমর্পণ করবেন।

মিউনিখে পৌঁছে আমাকে আমার প্রিয় গুরুর কাছ থেকে চোখের জলে ভেসে বিদায় নিতে হলো। তাঁর ভাগ্য অনিশ্চিত ছিল, এবং আমার পরিবার চেয়েছিল আমি বরং মেল্কেই ফিরে যাই। সেই করুণ রাতটির পরে উইলিয়াম যখন মঠটির ধ্বংসস্তূপের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর হতাশার কথা ব্যক্ত করেছিলেন, তারপর, যেন এক অনুক্ত চুক্তি অনুযায়ীই, আমরা আর সেই গল্পটা নিয়ে কথা বলিনি। এমনকি আমাদের বেদনাদীর্ণ বিদায়ের সময়েও আমরা সেটার কথা এড়িয়ে গেছি।

আমার ভবিষ্যৎ পড়াশোনার ব্যাপারে আমার গুরু আমাকে অনেক সদুপদেশ দিলেন, এবং নিকোলাস তাঁকে যে চশমাটা বানিয়ে দিয়েছিলেন সেটা আমাকে উপহার দিলেন, কারণ তিনি তাঁর চশমাজোড়া ফিরে পেয়েছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, তখনো আমার তরুণ বয়স ঠিকই, কিন্তু একদিন জিনিসটা আমার কাজে লাগবে (আর সত্যিই, এই কথাগুলো লেখার সময় সেই চশমাজোড়া এখন আমি আমার নাকের ওপর প'রে আছি)। তারপর তিনি আমাকে পিতৃসুলভ স্নেহময়তার সঙ্গে আমাকে আলিঙ্গন করলেন, এবং বিদায় দিলেন।

তাঁর সঙ্গে আর দেখা হয়নি। বেশ পরে আমি জানতে পেরেছিলাম যে সেই শতাব্দীর মাঝামাঝি ইউরোপ জুড়ে যে মহাপ্লেগের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল তখন তিনি মারা গিয়েছিলেন। আমি সব সময়ই প্রর্থনা করি যেন ঈশ্বর তাঁর আত্মাকে গ্রহণ করেন, এবং তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক অহংকারের কারণে তিনি অসংখ্য যেসব গর্বোদ্ধত আচরণ করেছিলেন সেগুলো যেন তিনি ক্ষমা করেন।

banglabook.org

বহু বছর পর, পরিণত বয়সে, আমার মোহান্তের আদেশে একবার আমি ইতালি গিয়েছিলাম। আমি প্রলোভনটি সংবরণ করতে পারিনি, এবং ফেরার সময় আমি আমার যাত্রাপথ ছেড়ে সেই মঠটির তখন যা অবশিষ্ট ছিল তাই দেখতে গিয়েছিলাম।

পাহাড়ের ঢালে অবস্থিত দুটো গ্রামই জনশূন্য, চারপাশের জমি অকর্ষিত। পাহাড় বেয়ে চুড়োয় ওঠার পর জনশূন্যতা আর মৃত্যুর একটা দৃশ্য আমার চোখের সামনে দেখা দিয়ে আমার চোখ ভিজিয়ে দিলো।

যেসব বিশাল আর দুর্দান্ত স্থাপনা একসময় স্থানটির সৌন্দর্য বর্ধন করেছিল, সেসবের ধ্বংসাবশেষ প'ড়ে আছে কেবল, যেমনটা ঘটেছিল রোম নগরে প্রাচীনকালের পেগানদের স্মৃতিস্তম্ভের বেলায়। দেওয়াল আর স্তম্ভগুলোর ভগ্নাংশ, আর তখনো অক্ষত কিছু আর্কিট্রেভ (architrave) সব আইভি লতায় ছেয়ে আছে। মাটিতে আগাছা ঘিরে ফেলেছে চারপাশ থেকে, ফলে একসময় কোথায় শাকসবজি আর নানান ফুল জন্মেছিল তা আর বলার উপায় নেই। ভূখণ্ডটির তলের ওপরে তখনো মাথা উঁচিয়ে থাকা কিছু কবরের কারণে সমাধিস্থলটি শুধু চেনা গেল। প্রাণের একমাত্র লক্ষণ হিসেবে কিছু শিকারী পাখিকে পাথরগুলোর ফাঁকফোকরের ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে চলা গিরগিটি আর দেওয়ালের ওপর দিয়ে গুঁড়ি মেরে চলা সাপ শিকার করতে দেখা গেল। ছত্রাকদষ্ট হয়ে গীর্জার দরজার যৎসামান্য চিহ্ন অবশিষ্ট রয়েছে কেবল। টিম্পনামের আদ্ধেকটা মাত্র অবশিষ্ট রয়েছে, আর সেখানে তখনো আমি সিংহাসনে উপবিষ্ট যীশুর বাম চোখটা আর সিংহের মুখটার খানিকটা অংশের আভাস পেলাম, যদিও প্রাকৃতিক শক্তিগুলোর কারণে সেসব ছত্রাকার হয়ে পড়েছে, আর ছাতা ধ'রে অস্পষ্ট হয়ে গেছে।

ধ্বংসের-কবলে-পড়া দক্ষিণ দেওয়ালটা ছাড়া বাকি এডিফিকিয়ুমটাকে দেখে মনে হলো সেটা তখনো কালপরিক্রমাকে অগ্রাহ্য ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। দুরারোহ পর্বতগাত্রের ওপর বাইরের দিকের দুটো টাওয়ার দেখে মনে হলো সময় তাদের প্রায় ছুঁতেই পারেনি, তবে সব ক'টা জানালাই এখন ফাঁকা কোটরে পরিণত হয়েছে, আর লতানো গাছপালাগুলোকে সেগুলোর আঠালো অশ্রুর মতো লাগছে। ভেতরের শিল্পকর্ম নষ্ট হয়ে গেছে, কোনটা প্রকৃতির অংশ আর কোনটা মানুষের সৃষ্টি তা বোঝা যায় না, এবং রান্নাঘরের বিপুল বিস্তার পেরিয়ে ওপরের তলা এবং ছাদের ফোকর গ'লে চোখ খোলা আকাশের দিকে চ'লে যায়, যে ছাদটা পতিত দেবদূতের মতোই পতিত। শ্যাওলা প'ড়ে সবুজ-হয়ে-যায়নি এমন সবকিছুই বেশ কয়েক দশক আগের ধোঁয়ায় তখনো কালো হয়ে আছে।

ভাঙাচোরা ইট-পাথরের ভেতর খোঁচাখুঁচি ক'রে মাঝেমধ্যেই পার্চমেন্টের ছেঁড়াখোঁড়া অংশ পেয়ে যাচ্ছিলাম, যেগুলো স্ক্রিপ্টোরিয়াম ও গ্রন্থাগার থেকে উড়ে-আসা মাটি-চাপা-পড়া ধনরত্নের মতো টিকে গিয়েছিল; যেন আমি কোনো বইয়ের ছেঁড়া পাতাগুলো জোড়া দিতে যাচ্ছি, এমনভাবে সেগুলো সংগ্রহ করতে শুরু করলাম। তখন আমি খেয়াল করলাম যে, টাওয়ারগুলোর একটার মধ্যে – সেটা নড়বড়ে হয়ে পড়লেও তখনো অক্ষতই রয়েছে – একটা প্যাঁচানো সিঁড়ি স্ক্রিপ্টোরিয়ামের দিকে উঠে গেছে, এবং সেখান থেকে ধ্বংসাবশেষের খানিকটা ঢাল বেয়ে উঠে আমি গ্রন্থাগারের

BanglaBook.org

সমতলে পৌছতে পারলাম   যেটা অবশ্য বাইরের দেওয়ালগুলোর পাশে স্রেফ একটা গ্যালারির মতন চারপাশের সব ফাঁকা জায়গার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

দেওয়ালের একটা বিস্তারের মধ্যে একটা বুককেস পেলাম, জানি না কিভাবে আগুনের হাত থেকে বেঁচে গিয়ে অলৌকিকভাবে খাড়া আছে সেটা তখনো; পানিতে পচে যাওয়া, উইপোকায় খাওয়া। কয়েকটা পাতা সেটাতে তখনো ছিল। অন্যান্য ধ্বংসাবশেষ পেলাম আমি নীচের ভগ্নস্তূপগুলো হাতড়ে। ফসল আমার যৎসামান্য, কিন্তু সেই ফসল তুলতে আমি সারা দিন ব্যয় করলাম যেন গ্রন্থাগারের সেই disiecta membra[২] থেকে পাঠানো কোনো বার্তা আমার কাছে আসতে পারে। পার্চমেন্টের কিছু টুকরো পাণ্ডুর হয়ে গেছে, অন্যগুলোতে কোনো ছবির ছায়ার আভাস দেখা গেল, অথবা এক বা একাধিক শব্দের অপচ্ছায়া; মাঝে মাঝে এমন সব পাতা পেলাম যেগুলোতে সবগুলো বাক্য পাঠযোগ্য; তার চাইতে বেশি পেলাম অক্ষত কিছু বাঁধাইঅলা বই, একসময় যা ধাতব নাল ঠোকা ছিল...বইগুলোর ভূত যেগুলো বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় অক্ষতই রয়েছে কিন্তু ভেতরে ক্ষয়ে গেছে; তার পরও কখনো কখনো হয়ত আধা পৃষ্ঠা রক্ষা পেয়ে গেছে; বোঝা যাচ্ছে কোনো incipit[৩], কোনো শিরোনাম।

যে যে স্মারক পেলাম তার প্রতিটি সংগ্রহ করলাম আমি, সেই দুর্দশাজনক সঞ্চয়টা বাঁচাবার জন্য আমার কাছে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ফেলে দিয়ে, এবং তাতে সফরসহায়ক দু-দুটো বস্তা সেসবে ভরে গেল।

ফিরতি যাত্রার সময় এবং তারপর মেল্কে-তে আমি সেইসব ঝড়তি-পড়তির অর্থোদ্ধারে চেষ্টায় এন্তার সময় ব্যয় করলাম। কখনো কখনো কোনো শব্দ বা টিকে যাওয়া ছবি থেকে বুঝতে পারলাম লেখাটা কী বিষয় নিয়ে ছিল। পরে যখন সেসব বইয়ের অন্য কপি পেলাম তখন অনুরাগভরে সেসব কপি পড়লাম আমি, যেন নিয়তি আমাকে এই উত্তরাধিকারটি পাইয়ে দিয়েছে, যেন ধ্বংসপ্রাপ্ত কপিটি শনাক্ত করার ব্যাপারটি একটি সুস্পষ্ট ঐশী ইঙ্গিত যা আমাকে বলছে : Tolle et lege[৪] । আমার ধৈর্যশীল পুনর্গঠনের পর দেখলাম আমার কাছে রয়েছে অপেক্ষাকৃত ছোটো একটা গ্রন্থাগার, যা আরো বড়ো, উধাও হয়ে যাওয়া একা গ্রন্থাগারের চিহ্ন; এমন এক গ্রন্থাগার যেটা টুকরো-টাকরা জিনিস, উদ্ধৃতি, অসমাপ্ত বাক্য, বইয়ের অঙ্গচ্ছেদ-ঘটা ছিন্নকাণ্ড দিয়ে তৈরি।

BanglaBook.org

যতই এই তালিকাটি বারবার পড়ি, ততই আমি এই স্থিরবিশ্বাসে পৌঁছোই যে এটা নেহাতই দৈবের ফল, এবং এর মধ্যে কোনো বার্তা লুকিয়ে নেই। কিন্তু এসব অপূর্ণাঙ্গ পাতাই সেই ঘটনার পর বাঁচার জন্য আমার হাতে যে জীবনটুকু ছিল সেই জীবনের সমস্তটা কাল আমাকে সঙ্গ দিয়েছে; প্রায়ই আমি দৈববাণীর মতো সেগুলোর শরণাপন্ন হয়েছি, এবং আমি প্রায় এই ধারণা লাভ করেছি যে এসব পাতায় আমি যা কিছু লিখেছি, যা অজ্ঞাত পাঠক আপনি এখন পড়বেন, তা নেহাতই

সাহিত্যের মাধুকরী, বিভিন্ন লেখকের লেখা থেকে নেয়া অংশগুলোকে জোড়াতালি দিয়ে দাঁড়-করানো একটা লেখা (cento), বিচিত্র স্তোত্র, একটা বিশাল অ্যাক্রস্টিক (শব্দখেলা) যা আমাকে কেবল সেসব কথাই বলে, আমার কাছে সেসব কথারই প্রতিধ্বনি করে যেগুলো ওসব অসম্পূর্ণ বা বিচ্ছিন্ন অংশ আমার কাছে ইঙ্গিত দিয়েছে, এ কথাও জানি না যে এতক্ষণ আমি সেসবের কথা বলেছি নাকি সেগুলো আমার মুখের ভেতর দিয়ে সেসব কথা বলিয়ে নিয়েছে। কিন্তু দুটো সম্ভাবনার যেটিই সঠিক হোক না কেন, সেগুলো থেকে উঠে-আসা কাহিনীটি আমি নিজের কাছে যতই পুনরাবৃত্তি করি ততই কম বুঝতে পারি যে সেটার মধ্যে এমন কোনো পরিকল্পনা বা ডিজাইন রয়েছে কি না যা সেগুলোকে এক সূত্রে গাঁথা প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক ঘটনাপ্রবাহের এবং সময়ের বাইরের কিছু। এবং মৃত্যুর দোরগোড়ায় পৌছানো এই বৃদ্ধ সন্ন্যাসীটি যে-পত্র রচনা করল সেটার কোনো গুপ্ত অর্থ রয়েছে কি না, বা সেটার একাধিক অর্থ রয়েছে কি না, নাকি একেবারেই নেই, তা না জানাটা এই মানুষটির জন্য বেশ কঠিন একটি ব্যাপার।

কিন্তু এটা বুঝতে বা দেখতে পারার আমার এই অক্ষমতা সম্ভবত সেই ছায়ারই ফল যে-ছায়াটি সেই বিপুল অন্ধকার এই বৃদ্ধ পৃথিবীটির ওপর ফেলতে যাচ্ছে।

Est ubi gloria nunc Babyloniae?[৫] গত বছরের তুষার সব গেল কোথায়? পৃথিবী নাচছে করাল নৃত্য; মাঝে মাঝে আমার কাছে মনে হয় যে, দানিউব নদীটি সেই সব অর্ণবপোতে ভর্তি যেগুলো নির্বোধদের নিয়ে একটা অজ্ঞাত, অন্ধকার স্থানের দিকে যাচ্ছে।

আমি এখন যা করতে পারি তা হলো চুপ ক'রে থাকা। O quam salubre, quam iucundum et suave est sedere in solitudine et tacere et loqui cum Deo![৬] শিগ্‌গিরিই আমি আমার সূচনার সঙ্গে যুক্ত হব, এবং আমি এখন আর মনে করি না যে আমার সম্প্রদায়ের মোহান্তরা মহিমার ঈশ্বরের কথা আমার কাছে বলেছিলেন, বা আনন্দের ঈশ্বরের কথা, যা কিনা সে-সময়ে মাইনরাইটরা বিশ্বাস করত, সম্ভবত এমনকি ধার্মিকতার ঈশ্বরের কথাও নয়। Gott ist ein lauter Nichts, ihn rührt kein Nun noch Hier[৭]...শিগ্‌গিরই আমি নিখুঁত রকমের সমতল আর সীমাহীন এই সুবিস্তৃত মরুভূমিতে প্রবেশ করব, যেখানে সত্যিকারের ধার্মিক হৃদয় পরমানন্দে মৃত্যুবরণ করে। আমি সেই ঐশী ছায়াতে ডুবে যাব, এক মূক নীরবতায় আর এক অনির্বচনীয় মিলনে, আর এই নিমজ্জনে সব সাম্য এবং সব অসাম্য বিলীন হয়ে যবে, এবং সেই অতল গহ্বরে আমার চৈতন্যও নিজেকে হারিয়ে ফেলবে, এবং সাম্য বা অসাম্যকে বা অন্য কিছুকে চিনতে পারবে না বা জানবে না এবং সব পার্থক্য বিস্মৃত হয়ে যাবে। আমি থাকব সাধারণ ভিত্তিতে, সেই নীরব মরুভূমিতে যেখানে ভিন্নতাকে কখনোই দেখা যায় না, সেই অন্তরালে থাকব যেখানে কেউ নিজেকে সঠিক স্থানে খুঁজে পায় না। আমি নীরব ও জনমানবশূন্য ঈশ্বরত্বে পতিত হব যেখানে কোনো কাজ নেই এবং কোনো প্রতিমা বা প্রতিচ্ছবি নেই।

BanglaBook.org

স্ক্রিপ্টোরিয়ামে বেশ ঠান্ডা, আমার বৃদ্ধাঙ্গুল ব্যথা করছে। রেখে দিচ্ছি পাণ্ডুলিপিটা, জানি না কার জন্য। এখন আর জানি না এটা কী নিয়ে লেখা হয়েছে : *stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus*[৮]।

টীকা

১. **টেক্সট** : res nullius

অনুবাদ : কারোই সম্পত্তি নয়

২. **টেক্সট** : disiecta membra

অনুবাদ : ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ভগ্নাংশ

৩. **টেক্সট** : incipit

অনুবাদ : শুরু, কথারম্ভ,

ভাষ্য আক্ষরিক অর্থ, 'এবার শুরু হচ্ছে।' এবং এই কথাগুলো দিয়েই মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপিগুলো শুরু হতো।

৪. **টেক্সট** : Tolle et lege

অনুবাদ : নাও, পড়ো

ভাষ্য : *কনফেশনস* (৮: ১২)-এ সন্ত অগাস্তিন তাঁর খৃষ্টধর্ম গ্রহণের মুহূর্তটির বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি যখন তাঁর তুচ্ছতা, অকিঞ্চিৎকরতা নিয়ে ক্রন্দন করছিলেন তখন তিনি শুনতে পেলেন একটি শিশুর কণ্ঠ এই বলে চলেছে: 'Tolle, lege; tolle, lege।' এটাকে তিনি বাইবেল হাতে নিয়ে প্রথম যে অধ্যায় সামনে পড়বে সেটা থেকে পড়ার ঈশ্বরের তরফ থেকে আসা নির্দেশ ব'লে ধ'রে নিলেন। বাইবেল খুলে প্রথমেই দেখলেন লেখা রয়েছে 'হৈ হল্লা ক'রে মদ খাওয়া এবং মাতলামিতে নয়, ব্যভিচার ও বিশৃঙ্খল জীবনে নয়, ঝগড়াঝাঁটি ও হিংসাতে নয়, কিন্তু যারা দিনের আলোয় চলাফেরা করে, এসো, আমরা তাদের মতো উপযুক্তভাবে জীবন কাটাই। তোমরা কাপড়ের মতো ক'রে প্রভু যীশুখৃষ্টকে দিয়ে নিজেদের ঢেকে ফেল, পাপ-স্বভাবের ইচ্ছা পূর্ণ করার দিকে মন দিয়ো না।' (রোমীয় ১৩: ১৩-১৪)। এর পর আর পড়লেন না তিনি। তিনি বলছেন মুহূর্তের মধ্যে তাঁর মন প্রশান্তিতে ভ'রে গেল, এবং সন্দেহের আঁধার কেটে গেল।

৫. **টেক্সট** : Est ubi gloria nunc Babylonia?

অনুবাদ : ব্যাবিলনের সেই গরিমা আজ কোথায়?

ভাষ্য : ক্লুনির বার্নার্ডের *De contempt of mundi, I, ৯৩৩* থেকে। এটা 'রেভেলেশন বা প্রকাশিত বাক্য'-র ১৪:৮ মনে করিয়ে দেয়। Bernard of Cluny (আনুমানিক ১১০০-১১৫৬ খৃষ্টাব্দ)। বেনেডিক্টীয় সন্ন্যাসী এবং কবি। কখনো কখনো তাঁকে মর্লে-র বার্নার্ড-ও বলা হয়ে থাকে তাঁকে। *De contempt of mundi* (*জগতের প্রতি ঘৃণা প্রসঙ্গে*) নামক রচনার জন্য তিনি

BanglaBook.org

সবচাইতে বিখ্যাত। লাতিনে লেখা ৩০০০ লাইনের ব্যঙ্গাত্মক কবিতা এটি। আনুমানিক ১১৪০ খৃষ্টাব্দে রচিত। এই কাব্যগ্রন্থটি, যা ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাওয়া একটি জগতের বিরুদ্ধে এক নিষ্ঠুর অভিযোগপত্র, সেটার সময়ের নষ্টামিকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছে। ড্যাকটিলিক হেক্সামিটারে লেখা এই কাব্যে যাজক অযাজক, বা এমনকি খোদ রোমক কুরিয়া, কাউকেই রেয়াত করা হয়নি। স্বর্গ ও নরকের দুর্দান্ত বর্ণনাকে অনেক সময় দান্তের বর্ণনার সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে, এবং পুরো রচনাটি যেভাবে শেষ হয় তার মধ্যে সমস্ত জগতের ধ্বংসের একটা সুর বেজে উঠেছে। একো বার্নার্ডের কবিতা থেকে এই দুটি চরণটি ধার নিয়েছেন: *Est ubi gloria nunc Babylonia?*১ ('ব্যাবিলনের সেই গরিমা আজ কোথায়?' স্মর্তব্য, বাউল আবদুল করিম শাহ-এর গান : আগের বাহাদুরি এখন গেল কই?) এবং Stat rosa pristina nomine, nominanuda tenemus

৬. **টেক্সট** O quam salubre, quam iucundum et suave est sedere in solitudine et tacere et loqui cum Dco!

অনুবাদ : আহা! নির্জনে ব'সে চুপচাপ ঈশ্বরের সঙ্গে বাক্যালাপ কতই না স্বাস্থ্যপ্রদ, মনোরম, আর মিষ্টি!

ভাষ্য : Thomas à Kempis {১৩৭৯/৮০-১৪৭১, জার্মান পাদ্রী এবং ভক্তিমূলক সাহিত্যের রচয়িতা। সম্ভবত তিনি বিখ্যাত *দি ইমিটেশন অভ্ ক্রাইস্ট* (১৪২৬)-এরও লেখক} রচিত *Soliloquium Animae* (*আত্মার স্বগতোক্তি*) থেকে নেয়া। আদ্সোর পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে একো নিজে বলছেন, 'লেখাটির রচনাকাল অবশ্য অনিশ্চিত। ১৩২৭ খৃষ্টাব্দে যেহেতু তিনি শিক্ষানবিশ ছিলেন ব'লে উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন যখন তিনি লিখছেন তখন তিনি মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে, সেক্ষেত্রে আমরা মোটামুটি একটা হিসেব ক'রে বলতে পারি যে পাণ্ডুলিপিটি চতুর্দশ শতকের অন্তিম বা তার আগের দশকে রচিত হয়েছিল।' টমাস কেম্পিসের জন্ম যেহেতু ১৩৭৯/৮০ খৃষ্টাব্দে, তাই তিনি *Soliloquium Animae* (*আত্মার স্বগতোক্তি*) বইটি প্রায় শৈশবকালে লিখে না থাকলে আদ্সোর পক্ষে সেটা পড়া মুশকিল। এধরনের ভুল একোর লেখায় খুব কমই দেখা যায়।

৭. **টেক্সট :** Gott ist ein lauter Nichts, ihn rührt kein Nun noch Hier.

অনুবাদ : ঈশ্বর নির্জলা শূন্যতা, বর্তমান বা এখন আর এই স্থান, কিছুই তাঁকে স্পর্শ করে না।

ভাষ্য এই টেক্সটটি মরমীবাদী এবং কবি হিসেবে পরিচিত জার্মান ক্যাথলিক পাদ্রী এবং চিকিৎসক এঞ্জেলিয়াস সিলেসিয়াস-এর (১৬২৪-১৬৭৭) রচনা থেকে নেয়া হয়েছে। অবশ্যই, আদ্সোর পক্ষে তাঁর কথা উদ্ধৃতি হিসেবে ব্যবহার করার মতো সুযোগ ছিল না; কিন্তু এই উদ্ধৃতিতে যে মত ব্যক্ত করা হয়েছে তার সবই জার্মান মরমীবাদী মেইস্টার একহার্ট-এর সারমন বা হিতোপদেশে পাওয়া যাবে।

Johannes Eckhart (আনুমানিক ১২৬০-১৩২৮), জর্মন ডমিনিকান ধর্মতাত্ত্বিক ও মরমী দার্শনিক। Meister Eckhart নামেও পরিচিত। একহার্ট ডমিনিকান সম্প্রদায়ে যোগ দেন

BanglaBook.org

এবং স্যাক্সনির ডমিনিকান প্রভিন্স-এর প্রভিনশ্যাল নির্বাচিত হন। জর্মন এবং লাতিন ভাষায় এন্তার লিখেছেন তিনি, এবং ১৩২৬ খৃষ্টাব্দে যাজকীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়েন। তাঁর সারমন বা হিতোপদেশের মধ্যে একশটিকে হেরেটিকাল বা ধর্মদ্বেষী ব'লে ঘোষণা করা হয়েছিল। একটি পোপীয় কমিশনের সামনে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য তিনি অ্যাভিনিয়নে যান, কিন্তু তাঁর বিষয়টির কোনো সুরাহা হওয়ার আগেই তিনি মারা যান। নব্যপ্লোটোবাদ এবং টমাস একুইনাসের দ্বারা প্রভাবিত একহার্ট পরম অতীন্দ্রিয়বাদ এবং ঈশ্বরের অপরিজ্ঞাততার (unknowability) পক্ষে তাঁর যুক্তি তুলে ধরেছেন। তিনি এটাও মনে করতেন যে ঈশ্বর ছাড়া কোনো কিছুরই অস্তিত্ব নেই। প্রাণীদের কোনো সত্তা বা নিজস্ব অস্তিত্ব নাই। ঈশ্বরসৃষ্ট প্রাণীর অস্তিত্বই আসলে খোদ ঈশ্বরের অস্তিত্ব, যে-ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টিসমূহের সঙ্গে অন্তরঙ্গতম সম্পর্ক উপভোগ করেন। অনেকের কাছেই একহার্টের মরমী কথাগুলোকে সর্বেশ্বরবাদের মতো, আর তার ফলে, ধর্মদ্বেষী ব'লে মনে হতো, যদিও তিনি সব সময় দেখিয়েছেন সেসব কথা অর্থডক্স অর্থে ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

নিখাদ শূন্যতার, মানে নির্জলা প্রশান্তি আর স্মৃতির একটা অবস্থা হিসেবে একহার্ট 'ein lauter Nichts'-এর কথা বলেন (হিতোপদেশ ৪, Balnkey অনূদিত *Meister Eckhert: A Modern Translation*), যেখানে কোনো কিছুই ঈশ্বরের ধ্যানে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। অন্যত্র (হিতোপদেশ ১৫) তিনি বলছে আমাদের ইন্টেলেক্ট বা যুক্তি-বুদ্ধি কেবল তখনই ঈশ্বরকে জানতে পারবে যখন তা এই স্থান এবং এখন (Hier und Nun) থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারবে আর তাই আদ্‌সো তাঁর বৃদ্ধ বয়েসে তাঁর ঈশ্বরের খোঁজ করছেন, পরিপূর্ণ একাগ্রচিত্ততা এবং সম্পূর্ণ প্রশান্ততার ঈশ্বর।

৮. **টেক্সট :** *stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus*

অনুবাদ : গতকালের গোলাপ সেটার নামেই রয়ে যায়; আমাদের কাছে থাকে কেবল রিক্ত, ফাঁকা নাম।

৯. **ভাষ্য :** ক্লুনির বার্নার্ড রচিত *De contempt mundi I*. ৯৫২ থেকে। এই লাইনটি নেয়া হয়েছে ক্লুনির বার্নার্ড-এর *De contemptu mundi*-র প্রথম খণ্ড থেকে। Bernard of Cluny (আনুমানিক ১১০০-১১৫৬ খৃষ্টাব্দ) বেনেডিক্টীয় সন্ন্যাসী এবং কবি। কখনো কখনো তাঁকে মর্লে-র বার্নার্ড-ও বলা হয়ে থাকে তাঁকে। *De contemptu mundi* (জগতের প্রতি ঘৃণা প্রসঙ্গে) নামক রচনার জন্য তিনি সবচাইতে বিখ্যাত। লাতিনে লেখা ৩০০০ লাইনের ব্যঙ্গাত্মক কবিতা এটি। আনুমানিক ১১৪০ খৃষ্টাব্দে রচিত। এই কাব্যগ্রন্থটি, যা ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাওয়া একটি জগতের বিরুদ্ধে এক নিষ্ঠুর অভিযোগপত্র, সেটার সময়ের নষ্টামিকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছে। সেই সঙ্গে মানব অস্তিত্বের মানব প্রচেষ্টার মৌলিক ক্ষণস্থায়িত্বকে পরিষ্কারভাবে ফুটিয়ে তুলেছে (এ-প্রসঙ্গে কবি পার্সি বিশি শেলী রচিত 'ওযিমেন্ডিয়াস' কবিতার কথাও কারো কারো মনে প'ড়ে যেতে পারে)। মৃত্যুপরবর্তী একটি বেহতর জীবনই কেবল কবিতাটিকে হতাশার অবিশ্রান্ত সুর থেকে রক্ষা করেছে। বার্নার্ড বলেন, মানুষের পরে

থাকে কেবল ছাই, যেন ঘূর্ণিঝড়ের নিঃশ্বাসের মুখে পড়া। একসময় যা ছিল প্রস্ফুটিত পুষ্প, এখন তা গোবর। সেই ব্যাবিলনের গরিমা আজ কোথায়? কোথায় নেবুচাদনেজার, দারিয়ুস আর সাইরাস? রয়ে গেছে কেবল তাদের সাবেক খ্যাতি : মানুষগুলো পচে গলে গেছেন। মানুষের সেইসব বীরত্বপূর্ণ কীর্তি কোথায়? কোথায় সিসেরোর মহৎ বাগ্মিতা? কোথায় ক্যাটোর দেশাত্মবোধ? *stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus* গতকালের গোলাপ সেটার নামেই রয়ে যায়; আমাদের কাছে থাকে কেবল রিক্ত, ফাঁকা নাম।

কয়েক শতাব্দী ধরে গ'ড়ে তোলা গ্রন্থাগারটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত। এমনকি সেটা পুনর্গঠনে আদ্‌সোর যে চেষ্টা সেটাও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত খণ্ডাংশের একটা সংগ্রহ বৈ কিছু নয়। যে গ্রন্থাগারের জন্য কিছু মানুষ অন্য মানুষকে হত্যা করতে পিছপা ছিল না তারা অব্দি আজ ভস্ম আর কিছু নাম ছাড়া কিছু নয়।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org